শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শাঙ্কর দর্শন

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীহরিদাস [illegible]

প্রণীত।

আশ্বিন, ১৩২২।

মূল্য [illegible] মাত্র।

PRINTED BY [illegible] N. [illegible]

[illegible] MACHINE PRESS

[illegible] Lane,

Calcutta.

PUBLISHED BY

GIRISH CHANDRA DASGUPTA,

[illegible] GUPTA & CO.,

[illegible] College Street, Calcutta.

ভূমিকা।

[illegible]নের [illegible] ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ [illegible] [illegible] "[illegible] বিশ্বধামা" অতিক্রম করিয়া, যাঁহার কৃপায় সেই [illegible] উদ্যাপন করিতে [illegible] হইয়াছি, [illegible] সেই কল্যাণদাতা ভগবানের চরণে [illegible] ভক্তি এবং [illegible] অর্পণ [illegible] উপযুক্ত হউক, অথবা অনুপযুক্ত হউক, আমার [illegible] জীবনের পরিশ্রমের ফল, এই "শঙ্করাচার্য্য এবং শাঙ্করদর্শন," [illegible] [illegible] উদ্দেশ্যে [illegible] সহিত ভগবানের চরণে উৎসর্গীকৃত হইল।

[illegible]লক্ষ্মী-সরস্বতীর চিরন্তন বিবাদক্ষেত্র—এই বঙ্গদেশে—[illegible] [illegible] হইয়া, মুখে স্বর্ণ চমস লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible] সুবিধাবাদী—"all things to all men"—হইয়া [illegible] [illegible] "[illegible] তোয়াজ" করিতে সিদ্ধহস্ত, যাঁহাদের মুখে [illegible] [illegible] ফোটে না, যতক্ষণ না কোন সভাপন্দর রাজা-মহারাজা [illegible] [illegible] [illegible] অথবা যাহারা হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্ণীয় [illegible] [illegible] হইতে গ্রন্থের মহিমা ঘোষণা করিবামাত্র, [illegible] বলিতে [illegible]—"[illegible] [illegible] বটে ঠিক," এই দারিদ্র দেশে দার্শনিক গ্রন্থরচনা তাঁহাদেরই [illegible] এক [illegible] অধিকার [illegible] শোভা পায়। গ্রন্থকারের মত যাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] ভূতগ্রস্ত হইয়া 'ভাগবত' আওড়াইয়া স্থানে অস্থানে বলিয়াছেন :—"[illegible] লোপসম্মান, কথং ভক্তিং করবে [illegible]" অথবা যাঁহারা [illegible] সহিত "The learned pate ducks to the golden fool" বলিয়া [illegible] অজ্ঞানে সেই উপাস্য-উপাসক উভয়কে [illegible] [illegible] [illegible] নাই, তাঁহাদের পক্ষে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে [illegible] রচনার [illegible] বাতুলের [illegible] না হউক, যেন নিতান্তই "বামনের চাঁদে হাতের" ন্যায় উপহাসযোগ্য। যাঁহ[illegible] 'Asiatic Society' অথবা কোন রাজা-মহারাজার [illegible] না [illegible] ছেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পাঠ্য গ্রন্থসংগ্রহই সুদুষ্প্রাপ্য। [illegible] [illegible] পুস্তকাগার হইতে একখানি [illegible] গ্রন্থ [illegible] দিনের জন্য [illegible] করিয়া ব্যবহার করাতে এই হতভাগাকে [illegible] [illegible] সাজিতে হইয়াছে। অথচ সেই বন্ধুবরের নিকটেই গ্রন্থকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

ঋণী। সে যাহা হউক, তৃতীয় শ্রেণীর ছেকড়া গাড়ির মত, [illegible] একখানি একখানি করিয়া শঙ্করাচার্য্যের রচিত অথবা তাঁহার [illegible] আরোপিত সকলগুলি গ্রন্থই পাঠ করিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। [illegible] গ্রন্থকার রামমোহন লাইব্রেরীর উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতাগণের [illegible] ঋণী।

আবার প্রেস্ সম্বন্ধে গ্রন্থকার অতি অনভিজ্ঞ। [illegible] বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী এ সম্বন্ধে আমার সহায় হই[illegible] প্রেসে এই গ্রন্থ ছাপিতে ছিলেন। "কিন্তু ভাঙ্গা পা ই খানে [illegible]"। সে প্রেস্ উঠিয়া গেল। সেই সঙ্গে আমার মাথাও ঘুরিয়া [illegible]। শঙ্করাচার্য্য প্রকাশের দায় হইতে বুঝি আমার আর মুক্তি [illegible] হইল না। ভাবনায় যখন আমি আকুল হইয়া পড়িলাম, তখন দেবীবাবুই আমার সহায় হইয়া অন্য প্রেসের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আশান্বিত হইয়া আমি ও আমার ক্ষীণদৃষ্টির পক্ষে যতদূর সম্ভব [illegible] করিয়া [illegible] সংশোধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, এতদিনে গ্রন্থ প্রকাশ [illegible] সমাধা [illegible]। অনেক ভুলভ্রান্তি যে রহিয়া গিয়াছে, তাহা [illegible]।

আবার 'নিরানব্বুইর ধাক্কা' সামলায় [illegible] প্রকাশ করিতে যে ব্যয় হইয়াছিল, আজ পর্যন্ত তাহা[illegible] অল্প অংশই [illegible] পাওয়া গিয়াছে। এমন মূর্খ 'পাব্লিসার' ও কেহ [illegible] যে আমার মত নগণ্য, সাহিত্যিক-সমাজে অপরিচিত লোকের রচিত দার্শনিক গ্রন্থ নিজ ব্যয়ে প্রকাশের [illegible] গ্রহণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। গ্রন্থ-[illegible] ব্যয় ভার গ্রন্থকারকেই বহন করিতে হইতেছে। প্রায় পঞ্চাশ [illegible] পুস্তকের কেবল মুদ্রাঙ্কন ব্যয় [illegible] টাকা কম্পা [illegible] নিতান্ত [illegible] নয়। তাহার উপরে আবার কাগজ! দার্শনিক গ্রন্থের ক্রেতা [illegible] পাঠক কোন দেশেই অধিক হয় না। আমাদের দেশে আবার যাহারা দার্শনিক [illegible] উপযুক্ত পাঠক,—তাঁহাদের অধিকাংশই—[illegible] লক্ষ্মী ছাড়া বলিলে তাঁহাদের অপমান করা হইবে—তাঁহাদের অধিকাংশের পক্ষে পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করা সম্ভবপর নয়। বরং উপযুক্ত পাঠক দেখিয়া বিনা মূল্যে পুস্তক বিতরণ করিলে এমন কি সেই সঙ্গে [illegible] দক্ষিণার ন্যায় আধ্যাত্মিক ভোজনের দক্ষিণা-স্বরূপ "যৎ কিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং" দান করিতে পারিলে সে দান অপাত্রে করা হইবে না। [illegible] অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা [illegible] নিরানব্বুইর ধাক্কা

বহন করিতে সমর্থ। অনেক প্রকার খেলার মধ্যে যোগৈশ্বর্য্য লাভের খেলাও না হয় খেলা যাইত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারা যোগ-সাধনাদ্বারা অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ আছে, তাঁহাদের মধ্যেও অর্থ সাহায্যদ্বারা অন্নক্লিষ্ট জীবের দরিদ্রতা নিবারণ বিষয়ে ঐকান্তিক ঔদাসীন্যই পরিলক্ষিত হয়। এজন্য সে সকল দুরাশা মনে স্থান না দিয়া মুদ্রাঙ্কনাদিব্যয়ের গুরুভার এই স্নায়বিক দুর্ব্বলতাপীড়িত বৃদ্ধ মস্তকেই বহনের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।

কেহ হয়ত আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিবেন :—"তোমার এ দুর্ব্বায়ু কেন? তুমি কৃষির লোক, কৃষি বিষয়ে লিখিবে, তাহাতে কৃষকের উপকার হইবে, তোমারও দুপয়সা লাভ হইবে। তোমার এ দার্শনিক পাঁচালি পাঠ করিবার, অথবা শুনিবার, কাহার এত অবসর অথবা ধৈর্য্য আছে! পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক মত এবং গ্রন্থাদি লইয়া 'নাড়াচাড়া' করিতে পার, তোমার এমন কি উপযুক্ততা আছে? "Fools rush on, where angels fear to tread."—এ সকল দন্ত-ক্ষত্তের কর্ম্ম নয়! যে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে মহামহোপাধ্যায়গণেরও হৃদয় কম্পিত হয়, নিতান্ত দুর্বুদ্ধি অথবা দুঃসাহসিক ভিন্ন সে ক্ষেত্রে কে তোমার মত নির্ভীকভাবে স্বাধীন-চিত্তে পাদচারণা করিতে পারে!" যে দেশে কৃষক লিখিতে কি পড়িতে জানে না, আর যে পড়িতে লিখিতে জানে, সে যে দেশে কৃষি করে না,—সে দেশে কৃষি মৃত—প্রকৃত কৃষি সে দেশে নাই। সে দেশে বই রচনাদ্বারা "কৃষকের উপকারের" কথা ভণ্ডতপস্বী-দিগের মুখেই মাত্র শোভা পায়। তবে শঙ্করাচার্য্য এবং শাঙ্কর দর্শন লইয়া "নাড়াচাড়া" করিবার উপযুক্ততা বিষয়ে সংশয়, আমার সম্বন্ধে অতি ন্যায্য। বস্তুতঃ দ্বাদশশতাব্দের সঞ্চিত পর্ব্বতপরিমাণ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া, প্রকৃত ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যকে ফুটাইয়া তোলা নিশ্চয়ই আমার মত অনুপযুক্ত লোকের কর্ম্ম নয়। অধ্যবসায়শীল কৃতবিদ্য বহু মনীষি যুবকের সমবেত চেষ্টা, এবং প্রত্নতত্ত্বানুশীলন ভিন্ন এই কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নয়। তথাপি এই সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সেতুবন্ধের কাঠবিড়ালির মত আমারও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকার্য্য করিবার থাকিতে পারে। আমার মত অযোগ্য পাত্র চেষ্টাযত্নদ্বারা যাহা করিতে পারে, আশা করি তাহাতে কোন ত্রুটি করা হয় নাই। পাঠক দেখিতে পাইবেন, দু'এক স্থলে,—যেমন 'প্রপঞ্চ-

সার'সম্বন্ধীয় মত বিষয়ে,—এই গ্রন্থ "ব্যাঘাত"-দোষ-মুক্ত নয়। "পুনরুক্তি-দোষের"ও বহুল নিদর্শন হয়ত পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহার প্রধান কারণ এই যে শঙ্করের স্বরচিত অথবা তাঁহার প্রতি আরোপিত সমস্ত গ্রন্থের পাঠ এবং আলোচনা শেষ করিয়া গ্রন্থ-রচনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আমার অবস্থাতে সম্ভবপর হয় নাই। আবার অনেক স্থলে হয়ত গ্রন্থ দুর্ব্বোধ্যও মনে হইতে পারে,কারণ গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি এবং ব্যয়বৃদ্ধির ভয়ে অনেক স্থলে চিন্তাগুলি যথাসাধ্য বিশদ করিতে পারা যায় নাই, বরং বিপরীতদিকে "স্বল্পা চ মাত্রা বহুলো গুণশ্চ"—("Brevity is the soul of wit")—বিধি পালনেই হয়ত অতিমাত্রায় যত্ন করিতে হইয়াছে। আর একটী কথাও এ স্থলে বলা আবশ্যক:—গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ অনেক স্থলে লালিত্যশূন্য এবং অমার্জ্জিত বিবেচিত হইতে পারে: পাছে অনুবাদদ্বারা মূলের ভাব প্রকাশিত না হইয়া আচ্ছাদিত অথবা ব্যত্যয়-প্রাপ্ত হয়, সেই ভয়ে অনেক স্থলে লালিত্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, অনুবাদের ভাষা মূলের ছাঁচেই ঢালাই করা হইয়াছে। তাহা হইলেও গ্রন্থ অনেক বিষয়েই এত কাঁচা যে ইহা সাধারণে প্রকাশ করিতে গ্রন্থকার নিজেই লজ্জা বোধ করিতেছে। কিন্তু কি করা যায়। সময় সঙ্কীর্ণ—"Ars longa, vita brevis"—"ঐ দেখ, শিয়রে বসিয়ে শমন করছে বন্ধনেরই আয়োজন"। গৃহীত ব্রত সময় থাকিতেই শেষ করা কর্ত্তব্য।

১৮৬ অপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।
অথবা শিবপুর ডেয়ারি,
শিবপুর থি, জি,
হাবড়া।
অথবা সিংহ-প্রেস, কুমিল্লা।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশৈলে শঙ্করাচার্য্যের কাপালিক-বিজয়; হস্তামলক ও তোটকের শিষ্যত্ব।

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক-রচনা, শঙ্কর-জননীর স্বর্গারোহণ, এবং পদ্মপাদের তীর্থ-ভ্রমণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

রোগ-শয্যা, কাশ্মীর গমন, ও স্বর্গারোহণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শঙ্করাচার্য্যের রচিত গ্রন্থাবলী।

সপ্তম অধ্যায়।

শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মসাধনা, এবং সাধনফল—মুক্তি

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।



দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।



শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠা।

১। পূর্ব্বানুবৃত্তি।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, শঙ্করাচার্য্য আচার্য্য গোবিন্দনাথের নর্ম্মদা-তীরস্থ আশ্রমে যাইয়া তাঁহার নিকটে দীক্ষা এবং শিক্ষা লাভ করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে গুরুর আদেশে তথা হইতে কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সনন্দন প্রভৃতি অসংখ্য শিষ্যগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিতেছিলেন। এই সময়ে শঙ্করাচার্য্যের কাশীবাস কালে একদা যখন তিনি স্বীয় শি দিগকে ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তখন কতিপয় পাশুপত-মতাবলম্বী পণ্ডিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সগর্ব্বে শঙ্করের মতে দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

২। পাশুপত মত।

পাশুপতদিগের মত সম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। পাশুপতেরা দ্বৈতবাদী, তাঁহারা পশুপতি নামক ঈশ্বরেরই উপাসক। পশু বলিতে সৃষ্ট জীব, কারণ জীব পশুর ন্যায় পরাধীন, এবং পশুপতি বলিতে ঈশ্বর,—যে হেতু তিনি

জীব সকলের নিয়ামক। মাধবাচার্য্য তাঁহার কৃত সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে বলিতেছেন :—"পশু শব্দে কার্য্য, যথা জীবাদি। যে হেতু কার্য্য কারণের অধীন, অতএব কার্য্য পরতন্ত্র। পশুপতি শব্দে কারণ, অর্থাৎ ঈশ্বরকে বুঝায়। যেহেতু ঈশ্বর কারণ, এবং জগতের নিয়ন্তা, অতএব তিনি পশুপতি।" * বস্তুতঃ পাশুপতেরা সাংখ্য-মতেরই শাখা-বিশেষ। তাঁহারা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ ভেদ স্বীকার করিয়া, সেই সঙ্গে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র, পশুপতি নামে ঈশ্বরকেও জগতের নিমিত্ত-কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। পাতঞ্জলদিগের ন্যায় পাশুপতদিগকেও সেশ্বর সাংখ্য বলা যাইতে পারে। পাশুপত মতে জীবের মুক্তিলাভের জন্য পশুপতি স্বয়ং পঞ্চ পদার্থের উপদেশ করিয়াছেন;—(১) কার্য্য বা সাংখ্যোক্ত মহদাদি (মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ স্থূলভূত ইত্যাদি), (২) দ্বিবিধ কারণ—উপাদান বা সাংখ্যোক্ত প্রধান, এবং নিমিত্ত কারণ অথবা পশুপতি বা ঈশ্বর, (৩) যোগ বা সমাধি—"চিত্তদ্বারেণাত্মেশ্বর-সম্বন্ধো যোগঃ—" (৪) বিধি বা স্নানব্রতাদি,—"ধর্ম্মার্থ-সাধক-ব্যাপারো বিধিঃ," এবং (৫) দুঃখান্ত বা মুক্তি, অর্থাৎ ঈশ্বর-সমতা লাভ—"পারমৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তিঃ" (সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহঃ)। পাশুপতেরাও ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, 'ঈক্ষা-পূর্ব্বক সৃষ্টি' শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "তদৈক্ষত,"—কুলালের ঘট নির্ম্মাণের ন্যায়। তাহা নিমিত্তকারণেই সম্ভব, এবং পশুপতিই সেই নিমিত্তকারণ। তাঁহারা বলেন জগৎ সাবয়ব, অচেতন, এবং অশুদ্ধ। ঈশ্বর কদাপি তাহার উপাদান-কারণ হইতে পারেন না। অতএব সাংখ্যোক্ত প্রধানকেই জগতের উপাদান স্বীকার করিতে হয়। তাহারা বলেন যে, ঈশ্বর যদি এই দুঃখ-মোহাত্মক জগতের উপাদান হয়েন, তবে যখন প্রলয়কালে এই জগৎ ঈশ্বরের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইবে, তখন এই জগতের দোষে ঈশ্বরও দূষিত হইবেন। অতএব তাহাদের মত যে, ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ বলা অসঙ্গত, এবং শ্রুতি যে যে স্থলে ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া উল্লেখ করে, সেই সেই স্থলে নিমিত্ত-কারণকেই মাত্র লক্ষ্য করে, মনে করিতে হইবে। ঘটের যেমন উপাদান মৃত্তিকা, এবং নিমিত্ত কুলাল বা কুম্ভকার সৃষ্টিরও সেইরূপ উপাদান সাংখ্যোক্ত প্রধান, এবং নিমিত্ত পশুপতি বা ঈশ্বর।

* "পশু-শব্দেন কার্য্যস্য পরতন্ত্র-বচনত্বাত্তস্য পতিশব্দেন কারণস্য (প্রতিপাদনং)। ঈশ্বরঃ পতিরীশিতেতি। জগৎ-কারণীভূতেশ্বর বচনত্বাত্তস্য।" নকুলীশ—পাশুপতদর্শনং॥

৩। শঙ্করের পাশুপত মত-খণ্ডন।

শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে পাশুপত মত খণ্ডনের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, তাহা কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য। আমরা ধনপতি-সূরিকৃত টীকার সাহায্যে তাহা বিশদ করিয়া পাঠকের বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিতেছি। শঙ্কর বলিতেছেন ঃ—"পাশুপতদিগের মত শ্রুতিবিরুদ্ধ, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছে ঃ—"তুমি কি সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যদ্দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হয়, অবিজ্ঞাত (বস্তু) বিজ্ঞাত হয়" ইত্যাদি। ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান না হইবে, তবে শ্রুত্যুক্ত এরূপ প্রশ্নই অসঙ্গত, কারণ নিমিত্ত (যথা কুলালাদি)-বিষয়ক জ্ঞান লাভ দ্বারা কুলাল-নির্ম্মিত ঘটাদি বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইতে দেখা যায় না। শ্রুতি স্বয়ংই দৃষ্টান্ত দ্বারা আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেনঃ—"হে সৌম্য, এক খণ্ড মৃৎপিণ্ড দ্বারা সমস্ত মৃণ্ময় বস্তু জানা যায়,—পৃথক্ত্ব মৃত্তিকারই বিকার এবং নামভেদ মাত্র,—মৃত্তিকা এ কথাই সত্য"—ইত্যাদি শ্রুতিবচন উপাদান কারণকেই লক্ষ্য করিতেছে। আবার শ্রুতি বলিতেছেনঃ—"তিনি ইচ্ছা করিলেন, 'আমি বহু হইব, প্রজারূপ গ্রহণ করিব"—ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি বচন পরমাত্মার কর্ত্তৃত্ব বা নিমিত্ত-কারণত্ব, এবং প্রকৃতিত্ব বা উপাদান কারণত্ব উভয়ই নির্দ্দেশ করিতেছে। আর উপাদান—যথা মৃত্তিকা, এবং উপাদেয় যথা ঘটাদি—এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সাদৃশ্য নাও থাকিতে পারে, যথা গোময় হইতে বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি, * (১) অথবা আমাদের চেতনাবান্ দেহ হইতে অচেতন কেশনখাদির উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। নিরবয়ব যদি সাবয়বের, চেতনাবান্ যদি অচেতনের উপাদান হইতে না পারিবে, তাহা হইলে স্বপ্নদর্শন কিরূপে সম্ভব হইতেছে? শুদ্ধ যদি অশুদ্ধের উপাদান না হইতে পারিবে, তবে ঈশ্বরের পক্ষে এই অশুদ্ধ সৃষ্টি করাই অসম্ভব। অশুদ্ধ সৃষ্টি করিতে হইলেই অন্ততঃ চিন্তাতে এবং ইচ্ছাতে ঈশ্বরকেও সেই অশুদ্ধির আশ্রয় হইতেই হইবে।† প্রধান বা সৃষ্টির সাবয়ব উপাদান, পাশুপত মতে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হইলেও, ঈশ্বর বা পশুপতিকে সৃষ্টির আত্মিক উপাদান হইতেই হইবে। বস্তুতঃ বহুশক্তিমানের পক্ষে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অল্পশক্তির কার্য্য

* পূর্ব্ববর্ত্তী বীজ হইতে প্রাণীগণের উৎপত্তি এই মত বিজ্ঞান-সম্মত। পূর্ব্বকালের Spontaneous generation theory বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ।

† পাঠক আমাদের বেদান্তবাদ (Vedantism) নামক ইংরাজী গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

করা, বুদ্ধি-জীবির পক্ষে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় শক্তির সঙ্কোচ করা, লক্ষপতি রাজার পক্ষে ইচ্ছাপূর্ব্বক ভিখারীর বেশ ধারণ করা, কুত্রাপি অসম্ভব দৃষ্ট হয় না। তবে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে জীবভাবও গ্রহণ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন 'ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্,' তাই বলিয়া কি তিনি ইচ্ছা করিলে আত্মঘাতও করিতে পারেন? যখন সেরূপ ইচ্ছাই করিবেন না, তখন ইচ্ছা করিলে আত্মঘাতও করিতে পারিবেন বলিলে, কোন ক্ষতির আশঙ্কা দেখা যায় না। বস্তুতঃ আত্মঘাত কথাই বিরুদ্ধ। যাহা কিছুর ধারণা আমাদিগের পক্ষে সম্ভব, অনুভূতির বিষয় রূপেই সম্ভব, আত্মঘাতের ধারণা ও অনুভূতির বিষয়রূপেই সম্ভব। অতএব 'আত্মঘাত করে' বলিতে গেলেও তাহার দ্রষ্টা বা সাক্ষী বা ধারণ কর্ত্তা রূপে পরমাত্মাকে থাকিতেই হইবে।

আবার পাশুপতেরা বলেন যে, ঈশ্বর জগতের উপাদান হইলে, প্রলয়কালে যখন জগৎ তদীয় উপাদানে লয় প্রাপ্ত হইবে, তখন এই জগতের অশুদ্ধ্যাদি দোষে ঈশ্বরও দূষিত হইবেন। ইহার উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন—"কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন, অর্থাৎ কারণ কার্য্যেরই অব্যক্ত (Potential) ভাব, এবং কার্য্য কারণেরই ব্যক্ত (kinetic) ভাব,—একথা যে কেবল প্রলয় কাল সম্বন্ধেই সত্য, তাহা নয়,—সর্ব্বকালেই সত্য। অতএব পাশুপতদিগের এ আপত্তি সম্বন্ধে জগতের স্থিতি-কাল এবং লয়-কালে কোন বিশেষ নাই। শ্রুতির প্রামাণ্য পাশুপতেরাও স্বীকার করেন, এবং সেই শ্রুতি পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন "এই সমস্তই আত্মা, এই সমস্তই ব্রহ্ম"—ইত্যাদি। ঘটাদি মৃত্তিকার নষ্ট হইলে যখন তাহা পুনরায় মৃত্তিকাতে পরিণত হইয়া স্বীয় কারণের সহিত অভিন্নরূপ ধারণ করে, তখন ঘটের আকারাদিগত দোষে মৃত্তিকা দূষিত হইতে দেখা যায় না। মরীচিকা মরুরই কার্য্য, কিন্তু তাহা বলিয়া মরীচিকার জলদ্বারা মরুভূমি জলযুক্ত হয় না। ভিখারীর অভিনয় করিয়া রাজা ভিখারীর দোষে দূষিত হইবে না, রাজ-সিংহাসনে ছিন্ন-কন্থা দৃষ্ট হইবে না। নিরবয়ব, চিন্ময়, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ পরমাত্মাও সেইরূপে আপনার পারমার্থিক স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকিয়া, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার মধ্যে এই সাবয়ব, জড়, মোহ-পাপসঙ্কুল জগৎ-প্রপঞ্চ প্রকাশ করেন বলিয়া, স্বয়ং এই প্রপঞ্চের দোষে সাবয়ব, জড়, বা মোহ-পাপযুক্ত হইবেন না। আবার প্রলয় কালে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আপনার মধ্যে প্রত্যাহার করিয়াও যদি প্রপঞ্চের দোষই রহিল, এবং সেই দোষে পরমাত্মাও দূষিত হইলেন, তবে প্রলয় বা প্রত্যাহার ক্রিয়ার সার্থকতা কোথায় রহিল?

এইরূপে যুক্তি এবং শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া, শঙ্কর পাশুপত মতের দোষ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন :—"প্রধান এবং পুরুষের (জীবের) অধিষ্ঠাতা রূপে পশুপতি জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্র হইতেছেন, পাশুপতদিগের এই মত যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না, কারণ জীব যদি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হয়, তবে জীবদিগকে হীন,মধ্যম, এবং উত্তম, এই শ্রেণীত্রয়ে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করাতে, পশুপতির পক্ষে কোন কোন জীবের প্রতি অনুগ্রহ এবং কোন কোন জীবের প্রতি নিগ্রহ প্রকাশ করিতে হয়। (১) এই বলিয়া তিনি পাশুপতদিগের মুক্তিবিষয়ক মতের দোষ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

৪। পাশুপত মতে মুক্তি।

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে মাধবাচার্য্য পাশুপতদিগের মুক্তিবিষয়ক মত এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। (২) যেহেতু (বৈষ্ণবদিগের) দাসত্বাদি-রূপ মুক্তি পরতন্ত্র, অতএব তাহা দুঃখেরই কারণ। ("সর্ব্বংপরবশংদুঃখং") তাহাকে দুঃখান্ত বা মুক্তি প্রভৃতি বাঞ্ছিত পদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। এরূপ পরাধীন মুক্তি পাশুপতেরা স্বীকার করেন না। পরমেশ্বরত্ব লাভেই তাঁহাদিগের অভিলাষ। পরাধীনতাকে তাঁহারা মুক্তি বলিয়া গণ্য করিতে পারেন না, কারণ সেরূপ মুক্তি অস্মদাদিতুল্য পরমেশ্বরত্ব-রহিত, এবং পরতন্ত্র। মাধবাচার্য্য আবার বলিতেছেন :—"অন্যমতে দুঃখের নিবৃত্তিমাত্রই দুঃখান্ত বা মুক্তি, কিন্তু পাশুপত মতে,—দুঃখনিবৃত্তির সহিত পরমেশ্বরত্ব লাভেই দুঃখান্ত বা মুক্তি। অন্যান্য মতে যোগের ফল কৈবল্য বা শুদ্ধাদ্বৈতভাবপ্রাপ্তি, পাশুপতমতে যোগের ফল দুঃখনাশের সহিত পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্তি। অন্যান্যমতে স্বর্গাদি হইতে সংসারে পুনরাবৃত্তি হয়, পাশুপতমতে স্বর্গ হইতে সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না, ভগবানের সামীপ্যাদি ফল লাভ হয়। (৩)

---

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে কুমারিল ভট্ট ও তাঁহার কৃত মীমাংসা-শ্লোক-বার্ত্তিকে এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন :—

"প্রাণিনাং প্রায়দুঃখা চ সিসৃক্ষাহস্য ন যুজ্যতে ॥ ৪৯

সৃজেচ্চ শুভমেবৈকং অনুকম্পা-প্রয়োজিতঃ ॥ ৫২ ॥"

(২) "দাসত্বাদি-পদ-বেদনীয়ং পরতন্ত্র-দুঃখাবহত্বান্ন দুঃখান্তাদীপ্সিতাস্পদমিত্য রোচয়মানাঃ পরমৈশ্বর্য্যং কাময়মানা পরামিতা মুক্তা ন ভবন্তি, পরতন্ত্রত্বাৎ নিরবয়ব-চিন্ময়-পারমৈশ্বর্য্যর-হিতত্বাদস্মদাদিবৎ।"

(৩) "তথাহি অন্যত্র দুঃখ-নিবৃত্তিরেব দুঃখান্তঃ। ইহ তু পারমৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তিশ্চ। অন্যত্র-কৈবল্যাদিফলকো যোগঃ। ইহ তু পারমৈশ্বর্য্য-দুঃখান্তফলকঃ। অন্যত্র পুনরাবৃত্তিঃ স্বর্গাদিঃ ইহাপুনরাবৃত্তিরূপঃ সামীপ্যাদি-ফলকঃ।"

৫। পাশুপতদিগের ঈশসমতারূপ মুক্তিমত খণ্ডন।

শঙ্কর বলিতে লাগিলেন—"ঈশ্বর-সমতাই মুক্তি, পাশুপতদিগের এই মতেরও ফল পরিণামে জীব এবং ব্রহ্মের অভিন্নতা, কারণ মোক্ষকালেও যদি জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্নই রহিল, তবে জীবের পক্ষে ঈশ্বরসমতা লাভ কিরূপে সম্ভব? পাশু-পতেরা বলিয়া থাকেন যে, ধ্যান দ্বারা জীবের ঈশ্বরসমতা লাভ হয়। কিন্তু ধ্যান চিত্তের একাগ্রতা মাত্র, এবং অনিত্য। সেই ধ্যানলভ্য ঈশ্বর-সমতারূপ মুক্তি যে অনিত্য হইবে না, তাহার কি হেতু আছে? "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন", বা যাহার আদি আছে, তাহার অন্তও থাকিবে। আবার ইহা জিজ্ঞাস্য হই-তেছে—জীবের এই ঈশ্বরসমতারূপ মুক্তিলাভ বিষয়ে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব আছে কি নাই? অথবা ঈশ্বর সেই ঈশ্বর-সমতারূপ মুক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারেন, কি পারেন না? যদি বল যে, এই ঈশ্বর-সমতা লাভ বিষয়ে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, এবং ঈশ্বর ইহার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারেন না, তবে হয়ত ইহার এইরূপ কারণও নির্দ্দেশ করিবে যে, বীজরূপে প্রত্যেক পশু বা জীবের মধ্যে ঈশ-সমতা বর্ত্তমান আছে, এবং বীজ যেমন মাটি-জল-বায়ুর সাহায্যে অঙ্কুরিত হইয়া আপনা হইতেই বিকাশ লাভ করে, ঈশ সমতাও সেইরূপ জীবের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। এইরূপই যদি হয়, এবং ঈশ্বর-সমতা যদি স্বতঃই জীবের মধ্যে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তবে ঈশ্বরের কৃপার কোন স্থান থাকে না। প্রত্যেক জীব বা পশুই ভবিষ্যমান ঈশ্বর। ঈশ্বর স্বয়ং ভূত-ঈশ্বর মাত্র। তাহা হইলে এরূপ অসংখ্য ভূত এবং ভবিষ্যমান ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিয়া এই জগৎপ্রপঞ্চ নিশ্চয়ই অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইত। পক্ষান্তরে যদি বলা যায় যে সেই ঈশ-সমতারূপ মুক্তি লাভ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধীন, এবং ঈশ্বর স্বীয় গুণ জীবের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া তাহার বৃদ্ধি, এবং জীব হইতে স্বীয় গুণ-প্রত্যাহার করিয়া তাহার হ্রাস করিতে পারেন, তবে জিজ্ঞাস্য এই:—যদি ঈশ্বর এবং জীব দুই স্বতন্ত্র বস্তুই হইল, তবে ঈশ্বরের গুণ কিরূপে জীবে সংক্রামিত, অথবা জীব হইতে প্রত্যাহৃত হইতে পারে? ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে নিরবয়ব নিরাশ্রয় গুণের গমনাগমন কিরূপে সম্ভব? গুণ গুণী হইতে অভিন্ন, অথবা গুণ-গুণী পরস্পর সমবায় সম্বন্ধে সম্বন্ধ (not separable, though different)। উপাদান বা আশ্রয়-রহিত গুণ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া জীবে প্রবেশ করিবে কিরূপে? তুমি হয়ত বলিবে, যেরূপে পদ্মগন্ধ বায়ুতে সংক্রামিত হয়, সেইরূপে। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পদ্ম-

গন্ধেরও উপাদান আছে, পদ্ম-পরাগের অবয়বভূত পরমাণুই সেই উপাদান। অতএব নিরবয়ব নিরাশ্রয় গুণের গমনাগমন বিষয়ে পদ্মগন্ধের দৃষ্টান্ত গ্রহণযোগ্য হয় না। পদ্মগন্ধ যখন বায়ুতে সংক্রামিত হয়, তখন সেই গন্ধের আশ্রয়ভূত পদ্ম-পরাগের পরমাণু ও বায়ুর সহিত সংযুক্ত হয়, এবং তাহাতেই বায়ুতে পদ্মগন্ধ, এবং পদ্মগন্ধে বায়ুর উপলব্ধি হয়, অথবা পদ্মগন্ধের পরমাণু এবং বায়ু উভয়ে মিলিত হইলে একরূপ নূতন পদার্থের উপলব্ধি হয়, যাহাতে পদ্ম-গন্ধও আছে, বায়ুও আছে। আবার পদ্মগন্ধ এবং বায়ুর দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান করিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে শুধু যে কেবল জীবের মোহপাপ মুক্তির পরেও প্রায় পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়, তাহা নয়, তাহা ঈশ্বরেও সংক্রামিত হয়। পরিশেষে জিজ্ঞাস্য এই, মুক্তি-কালে যে পশুপতি বা ঈশ্বরের গুণ পশু বা জীবে সংক্রামিত হয়, তাহা কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ করিয়া ক্রমশঃ সংক্রামিত হয়, না পশুপতির সমস্ত গুণ একবারেই জীবেতে সংক্রামিত হয়? অংশতঃ বিভাগ সাবয়বেরই সম্ভব। পারমৈশ্বর্য্যাদি গুণ নিরবয়ব, অতএব তাহার অংশতঃ বিভাগ অসম্ভব। অংশতঃ বিভাগ অসম্ভব হওয়াতে পারমৈশ্বর্য্যাদি পশুপতির গুণ অল্প অল্প করিয়া জীবে সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব। যদি পারমৈশ্বর্য্যাদি পশুপতির সমস্ত গুণ মুক্তিকালে একবারেই জীবে সংক্রামিত হয় বলা যায়, তবে যেহেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নিরবয়ব নিরাশ্রয় গুণের একাধার হইতে আধারান্তরে গমন অসম্ভব, অতএব পশুপতিকে পশু বা জীবের সহিত মিশিতে হইবে, এবং সেই সঙ্গে জীবের মোহপাপাদি দোষও পশুপতিতে সংক্রামিত হইবে।" বিচারে দ্বৈতবাদী পাশুপতগণ পরাজিত হই-লেন, তাহাদিগের ঈশ-সমতা-প্রাপ্তি রূপ মুক্তি বা দুঃখান্ত সর্ব্বথা শশ-বিষাণবৎ মিথ্যা কল্পনা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, পাশুপতমত খণ্ডন প্রভৃতি যে সকল বিচারের বর্ণনা আমাদিগকে শঙ্কর-দ্বিগ্বিজয় হইতে গ্রহণ করিতে হইতেছে, তাহা অনেক পরিমাণে মাধবাচার্য্য প্রভৃতি শঙ্কর-শিষ্যগণের স্বকপোল-কল্পিত। বিচারকালে, শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার প্রতিপক্ষের মধ্যে কি কথা হইয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য শঙ্করের সঙ্গে কোন সাঙ্কেতিক (short-hand) লেখক ছিল না। চারিশত বৎসর পরে লোক মুখে সেই সকল বিচারের সামান্য আভাসমাত্র লাভ করাও মাধবাচার্য্য কিম্বা তাঁহার অনতি-পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের পক্ষে সুকঠিন ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহই সঞ্জয়ের ন্যায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। এরূপ অবস্থায় পাঠকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শঙ্কর-দিগ্বিজয়

হইতে গৃহীত বিচার সকলের দোষগুণের জন্য শঙ্করাচার্য্য বিশেষভাবে দায়ী হইতে পারেন না। সেজন্য মাধবাচার্য্য এবং তাঁহার টীকাকার অথবা ব্যাখ্যা-কর্ত্তাই প্রধানতঃ দায়ী। শঙ্করাচার্য্যের বিচারের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ধার করিতে তাঁহারা কতদূর সক্ষম হইয়াছিলেন, বলা কঠিন।

৬। ব্রহ্মবিদ্যা-প্রচার।

পাশুপতদিগের পরাজয়ের পর শঙ্করের শিষ্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতিবাদীগণ তাঁহাকে বেদান্তবনের শার্দ্দূলের ন্যায় গণ্য করিতে লাগিল। কাশীর তাৎকালিক প্রধান পণ্ডিতগণ ভাস্কর, গুপ্ত-মিশ্র, বিশ্বেন্দু প্রভৃতি সকলে একে একে শঙ্করের সহিত বিচারে পরাস্ত হইলেন। এত অল্প বয়সে শঙ্করের এইরূপ অমানুষী প্রতিভা দর্শনে কাশীবাসীরা সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। বেদান্তের সার মর্ম্ম "আত্মাই জগতের উপাদান, আত্মাই জগতের নিমিত্ত, আত্মাই ঈশ্বর," —এই তত্ত্ব চতুর্দ্দিকে প্রচার হইতে লাগিল। শূন্যবাদী বৌদ্ধ, অথবা দেহাত্মবাদী চার্ব্বাক্ আত্মার বধসাধন করিতেছিল। শঙ্করের হস্তে সেই আত্মা পুনরায় নবজীবন লাভ করিয়া নববলে বলীয়ান্ হইল। শঙ্করের বিচার বলে কালের স্রোত ফিরিয়া গেল। নাস্তিকতা এবং অন্ধ বিশ্বাসের মস্তক ছিন্ন হইল। অনেক নৈয়ায়িক পণ্ডিত শঙ্করের কৃত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য খণ্ডন করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়াও বিফলমনোরথ হইলেন। বরং সুবর্ণ যেমন ঘর্ষণ, ছেদন, অথবা তাপন দ্বারা অধিকতর উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করে, বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্যও সেইরূপ বিবাদীগণ কর্ত্তৃক মথ্যমান হইয়া অধিকতর দীপ্তিশালী হইল। এইরূপে শঙ্করের অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা প্রথমে কাশীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৭। ব্যাস কর্ত্তৃক শঙ্করের পরীক্ষা।

একদিন শঙ্কর গঙ্গাতীরে বসিয়া শিষ্যদিগকে স্বকৃত সূত্রভাষ্য অধ্যাপন করাইতেছিলেন। বিচারদ্বারা শিষ্যদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে করিতে দ্বি-প্রহর বেলা হইল। শিষ্যগণ অধ্যয়ন করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে পর আচার্য্য-দেব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময়ে একজন অপরিচিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া তথায় উপস্থিত। বৃদ্ধ আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কোন্ শাস্ত্র অধ্যাপন করিতেছ?" প্রশ্ন শুনিয়া শঙ্করের শিষ্যগণ সসম্ভ্রমে উত্তর করিল "ইনি আমাদিগের গুরু। ইনি ভেদবাদ নিরস্ত করিয়া উপনিষদ্ সকলের এবং ব্যাসকৃত শারীরক সূত্রের ভাষ্য রচনা

করিয়াছেন।' বৃদ্ধ তখন শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন :—"ইঁহারা বলিতেছেন, তুমি নাকি শারীরক-সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছ, শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছে। যদি একথা সত্য হয়, এবং শারীরক সূত্রের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে তুমি সক্ষম হইয়া থাক, তবে সেই শারীরক সূত্রের একটী সূত্র উচ্চারণ করিয়া আমার সমক্ষে তাহার ব্যাখ্যা কর।" বৃদ্ধের কথা শুনিয়া ভাষ্যকার উত্তর করিলেন :—"সূত্রার্থবিৎ পণ্ডিতদিগকে নমস্কার, তাঁহারা আমার গুরু। ব্যাসকৃত শারীরক সূত্র আমি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি, এরূপ অহঙ্কার আমার নাই। তথাপি আপনি যদি প্রশ্ন করেন, তবে তাহার যথোচিত উত্তর দিতে আমি যত্নবান্ হইব। শঙ্করের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, শারীরক সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে "তদন্তরেত্যাদি" যে সূত্র আছে, যদি তুমি তাহা বুঝিয়া থাক, তবে আমার নিকটে তাহার ব্যাখ্যা কর।" সূত্রটী এই—"তদনন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাং" (অ ৩—পা ৬—সূত্র ১)। প্রথম খণ্ডে আমরা এই সূত্রের উল্লেখ করিয়াছি। শঙ্করকৃত সূত্র-ভাষ্যে তাহার অর্থ এইরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে,—("তদন্তর-প্রতিপত্তৌ") একদেহ হইতে দেহান্তর লাভ করিবার সময়ে, ("সম্পরিষক্তো রংহতি") দেহের বীজস্বরূপ ভূত সকলের সূক্ষ্মভাগ দ্বারা সম্বেষ্টিত হইয়া চলিয়া যায়, (প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাং") তাণ্ডিশ্রুতিতে গৌতম ও জৈমিনির প্রশ্নোত্তর দ্বারা এই অর্থ স্থির হইতেছে। গৌতমের প্রশ্ন এই :—"তুমি কি জান পঞ্চম আহুতিতে অপ্ সকল কিরূপে "পুরুষ" শব্দ বাচ্য হয়?" জৈমিনির উত্তর এইরূপঃ—'দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ, এবং স্ত্রী, এই পাঁচ প্রকার অগ্নি মধ্যে শ্রদ্ধা, সোমরস, বৃষ্টি, অন্ন, এবং জীব-বীজ এই পাঁচ প্রকার আহুতি অর্পিত হয়। এই পাঁচ প্রকার অগ্নি সম্বন্ধীয় আহুতির মধ্যে পঞ্চম আহুতিতে, অর্থাৎ স্ত্রীরূপ অগ্নিতে জীব-বীজরূপ আহুতি অর্পিত হইলে, অপ্ সকল 'পুরুষ' শব্দ বাচ্য হয়। অপ্ শব্দের ব্যাখ্যা লইয়াই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত শঙ্করের বিচার। শঙ্কর অপ্ শব্দের অর্থ করিতেছেন, "সূক্ষ্মভূতাত্মক সর্ব্ববিধ দেহবীজ।" পৌরাণিক কালের পণ্ডিতগণ সকলেই শ্রুতিকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, অবশ্য আমরা বেদনিন্দুক বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের কথা বলিতেছি না। এমন কি, চার্ব্বাক্‌ও "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি"—এই শ্রুতি-বচন দ্বারা তাঁহার দেহাত্মবাদ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন পণ্ডিতগণের বিচার অনেক স্থলেই শ্রুতির অর্থ লইয়া। অভ্যাগত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত শঙ্করের বিচারও সম্পূর্ণই

শ্রুতির অর্থ লইয়া,এবং সাধারণ পাঠকের অনুপযোগী। এই বিবেচনায়, আমরা শঙ্কর-দিগ্বিজয়ের টীকাকার ধনপতিসূরি সেই বিচারের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার সারাংশ স্বতন্ত্রভাবে ফুটনোট আকারে নিম্নে দিতেছি।* বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যুক্তি দ্বারা এবং শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা শঙ্করের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্করও আবার একে একে বৃদ্ধের আপত্তির সদুত্তর প্রদান করিলেন। এইরূপে আটদিন ভরিয়া তাহাদের বিচার চলিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া

* বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শঙ্করের ব্যাখ্যাতে দোষ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে প্রশ্ন করিলেন, "জীবাত্মা কি ব্যাপ্তিশীল ইন্দ্রিয়-সমষ্টি লইয়াই কর্ম্মফল-ভোগার্থ দেহান্তর গ্রহণ করে, অথবা অতীন্দ্রিয় কেবলস্বরূপে জীবাত্মা দেহান্তর গ্রহণ করে, এবং সেই নূতন দেহের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়সকলও নূতন উৎপন্ন হইয়া, কর্ম্মফল ভোগের নূতন আয়তন রচনা করে"? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনই কি একমাত্র ভোগ-আয়তন? অথবা শুকপক্ষী যেমন এক বৃক্ষ ছাড়িয়া বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, জীবও কি সেইরূপ একদেহ ছাড়িয়া দেহান্তর আশ্রয় করে?" বৃদ্ধ আরও বলিলেন "ইন্দ্রিয় সমষ্টি পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে দেহান্তরে গমন করে" একথা শ্রুতি-বিরুদ্ধ,কারণ শ্রুতি বলিতেছেনঃ—"মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিতে লয়-প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুমধ্যে, চক্ষু আদিত্যে, মন চন্দ্রমাতে, শ্রোত্র দিক্ সকলে লয় প্রাপ্ত হয়" ("অস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষু রাদিত্যং মনশ্চন্দ্রমসং দিশঃ শ্রোত্রং")। আবার তাণ্ডি শ্রুত্যুক্ত জৈমিনির উত্তরে, প্রথম অগ্নিতে শ্রদ্ধাই প্রথম আহুতি বলিয়া উক্ত। অপ্ সকলের কোন উল্লেখ নাই। অতএব পঞ্চম আহুতিতে অপ্ সকল পুরুষ-শব্দ বাচ্য হয়, এরূপ মীমাংসা করা যায় না। জৈমিনির উত্তরে দ্যুলোক প্রভৃতি পঞ্চ অগ্নিতে শ্রদ্ধা প্রভৃতি পঞ্চ আহুতির উল্লেখ। শ্রুত 'শ্রদ্ধা' পরিত্যাগ করিয়া, অশ্রুত 'অপ্' সকলকে শ্রদ্ধার আধার বলিয়া কল্পনা করা অযুক্ত, কারণ 'শ্রদ্ধা' মনের প্রত্যয়-বিশেষমাত্র, এবং অপ্ সকল দ্রব্য-বিশেষ। 'অপ্ সকলকে' শ্রদ্ধার আধার বলিয়া কল্পনা করা যায় না। অথবা তর্কস্থলে 'অপ্ সকলেরই' 'শ্রদ্ধাদি' ক্রমে পঞ্চমাহুতিতে পুরুষাকার লাভ হয়, একথা যদিও স্বীকার করা যায়, তা বলিয়া জীব দেহান্তরগ্রহণ কালে সেই 'অপ্' সকল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, শ্রুতিতে এমন কোন কথা নাই। বৃদ্ধের কথার উত্তরে শঙ্কর বলিতে লাগিলেনঃ—

'অপ্' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টে কেবলমাত্র অপ্ দ্বারাই পরিবেষ্টিত হইয়া চলিয়া যায় (রংহতি), এরূপ কল্পনা করা যায় না, এবং অপ্ শব্দের প্রয়োগ

কাশীবাসী পণ্ডিতগণ সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। অবশেষে পদ্মপাদ আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—"এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই সর্ব্ববেদান্তবিৎ ভগবান্ ব্যাসদেবের অবতার হইবেন। ব্যাস সাক্ষাৎ নারায়ণরূপী, তুমি ও শঙ্কর সাক্ষাৎ শিবের অবতার, তোমাদের উভয়ের মধ্যে এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদ চলিলে, বল, তোমাদের এ দাস কি করিবে? পদ্মপাদের কথা শুনিয়া ভাষ্যকার মনোযোগের সহিত সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে করজোড়ে দাঁড়াইয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, আপনি কলি-দোষ নাশক সাক্ষাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বরূপ। আপনার কণ্ঠদেশে শুভ্র উপবীত, এবং পৃষ্ঠে কৃষ্ণাজিন শোভা পাইতেছে। আপনার অগ্নিবর্ণ-জটা-মণ্ডিত মস্তক, বর্ষণ-উন্মুখ মেঘের শোভার অনুকরণ করিতেছে। এ দাসের অপরাধ ক্ষমা করুন। মৎকৃত ভাষ্যে যদি আপনার কৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করা হইয়া থাকে, এবং আমার এই ভাষ্য রচনাতে আপনার যদি সম্মতি থাকে, তবে কৃপা করিয়া সম্মতি দান করুন। শঙ্কর এই কথা বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ অনতিদূরে ব্যাসকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, পৃষ্ঠদেশে শার্দ্দূল চর্ম্ম শোভা

দ্বারা বহু বস্তুর উল্লেখেরও বাধা হয় না। কেবল মাত্র অপ্ বা জল দেহের আরম্ভ সিদ্ধ হয় না। শ্রুতিতে ত্রিবৃৎকরণের উল্লেখ আছে, এবং তেজ, অপ্, এবং অন্ন, জীবদেহে এই তিনই বর্ত্তমান্, জীব দেহ এই তিনেরই কার্য্য। যদি বল, জীবদেহে অপরাপর অনেক ভৌতিকবস্তু আছে, তাহাতেও দোষ হয় না, কারণ "আপঃ" শব্দ বহুবচনান্ত, এবং তদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ সূক্ষ্মভূতাত্মক দেহবীজের উল্লেখই যুক্তি-সঙ্গত। আবার দেহান্তর প্রাপ্তি কালে শ্রুতিতে প্রাণ সকলেরও অনুগমনের উল্লেখ আছে, যথা—"ত মুৎক্রামন্তং প্রাণোনূৎক্রামতি, প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি"—তাহাকে (জীবকে) যাইতে দেখিয়া প্রাণও তাহার অনুগমন করে, এবং প্রাণকে অনুগমন করিতে দেখিয়া প্রাণাপানাদি সকলেই জীবের অনুগমন করে। আশ্রয়-রহিত প্রাণের গমন সম্ভব হয় না, অতএব প্রাণের গমন কালে, প্রাণের আশ্রয়ভূত অপ্ সকলেরও গমন অনুমান করিতে হয়, কারণ জীবন কালেও কখনও প্রাণকে আশ্রয় রহিত হইয়া কোথাও যাইতে দেখা যায় না। "অগ্নিং বাগপ্যেতি"—ইত্যাদি বচন দ্বারা মৃতব্যক্তির বাগাদি অগ্ন্যাদিতে গমন করে, শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা গৌণী। মৃতব্যক্তির কেশ ও লোমাদির অদর্শন হয় বলিয়া

পাইতেছে। অদ্বৈত বিদ্যার-সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশের প্রভাবে, তিনি অহঙ্কাররূপ মত্তহস্তীকে বশীকৃত করিয়াছেন। তৎকৃত ব্রহ্মসূত্ররূপ উজ্জ্বল রজ্জুদ্বারা বেদরূপী গো-সহস্রকে তিনি অদ্বৈতবাদের সুদৃঢ় বন্ধনদণ্ডে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে যশঃশালী শিষ্য-পংক্তি শোভা পাইতেছে। তাঁহার দর্শন মাত্র সকল মনস্তাপ দূর হয়।" শঙ্কর এইরূপ অসম্ভাবিত সময়ে স্বীয় আদিগুরু ঋষিরাজের দর্শন লাভ করিবামাত্র শিষ্যগণ সহ তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন, এবং নিকটে যাইয়া সাদরে তাঁহার চরণ-কমলে প্রণিপাত করিয়া সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন,—"হে দ্বৈপায়ন, তোমাকে স্বাগত, তোমার দর্শন লাভে আমার সকল কামনা সফল হইল। তোমার অনুরূপ কার্য্যই হইয়াছে, সর্ব্বকালেই তুমি নিয়ত পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত। সাধু অর্থযুক্ত দুইটা শ্লোক রচনা করাও সংসারে

শ্রুতি কল্পনা করে যে, লোম সকল ওষধিতে, এবং কেশ সকল বনস্পতিতে গমন করে। তাহা বলিয়া লোম সকল লাফ দিয়া ওষধিতে, এবং কেশ সকল লাফ দিয়া বনস্পতিতে যাইবে, তাহা অসম্ভব। অপরদিকে জীবাত্মার পক্ষেও প্রাণরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া গমন করা সম্ভব হয় না। প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর লাভও সম্ভব হয় না, অতএব 'অগ্নিং বাগপ্যেতি' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের অর্থ এই যে, অগ্ন্যাদি বাগাদির হিতকারী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মরণ কালে তাহাদের কর্ত্তব্যের শেষ হয়, এ জন্যই বলা হয় যে, বাগাদি অগ্ন্যাদিতে গমন করে। আর যে বলিতেছ,প্রথম অগ্নিতে (দ্যুলোকে) আহুতিরূপে শ্রদ্ধারই উল্লেখ, অপ্ সকলের কোন উল্লেখ নাই, তাহাতেও কোন দোষ হয় না, কারণ 'শ্রদ্ধা' শব্দ ও 'অপ্' সকলকেই লক্ষ্য করিতেছে। তাহা না হইলে,প্রশ্ন এবং উত্তরের একবাক্যতা রক্ষা হয় না। প্রশ্ন হইল 'কিরূপে পঞ্চমাহুতিতে অপ্ সকল পুরুষপদবাচ্য হয়?' উত্তরে যদি 'শ্রদ্ধা' শব্দ 'অপ্' সকলকে লক্ষ্য না করে, তবে প্রশ্নের সহিত উত্তরের একবাক্যতা রক্ষা হয় না। আবার 'শ্রদ্ধা' জীবের প্রত্যয়রূপ ধর্ম্মবিশেষ। যজ্ঞীয় পশু হইতে যেমন তাহাদের হৃদয় পৃথক্ করিয়া, হোমের উপাদান করা যায়, সেইরূপে শ্রদ্ধারূপ ধর্ম্ম-বিশেষকে ধর্ম্মী হইতে পৃথক্ করিয়া, হোমের উপাদান করা যায় না। অতএব 'শ্রদ্ধা' শব্দ দ্বারা ও হোমের উপাদানরূপে ধর্ম্মী "অপ্" সকলকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। শ্রুতিতে অনেক স্থলে "অপ্ সকলের" প্রতি "শ্রদ্ধা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বিচার পূর্ণানন্দসরস্বতিকৃত টীকা হইতে গৃহীত। হয়ত ইহার অধিকাংশই টীকাকারের কল্পনা-প্রসূত।

দুষ্কর, আর তুমি বেদার্থ-প্রতিপাদক অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছ। বেদ সকল অবিভক্ত ছিল, কলির ব্রাহ্মণদিগকে বেদাধ্যয়নে অলস জানিয়া, তাহাদেরই সাহায্যের জন্য তুমি বেদ সকল চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছ। তুমি ত্রিকালজ্ঞ, তোমার অবিদিত কিছুই নাই। লোকের মোহ দূর করিবার মানসে তুমি মহাভারত রচনা করিয়াছ। কল্প-বৃক্ষের ন্যায় তুমি তোমার শিষ্যদিগকে মোক্ষফল দান কর। হে কৃষ্ণ, বেদ সকল তোমার বদনে নিয়ত রক্ষিত, শিব তোমার হৃদয়ে সদা বিরাজমান। তোমার গুণ কে বর্ণন করিতে সক্ষম। তুমিই সেই সচ্চিদানন্দ-ঘন পুরাণ পুরুষ, সেই পরমাত্মা, যাঁহাকে বেদ সদসৎ সকল পদার্থ হইতে পৃথক্ বলিয়া উল্লেখ করে। তুমিই স্বয়ং নারায়ণ স্বরূপ।" এইরূপে আরাধিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুশাসনোপরি উপবেশন করিলেন, এবং শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—"হে শঙ্কর, তুমিও আমাদের সমান স্থান অধিকার করিয়াছ। তোমার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা আমার অবিদিত নাই। তুমিও শুকদেব-তুল্য আমার স্নেহের ভাজন। মনে করিও না যে, আমি কেবল তোমার সহিত বিচার করিবার উদ্দেশেই আসিয়াছি। তুমি আমার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছ শুনিয়া আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছে, তাই তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।" দ্বৈপায়নের কথা শুনিয়া শঙ্করের শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"হে দেব, সুমন্তু, পৈল, বৈশম্পায়ন প্রভৃতি মহামুনিগণ যাঁহার শিষ্য, তাঁহার সাক্ষাতে আমি তৃণ হইতেও তুচ্ছ, তথাপি এ দীনের প্রতি তোমার এত করুণা! হে দেব, আমি যে আমার কৃত ক্ষুদ্র ভাষ্যরূপ প্রদীপ দ্বারা তোমার কৃত ব্রহ্মসূত্ররূপ সূর্য্যের আরতি করিতে চেষ্টা করিয়াছি, আমার ধৃষ্টতা হেতুই আমি সেজন্য লজ্জিত হইতেছি না! তোমার প্রশিষ্য নামের আবরণে থাকিয়া, আমি স্বীয় বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া, এই অতি-সাহসের কার্য্য করিয়াছি। যাহা হউক, আমার ভাষ্য ভালই হউক, আর মন্দই হউক, কৃপাপূর্ব্বক একবার তাহা দেখিয়া সংশোধন কর।" তাহার কথা শেষ হইলে পর, ব্যাস অতি আদরের সহিত শঙ্করের ভাষ্য হস্তে গ্রহণ করিলেন, এবং আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। ব্যাস দেখিলেন, অতি সুললিত ভাষায় শঙ্কর-ভাষ্যে সূত্রার্থ সকল প্রকাশিত হইয়াছে, এবং সদ্‌যুক্তি দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ সকল খণ্ডিত হইয়াছে। দেখিয়া ব্যাসের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—"বৎস, তুমি গুরুর আদেশেই সূত্রভাষ্য রচনা করিয়াছ, কিছুমাত্র সাহসের কার্য্য কর নাই। তুমি

মীমাংসা-কর্ত্তাদিগেরও অগ্রণী। ব্যাকরণ শাস্ত্রে তোমার অবিদিত কিছুই নাই। তুমি গোবিন্দের শিষ্য। তোমার মুখ হইতে কোনরূপ দুরুক্তি বাহির হইতে পারে না। তুমি সামান্য লোক নও, কোন সর্ব্বার্থদর্শী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবে। তোমার জ্ঞান-সূর্য্যের প্রভাবে, তুমি বিষয়-তিমির নিরস্ত করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছ। আমার কৃত ব্রহ্মসূত্রে অতি সংক্ষেপে যে সকল নিগূঢ়তত্ত্ব আমি প্রকাশ করিয়াছি, তুমি ভিন্ন তাহার উপযুক্ত ভাষ্য রচনা করিতে পারে, এমন কেহ নাই। ব্রহ্মসূত্রের অর্থ গ্রহণ করাই দুষ্কর, ইহার ভাষ্যরচনা-কার্য্য মূল রচনারই তুল্য। আমার কৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিয়া তুমি যে ভাষ্যরচনা করিয়াছ, দেবতাদিগেরও তাহা অসাধ্য। শিবের অংশ ভিন্ন কাহার সাধ্য যে কুমতসকল খণ্ডন করিয়া, বেদান্তের পুনরুদ্ধার সাধন করে? অথবা তুমি শিবেরও শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহারও ক্রোধ ছিল, কিন্তু তুমি ক্রোধকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছ; শিব চন্দ্রের একটী মাত্র কলা মস্তকে ধারণ করিতেছেন, কিন্তু তোমার হৃদয়ে ষোড়শকল পূর্ণচন্দ্রের শোভা নিয়ত বিরাজমান। হে সর্ব্বজ্ঞ, তোমার পূর্ব্বে অনেকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তোমার পরেও আরও অনেকে করিবে, কিন্তু আমার হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব তোমার মত কে বুঝিতে সক্ষম! অতঃপর তুমি দ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া উপনিষৎ সকলেরও ভাষ্য রচনা কর, এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার কর। আমি তবে এখন যাই।"

শঙ্কর উত্তর করিলেন ঃ—"আমি উপনিষদ্ সকলেরও ভাষ্য লিখিয়াছি, এবং যত্নের সহিত শিষ্যদিগকে তাহা শিক্ষা দান করিয়াছি। তাহাতেও আমি কুমত সকল খণ্ডন করিয়াছি। হে ভক্তবৎসল, আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, এবং আমার আয়ুও শেষ হইয়া আসিয়াছে। আপনি ক্ষণকাল মণিকর্ণিকার ঘাটে অবস্থান করুন, আপনার সাক্ষাতে আমি কলেবর পরিত্যাগ করিব। বহুদিন যাবৎ আমি এইরূপ শুভ মুহূর্ত্তের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।" শঙ্করের কথা শুনিয়া দ্বৈপায়ন উত্তর করিলেন, "বৎস, এরূপ কার্য্য করিওনা, পৃথিবীতে কতিপয় উদারবিত্ত পণ্ডিত বর্ত্তমান আছেন, বিচারে তাহাদিগকে তোমায় জয় করিতে হইবে। হে প্রাজ্ঞ, এই উদ্দেশ্যে তোমাকে আরও কয়েক বৎসর সংসারে বাস করিতে হইবে। নতুবা মাতৃহীন শিশুর জীবন-সংশয়ের ন্যায়, তোমার প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যাও বিলুপ্ত হইবে, এবং পৃথিবীতে মুমুক্ষু ব্যক্তি দুর্লভ হইবে। তোমার রচিত গ্রন্থ সকল দর্শন করিয়া আমার যারপরনাই আহ্লাদ হইয়াছে, তোমাকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা হইতেছে। বিধি তোমায় আয়ু

আট বৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তোমার নিজগুণে তুমি আরও আট বৎসর আয়ু লাভ করিয়াছিলে। অধুনা শিবের আদেশে তোমার আরও ষোল বৎসর আয়ু নির্দ্দিষ্ট হইল। আর তোমার এই সূত্র-ভাষ্য যতকাল চন্দ্রসূর্য্য বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল স্থায়ী হইবে। এই নব-প্রদত্ত ষোড়শবর্ষ আয়ু তোমাকে অদ্বৈতবিদ্যা-বিরোধী পণ্ডিতদিগের গর্ব্ব উন্মূলনে ব্যয় করিতে হইবে।" "ভগবন্, আমার কৃত এই ক্ষুদ্র ভাষ্য প্রচারের অযোগ্য, তথাপি ভবদীয় ব্রহ্মসূত্রের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া ভূতলে প্রচারিত হউক"—এইরূপ বলিয়া শঙ্কর ব্যাস-দেবের চরণে প্রণিপাত করিলেন, এবং ব্যাসদেবও শঙ্করকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া সহসা অন্তর্হিত হইলেন। ঋষিরাজের অদর্শনে, পরমজ্ঞানী হইয়াও শঙ্কর শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ঈদৃশ অহেতুকদয়াসিন্ধু মহাত্মার বিরহে শোক না করিয়া কে থাকিতে পারে? যাহা হউক, শঙ্কর সূত্রকারের চরণকমল স্বীয় হৃদয়-কমলে ধারণ করিয়া বহুচেষ্টায় শোকাবেগ সম্বরণ করিলেন, এবং গুরুর আদেশে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতে সঙ্কল্প করিলেন।

আনন্দগিরি নামীয় গ্রন্থে শঙ্করের ব্যাসদর্শন বিষয়ক বর্ণনা।

আনন্দগিরি নামীয় গ্রন্থে শঙ্করের ব্যাসদর্শনের বর্ণনা এইরূপ:—একদিন মাধ্যন্দিন সময়ে নিদিধ্যাসনের অভিলাষে শঙ্কর ষট্‌সহস্র শিষ্য দ্বারা বেষ্টিত হইয়া মণিকর্ণিকা তীরে বসিয়া আছেন,—এমন সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে, ভগবান্ ব্যাস তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ লোকটী কে হে?" শিষ্যগণ তাহাকে বলিল, "ইনি শঙ্কর-নামক আমাদিগের গুরুদেব। তিনি সেতু প্রভৃতি দেশে কুমত সকল ধ্বংস করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনা করিয়া শিষ্যদিগকে অদ্বৈতবিদ্যা দান করিতেছেন।" একথা শুনিবা মাত্র সেই কম্পিত-পলিত-বদন-শিরো-যুক্ত বৃদ্ধ শিষ্যদিগকে অতিক্রম করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে বলিলেন, 'ব্রহ্মসূত্রের অর্থ কি তুমি বুঝিয়াছ?' শঙ্কর উত্তর করিলেন;--'হে বিপ্র, ব্রহ্মসূত্রের কোন্ অংশে তোমার প্রবেশ আছে বল,—তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইবে।' বৃদ্ধ পুনরায় বলিল, "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং—" "দেহান্তর প্রাপ্তিকালে সম্বেষ্টিত হইয়া চলিয়া যায়,—প্রশ্নোত্তর দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়"—এই সূত্রের অর্থ তুমি কিরূপ বুঝিয়াছ? শঙ্কর বলিলেন;—"দেহান্তর প্রাপ্তিকালে লিঙ্গশরীর-বদ্ধ জীব সূক্ষ্ম-ভূতসকলদ্বারা বেষ্টিত হইয়া পরলোকে গমন করে। বৃদ্ধ বলিলেন, "ভূত সকল সর্ব্বত্র সমান, কর্ম্মানু-সারেই শরীর গ্রহণ। যেখানে শরীর গ্রহণ করিতে হইবে, সেখানেই ভূত

সকলের আরম্ভ হইতে বাধা কি ?" শঙ্কর যেন অতি দুর্বিনীতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "রে মূর্খ বৃদ্ধ, ইহার তাৎপর্য্য তুমি বুঝিতে পার নাই। জীব স্বীয় দেহবীজ-স্বরূপ ভূত-সূক্ষ্ম দ্বারা সম্বেষ্টিত হইয়া গমন করে। প্রশ্নোত্তর দ্বারা তাহা জানা যায়। প্রশ্ন, যথা—"পঞ্চম্যা মাহুতা বাপঃ পুরুষ-বচসো ভবন্তি।" পঞ্চম আহুতিতে অপ্ সকল কিরূপে পুরুষ শব্দ বাচ্য হয় ? উত্তর, যথা—'দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পুরুষ, এবং স্ত্রীতে ক্রমান্বয়ে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন, এবং জীববীজ—এই পঞ্চপ্রকার আহুতি প্রদর্শন করিয়া, পরে উক্ত হইয়াছে "পঞ্চম্যা মাহুতা বাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি"—পঞ্চমাহুতিতে অপ্ সকল পুরুষ-পদবাচ্য হয়।" "অপ্ সকল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জীব গমন করে' ইহা বলাই উদ্দেশ্য ;" বৃদ্ধ—'ওহে যতি, অন্য শ্রুতিবচন দেখ ; 'জলৌকার (জোকের) ন্যায় যতক্ষণ অন্য দেহ অধিকার না করে, ততক্ষণ জীব পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে না।" শঙ্কর—"ওহে বৃদ্ধ, কর্ম্মানুসারে প্রাপ্তব্য দেহ-বিষয়ক ভাবনা দ্বারা দীর্ঘীকৃত জীবের সহিত জোকের উপমা।" বৃদ্ধ—'দেহান্তর প্রাপ্তিকালে কর্ম্মবশতঃ ব্যাপ্তিশীল ইন্দ্রিয়গণের এবং জীবাত্মার জোকের ন্যায় বৃদ্ধি-প্রাপ্তি বলা হইয়াছে। কিন্তু দেহের ন্যায় ইন্দ্রিয় সকলও সেই সেই ভোগস্থানে নূতন উৎপন্ন হয়। মনই কেবল ভোগস্থান অধিকার করে। শুক যেমন একবৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, জীবও সেইরূপ লম্ফ দিয়া এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে।

শঙ্কর—"তোমার এই মত সম্মানের অযোগ্য, কারণ তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি বলিতেছে "তাহার প্রাণ বাহিরে যায় না, তাহার শরীরেই লয়প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তরে অপ্ শব্দের উল্লেখ দ্বারা দেখা যায়, (জীব) কেবলমাত্র অপ্ সকল দ্বারা বেষ্টিত হইয়া গমন করে। যদি জিজ্ঞাসা কর, 'অপ্' শব্দ হইতে সাধারণ ভূতসূক্ষ্ম, এরূপ অর্থ কিরূপে গ্রহণ করা যায় ? তাহার উত্তর এই,—ত্রিবৃৎ-করণ শ্রুতিদ্বারা জানা যায় যে, অপ্ সকল ত্র্যাত্মক বা তিন পদার্থ-গঠিত। দেহও ত্র্যাত্মক বা তিন পদার্থ গঠিত, কারণ তেজ, অপ্, এবং অন্ন, এই তিনেরই কার্য্য দেহে লক্ষিত হয়। দেহারম্ভ সম্বন্ধে কর্ম্মই নিমিত্ত কারণ। কর্ম্মের অর্থ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি। সোম, আজ্য বা ঘৃত, এবং পয় বা দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব বস্তুই কর্ম্মের সাধন, এবং অপ্ শব্দবাচ্য। এজন্য 'শ্রদ্ধা' শব্দ দ্বারা ও কর্ম্ম-সম্বন্ধী অপ্ সকলই উক্ত হইয়াছে,—তাহা, দ্যুলোক অগ্নিতে আহুতিরূপে অর্পিত হয়। শ্রুতিতে ইহাও উক্ত হইয়াছে—"যখন তাহা চলিয়া যায়, প্রাণ তাহার অনুগমন করে, প্রাণ যখন চলিয়া যায়, প্রাণসকল তাহার অনুগমন করে।

আশ্রয় ব্যতিরেকে প্রাণের গতি সম্ভব হয় না। অতএব প্রাণের গতির সঙ্গে,তাহার আশ্রয়ভূত ভূতসূক্ষ্মেরও গতি অনুমিত হয়।"

অতঃপর বৃদ্ধ পুনঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিলেনঃ—"প্রাণ নিরাশ্রয় ভাবে কোথাও থাকে না, বা যায় না ; কারণ জীবিতাবস্থায় এরূপ দেখা যায় না।" তাহা দেখিয়া শঙ্কর বৃদ্ধের কপোলদেশে চপেটাঘাত করিলেন, এবং নিজ শিষ্য পদ্মপাদকে বলিলেন, "এই পরপক্ষশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অধোমুখে নিপাতিত করিয়া পাদাগ্রদ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ কর।" গুরুর এইঅসঙ্গত আদেশ শুনিয়া পদ্মপাদ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। শঙ্করের এইরূপ কটূক্তি শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ মানে মানে নিজেই দূরে চলিয়া গেলেন। তখন পদ্মপাদ প্রণাম পূর্ব্বক স্বীয় গুরুকে বলিতে লাগিলেন ঃ—"তুমি শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্করস্বরূপ,আর এই বৃদ্ধ নিশ্চয়ই ব্যাস,—সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ,তোমাদের মধ্যে যখন বিবাদ বাধিয়াছে, আমি তোমাদের দাস, কি করিতে পারি ?" এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন ঃ— "তিনি যদি ব্যাসই হয়েন,তবে তিনি আমাকে রক্ষা করুন। আমার কথাতে তাঁহার যে দুঃখ হইয়াছে,ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে তাহা তিনি এই মুহূর্ত্তেই পরিত্যাগ করুন। আমি সর্ব্বদা সেই সংযমীশ্রেষ্ঠ ব্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি।" শঙ্কর কর্তৃক অবমানিত হইয়াও পরে আবার এইরূপে স্তুত হইয়া ব্যাস সমস্ত ক্ষমা করিলেন, এবং শঙ্করও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দ্বাদশবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বন্দনা করিয়া বলি-লেন—"আমি তোমারই অংশ স্বরূপ, তোমারই শিষ্য।" এই বলিয়া নিজকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। ব্যাসও সেই ভাষ্য সম্যক্ অবলোকন করিয়া শঙ্করকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমিই সূত্র সকলের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে সক্ষম হইয়াছ। তুমি শিষ্যবৃন্দে বেষ্টিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করতঃ, এই ভাষ্য শিক্ষা দান কর, এবং সর্ব্বত্র লোক সকলকে শুদ্ধ অদ্বৈত জ্ঞান প্রদান কর।

শঙ্করের ব্যাসদর্শনের বর্ণনা—মাধবাচার্য্যকৃত এবং আনন্দগিরিকৃত—উভয় বর্ণনাই পাঠকের সম্মুখে আমরা উপস্থিত করিলাম। "তর্কযুদ্ধে বীর, নাস্তিকের ত্রাস"—শঙ্কর যে তর্ক করিতে করিতে এতদূর ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন যে তিনি বৃদ্ধ পরপক্ষকে, ব্যাসই হউন আর যিনিই হউন, চপেটাঘাত করিবেন, একথা আনন্দগিরিই বলুন, আর যিনিই বলুন, কাহারও বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। "শেরা প্রমাণ লাঠির গুতো" শঙ্করের তর্ক সম্বন্ধে এইরূপ অপবাদ সকলেরই অসহ্য হইবে। তবে অনেকেই হয়ত বলিবেন, এই

ব্যাস-দর্শনের আখ্যায়িকা সম্পূর্ণই কল্পনাপ্রসূত, প্রজাপতি এবং ইন্দ্র-বিরোচনের আখ্যায়িকার ন্যায় বিদ্যাস্তুত্যর্থক মাত্র। এ সকলকে ঐতিহাসিক ঘটনা মনে করাই ভুল। স্বয়ং ব্যাসদেবও শঙ্করকৃত ভাষ্যের অনুমোদন করিয়াছেন, একথা জানিলে অদ্বৈতবিদ্যার দিকে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে, এবং লোক সকল দুঃখ-মুক্ত হইবে,—এই উদ্দেশ্যেও শিষ্যগণ কর্ত্তৃক কোন সামান্য ঘটনামাত্র বীজরূপে অবলম্বন করিয়াই হউক, অথবা না করিয়াই হউক, শঙ্করের ব্যাস-দর্শনের এই অদ্ভুত আখ্যায়িকা কল্পিত হইয়া থাকিবে।

৮। কুমারিলের সহিত বিচারার্থ শঙ্করের প্রয়াগে গমন।

অনন্তর শঙ্কর জৈমিনিকৃত মীমাংসাসূত্রের শবর-ভাষ্যের শ্লোকবার্ত্তিককার বিখ্যাত বৌদ্ধবিজয়ী কুমারিল ভট্টপাদকে বিচারে জয় করিয়া তাঁহার দ্বারা স্বকৃত সূত্র-ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করাইবার মানসে কাশী পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগের দিকে যাত্রা করিলেন। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার পূর্ব্বকার্য্যস্বরূপ বিচারে কর্ম্মমার্গের উদ্ধারকর্ত্তা কুমারিলকে পরাজয় করিতে হইবে,—এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া, তিনি প্রয়াগ ধামে উপস্থিত হইলেন। তথায় গঙ্গাযমুনার সঙ্গম দর্শন করিয়া শঙ্কর সাতিশয় প্রীত হইলেন। মাধবাচার্য্য সেই সঙ্গম স্থানের এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন:—"সেই গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থানের মধ্যভাগের জলে অবগাহন করিলে শরীরের অর্দ্ধভাগ শুভ্রবর্ণ ও অর্দ্ধভাগ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। মনে হয় যেন একদেহে শিব-বিষ্ণুর শোভা প্রকাশিত হয়। গঙ্গার প্রবাহবেগে যমুনার গতি রোধ হওয়াতে মনে হয় যেন কলিন্দ-কন্যা (যমুনা) তদীয় অপূর্ব্বাসখী জহ্নু-কন্যার (গঙ্গার) সমাগম লাভ করিয়া লজ্জায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সেই সঙ্গমস্থলে সলিলের কি অপূর্ব্ব শোভা! মরালগণ নদীতীরে স্থানে স্থানে শিষ্য পংক্তির ন্যায় উপবেশন করিয়া জলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কোথাও বা চক্রবাকদম্পতি পদ্মবনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছে। সেই পবিত্র জলে অবগাহন করিলে শরীর ব্যাধিমুক্ত হয়, এবং দিব্যকান্তি লাভ হয়। বেদেও সেই জলের মহিমা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে:—সেই শুক্ল-কৃষ্ণ নদীদ্বয় যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, তথায় স্নান করিলে স্বর্গলাভ হয়।" শঙ্কর সেই পবিত্র জলে স্নান করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন, এবং ভক্তিভরে এইরূপে সেই ত্রিবেণীর স্তব করিতে লাগিলেন। "হে সিদ্ধাপগে, তুমি শিবের জটা দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া থাক। তবে তুমি কেন শত শত

লোককে শিবত্বপদ দান করিয়া থাক। শিবত্বপদপ্রাপ্ত শত শত লোকের জটার অবরোধে কি তুমি আরও ক্রুদ্ধ হইবে না? অথবা বৃথাই আমি এই প্রশ্ন করিতেছি। তুমি ত জড় প্রকৃতি, কি হইবে, কি না হইবে, তুমি ত তাহা জান না। হে সুরাপগে, তুমি ত পবিত্রস্বরূপা, তবে কেন তুমি নিয়ত অপবিত্র অস্থিরাশি বহন করিতেছ? হে মাত, তোমার আর বলিতে হইবে না, বুঝিয়াছি। যে সকল সাধুমহাত্মা তোমার পবিত্র জলে নিত্য স্নান করিয়া শিবত্বপদ লাভ করেন,তাহাদের অলঙ্কারের জন্যই তুমি এই অস্থিরাশি বহন করিতেছ? তোমার দর্শনে মোহাচ্ছন্ন হৃদয় জাগ্রত হয়। তুমি বিষয়-বিমুক্ত সাধুদিগকে শিবত্ব-পদ প্রদান কর।" শঙ্কর এইরূপে ত্রিবেণীর স্তব শেষ করিয়া, বিধিপূর্ব্বক স্নান করিতে মানস করিলেন। স্বীয় শাটী (গেরুয়া বস্ত্র) কটিদেশে বন্ধন করিয়া, হস্তদ্বারা বেণুদণ্ড ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া, তিনি শিষ্যগণ সহ ত্রিবেণীতে স্নান করিলেন। স্নান কালে জননীকেও স্মরণ করিলেন। স্নানকৃত্য সমাপন করিয়া তীরে যাইয়া দেখিলেন, তথায় সারি সারি তমাল বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। সেই তমাল তলে বসিয়া শীতল বায়ু সেবন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে চারিদিকে এক মহান্ কোলাহল শুনিতে পাইলেন। লোক সকল পরস্পর বলাবলি করিতেছে, গুরুদ্রোহরূপ পাপ মোচনের জন্য পণ্ডিতবর কুমারিলভট্ট তুষানলে প্রবেশ করিয়াছেন।

৯। আনন্দগিরিনামীয় গ্রন্থের বর্ণনা।

আনন্দগিরি নামীয় শঙ্কর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা অন্যরূপ। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—শঙ্কর কাশী হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া অমরলিঙ্গ এবং কেদার-লিঙ্গ (কাশ্মীর এবং ঘাড়োয়াল-স্থিত অমরনাথ এবং কেদাবনাথ)* দেবতাদ্বয় দর্শন করিয়া, কুরুক্ষেত্র পথে গমন করিয়া বদরিনারায়ণ (বা বদরিনাথ) † দর্শন

* কেদারনাথ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ঘাড়োয়াল বিভাগে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে ১১০০০ ফিট উচ্চ।

† বদরীনাথ ও ঘাড়োয়াল দেশে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে ২২৯০১ ফিট্ উচ্চ, এবং নিয়ত তুষাররাশি দ্বারা বেষ্টিত। তত্রত্য বিষ্ণুমন্দির ১০,৪০০ ফিট্ উচ্চ। কথিত আছে যে, বর্ত্তমান দেবমন্দির শঙ্করাচার্য্যকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রধান পুরোহিতের নাম 'রাবান', এবং তিনি সর্ব্বদাই একজন নিম্বুরি জাতীয় অর্থাৎ

করিলেন। সেই তীর্থ হিমালয়ের উচ্চশিখরে অবস্থিত। তথাকার জল অত্যন্ত শীতল। প্রবাদ যে, সেই শীতপ্রধান দেশে শীতল জলে স্নান করা অত্যন্ত কষ্টকর দেখিয়া, শঙ্কর সেই দেবতার নিকটে উষ্ণ জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। নারায়ণ তৎক্ষণাৎ সেই স্ফটিক-প্রস্তর (Quartzite) ভেদ করিয়া নিম্নদেশ হইতে উষ্ণ প্রস্রবণ নিঃসারিত করিলেন। শঙ্কর তথা হইতে যাত্রা করিয়া দ্বারিকা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিলেন। তথা হইতে পূর্ব্বোত্তর দিকে অযোধ্যাতে গমন করিলেন। অযোধ্যা হইতে তিনি গয়াতে গমন করিয়া ঈশানাদি দেবতা দর্শন করিলেন। তথা হইতে পর্ব্বতের মধ্যদিয়া জগন্নাথের পথে গমন করিলেন। তথায় মল্লিকার্জ্জুন নামক মহাদেব এবং অদ্বৈতবিদ্যারূপিণী ভ্রমরাম্বা নামক শক্তিদেবীকে প্রণাম করিয়া, তথায় এক মাস কাল বাস করিলেন। এই সময়ে রুদ্ধাখ্যপুর হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ আসিয়া শঙ্করকে বলিলেন, স্বামিন্, ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ উত্তরদেশ হইতে আগমন করিয়া, দুষ্টমতাবলম্বী অসংখ্য বৌদ্ধ এবং জৈনদিগকে বিচারে পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি রাজার আদেশে তাহাদের মস্তকসকল কুঠারদ্বারা ছেদন করিয়া, অসংখ্য উলুখলে (ঢেঁকিতে) ফেলিয়া মুসলনিক্ষেপদ্বারা তাহা বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি এই রূপে কুমতসকল ধ্বংস করিয়া অধুনা নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছেন। এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শঙ্কর সশিষ্য রুদ্ধাখ্যপুরে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, সমস্ত বিপক্ষদল ধ্বংস করিয়া, জৈন গুরুর নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ভট্টাচার্য্য গুরুবধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রাশিকৃত করীষ (ঘুঁটে) হোমাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া, তদ্দ্বারা আস্তে আস্তে দগ্ধ হইবেন, এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া প্রায়শ্চিত্তের দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে সেই ঘুঁটের পর্ব্বতোপরি দশ দিন যাবৎ বসিয়া আছেন। এমন সময়ে শঙ্কর সেই ভট্টাচার্য্যের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন"। (শঙ্করবিজয়—প্রকরণ—৫৫)

১০। কুমারিলের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎকার।

পাঠক দেখিবেন, কোথায় মাধবাচার্য্য-কথিত প্রয়াগ, আর কোথায় আনন্দগিরি-কথিত জগন্নাথপথের পর্ব্বতস্থিত রুদ্ধাখ্যপুর। আবার

শঙ্করাচার্য্যের স্বজাতীয় দাক্ষিণাত্যের মালাবার প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ। পুরোহিতেরা বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ছয়মাস কাল দেবতার সেবা করেন, এবং তৎপরে শীতের ভয়ে নিম্নস্থিত জোষি মঠে গিয়া অবস্থান করেন।

মাধবাচার্য্য মতে কুমারিল তুষানল প্রবেশ করেন। আনন্দগিরি মতে জ্বলন্ত করীষ পর্ব্বতোপরি বা ঘুঁটের পাহাড়ের উপর আসন গ্রহণ করেন। (করীষ-পর্ব্বতাগ্রবাসী সমবর্ত্তত)"। এই উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন্ বর্ণনাটী যে সত্য, অথবা কোনটীই সত্য কিনা,কে বলিবে? যাহা হউক, আমরা মাধবাচার্য্যের বর্ণনা-রই অনুসরণ করিতেছি ঃ—লোকমুখে শঙ্কর শুনিতে পাইলেন যে গুরুদ্রোহরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পণ্ডিতবর কুমারিল ভট্টপাদ তুষানলে প্রবেশ করিয়া-ছেন। শুনিবামাত্র শঙ্কর সত্বর তাহাকে দেখিতে চলিলেন। তথায় গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, চতুর্দ্দিকে জলন্ত তুষরাশি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া মধ্যস্থলে কুমারিল ভট্টপাদ বিরাজ করিতেছেন। প্রভাকর প্রভৃতি কুমারিলের সুবিখ্যাত শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান। ধূমায়মান তুষানলে ভট্টপাদের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল শিশিরসিক্ত পদ্মের শোভা প্রকাশ করিতেছে। ভট্টপাদের সহিত শঙ্করের পূর্ব্বে আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে উভয়েই উভয়ের গুণের কথা অনেক শুনিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন কি, শঙ্করকৃত সূত্রভাষ্যের সহিত (২-১-৩৩, ৩৪, ৩৯) কুমারিল ভট্টকৃত মীমাংসা-শ্লোক-বার্ত্তিকের সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার খণ্ডের (৪৩ হইতে ১৬১ শ্লোকের) তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শঙ্করাচার্য্য কুমারিলের গ্রন্থপাঠ করিয়াই তাহার প্রদর্শিত ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরোধী যুক্তিজাল খণ্ডন করিয়া, ঈশ্বরের সত্তা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। শঙ্কর আসিয়াছেন শুনিয়া কুমারিলের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ শঙ্করের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। শঙ্করও সাতিশয় প্রীত হইয়া স্বকৃত সূত্রভাষ্য কুমারিলের হস্তে প্রদান করিলেন। যত কেন ভাল গ্রন্থ হউক না, তাহা শিষ্ট ব্যক্তিদিগকে দেখাইলে আরও ভাল হয়। কুমারিল সূত্রভাষ্য দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন, "হে শঙ্কর, যদি প্রায়শ্চিত্ত-দীক্ষা গ্রহণ না করিতাম, তবে আমি স্বয়ং তোমার কৃত ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিতাম। তোমার মত সাধুসজ্জনের দর্শন এ সংসারে দুর্ল্লভ, বিশেষতঃ এমন সময়ে অতিদুর্ল্লভ। আমার পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যবলেই আমি এমন সময়ে তোমার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণাতে যেরূপে সংসারদুঃখের মোচন হয়, তোমার মত মহাজন-গণের সহবাসেও সেইরূপ হয়। আজ তোমাকে দেখিয়া আমার বহুদিনের বাসনা সফল হইল। বাসনানুরূপ সাধুসঙ্গলাভ এ সংসারে দুষ্কর। কালচক্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও বা ইষ্ট বস্তুর যোগ কোথাও বা অনিষ্ট

বস্তুর যোগ ঘটিয়া থাকে। যোগের পর আবার বিয়োগও সেই কালচক্রের পরিবর্ত্তনদ্বারাই ঘটিয়া থাকে। শুভাশুভ সকলই কালের কার্য্য। কালচক্রের প্রভাবেই আমি গ্রন্থসকল রচনা করিয়াছি, নৈয়ায়িকদিগের যুক্তিজাল খণ্ডন করিয়াছি, বাসনানুরূপ বিষয়সুখও সম্ভোগ করিয়াছি। কালকে কে অতিক্রম করিতে পারে? কালেরই প্রভাবে আমি শ্রুতির স্বতঃপ্রামাণ্য সংস্থাপন করিতে গিয়া, সেই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছি। হে বিদ্বন্, যাঁহার আশ্রয় ভিন্ন এ সংসার মুহূর্ত্ত মাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না, সেই ঈশ্বরের অপলাপ করা আমার মনোগত অভিপ্রায় ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম সমস্তদেশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বেদ-নিন্দুক বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া বেদের রক্ষাসাধনই আমার মনোগত অভিপ্রায়।

১১। কুমারিলের বৌদ্ধবিজয়।

বৌদ্ধগণ দেশের সমস্ত লোককে তাহাদের স্বধর্ম্মে আনিবার জন্য সশিষ্য রাজভবনে প্রবেশ করিয়া বলিতে থাকেন ঃ—"রাজা আমাদের, দেশ আমাদের, আমাদের প্রদর্শিত পথ গ্রহণ কর ; বেদমার্গ পরিত্যাগ কর। বেদ সকল বিশ্বাসের অযোগ্য, যেহেতু তাহাদের সত্যতার প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণ নাই। বেদ-বাক্য সকলও পরস্পর বিরোধী।" এইরূপ নানা প্রকার অলীক কথায় ভুলাইয়া বৌদ্ধগণ লোকসমাজকে বিপথে লইয়া যাইতে থাকে। তাহাদিগকে বাধা দেয়, এমন কাহাকেও দাঁড়াইতে না দেখিয়া, আমি স্বয়ংই সেই বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ-দিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। "নিষেধ্যবোধাদ্ধি নিষেধ্যবাধঃ"—যে কোন মত খণ্ডন করিতে হইবে, সর্ব্বাগ্রে সেই মত সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। বৌদ্ধসিদ্ধান্ত সকল সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, বৌদ্ধমত সকল ভালরূপে না জানিলে, বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজয় করিতে পারিব না। তখন আমি বাধ্য হইয়া বৌদ্ধদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম, এবং বিনীত ভাবে তাহাদের সিদ্ধান্ত সকল শ্রবণ করিলাম। একদা একজন কুশাগ্রবুদ্ধি 'তথাগত' বৈদিক মার্গের দোষ প্রদর্শন করিতেছিল। তাহার কথা শ্রবণ করিয়া আমি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমার পার্শ্বস্থিত অপর বৌদ্ধগণ তাহা লক্ষ্য করিল। সেই অবধি বৌদ্ধেরা আমার প্রতি বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সংশয় এবং আশঙ্কার চক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টি করিতে

লাগিল। তাহারা মনে মনে ভাবিতে লাগিল :—'এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, বিপক্ষবাদী হইয়া আমাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, ইহাকে জীবিত থাকিতে দেওয়া কোনরূপেই কর্ত্তব্য হইবে না। যে উপায়েই হউক, ইহার বিনাশ সাধন করিতে হইবে।" কুমারিলের এ সকল কথা কি সত্য? বুদ্ধদেবের উদার "অহিংসা পরম ধর্ম্মের" কি এই শোচনীয় পরিণাম! ধর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করিবার, জীবনে পালন করিবার বস্তু। তাহার পরিবর্ত্তে যখন সেই ধর্ম্ম দলাদলির মূল-মন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়; ধার্ম্মিক যখন জীবনের উন্নতির দিক্ ভুলিয়া ধর্ম্মের পাণ্ডা মাত্র সাজিয়া দলপুষ্টির দিকে ধাবিত হয়, তখন আর তাহার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, অহিংসাবাদী হিংসা করিতে ভীত হয় না, এবং সত্যবাদী অসত্য ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ধর্ম্মের এ কি দুরপনেয় কলঙ্ক! ভট্টপাদ বলিতে লাগিলেন :—"বৌদ্ধগণ মন্ত্রণা স্থির করিয়া, যখনি আমাকে অসাবধান ভাবে প্রাসাদোপরি বসিয়া থাকিতে দেখিত, তখনই আমাকে ভূতলে ফেলিয়া দিত। আমি ভয় পাইতাম। তাহারা পুনঃ পুনঃ এইরূপে উচ্চতম সৌধাগ্র হইতে আমাকে ফেলিয়া দিত, আমিও আবার উঠিতাম। পুনঃ পুনঃ এইরূপ পতনোত্থানের পর, আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, "বেদ যদি সত্য হয়, তবে অতি উচ্চতম সৌধাগ্র হইতে অতি অসমান ভূমিতে নিপাতিত হইলেও, আমার জীবন রক্ষা হইবে।" তবে কি কুমারিলের মত কুশাগ্রবুদ্ধি তার্কিকও পরিশেষে বিচার-প্রমাণের পরিবর্ত্তে যাদুমন্ত্রাদি অলৌকিক ব্যাপারকেই ধর্ম্মের সত্যতার প্রতিষ্ঠাভূমি রূপে বরণ করিতে বাধ্য হইলেন! হায়, তর্ক কৌশলেরও কি শোচনীয় পরিণাম! কুমারিল বলিতে লাগিলেন :—"আমার জীবনরক্ষাদ্বারাই শ্রুতির প্রামাণ্য স্থির হইবে। আমার জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু আমি 'যদি' এই সন্দেহবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, এবং ছদ্মবেশে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলাম,—এই দুই অপরাধে আমার একটী চক্ষু নষ্ট হইল। বিধির এই বিধান।

"হে অর্হন্, যিনি একটীমাত্র বর্ণও শিক্ষাদান করেন, তিনিই গুরু,—যিনি আমাকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছিলেন, তিনি বৌদ্ধই হউন, অথবা যাহাই হউন, তিনি আমার গুরু হইবেন, ইহাতে আর সংশয় কি? আমি সেই 'তথাগত' গুরুর নিকটে শিক্ষালাভ করিয়া, শিক্ষাদানের প্রতিদানস্বরূপ, সেই গুরুরই অনিষ্ট সাধন করিয়াছি। আমি সুগতের নিকট হইতে শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই কুল বিনষ্ট করিয়াছি!" ভট্টপাদ সত্য

সত্যই যে বৌদ্ধদিগের প্রতি অতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমরা আনন্দগিরিকৃত গ্রন্থ হইতে তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। কথিত আছে যে, আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে বধ করিয়া, তিনি হিমালয় হইতে সেতু পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। অনুতাপ হওয়ারই কথা। অমানুষোচিত পাপের প্রয়শ্চিত্তও অমানুষোচিত হইবে, ইহাও সম্ভবপর। একালে জাপানি সেনাপতি নোগির 'হারিকীরি' বা আত্মবলিদানের ন্যায়, পাপক্ষালন-জন্য কুমারিল স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তুষানলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ কথা স্মরণ করিয়া কে না তাঁহার দোষ ভুলিয়া যাইবে? তাঁহার সেই বীরোচিত প্রায়শ্চিত্তের কথা ভাবিয়া কাহার হৃদয় না শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইবে? তাঁহার তুষানল-প্রবেশের অন্যতম কারণের কথাও কুমারিল বারম্বার উল্লেখ করিতেছেন। "আমি জৈমিনিকৃত পূর্ব্ব-মীমাংসা শাস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া 'ঈশ্বর অসিদ্ধ' * —এইরূপ প্রমাণ করিয়াছি। হে অর্হন, আমার এই উভয় অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছি।"

ভবদীয় পাদপদ্মদর্শন আমার উদ্ধারের অন্যতম উপায় হইল। আপনি বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন শুনিয়া অবধি আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, তাহারও বার্ত্তিক রচনা করিয়া আমি কিঞ্চিৎ যশ লাভ করি, কিন্তু সে কথা বলিয়া আর এখন কি হইবে। আমি জানি, আপনি সাধুদিগের রক্ষার জন্য এবং অদ্বৈতধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তুষানল-প্রবেশের পূর্ব্বে যদি আপনার দর্শনলাভ করিতে পারিতাম, তবে আর পাপক্ষয়ের জন্য এপথ অবলম্বন করিতাম না। অধুনা দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক তুষানলে প্রবেশ করিয়াছি। আমি অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। জৈমিনিকৃত মীমাংসা-সূত্রের শবরস্বামীকৃত ভাষ্যের বার্ত্তিক লিখিয়া যে যশ লাভ করিয়াছি, আপনার কৃত বেদান্তসূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক লিখিয়া, আবার সে যশ লাভ করিতে পারিলাম না।"

কুমারিলের কথা শেষ হইলে পর, শঙ্কর বলিতে লাগিলেন :——"আমি জানি, আপনি স্বয়ং স্কন্দের অবতার। বৈদিক-কর্ম্ম-বিমুখ, বেদ-নিন্দুক বৌদ্ধদিগের বিনাশের জন্য আপনি অবতীর্ণ। আপনার পক্ষে পাপের সম্ভাবনা নাই। তথাপি লোকসমাজে ধর্ম্মশিক্ষাদান মানসে আপনি এই সত্যব্রত

* কুমারিল ভটকৃত মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিকে মীমাংসা দর্শনের প্রথমাধ্যায়ের ৫ম সূত্রের ভাষ্যবার্ত্তিকের সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার খণ্ডের ৪৩ হইতে ১১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ধারণ করিয়াছেন। অনুমতি করুন, কমণ্ডলু-জল সিঞ্চন দ্বারা আপনার প্রাণ রক্ষা করি। আপনিই আমার সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিবেন।” কুমারিল অতি বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন “লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্য আমি কদাপি করিব না। হে অর্হন্, আপনি যে সকল গুণ আমাতে আরোপ করিতেছেন, তাহা আপনার ন্যায় মহানুভাবেরই যোগ্য। মহাবীরগণ যেমন অতি কুটিল ধনুতেও গুণ যোজনা করেন, সাধু মহাত্মারাও সেইরূপ অতি কুটিল ব্যক্তির মধ্যেও কেবলই গুণ দর্শন করেন। আপনার কৃপাদৃষ্টিতে চিরমৃত ব্যক্তিও পুনর্জ্জীবিত হইতে পারে। আমি এই বেদ-বিহিত ব্রত আরম্ভ করিয়া যদি পরিত্যাগ করি, তবে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নিন্দনীয় হইব। হে ভগবন্, তোমার প্রভাব আমার অবিদিত নাই। সমস্ত প্রাণীজগৎ তুমি একবার সংহার করিয়া পুনরায় যথাবৎ সৃষ্টি করিতে পার। আমাকে বাঁচাইবে, তোমার পক্ষে ইহা আর বিচিত্র কি? হে যতিরাজ, ক্ষমা কর; সংকল্পিত ব্রত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদি আমার প্রতি তোমার কৃপা হইয়া থাকে, তবে কাশীতে থাকিয়া তুমি যেরূপ বেদের উপদেশ প্রদান করিতে, আমাকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান কর। যদি অদ্বৈত-মত প্রচার করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই পণ্ডিতাগ্রণী মণ্ডনমিশ্র শর্ম্মা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকে যাইয়া জয় কর। তবেই তোমার সমস্ত জয় করা হইবে। তিনি মহাগৃহী, কর্ম্মযোগে নিরত, এবং বৈদিককর্ম্মপরায়ণ। স্বয়ং প্রবৃত্তি-মার্গ আশ্রয় করিয়া তিনি সর্ব্বদা নিবৃত্তি-মার্গের নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে জয় করিতে পারিলে তোমার সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে। অবিলম্বে তাঁহার নিকট গমন কর। মণ্ডন সকল শাস্ত্রেই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম শিষ্য। মণ্ডন মিশ্রের পত্নী, স্বয়ং সরস্বতী দেবী। দুর্ব্বাসার শাপে ভূতলে অবতীর্ণা। তাঁহাকে সাক্ষ্যে স্থাপন করিয়া মণ্ডনের সহিত বিচার কর; এবং বিচারে জয় করিয়া, তাঁহারই উপরে তোমার সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনাভার অর্পণ কর। আর বিলম্ব করিও না। হে মুনিবর, তুমি স্বয়ং বিশ্বনাথরূপে আমার সমক্ষে উপস্থিত,—তোমার মুক্তিপ্রদ উপদেশ দানে আমাকে কৃতার্থ কর। হে অহেতুক-দয়া-সিন্ধো, ক্ষণকাল এইস্থানে অবস্থান কর। আমি তোমার ঐ যোগীজন-বাঞ্ছিত মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি।” তিনি এইরূপ বলিলে পর, শঙ্কর তাঁহাকে সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ উপদেশ করিলেন। তাঁহার উপদেশ লাভ করিয়া কুমারিলের সকল মোহ দূর হইল, ব্রহ্মজ্যোতিতে তাঁহার

অন্তরবাহির পূর্ণ হইল। অদ্বৈতজ্ঞানের প্রভাবে তিনি সর্ব্ববিধবন্ধনমুক্ত হইয়া সন্ত বিষ্ণুপদ লাভ করিলেন। স্বয়ং স্কন্দের অবতার হইয়াও কুমারিল তাঁহার সংসার-লীলার অন্তে স্কন্দত্বপদ লাভ না করিয়া সন্ত বিষ্ণুপদ লাভ করিলেন! অবতারত্বের প্রকৃত মর্ম্ম পাঠক ইহা দ্বারাই বুঝিয়া লইবেন।

১২। গ্রন্থান্তরের বর্ণনা।

উপরে কুমারিলের সহিত .শঙ্করের কথোপকথনের আমরা যে বর্ণনা দিয়াছি,আনন্দগিরি নামীয় গ্রন্থে তাহার বর্ণনা অন্যরূপ। আনন্দগিরি বলিতেছেন যে, কুমারিলকে প্রায়শ্চিত্ত-দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক ধূমায়মান করীষ (ঘুঁটের) পর্ব্বতোপরি অবস্থিত দেখিয়া শঙ্কর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"হে দ্বিজবর, তুমি যে ব্যবস্থা আশ্রয় করিয়াছ, তাহা নিতান্ত অজ্ঞানমূলক। হে মূঢ়, বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য না জানাতেই তোমার এই দশা হইয়াছে। শ্রুতি বলিতেছে ঃ—হননকারী যদি মনে করে, আমি হনন করিয়াছি, হত ব্যক্তি যদি মনে করে আমি হত হইয়াছি,—তাহারা উভয়েই জানে না যে সেই (আত্মা) হননও করে না, হতও হয় না।" কুমারিলের তখন জানুপর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়াছে,—তথাপি শঙ্করের কথা শুনিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "আমি সুস্থ থাকিতে এই বৌদ্ধ আসে নাই, ওহে কেন এখানে আসিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছ।" শঙ্কর উত্তর করিলেন"আমি বৌদ্ধ নই—আমি শঙ্করাচার্য্য, বিশুদ্ধ অদ্বৈত মার্গের প্রদর্শক। তোমার সহিত বিচার করিবার মানসে এখানে আসিয়াছি।" তাঁহার কথা শুনিয়া অর্দ্ধ-দগ্ধশরীর কুমারিল ভট্টাচার্য্য বলিতে লাগিলেন ঃ—"আমার ভগিনীপতি মণ্ডনমিশ্র সর্ব্বজ্ঞের ন্যায়, সর্ব্ববিদ্যায় পিতামহের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সহিত বিচার করিয়া, তোমার বিচার-পিপাসার নিবৃত্তি কর। আমি অতীত কর্ম্মফলসূত্রে বদ্ধ হইয়া এইভাবেই পরলোকে গমন করিতেছি। তোমার দর্শনে আমি সুফল লাভ করিয়াছি।" এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি সর্ব্বান্তর্যামী ব্রহ্মে মন নিবিষ্ট করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। শঙ্কর ও নগর মধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া রুদ্ধাখ্যপুরবাসী সকলকে অদ্বৈতমার্গে দীক্ষিত করিলেন। চতুর্দ্দিকের লোকেরা শঙ্করের যশ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।"

১৩। কুমারিলের নিরীশ্বরবাদ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কুমারিল জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা-শাস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া 'ঈশ্বর অসিদ্ধ' এইরূপ প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রুতির স্বতঃপ্রামাণ্য

সংস্থাপন করিতে গিয়া শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরকেই অস্বীকার করিয়াছিলেন, অথবা ঈশ্বরকে পদচ্যুত করিয়া শ্রুতির সাহায্যে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকেই তাঁহার স্থানে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। বেদবিরোধী বৌদ্ধদিগকে বিচারে জয় করিয়া লুপ্তপ্রায় বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই কুমারিলের অভিপ্রায় ছিল। বেদবিরোধী বৌদ্ধ সময়েও দেশময় লোকের মনে বেদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধার উপরে ভর করিয়া জৈমিনি-কুমারিল প্রভৃতি মীমাংসকগণ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, নিত্যত্ব, এবং স্বতঃপ্রামাণ্যমতের অবতারণা করেন,—যদিও বেদে নিজে নিজের সম্বন্ধে সেরূপ অসঙ্গত কোন দাবী করে না। তাহাদের অভিপ্রায় যে বেদের নিত্যতার দিকে ভিত্তি করিলে বৌদ্ধ-বিজয়, এবং বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য হইবে। কেবল বৌদ্ধবিজয় তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। যাগযজ্ঞাদির পুনঃপ্রতিষ্ঠা দ্বারা ব্রাহ্মণ্য-ব্যবসায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাহাদের মূল লক্ষ্য ছিল। যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল,সন্দেহ নাই। লুপ্তপ্রায় যাগযজ্ঞের পুনরুদ্ধার করিবার জন্য, এবং সেই সঙ্গে বৈদিক কর্ম্মের প্রতি লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য, তাহারা কর্ম্মফলের স্বতন্ত্রত্ব বা ঈশ্বরনিরপেক্ষত্ব এবং নিত্যত্ব ঘোষণা করিয়া,'অপূর্ব্ব'নামে কর্ম্মফলের এক অতি সূক্ষ্ম অঙ্কুর-স্থানীয় (potential) অবস্থা কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর স্বীকার করিলে কর্ম্মফলের স্বাতন্ত্র্য এবং নিত্যত্ব কল্পনা বৃথা হয়। কুমারিল বলিতেছেন:—"ঈশ্বরেচ্ছাবশিত্বে হি নিষ্ফলা কর্ম্মকল্পনা।" স-আ-প-১৭২॥ এ জন্য কুমারিল ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণও নিরীশ্বর ছিলেন,এ জন্য বৌদ্ধ সময়ে স্বভাবতই দেশের লোকের ঈশ্বর-বিশ্বাস এত শিথিল হইয়াছিল যে, দেশ সহজেই কুমারিলের নিরীশ্বরবাদও বিনা আপত্তিতে গলাধঃকরণ করিতে পারিয়াছিল। তখনই শঙ্করাচার্য্য শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের বিজয়পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জৈমিনি-কুমারিলের "ধর্ম্ম" অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি-কর্ম্ম-জিজ্ঞাসার বিরুদ্ধে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সংগ্রাম ঘোষণা করেন। জৈমিনি সূত্র করিতেছেন:—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যমতদর্থানাং।" ১-২-১॥ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াই বেদের প্রতিপাদ্য, ক্রিয়া যে সকল বেদবাক্যের লক্ষ্য নয়, সে সকল নিরর্থক বা অর্থবাদ মাত্র—"স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।" অপর দিকে শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের "তত্তুসমন্বয়াৎ" (১-১-৪) সূত্রের ভাষ্যে বলিতেছেন "সেই ব্রহ্ম যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, জগতের উৎপত্তি এবং স্থিতি-লয়ের কারণ, বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারা তাঁহাকেই জানা যায়।"

কুমারিল যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া ঈশ্বরের সত্তা অপ্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তৎকৃত মীমাংসা-শ্লোক-বার্ত্তিক হইতে তাহার সারাংশ আমরা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। "ঈশ্বরের সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব প্রমাণ করা অসাধ্য, কারণ সেই 'সর্ব্বের' অভাব হেতু, তাহার সহিত সেই 'স্রষ্টার' কোন প্রকার সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। যখন এ সকল কিছুই ছিল না, তখন কোথায় প্রজাপতির স্থান ছিল? স্রষ্টার সৃষ্টিকার্য্য-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এমনই বা তখন কে ছিল, যিনি অপরকে সে বিষয়ের জ্ঞান দান করিবেন। যদি কেহ সেই সৃষ্টিকার্য্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি না করিয়া থাকে, তবে সে সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত জ্ঞান কিরূপে সম্ভব? আবার জগতের প্রথম প্রবর্ত্তন বিষয়ে কাহারো পক্ষে জ্ঞান লাভ করাই বা কিরূপে সম্ভব? শরীরাদি-রহিত প্রজাপতির পক্ষে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাই বা কিরূপে সম্ভব? (ইহার উত্তরে) যদি বল যে সেই স্রষ্টার শরীরাদি আছে, তবে দেখা যায় যে স্রষ্টার নিজের শরীরই তাঁহার নিজের সৃষ্ট নয়। স্রষ্টার নিজের শরীরকে যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার কর, তবে অপর সকল শরীরও নিত্য হইতে পারে। আবার পৃথিব্যাদি তখনও উৎপন্ন হয় নাই, তবে স্রষ্টার সেই শরীর কিমাত্মক? আবার প্রাণীগণের সৃষ্টি দুঃখময় * (১)। সেরূপ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাও তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত। সৃষ্টি-ক্রিয়ার সাধনভূত ধর্ম্মাদি (যাগযজ্ঞাদিকর্ম্ম-ফলও) তখন কিছুই ছিল না, এবং সাধন-রহিত কোন কর্ত্তা কখনো কিছু সৃষ্টি করেনা। আহারের অভাব হইলে ঊর্ণনাভের পক্ষে জাল সৃষ্টিও সম্ভব হয় না, কারণ প্রাণী-ভক্ষণ দ্বারা তাহারও লালা উৎপন্ন হয়। অনুকম্পার পাত্রের অভাব হেতু তাঁহার অনুকম্পার উদ্রেকের স্থান নাই। আর অনুকম্পাদ্বারা চালিত হইয়া সৃষ্টি করিয়া থাকিলে তিনি একমাত্র শুভেরই সৃষ্টি করিতেন * (২)। যদি বল যে অশুভ ভিন্ন সৃষ্টি অথবা স্থিতি সম্ভব নয়, তবে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে সকলি যখন তাঁহার ইচ্ছাধীন বলিয়া স্বীকার করিতেছ, তখন তাঁহার পক্ষে দুষ্কর আবার কি? আর সেইরূপে যদি তাঁহাকেও অন্য কিছুর অপেক্ষা করিতে হয়, তবে তাঁহার স্বতন্ত্রত্বের (স্বাধীনতা বা সর্ব্বশক্তিমত্ত্বের) ব্যাঘাত হয়। আবার জগৎসৃষ্টি না করিলেই বা তাঁহার কোন্ অভীষ্ট অসিদ্ধ

* (১ প্রাণিনাং প্রায়দুঃখাচ সিসৃক্ষাঽস্য ন যুজ্যতে ॥ ৪ ॥"

* (২) অভাবাচ্চানুকম্প্যানাং নানুকম্পাঽস্য জায়তে। সৃজেচ্চশুভমেবৈকং অনুকম্পা-প্রয়োজিতঃ ॥ ৫২ ॥

থাকিত * (১)? আবার নিতান্ত মূঢ়ও বিনা প্রয়োজনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রবৃত্তি যদি মূঢ় বা উন্মাদের কার্য্যপ্রবৃত্তির ন্যায় প্রয়োজনশূন্য হয়, তবে তাঁহার চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপত্বেরই কি দশা হয়? আর তাঁহার কার্য্যপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্য ক্রীড়া বা লীলামাত্র বলিলে তাঁহার কৃতার্থতা বা পূর্ণকামত্বের ব্যাঘাত হয় * (২)। আর এই বহুব্যাপারযুক্ত সৃষ্টিকার্য্যে ক্লেশও অধিকতর। তাঁহাকে (নিষ্ঠুরের ন্যায়) সংহারেচ্ছাও করিতে হইবে। (টীকাকার বলিতেছেন,—'যদি চানুকম্পানিমিত্তা সিসৃক্ষা, সংজিহীর্ষা তর্হি কিংনিমিত্তা স্যাৎ।") আর প্রত্যয় বা অনুভূতির অভাব হেতু কাহারো পক্ষে কখনো তাঁহাকে জানা অসম্ভব। জ্ঞাতাই বা তাঁহার সম্বন্ধে তখন কে ছিল? ("সৃষ্টিকালে সর্ব্বস্যাভাবান্নান্য জ্ঞাতা সম্ভবতি"—টীকা)। তাঁহার স্বরূপোপলব্ধি (অর্থাৎ সত্যং জ্ঞান মনন্ত মিত্যাদি স্বরূপলক্ষণের অপরোক্ষানুভূতি) সম্ভব হইলেও তাঁহার স্রষ্টৃত্বের জ্ঞান (অর্থাৎ তাঁহার তটস্থলক্ষণের জ্ঞান) সম্ভব হইতে পারে না * (৩)। যদি বল যে সৃষ্টির আদিতে যে সকল প্রাণী ছিল, তাহারা তাঁহার স্রষ্টৃত্ব জানিতে পারে। তাহারা তখন কি ছিল? কোথা হইতে আসিয়া আমরা এখানে জন্মিলাম, জগতের প্রাগবস্থা কি ছিল, অথবা প্রজাপতিই যে সৃষ্টি করিয়াছেন,এ সকল সম্বন্ধে কাহারও কোন জ্ঞান নাই। প্রজাপতি নিজে এরূপ বলিয়া থাকিলেও এসকল বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করা ভ্রমশূন্য হইতে পারে না। আত্মৈশ্বর্য্যপ্রকাশনার্থ অর্থাৎ নিজের মহিমা ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে, সৃষ্টি না করিয়াও তিনি বলিতে পারেন যে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। * এইরূপে বেদও প্রজাপতিকৃত হইলে প্রজাপতির অস্তিত্ববিষয়ক জ্ঞানপ্রচার বিষয়ে সংশয়যোগ্য। আর বেদ যদি নিত্য হয়, তবে প্রজাসৃষ্টি প্রভৃতি অনিত্য ব্যাপারের সহিত তাহার সম্বন্ধ অসম্ভব * (১)। বেদে সৃষ্টিবিষয়ক যে সকল কথা আছে, তাহা স্তুতিবাক্যমাত্র (অর্থবাদ), তাহাকেই লোকেরা

* (১) জগচ্চাসৃজত শুন্য কিংনামেষ্টং ন সিধ্যতি ॥ ৫৪ ॥

* (২) ক্রীড়ার্থায়াং প্রবৃত্তৌচ বিহন্যেত কৃতার্থতা ॥ ৫৬ ॥

* (৩) স্বরূপেনোপলব্ধেঽপি স্রষ্টৃত্বং নাবগম্যতে ॥ ৫৮ ॥ পাঠক লক্ষ্য করিবেন—নৈয়ায়িকদিগের তটস্থ-ঈশ্বরবাদই কুমারিলের আক্রমনের মুখ্য বিষয়।

* নচতদ্বচনেনৈষাং প্রতিপত্তিঃ সুনিশ্চিতা। অসৃষ্ট্বাপি হ্যসৌ ব্রুয়াদাত্মৈশ্বর্য্যপ্রকাশনাৎ ।৬০। এবং বেদোঽপি তৎপূর্ব্বস্তৎসদ্ভাবাদিবোধনে সাশঙ্কো ন প্রমাণং স্যান্নিত্যস্য ব্যাপৃতিঃ কুতঃ। ৬১ ॥ টীকা—৫ বেদোপি প্রজাপতিকৃত শ্চেৎ পূর্ব্ববদেবানাশ্বাসঃ। নিত্যত্বে ভূত-প্রজাসর্গ-ব্যাপারো ন সম্ভবতি ॥ "স্তুতিবাক্যকৃতশ্চৈষ জনানাং মতিবিভ্রমঃ" ॥ ৬৩ ॥

সত্য বলিয়া ভ্রম করে। সর্ব্বোচ্ছেদাত্মক প্রলয় সম্বন্ধেও সেইরূপ আমাদের কোন প্রমাণ নাই। আর সেরূপ কার্য্যদ্বারা প্রজাপতিরও কোন প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে না। যদি ঈশ্বরেচ্ছাই স্বীকার করিতে হয়, তবে তাহাকেই সংসারের কারণ বলিতে হয়। সংসার ঈশ্বরেচ্ছার অধীন বলিলে কর্ম্ম-কল্পনা বৃথা হয়।" অনন্তর কুমারিল শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মতকে আক্রমণ করিতেছেন :—"আর* শুদ্ধ পুরুষের যে বিকৃতি বা পরিণাম,তাহা অশুদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং শুদ্ধস্বরূপ, তিনি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুও নাই। তবে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, তাঁহার মধ্যে স্বপ্নতুল্য অবিদ্যার প্রবৃত্তি কিংনিমিত্তক? যদি স্বীকার কর যে, অবিদ্যা অন্যবস্তুজনিতবাধহেতুক, তবে দ্বৈতবাদই (সাংখ্য মত) স্বীকার করিতে হয়। আর যদি বল যে অবিদ্যা স্বভাবসিদ্ধ, তবে সেরূপ অবিদ্যার উচ্ছেদ সাধন কাহারো পক্ষে সম্ভব নয় (অর্থাৎ অবিদ্যার উচ্ছেদজনিত মোক্ষসিদ্ধি অসম্ভব)! আর জ্ঞান যে মোক্ষের কারণ ইন্দ্রিয়াদি কোন প্রমাণ দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হয় না।"—এইরূপ বলিয়া কুমারিল উপসংহার করিতেছেন :—"সর্ব্বজ্ঞবন্নিষেধ্যাচ স্রষ্টুঃ সদ্ভাবকল্পনা"—"সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের সদ্ভাব কল্পনার ন্যায় স্রষ্টার সদ্ভাবকল্পনাও প্রমাণশূন্য।" সম্বন্ধাক্ষেপ-পরিহার—৪৩ হইতে ১১৪—মীমাংসা-শ্লোক-বার্ত্তিক।

পাঠক, জৈমিনি এবং শবরস্বামীর পর, কুমারিল এবং কুমারিলের বিখ্যাত শিষ্য গুরু প্রভাকরই ধর্ম্ম বা কর্ম্ম-মীমাংসা মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। 'ধর্ম্ম' নাম দেখিয়া আধুনিক পাঠক হয়ত ভ্রমে পতিত হইবেন। বস্তুতঃ মীমাংসকদিগের 'ধর্ম্ম' আমাদের অর্থে ধর্ম্ম নয়,—স্বর্গাদি ফল লাভের উদ্দেশ্যে বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানমাত্র। জৈমিনি ধর্ম্মের এইরূপ সংজ্ঞা করিতেছেন :—"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ।" ১-১-২॥ শবরস্বামী তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন :—(যজ্ঞাদি) "ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বচনের নাম চোদনা। লক্ষ্যতে বা যদ্দ্বারা নিরূপন করা যায়, তাহার নাম লক্ষণ। চোদনা-লক্ষণ অর্থ (অর্থাৎবেদবাক্যার্থ) দ্বারা পুরুষের নিশ্রেয়স

* পুরুষস্য চশুদ্ধস্য না শুদ্ধা বিকৃতি ভবেৎ॥ ৮২॥ স্বয়ংচ শুদ্ধরূপত্বাদসত্বাচ্চান্যবস্তুনং। স্বপ্নাদিবদবিদ্যায়াঃ প্রবৃত্তিঃ স্তস্য কিংকৃতা॥ ৮৪॥ অন্যেনোপপ্লবেঽভীষ্টেদ্বৈতবাদঃ প্রসজ্যতে। স্বাভাবিকীমবিদ্যাংতু নোচ্ছেত্তুং কশ্চিদর্হতি ॥ ৮৫॥ জ্ঞানং মোক্ষনিমিত্তং চ গম্যতে নেন্দ্রিয়াদিনা॥ ১০২॥ আত্মা জ্ঞাতব্য ইত্যেতন্মোক্ষার্থং ন চ চোদিতং। কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুত্বং আত্মজ্ঞানস্য লক্ষতে॥ ১০৩॥ সুখোপভোগরূপশ্চ যদি মোক্ষঃ প্রকল্প্যতে। স্বর্গএব ভবেদেষ পর্য্যায়েন ক্ষয়ী চ সঃ॥ ১০৫॥ ন হি কারণবৎ কিঞ্চিৎ অক্ষয়িত্বেন গম্যতে। তস্মাৎ কর্ম্মক্ষয়াদেব হেত্বভাবেন মুচ্যতে॥ ১০৬॥

(Summum Bonum) সিদ্ধ হয়। সেই চোদনা-বচন পুরুষকে ভূত-ভবৎ এবং ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম, দূর, এবং অতিদূর ইত্যেবংজাতীয় বিষয় সকলের জ্ঞান দান করিতে সমর্থ* (১)। (কারণ মীমাংসক-মতে বেদ নিত্য, এবং অবিতথ, যে হেতু অপৌরুষেয়)। কোন ইন্দ্রিয় এরূপ জ্ঞান দান করিতে পারে না। এবং জাতীয় বিষয়ে পুরুষবচনের (Personal testimony)ও কোন প্রামাণ্য নাই, রূপবিশেষ সম্বন্ধে জাত্যন্ধদিগের বচনের ন্যায়। এইরূপ অর্থ যাহা পুরুষকে নিশ্রেয়স দান করে, তাহাই ধর্ম্ম। কেবল লোকে নয়, বেদেও ধর্ম্ম 'যজতি' এই শব্দবাচ্য—যথা "যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাঃ, তানি ধর্ম্মানি প্রথমান্যাসন্।" ইহার উপরে কুমারিল তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকে বলিতেছেন :—"ফলোৎপাদনে প্রবৃত্ত যাগাদির শক্তিমাত্রাত্মক যে 'অপূর্ব্ব' তাহা যাগাদি হইতে পৃথক্ নয়। যাগাদির ফলোৎপত্তি পশ্বাদির উৎপত্তির তুল্য,—ফলের অঙ্কুরস্থানীয় সূক্ষ্মাবস্থারূপ শক্তিরই (Potential energy) নাম "অপূর্ব্ব।" শাস্ত্রে যে কর্ম্ম যেরূপে অনুষ্ঠিত হইলে যে ফল উৎপাদন করে বলিয়া জানা যায়, সেই 'অপূর্ব্বের' প্রভাবে, সেইরূপে অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্ম হইতে সেই ফলই লাভ হয়।" আধুনিক বৈজ্ঞানিকও বলেন যে, কোন বস্তু অথবা শক্তির বিনাশ নাই, তাহার রূপান্তর বা বিক্ষেপ হয় মাত্র। কিন্তু এই অপূর্ব্ব সেরূপও নয়, কারণ ইহা পাত্রাপাত্র বিচারক্ষম এবং জ্ঞানগর্ভ, ঈশ্বরের একপ্রকার জড় প্রতিনিধি। অপরদিকে শঙ্করাচার্য্য মীমাংসকদিগের কল্পিত এই "অপূর্ব্বের" সত্তাই স্বীকার করেন না। শঙ্করের মতে কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর, এবং কর্ম্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সেবা অথবা চিত্তশুদ্ধি "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি"

---

* (১) এমন কি শঙ্করের প্রশিষ্য সায়ণাচার্য্যও তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যের ভূমিকায় বেদের এইরূপ সংজ্ঞা করিতেছেনঃ—"ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকং উপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ। অলৌকিকপদেন প্রত্যক্ষানুমানে ব্যাবর্ত্ত্যেতে। ন খলু জ্যোতিষ্টোমাদিরিষ্টপ্রাপ্তিহেতুঃ কলঞ্জভক্ষণবর্জ্জনাদির নিষ্টপরিহারহেতুরিতি অমুমর্থং বেদব্যতিরেকেনানুমানসহস্রেনাপি তার্কিকশিরোমণিরপ্যবগন্তুং শক্নোতি। প্রত্যক্ষেনানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা"। বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সায়ণ বলিতেছেনঃ—তৎ প্রামাণ্যং তু বোধকত্বাৎ স্বত এব সিদ্ধং। পৌরুষেয় বাক্যং তু বোধকমপি মূলপ্রমাণমপেক্ষৈব প্রমাণং। নতু বেদো মূলপ্রমাণ মপেক্ষতে; তস্য নিত্যত্বেন কর্ত্তৃদোষশঙ্কায়া অনুদয়াৎ। এতদেব জৈমিনিনা সূত্রিতং "তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ—১—১—৫" রয়েত ভাষ্য-ভূমিকা।

এই শ্রুতির ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"প্রমাণজ্ঞ লোকেব দানশীলদিগকে দানফলের সহিত সংযুক্ত হইতে দেখিয়াই দানশীলদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কর্ম্মফলের সহিত সংযোজয়িতা, কর্ম্মফলবিভাগজ্ঞ, প্রশাস্তা বা ঈশ্বর কেহ না থাকিলে সেই সংযোগ সম্ভব হইত না। কারণ দানক্রিয়ার বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব দানকারীদিগের সহিত দানফলের সংযোগ-কর্ত্তা (Moral Governor of the Universe) অবশ্য কেহ আছেন। যদি বল "অপূর্ব্ব"ই সেই সংযোজয়িতা, তাহা হইতে পারে না। কারণ "অপূর্ব্বের" অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। যাগদানহোমাদির ফলপ্রাপ্তি সেব্য ঈশ্বর হইতে হওয়াই সঙ্গত। ক্রিয়ামাত্রেরই ইহাই স্বভাব যে সেব্য বা যে প্রভুর উদ্দেশে কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহা হইতেই সেই ক্রিয়ার ফলপ্রাপ্তি দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যক ভাষ্য—জীবনানন্দ পৃঃ ৬৩১—৬৩২॥ সে যাহা হউক, জৈমিনি-কুমারিল-প্রবর্ত্তিত এই কর্ম্ম মীমাংসা মত, এবং এই অপূর্ব্ববাদ বা কর্ম্মভোগ-বাদই অধুনাতন পৌরাণিক বা হিন্দু ধর্ম্ম সকলের একমাত্র না হউক, প্রধানতম দার্শনিক ভিত্তিভূমি। নিরীশ্বর বৌদ্ধশিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মবাদী কুমারিল ভট্ট, এবং প্রভাকরাদি তাঁহার পরবর্ত্তিগণই প্রথমে নিরীশ্বর কর্ম্মবাদী বৌদ্ধদিগকে বিচারে এবং অবিচারে জয় করিয়া, পৌরাণিক আকারে বৈদিক কর্ম্মমার্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহাই কালক্রমে বৈদিক বৌদ্ধ নরপূজা এবং যাগযজ্ঞের সংকোচ এবং মূর্ত্তিপূজার বিস্তার দ্বারা পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের ন্যায় কুমারিল প্রভৃতিরও মত যে কর্ম্ম নিজেই নিজের ফলদাতা। তবে বৌদ্ধমতের সহিত কুমারিলের এই মাত্র পার্থক্য যে, বৌদ্ধমতে একমাত্র লৌকিক কর্ম্মই কর্ম্ম, জৈমিনি-কুমারিলের মতে একমাত্র বৈদিক যাগযজ্ঞাদিই কর্ম্ম। বৌদ্ধেরা বেদনিন্দুক,—চার্ব্বাকের সঙ্গে একমত হইয়া তাহারাও বলিতে পারেন,—"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ডধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ।" মীমাংসকদিগের এবং শঙ্করেরও মতে বেদ নিত্য (ব্রহ্মসূত্র ১-২-২৯), অপৌরুষেয়,এবং অবিতথ (মীমাংসা-সূত্র ১-১-২)। বস্তুত ঈশ্বরবিশ্বাসী শঙ্করাচার্য্যকে "প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ" বলা অপেক্ষা নিরীশ্বর মীমাংসকদিগকেই "প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ" বলা অধিকতর সঙ্গত, কারণ বেদ ভিন্ন সকল বিষয়েই জৈমিনি-কুমারিল বৌদ্ধদিগের সহিত এক মত। কিন্তু পদ্মপুরাণ তাহা করিবে না। কারণ পৌরাণিকদিগের স্বার্থ এবং মত-মীমাংসকদিগের মতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বৈদিক যাগযজ্ঞের উপরেই ব্রাহ্মণ শ্রেণীর জীবিকা

প্রতিষ্ঠিত—"বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ।" এজন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কুমারিল-জৈমিনির পৃষ্ঠপোষক। ঈশ্বর থাকুক আর যাউক, তাহাতে ব্রাহ্মণ্যব্যবসায়ের কিছুই আসে যায় না। বেদের নিত্যত্ব, স্বতঃপ্রামাণ্য, এবং অপৌরুষেয়ত্ব থাকিলেই হইল। তাহা হইলেই বৈদিক যাগযজ্ঞের সার্থকতা, এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ব্যবসায়ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আবার বেদেরও জ্ঞানবিভাগ বা উপনিষদুক্ত বিদ্যা থাকুক আর যাউক, তাহাতেও ব্রাহ্মণ্য ব্যবসায়ের কিছুই আসে যায় না,—বরং না থাকিলেই ভাল। অহেতুকদয়াসিন্ধু একজন সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর থাকিলে লোকে আশা করিতে পারে, হয় ত তিনি দয়াপরবশ হইয়া যাহাকে ইচ্ছা বিনা যজ্ঞানুষ্ঠানেই স্বর্গাদি ফল দান করিবেন। তাহা হইলে লোকে বহুব্যয়সাধ্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে কেন? এজন্য কুমারিল ঈশ্বরের সত্তা অপ্রমাণ করিলেন। যদিও মাধবাচার্য্যের কথাতে দেখা যায় যে, সেজন্য কুমারিল মৃত্যুকালে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন,—মীমাংসকেরা তাহা স্বীকার করেন না। যদিও ভগবৎগীতা প্রভৃতি মীমাংসকদিগকে "বেদবাদরতাঃনান্যদস্তীতিবাদিনঃ" (২—৪২) এবং মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত সকলকে "পুষ্পিতাংবাচং" "ক্রিয়াবিশেষবহুলাং" "জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং" বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন, এবং শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সমুচিত উত্তর প্রদান করিয়া কুমারিলের নিরীশ্বরবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তথাপি সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, ফল্গুনদীর জলের ন্যায় কুমারিলের নিরীশ্বর কপালবাদ বা জন্মান্তরের কর্ম্মভোগের মত অদ্যাপি আমাদের জনসাধারণের অস্থিমজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধ সময়েই উপনিষদুক্ত ঈশ্বরে লোকের বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। মীমাংসকগণ আবার তাহার উপরে তাহাদের "নিত্য, অপৌরুষেয়, এবং স্বতঃপ্রমাণ" সেই বেদ-উপনিষদের লোপেরও এরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, বোধ হয় ইয়োরোপীয় মনীষীগণের হাত না পড়িলে এত দিনে বেদের লোপ হইয়া যাইত। বেদের লোপের জন্য যে মীমাংসকগণ অথবা পৌরাণিকগণ কোন প্রকার ব্যথা অথবা ক্ষতি বোধ করিয়াছিলেন, কুত্রাপি তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং যদিও জৈমিনি সূত্র করিতেছেন—"বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যংস্যাৎ"—প্রকৃতপক্ষে মীমাংসকগণ যেন শ্রুতির সহিত পুরাণের এবং স্মৃতির বিরোধ দেখিয়া স্মৃতিপুরাণের প্রামাণ্য-পরীক্ষার ভয়ে বেদের লোপকেই নিরাপদ মনে করিতেন। বেদের লোপ হইলে পর, তাহার নিত্যত্বের এবং অপৌরুষেয়ত্বের দাবি পরীক্ষা করে,

৫

কাহার সাধ্য। নিরীশ্বর বৌদ্ধদিগের মূর্ত্তিপূজা এবং নরপূজার সহিত মীমাংসকগণ তাহাদের বৈদিক যাগযজ্ঞকে এরূপ সুকৌশলে মিশ্রিত করিয়াছিলেন যে, সহজেই তাঁহাদের এ সকল ব্যবস্থা দেশময় গৃহীত হইয়া দেশে বৌদ্ধ এবং বৈদিক সংমিশ্রণজনিত আধুনিক পূজাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতীয় বৌদ্ধ,অথবা বৈদিক,অথবা পৌরাণিক, কোন ধর্ম্মই মরে নাই, মিশ্রিত এবং রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার 'উপাসক সম্প্রদায়ে'র দ্বিতীয় ভাগে ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের যে শোচনীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা মীমাংসকদিগের নিরীশ্বরবাদেরই ফল কি না, বলিতে পারি না। কারণ আমরা ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই যে বৈদিক সময়েই "তুমি রাধা আমি শ্যাম, কান্ধে বারি বলরামের" দুর্নীতির অভিনয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। বৈদিক সময়েই ভারতীয় ধর্ম্মযাজকদিগের এবং তাহাদিগের যজমানদিগের নৈতিক দুর্গতির সীমা ছিল না। পুরোহিতদিগের অধিকারের এইরূপ বর্ণনা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। (অনুবাদের অযোগ্য বিবেচনায় মূলই দেওয়া গেল) "অগ্নির্বা এষ বৈশ্বানরঃ পঞ্চমেনির্যৎপুরোহিতস্তস্য বাচ্যেবৈকা মেনির্ভবতি, পাদয়োরেকা, ত্বচ্যেকা, হৃদয় একোপস্থ একা, তাভির্জ্জ্বলন্তির্দীপ্যমানাভিরুপোদেতি রাজানং। স যদাহ ক্ক ভগবোঽবাৎসী তৃণাণ্যস্মা আহরতেতি তেনাস্য তাং শময়তি যাঽস্য বাচি মেনির্ভবত্যথ যদস্মা উদকমানয়ন্তি পাদ্যং তেনাস্য তাং শময়তি যাঽস্য পাদয়োর্মেনির্ভবত্যথ যদেনমলঙ্কুর্ব্বন্তি তেনাস্য তাং শময়তি যাঽস্য ত্বচি মেনির্ভবতি, অথ যদেনং তর্পয়ন্তি তেনাস্য তাং শময়তি যাঽস্য হৃদয়ে মেনির্ভবত্যথ যদস্যানারুদ্ধোবেশ্মসু বসতি তেনাস্য তাং শময়তি যাঽস্যোপস্থে মেনির্ভবতি *।" অষ্টম পঞ্চিকা-৫অ-১ খণ্ড। অন্য দিকে আবার ভারতের বৌদ্ধ, এবং পৌরাণিক সময়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমরা একথাও স্বীকার করিতে বাধ্য যে, নিরীশ্বরবাদীও আধ্যাত্মিক বিকাশের রাজ্যে অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ। যোগবাশিষ্ঠের চূড়ালাশিখিধ্বজাদি উপাখ্যানে বর্ণিত সাধনাকে ঈশ্বরপ্রধান সাধনা বলা যায় না। তাহা না হইলেও তাহাতে যে সর্ব্বত্যাগের উচ্চ আদর্শ,

* সায়ণ ভাষ্য :—মেনিঃ=পরোপদ্রবকারিণী ক্রোধরূপা শক্তিঃ। অলঙ্কুর্ব্বন্তি=বস্ত্রগন্ধালঙ্কারেণ। তর্পয়ন্তি=ধনাদিনা সন্তর্পণেন। অনারুদ্ধ (অস্য) রাজ্ঞঃ বেশ্মসু=বিরোধরহিতঃ শয়নাদিকং কুর্ব্বন্ বিশ্রব্ধেন বসতি তেনোপস্থগতা মেনিঃ শাম্যতি।

এবং সাধারণ ভাবে আধ্যাত্মিকতার বিকাশেরও পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শরীরের স্বাস্থ্য অথবা মেধার তীক্ষ্ণতা যেমন নিরীশ্বরবাদে বাধে না, সেইরূপ শমদমাদিসম্পত্তি, বা ধ্যাননিদিধ্যাসনাদি সাধনা, বা সমাধি লাভ, এমন কি, গুরুমূর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্য বস্তুর অবলম্বনে শ্রদ্ধা-ভক্তির অন্ততঃ ভাবাবেশের বিকাশও নিরীশ্বরবাদে তত বাধে না। বৌদ্ধ মহাপুরুষদিগের মধ্যে অনেকে, অথবা কপিল-পঞ্চশিখ প্রভৃতি সাঙ্খ্যাচার্য্যদিগের মধ্যে অনেকে, এমন কি, আধুনিকদিগের মধ্যে ব্রেড্‌ল প্রভৃতি অনেকে নিরীশ্বরবাদী হইয়াও বিশ্বপ্রেমের সাধনায় অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও আমরা বলিতে বাধ্য যে, আবহমান কাল কপিল-কুমারিল প্রভৃতির নিরীশ্বর কর্ম্মফলবাদে পালিত এবং বর্দ্ধিত হওয়াতে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে যেন কর্ম্মভোগের পাথরচাপা পড়িয়া কর্ত্তব্যের বাণী অথবা ঈশ্বরাদেশ ("That still small voice") নীরব, অন্যায়অত্যাচার নিবারণের সংকল্প যেন নিস্তেজ, সমস্ত জাতিই যেন কতক পরিমাণে কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। সত্য, ন্যায়, এবং পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা (Moral Governor) সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য অথবা অবিশ্বাস যেন পুরুষ-পরম্পরায় বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। সত্য, ন্যায়, এবং পবিত্রতার আধারস্বরূপ ঈশ্বর আবহমান কাল সমাজ-চক্ষুর সম্মুখে নিয়ত প্রতিষ্টিত না থাকাতে, অথবা তাঁহার সেই শূন্য-সিংহাসনে নানা প্রকার চরিত্রহীন দেবদেবী অথবা অবতার প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, আমাদের নৈতিক এবং সামাজিক পবিত্রতা রক্ষাও যেন আশানুরূপ সহজসাধ্য হইতেছে না। পৃথিবীর অপর সকল জাতির তুলনায় যে আমাদের জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত মেরুদণ্ডশূন্য কৃমিকীটতুল্য, অথবা কাষ্ঠলোষ্ট্রের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার উদ্যম-সাধ্য প্রতিকারে পরাঙ্মুখ, অথবা পরমুখাপেক্ষী, এবং জাতীয় কল্যাণকর কার্য্যে নিয়ত পরের মুখে ঝাল খাইতে ব্যগ্র, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের সাধু মহাত্মাগণও সচরাচর মেরুদণ্ডশূন্য, কর্তৃত্বের ভয়ে ভীত—"কর্তৃত্বস্য দুঃখরূপত্বাৎ" ব্র-সূ ২-৩-৪০॥ শত্রুসম্মুখে সোজাভাবে দাঁড়াইতে অসমর্থ। জাতীয় কর্ত্তব্যের বজ্রনিনাদ যেন আমাদিগের সাধু সজ্জনদিগের প্রাণকেও স্পর্শ করে না। "এও হয়, তাও হয়, ছোট জামাই যে বলিয়াছেন, তাও হয়।" যেন ন্যায় এবং সত্যের রুদ্রতেজ সে সকল "ভাল মানুষ"দিগকে কর্ত্তব্যের

দিকে জাগাইতে অসমর্থ, যেন বিশ্বপুরুষের "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" স্বরূপ, "যথা বজ্রোদ্যতকরং স্বামিনং অভিমুখীভূতং দৃষ্ট্বা ভৃত্যা নিয়মেন তচ্ছাসনে বর্ত্তন্তে" সেই ভাবে তাহাদিগকে জীবের দুঃখ মোচনের দিকে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে না। এ সকল জাতীয় রোগ মীমাংসক-দিগের জ্ঞান-গন্ধ-রহিত নিরীশ্বর কপাল বা কর্ম্মভোগবাদের ফল কিনা, পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

১২। শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক কুমারিলের নিরীশ্বরবাদ খণ্ডন।

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মমীমাংসার ঋষি। চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে তিনি যাগযজ্ঞাদি "ধর্ম্মের" বিরোধি। কুমারিলের তুষানলপ্রবেশের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত শঙ্করের কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে ব্রহ্মসূত্র পাঠে দেখা যায় যে, কুমারিলের শ্লোকবার্ত্তিকের নিরীশ্বরবাদকেই তিনি খণ্ডন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। শঙ্করের অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান বস্তুতন্ত্র। কর্ম্মের নিত্যত্ব, অথবা বেদের অপৌরুষেয়ত্বের সহিত তাহার কোনরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। মীমাংসকদিগের ধর্ম্ম বা কর্ম্মবাদের সহিত স্বীয় ব্রহ্মবাদের তুলনা করিয়া শঙ্কর নিজেই বলিতেছেন ঃ—"ধর্ম্মজ্ঞানের (অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানের) ফল অভ্যুদয় বা স্বর্গাদি সম্পদ লাভ। তাহা (যজ্ঞাদি) অনুষ্ঠান সাপেক্ষ। ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল নিশ্রেয়স বা মোক্ষ, তাহা কোন অনুষ্ঠানান্তরের অপেক্ষা করে না। জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম (অর্থাৎ যজ্ঞাদিকর্ম্ম) ভব্য সম্বন্ধী বা স্বর্গাদি ভবিষ্যতে যে সকল সম্পদাদি ফল লাভ হইবে, তৎসম্বন্ধী। জ্ঞানকালে তাহার সত্তা নাই, কারণ তাহার সত্তা জিজ্ঞাসু পুরুষের চেষ্টাসাপেক্ষ। অপরদিকে যাহা ভূত বা বর্ত্তমানে রহিয়াছে, সেই ব্রহ্মই ব্রহ্মজ্ঞানের জিজ্ঞাস্য। তিনি নিত্যবর্ত্তমান, অতএব তাঁহার সত্তা পুরুষের চেষ্টাসাপেক্ষ নয়, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত বস্তুজ্ঞানের তুল্য অপরোক্ষসিদ্ধ। ১—১—১। তিনি আবার বলিতেছেন ঃ—"ব্রহ্মভাবই (অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মবোধই) মোক্ষ, অতএব তাহা যজ্ঞদীক্ষাদিসংস্কারজনিত নয়, অতএব মোক্ষপ্রাপ্তি সম্বন্ধে একমাত্র জ্ঞানভিন্ন যজ্ঞাদিক্রিয়ার গন্ধমাত্রেরও অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়। ১—১—৪। অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানের অপরোক্ষানুভূতিসিদ্ধত্ব এবং যজ্ঞাদিকর্ম্মনিরপেক্ষত্ব সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ দৃঢ় ধারণা সত্ত্বেও কেন যে তিনি কর্ম্মফলের নিত্যত্বের ব্যূহের ভিতরে অসতর্ক ভাবে প্রবেশ করিতেছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" (২-২-৩৭) সূত্রের ভাষ্যেঃ—প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষিত্বাৎ অদোষ ইতিচেৎ, ন, কর্ম্মে

শরয়োঃ প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তয়িতৃত্বে ইতরেতরাশ্রয়দোষ প্রসঙ্গাৎ” এরূপ বলিয়াও যেন আপোষবন্দোবস্ত করিবার জন্য শঙ্কর কর্ম্মবাদী কুমারিলের সহিত একযোগ হইয়া জগতের “ঈশ্বরেচ্ছাবশিত্বের” সঙ্কোচ করিয়া বলিতেছেন :—“অনাদি সংসারে বীজাঙ্কুরের ন্যায় হেতু হইতে হেতুমৎ বা কারণ হইতে কার্য্যের ন্যায়, কর্ম্ম হইতেই সৃষ্টি-বৈষম্য প্রবৃত্ত হইয়াছে”। ২—১—৩৪। বেদের নিত্যত্ব এবং স্বতঃপ্রামাণ্য সম্বন্ধেও আমরা দেখিতে পাই, শঙ্কর নিরর্থক আপনার বস্তুতন্ত্র অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানকে সে সকল উপকথার সহিত জড়িত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—“বেদের স্বার্থে প্রামাণ্য প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ, রূপসম্বন্ধে সূর্য্যের ন্যায়। ২—১—১॥ “শক্তি মরে ভীতির কবলে।” সমসাময়িকদিগের সমাজে নিন্দিত হইবার ভয়েই কি শঙ্কর তাঁহার বস্তুতন্ত্র অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানকে, কর্ম্মমীমাংসকদিগের এই সকল কল্পিত মতের সহিত জড়িত করিয়াছিলেন? নিজের এই দুর্ব্বলতাকে লক্ষ্য করিয়া কি শঙ্কর নিজেই বলিতেছেন :—“লোক সকলের বুদ্ধি পরের বুদ্ধির অধীন। স্বতন্ত্রভাবে তাহারা শ্রুতির অর্থ অবধারণ করিতে অক্ষম হইয়া বিখ্যাত প্রণেতাদিগের রচিত স্মৃতিকে আশ্রয় করেন, তাহারই বলে তাহারা শ্রুতিরও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। “অস্মৎকৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্যুর্বহুমানাৎ স্মৃতীনাং প্রণেতৃষু। আমরা যদি কোন ব্যাখ্যা করি, লোকে তাহা বিশ্বাস করিবে না, কারণ স্মৃতিপ্রণেতাদিগের প্রতি তাহাদের অগাধ শ্রদ্ধা।” ২—১—১। “লোকে বিশ্বাস করিবে না।”—“পাছে লোকে কিছু বলে”—এই ভয়ে কপিল “ঈশ্বর অসিদ্ধ” বলিয়াও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব এবং স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পাছে জৈমিনি প্রভৃতি কর্ম্মমীমাংসকদিগের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবশতঃ লোকে শঙ্করের স্বাধীন মত অথবা স্বাধীন ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য বা অবিশ্বাস করে, এই ভয়েই কি শঙ্করও মীমাংসকদিগের কর্ম্মের নিত্যত্ব মত, এবং বেদের নিত্যত্ব, অপৌরুষেয়ত্ব, এবং স্বতঃপ্রামাণ্য মতের সহিত আপনাকে অল্পাধিক পরিমাণে জড়িত করিয়াছিলেন? লোকভয়েই কি তিনি তাঁহার নবপ্রসূত অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানের শিশুকে অভিমন্যুর ন্যায় মীমাংসকদিগের ব্যূহে প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন? এজন্যই কি তিনি মীমাংসকদিগের সপ্তরথির হস্তে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের শিশুর রক্ষণভার ন্যস্ত করিয়া শিশুর জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলেন? এই ভীরুতারই ফলে শঙ্করের অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান দেশে স্থান পাইয়াও পাইতে পারে নাই। শঙ্করাচার্য্যের পরেও ভারতে ব্রহ্মবাদী মহাপুরুষগণ সময়ে

সময়ে মীমাংসকদিগের কপাল বা কর্ম্মবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে পঞ্জাবে গুরুনানক ও কবির, বঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, এবং বম্বাই প্রদেশে টুকারাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নিরীশ্বর কর্ম্মবাদের তমসাচ্ছন্ন দেশে তাহাদের আহ্বান অরণ্যে রোদন ভিন্ন অধিক কিছু ফল প্রসব করে নাই। মরুভূমিতে নিক্ষিপ্ত শস্যবীজের ন্যায় তাহাদের প্রচারিত ব্রহ্মবাদ দেশের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। শুভদিন আসিয়াছে। পাশ্চাত্য আলোকের সাহায্যে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দিতে দেশময় ব্রহ্মবাদের শুভ জাগরণের শুভ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে। ধন্য রামমোহন, ধন্য দয়ানন্দ, ধন্য দেবেন্দ্রনাথ, ধন্য বিবেকানন্দ, এবং অপরাপর মনীষীগণ, যাঁহারা এই ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দিতে সেই লপ্তপ্রায় ব্রহ্মজ্ঞানের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছেন এবং করিতেছেন। সে যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্যই পূর্ব্বোক্ত কুমারিলপ্রমুখ মীমাংসকদিগের নিরীশ্বরমত খণ্ডন করিয়া সে কালেও দেশের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের রাজদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন। সে জন্যই তিনি চিরদিন সকলের নমস্য, এবং ''জগদগুরু" উপাধি ধারণের যোগ্য।

যে সকল যুক্তির অবতারণা দ্বারা শঙ্কর কুমারিলের নিরীশ্বরবাদ খণ্ডন করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে অসম্ভব। তবে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শনমাত্র এস্থলে প্রদান করিতেছি। নিরবয়ব দেহাদিরহিত ঈশ্বর হইতে সাবয়ব দেহাদিমান্ জগতের উৎপত্তিবিষয়ক আপত্তির উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন ঃ— "প্রধানবাদী (সাংখ্যের) মতেও নিরবয়ব অপরিচ্ছিন্ন শব্দাদিরহিত প্রধানই সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন, শব্দাদিমান কার্য্যের কারণ। অনুবাদীর (বৈশেষিকের) মতেও যে সকল 'অণু' অন্য 'অণুর' সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাদের নিরবয়বত্ব হেতু, যদি সমস্ত 'অণু' ও একত্র সংযুক্ত হয়, তাহা হইলেও সাবয়বরূপে তাহাদের প্রকাশ অসম্ভব। অতএব ব্রহ্মবাদীর পক্ষে এসকল আপত্তির কোন বিশেষত্ব নাই।" এইরূপ মুখবন্ধ করিয়া শঙ্কর সংক্ষেপে স্বীয় সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতেছেন। "অথ শক্তয় এব কার্য্যবৈচিত্র্য-সূচিতা অবয়বা ইত্যভিপ্রায়ঃ, তাস্ত ব্রহ্মবাদিনোপ্যবিশিষ্টা ঃ।" "কার্য্যবৈচিত্র্যরূপে প্রকাশিত হইলে শক্তিকেই অবয়ব বলা যায়, ইহাই অভিপ্রায়,সে সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদীদিগের সহিত অন্যদিগের কোন বিশেষ নাই।" ব্রহ্মসূত্র ২—১—৩৯॥ শঙ্করের মত যে অব্যক্ত ঐশী শক্তিরূপে সকলই এক, ব্যক্ত কার্য্যরূপেই সকলের বিচিত্রতা। এই সিদ্ধান্তের ভিতরে হেগেলের বিরুদ্ধবস্তুসকলের একত্বমতেরও বীজ দৃষ্ট হইতেছে। পাঠক,

আধুনিক ভৌতিকবিজ্ঞানীদিগের 'ইলেক্‌ট্রনের' সহিত ও শঙ্করের এই সিদ্ধান্তের তুলনা করুন।

শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে সৃষ্টির প্রয়োজন বিষয়ক কুমারিলের আপত্তিও খণ্ডন করিতেছেন। (২—৩—৩২, ৩৩ দ্রষ্টব্য)। ব্যাসকৃত "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং" সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্কর "কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ"— বলিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না। "ক্রীড়ার্থায়াং প্রবৃত্তৌচ বিহন্যেত কৃতার্থতা" কুমারিলের এই আপত্তি যেন যুক্তিযুক্ত স্বীকার করিয়াই বলিতেছেন:—"যদিও লোকের লীলাতেও একপ্রকার সূক্ষ্ম প্রয়োজন কল্পনা করা যায়, তথাপি এস্থলে কোন প্রয়োজনই কল্পনা করা যায় না। ঈশ্বরের কোন প্রয়োজণ নিরূপণ করা ন্যায়তঃ অথবা শ্রুতিতঃ কোন রূপেই সম্ভব হয় না। তবে "ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে"আপনার স্বভাবকে কেহ পরিহার করিতে পারে না,অথবা স্বভাবকে পরিহার করিলে আর স্বভাবের স্বভাবত্ব রহিল না। শঙ্কর দৃষ্টান্তদ্বারা যথাসম্ভব বুঝাইতেছেন:—"আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি যেমন অন্য কোন বাহ্য প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র স্বভাবহেতুই প্রবৃত্ত হয়,—সেইরূপ ঈশ্বরেরও—কোন বাহ্য প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়াই কেবলমাত্র স্বভাবহেতু "স্বভাবদেব কেবলং"—লীলার ন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্তি। আর এই সৃষ্টিশ্রুতিও পরমার্থবিষয়ক নয়, কেবলমাত্র অবিদ্যাকল্পিত নামরূপ-ব্যবহার বিষয়ক" (Relative to our senses and understanding)। ২—১—৩৩॥ "নন্বীশ্বর স্তূষ্ণীং কিমিতি ন তিষ্ঠতি, কিমিতি স্বস্যাফলাং পরেষাং দুঃখাবহাং সৃষ্টিং করোতি"—ঈশ্বর কেন চুপ্ থাকেন না, নিজের পক্ষে নিষ্ফলা, পরের পক্ষে দুঃখপ্রদ, এরূপ সৃষ্টি তিনি করেন কেন? শঙ্করের উত্তর যে সৃষ্টিই তাঁহার স্বভাব। তিনি ভিন্ন অন্য কাহারো সত্তা না থাকাতে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের আপত্তির স্থান নাই, তিনি স্বয়ংই "রূপং রূপং প্রতিরূপো বিভূব" (প্রথম ভাগ-২৫ (চ)। শঙ্কর বলিতেছেন:—অবিকৃতস্যৈব ব্রহ্মণো জীবভাবাভ্যুপগমাৎ লক্ষণভেদো প্যনয়োরুপাধি নিমিত্ত এবা (২-৩-১০)। কুমারিলের আর এক আপত্তি—"পুরুষস্য চ শুদ্ধস্য নাশুদ্ধা বিকৃতির্ভবেৎ।"—তাহার উত্তরে শঙ্কর জগতের ব্রহ্মবিকারত্ব অস্বীকার করিতেছেন, এবং বলিতেছেন:—"নন্নু প্রবিভক্তত্বাৎ বিকারো, বিকারত্বাৎ চোৎপদ্যতে ইত্যুক্ত অত্রোচ্যতে নাস্য প্রবিভাগঃ স্বতোঽস্তি। বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিনিমিত্তংত্বস্য প্রবিভাগপ্রতিভানং আকাশস্যেব ঘটাদিসম্বন্ধনিমিত্তং"। ২-৩-১৮॥ নামরূপগত বুদ্ধ্যাদি উপাধি সম্বন্ধ ও

শঙ্করের মতে অবিদ্যা-জনিত। নামরূপ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিতেছেন :—"তত্ত্বান্যত্বা-ভ্যাং অনির্ব্বচনীয়ে নামরূপে" (ব্র-স্থ-১-১-৫)। কুমারিল প্রশ্ন করিতেছেন :—"স্বপ্নাদিবদবিদ্যায়াঃ প্রবৃত্তিস্তস্য কিংকৃতা ?" আমাদের স্বপ্নাদির ন্যায় ঈশ্বরেতে অবিদ্যা-প্রবেশের কারণ কি ? শঙ্করাচার্য্য বলেন, মায়া বা 'অবিদ্যা ঈশ্বর হইতে ভিন্নও বলা যায়না, অভিন্ন ও বলা যায় না—"তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং অনির্ব্বচনীয়া।" সূত্রভাষ্যের ভূমিকাতে তিনি বলিতেছেন :—"অনাদি অনন্ত নৈসর্গিক মিথ্যা-প্রত্যয়রূপ অধ্যাস বা ভ্রমই কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃস্বরূপে সর্ব্বলোকের প্রত্যক্ষ। এই রূপ লক্ষণযুক্ত এই অধ্যাস বা ভ্রমপ্রবাহকেই পণ্ডিতেরা অবিদ্যা বলিয়া থাকেন।" কুমারিল বলিতেছেন :—"এই অবিদ্যা অন্যকৃত উপপ্লবজনিত যদি স্বীকার কর, তবে দ্বৈতবাদই প্রমাণিত হয়।" শঙ্কর তাহার উত্তরে বলিতেছেন :—"অব্যক্ত-শব্দবাচ্য অনভিব্যক্ত-নামরূপ জগতের যে প্রাগবস্থা, আমাদের মতে তাহা পরমেশ্বরেরই অধীন, স্বতন্ত্র নয়। সেই বীজশক্তিই অবিদ্যাত্মিকা পরমেশ্বরাশ্রিতা মায়াময়ী মহাসুষুপ্তিরূপা। ১-৪-৩॥ শঙ্করের মতে মায়ানাম্নী পরমেশ্বরের জগৎ-রচনা শক্তিই 'অবিদ্যা' ত্মিকা। এই অবিদ্যা বা নৈসর্গিক অনাদি অধ্যাস বা "অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধি" পরিত্যাগের নাম বিদ্যা। অবিদ্যাজনিত সংসার এবং বিদ্যাজনিত মোক্ষ—উভয়ই শঙ্করের মতে পরমেশ্বরের "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইতেছে :— "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তংচ মর্ত্ত্যং চামৃতংচ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ"—(পৃঃ ১১৪ জীবানন্দ)। এই শ্রুতি বাক্যের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন :—"ব্রহ্মের দুইটী রূপ :—(১) একটী রূপ পঞ্চভূতজনিত কার্য্যকরণসম্বদ্ধ, মূর্ত্তামূর্ত্ত-শব্দ-বাচ্য, মর্ত্ত্যামৃতস্বভাব, এবং তজ্জনিত বাসনাযুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সোপাখ্য বা শব্দ-প্রত্যয়-গোচর, এবং ক্রিয়া-কারক-ফলাত্মক হওয়াতে সর্ব্ব-ব্যবহারের আস্পদ। (২) সেই ব্রহ্মকেই আবার বিগতসর্ব্বোপাধিবিশেষ, সম্যগ্দর্শনের বিষয়, অজ, অজর, অমৃত, অভয়, বাক্যমনের অবিষয়, অদ্বৈতত্ব-হেতু অর্থাৎ গ্রাহ্যগ্রাহকের (subject and object) ভেদরহিত হওয়াতে 'নেতি' 'নেতি' রূপে নির্দ্দেশ করা হয়। যে সকল রূপের 'অপোহ' বা অপবাদ দ্বারা ব্রহ্মকে নেতি নেতি রূপে নির্দ্দেশ করা হয়, পরমাত্মার সে সকল রূপই দুই প্রকার। কি সেই দুই প্রকার ? মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত। তাহারও বিশেষণ বলা হইতেছে। মর্ত্ত্য বা মরণধর্ম্মী, এবং অমৃত বা তদ্বিপরীত, স্থিত বা পরিচ্ছিন্ন এবং যৎ (যাতি) বা অপরিচ্ছিন্ন। সৎ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, এবং ত্যৎ

বা পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়।" এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, যদিও শঙ্কর "অবিদ্যা'কে "তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং অনির্ব্বচনীয়া" অর্থাৎ "ব্রহ্মই অথবা ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই, তাহা অনির্বাচ্য অর্থাৎ পরিষ্কার বলা যায় না" অথবা মায়াকে "অব্যক্তা হি সা মায়া, তত্ত্বাণ্যত্বনিরূপণাদ্যশক্যত্বৎ" বলিতেছেন, তথাপি সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শঙ্করের বাক্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা করিতে গেলে বলিতে হয় যে 'অবিদ্যা' অথবা অবিদ্যাত্মক মায়াশক্তি 'তত্ত্বদ্বারা অনির্ব্বাচ্য'—অর্থাৎ শঙ্করের মতে অবিদ্যা ব্রহ্মই নিশ্চয় করিয়া এরূপ বলা সঙ্গত নয়, কারণ ব্রহ্ম যখন সত্যজ্ঞান অনন্তস্বরূপ, এবং অবিদ্যা তাহার বিপরীত, তখন 'অবিদ্যা ব্রহ্মই' এরূপ ব্যাখ্যা সত্য হইলেও তাহাকে ভ্রম বশতঃ বিরোধদোষে দুষ্ট মনে করিয়া, অজ্ঞ লোকেরা তাহা উপেক্ষা করিবে। আবার 'অবিদ্যা' অন্যত্ব দ্বারা নির্ব্বাচ্য'—অর্থাৎ 'অবিদ্যা ব্রহ্ম হইতে অন্যই' শঙ্করের মতে এইরূপ বলাও কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন কোন দ্বিতীয় বস্তুরই স্থান নাই। ন্যায়ের মধ্যাভাব নিয়ম (Law of excluded middle) শঙ্করের মত দার্শনিকেরও অনতিক্রমনীয়। শঙ্কর বলিতে বাধ্য কি অবিদ্যা ব্রহ্মই বা ব্রহ্ম নয়ই। শঙ্করের নিজের উক্তি দ্বারাই আমরা দেখাইয়াছি যে প্রকৃত পক্ষে শঙ্করেরও মত যে 'অবিদ্যা' ঈশ্বরেরই রূপ, তবে "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ জ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং" এই সূত্র অনুসরণ করিয়া তিনি সকল সময়ে পরিষ্কার করিয়া তাহা বলিতে সাহসী হইতেছেন না। সত্যজ্ঞান-অনন্তত্ব ঈশ্বরের নিত্য স্বরূপ বা স্বরূপগত ধর্ম্ম, অসত্য অজ্ঞান এবং ক্ষুদ্রতা, অর্থাৎ অবিদ্যা ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বভাব না হইলেও, তাঁহারই মায়াশক্তির প্রকাশ, অতএব তাঁহারই অনিত্য হেয় রূপ বা উপাধি। যে বস্তুর পক্ষে যে রূপে প্রকাশ অপরিহার্য্য, তাহাই সেই বস্তুর স্বরূপ বা স্বভাব। সত্য, জ্ঞান, অনন্তত্ব, এবং সর্ব্বশক্তিমত্ব সেই অর্থে ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বভাব। 'অবিদ্যা' বা "অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ" সেই ভাবে ঈশ্বরের পক্ষে অপরিহার্য্য নয়, অতএব অবিদ্যাকে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বভাব বলা যায় না। জীবভাবের পক্ষে অবিদ্যা অপরিহার্য্য। এজন্য অবিদ্যা জীবের স্বভাব বলা যাইতে পারে। তবে ঈশ্বরের মায়াশক্তি হইতেই জীবের অবিদ্যার উৎপত্তি। "শক্তি-শক্তিমতোরনন্যত্বাৎ" (গীতাভাষ্য ১৪-২৭)—শক্তিমান হইতে শক্তি অভিন্ন, অতএব মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। শক্তিরূপে মায়াশক্তিকেও ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বভাব বলিতেই হইবে, কারণ তাহা ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমৎ স্বরূপেরই নামান্তর মাত্র। শঙ্করের

মতে বিদ্যার উৎপত্তি হইলে জীবেরও অবিদ্যাস্বভাব দূর হয়। অবিদ্যা হইতে সংসারের এবং বিদ্যা হইতে মোক্ষের সিদ্ধি শঙ্কর এইরূপে বর্ণন করিতেছেন :— "অবিদ্যাবস্থায় অবিদ্যাতিমিরান্ধ জীবের কার্য্যকরনসঙ্ঘাতবিষয়ক অবিবেকযুক্ত-দৃষ্টিহেতু সর্ব্বভূতাধিবাস সাক্ষী চেতয়িতা কর্ম্মাধ্যক্ষ ঈশ্বরস্বরূপ পরমাত্মা হইতে তাঁহারই অনুজ্ঞাতে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণ সংসারসিদ্ধি। আবার তাঁহারই অনুগ্রহে বিজ্ঞান দ্বারা মোক্ষসিদ্ধি সম্ভব। সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারেই ঈশ্বরই হেতু-কর্ত্তা। ২-৩-৪১ ॥

১৩। পণ্ডিতবর মণ্ডন মিশ্র।

যাহা হউক আপাততঃ আমরা এই সকল জটিল দার্শনিক বিচার পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় শঙ্কর জীবনের ঘটনাবলীর যথাসম্ভব ধারাবাহিক বর্ণনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে কুমারিলকে ব্রহ্মোপদেশ দান করিয়া তাঁহার বিষ্ণুপদ প্রাপ্তির পর, শঙ্কর প্রয়াগ পরিত্যাগ করিয়া গগনপথে মণ্ডন পণ্ডিতকে জয় করিবার মানসে তাঁহার নিবাসভূমি নর্ম্মদাতীরস্থ মাহিষ্মতী নামক অপূর্ব্ব পুরীতে গমন করিয়াছিলেন। আনন্দগিরি বলিতেছেন "ঢাক ও শঙ্খের বাদ্য,জয়-শব্দ,এবং বন্দিমাগধসূতগণের স্তব,এবং পদ্মপাদাদি শিষ্যগণের করতাল-ধ্বনিতে দিক্‌সকল মুখরিত করিয়া, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য (অবশ্য পদব্রজেই অনুমান করিতে হইবে) উত্তরদিকে যাত্রা করিয়া হস্তিনাপুরের অগ্নিকোণে (পূর্ব্ব-দক্ষিণে) বিদ্যার আলয়রূপে প্রসিদ্ধ বিজিলবিন্দুনামক পুরীতে আগমন করিলেন। তথায় মণ্ডনমিশ্র নানাদেশীয় শিষ্যদিগকে ষড়্‌দর্শনাদি শিক্ষাদান করিতেন।" শঙ্কর-জীবনের অতি মৌলিক ঘটনা সম্বন্ধেই গ্রন্থকারদ্বয়ের মতবিরোধের সীমা নাই। কোথায় বা হস্তিনাপুর আর কোথায় বা নর্ম্মদানদী! একজন বলিতেছেন যে শঙ্কর একাকী আকাশপথে মণ্ডনের নিবাসভূমি মাহিষ্মতী নামক নগরে গমন করিয়াছিলেন,—আর একজন বলিতেছেন যে তিনি যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া ঢোল-ঢাক বাজাইয়া সদলবলে মণ্ডনের নিবাসভূমি বিজিলবিন্দু নামক পণ্ডিতপ্রধান পুরিতে গমন করিয়াছিলেন। এই উভয় বর্ণনার মধ্যে সত্যই বা কতদূর, এবং কল্পনার খেলাই বা কাহার বর্ণনাতে কতদূর, নির্ণয় করা অসাধ্য। যাহা হউক আমরা মাধবাচার্য্যের 'শঙ্কর-মণ্ডন সম্বাদ'ই অবলম্বন করিতেছি।

১৪। গগনপথে মণ্ডনালয়ে প্রবেশ।

শঙ্করাচার্য্যের স্বরচিত কোন গ্রন্থে এরূপ কোন উল্লেখ নাই যে তিনি অথবা তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে অন্য কেহ গগনপথে চলিতে পারিতেন। এরো-

প্লেন অপেক্ষা ও সহজসাধ্য এবং অধিকতর জনহিতকর এ সকল রহস্য সম্বন্ধে শঙ্করের কান সাক্ষাৎজ্ঞান থাকিলে সেই অহেতুকদয়াসিন্ধু তাহা গোপন রাখিবেন, এরূপ মনে করিবারও কোন কারণ নাই। বৌদ্ধ গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয় যে বুদ্ধদেবএবং বৌদ্ধসাধুগণ সময়ে সময়ে গগন পথে গমনাগমন করিতেন। বোধ হয় তাহারই অনুকরণে এবং তাহারই তুল্যগৌরবান্বিত প্রতিপন্ন করিবার মানসে শঙ্করের চারি শতাব্দি পরবর্ত্তী তাঁহার প্রশিষ্যের প্রশিষ্য.মাধবাচার্য্য গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বলিতেছেন যে শঙ্কর গগনপথে যাইতে যাইতে মাহীষ্মতী নামে এক অপূর্ব্ব পুরি দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই পুরিই মণ্ডন পণ্ডিতের নিবাসভূমি। বেদোপনিষদে কোন ঋষির গগনপথেগমনাদি ঐশ্বর্য্য লাভের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বৈদিক কালে জনসাধারণের মধ্যে পরমাত্মা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ছিল। বৈদিক ঋষির নিকটে পরমাত্মা বা ঈশ্বরই "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ"—পুত্রবিত্তাদি এবং অন্যান্য সকল অপেক্ষা প্রিয়তর ছিলেন। ধর্ম্মসাধনার দিকে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য অনিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভের প্রলোভন তখন নিষ্প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন সময় হইতে আমাদের দেশ নিরীশ্বরপ্রধান হইয়া পড়িয়াছিল। তখন লোককে ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য—যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে লোককে প্ররোচনা করিবার জন্য ("ক্রিয়াং প্ররোচয়মানাঃ") আমাদের শাস্ত্রে অর্থবাদের বিশেষ প্রসার দৃষ্ট হয়—"বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাংস্যুঃ" (জৈমিনীয় মীমাংসাদর্শন ১-২-৭)। তখনই দেখা যায় যোগানুষ্ঠানের দিকে লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রে আকাশগমনাদি—"আদিত্যরশ্মিভিশ্চ বিহরন্ যথেষ্টমাকাশেন গচ্ছতি" (পাত-বিভূ-৪৬) বিভূতি লাভের ছড়াছড়ি। নিরীশ্বরবাদীর পক্ষে জনসমাজকে ধর্ম্মপথে স্থিরতর রাখিতে হইলে এ সকল মিথ্যা প্রলোভন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই,—যদিও তদ্দারা সহজ সত্য ধর্ম্মের এবং সত্যানুরাগের মূলোচ্ছেদ সাধিত হয়। ইহা নিতান্ত পরিতাপের কথা যে ঐ সকল অর্থবাদমূলক উপকথা দ্বারা অদ্যাপি আমাদের জনসমাজ প্রতারিত হইতেছে। সে যাহা হউক,—আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া শঙ্কর দেখিতে পাইলেন, সেই পুরির চারিদিকে অসংখ্য রত্নখচিত সুরম্য অট্টালিকা। স্থানে স্থানে পদ্মবনসমাকুল সরোবর। কোথাও বা বাত্যান্দোলিত সারি সারি শালবৃক্ষ শোভা বিস্তার করিতেছে। গন্ধবহ পদ্মগন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত করিতেছে। অনতিদূরে প্রসন্ন সলিলা নর্ম্মদা

নদী প্রবাহিত। ভগবান্ ভাষ্যকার ক্ষণকাল নদীতীরে বসিয়া সুস্নিগ্ধ বায়ুসেবনে "পথশ্রান্তি" দূর করিলেন! (গগনপথে গমনেও কি পথ শ্রান্তি)। বিশ্রামান্তে আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নকালে তিনি মণ্ডন পণ্ডিতের গৃহের উদ্দেশে চলিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মণ্ডনমিশ্রের গৃহের দাসীদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দাসীগণ জল আনিতে যাইতেছিল। শঙ্কর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মণ্ডন পণ্ডিতের গৃহ কোথায়"? দাসীগণ শঙ্করের অপূর্ব্ব মুখশ্রী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যেন রহস্য সহকারে উত্তর করিল:—"যে গৃহদ্বারে দেখিবে পিঞ্জরবদ্ধ শুকাঙ্গনাগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছে "বেদ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, অথবা প্রত্যক্ষাদি অপর প্রমাণসিদ্ধ,"সেই গৃহই মণ্ডন পণ্ডিতের জানিবে। যে গৃহদ্বারে দেখিবে পিঞ্জরবদ্ধ শুকাঙ্গনাগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছে 'কর্ম্ম স্বয়ংই কি ফলদাতা, অথবা ঈশ্বর কর্ম্মফল দাতা' সেই গৃহই মণ্ডনপণ্ডিতের জানিবে। যে গৃহদ্বারে দেখিবে পিঞ্জরবদ্ধ শুকাঙ্গনাগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছে 'এই জগৎ নিত্য, অথবা এই জগৎ অনিত্য' সেই গৃহই মণ্ডন পণ্ডিতের জানিবে।" শঙ্কর দাসীদিগের নির্দ্দেশ মতে মণ্ডনের আলয়ে উপনীত হইলেন। বহির্ব্বাটীতে গিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ, প্রবেশের পথ নাই। তিনি তখন পুনরায় যোগবলে আকাশমার্গে আরোহণ করিয়া অন্তর্ব্বাটিকার প্রাঙ্গনে অবতরণ করিলেন। দেখিলেন মণ্ডনের গৃহশোভা যেন ইন্দ্রপুরীকেও উপহাস করিতেছে। মণ্ডন পণ্ডিতের মুখজ্যোতি ব্রহ্মার তুল্য তেজস্বী। তিনি স্বীয় তপোবলে জৈমিনিসহ ব্যাসদেবকে তথায় সাক্ষাৎ উপস্থিত করিয়া তাহাদের পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক যথাবিধি শ্রাদ্ধক্রিয়ার অনুষ্ঠানে রত ছিলেন। শঙ্কর তথায় উপস্থিত হইবামাত্র ব্যাস এবং জৈমিনি তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু মণ্ডনপণ্ডিত সহসা তথায় একজন শিখোপবীতবর্জ্জিত সন্ন্যাসীকে ব্যাস এবং জৈমিনির সমক্ষে দণ্ডায়মান দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। ক্রোধ যদিও শ্রাদ্ধকালে শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সেই কর্ম্মাভিমানী পণ্ডিতবর সে নিষেধ পালন করিতে পারিলেন না। শঙ্কর এবং মণ্ডনের মধ্যে তখন যে দ্ব্যর্থক বিতণ্ডা চলিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত রহস্যজনক। একদিকে মণ্ডনের কর্ম্মাভিমানজনিত ক্রোধ এবং অধীরতা, অপর দিকে শঙ্করের কর্ম্মসন্ন্যাসজনিত ধৈর্য্য এবং রসিকতা। আমরা স্থানে স্থানে মূল সংস্কৃত সহ তাহার অনুবাদ নিম্নে দিতেছি:—

১৫। মণ্ডনের সহিত শঙ্করের রহস্য।

মণ্ডন। "কুতো মুণ্ডী!" মণ্ডনের অভিপ্রায় দ্বার রুদ্ধ, নেড়া মাথা (মুণ্ডী)

সন্ন্যাসী (কুতো) কোন পথে আসিল। কিন্তু শঙ্কর রহস্য করিয়া তাহার অর্থ করিলেন '(কুতো) কোন পর্য্যন্ত (মুণ্ডী) মাথা নেড়া', এবং উত্তর করিলেন :—

শঙ্কর। 'গলদেশ পর্য্যন্ত' (নেড়া)। শঙ্করের রহস্য না বুঝিতে পারিয়া মণ্ডন ভাবিলেন, হয়ত এ ব্যক্তি আমার প্রশ্ন বুঝিতে পারে নাই, তাই আবার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন :—

মণ্ডন। "পন্থাস্তে পৃচ্ছ্যতে ময়া*।" মণ্ডনের অভিপ্রায় তোমার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। কিন্তু শঙ্কর আবার রহস্য করিয়া অর্থ করিলেন "তোমার পথকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। এবং প্রতিপ্রশ্ন করিলেন :—

শঙ্কর। 'পথ তোমাকে কি উত্তর করিল'? শঙ্করের রহস্য দেখিয়া মণ্ডন ক্রোধে আরও অধীর হইয়া গালিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বলিলেন :—

মণ্ডন। তুমি অতি অপদার্থ। মণ্ডনের অভিপ্রায় তুমি অর্থাৎ 'শঙ্কর' অপদার্থ। শঙ্কর এই বাক্যটীকে পথের উক্তি-কল্পনা করিয়া অর্থ করিলেন, 'তুমি অর্থাৎ মণ্ডন অপদার্থ' এবং বলিলেন :—

শঙ্কর। পথ ভালই বলিয়াছে। হে মণ্ডন, তুমিই প্রশ্নকর্ত্তা, পথ তোমাকেই উত্তর দিয়াছে। "অতি অপদার্থ" আখ্যা তোমাকেই লক্ষ্য করিবে। আমি প্রশ্নও করি নাই, উত্তরও আমাকে লক্ষ্য করিতে পারে না। এইরূপে অপদস্থ হইলে পর, মণ্ডনের ক্রোধ আরও দ্বিগুণিত হইল। তিনি বলিলেন :—

মণ্ডন। "অহো পীতা কিমু সুরা?" মণ্ডনের অভিপ্রায় তুমি কি সুরাপান করিয়াছ? কিন্তু শঙ্কর এই প্রশ্নের অর্থ করিলেন "সুরা কি পীতবর্ণ?" এবং উত্তর করিলেন :—

শঙ্কর। নানা, শ্বেতবর্ণ। স্মরণ করিয়া দেখ (অর্থাৎ তুমি সর্ব্বদা সুরাপান করিয়া থাক, তুমি অবশ্য জান)।

মণ্ডন। তোমার ত বেশ সুরার বর্ণজ্ঞান আছে। অর্থাৎ তুমি তবে সুরাপায়ী ভণ্ডযোগী।

শঙ্কর। আমার সুরার বর্ণমাত্রজ্ঞান থাকুক। একবার দেখিলেই বর্ণজ্ঞান লাভ হয়। তাহাতে দোষ হয় না। কিন্তু তুমি যখন সুরার উল্লেখ করিয়াছ,

* মুদ্রারাক্ষসের অনুকরণ বলিয়া বোধ হয় :—"ধন্যা কেয়ংতে শিরসি?" "শশিকলা।" নারীংপৃচ্ছামি নেন্দু", "কথয়তু বিজয়া ন প্রমাণং যদীন্দুঃ॥"

তখন নিশ্চয়ই তোমার সুরার গুণ এবং রস উভয়েরই জ্ঞান আছে, যাহা সুরাপান ভিন্ন জন্মে না। অতএব তুমি সুরাপায়ী, অতএব অব্রাহ্মণ।

মণ্ডন ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, অসংযত ভাষায় গালিবর্ষণ করিতে লাগিল।

মণ্ডন। 'মত্তো জাতঃ কলঞ্জাশী বিপরীতানি ভাষতে।' এ ব্যক্তি অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া (মত্তঃ) পাগলের মত প্রতিকথায় বিপরীত উত্তর করিতেছে।

কলঞ্জ বলিতে বিষাক্ত অস্ত্র দ্বারা নিহত মৃগপক্ষী। অথবা তামাক বা দোক্তা ও বুঝায়। শঙ্কর অর্থ করিলেন (মত্তঃ) আমা হইতে এক অভক্ষ্য-ভক্ষণ-শীল (পুত্র) জন্মিয়াছে, সে অনুচিত ভাষা প্রয়োগ করে, এবং বলিলেন:—

শঙ্কর। ঠিক্ই হইয়াছে, যেমন তুমি পিতা, সেইরূপই তোমার কলঞ্জভুক্ সন্তানও জন্মিয়াছে।

মণ্ডন। হে দুর্ব্বুদ্ধে, তুমি গর্দ্দভের ও দুর্ব্বহ কন্থাভার স্কন্ধে বহন করিতেছি। শিখা এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে তোমার কি আর অধিক ভার হইত।

শঙ্করও ভদ্রতার মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া, মণ্ডনের পিতার প্রতি অনুচিত ভাষা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন:—

শঙ্কর। হে দুর্ব্বুদ্ধে, যে ভার তোমার পিতার পক্ষেও দুর্ব্বহ, তাহা অপেক্ষাও অধিক কন্থাভার আমি বহন করিতেছি সত্য, কিন্তু শিখা এবং যজ্ঞোপবীতের ভার বহন করা শ্রুতির পক্ষেও দুর্ব্বহ।

মণ্ডন। ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ হইয়া তুমি ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, কতকগুলি শিষ্য এবং পুস্তকের ভার বহন করিতেছ, তাহাতে তোমার শ্রুতিনিষ্ঠতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

শঙ্কর। গুরুশুশ্রূষার ভয়ে, গুরুকুল ত্যাগ করিয়া তুমি স্ত্রীশুশ্রূষায় রত হইয়াছ। তাহাতে তোমার কর্ম্মনিষ্ঠতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

মণ্ডন। স্ত্রী-গর্ভে তোমার জন্ম, স্ত্রী দ্বারাই তুমি পালিত, হে মূর্খ, তুমি কি অকৃতজ্ঞ যে সেই স্ত্রীজাতিরই নিন্দা করিতেছ।

শঙ্কর। যাহাদের স্তন্যদ্বারা তুমি পোষিত, যাহাদের উদরে তোমার উৎপত্তি, হে অতিমূর্খ, কোন্ লজ্জায় তুমি পশুর মত তাহাদেরই সহবাস করিতেছ?

মণ্ডন। গার্হপত্য, আহবণীয়, এবং দক্ষিণা, এই অগ্নিত্রয়কে যত্নের সহিত

রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তুমি এই অগ্নিত্রয়কে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রবধের পাতকী হইয়াছ।

শঙ্কর। পরমাত্মস্বরূপ না জানিয়া, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া, তুমি আত্মঘাতের অপরাধী হইয়াছ।

মণ্ডন। দ্বারপালদিগকে বঞ্চনা করিয়া তুমি কিরূপে চোরের মত আমার গৃহে প্রবেশ করিলে।

শঙ্কর। ভিক্ষুদিগকে অন্নদান না করিয়া, তুমি কোন্ প্রাণে চোরের মতন একাকী অন্ন-সম্ভোগ করিতেছ।

শ্রাদ্ধকালে এইরূপে বিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করিতে অনিচ্ছুক হইয়া মণ্ডন বলিলেন :—

মণ্ডন। "কর্ম্মকালে ন সম্ভাষ্য অহং মূর্খেন সম্প্রতি" শ্রাদ্ধক্রিয়ার সময়ে তোমার মত মূর্খের সহিত বিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করা, আমার পক্ষে উচিত হইতেছে না।

এস্থলে পাঠক দেখিবেন 'সম্ভাষ্য :—অহং, সন্ধি করিলে হয় সম্ভাষ্যোঽহং,—তাহা হইলে 'যতিভঙ্গ' অর্থাৎ ছন্দঃপতন হয়। তাহারই উল্লেখ করিয়া শঙ্কর বলিতেছেন :—

শঙ্কর। 'অহো প্রকটিতংজ্ঞানং যতিভঙ্গেন ভাষিনা'—আহা, কথা বলিতে গিয়া ছন্দঃপতন করিয়া কি বিদ্যারই পরিচয় দিয়াছ।

কিন্তু মণ্ডন 'যতি' শব্দের অর্থ সন্ন্যাসী এবং 'যতিভঙ্গ' অর্থ 'সন্ন্যাসী-পরাজয়' করিয়া, বলিলেন :—

মণ্ডন। যতিভঙ্গই (সন্ন্যাসী-পরাজয়ই) আমার লক্ষ্য। আমার পক্ষে যতি-ভঙ্গে কি দোষ।

শঙ্কর আবার মণ্ডনের কৃত যতি শব্দের সন্ন্যাসী অর্থই গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন :—

শঙ্কর। তবে যতিভঙ্গ এইপদে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস কর, অর্থাৎ যতি (সন্ন্যাসী) হইতে ভঙ্গ (পরাজয়) এইরূপ সমাস কর।

মণ্ডন। কোথায় বা বেদ, আর কোথায় বা তোমার মত দুর্ব্বুদ্ধি লোক, কোথায় বা সন্ন্যাস আর কোথায় বা এই ঘোর কলিযুগ। বোধ হয় নিষিদ্ধ ভক্ষণের লোভেই তুমি যতিবেশ ধারণ করিয়াছ।

শঙ্কর। কোথায় বা স্বর্গ আর কোথায় বা তোমার মত দুরাচার। কোথায়

বা অগ্নিহোত্র আর কোথায় এই ঘোর কলিকাল। বোধ হয় ইন্দ্রিয়সেবার লোভেই তুমি কর্ম্মীর বেশ ধারণ করিয়াছ।

১৬। শঙ্করের বাদভিক্ষা।

মণ্ডন ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপে শঙ্করের প্রতি নানা প্রকার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছিলেন, এবং শঙ্করও কৌতুক করিয়া নানা প্রকার হাস্যজনক উত্তর দিতেছিলেন। আখ্যায়িকা এই রূপ যে তখন পূর্ব্বোক্ত মীমাংসাসূত্রকার জৈমিনি সহাস্যমুখে মণ্ডনের দিকে দৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেবও তখন মণ্ডনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—"বৎস, অনাসক্ত তত্ত্বজ্ঞানী যোগীবরের প্রতি এইরূপ দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ সাধুসজ্জনের অকর্ত্তব্য। বৎস, বিষ্ণু স্বয়ং এই যতির বেশে তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা কর।" ব্যাসদেবের মুখে এইরূপ ভর্ৎসনা-বাক্য শ্রবণ করিয়া মণ্ডন অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আচমন করিয়া শান্ত বিনীত ভাবে শঙ্করকে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শঙ্কর উত্তর করিলেনঃ—"হে সৌম্য,বাদ ভিক্ষার ইচ্ছায় আমি তোমার নিকটে উপস্থিত। আমাদের মধ্যে যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি জেতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন, এইরূপ পণ করিয়া বিচার করিব, এই মাত্র তোমার নিকটে ভিক্ষা করিতেছি। অপর কোন ভিক্ষা গ্রহণে আমার স্পৃহা নাই। তর্কে জয়-পরাজয় দ্বারা কোন পক্ষ আশ্রয় করা সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও তর্কদ্বারা বেদান্তধর্ম্মপ্রচার করাই আমার জীবনের ব্রত। আমি কোন যশের আশা করি না। সংসার তাপের শান্তিস্বরূপ বেদান্তোপদিষ্ট সেই একমাত্র পথের তুমি নিন্দা করিয়াছ। সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া জগতে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করাই আমার ব্রত। হয় তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বীকার করিয়া, সেই ধর্ম্ম গ্রহণ কর, না হয় আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যতক্ষণ পরাজয় স্বীকার না করিয়াছ, ততক্ষণ বিচার কর।

যোগীবরের কথায় মণ্ডনের অভিমানে আঘাত লাগিল। তিনি সগর্ব্বে নিজের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—"যদি ভগবান্ শেষ স্বয়ং আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তথাপি "পরাজিত হইয়াছি" এরূপ কথা মণ্ডন কখনও বলিবে না। বৈদিক কর্ম্মমার্গ পরিত্যাগ করিয়া এই মণ্ডন কখনও তোমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। আমি নিরন্তর প্রতীক্ষা করিতেছি, কবে পণ্ডিতজনের সহিত সমাগম হইবে। কবে পণ্ডিতজনের সহিত নানা-রসযুক্ত বাদকথায় প্রবৃত্ত হইব,—এই কৌতুহল আমার অন্তরে নিয়ত জাগরূক।

আমার কি সৌভাগ্য যে অদ্য আমার জয়োৎসব স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হউক অদ্যই আমাদিগের মধ্যে বিচার হউক, অদ্যই আমাদিগের শাস্ত্রাভ্যাসের শ্রম সফল হউক। অমৃতরাশি স্বয়ং নিকটে উপস্থিত হইলে,পৃথিবীতে এমন লোক কে আছে যে তাহা গ্রহণ করিবে না। বিচার দ্বারা আমি কালের ও কালয়িতা স্বয়ং ঈশ্বরকেও ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারি। হউক তোমার আমার মধ্যে বিচার। আমার বাক্চাতুর্য্য কদাপি তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। আমার যুক্তি-জাল প্রতিপক্ষের অহঙ্কারকানন-বিনাশে কঠোর কুঠারবৎ। তুমি বাদদান ভিক্ষা করিয়াছ, আমার পক্ষে বাদ দান অতি সামান্য দান, কারণ বাদের কথা শুনিবা-মাত্র আমি সর্ব্বদাই তাহা করিতে প্রস্তুত। বাদেতেই আমার চির আনন্দ। দুর্ভাগ্যের কথা যে প্রতিযোগী বাদকর্ত্তা মিলে না। আমরা বাদ করিব, কিন্তু আমাদের মধ্যে জয় পরাজয় স্থির করিবে কে? বাদ করিয়া বৃথা কণ্ঠশোষণ না করিয়া পরস্পরের জয়েচ্ছাতেই বাদ করা কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে কি প্রতিজ্ঞা হইবে? কে আমাদের বিচারে মধ্যস্থ হইবে? আমি গৃহীদিগের শ্রেষ্ঠ। আপ-নিও যোগীদিগের শ্রেষ্ঠ। পণ স্থির করিয়া জয় পরাজয়ের জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের উভয়েরি কর্ত্তব্য। আমি কৃতার্থ হইলাম যে অদ্য আর্য্যপাদ আমার সহিত বাদ প্রার্থনা করিতেছেন। কল্যই বাদকথা আরম্ভ হইবে। অনুমতি করুন, এখন আমি মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ গমন করি।"

১৭। বিচারে মধ্যস্থ পদে উভয়ভারতীর নিয়োগ।

মণ্ডনের কথার অনুমোদন করিয়া শঙ্করও বলিলেনঃ—"হউক, কল্যই আমাদের বিচার হইবে।" শঙ্কর এই কথা বলিয়া ব্যাস এবং জৈমিনিকে বিচারে মধ্যস্থ হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতীকেই মধ্যস্থ পদে নিয়োগ করিতে বলিলেন। মণ্ডনও এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়া মুনিত্রয়ের বিধিবৎ পূজার ব্যবস্থা করিলেন; ভোজনান্তে তাঁহাদের শ্রমাপনোদনের জন্য পার্শ্বস্থিত শিষ্যদ্বয় চামর ব্যজন করিতে লাগিল। ব্যাস, জৈমিনি, এবং শঙ্কর কিছুকাল পরস্পরের সহিত পরমাত্মবিষয়ক আলাপে অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর সকলে মণ্ডনের গৃহ হইতে বাহির হইলে পর সহসা ব্যাস এবং জৈমিনির অন্তর্দ্ধান হইল। শঙ্কর-মণ্ডনের বিচারে মধ্যস্থ পদ গ্রহণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া ব্যাস-জৈমিনির এই-রূপ সহসা অন্তর্দ্ধানদ্বারা তাহাদের কল্পিতত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। শঙ্কর ও রেবা (নর্ম্মদা) তীরস্থ সুরম্য কদম্ব এবং শালতরুবেষ্টিত কোন এক দেবালয়ে

অবস্থান করিলেন, এবং স্বীয় শিষ্যদিগকে ব্যাস এবং জৈমিনির কথিত কথা সকল শুনাইয়া রাত্রি যাপন করিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শঙ্কর একাকী গগনপথে মণ্ডনালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে শিষ্যবর্গও ছিল, এরূপ উল্লেখ নাই। এখন দেখা যায়,তাঁহার শিষ্যবর্গও তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। সকলেই কি তবে একসঙ্গে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন? গগনপথে গমনের কথা কি তবে সম্পূর্ণই অলীক কল্পনা? যাহা হউক, পরদিন বিচার হইবে। শঙ্কর প্রত্যুষে রক্তপদ্মাভ অরুণালোকে আকাশ আলোকিত হইলে পর, নিত্য-কর্ম্ম সমাপন করিয়া যথাসময়ে সশিষ্য মণ্ডনালয়ে যাইয়া সেই পণ্ডিত-জন-মণ্ডিত সভাস্থলে উপবেশন করিলেন। অপরদিকে মণ্ডনপণ্ডিতও সভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় ভার্য্যাকে সভার নায়কত্বপদে নিয়োগ করিয়া, বিচারের জন্য সমুৎসুক হইলেন। পতিব্রতা সর্ব্ববিদ্যাবিশারদা শারদাদেবীও পতিকর্তৃক বিচারে মধ্যস্থপদে নিযুক্তা হইয়া, সভামধ্যে স্বয়ং সরস্বতীদেবীর ন্যায় শোভা পাইলেন। একটি কুলবধূ সেই জনাকীর্ণ পণ্ডিত সভার নায়কত্ব পদে অভিষিক্তা! এদৃশ্য আমাদের বিশেষ অনুধাবনযোগ্য সন্দেহ নাই।

১৮। মণ্ডনের সহিত শঙ্করের বিচার ;

বিচারে মণ্ডনপণ্ডিতের সাতিশয় ব্যগ্রতা দর্শন করিয়া শঙ্কর সর্ব্বাগ্রে জীব এবং ঈশ্বরের একত্বরূপ স্বীয় প্রতিজ্ঞা বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের এইরূপ উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

শঙ্কর। এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম অজ্ঞানের আবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। শুক্তি যেমন রজত না হইলেও ভ্রম বশতঃ রজতরূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মাও ভ্রমবশতঃ জগৎরূপে কল্পিত। জীব এবং ঈশ্বরের একত্বজ্ঞান লাভ হইলে, এই নিখিল প্রপঞ্চ পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয় ; সেই একত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পরব্রহ্মে অবস্থানের নাম নির্ব্বাণ। সেই নির্ব্বাণ লাভ করিলে আর জন্ম লাভ করিতে হয় না। এই আমার প্রতিজ্ঞা। এ বিষয়ে বেদান্তই আমার প্রমাণ। এই বিচারে আমার জয় হয় ত ভাল, আর যদি আমার পরাজয় হয়, হে মণ্ডন, তবে আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ হইব। এই গৈরিক বসনের পরিবর্ত্তে শুক্ল বসন পরিধান করিব। সভামধ্যে উপস্থিতা এই উভয়ভারতী আমাদের জয়পরাজয় স্থির করিবেন।

শঙ্কর স্বপক্ষ প্রতিপাদনে এইরূপ উদার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে পর, গৃহী-শ্রেষ্ঠ মণ্ডনপণ্ডিতও অনুরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্বপক্ষ স্থাপনে সমুৎসুক হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন ঃ—

মণ্ডন।—পরমাত্মতত্ত্ব বিষয়ে বেদান্তকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যায় না। বেদান্তে পরমাত্মার অস্তিত্বের কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা কোন কার্য্য অথবা ক্রিয়াবিষয়ক শক্তির বোধক নয়। অপরদিকে বেদ অপৌরুষেয়, বেদান্তের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। বেদবাক্যসকল কার্য্য-বোধক, এবং কার্য্য সম্বন্ধেই তাহাদের শক্তি। যদি কেহ বলে 'ঘট আন'—ঘট আনয়ন পর্য্যন্তই সেই বাক্যের প্রয়োজন, ঘট আনা হইলে পর, সেই কথা প্রয়োজন-শূন্য হইয়া পড়ে। আবার 'ঘট আন' এই কথা দ্বারা ঘট কি পদার্থ, সে সম্বন্ধে কোন মীমাংসা করা যায় না। বেদবাক্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। কর্ম্মানুষ্ঠানেই বেদ-বাক্যের প্রয়োজনীয়তা। কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারাই মুক্তিলাভ। মানুষ আজীবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, ইহাই বেদের অভিমত। কর্ম্মানুষ্ঠানই যখন বেদের উদ্দেশ্য, যে সকল বেদবাক্যের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের সম্বন্ধ নাই, সে সকল বেদবাক্য নিরর্থক *। তোমার আমার বিচারে যদি আমি পরাজিত হই, তবে আমিও এই শুক্লবসন পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিব, গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিব। আমাদের জয়-পরাজয়ের বিচারবিষয়ে আমাদের উভয়ের সম্মতিক্রমে আমার স্ত্রীই মধ্যস্থা হইবেন।

এইরূপে পরাজিত ব্যক্তি জেতার আশ্রম গ্রহণ করিবেন, এইরূপ পণ স্থির করিয়া এবং উভয়ভারতীকে বিচারে সাক্ষীপদে অভিষিক্ত করিয়া, শঙ্কর এবং মণ্ডন উভয়েই জয়লাভে কৃতসংকল্প হইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। দৈনিক নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে তাঁহারা প্রত্যহ বিচার আরম্ভ করিতেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল; উভয়ভারতী সকল সময়ে গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া সভাস্থলে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না, সেজন্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতদ্বয়ের কণ্ঠদেশে এক একটী পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যাঁহার কণ্ঠমালা মলিন ভাব ধারণ করিবে, তাঁহারই পরাজয় জানিতে হইবে"। এইরূপ বলিয়া তিনি মণ্ডনের আহারীয় এবং যোগীবরের ভিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য অন্তঃপুরে চলিয়া যাইতেন। এদিকে সভামধ্যে পণ্ডিতদ্বয়ের বিবাদ

* "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্য মতদর্থানাং"—মীমাংসাসূত্র॥

চলিতে লাগিল। কবির দৃষ্টিতে ব্রহ্মাদি দেবগণও নাকি আকাশে স্ব স্ব বাহনে বসিয়া তাঁহাদের বিচার শুনিতে ছিলেন। সেই বিবাদে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। সভাস্থ লোকেরা সাধুবাদ করিতে লাগিল। পণ্ডিতদ্বয় উভয়েই বেদসকলকে স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ গণ্য করিতেন। উভয়ের আহ্লাদ বাড়িতে লাগিল। দিনের পর দিন বিবাদ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেশদেশান্তর হইতে পণ্ডিতগণ আসিয়া তথায় মিলিত হইল। প্রতিদ্বন্দীদ্বয়ের পরস্পর জিগীষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তথাপি কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ভাবকে মনে স্থান দিল না। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে উভয়ভারতী যথা-সময়ে সভায় আসিয়া তাঁহার পতিকে আহারের জন্য এবং যতিবরকে ভিক্ষার জন্য বলিয়া যাইতেন। এইরূপে পাঁচ ছয় দিন চলিয়া গেল, তথাপি তাঁহারা একাসনে বসিয়া পরস্পরের উত্তর সকল খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যাইত, কিন্তু মুছিবারও অবসর হইত না। আকাশপানে একবার তাকাইবারও সময় হইত না। উভয়ের মুখে হাসি সর্ব্বদা বিরাজিত, ক্রোধভরে কেহ কাহারও প্রতি অনুচিত ভাষা প্রয়োগ করিত না। দীর্ঘকাল বিচারের পর, মণ্ডনপণ্ডিতের বিচার-নিপুণতায় সাতিশয় প্রীত হইয়া শঙ্কর বলিয়া উঠিলেন—"তোমার যাহা বলিবার আছে আবার বল।" মণ্ডন পণ্ডিতও পুনরায় বেদান্তসিদ্ধ অদ্বৈত মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—

মণ্ডন।—হে যতিরাজ, আপনারা যে বলিয়া থাকেন জীব এবং ঈশ্বর বস্তুতঃ এক—একথার আমরা কোন শ্রুতি-প্রমাণ দেখি না।

শঙ্কর।—এইতো প্রমাণ যে উদ্দালক আরুণি স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, 'তুমিই ব্রহ্ম' (তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো), এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয়শিষ্য জনককে বলিতেছেন "আত্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান" (আত্মানমেব বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি)

মণ্ডন।—"হুমফট্" প্রভৃতি বৈদিক শব্দের যদিও শ্রুতিতে কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহার নাই, তথাপি সেই সকল শব্দ জপ করিলে পাপমোচন হয়। বেদান্তের 'তত্ত্বমসি' অথবা "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্যও ঐরূপ।

শঙ্কর।—হে প্রাজ্ঞ, "হুমফট্" প্রভৃতি বৈদিক শব্দের কোন অর্থই করা যায় না, এজন্য পণ্ডিতগণ এই সকল বাক্যকে জপের উপযোগী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হে পণ্ডিতবর 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের স্পষ্ট অর্থ রহিয়াছে।

তখন কি করিয়া বলিতে পার যে জপই মাত্র এই সকল বাক্যের উদ্দেশ্য, এবং তাহার বাক্যার্থ গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন।

মণ্ডন।—হে যতিরাজ, বেদান্তোক্ত 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য আপাততঃ জীবেশ্বরের ঐক্য বুঝাইলেও, এ সকল কেবল যজ্ঞাদিকর্ত্তার প্রশংসাসূচক বিধিশেষ মাত্র। ইহাতে এই মাত্রই বুঝায় যে যজ্ঞাদিকর্ত্তা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। [বিধিশেষ অর্থে বিধির শেষ, বা অঙ্গ,—অর্থাৎ শাস্ত্রে কোন একটি বিধি উক্ত হইলে, তাহার প্রতি লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য শাস্ত্রে সেই বিধির সঙ্গে সঙ্গেই কোন একটি বাঞ্ছনীয় ফল লাভের ও কল্পনা করিয়া থাকে :— যেমন 'যজেত" বা 'যজ্ঞ করিবে' ইহাই বিধি। এই বিধি পালনের দিকে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছে—"স্বর্গকামো যজেত" যে স্বর্গলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞ করিবে। জৈমিনি তাঁহার কৃত মীমাংসা-সূত্রে সূত্র করিতেছেন, "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানাং (১-২-১)। বেদের উদ্দেশ্য ক্রিয়াসাধন, অতএব যে সকল বেদবাক্য অক্রিয়ার্থক, অর্থাৎ কোন ক্রিয়াবিশেষকে লক্ষ্য করে না, সে সকল বাক্য নিরর্থক। সেই অক্রিয়ার্থক বাক্য সকলের নাম অর্থবাদ বা বিধিশেষ, এবং তৎসম্বন্ধে জৈমিনি সূত্র করিতেছেন :—"বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধিনাং স্যুঃ" (১-২-৭)। যেহেতু বিধিসূচক বাক্যের সহিত অর্থবাদ বা বিধিশেষবাক্যের একবাক্যতা আছে, অতএব বিধিস্তুত্যর্থেই এ সকলের প্রামাণ্য। তাহার উপরে শবরস্বামী বলিতেছেন :—"স্তুতিশব্দাঃ স্তুবন্তঃ ক্রিয়াং প্ররোচয়মানাঃ অনুষ্ঠাতৃণামুপকরিষ্যন্তি ক্রিয়ায়াঃ"—"স্তুতিশব্দসকল ক্রিয়ার প্রতি লোকের চিত্ত আকর্ষণ করাতে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকর্ত্তাদিগের উপকার করিতে পারে।" এতদ্ভিন্ন এ সকল বাক্য কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে না—মণ্ডনের কথার ইহাই অভিপ্রায়।]

শঙ্কর।—বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞের অঙ্গভূত 'যূপাদি' কাষ্ঠ যজ্ঞীয় দেবতা 'অর্য্যমাদিরূপে প্রশংসিত হইয়াছে বলিয়া যদিও তাহা স্তুত্যর্থক বিধিশেষ হইতে পারে, কিন্তু বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডে "যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" 'যখন সাধকের পক্ষে সমস্তই তাহার আত্মা হইয়া গেল, তখন আর কোন্ বস্তুদ্বারা কাহাকে দেখিবে' ?—ইত্যাদি বাক্যে যখন ক্রিয়া, কারক, এবং ফলভেদ সমস্তই নিরাকৃত হইতেছে, তখন জ্ঞানকাণ্ডোক্ত সেই সকল বেদবাক্য কিরূপে বিধিশেষ মাত্র হইতে পারে ?

মণ্ডন।—হে অর্হন্, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্য বিধিশেষ না হইলেও

তাহা জীবেতে পরমাত্মদৃষ্টির উপদেশস্বরূপ হইতে পারে। অব্রহ্মভূত জীবেতে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশেরও উদ্দেশ্য কর্ম্মেরই প্রশংসা। মন, অন্ন, অর্ক, এবং বায়ুতে ব্রহ্মোপদেশের ন্যায় জীবেতে ব্রহ্মভাব আরোপের উপদেশ দ্বারা বেদান্ত জীবোপাসনাবিধির উপদেশ করিতেছে। জীবের ব্রহ্মত্ব বিষয়ে তাহা প্রমাণ হইতে পারে না।

শঙ্কর।—হে মনীষিন্ "মনো ব্রহ্মেত্যু পাসীত"—'ব্রহ্ম জ্ঞানে মনের উপাসনা করিবে'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "উপাসীত" 'উপাসনা করিবে' এইরূপ বিধিবাক্য রহিয়াছে, কিন্তু 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যে কোন বিধির উল্লেখ নাই। অতএব এ কথা বলা অসঙ্গত যে আরোপিত-ব্রহ্মরূপী জীবের উপাসনা বিধানই এই সকল বেদান্ত বাক্যের উদ্দেশ্য। অতএব জীবের ব্রহ্মত্ব বিষয়ে বেদান্তবাক্যই প্রমাণ।

মণ্ডন।—হে যতিবর; 'রাত্রিসত্র' নামক সোমযাগে 'প্রতিষ্ঠা' রূপ ফলের উল্লেখ আছে'—"প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা য এতা রাত্রি রূপয়ন্তি"—যে এই 'রাত্রিসত্র' নামক সোমযাগ অনুষ্ঠান করে, সে প্রতিষ্ঠালাভ করে'—এই বেদবাক্য হইতে যেমন 'রাত্রিসত্র'-সম্বন্ধী বিধি কল্পিত হইয়া থাকে,—সেইরূপ "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—'যে ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মত্ব লাভ করে' ইত্যাদি বেদান্ত বাক্য হইতেও ঐরূপ বিধি কল্পনা করা যায়। সেই বিধি পালনের ফলই মুক্তি বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা, "ব্রহ্মবুভূষুর্ব্রহ্মবেদনংকুর্য্যাৎ"—যে ব্রহ্ম হইতে চায় সে ব্রহ্মকে জানিবে। এই উপাসনা-বিধি পালনের ফল 'মোক্ষ।'

শঙ্কর।—তাহা যদি হয়, তবে যেহেতু মোক্ষও স্বর্গাদির ন্যায় উপাসনাক্রিয়ার ফল, অতএব স্বর্গাদির ন্যায় মোক্ষ ও বিনাশশীল হইবে। (নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন—বা যাহার আরম্ভ আছে তাহার শেষও আছে)। উপাসনা মনের ক্রিয়ামাত্র। করা, না করা, কি অন্যথা করা, সকলই লোকের ইচ্ছাধীন।

জীবেতে পরমাত্মোপদেশ যদি প্রকৃত বস্তুতন্ত্র ,সত্যের উপদেশ না হইয়া, কর্ত্তব্য-বিধিশেষ মাত্র হয়, তবে স্বর্গাদির ন্যায় মোক্ষের অনিত্যত্ব,এবং সাতিশয়ত্ব দোষের আশঙ্কা অনিবার্য্য। যদি বল যে 'জ্ঞানও মানস ক্রিয়ামাত্র অতএব জ্ঞানজন্য মুক্তি ও অনিত্য হইবে', তাহার উত্তর এই :—জ্ঞান যথাভূত-বস্তু-বিষয়ক এবং প্রমাণ-জনিত, অতএব বস্তুতন্ত্র,—পুরুষতন্ত্র নয়। প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণলব্ধ জ্ঞান করা, না করা, কি অন্যথা করা যায় না। অতএব প্রমাণজনিত বস্তুজ্ঞানদ্বারা সিদ্ধ মুক্তি অনিত্য হইতে পারে না।

---

* কুর্য্যাৎ, ক্রিয়েত, কর্ত্তব্যং ভবেৎ, স্যাৎ ইতি পঞ্চমং।'এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণং ॥ শবরভাষ্য ৪-৩-৩।

মণ্ডন।—তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য উপাসনাক্রিয়ার বিধিশেষ না হউক। হে সত্তম,—তাহা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ববোধক না হইয়া সাদৃশ্যমাত্র-বোধক হউক।

শঙ্কর।—যদি সাদৃশ্য বোধক হয়, তবে সেই সাদৃশ্য কি চেতনত্ব সম্বন্ধে অথবা সর্ব্বজ্ঞত্ব—সর্ব্বাত্মত্বপ্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে? যদি চেতনত্বসম্বন্ধে সাদৃশ্য হয়, তাহা সকলেই জানে,—অতএব উপদেশের অযোগ্য। আর যদি সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণ সম্বন্ধে সাদৃশ্য বল, তবে তাহা তোমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ, এবং একত্ব-প্রতি-পাদকই হইল।

মণ্ডন।—হে মুনে, পরমাত্মগুণ আনন্দ, অনন্তত্ব প্রভৃতি, জীবের মধ্যে অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হওয়াতে অপ্রকাশিত আছে,—অতএব নিত্যত্ব সম্বন্ধেই মাত্র পরমাত্মার সহিত জীবের সাদৃশ্য। তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য তাহাই প্রকাশ করিতেছে। তাহাতে কোন দোষ হয় না।

শঙ্কর।—তাহাই যদি হয়, যদি জীবের মধ্যে পরমাত্মার আনন্দ-অনন্তত্বাদি গুণ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য জীবব্রহ্মের একত্ব উপদেশ করিতেছে বলিতে বাধা কি? হে বিদ্বন্ তুমি নিজেই বলিতেছ অবিদ্যার আবরণে আচ্ছন্ন থাকাতে আনন্দ এবং অনন্তত্বরূপে জীবব্রহ্মের একত্ব প্রকাশ পাইতেছে না।

মণ্ডন।—হে যতিবর, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য চেতনত্ব সম্বন্ধেই জীব-ব্রহ্মের সাদৃশ্য প্রকাশ করিতে পারে। এই জগৎ চিৎস্বরূপ হইতেই উৎপন্ন, এজন্য তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য সাংখ্যাদি কথিত প্রধানবাদ, এবং বৈশে-ষিকাদিকথিত পরমাণুবাদ নিরস্ত করিতেছে।

শঙ্কর।—তাহাই যদি হইবে, তবে শ্রুতিবাক্যও ঐরূপই হইত যথা, 'জগৎ চিৎস্বরূপ হইতে উৎপন্ন'। 'তত্ত্বমসি' এইরূপ হইত না। বিশেষতঃ "তদৈক্ষত" 'তিনি দেখিলেন'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারাই জড়বাদ নিরস্ত হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে পুনরায় "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বলা নিষ্প্রয়োজন।

মণ্ডন।—তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য সাদৃশ্যবোধক নাই হইল। তথাপি তাহা একত্ব বোধক হইতে পারে না, কারণ তাহা প্রত্যক্ষপ্রভৃতি প্রমাণবিরুদ্ধ। 'আমি ঈশ্বর নই' সকলেরই এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। সকলেই অনুমান

---

* তত্ত্বমসি বাক্যের নানারূপ ভেদবোধক অর্থও করা হইয়াছে, যথা, "তেন ত্বমসি, তস্মৈ ত্বমসি", "তস্মাৎ ত্বমসি,", "তস্য ত্বমসি', তস্মিন্ ত্বমসি।"

করিতে সমর্থ 'আমি ঈশ্বর নই', কারণ জগতের নিয়ন্তৃত্ব আমার মধ্যে নাই, আমি নিজেই অসহায়, দুঃখী, এবং অজ্ঞানী। আমি যদি ঈশ্বর হইতাম, তবে আমি জগৎ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতাম। যে হেতু আমি তাহা করিতে অক্ষম,—অতএব আমি ঈশ্বর নই, এইরূপ অর্থাপত্তি (Presumption)ও সকলেরই হইতেছে। অতএব তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য "স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ" 'বেদ পাঠ করিবে'—এই সাধারণ বিধির আশ্রিত, এবং জপই তাহার একমাত্র প্রয়োজন।

শঙ্কর।—ইন্দ্রিয়দ্বারা যদি ভেদজ্ঞানের প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি সিদ্ধ হইত,তবে তদ্দ্বারা অভেদবাদি শ্রুতিবাক্য বাধিত হইত। ভেদপ্রমাবিষয়ে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞানের অভাব। অতএব অভেদবাদি 'তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের সহিত প্রত্যক্ষের বিরোধ নাই? *

মণ্ডন।—হে মনীষিন্ যদিও ভেদজ্ঞান ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজনিত না হউক, তথাপি 'আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন'—এই ভেদবোধেই জীবাত্মার বিশেষত্ব। সেই বিশেষত্বের ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইতে পারে।

শঙ্কর।—বস্তু পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র বিশেষত্বের ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হয় না। ভেদের আশ্রয়ভূত আত্মবস্তুর ও ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হওয়া আবশ্যক,—কিন্তু আত্মার পক্ষে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ সম্ভব নয়।

মণ্ডন।—ভেদের আশ্রয়ভূত আত্মবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় না, একথা বলা অসঙ্গত। কারণ চিত্ত এবং আত্মা উভয়ই দ্রব্য, অতএব এই উভয়ের সংযোগ হয়।

শঙ্কর।—আত্মা অনুস্বরূপই হউক, আর বিভুস্বরূপই হউক, উভয়থা সেই আত্মার পক্ষে সংযোগিতা সম্ভব হইতে পারে না। সংসারে সাবয়বের সহিতই সাবয়বের সংযোগ দৃষ্ট হয়। মনকে ইন্দ্রিয়বিশেষ স্বীকার করিয়াই বলা হইতেছে যে, সেই ভেদের সহিত মনেরও সংযোগ হয় না। বস্তুত মন (attention) প্রদীপাদির ন্যায় লোচনাদি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যকারী মাত্র। মন স্বয়ং ইন্দ্রিয় নয়।

মণ্ডন।—হে যোগীন্, ভেদপ্রমা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইয়া যদি সাক্ষীস্বরূপ

* বস্তুতঃ ন্যায়োক্ত বিরোধদোষ গ্রাহ্য সম্বন্ধী (Objective), গ্রাহক আত্মা সম্বন্ধী (Subjective) নয়। স্থানান্তরে তাহা আমরা বিশদ ভাবে বুঝাইতে যত্ন করিব।

মনেরই মাত্র গ্রাহ্য হয়, তথাপি যখন তাহার সহিত (জীবাত্মা-পরমাত্মার) অভেদবাদের বিরোধ রহিয়াছে, তখন তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য কিরূপে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

শঙ্কর।—সাক্ষীস্বরূপ মনের সেই মানস প্রত্যক্ষদ্বারা ও অবিদ্যাযুক্ত জীব এবং মায়াযুক্ত ঈশ্বরেরই ভেদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তত্ত্বমসি প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য শুদ্ধস্বরূপ অবিদ্যামুক্ত জীব এবং মায়ার অতীত ঈশ্বর বা পরমাত্মার অভেদ প্রকাশ করে। অতএব সেই মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে শ্রুতিবাক্যের বিষয় ভিন্ন। এজন্য সেই মানস প্রত্যক্ষের সহিত শ্রুতিবাক্যের বিরোধ থাকিতে পারে না। অথবা বিরোধ থাকিলেই কি? যেহেতু সেই প্রত্যক্ষগত ভেদজ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তি, অতএব দুর্ব্বল। অপচ্ছেদ*ন্যায়ের রীতি অনুসারে তাহা বলবত্তর পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যজনিত জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইবে।

মণ্ডন।—হে যতিরাজ, তাহা হইলেও অনুমান দ্বারাই অভেদশ্রুতি বাধিত হইতেছে। কারণ ব্রহ্ম সর্ব্ববিৎ, জীব অসর্ব্ববিৎ। অতএব ঘটাদিবৎ জীবও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন।

শঙ্কর।—হে বিদ্বন্, এই যে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদের কথা বলিতেছ, তাহা কি পারমার্থিক ভেদ, অথবা কাল্পনিক বা ব্যাবহারিক ভেদমাত্র? যদি পারমার্থিক ভেদ হয়, তবে দৃষ্টান্ত হানি,—কারণ ব্রহ্ম হইতে ঘটাদির ও পারমার্থিক ভেদবত্ত্বের অভাব। আর যদি কাল্পনিক বা ব্যাবহারিক ভেদমাত্র হয়, তবে তাহা আমরাও স্বীকার করি। অতএব তাহা প্রমাণ করা তোমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

মণ্ডন।—হে যোগিন্, আত্ম-প্রত্যয় বা স্বজ্ঞান দ্বারা অবাধিত ভেদবত্ত্ব আমাদের সাধ্য,—ঘটাদি সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ আছে। ঘটাদি সম্বন্ধে যেরূপ আমাদের আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা ঘট এবং জীবের ভেদ-বিষয়ক জ্ঞান বাধিত হয় না, জীব-ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ হইবে। তাহা তুমি স্বীকার কর না। অতএব তাহা বলা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন নয়।

শঙ্কর।—'স্ব' বা 'আত্মা' শব্দ দ্বারা তুমি কি সুখদুঃখাদিমান্ আত্মাকে (বা দেহীকে) লক্ষ্য করিতেছ,—অথবা সুখদুঃখাদির অতীত (নেতি নেতি

* অপচ্ছেদন্যায়ের সূত্র—"পৌর্ব্বাপর্য্যে-পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং"—"পৌর্ব্বাপর্য্যে সতি নিমিত্তযোঃ পূর্ব্বস্য নৈমিত্তিকস্য দৌর্ব্বল্যং উত্তরস্য পূর্ব্বনিরপেক্ষস্য তদ্বাধকতয়োদিতত্বাৎ। পূর্ব্বোদয়কালে উত্তরস্যা প্রাপ্তত্বেন পূর্ব্বেন বাধাত্বাযোগাৎ"। "পূর্ব্বং পরমজাতত্বাদ্ অবাধিত্বৈব জায়তে। পরস্যানন্যথোৎপাদান্নত্ববাধেন সম্ভবঃ।"

স্বরূপ) আত্মাকে লক্ষ্য করিতেছ ? যদি সুখদুঃখাদিমান্ দেহীকে লক্ষ্য করিয়া থাক, তবে তাহা আমরাও স্বীকার করি। অতএব তাহা সাধ্য নয়। আর যদি সুখদুঃখাদির অতীত নেতি নেতি স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া থাক, তবে পুনরায় দৃষ্টান্তহানি হইতেছে।

মণ্ডন।—হে যোগীবর,এস্থলেও নিরুপাধিক ভেদবত্বই সাধ্য বলা হইতেছে। তোমার মতে ঈশ্বর এবং জীবের ভেদ উপাধিগতমাত্র, কিন্তু ঈশ্বর এবং ঘটের ভেদ উপাধিগত এবং নিরুপাধিক।

শঙ্কর।—ঘট এবং ঈশ্বরের ভেদেও অবিদ্যাই উপাধি, অর্থাৎ অবিদ্যা গেলে ঘট এবং ঈশ্বরের ভেদও থাকে না। অতএব তোমার দৃষ্টান্তহানি দোষ হইতেছে। তোমার কথিতমতে ঘট এবং ঈশ্বরের ভেদের অনুমানে জড়ত্ব একমাত্র উপাধি*,

* ন্যায়ে উপাধি শব্দের এইরূপ সংজ্ঞা করা হয়—"অব্যাপ্তসাধনো সাধ্যসমব্যাপ্তি রুপাধিঃ।" "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—এই অনুমান-বাক্যে যেমন বহ্নিমত্ব সাধ্য এবং ধূমবত্ব তাহার সাধন, সেইরূপ "পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই বাক্যেও ধূমবত্ব সাধ্য এবং বহ্নিমত্ব তাহার সাধন। এই উভয় বাক্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে ধূমবত্ব হইতে বহ্নিমত্বের অনুমান ন্যায়সঙ্গত, কারণ সাধন ধূমবত্ব এস্থলে তাহার সাধ্য বহ্নিমত্বের অব্যাপক, অর্থাৎ যে স্থলেই ধূম থাকে সে স্থলেই অগ্নিও থাকে। কিন্তু বহ্নিমত্ব হইতে ধূমবত্বের অনুমান ন্যায়সঙ্গত নয়, কারণ সাধন বহ্নিমত্ব তাহার সাধ্য ধূমত্বের অব্যাপক নয়, অর্থাৎ যে স্থলেই বহ্নি থাকে সেই স্থলেই ধূমও থাকে, এরূপ বলা যায় না, যথা অয়োগ্নি (Red-hot iron)। আর্দ্র ইন্ধন বা ভিজা কাষ্ঠ যোগে উৎপন্ন অগ্নিতেই মাত্র ধূম থাকে, অর্থাৎ আর্দ্র ইন্ধনজন্য বহ্নিমত্ব হইতেই মাত্র ধূমবত্বের অনুমান করা যায়। এ জন্য বলা হয়—আর্দ্র-ইন্ধন-জন্যত্ব এস্থলে উপাধি—যেহেতু তাহা সাধ্য ধূমবত্বের সমব্যাপ্ত কিন্তু সাধন বহ্নিমত্বের অব্যাপক (fallacy of undistributed middle)। ন্যায়ের এই "উপাধি" শব্দের সহিত বেদান্তের 'উপাধি' শব্দের অর্থের (Separable accident) যোগও স্পষ্টই দৃষ্ট হয়, কারণ আর্দ্র-ইন্ধনজন্যত্ব অগ্নির স্বরূপগত ধর্ম্ম (Property) নয়, সাময়িক 'উপাধি' (Separable accident) মাত্র। কখনো থাকে, কখনো থাকে না, যেমন আয়োগ্নিতে Red-hot iron) আর্দ্রেন্ধনজন্যত্ব থাকে না। পঞ্চদশী "উপাধি" শব্দের সংজ্ঞা করিতেছেন ঃ—"যাবৎকালমবস্থায়ী ভেদহেতুরুপাধিতা।" অর্থাৎ কখনো থাকে, কখনো থাকে না, এইরূপ ভেদহেতুর নাম উপাধিতা।

কিন্তু জড়ত্ব ও জ্ঞানের বিষয়, বা দৃশ্যরূপেই আছে, জ্ঞানের মধ্যেই আছে, অতএব জ্ঞাতা বা চিৎপদার্থ বা আত্মা হইতে ঘটও অভিন্ন,—ঠিক্ জীব যেমন পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। (Compare Berkeley's "Esse is percepei")। অতএব তোমার কথিত ঘট এবং ঈশ্বর ভেদেরও সোপাধিকত্ব হেতু তোমার অনুমান একদিকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি (fallacy of undistributed middle) দোষে দুষ্ট, অপর দিকে জীবের চিত্বহেতু তোমার অনুমান সৎপ্রতিপক্ষ।

মণ্ডন।—ধর্ম্মীপ্রমাদ্বারা অর্থাৎ বিভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট জীবসকলের জ্ঞানদ্বারা জীব সকলের পরস্পর ভেদের বাধা হয় না। অসংসারী ব্রহ্ম এবং সংসারী জীবও সেইরূপ পরস্পর ভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট, ব্রহ্মজ্ঞান লাভে জীবব্রহ্মের ভেদও সেইরূপ বাধিত হইবে না,—এই আমার সাধ্য (প্রতিজ্ঞাবয়ব)। ঘটাদির দৃষ্টান্তও এস্থলে গ্রহণ করা যায়, কারণ ব্রহ্মের ন্যায় ঘটাদিও অসংসারী (দৃষ্টান্তাবয়ব)। তুমি বলিতেছ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জীবাত্মাপরমাত্মার ভেদজ্ঞান থাকে না। কিন্তু দেখা যায়, ঘটাদি জ্ঞানদ্বারা আমাদের স্বজ্ঞান বাধিত হয় না (অতএব নিগমন,—ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাও স্বজ্ঞান বাধিত হয় না।)

মণ্ডনের কথা ঠিক্ ন্যায়ের ভাষাতে* পঞ্চাবয়ব পৃথক্ করিয়া বলিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—ব্রহ্মজ্ঞান লাভে জীবব্রহ্মের ভেদ বাধিত হয় না (প্রতিজ্ঞা)। কারণ ব্রহ্ম এবং জীব ভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট, ব্রহ্ম 'অসংসারী, জীব সংসারী (হেতু)। বিভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞান দ্বারা জীবের আত্মজ্ঞান বাধিত হয় না, যথা—

ঘট ও জীব, অথবা জীব ও জীব (দৃষ্টান্ত)

জীব ও ব্রহ্ম ভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট (উপনয়)।

অতএব ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জীবব্রহ্মের ভেদ বাধিত হয় না (নিগমন, conclusion)।

শঙ্কর।—তোমরা যে বলিয়া থাক 'ধর্ম্মীপ্রমাদ্বারা ভেদজ্ঞান বাধিত হয় না,'—তাহার অর্থ কি এই যে ধর্ম্মিজ্ঞানমাত্রেই ভেদজ্ঞানের বাধক হয় না, অথবা ধর্ম্মী-জ্ঞান-বিশেষ ভেদজ্ঞানের বাধক হয় না? আমাদের কথাও এরূপ নয় যে ধর্ম্মীজ্ঞানমাত্রেই আত্মভেদজ্ঞানের বাধক হয়। ঘটাদিধর্ম্মীজ্ঞানে, এমন কি (সগুণ) ব্রহ্মজ্ঞানেও আমরা আত্মভেদ স্বীকার করি। এ বিষয়ে

* বাধিত না হওয়া—সাধ্য (major term); ব্রহ্মজ্ঞান লাভে জীবব্রহ্মভেদ—পক্ষ (minor term)। ভিন্নধর্ম্মবিশিষ্টত্ব—হেতুপদ (middle term)।

তোমার আমার একই মত; অতএব পুনরায় তোমার "সিদ্ধ-সাধন" দোষ হইল। হে মনিষী, তুমি ধর্ম্মীপদ দ্বারা সগুণ ব্রহ্ম অথবা নির্গুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছ? যদি সগুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া থাক, তবে আমরাও স্বীকার করি যে সগুণব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জীব-ব্রহ্ম ভেদজ্ঞান বাধিত হয় না। অপরদিকে নির্গুণ ব্রহ্মকে তোমরা লক্ষ্য করিতে পার না। কারণ, বল নির্গুণ ব্রহ্ম প্রমিত (জ্ঞানের বিষয়), কি অপ্রমিত (জ্ঞানের বিষয় নয়)? যদি বল অপ্রমিত অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় নয়, তবে গগনারবিন্দের সুগন্ধির ন্যায় তোমাদের অনুমানে "আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ" হইল, অর্থাৎ ধর্ম্মীপ্রমারূপ যে আশ্রয় অবলম্বন করিয়া অনুমান করিতেছ, সেই "প্রমা"ই অসিদ্ধ হইল। আর যদি বল, সেই নির্গুণ ব্রহ্ম প্রমিত বা জ্ঞানের বিষয়, তবে বেদান্ত যখন "তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা পরমাত্মা এবং জীবাত্মাকে অভিন্ন বলিতেছে, এবং সেই বেদান্তই নির্গুণ ব্রহ্মের ধর্ম্মসম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ, তখন তোমাদের এই ভেদকল্পনা বেদান্ত-বিরুদ্ধ, অতএব অসিদ্ধ। আবার ধর্ম্মীপ্রমাদ্বারা পদার্থভেদ প্রমাণিত করিতে গেলে দেখা যায়, তোমার আমার, কি অপর যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ধর্ম্ম নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তোমার শৈশবের ধর্ম্ম-সমষ্টি হইতে যৌবনের, এবং যৌবনের ধর্ম্ম-সমষ্টি হইতে বার্দ্ধক্যের, এমন কি কল্যকার ধর্ম্ম-সমষ্টি হইতে অদ্যকার ধর্ম্ম-সমষ্টি ভিন্ন। কিন্তু তোমা হইতে তুমি অভিন্ন, শৈশবের তুমি হইতে যৌবনের তুমি অভিন্ন, যৌবনের তুমি হইতে বার্দ্ধক্যের তুমি অভিন্ন, কল্যকার তুমি হইতে অদ্যকার তুমি অভিন্ন। অতএব ধর্ম্মীপ্রমাদ্বারা পদার্থভেদ প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

মণ্ডন।—হে যতিবর, "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে, তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচকাশীতি" 'দুইটী সুন্দর পক্ষী একত্রে বন্ধুভাবে একবৃক্ষে বাস করে, তাহাদের একটী সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি কিছুই ভক্ষণ না করিয়া শোভা পায়"—এই শ্রুতিবাক্য যখন জীবকে কর্ম্মফলের ভোক্তা, এবং ঈশ্বরকে কর্ম্মফলের অভোক্তা বলিয়া,—তাহাদের ভেদ স্বীকার করিতেছে, তখন জীব এবং ঈশ্বর অভিন্ন বলাতে এই শ্রুতি বাক্যেরই বাধা হয়।

শঙ্কর।—হে নীতিজ্ঞ, জীবেশ্বর-ভেদ-জ্ঞান প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তদ্দ্বারা কোন সুফল লাভের উল্লেখ নাই। বরং বিপরীত, কারণ শ্রুতি বিলতেছে "মৃত্যোঃস মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—জীব এবং ঈশ্বর ভিন্ন জ্ঞান করিলে মৃত্যু হইতেও অধিকতর অমঙ্গল হয়,—এরূপ অবস্থাতে শ্রুতিবাক্য ভেদজ্ঞানের প্রমাণ হইতে

পারে না। অন্যথা শ্রুতিতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না করিয়া কেবল লৌকিক ধারণানুসারে যেখানে যে অর্থবাদ ব্যবহৃত হইয়াছে, সে সকলই প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে। জৈমিনিই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে অজ্ঞাত বিষয়ের নির্দ্ধারণের জন্যই শ্রুতি প্রমাণরূপে গণ্য। অর্থাৎ যখন কোন পদার্থের অস্তিত্বসম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণ না থাকে, অথচ তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় থাকে,—তখন যদি কোন বাক্যদ্বারা সেই পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া সেই সংশয় দূর করা যায়, তখন সেই পদার্থের অস্তিত্ব-প্রতিপন্ন করাই সেই বাক্যের উদ্দেশ্য বলা যায়। ভেদ-জ্ঞান শ্রুতি-জ্ঞানের পূর্ব্বপ্রবৃত্ত, এবং লৌকিক ব্যবহারসিদ্ধ। প্রমাণের অভাবে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না, যে সন্দেহ শ্রুতিবাক্য দ্বারা দূর করা প্রয়োজন। এরূপ অবস্থাতে ভেদজ্ঞান প্রতিপন্ন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য হইতে পারে না। শ্রুতিবাক্যের লৌকিক ব্যবহারসিদ্ধ অর্থমাত্র এরূপ স্থলে গ্রহণ করিতে হইবে। [দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায় একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত যদি বলে "সূর্য্য উঠিয়াছে" তুমি কি তাহার কথাকে প্রমাণ মনে করিয়া সিদ্ধান্ত করিবে যে সূর্য্যই চলে, পৃথিবী চলে না, অথবা তুমি মনে করিবে যে তিনি লৌকিক ধারণা অনুসারে কথা বলিতেছেন মাত্র।]

মণ্ডন।—স্মৃতি-প্রসিদ্ধ-অর্থ-বোধক শ্রুতিবাক্য যেমন সেই সেই স্মৃতিবাক্যের মূলভিত্তি বলিয়া প্রমাণরূপে গণ্য হয়, সেইরূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ-অর্থ-বোধক শ্রুতিবাক্যও সেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থের মূলভিত্তিরূপে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

শঙ্কর।—স্মৃতির রচয়িতা বেদবিৎ, এবং শ্রুতিই স্মৃতির মূল। স্মৃত্যুক্ত বিষয়ের মূল বলিয়া শ্রুতি স্মৃতিবাক্যের প্রমাণরূপে গণ্য হয়। জীবেশ্বরভেদ বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিও জানে। এরূপ অবস্থায় শ্রুতি কিরূপে জীবেশ্বরভেদের মূল বলিয়া প্রমাণরূপে গণ্য হইবে। শ্রুতিতেও স্থলবিশেষে জীবেশ্বরের ভেদ উক্ত হইয়াছে, এরূপ স্বীকার করিয়া একথা বলা যাইতেছে। প্রকৃত পক্ষে "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য কর্ম্মফল ভোক্তা সত্ত্ব বা বুদ্ধিকে, পুরুষ বা আত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে প্রদর্শন করিয়া বলিতেছে,—যে পুরুষ বা আত্মা স্বয়ং সংসারের শুভাশুভরূপ ফল ভোগ করে না।

মণ্ডন।—হে অর্হন "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি বাক্য যদি জীব এবং ঈশ্বরকে লক্ষ্য না করিয়া বুদ্ধি এবং জীবকেই লক্ষ্য করে, বলা যায়, তবে যে হেতু আত্মা বা

পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে সত্ত্ব বা বুদ্ধি জড় মধ্যে পরিগণিত হয়, অতএব এই শ্রুতিবাক্য প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে জড়ের ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়া কিরূপে প্রমাণ-রূপে গ্রাহ্য হইবে?

শঙ্কর।—হে বিদ্বন্ "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তোমার আমাদিগকে কিছুই বলিতে হইবে না, কারণ পৈঙ্গরহস্যব্রাহ্মণে তাহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা এইরূপ আছে :—"পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" 'সুমিষ্ট ফল ভোগ করে' এই বাক্য সত্ত্ব সম্বন্ধে, এবং "অনশ্নন্নন্যোভিচকাশীতি" 'ফল ভোগ না করিয়া শোভা পাইতেছে' এই বাক্য জ্ঞ বা ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুস সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।

মণ্ডন।—পৈঙ্গরহস্য ব্রাহ্মণে সত্ত্বশব্দ শারীর বা জীবকে, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দ পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে। অতএব পৈঙ্গমতেও "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অন্য কিছুকে লক্ষ্য করিতে পারে না।

শঙ্কর।—পৈঙ্গোক্ত "তদেতৎসত্ত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যতি"—'যদ্দ্বারা স্বপ্নদর্শন হয়, তাহাই সত্ত্ব' এবং "অথ যোহয়ং শারীর উপদ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞ" :—'আর যে শরীরস্থ সাক্ষীস্বরূপ উপদ্রষ্টা সে ক্ষেত্রজ্ঞ'—ইত্যাদি ব্যাখ্যা দ্বারা 'সত্ত্ব' শব্দে চিত্তকে, এবং 'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দে উপদ্রষ্টা জীবকেই বুঝাইতেছে।

মণ্ডন।—হে যোগিন্ "যেন" পদদ্বারা স্বপ্নদর্শনক্রিয়ার কর্ত্তা জীবাত্মাকে, এবং "ক্ষেত্রজ্ঞ" পদদ্বারা স্বপ্নক্রিয়ার সাক্ষীভূত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিতেছে।

শঙ্কর।—হে মনীষিন্, কর্ত্তৃবাচ্যে তিঙন্ত 'পশ্যতি' পদদ্বারা কর্ত্তাকে জানা গেল, এবং ইহাও জানাগেল যে 'যেন' পদে করণে তৃতীয়া হইয়াছে। 'দ্রষ্টার' প্রতি 'শারীর' বা 'শরীর সম্বন্ধী' এই বিশেষণ প্রয়োগ দ্বারা জানা গেল যে সেই দ্রষ্টা ঈশ্বর নয়, জীবই।

মণ্ডন।—হে যোগিন্, 'শরীরে আছে' এই অর্থে 'শারীর।' ঈশ্বর সর্ব্বগত অতএব শরীরেও আছেন। অতএব ঈশ্বর 'শারীর' পদের অভিধেয় না হইবেন কেন?

শঙ্কর।—ঈশ্বর যেমন শরীরে আছেন, তেমনই শরীরের বাহিরেও আছেন। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ 'শারীর পদে ঈশ্বর অভিহিত না হইবেন কেন?' আকাশও শরীরে আছে, তাহা বলিয়া আকাশকে কেহ 'শারীর' পদে অভিহিত করে না।

মণ্ডন।—যদি "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি মন্ত্র জীব এবং ঈশ্বরকে লক্ষ্য না করিয়া,

আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন সত্ত্ব বা বুদ্ধি এবং জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করে, তবে "অত্তি" 'ভোগ করে' এই ক্রিয়াপদদ্বারা অচেতন বা আত্মা-বিরহিত বুদ্ধির পক্ষে ভোক্তৃত্ব কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইবে ?

শঙ্কর।—লৌহ পিণ্ডের দাহিকা শক্তি নাই। অগ্নির যোগ হইলে লৌহ পিণ্ডও দহনশক্তি লাভ করে। সেইরূপে চিন্ময় আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে—অচেতন বুদ্ধি ও ভোক্তৃত্ব গুণ লাভ করে।

মণ্ডন।—"ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি" ব্রহ্মবিদেরা বলেন 'ছায়া এবং আতপ' অর্থাৎ অন্ধকার এবং আলোক যেরূপ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন, জীব এবং ঈশ্বরও সেইরূপ অতীব ভিন্ন। কঠোপনিষদে "ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি মন্ত্রেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। এই শ্রুতিবাক্য দ্বারাও অভেদশ্রুতির বাধা হইতেছে।

শঙ্কর।—যে হেতু লৌকিকব্যবহারসিদ্ধ ভেদজ্ঞান, শ্রুতিজ্ঞানের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান, অতএব সেই ভেদজ্ঞান প্রমাণকরা শ্রুতির উদ্দেশ্য হইতে পারে না। শ্রুতি এস্থলে সেই লৌকিকব্যবহারসিদ্ধ ভেদজ্ঞানের অনুকরণ করিতেছে মাত্র। অতএব "ছায়াতপৌ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি অভেদশ্রুতি বাধিত হইতে পারে না। বরং যে হেতু অভেদবোধক শ্রুতিবাক্য "অপূর্ব্ব" অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ছিল না তাহার সম্বন্ধী, এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ লৌকিক ভেদজ্ঞানকে পরাভূত করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, অতএব অভেদ প্রতিপন্ন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য, এবং অভেদশ্রুতিবাক্য ভেদশ্রুতিবাক্য অপেক্ষা বলিষ্ঠ এবং ভেদশ্রুতির বাধক।

মণ্ডন।—হে যতিবর, প্রত্যক্ষাদি অপর প্রমাণের যোগে ভেদশ্রুতিই বলিষ্ঠ, এবং প্রত্যক্ষাদিবাধিত অভেদশ্রুতি দুর্ব্বল। অতএব ভেদশ্রুতি অভেদশ্রুতির বাধক হইতে সক্ষম।

শঙ্কর।—হে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, প্রত্যক্ষাদি অপর প্রমাণ দ্বারা শ্রুতিপ্রমাণের প্রবলতা সিদ্ধ হয় না। গত কথার পুনরুত্থাপন করাতে তোমার কথার দুর্ব্বলতাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

১৯। বিচারে মণ্ডনের পরাজয়।

এইরূপে শঙ্করের অকাট্য যুক্তিজাল শোভা পাইতে লাগিল। সেই বিচারে সাক্ষীভূতা সরস্বতীরূপা মণ্ডনপত্নীও আচার্যের যুক্তিসকল অনুমোদন করিলেন। কথিত আছে তখন স্বর্গ হইতে আচার্যের প্রশংসাসূচক সুগন্ধিযুক্ত পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। তর্কে পরাজিত হইলে পর মণ্ডনের মুখকান্তি এবং সেই সঙ্গে তাহার

কণ্ঠস্থিত মালাও মলিন হইল। সরস্বতীদেবী শঙ্করের যুক্তির অনুমোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন :— "আপনারা উভয়ে অদ্য ভিক্ষার্থে যাত্রা করুন।" কথিত আছে তিনি শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি পূর্ব্বে দুর্ব্বাসার কোপে শাপগ্রস্তা হইয়াছিলাম। আমার স্বামীর সহিত বিচারে তোমার জয়লাভপর্য্যন্ত সেই শাপের সময় নির্দ্ধারিত ছিল। অদ্য আমার শাপমোচন হইল। হে যোগীবর, এখন আমি যথা হইতে আসিয়াছিলাম তথায় গমন করি।" এইরূপ বলিয়া সরস্বতী নিজ ধামে গমনে উদ্যতা হইলে পর, শঙ্কর তাঁহাকেও বিচারে জয় করিবেন, এইরূপ মানস করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাকে 'বনদুর্গা' মন্ত্রদ্বারা বন্ধন করিলেন। মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে সরস্বতীদেবীও যে অদ্বৈতবাদের সত্যতা বিষয়ে শঙ্করের সহিত একমত, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য শঙ্কর তাহাকেও জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জগতে সম্মান লাভ করিবার জন্য নয়। অতঃপর শঙ্কর দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন :—"হে দেবি, আমিও জানি আপনি ব্রহ্মার ভার্য্যা, মহাদেবের সহোদরা, লক্ষ্মী প্রভৃতির ন্যায় রূপবতী। আপনি স্বয়ং সরস্বতী হইয়াও জগতের রক্ষার জন্য ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। আমি আপনারই ভক্ত, আমার অনুমতি লাভ করিলে পর, আপনি নিজ ধামে যাইবেন।" শঙ্করের এই প্রস্তাবে সারদা দেবীকেও সম্মতা দেখিয়া, তিনি সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং হৃষ্টচিত্তে মণ্ডনের হৃদ্‌গত ভাব জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

২০। আনন্দগিরিনামীয় গ্রন্থে শঙ্কর-মণ্ডনের বিচার।

আনন্দগিরি নামীয় শঙ্কর বিজয়ে মণ্ডনমিশ্রজয়ের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহারও সারাংশ আমরা নিম্নে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি :— "শঙ্কর সশিষ্য হস্তিনাপুরের পথে বিজিলবিন্দু নামক পুরীতে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, সেই চতুর্য্যোজনবিস্তৃত পুরীর মধ্যবর্ত্তী পশ্চিমদিকৃস্থিত ক্রোশপরিমাণবিস্তৃত সমতল ভূমির উপরে তালতরুসমান এক অত্যুচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন-নিরত নানাদেশাগত পঞ্চশত শিষ্যগণ-পরিবৃত হইয়া মণ্ডনমিশ্র বিরাজ করিতেছেন। অসংখ্য সেবক এবং দাসদাসী তাহার পরিচর্য্যা করিতেছে। খনিত কুপতড়াগাদি, নানা শস্যক্ষেত্র, এবং উদ্যান সকল, সেই গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। স্বীয় ক্ষেত্র এবং উদ্যানজাত ফলশস্যদ্বারা শিষ্যগণসহ তিনি চর্ব্ব্যচোষ্যাদি ষড়্‌রসযুক্ত অন্ন প্রত্যহ ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত। তিনি

মন্ত্রবলে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরূপে ব্যাসদেবকে উপস্থিত করিয়া পিতৃস্থানে তাহাকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। (আনন্দগিরি জৈমিনির উল্লেখ করিতেছেন না)। বিশ্বদেবদিগের স্থান গ্রহণ করিতে পারে এরূপ ব্রাহ্মণের অভাবহেতু তিনি বিশ্বদেবগণের স্থানে লক্ষ্মীনারায়ণরূপী শালগ্রামকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই সময়ে বিজয়াবতী (মণ্ডন পত্নীরই নামান্তর হওয়া সম্ভব) পাকক্রিয়া সমাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"পিতৃপূজার পাক প্রস্তুত।" এই কথা শুনিয়া মণ্ডনমিশ্র শুচি হইয়া প্রসন্ন মনে কমণ্ডলু এবং কুশমুষ্টি হাতে লইয়া মাধ্যাহ্নিক ব্রহ্মযজ্ঞ এবং বৈশ্বদেবযজ্ঞ শেষ করিয়া আচমনান্তে ক্ষণকাল সংকল্প করিয়া বিশ্বদেবগণের জন্য শালগ্রামে এবং পিতৃগণের জন্য ব্যাসদেবের করে অন্নদান করিলেন। অতঃপর গৃহাঙ্গনে দুইটী মণ্ডল,—একটী চতুষ্কোণ, অপরটি বর্ত্তুলাকার, প্রস্তুত করিয়া যথাবিধি তাহার পূজা করিলেন, এবং নিজে পশ্চিমমুখ হইয়া দেবস্থানে দর্ভোপরি শালগ্রামকে স্থাপন করিয়া বিশ্বদেবগণের ধ্যান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শঙ্করাচার্য্য সেই গ্রামের পূর্ব্বভাগে একটী উদ্যানে আপন শিষ্যবর্গকে রাখিয়া, স্বয়ং সেই বিজিলবিন্দু নামক পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শঙ্করের গগনমার্গে গমনের এস্থলে কোন উল্লেখ নাই। তখন মধ্যাহ্ন কাল। যাইতে যাইতে সেই পুরীর পশ্চিমভাগে পথে একদল স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া শঙ্কর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মণ্ডনমিশ্রের গৃহ কোথায়?" স্ত্রীলোকেরা শ্লোকবদ্ধ বাক্যে উত্তর করিল "যে গৃহদ্বারে দেখিবে পিঞ্জরবদ্ধ শুকাঙ্গনাগণ পরস্পরের সহিত প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাব্দ ইত্যাদি প্রমাণ সম্বন্ধে বিচার করিতেছে, অথবা জীবেশ্বরের একত্বাদি প্রশ্নের বিচার করিতেছে, সেই গৃহই মণ্ডনপণ্ডিতের গৃহ জানিবে।" দাসীদিগের সুন্দর শ্লোকবদ্ধ উত্তর শুনিয়া শঙ্কর সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। কিছু দূর যাইয়াই তিনি মণ্ডনমিশ্রের গৃহে উপনীত হইলেন।

শঙ্কর দেখিলেন, মণ্ডনের গৃহের কবাট রুদ্ধ, প্রবেশ করা সুকঠিন। তিনি প্রাণায়ামবলে অকাশপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বিশ্বদেবমণ্ডলে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলেন, বিশ্বদেবগণ মণ্ডনের পূজালাভে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছেন। এই সময়ে মণ্ডন বিশ্বদেবগণের সংকল্প শেষ করিয়া 'শালগ্রাম স্বাগত' এইরূপ বলিয়া দর্ভ এবং আতপ তণ্ডুলদ্বারা জলসেচন করিতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি সেই মণ্ডলমধ্যে শঙ্করাচার্য্যের পাদদ্বয় দেখিতে পাইলেন। পরে সর্ব্বাঙ্গ অবলোকন করিয়া তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন

যে এ ব্যক্তি সন্ন্যাসী, তখন মণ্ডন ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুতো মণ্ডী" (সন্ন্যাসী কোথা হইতে আসিল" ইত্যাদি কথঞ্চিৎ পূর্ব্ববৎ)। তবে আনন্দগিরি এস্থলে "সর্ব্বং ন জ্ঞাতব্যং" 'সকল কথা জানিবার প্রয়োজন নাই, বলিয়া কথা শেষ করিতেছেন। "বিনা প্রার্থনায় বিনা নিমন্ত্রণে তোমার গৃহে উপস্থিত অতিথি তোমার পক্ষে বিষ্ণুতুল্য", শঙ্কর এইরূপ বলিলে পর ব্যাসদেবও সেই কথা শ্রবণ করিয়া মণ্ডনমিশ্রকে বলিলেন—"অভ্যাগতকে পাদোদক প্রদান কর।" পাদোদক গ্রহণকালে শঙ্কর বলিলেন, "তোমার সহিত বাদ করিবার মানসে আমি আসিয়াছি"। মণ্ডন বলিলেন, "আহারান্তেই আমাদের মধ্যে বাদকথা হইবে"। অতঃপর মণ্ডন যথাবিধি পিতৃকর্ম্ম সমাপন করিলে পর তাহারা উভয়ে বাদ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। মণ্ডন বলিলেন "আমি গৃহস্থ, যদি তোমার সহিত বিচারে পরাজিত হই, তবে আমি সন্ন্যাসী হইব।" শঙ্কর বলিলেন "আমি যদি বিচারে পরাজিত হই, তবে আমি গৃহস্থ হইব।" উভয় পক্ষের কথার তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থা দেখিয়া তাহারা উভয়ে একবাক্যে সরসবাণী নাম্নী মণ্ডনমিশ্রের পত্নীকে বিচারে মধ্যস্থ স্থির করিয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। বেদাদি সকল শাস্ত্র লইয়া বিচার হইল। শতদিনব্যাপী বিবাদের পর প্রতিবাদীর কূট যুক্তিদ্বারা পতিকে পরাজিত দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞা সরসবাণী রন্ধনশালা হইতে পতিসমীপে আসিয়া বলিতে লাগিলেন:—"হে নাথ মণ্ডনমিশ্র, ভিক্ষার্থ যাত্রা কর।" কণ্ঠস্থিত পুষ্পমালার এস্থলে কোন উল্লেখ নাই। বিচারেরও কোন বর্ণনা নাই। মাধবাচার্য্য বিচারের যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন, বোধ হয় তাহারও অধিকাংশই গ্রন্থকারের কল্পনা-প্রসূত।

২১। মণ্ডনমিশ্রের সংশয়চ্ছেদন।

মাধবাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন যে, মণ্ডন প্রকাশ্য বিচারে পরাজিত হইয়া কিছুকাল নীরবে থাকিয়া শঙ্করের বেদার্থগর্ভ যুক্তিযুক্ত বাক্যসকল মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া সংশয় দূর করিবার মানসে শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন:—"যতিরাজ, আপনার সহিত বিচারে আমি পরাজিত হইয়াছি বলিয়া আমি অনুমাত্রও দুঃখিত বা লজ্জিত হই নাই। তবে সেই বিচারকালে আমি যে জৈমিনির বাক্যের কোন উল্লেখ করি নাই, সে জন্য আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে। অতীত কিম্বা অনাগত জৈমিনির অবিদিত কিছুই নাই। জগতের হিতসাধন মানসেই

তিনি বৈদিক কর্ম্মমার্গ প্রবর্ত্তিত করিতে যত্ন করিয়াছেন। সেই তপোনিধি তাঁহার প্রণীত কর্ম্মমীমাংসাসূত্রে কোন অর্থশূন্য সূত্র রচনা করিবেন, একথা অসম্ভব।" মণ্ডনের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য উত্তর করিলেন:—"জৈমিনির কৃত সূত্রে কোনরূপ অসঙ্গত কথা নাই, তবে অনভিজ্ঞ বলিয়া আমরা তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য অনেক স্থলে বুঝিতে অক্ষম।" ইহার উত্তরে মণ্ডন বলিতে লাগিলেন:—"যদি পণ্ডিতজনেরও অবিদিত জৈমিনির কোন গূঢ় অভিপ্রায় থাকে, তবে আপনি আমাদের সকলের সমক্ষে তাহা ব্যাখ্যা করুন। আপনার কথা যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তবে অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া আমি তাহা হৃদয়ে ধারণ করিব।" মণ্ডনের কথায় প্রীত হইয়া শঙ্কর বলিতে লাগিলেন:—"হে মণ্ডন, জৈমিনিরও হৃদয়ের একমাত্র প্রিয় বস্তু ব্রহ্ম। তিনি যে সকল ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সে সকলেরও একমাত্র উদ্দেশ্য মোক্ষ-লাভ। তবে লোকের চিত্ত বহির্মুখ, সর্ব্বদা বাহ্যবিষয়ে নিমগ্ন। লোক-শিক্ষার জন্য, বহির্বিষয় হইতে লোকের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্মুখীন করিবার জন্য, ব্রহ্ম এবং মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ, জৈমিনি যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল সদনুষ্ঠান ব্রহ্মাবগতির সোপানস্বরূপ। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি—যজ্ঞেন, দানেন, তাপসানাশকেন"*—'বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, এবং নিয়মিত বা স্বল্পাহার দ্বারা ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয় তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করেন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়রূপে যজ্ঞ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদির ব্যবস্থা করিতেছে। ভগবান্ জৈমিনিরও ইহাই উদ্দেশ্য।

আচার্য্যের কথা শুনিয়া মণ্ডন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মলাভ অথবা মোক্ষই যদি জৈমিনির উদ্দেশ্য হইবে, তবে "ক্রিয়াকর্ম্মই বেদের লক্ষ্য, যে সকল শ্রুতিবাক্য ক্রিয়াকর্ম্মকে লক্ষ্য করে না, সে সকল শ্রুতিবাক্য নিরর্থক"*—তিনি এইরূপ সূত্র করিলেন কেন?

---

* উল্লিখিত বৃহদারণ্যকোপনিষদুক্ত শ্রুতিবাক্যসম্বন্ধে শঙ্কর তাঁহার কৃত ভাষ্যে যাহা বলিতেছেন, তাহা এই:—"(বেদানুবচনেন)—মন্ত্রব্রাহ্মণাধ্যয়নেন নিত্য-স্বাধ্যায়-লক্ষণেন (বিবিদিষন্তি) বেদিতুমিচ্ছন্তি। কে? ব্রাহ্মণ-গ্রহণ মুপলক্ষণার্থং। অবিশিষ্টো হ্যধিকার স্ত্রয়াণাং বর্ণানাং। * * * কর্ম্মণাং বিশুদ্ধিহেতুকত্বাৎ কর্ম্মভিঃ সংস্কৃতা হি বিশুদ্ধাত্মানঃ শক্নুবন্ত্যাত্মান মুপণিষৎপ্রকাশিতং অপ্রতিবন্ধেন বেদিতুং। * * (যজ্ঞেনেতি) দ্রব্য-যজ্ঞা জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ সংস্কারার্থাঃ। সংস্কৃতস্য চ বিশুদ্ধসত্ত্বস্য জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধেন ভবিষ্যত্যতো যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি। (দানেন) দানমপি পাপক্ষয়হেতুত্বাৎ ধর্ম্মবৃদ্ধিহেতুত্বাচ্চ।

শঙ্কর।—যদিও শ্রুতি সকল অদ্বয়ব্রহ্মপর, তথাপি যাহাতে লোকসমাজে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়ভূত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়, তৎপ্রতি শ্রুতিসকলের বিশেষ দৃষ্টি আছে। জৈমিনিকৃত যে সূত্রের উল্লেখ করিতেছ, তাহা বৈদিক কর্ম্মপ্রকরণকেই লক্ষ্য করে। কারণ ক্রিয়া-বিষয়ক বিধিনিষেধই কর্ম্মপ্রকরণের তাৎপর্য্য। বৈদিক কর্ম্মপ্রকরণের যে সকল শ্লোকে ক্রিয়া-বিষয়ক বিধিনিষেধ নাই, সে সকল শ্লোক ক্রিয়াকর্ম্মসম্বন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসাসূত্রে জৈমিনি দেখাইয়াছেন যে বৈদিক বিধি-নিষেধের দুইটি ভাগ। যথা, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম" ঃ—এই সূত্রের প্রথম ভাগটি বিধি—যথা "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ"—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে, এবং দ্বিতীয়ভাগ অর্থবাদ, অথবা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিরার জন্য সেই বিধির প্রশংসাবাক্য—যথা, "স্বর্গকামঃ"—যাহার স্বর্গলাভের কামনা আছে। অনেক সময়ে এই সকল অর্থবাদবাক্য সম্পূর্ণ অলীক অথবা কাল্পনিক। "স বা এষ প্রথমো যজ্ঞো যজ্ঞানাং যজ্জ্যোতিষ্টোমো। য এতেনানিষ্ট্বান্যেন যজতে গর্ত্তে পতত্যয়ং।" সকল যজ্ঞের শীর্ষস্থানীয় জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ, অতএব সকলেই তাহার অনুষ্ঠান করিবে—এই বিধি বাক্য। যে এই যজ্ঞ না করিয়া অন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সে গর্ত্তে পতিত হয়'—ইহা অর্থবাদ বাক্য। এই সকল কাল্পনিক প্রশংসা বা নিন্দাবাক্য অনেক সময়েই মিথ্যা এবং সাংসারিক সুখসম্পদবিষয়ক। অনেক স্থলেই তাহা জীবনে লাভ হয় না। পাছে লোভ বশতঃ অনুষ্ঠানকর্ত্তা সেই সকল অলীক ফলে বিশ্বাস করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, এবং পরিণামে প্রবঞ্চিত হইয়া পুনরায় সে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার আগ্রহ বা রুচি চলিয়া যায়, সেই আশঙ্কার নিরাকরণার্থ জৈমিনি বলিতেছেন যে বিধি-নিষেধের প্রতি লোকের চিত্ত আকর্ষণ করা ভিন্ন, সেই সকল অর্থবাদ বাক্যের অপর কোন মুখ্য উদ্দেশ্য নাই। এই সকল অর্থবাদবাক্য সার্থক এবং সত্য বলিয়া ভ্রম করিয়া যাহারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন, তাহারা পরিণামে ফললাভে বঞ্চিত হইয়া যজ্ঞাদির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে পারেন, সে জন্যই

(তপসা) তপ ইত্যবিশেষেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদিপ্রাপ্তো বিশেষণং। (অনাশকেনেতি) কামানশনং অনাশকং, ন তু ভোজননিবৃত্তিঃ। ভোজন-নিবৃত্তৌ ম্রিয়ত এব, নাত্মবেদনং। বেদানুবচন-যজ্ঞদানতপঃশব্দেন সর্ব্বমেব নিত্যং কর্ম্মোপলক্ষ্যতে। এবং কাম্যবর্জ্জিতং নিত্যং কর্ম্মজাতং সর্ব্বমাত্মজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ মোক্ষসাধনত্বং প্রতিপদ্যতে। "২২-৪— চতুর্থ ব্রাহ্মণং।

জৈমিনি কর্ম্মকাণ্ড প্রকরণে সূত্র করিতেছেন যে বিধি-নিষেধের বোধক ভিন্ন অন্যশ্রুতিবাক্যসকল নিরর্থক। কিন্তু তাহার কৃত উক্ত সূত্র জ্ঞান-কাণ্ড-গত "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি"—প্রভৃতি ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য সকলকে লক্ষ্য করে না। আর সেই সকল ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্যকে কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত মনে করিলেও 'অক্রিয়ার্থক' বা ''অনর্থক' বলা যায় না। যদি কেহ রজ্জুতে সর্পভ্রম করিয়া ভীত হয়, এবং অপর কেহ তখন তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে "সর্প নয়, রজ্জু"—তখন তাহার সেই ভ্রমজনিত ভয় দূর হইবে। তখন "সর্প নয়—রজ্জু" এইরূপ বাক্য অক্রিয়ার্থক বা অনর্থক হইতে পারে না। যদিও 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা সাক্ষাৎভাবে বিধি বা নিষেধ কিছুই বুঝায় না, তথাপি কথার ভাবদ্বারা বিধি বা নিষেধ অনুমান করা যায়, যথা, রজ্জুজ্ঞান কর,' 'সর্পজ্ঞান করিও না'। এই সংসারী জীবও সেইরূপ অসংসারী ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও নিজকে অব্রহ্ম বলিয়া ভ্রম করিয়া, সংসার ভয়ে ভীত হইতেছে। শ্রুতি সেই ভ্রান্ত জীবকে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা বুঝাইতেছে 'তুমি অব্রহ্ম নও, নিজকে অব্রহ্ম মনে করিও না, তুমি ব্রহ্ম, নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও।" এরূপ অবস্থাতে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যও অক্রিয়ার্থক অথবা অনর্থক নয়।

মণ্ডন।—ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করাই যদি বেদের তাৎপর্য্য হয়, এবং জৈমিনিরও যদি তাহাই প্রভিপ্রায় হয়, তবে তিনি পরমেশ্বরকেও নিরাকৃত করিয়া অপুরুষাত্মক কর্ম্মের ফলদাতৃত্ব প্রতিপন্ন করিলেন কেন?

শঙ্কর।—কণাদমতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন 'জগৎ কার্য্য, অতএব ঘটাদি কার্য্যের ন্যায় তাহারও কর্ত্তা আছে'। তাঁহাদের মতে শ্রুতিবাক্যভিন্ন কেবলমাত্র অনুমানদ্বারাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। শ্রুতি সেই অনুমানের সত্যতারই সাক্ষীস্বরূপ মাত্র। বৈশেষিকেরা বলেন "আয়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যবৎ বেদপ্রামাণ্য মনুমাতব্যং"* ॥ "আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য যেরূপ অনুমানসিদ্ধ, বেদেরও প্রামাণ্য সেইরূপ অনুমানসিদ্ধ। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন :—

* "আয়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যবৎ বেদপ্রামাণ্য মনুমাতব্যমিতি। আপ্তপ্রামাণ্যকৃতং এতৎ প্রামাণ্যং সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মত্বাৎ।" আবার "মন্বন্তরযুগান্তরেষু চাতীতানাগতেষু সম্প্রদানাভ্যাসপ্রয়োগাবিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বং, আপ্ত প্রামাণ্যাচ্চ প্রামাণ্যং। লৌকিকেষু চৈতৎ সামান্যং।" বৈশেষিকদর্শন। বৈশেষিকেরা বলেন :—"আপ্ত প্রামাণ্যকৃতং এতৎপ্রামাণ্যং। সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মত্বাৎ।" বিশ্বাসযোগ্য লোকে ধর্ম্মকে সাক্ষাৎভাবে জানিয়াছিল, এজন্য আপ্তবচন রূপেই বেদের প্রামাণ্য। তাহারা বলেন যে বেদকে নিত্য বলিবার অর্থ এই যে অতীত এবং অনাগত

"সেই উপনিষদ্‌গম্য পুরুষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি, অবেদবিৎ সেই ভূমা পুরুষকে মনন করিতে পারে না"—"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি, নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং।" অতএব অবেদবিৎ ব্যক্তি কেবলমাত্র অনুমানকে সহায় করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, এরূপ কথা শ্রুতিবিরুদ্ধ। ইহাই প্রদর্শন করিবার মানসে জৈমিনি শত শত তীক্ষ্ণযুক্তিদ্বারা ঈশ্বর-বিষয়ক অনুমান খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র অনুমানকে সহায় করিয়া ইহা প্রমাণ করা অসম্ভব যে ঈশ্বর হইতেই সৃষ্টি এবং প্রলয়, অথবা ঈশ্বরই একমাত্র কর্ম্মফলদাতা। আমি তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় যেরূপ ব্যাখ্যা করিলাম, তদনুসারে জৈমিনিবাক্যের সহিত উপনিষদ্‌বাক্যের কোন বিরোধ নাই। জৈমিনির সেই গূঢ় অভিপ্রায় না জানিয়া পণ্ডিতেরাও ভ্রমে পড়িয়া বলিয়া থাকেন যে জৈমিনি অনীশ্বরবাদী। হায়, ঈশ্বর বিষয়ক অনুমানের নিরাকরণ করিয়াছেন বলিয়া সেই ব্রহ্মবিদ্‌দিগের শ্রেষ্ঠ জৈমিনিও নিরীশ্বরবাদী হইলেন। পেচকাদি নিশা-চরেরা দিবালোক দেখিয়াও তাহা অন্ধকার বলিয়া কল্পনা করে, কিন্তু তাহাদের সেই কল্পিত অন্ধকারদ্বারা মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রভা কখনও মলিন হয় না।

যতিরাজ এইরূপে জৈমিনিবাক্যসকলের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলে পর তাহা শুনিয়া মণ্ডন এবং সারদাদেবী ও সভাস্থ অন্যান্য প্রধান পণ্ডিতগণ সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। শঙ্করের ব্যাখ্যা শুনিয়া মণ্ডনও জৈমিনির প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। মণ্ডনের মনে যাহা কিছু সংশয়ের লেশমাত্র বর্ত্তমান ছিল, তাহাও দূর করিবার জন্য মাধবাচার্য্য বলিতেছেন, তিনি মনে মনে জৈমিনিকে ধ্যান করিলেন। জৈমিনির নিকটে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার হৃদ্‌গত অভিপ্রায় জানিয়া লইবেন, ইহাই মণ্ডনপণ্ডিতের অভিপ্রায়। মাধবাচার্য্য বলেন যে জৈমিনিও স্মরণমাত্র মণ্ডনের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন:—"হে সুমতি, শ্রবণ কর, ভাষ্যকারের কথায় এরূপ সংশয় করিও না। আমার সূত্র সকলের প্রকৃত তাৎপর্য্য তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই আমারও অভিপ্রায়, অন্যরূপ নয়। সেই যতিরাজ যে কেবল আমার গূঢ় অভিপ্রায় জানিয়াছেন, তাহা নয়, তিনি সমস্ত বেদ শাস্ত্রের গূঢ়

মন্বন্তর এবং যুগান্তরেও বেদের সম্প্রদান, অভ্যাস, এবং ব্যবহার সম্বন্ধে কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই। তাহারা বলেন, লৌকিক ব্যবহারবিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য লোকের কথা যেরূপ প্রমাণ ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম বিষয়ে বেদও প্রমাণ।

অভিপ্রায় অবগত আছেন। এমন কি, ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমান তিনি যেমন জানেন এমন আর কেহই জানেন না। আমারই গুরু ব্যাসদেব তাঁহার স্বকৃত ব্রহ্মসূত্রে নির্ণয় করিয়াছেন যে, বেদান্তবাক্যসকল একমাত্র সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিপাদক। তাঁহার নিকটে জ্ঞানলাভ করিয়া, তাঁহারই মতের বিরুদ্ধ একটী শ্লোকও কি আমি রচনা করিতে পারি? হে সুযশা, সংশয় পরিত্যাগ কর, আমি তোমার নিকটে আরও একটী পরম গুহ্য কথা ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। এই শঙ্করই সেই পরম পুরুষ, সংসারসাগরনিমগ্ন জনগণের পরিত্রাণের জন্য দেহ ধারণ করিয়াছেন। সত্যযুগে যেমন পরম জ্ঞানী আচার্য্য কপিল সাধুদিগকে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছিলেন, ত্রেতা যুগে যেমন দত্ত বা দত্তাত্রেয়, দ্বাপর যুগে যেমন জ্ঞানীবর ব্যাস, কলিযুগেও সেইরূপ শঙ্কর সাধুদিগকে জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন। শঙ্করের মহিমা শৈব পুরাণে বিশদরূপে উক্ত হইয়াছে। হে সুমতি, তুমিও ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সংসারসাগর উত্তীর্ণ হও।" এইরূপে মণ্ডনপণ্ডিতের মনের সংশয় দূর করিয়া, এবং যতিরাজ শঙ্করকে মনে মনে আলিঙ্গন করিয়া, জৈমিনি অন্তর্হিত হইলেন। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, জৈমিনি শঙ্করকে "মনে মনে" মাত্র আলিঙ্গন করিলেন!

২২। মণ্ডনকৃত শঙ্করের স্তব।

যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর মণ্ডনমিশ্রের অভিমান একেবারে চূর্ণ হইল। তিনি আচার্য্যদেবের পদানত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন:— "হে ভগবন্, আমি এতক্ষণে আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। আপনি জগতের আদিকারণ, চৈতন্যস্বরূপ মূল প্রকৃতি, কেবলমাত্র অজ্ঞানীদিগের উদ্ধারের জন্যই আপনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন। হে যতিবর, আপনি বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈত পরব্রহ্মের প্রহরীস্বরূপ। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যই আপনার অমোঘ আয়ুধ। আপনি রক্ষা না করিলে, এতদিনে শ্রুতিপ্রতিপাদ্য এই পরমতত্ত্ব, সৌগতদিগের প্রলাপস্বরূপ অন্ধকূপে পড়িয়া লয়প্রাপ্ত হইত। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে যেমন লোকে ভাবে "এই আমি জাগিয়াছি"—এবং সেই সঙ্গেই আবার স্বপ্নান্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপে অনেকে মোহবশতঃ ইহলোক হইতে বৈকুণ্ঠাদি লোকান্তরপ্রাপ্তিকেই মুক্তি মনে করিতেছে। তোমার মায়ামুক্ত দাসদিগের নিকটে তাহাদের প্রলাপবাক্য উপহাসযোগ্য। ধিক্, ভেদবাদীদিগের কথিত মুক্তিকে শতধিক্, যে মুক্তি লাভ হইলেও অসার সংসারের

বীজভূত কর্তৃত্বাভিমানের নিবৃত্তি হয় না। তোমার কথিত অদ্বৈত-পরমাত্মজ্ঞানজনিত মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি, কারণ সেই মুক্তি নিত্য। সেই মুক্তি লাভ হইবামাত্র মানুষ সংসারের অতীত হয়। সেই মুক্তি লাভ করিলে জীব নিরবধি চিদানন্দলহরীমধ্যে নিমগ্ন হয়। জগতের ঈশ্বরকেও অবিদ্যা রাক্ষসী গ্রাস করিয়াছিল। হে পরমগুরো, তুমি সেই রাক্ষসীর হৃদয় বিদারণ করিয়া সদ্ধর্ম্মের উদ্ধারসাধন করিয়াছ। রাক্ষসীগণ পরিবৃতা সীতাদেবীকে দর্শনমাত্র করিয়াই হনুমান লোকের পূজনীয় হইয়াছেন ;—তাহার তুলনায় তোমার মহিমা অপার। হে দেব, তুমি দয়ার সাগর, জগতের দুঃখভারহারী, তোমার ঈদৃশ অচিন্ত্য প্রভাব না জানিয়া, আমি তোমার প্রতি যে সকল অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তোমার অপার করুণাগুণে আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। কপিল, গৌতম, কণাদ প্রভৃতি অমিত প্রতিভাশালী মহাপুরুষগণ ও শ্রুতির প্রকৃত মর্ম্ম নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া মোহে পতিত হইয়াছিলেন। তুমি পরম শিবস্বরূপ পরব্রহ্মের অংশ বলিয়াই তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছ। তোমার বদনগলিত বাক্যামৃতের তুলনায় সাংখ্য, ন্যায়, এবং বৈশেষিক শাস্ত্রত্রয় একত্র করিলেও অতি মলিন, অতি অকিঞ্চিৎকর। নব্য-যবন বৌদ্ধদিগের দ্বারা দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহারা পরমাত্মার ও সত্তা অপ্রমাণ করিতে ব্যগ্র, তাহারা শ্রুতিরূপ গোবধে একান্ত উৎসুক। এ সকল কুপথ আশ্রয় দ্বারা মুক্তি লাভের আশা দুরাশামাত্র। অথবা সর্ব্বদোষবিহীন ব্রহ্মপরায়ণ ভবদীয় শিষ্যগণ যখন চতুর্দ্দিকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার করিতেছেন, তখন আর ভাবনা করিবার কি আছে। পরমাত্ম-প্রতিপাদক বেদ সকল নির্ব্বুদ্ধি লোক-দিগের ভ্রান্ত ব্যাখ্যারূপ প্রবল সর্পদংশনে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। অধুনা তোমার বাক্যামৃতসিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইয়া বেদসকল সর্ব্বত্র পরমাত্মতত্ত্ব প্রচার করিতেছে। সংসার-দুঃখরূপ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে দীপ্তশিরা জনগণকে শান্তিদান করিতে পারে, তোমার সদুপদেশরূপ চন্দ্রকিরণ ভিন্ন কি আছে? আমি কর্ম্মযন্ত্রে ভ্রাম্যমাণ হইয়া তপস্যা, বিদ্যা, গৃহ, পরিবার, ভৃত্য, এবং ধনাদির অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ভবকূপে ডুবিতে ছিলাম, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে উদ্ধার করিলে। নিশ্চয় আমি পূর্ব্বজন্মে বহু দুস্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, যাহার বলে ভগবানের অবতার স্বরূপ তোমার সহিত আজ আমার আলাপ করা সম্ভব হইল। তোমার তত্ত্বোপদেশ শ্রবণে সাধুগণ আনন্দলাভ করুন, খলেরা সূর্য্যালোকদর্শনে

উলূকদলের ন্যায় পলায়ন করুক। তোমার সেবায় আমি মনের অন্ধকার দূর করিয়া পরমানন্দ লাভ করিব। দারাসুত, গৃহধন, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, আমি তোমার চরণাশ্রয় গ্রহণ করিলাম, কৃপা করিয়া তোমার এই দাসকে অনুশাসন কর।"

২৩। মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতী।

পণ্ডিতবর মণ্ডন এইরূপ উদারবাক্যে শঙ্করের মহিমা কীর্ত্তন করিলে পর, আচার্য্য তাঁহাকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে তদীয় সহধর্ম্মিণীর প্রতি দৃষ্টি করিলেন। উভয়ভারতীদেবী ও আচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন:—

"হে যতিরাজ, তোমার অভিপ্রায় আমার বুঝিতে বাকী নাই, বরং বহু-পূর্ব্বেই একজন তপস্বীর মুখে এরূপ ভবিষ্যৎ কথা শুনিয়াছিলাম। আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা বর্ণন করিতেছি। সভ্যগণ সকলে তাহা শ্রবণ করুন। আমি একদা মাতার নিকটে বসিয়াছিলাম,এমন সময়ে তথায় একজন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী শ্রমণ (সন্ন্যাসী) আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার মস্তকের জ্বলন্ত জটাপুঞ্জ বিদ্যুতের শোভা অনুকরণ করিতেছিল। ভস্মলেপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ। আমরা পাদ্য এবং অর্ঘ্য প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা করিলে পর, আমার ভাবী জীবন সম্বন্ধে কিছু জানিবার মানসে আমার জননী অতি ব্যগ্রভাবে করযোড়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"হে ভগবন্, আমার এই কন্যার ভাবী জীবন বিষয়ে আমরা কিছুই জানিনা। তপস্যার প্রভাবে ভবাদৃশ মহাজনগণ সকলই জানিতে পাবেন, এবং আপনাদিগের ভক্ত সেবকদিগের নিকটে অতি গুহ্য কথাও আপনারা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। আমার কন্যা কি পরিমাণ আয়ুলাভ করিবে? কতটী সন্তান লাভ করিবে? প্রভূত ধন-ধান্যের অধিকারিনী হইয়া বহুদানদক্ষিণাসহকারে কতবার যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে?" জননীর প্রশ্ন শেস হইলে পর সেই তপোধন ক্ষণমাত্র নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া ক্রমে সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন। অবশেষে এই একটি অতি গুহ্য কথাও ব্যক্ত করিলেন:—"প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী এবং শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের প্রভাবে বৈদিক কর্ম্মমার্গ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে পর, তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রহ্মা স্বয়ং ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া মণ্ডন নামে বিখ্যাত হইবেন। তোমার এই কন্যা ও আপনার অনুরূপ পতিরূপে তাঁহাকে লাভ করিয়া মহাদেবের পার্ব্বতীর ন্যায়, অথবা বিষ্ণুর লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইবেন। তিনি

সন্তানবতী হইবেন, এবং সর্ব্ববিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। আবার শিবও স্বয়ং বেদান্তধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার স্বামীকে চরণাশ্রয় দানে কৃতার্থ করিবেন। তিনি যতিবেশে তোমার কন্যার পতির নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত বিচার করিবেন। তোমার কন্যার পতি সেই বিচারে পরাজিত হইয়া গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন।" এইরূপ বলিয়া সেই তপোনিধি যথা ইচ্ছা চলিয়া গেলেন। তাঁহার কথামত আমার সমস্তই ঘটিয়াছে, আমার পতি তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন, একথা তবে কিরূপে বিফল হইবে? কিন্তু হে মতিমান্ এখনও আমার পতিকে তোমার সম্পূর্ণ জয় করা হয় নাই। "আত্মনোঽর্দ্ধং পত্নী"—'স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ' এই শ্রুতিবাক্য তোমার অবিদিত নাই। আমি আমার স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ, আমাকে ত জয় কর নাই। আমাকে বিচারে পরাজিত করিয়া পরে আমার পতিকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত কর। যদিও তুমি সর্ব্বজ্ঞ, জগৎকারণ পরমাত্মারই অবতার, তথাপি তোমার সহিত বিচার করিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছে।" যাযজুকপ্রবর মণ্ডন-পত্নীর এই সকল উদারার্থ মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া যতিবর সাতিশয় আহ্লাদের সহিত প্রত্যুত্তর করিলেন:—"হে অবলে, তুমি যে বলিতেছ, তোমার হৃদয় আমার সহিত বিচার করিবার জন্য অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছে, ইহা অসঙ্গত, কারণ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। মহাযশা লোকেরা মহিলাজনের সহিত বিচার করেন না।" "হে ভগবন্, তুমি স্বপক্ষ স্থাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছ। যে ব্যক্তি বিচারে স্বপক্ষ স্থাপন করিতে প্রস্তুত, যে কেহ তাহার মত খণ্ডন করিবার জন্য চেষ্টা করে, স্ত্রীই হউক আর অন্যই হউক, তাহাকেই বিচারে জয় করিবার জন্য সে ব্যক্তির যত্ন করা কর্ত্তব্য। এ জন্যই বৃহদারণ্যক উপনিষদে মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীনাম্নী অবলার সহিত, এবং মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের মোক্ষ-ধর্ম্মে রাজর্ষি জনক সুলভানাম্নী অবলার সহিত বিচার করিয়াছিলেন। তাঁহারাও কি মহাযশা ছিলেন না?" সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে উভয়ভারতী এই-রূপ যুক্তিযুক্ত উত্তর প্রদান করিয়া শঙ্করের আপত্তি খণ্ডন করিলে পর, শঙ্কর নিরুত্তর হইলেন। উভয়ভারতীর সহিত এই প্রাথমিক, যদিও অবান্তর,—বিচারে শঙ্কর পরাজিত হইয়াছিলেন, বলিলে অন্যায় হইবে না। শঙ্কর সত্যা-নুরাগী, উদারচেতা মহাপুরুষ, সত্যনির্দ্ধারণমানসে তিনি বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—জয় পরাজয় তাঁহার নিকটে তুল্য। উভয়ভারতী সত্য কথাই

বলিয়াছেন ভাবিয়া, তিনি সেই বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে স্ত্রীলোকের নিকটে পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া অনুমাত্রও লজ্জিত হইলেন না। বরং স্ত্রীলোকের সহিত সাধুসজ্জনদিগের বিচার করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ,—আপনার এই মত ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, শঙ্কর স্বপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসন্নমনে উভয়ভারতীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীনাম্নী কুমারী ব্রহ্মচারিণীর সহিত, এবং জনক ধর্ম্মধ্বজ সুলভানাম্নী কুমারী সন্ন্যাসিনীর সহিত যে সকল বিচার করিয়াছিলেন, সে সকলকেই আদর্শ করিয়া শঙ্কর ও উভয়-ভারতীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর যে প্রথমে বিচারে অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, বোধ হয় সেই কালের প্রচলিত সামাজিক সংস্কারই তাহার কারণ। কিন্তু শঙ্কর সাময়িক প্রচলিত সংস্কারের দাস হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যগার্গী এবং জনক-সুলভার ন্যায় মহানুভবদিগের সুসঙ্গত দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করিলেন না।

২৪। উভয়ভারতীর সহিত শঙ্করের বিচার।

অনন্তর উভয়ভারতী এবং শঙ্কর উভয়ে পরস্পরকে জয় করিবার মানসে অতি আগ্রহের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের বাক্‌চাতুর্য্য সন্দর্শন করিয়া সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। তাহাদের সেই সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যলহরী শ্রবণ করিলে ফণীপতি শেষ, অথবা বৃহস্পতি, অথবা শুক্রাচার্য্যও লজ্জিত হইতেন। সন্ধ্যাবন্দনাদির সময় ভিন্ন দিবারাত্রি তাহাদের বিচারের আর বিরাম ছিল না। এইরূপে সপ্তদশ দিবস চলিয়া গেল। কেহ কাহাকেও জয় করিতে পারিলেন না। সারদাদেবী দেখিলেন যে, বেদাদি নিখিল শাস্ত্রে মুনিবরকে জয় করা অসম্ভব। তখন হঠাৎ তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ—"এই যতিবর অতি বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা ব্রতনিয়মাদি পালনে রত। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধবিষয়ে ইহার কোনরূপ জ্ঞান থাকা অসম্ভব। অতএব সে বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া এই যতিবরকে জয় করিব।" মনে মনে এইরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়া সেই বিদুষী সভামধ্যে আচার্য্যকে স্ত্রী-পুরুষের যোগ বিষয়ক প্রশ্ন*সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তিনি বিষম বিপদে

---

* উভয়ভারতীর প্রশ্নগুলি কেহই শিষ্টসম্মত মনে করিবেন না। তাই আমরা নিম্নে মূল সংস্কৃতই মাত্র দিতেছিঃ—"কলাঃ কিয়ন্ত্যো বদ পুষ্পধন্বনঃ। কিমাত্মিকাঃ কিং চ পদং সমাশ্রিতাঃ পূর্ব্বে চ পক্ষে কথ মন্যথা স্থিতিঃ। কথং যুবত্যাং কথমেব পুরুষে ॥ ৬৯.৯-মাধব ॥ উত্তরঃ— (১) চন্দ্রস্য যাঃ ষোড়শ কলাস্তা এব কামকলাঃ ॥ (২) পাদে গুল্‌ফে তথোরৌচ ভাগে মাভে

পড়িলেন। তিনি মনে মনে অনেক ক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন যদি তিনি উত্তর প্রদান করেন, এবং সেই উত্তর ঠিক্ না হয়, তবে তিনি সভামধ্যে সকলের হাস্যাস্পদ হইবেন। আবার যদি তাঁহার উত্তর ঠিক্ হয়, তবে সভ্যগণ মনে করিবেন যে তাঁহার উর্দ্ধরেত ব্রত নষ্ট হইয়াছে। যদি তিনি সম্পূর্ণ নীরব থাকেন তবে তাহার অজ্ঞানতাই মাত্র প্রকাশ পাইবে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া শঙ্কর কিছুকাল তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অবশেষে তিনি স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধবিষয়ে আপনার অনভিজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বলিলেন:— "এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য আমাকে একমাস সময় দিতে হইবে। বিচারে সময় দিবারও প্রথা আছে। আপনি এক মাস কাল অপেক্ষা করুন। একমাসান্তে এ বিষয়েরও পাণ্ডিত্যাভিমান আপনাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।" শঙ্করের কথা শুনিয়া সারদাদেবীও একমাসকাল অপেক্ষা করিতে সম্মতা হইলেন।

দ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া, অদ্বৈতমত সংস্থাপন করাই শঙ্করের ব্রত। সেই ব্রতপালন করিবার মানসে তিনি মণ্ডনকে পরাজয় করিয়া স্বীয় শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। স্বামী এবং স্ত্রী এক, এবং তাহারা উভয়ে একযোগে ধর্ম্ম সাধন করিবে, ইহাই বৈদিক বিধি ("সহ ধর্ম্মং চরত" ইতি আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৫-অ—১)। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া মণ্ডন কিরূপে সন্ন্যাসী হইবেন? এজন্যই শঙ্কর বিচারে মণ্ডনের স্ত্রীকেও পরাজয় করিয়া দ্বৈতমত খণ্ডন এবং অদ্বৈতমত সংস্থাপন করিতে বাধ্য। শঙ্কর তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, মাধবাচার্য্য এরূপ বলিতেছেন না। তবে কি শঙ্কর তাঁহার ব্রতসাধনে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন! তাহাই যদি হয়, তবে উভয়ভারতীর পক্ষে কোনরূপ ছল করিয়া শঙ্করকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং অপ্রাসঙ্গিক। আবার উভয়ভারতীর পক্ষে প্রকাশ্য সভামধ্যে বসিয়া স্ত্রীপুরুষের যোগবিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন করা কদাপি শিষ্টসম্মত হইতে পারে না। শঙ্কর প্রথমে স্ত্রীলোকের সহিত বিচার করিতেই অসম্মত ছিলেন। পরে উভয়ভারতী যাজ্ঞবল্ক্যগার্গী এবং জনকসুলভার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে পর তিনি বিচার করিতে সম্মত হইলেন। গার্গী এবং সুলভা এ স্থলে উভয়েরই আদর্শ হইতেছেন। তাহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই শঙ্কর এবং উভয়ভারতীর

কুচে হৃদি। কক্ষে কণ্ঠে চ ওষ্ঠে চ গণ্ডে নেত্রে ভ্রুবাবপি। ললাটে শীর্ষকেশেষু কামস্থানং তিথিক্রমাৎ॥ দক্ষে পুংসাং স্ত্রিয়াং বামে শুক্লে কৃষ্ণে বিপর্য্যয়ঃ। শব্দকল্পদ্রুম।

মধ্যে বিচার হওয়া সম্ভব। ব্রহ্মবাদিনী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মবিষয়ক প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনরূপ প্রসঙ্গ করেন নাই। মোক্ষপ্রাপ্তা সুলভাও জনকের সহিত মোক্ষবিষয়ক প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনরূপ প্রসঙ্গ করেন নাই। শুধু তাহা নয়, জনক ধর্ম্মধ্বজ অনবধানতাবশতঃ স্ত্রীপুরুষের যোগের কথার উল্লেখ করিলে পর, সুলভা তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। সুলভা বলিয়াছিলেন ঃ—

"ব্রাহ্মণা গুরবশ্চেমে তথা ত্বন্যা গুরূত্তমাঃ।
ত্বংচাথ গুরু রপ্যেষামেব মন্যোন্যগৌরবং॥
তদেব মনুসন্দৃশ্য বাচ্যাবাচ্যং পরীক্ষতা।
স্ত্রীপুংসো সমবায়োহয়ং ত্বয়া বাচ্যো ন সংসদি॥

১৭২-১৭৩-অ-৩২৫

"এই সকল ব্রাহ্মণগণ এবং সমবেত গুরুজনগণ সকলেই তোমার পূজার পাত্র। তুমি রাজা, অতএব তুমিও তাহাদের পূজার পাত্র। তোমাদের পরস্পরের গৌরব রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বাচ্যাবাচ্য বিচার না করিয়া প্রকাশ্য সভামধ্যে স্ত্রীপুরুষের যোগের কথা উত্থাপন করা তোমার উচিত হয় না।" এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া অনেকেরই মনে বিশ্বাস হইবে না যে, উভয়ভারতী জিগীষাপরবশ হইয়া স্ত্রীসুলভ লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য পণ্ডিতসভামধ্যে বসিয়া শঙ্করকে কামকলা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তবে এ কথাও বলিতে হয় যে, উভয়ভারতী যদি সেরূপ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ প্রশ্ন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শঙ্করের পক্ষে একমাস সময় গ্রহণ করিয়া আতিবাহিক দেহ ধারণপূর্ব্বক রাজদেহে প্রবেশ করিয়া কামকলা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার প্রয়াসও নিরর্থক। তবে কি এ সমস্তই গ্রন্থকারের কলুষিত কল্পনা-প্রসূত? আমাদের তাহাই মত। যাহা হউক, এসকল বিষয়ের বিচার ভার পাঠকের উপরেই রহিল। আমরা মাধবাচার্য্যেরই বর্ণনার অনুসরণ করিতেছি মাত্র।

২৫। মৃত রাজা অমরক।

যতিরাজ শঙ্কর সেই বিদুষী উভয়ভারতীর নিকট হইতে একমাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়া, পদ্মপাদ, আনন্দগিরি প্রভৃতি স্বীয় প্রধান প্রধান শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া যোগবলে গগনমার্গে আরোহণ করিলেন। গগনমার্গে আরোহণ কি তবে শঙ্করের শিষ্যগণের পক্ষেও এতই সহজ ছিল? গগনমার্গে আরোহণ যদি শঙ্কর

এতই সহজ মনে করিবেন, তবে "সশরীরে যোগবলে বিশিষ্টদেশ প্রাপ্তির" দৃষ্টান্ত-রূপে নিজের অভিজ্ঞতার উল্লেখ না করিয়া তিনি কেবলমাত্র "বৈয়াসকি শুকের আদিত্য মণ্ডলে প্রস্থান"* এবং ব্যাসকর্ত্তৃক তাঁহার অনুগমনের উল্লেখ করিবেন কেন? (ব্রহ্মসূত্র ৪-২-১৪॥) সে যাহা হউক, যাইতে যাইতে শঙ্কর পথিমধ্যে কোন এক অপরিজ্ঞাত স্থানে দেখিতে পাইলেন, ত্রিদিবচ্যুত দেবতার ন্যায় কোন এক রাজার দেহ ভূতলে পতিত রহিয়াছে। সেই মৃতদেহের চতুর্দ্দিকে বসিয়া প্রমদাগণ রোদন করিতেছে, এবং রাজ-অমাত্যবর্গ মহান্ আর্ত্তনাদ করিতেছে। রাজার নাম অমরক (দেশ অপরিজ্ঞাত)। সেই রাজা রাত্রিকালে বনে বনে মৃগয়া করিতেছিলেন। পরিশেষে পথশ্রমে কাতর হইয়া বনমধ্যে এক বৃক্ষতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছার অবস্থায়ই রাজার মৃত্যু হয়। সেই শব দর্শন করিয়া আচার্য্যদেব পদ্মপাদকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—"ঐদেখ অমরকনামে রাজা পথশ্রমে প্রাণত্যাগ করিয়া ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছে। ভোগবিলাসের সীমাস্বরূপ তাঁহার শতাধিক রাজমহিষীগণ তাহার চতুঃপার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছেন। আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে যে এই মৃতরাজার দেহে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া যোগবলে পুনরায় স্বদেহে প্রতিগমন করি। আমার সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্পাদনের জন্য এই রাজমহিষীদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে, তাহা আমাকে সাক্ষাৎভাবে জানিতে হইবে।"

২৬। পদ্মপাদের সহিত শঙ্করের কথোপকথন।

গুরুর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পদ্মপাদ অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেনঃ—'হে সর্ব্বজ্ঞ, তোমার কিছুই অবিদিত নাই। তোমাকে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি ভক্তির আবেগে আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ না বলিয়া পারিতেছি না। পুরাকালে মৎস্যেন্দ্রনামা কোন এক সাধু মহাত্মা স্বীয় প্রিয়শিষ্য গোরক্ষনাথের হস্তে স্বীয় দেহরক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া কোন এক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করিয়া সেই রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই রাজ্যে উপনীত হইয়া রাজাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সিংহাসনে আসীন হইলে পর, রাজ্যমধ্যে অবিরামধারে কল্যাণ বর্ষণ হইতে লাগিল।

* "শুকঃ কিল বৈয়াসকি র্মুমুক্ষুরাদিত্যমণ্ডলং অভিপ্রতস্থে পিত্রা চানুগম্যাহূতো ভো ইতি প্রতিশুশ্রাব।" ব্রহ্মসূত্র, ৪-২-১৪।

মেঘ সকল যথাকালে বারি বর্ষণ করিল, এবং শস্য সকল আশানুরূপ ফল প্রদান করিল। সুচতুর রাজমন্ত্রীগণ বুঝিতে পারিলেন যে, রাজদেহে কোন দিব্য পুরুষ প্রবেশ করিয়াছেন। তাহাদের প্ররোচনায় রাজমহিষীগণ সর্ব্বপ্রযত্নে রাজাকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। মুনিবর আপন সমাধিলব্ধ যোগানন্দ বিস্মৃত হইয়া, ইতর লোকের ন্যায় মহিলাদিগের সুললিত নৃত্যগীতাদিতেই সাতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িলেন। শিষ্যবর গোরক্ষনাথ গুরুর ঈদৃশ দুরবস্থা অবগত হইয়া, বহুযত্নে তাঁহার দেহরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং কৌশলক্রমে রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিলেন, এবং রাজমহিষীদিগের নর্ত্তনোপদেষ্টা হইয়া রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইলেন। এইরূপে সুযোগ লাভ হইলে পর, তিনি একদিন তত্ত্বোপদেশ দ্বারা গুরুর পূর্ব্বাভ্যস্ত বৈরাগ্য পুনরুদ্দীপিত করিয়া যোগবলে তাঁহাকে তাঁহার প্রাক্তন দেহে লইয়া গেলেন। অহো, ভোগবিলাসের কি অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি! হে গুরো, রাজদেহে প্রবেশ করিয়া বিষয়ভোগ করিলে কি আপনার ঊর্দ্ধরেত-ব্রত ভঙ্গ-জনিত পাপ হইবে না? যাহা হউক, আপনি সকলই জানেন, আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনিই স্থির করিবেন। কোথায় আমাদের এই অতুলনীয় মহান্ যতিব্রত, আর কোথায় সেই তুচ্ছ পাশব নীচ ইন্দ্রিয়সেবা! হায়, আপনারই যখন সেই পাশবসুখে রুচি জন্মিল, তখন নিশ্চয় জগৎ এখনই উৎসন্ন যাইবে। যতিধর্ম্ম অধুনা পৃথিবীতে শিথিল হইয়াছে দেখিয়া, তাহারই পুনরুদ্দীপনের জন্য আপনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। হে ভগবন্, আপনার অবিদিত কি আছে! কেবল মাত্র অনুরাগ দ্বারা অন্ধ হইয়াই আমি আপনাকে এরূপ বলিতেছি।"

পদ্মপাদের এই সকল যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, আচার্য্যদেব বলিতে লাগিলেন ঃ—"হে সৌম্য, তুমি অতি ভাল কথাই বলিয়াছ। তোমার নিকটে একটি অতি গুহ্যকথা প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আসক্তিই সকল পাপের মূল। যাহার আসক্তি নাই, তাহার বিষয়ভোগে দোষ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তাহারই দৃষ্টান্ত স্থল। হে বৎস, ভূমিব্যত্যয় না হইলে যতিধর্ম্ম নষ্ট হয় না। যাহার দেহ তাহারই কান্তা। 'বজ্রোলি' যোগবলে কোন ব্যক্তি-বিশেষের দেহ অধিকার করিয়া, সেই দেহে সেই ব্যক্তিরই সংসারে বিচরণ করিলে, আমাদের সন্ন্যাসব্রত স্খলিত হয় না। সঙ্কল্পই সকল কামনার ভূমি। নিরন্তর বিষয় ভোগের দোষ আলোচনা করিয়া, যাহার সংসারবাসনা নষ্ট হইয়াছে, তাহার ভবপাশ ছেদন হইয়াছে, সে ব্যক্তি বিধিনিষেধ শাস্ত্র অতিক্রম করিয়াছে।

যাহারা জড়মতি, বিচার করিতে অক্ষম, যাহারা দেহকেই আমি বলিয়া অভিমান করে, বিধিনিষেধের শাস্ত্র তাহাদেরই জন্য। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁহাবা নিয়ত বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনায় নিমগ্ন, যাঁহারা চিদানন্দস্বরূপ এক অদ্বৈত পরমাত্মাকেই স্বীয় আত্মারূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অতীত। তাঁহারা বিধিনিষেধের দাসত্ব করেন না। যেমন মৃত্তিকাজন্য ঘটাদির মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ কোন সত্তা নাই, তেমনই পরমাত্মজন্য এই জগতের পরমাত্মা হইতে পৃথক্ কোন সত্তা নাই। এই নিখিল জগৎ মনঃকল্পিত মাত্র, অতএব পরমার্থতঃ মিথ্যা,—যিনি ইহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কিরূপে কর্ম্মফলের অধীন হইবেন। স্বপ্ন কল্পনা-প্রসূত,—এই জ্ঞান দ্বারাই আমাদের স্বপ্ন-কালকৃত সুকৃতদুষ্কৃত বাধিত হয়। স্বপ্নকালকৃত সুকৃতদুষ্কৃতফল যেমন কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না, পরমার্থবিৎ ও সেইরূপ শত অশ্বমেধই করুক অথবা অসংখ্য বিপ্রঘাতই করুক, সে সকল সুকৃতদুষ্কৃতদ্বারা পরমার্থবিৎও কখনও আবদ্ধ হয় না,—কারণ তাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। ঋগ্বেদীয় কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে (তৃতীয় অধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্র দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দনকে বলিয়াছিলেনঃ—"আমাকে জান, মনুষ্যের পক্ষে আমাকে জানাই আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর। আমি ত্বষ্টৃ-পুত্র ত্রিশীর্ষকে বধ করিয়াছিলাম, এবং কুপিত হইয়া অরুন্মুখ নামক যতি-দিগকে ভক্ষণার্থ শালাবৃক (নেকড়াবাঘ)-মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া স্বর্গে প্রহ্লাদপক্ষীয়দিগকে, অন্তরীক্ষে পুলোমপক্ষীয়-দিগকে, এবং পৃথিবীতে কালকাশীয় লোকদিগকে বিনাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমার একগাছি লোমও নষ্ট হয় নাই। আমাকে যে জানে, কোন কর্ম্মদ্বারা তাহার ক্ষতি হয় না। সে ব্যক্তি মাতৃবধই করুক, পিতৃবধই করুক, চুরিই করুক, অথবা ব্রাহ্মণ-বধই করুক, সেজন্য তাহার কোন পাপ হয় না। সে ব্যক্তি গর্হিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার মুখ-কান্তি বিবর্ণ হয় না।" কান্ববচনে উক্ত হইয়াছে যে, জনক বহুদানদক্ষিণা-সহ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণের তর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানজনিত অভয়লাভ ("অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি")-ভিন্ন সেই সকল সুকৃতের অপর কোন ফল সম্ভোগের জন্য তাহাকে দেহান্তরসম্বন্ধ লাভ করিতে হয় নাই। তত্ত্ববিৎও সেইরূপ ইন্দ্রের ন্যায় দুষ্কৃত দ্বারা ক্লিষ্ট হয়েন না, জনকের ন্যায় সুকৃতদ্বারা উন্নতি লাভ করেন না। কেন আমি দুষ্কর্ম্ম করিলাম,

অথবা, কেন আমি সৎকর্ম্ম করিলাম না,—ইহা ভাবিয়া তত্ত্ববিৎ অনুতপ্ত হয়েন না। হে সৌম্য, আমি শিষ্ট ব্যক্তিদিগের অবলম্বিত লৌকিক ধর্ম্ম অতিক্রম না করিয়া দেহান্তর আশ্রয় দ্বারা কেবলমাত্র দ্রষ্টারূপে স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধের অনুশীলন করিব, তাহাতে আমার কোন পাপ হইতে পারে না।

শঙ্করের অথবা ইন্দ্রের প্রতি আরোপিত এ সকল কথা পাঠ করিলে সহজেই আমাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানী কি চুরি, নরহত্যাদি অপরাধও করিতে পারেন? তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে কি ধর্ম্ম, এবং সুনীতির ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়? অবশ্য এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে ইন্দ্র নরহত্যাদি যে সকল অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া বলিতেছেন,—তিনি কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পরে সে সকল অপরাধ করিয়াছিলেন, অথবা সে সকল তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত? যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেও লোকের পক্ষে এরূপ পাপ কার্য্য করা সম্ভব হয়, তবে ব্যাপার নিশ্চয়ই গুরুতর—কারণ "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"—তত্ত্বজ্ঞানী যেরূপ আচরণ করিবেন, জন-সাধারণ তাহারই অনুবর্ত্তন করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই জন-সমাজে পাপের বন্যা প্রবাহিত হইয়া মানব কুল কলঙ্কিত হইবে। "দেবতার বেলা লীলাখেলা পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।" এরূপ মতে মানুষের মন সায় দিতে পারে না। এমন কি, শঙ্কর আদর্শ রূপে এস্থলে যে কৃষ্ণের উল্লেখ করিতেছেন, বলা হইয়াছে, শুকদেব যখন সেই কৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণন করিতেছিলেন,তাহা শুনিয়া যেন মর্ম্মাহত হইয়া পরীক্ষিত ঘৃণা এবং বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন:—"সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়-চেতরস্য চ। অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ। স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা প্রতীপমাচরেদ্ব্রহ্মণ্ পরদারাভিমর্ষণং" (ভাগবত—১০-৩৩-২৭):—ধর্ম্মসংস্থাপন এবং অধর্ম্মপ্রশমনের জন্য জগদীশ্বরের অংশভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যিনি ধর্ম্মসেতুর বক্তা, কর্ত্তা, এবং রক্ষিতা, তিনি কিরূপে তাহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া পরদার সেবা করিলেন?" শুকদেব যেন নিতান্ত 'নাচার' হইয়া উত্তর করিলেন:—"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা" (১০-৩৩-২৮)—"বহ্নির সর্ব্বভক্ষণের ন্যায় তেজস্বীদিগের পক্ষে তাহা দূষনীয় নয়।" শুকদেবের এরূপ উত্তরের সহিত কোন মানুষের মন সায় দিবে না। বরং শক্তির গুরুত্ব অনুসারেই দায়িত্বের এবং দোষেরও গুরুত্ব। দেবতার চরিত্রে দোষ থাকিলে, সেই দেবতার ভক্তেরা যে সেই নজীরের বিরুদ্ধে সেই দোষ হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিবে,তাহা আশা করা যায় না। অতএব বলিতে

হইবে, হয় এ সকল দুষ্কৃত ইন্দ্রের অথবা শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বকৃত, অথবা এ সকল বাক্য অত্যুক্তিমাত্র। বস্তুতঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে চিন্তা করিলে দেখা যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থই সকল দুষ্কর্ম্মের মূল। যে মহাপুরুষ জানিয়াছেন যে, মানব-সমাজের প্রকৃত হিতসাধনে এবং স্বাস্থ্যবিধানেই তাঁহার নিজেরও ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং কল্যাণ, সর্ব্বভূতের কল্যাণ সাধনই যে মহাপুরুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে, সর্ব্বভূতে যে মহাত্মার আত্মভাবসিদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে কোন গর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠানের হেতুই থাকিতে পারে না। হেতুর অভাবে জীবের অহিতকর কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। "পুণ্যায়ন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ"—কথার অর্থ এই নয় যে তত্ত্বজ্ঞানী পাপকর্ম্ম করিলেও তাহাকে পুণ্য বলিতে হইবে। তাহার অর্থ এই যে, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে পাপপ্রবৃত্তি অসম্ভব। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বিবেকচূড়ামণিতে নিজেই বলিতেছেনঃ—"অতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরও মাতৃদর্শনে দুষ্প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না। সেইরূপ পূর্ণানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হইলে তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষেও দুষ্প্রবৃত্তির উদ্রেক অসম্ভব।* কৌষিতকি ব্রাহ্মণে ইন্দ্র যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়া বলিতেছেন, সে সকল প্রাকৃতিক ঘটনাবিষয়ক বৈদিক রূপক বা উপকথা মাত্র হওয়াই সম্ভব। অথবা কোনরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বারা প্রণোদিত না হইয়া আধুনিক ইয়োরোপীয়-দিগের স্বদেশের কল্যাণব্রত সাধনের ভ্রান্ত আদর্শের ন্যায় হয়ত ইন্দ্রও একপ্রকার ভ্রান্ত আদর্শের বশীভূত হইয়া একমাত্র দেবলোকের হিতসাধনের উদ্দেশ্যেই এই সকল নৃশংস কার্য্য করিয়া থাকিবেন। ঋগ্বেদে ৫ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তের ৪র্থ ঋকে ইন্দ্র সম্বন্ধে এইমাত্রই বলা হইতেছেঃ—"যে ব্যক্তি পিতৃবধ, মাতৃবধ, অথবা ভ্রাতৃবধের দোষে দোষী, শক্র তাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। তাহার প্রদত্ত হবিঃও তিনি ইচ্ছা করেন। সেই ধনাধিপতি পাপ দেখিলেও কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। † ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অবস্থার বর্ণনায় বলা হইতেছে "অশ্ব ইব রোমানি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহো র্মুখাৎ প্রমুচ্য", তাহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেনঃ—"অশ্ব যেমন শরীরকম্পনদ্বারা শ্রম এবং লোমকূপস্থ পাংশ্বাদি ময়লা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নির্ম্মল হয়, অথবা রাহুগ্রস্ত চন্দ্র রাহুর মুখ হইতে মুক্ত হইলে

* "অত্যন্তকামুকস্যাপি বৃত্তিঃ কুণ্ঠতি মাতরি। তথৈব ব্রহ্মনি জ্ঞাতে পূর্ণানন্দে মনীষিণঃ"—বিবেকচূড়ামণি— ৪৪৬ ॥

† (২) যস্যাবধীৎ পিতরং যস্য মাতরং যস্য শক্রো ভ্রাতরং নাত ঈষতে। বেতীদ্বস্য প্রযতা যতংকরো ন কিল্বিষাদীষতে বস্ব আকরঃ" ॥ ৫ম—৩৪অ—৪ঋ।

যেমন উজ্জ্বল দেখায়, হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলে, আমিও সেইরূপ ঐহিক এবং পারত্রিক স্বার্থ সুখের বাসনাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নির্ম্মলচিত্ত হইব ইত্যাদি। *

২৭। শঙ্করের রাজ-দেহে প্রবেশ।

পদ্মপাদের সহিত আলাপ শেষ হইলে পর, শঙ্কর শিষ্যগণ সহ এক দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে বলিতে লাগিলেন :—"ঐ দেখ, গুহার সম্মুখে একটি প্রস্তরময় বিশাল সমভূমি। তাহার সন্নিকটে এক স্বচ্ছ-সলিল সরোবর। সেই সরোবরের তীরে সারি সারি ফলন্ত বৃক্ষসকল ফল-ভরে অবনত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। তোমরা এই পর্ব্বতোপরিস্থিত সমভূমিতে বাস করিয়া আমার দেহ সাবধানে রক্ষা করিবে। আমি 'কামকলা' সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তদুপোযোগী কোন মৃতদেহ আশ্রয় করিয়া সাক্ষাৎভাবে তাহা দর্শন করিব।" এ সকল বর্ণনা যদি সত্য বলিয়া কল্পনা করিতে হয়, তবে উদ্ভিদ্বিদ্যার অধ্যাপকেরা যেরূপ সাক্ষাৎভাবে প্রয়োগ এবং পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা কোন উদ্ভিদ্বিশেষের বিষম সমবায় (Hybridization) প্রভৃতি বিষয়ক স্বভাব স্থির করেন, শঙ্করের অনুশীলনও সেইরূপই মনে করিতে হইবে। তাহা হইলে মনে করিতে হয় যে, পাপভয় অথবা লোকের পক্ষে কুদৃষ্টান্তপ্রদর্শনের ভয় নিরাকরণজন্য তিনি স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরকীয় দেহে প্রবেশ করতঃ, যাহার দেহ তাহারই বৈধক্ষেত্রে আপনার কামকলা-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই গুহা মধ্যে স্বদেহ শায়িত রাখিয়া, এবং তাহার রক্ষার ভার শিষ্যবর্গের হস্তে অর্পণ করিয়া, শঙ্কর যোগবলে (জ্ঞান এবং কর্ম্মের ইন্দ্রিয় দশ, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধ্যাত্মক) লিঙ্গ-শরীর আশ্রয় করিলেন, এবং সেই লিঙ্গদেহ লইয়া তিনি রাজা অমরকের মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন। স্বীয় শরীর হইতে বাহির হইবার সময়ে তিনি একাগ্রমনে সর্ব্বশরীরস্থ প্রাণবায়ু সহস্রারে রুদ্ধ করিয়া শিরোরন্ধ্র মার্গ দ্বারা বহির্গত হইয়াছিলেন। † আবার রাজা অমরকের ও শিরোরন্ধ্র দ্বারা তদীয়

* "অশ্বইব স্বানি লোমানি বিধুয় কম্পনেন শ্রমঃ পাংস্বাদিচ রোমতো হ পনীয় যথা নির্ম্মলো ভবত্যেবংহার্দ্দিব্রহ্মজ্ঞানেন বিধুয় পাপং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং চন্দ্রইবচর'হুগ্রস্তস্তস্মাৎ রাহো মুখাৎ প্রমুচ্য ভাস্বরো ভবতি।" জীবানন্দ পৃঃ৬২২ ॥

† স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলিতেছেন। যদিও তাঁহারা উভয়েই আমাদিগের নমস্য তথাপি সত্যের অনুরোধে একথাও বলা আবশ্যক যে, তাঁহারা উভয়েই অত্যধিক মাত্রায় আফিম্ সেবন করিতেন, এবং আফিমের গুণেও এবম্বিধ নানারূপ ভ্রমদর্শন হইয়া থাকে।

শরীরে প্রবেশ করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর অধিকার করিলেন। সহসা রাজা অমরকের হৃৎপিণ্ড পুনরায় স্পন্দিত হইতে লাগিল। ক্রমে রাজার নয়নদ্বয় উন্মীলিত হইল। নাসাগ্রে বায়ু বহিতে লাগিল। চক্ষু পলক দিতে লাগিল। মুখকান্তি পুনরায় বিকশিত হইল। ক্রমে শরীরে বলসঞ্চার হইল। চরণযুগল চলনশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইল। রাজা পূর্ব্বের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। রাজমহিষীগণ তাঁহাদের পতিকে পুনর্জীবিত দেখিয়া হর্ষে কোলাহল করিয়া উঠিলেন। তাহাদের উৎফুল্ল মুখপদ্ম সকল বিকশিত হইল। নরপতিকে পুনর্জীবিত দেখিয়া রাজামাত্যবর্গেরও আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা মঙ্গলসূচক শঙ্খ, পনব, পটহ, এবং দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ করিলেন। সেই তুমুল শব্দে দ্যাবাপৃথিবী স্তম্ভিত হইল।

২৮। শঙ্করের রাজদেহে অবস্থান।

অনন্তর মৃত রাজা অমরক পুনর্জীবন লাভ করিলে পর, পুরোহিত এবং মন্ত্রীবর্গ শান্তিকারক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করিলেন। পরে পুরোহিত এবং মন্ত্রীবর্গকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া গজারোহণে রাজা স্বীয় রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। রাজদর্শন লাভে বন্ধুবান্ধবেরা সান্ত্বনা লাভ করিলেন। সচিবদিগের সাহায্যে রাজা অমরক পুনরায় স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায়, স্বীয় রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাহার সুশাসন দর্শনে অপরাপর রাজগণ তাহাকে বিশেষ সমাদর করিতে লাগিলেন। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই সুচতুর মন্ত্রীগণ রাজার সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পরস্পরের সহিত আলাপে নানাপ্রকার কল্পনা জল্পনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন :—প্রজাবর্গের পরম সৌভাগ্য যে মৃত রাজা পুনর্জীবন লাভ করিয়াছেন। শুধু তাহা নয়, আমাদের রাজা আর পূর্ব্বের মতন নহেন। রাজার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার স্বর্গীয় গুণসকল যেন শোভা বিস্তার করিতেছে। দানে যেন তিনি যযাতিতুল্য, বাক্‌চাতুর্য্যে বৃহস্পতিতুল্য, বীর্য্যপরাক্রমে যেন তিনি অর্জ্জুনতুল্য, সর্ব্বজ্ঞত্বে যেন তিনি শিবের তুল্য। জড় প্রকৃতিও যেন তাঁহার সুশাসন শিরোধার্য্য করিতেছে। তরুরাজি সময়ের অপেক্ষা না করিয়াই ফলপুষ্প প্রসব করিতেছে। গোমহিষাদি প্রভৃত দুগ্ধ দানে তাহাদের রক্ষকদিগের তৃপ্তিবিধান করিতেছে। পর্জ্জন্যদেব যথাসময়ে বারিবর্ষণ করিতেছেন, এবং বসুমতী অপরিমিত শস্যরাশি উৎপাদন করিতেছেন। প্রজাবর্গও সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্ম পালনে নিরত। (পাঠক মনে রাখিবেন, শঙ্করের রাজদেহে অবস্থানের সময় মাত্র এক মাস)। অধিক কি, রাজার দিব্য প্রভাবে এই সর্ব্বদোষাকর

কলিযুগও যেন প্রজার সুখসমৃদ্ধিবিষয়ে ত্রেতাযুগকে অতিক্রম করিয়াছে। আমাদের বোধ হয় কোন সিদ্ধপুরুষ রাজদেহ অধিকার করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছেন। এই গুণনিধি যাহাতে পুনরায় স্বদেহে প্রবেশ না করিতে পারেন, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। অমাত্যবর্গ পরামর্শ স্থির করিয়া গোপনে ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন :—"তোমরা চতুর্দ্দিক পর্য্যটন করিয়া যেখানে যে মৃতদেহ দেখিবে, যাহারই হউক, কোন বিচার না করিয়া তাহা অগ্নিসাৎ করিবে।"

এদিকে রাজা আপনার বিশ্বস্ত মন্ত্রীদিগের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মহিষীদিগের সহিত ভোগবিলাস এবং নৃত্যগীতাদিতে মত্ত হইয়াছেন। তিনি বাৎস্যায়নপ্রণীত কন্দর্পশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই শাস্ত্রের সবিশেষ অনুশীলনে যত্নবান্ হইয়াছেন, এবং পণ্ডিতদিগের সাহায্যে তিনি স্বয়ং সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। বাৎস্যায়নসূত্র এবং তাহার ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিলে পর, তিনি এই বিষয়ে একখানি নূতন গ্রন্থও রচনা করিলেন। (সেই গ্রন্থখানি কোথায় ?) এইরূপে যতিরাজ শঙ্কর রাজা অমরকের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া রাজমহিষীদিগের সহিত ভোগবিলাসে মত্ত এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন। ইতিমধ্যে তাঁহার স্বদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার নির্দ্ধারিত সময়ও অতীত হইয়া গেল।

২৯। রাজদেহ হইতে শঙ্করের নিষ্ক্রমণ।

শিষ্যগণ অতিযত্নের সহিত গুরুর শরীর রক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সময় অতীত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা নানাপ্রকার কল্পনা জল্পনা করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন। "আচার্য্যদেব একমাস সময় মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়াছিলেন :—একমাস ত অতীত হইয়াছে। তাহার পরও পাঁচ ছয় দিন চলিয়া গেল। কৈ গুরুদেব ত আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া আজ পর্য্যন্ত তাঁহার স্বদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। হায়, কি করিব কোথায় যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিব। কে জানে তিনি কোথায়, কে আমাদিগকে বলিয়া দিবে ? তিনি অন্য দেহে প্রচ্ছন্ন, আসিন্ধু সমগ্র পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার দেখা পাইলেও কি আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব ! হায়, তিনি কি আমাদিগকে পুনরায় অনুগ্রহ করিবেন !" কেহ বা গুরুদেবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়া বলিলেন :—"যিনি জগদুদ্ধারের ভার গ্রহণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই

আমাদিগের সদ্‌গতি করিবেন।" কেহ বা শোকে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"হে আচার্য্যদেব, তুমি যদি দয়া করিয়া দর্শন না দেও, তবে আমরা পণ্ডিতসমাজে হাস্যাস্পদ হইব, আমাদের দুঃখের সীমা থাকিবে না। হে দেব, আমাদিগকে বধ করিও না।" পদ্মপাদ শিষ্যবর্গকে এইরূপে শোকে অধীর হইয়া বিলাপ করিতে দেখিয়া, তাহাদিগকে আশ্বাস দান করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"বন্ধুগণ বিলাপ করা নিষ্ফল, চল সকলে মিলিয়া উৎসাহের সহিত গুরুদেবের অন্বেষণ করি। অন্যদেহে প্রচ্ছন্ন আছেন বলিয়া তাঁহার অনুসন্ধান দুষ্কর সন্দেহ নাই। তথাপি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার স্বকীয় প্রভাবেই তিনি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইবেন। তিনি নিশ্চয় কোনও মৃত রাজদেহে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন, কারণ রাজভবনই প্রমদাদিগের বিলাসভূমি। রাজাসন গ্রহণ করিলেই কন্দর্পশাস্ত্রের অনুশীলন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর। গুরুদেব যে দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন নিশ্চয় সে দেশীয় প্রজাবর্গ নিত্যসুখের অধিকারী হইয়াছে। তাহাদের রোগশোক থাকিবেনা; দস্যুপীড়া থাকিবে না। তাহারা সকলে স্ব স্ব ধর্ম্মপালনে রত হইবে। সে দেশে ইন্দ্র যথাকালে বারি বর্ষণ করিবে, বসুন্ধরা আশানুরূপ শস্যশালিনী হইবে। আর বৃথা বিলাপ করিয়া সময় নষ্ট করিব না। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া এখন আমরা গুরুদেবের অনুসন্ধানে চলিলাম।" অমরকনামক রাজার মৃত দেহে যে শঙ্কর প্রবেশ করিবেন, একথা ত তিনি পূর্ব্বেই পদ্মপাদকে বলিয়াছিলেন। তবে শিষ্যদিগের মনে এরূপ অকারণ সংশয় এবং আশঙ্কা কেন?

যাহা হউক, পাদ্মপাদের উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়া শিষ্যদিগের মধ্যে কয়েকজন গুরুর দেহ রক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকিয়া অপর সকলে তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তর, দেশ হইতে দেশান্তর অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে তাঁহারা সকলে রাজা অমরকের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজ্যের রাজধানীর (নাম অপরিজ্ঞাত) শোভাসমৃদ্ধি দর্শন করিয়া তাহারা মুগ্ধ হইলেন। লোকমুখে শুনিতে পাইলেন তত্রত্য রাজা অমরক মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের মনে বিশ্বাস হইল যে এই রাজা অমরকই শঙ্করাচার্য্য হইবেন। তাহারা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে রাজা অত্যন্ত ভোগবিলাসাসক্ত, নিয়ত নৃত্যগীতেই মত্ত। ইহা জানিতে পারিয়া শিষ্যগণ গায়কের বেশে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজভবনের

দ্বারে যাইয়া তাহারা আপনাদিগকে গায়ক বলিয়া পরিচয় দিলে পর, মহারাজা তাহাদিগকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাহারা দেখিতে পাইলেন,—তারা বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় রমণীগণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া রাজা শোভা পাইতেছেন। গায়িকাদল রাজার সম্মুখে দাড়াইয়া সুমধুর তানলয়যোগে সুমিষ্ট সুরে গান করিতেছে। রাজার মস্তকোপরি সুবর্ণমণ্ডিত দণ্ডচ্ছত্র, শিরোদেশে মণিরত্নখচিত রাজমুকুট। যেন ইন্দ্র সপরিবারে ভূতলে অবতীর্ণ। নয়ন-সংজ্ঞাদ্বারা রাজা তাহাদিগকে আসন প্রদান করিলে পর, তাহারা সকলে উপবেশন করিলেন। রাজার আদেশ লাভ করিয়া, তাঁহাকেই প্রতিবুদ্ধ করিবার মানসে তাহারা সুমধুর স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের গান শুনিয়া সুভ্রাস্থ সকলে মুগ্ধ হইল। তাহাদের গানের মর্ম্ম এই ছিল :—"হে শ্রুতিকুসুমের ভৃঙ্গ, তুমি তরুমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গে স্বীয় শরীর রাখিয়া আসিয়াছ। যাহাদিগকে তোমার শরীররক্ষার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলে অধুনা তাহারা তোমার বিরহে ব্যাকুল হইয়া দেশদেশান্তরে তোমার অন্বেষণ করিতেছে। কন্দর্পশাস্ত্রের অনুশীলন করিবে বলিয়া তুমি স্বীয় শরীর ত্যাগ করিয়া এই রাজদেহে বিহার করিতেছ। হে নরশ্রেষ্ঠ, তুমি পরমাত্মস্বরূপ, তুমি পরম শিবস্বরূপ সকলের আশ্রয় হইয়া কেন বৃথা প্রতারিত হইতেছ। তোমার পূর্ব্বসঞ্চিত শান্তিদান্তি প্রভৃতি অতুল যোগৈশ্বর্য্য বিস্মৃত হইয়া কেন বৃথা বিষয়-সুখে অভিমান করিতেছ। তোমার শিষ্যদিগকে কি তোমার মনে পড়িতেছে না? আমরা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তোমার সেই অতীন্দ্রিয় পরমাত্ম-স্বরূপ স্মরণ কর। "নেতি নেতি" ইহা নয়, উহা নয়—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যাহাকে মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্ত পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হইতে পৃথক্ করিতেছে, অথচ যাঁহার সত্তা কোন মতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না, যাঁহাকে জ্ঞানীগণ আপনার আত্মারূপে অবগত হয়েন, "তত্ত্বমসিতত্ত্বং"—তুমিই সেই, তুমিই সেই (পরমতত্ত্ব)। যিনি আকাশাদি সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি অন্নময়াদি পঞ্চকোষরূপ তুষজালে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, পণ্ডিতেরা সূক্ষ্ম-বিচারবলে যাঁহাকে উলূখলের আঘাতে ধান্য হইতে তণ্ডুলের ন্যায় বাহির করিয়া গ্রহণ করেন, তুমিই সেই, তুমিই সেই পরমতত্ত্ব। জ্ঞানীগণ নিরন্তর বিষয়ের-দোষ আলোচনারূপ কশাঘাতে বিষয়রূপ দুর্গমপ্রদেশে ভ্রাম্যমান ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বদিগের উচ্ছৃঙ্খলগতি নিবারণ করিয়া বিচারপূর্ব্বক গম্যপথের দিকে মনোবৃত্তি রূপ রশ্মি আকর্ষণ করিয়া যাঁহার পাদপদ্মে চিত্ত স্থির করিয়া রাখেন, তুমিই সেই,

তুমিই সেই পরমতত্ত্ব। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি এই উপাধিত্রয় হইতে পৃথক্, উপাধিত্রয়ের পরিবর্ত্তনে যাহার পরিবর্ত্তন হয় না, যিনি সকল উপাধির মূলে বর্ত্তমান, পুষ্প-মালার সূত্র যেমন পুষ্প হইতে পৃথক্, পণ্ডিতেরা যাঁহাকে সেইরূপ পদার্থান্তর হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, তুমিই সেই, তুমিই সেই পরমতত্ত্ব। অতীত অনাগত সমস্ত পদার্থ সেই পরম পুরুষেরই প্রকাশ। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং—" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যাহাকে সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বকারণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, মুকুটাদি যেমন সুবর্ণেরই রূপভেদ, এই জগৎও সেই-রূপ যাহার রূপভেদ মাত্র, তুমিই সেই, তুমিই সেই পরমতত্ত্ব। যিনি অগ্নি-রূপে আমার এই দেহে বর্ত্তমান, তিনিই সেই সুদূর রবিমণ্ডলেও প্রকাশমান। যিনি সেই সুদূর রবিমণ্ডলে প্রকাশমান তিনিই আবার অগ্নিরূপে আমার এই দেহে প্রকাশমান, ইত্যাদি ব্যতিহারদ্বারা ব্রহ্মবাদিরা যাহার সম্বন্ধে অতি যত্নের সহিত উপদেশ দিয়া থাকেন, তুমিই সেই, তুমিই সেই পরমতত্ত্ব। দান, যজ্ঞ, এবং ব্রততপস্যাদি বৈদিক কর্ম্ম বিচারপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে পর ব্রহ্মবাদিরা যে ব্রহ্মকে জানিতে অভিলাষ করেন, তুমিই সেই, তুমিই সেই পরমতত্ত্ব। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, প্রভৃতি সাধন করিয়া জ্ঞানীগণ যাঁহাকে আত্মার আত্মারূপে অন্বেষণ করিয়া কৃতার্থ হয়েন, যাঁহার সচ্চিদানন্দস্বরূপ একবার হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে, আর সংসারদুঃখের অধীন হইতে হয় না, তুমিই সেই, তুমিই সেই পরমতত্ত্ব।"

শিষ্যবর্গের মুখে পরমাত্মতত্ত্বের এই অপূর্ব্ব বর্ণনা শ্রবণ করিয়া যোগিবরের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পর, শিষ্যবর্গের মনের বাসনা পূর্ণ হইল। স্বীয় কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। গুরুকে প্রতিবুদ্ধ দেখিয়া শিষ্য-গণ চলিয়া গেলে পর রাজা সভামধ্যে মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন শঙ্কর সেই রাজদেহ হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে নিজদেহে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে রাজভৃত্যগণ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া শঙ্করের চেতনারহিত দেহে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল। আচার্য্যদেব চৈতন্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজ শরীরকে দাহ্যমান হইতে দেখিয়া যোগবলে সত্বর তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। অগ্নি শান্তির জন্য তিনি নৃসিংহরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। নৃসিংহের কৃপায় অগ্নি প্রশমিত হইল। শঙ্করও রাহুবিমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সেই গিরিকন্দর হইতে

বহির্গত হইলেন। দীর্ঘকাল পরে আচার্য্যকে লাভ করিয়া শিষ্যবর্গের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

পাঠক এস্থলে লক্ষ্য করিবেন, শঙ্করের রাজদেহ-প্রবেশের এই বর্ণনা, পদ্মপাদের কথিত "মৎস্যেন্দ্রনামা সাধুমহাত্মা" এবং তাঁহার "প্রিয়শিষ্য গোরক্ষনাথের" বর্ণনারই বর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র। পাঠক ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, শঙ্কর মৃতরাজা অমরকের দেহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার প্রিয়শিষ্য পদ্মপাদকে তাঁহার সেই ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন। শঙ্কর বলিয়াছিলেন :—আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে যে এই মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করিয়া, তাহার পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, যোগবলে পুনরায় স্বদেহে প্রতিগমন করি'। * এরূপ অবস্থায় তাঁহার শিষ্যবর্গের হতাশ হইয়া দিগ্‌দিগন্ত গুরুর অন্বেষণ করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। এ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া অনেকেই মনে করিবেন যে শঙ্করের রাজদেহপ্রবেশ এবং কন্দর্পবিদ্যার অনুশীলন এক প্রকার নাটকমাত্র, অথবা অর্থবাদরূপে লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ শঙ্করের বহুকাল পরে তাহার শিষ্যগণকর্ত্তৃক কল্পিত গুরুমাহাত্ম্যদ্যোতক একটী পরিপাটি (romantic) গল্প বা উপকথামাত্র। যাহা হউক, শঙ্কর এখন সশিষ্য মণ্ডনালয়ে প্রতিগমন করিতে মানস করিলেন।

৩০। শঙ্করের মণ্ডনালয়ে প্রত্যাগমন এবং সারদাদেবীর অন্তর্ধান।

শঙ্কর যোগবলে গগনপথে পুনরায় মণ্ডনালয়ে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মণ্ডনের বিষয়বাসনা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার ক্রিয়াভিমান একেবারে চূর্ণ হইয়াছে। আচার্য্যকে আকাশপথ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া মণ্ডন যথাবিধি তাঁহার অভ্যর্থনা সহকারে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার দর্শনামৃত পান করিতে লাগিলেন। যতিরাজের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া মণ্ডন বলিতে লাগিলেন :—"আমার গৃহ, অথবা আমার শরীর, আমার যাহা কিছু আছে সকলই আপনার হউক"। মণ্ডনপত্নীও প্রেম এবং ভক্তিভরে মুনিবরকে অভিবাদন করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—"হে ব্রহ্মন্, আপনি সর্ব্ববিদ্যার বিধানকর্ত্তা, সকলের নিয়ন্তা ; আপনি ব্রহ্মারও অধিপতি, আপনি সাক্ষাৎ সদাশিব। সভামধ্যে আমাকে জয় না করিয়া, জ্ঞান লাভের

* "প্রবিশ্য কায়ং তমিমং পরাসোর্‌ পস্য রাজ্যেহস্য সুতংনিবেশ্য। যোগানুভাবাৎ পুনরপ্যো- ভুমুৎকণ্ঠতে মানস মস্মদীয়ং"॥ সর্গ ৯—৭৭॥

জন্য আপনি যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন, সে সকল কেবল মনুষ্যধর্ম্মের অনুকরণমাত্র। হে পরমাত্মন্, আপনি যে আমাদিগকে বিচারে জয় করিয়াছেন, তাঁহাতে আমাদিগের অনুমাত্রও লজ্জার কারণ নাই। আপনি সকলেরই পূজনীয়, দিবাকর দ্বারা চন্দ্রের অভিভবের ন্যায় ইহাতে আমাদের কোন অপযশ হইতে পারে না। আমি স্বর্গে—আমার স্বধামে চলিলাম। হে অর্হন্, আপনি তাহা অনুমোদন করুন"। এই বলিয়া সারদাদেবী অন্তর্হিত হইলেন। ভগবান্ ভাষ্যকার যোগনেত্রে সেই দেবীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—"হে দেবী, আমি তোমাকে জানি, তুমি ব্রহ্মার প্রিয়ভার্য্যা, শিবের সহোদরা, বাক্যের আদিদেবতা; তুমি চিন্মাত্রস্বরূপা হইয়াও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষার্থ লক্ষ্মীপ্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়াছ। তুমি ঋষ্যশৃঙ্গাদি ক্ষেত্রে আমাদের পীঠস্থান সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া সারদা নামে পূজা গ্রহণ কর, এবং সেই সকল পীঠস্থানে তোমার উপাসকদিগকে তাহাদের অভীষ্ট অর্থ সকল প্রদান কর। সেই সকল পীঠস্থান সাধুমহাত্মাদিগের নিবাসস্থান হউক"। বস্তুতঃ শঙ্কর এখনও কোন পীঠস্থান বা মঠ স্থাপন করেন নাই। হয়ত মনে মনে তাহা কল্পনা করিতেছেন মাত্র। সে যাহা হউক, সরস্বতী দেবী "তথাস্তু"বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পিতামহের প্রিয়ধামে চলিয়া গেলেন। সহসা তাহাকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া লোকসকল অতিশয় বিস্মিত হইল। ভূতলে থাকিয়া স্বামীর সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণজনিত বৈধব্যশোক অনুভব করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে এইরূপে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া, মণ্ডন এবং শঙ্কর উভয়েই আহ্লাদিত হইলেন। সারদার অন্তর্ধান হইলে পর, মণ্ডন আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞদক্ষিণাস্বরূপ দান করিলেন। তিনি গার্হস্থ্য অগ্নিসকল আত্মাতে আরোপিত করিয়া সংসারবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক শঙ্করের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় হইতেই মণ্ডনের নাম কোথাও বা বিশ্বরূপ এবং কোথাও বা সুরেশ্বর হইতে দেখা যায়। তাঁহার রচিত তৈত্তিরীয় ভাষ্যবার্ত্তিক, বৃহদারণ্যক-ভাষ্যবার্ত্তিক, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ইত্যাদি গ্রন্থে, তিনি সুরেশ্বর নামেই পরিচিত।

৩১। তত্ত্বমসি।

মণ্ডনপণ্ডিতকে যথাবিধি সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া শঙ্কর তাহার কর্ণে সংসারদুঃখনিবৃত্তির উপায়স্বরূপ "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিলেন। মণ্ডনও সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইলেন। আচার্য্যদেব তাঁহার নিকটে বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া

পুনরায় তাঁহার কর্ণে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করিলেন। অনন্তর তিনি সেই মহাবাক্যের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আচার্য্য প্রথমে 'ত্বং' পদের ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন :—"তুমি এই জড় দেহ নও। দেহ স্থূল অথবা কৃশ, হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ। তুমি স্থূল নও, কৃশ নও, হ্রস্ব নও, দীর্ঘ নও। দেহের ব্রাহ্মণ-শূদ্রত্বাদি জাতি আছে, কিন্তু আত্মার কোনও জাতি নাই। দেহ ঘটাদির ন্যায় গ্রাহ্য, অচেতন; আত্মা গ্রাহক, চৈতন্যময়। সকলেই "আমার দেহ" এইরূপ অনুভব করিয়া থাকে। 'আমিই দেহ' এইরূপ কেহ অনুভব করে না। এজন্য গ্রাহ্য দেহ হইতে গ্রাহক আত্মার পার্থক্য সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। তবে যে লোকে দেহ হইতে পৃথক্‌রূপে আত্মাকে দেখিতে পায় না, ইহা কেবল দেহ এবং আত্মার—গ্রাহ্য এবং গ্রাহকের—পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাস-জনিত ভ্রমমাত্র। ঘটাদি জড় বস্তু ভাঙ্গিতে হইলেও তাহা হইতে ব্যতিরিক্ত দণ্ডাদি দ্রব্যান্তরের প্রয়োজন (Compare the inertia of matter)। সেই রূপ ঘটাদি জড় জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে হইলে, তদতিরিক্ত অজড় দ্রষ্টা বা জ্ঞাতারও প্রয়োজন। শরীর ঘটাদিরই তুল্য,—দৃশ্য জড়পদার্থমাত্র। অতএব ঘটাদির ন্যায় শরীরও তাহা হইতে ব্যতিরিক্ত দ্রষ্টা বা আত্মার জ্ঞানের বিষয়। ব্যতিরিক্তগ্রাহ্যত্ব দৃশ্য ঘটাদি সম্বন্ধে যেরূপ, দৃশ্য জড় শরীর সম্বন্ধেও সেইরূপ। ঘটাদির ন্যায় শরীরেরও অজড় দ্রষ্টা তাহা হইতে ভিন্ন হইবে। অতএব এই জড় শরীর তুমি নও। ইন্দ্রিয় সকলও আত্মা হইতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়গণ আমাদের প্রয়োজন সাধনোপযোগী দাত্রাদি যন্ত্রস্বরূপ মাত্র। এ সকলকে তুমি কিরূপে তোমার আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিতে পার? আবার সকলেই বলিয়া থাকে, চক্ষুরাদি আমার, কেহ বলে না যে চক্ষুরাদিই আমি। ইহা দ্বারা দেখা যায় ইন্দ্রিয় সকলেরও ব্যতিরিক্তগ্রাহ্যত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। গ্রাহক আত্মা গ্রাহ্য ইন্দ্রিয় সকল হইতেও ভিন্ন। স্বপ্ন কালে আমাদের অস্তিত্বজ্ঞান থাকে,কিন্তু আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বজ্ঞান থাকে না। অতএব চক্ষুরাদিও ঘটাদিরই তুল্য। ইহাদের আত্মত্ব অসম্ভব। আবার যদি ইন্দ্রিয় সকলকে 'আত্মা' বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে ইন্দ্রিয় সকলের সমষ্টিতেই একটী আত্মা, অথবা প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন আত্মা। যদি ইন্দ্রিয়সমষ্টিই আত্মা হয়, তবে চক্ষুরাদির কোন একটী নষ্ট হইলে, সেই সমষ্টি নষ্ট হইবে, তৎসঙ্গে আমাদের আত্মত্বও নষ্ট হইবে, কিন্তু সেরূপ কেহ অনুভব করে না। যদি বলা যায় ইন্দ্রিয় সকল প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা, তবে পরস্পর বিভিন্নক্রিয়াবিশিষ্ট বহু নায়কের অধীনতাদোষে দেহের

বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যদি বলা যায় যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে কোন একটী মাত্র আত্মা, তবে আত্মা নামে অভিহিত সেই ইন্দ্রিয়টীর বিনাশ হইলে, আমাদের স্মরণ শক্তিও নষ্ট হইত। তদ্ভিন্ন একআশ্রয়ত্বদোষে অনুভূত, স্মৃত, দৃষ্ট, এবং শ্রুত বিষয়াদির পরস্পর পার্থক্য জ্ঞান ও থাকিত না। মন অথবা অন্তঃকরণ বৃত্তিও আত্মা হইতে পারে না, কারণ মন ও ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় কার্য্য-সাধনোপযোগী যন্ত্রবিশেষমাত্র। অনেক সময়ে আমরা বলিয়া থাকি আমার মন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত ছিল, আমি দেখিয়াও দেখি নাই। এইরূপ অনুভবদ্বারাই ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতেছে যে আত্মা মন হইতে পৃথক্। সুষুপ্তি কালেও আত্মা থাকে, কিন্তু মন থাকে না। এইরূপ বিচার দ্বারা আত্মা এবং মনের পরস্পর বৈলক্ষণ্য প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ বিচার দ্বারা সঙ্কল্পাত্মক বুদ্ধির ও আত্মত্ব স্পষ্টই নিরাকৃত হইতেছে। মনের ন্যায়, আমরা বলিয়া থাকি, 'আমার বুদ্ধি বিষয়ান্তরে নিমগ্ন ছিল।' সুষুপ্তি কালেও আত্মা থাকে, কিন্তু বুদ্ধি থাকে না। ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় বুদ্ধিও প্রয়োজনসাধনোপযোগী যন্ত্র-বিশেষ মাত্র। বুদ্ধিতেও তুমি অহংজ্ঞান পরিত্যাগ কর। অহঙ্কারও আত্মা হইতে পারে না, ক্রিয়াবাচক 'কৃ' ধাতুর প্রয়োগ দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হয়। প্রাণ যদিও সর্ব্বোপসংহারী সুষুপ্তিসময়েও বর্ত্তমান থাকে, তথাপি প্রাণ ও আত্মা হইতে পারে না। কারণ 'আমার প্রাণ' এরূপই সকলে অনুভব করে, 'আমিই প্রাণ' এরূপ কেহই অনুভব করে না।" বস্তুতঃ প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি সকলি আত্মার ব্যাপারমাত্র, যন্ত্র বা শক্তিরূপে ও তাহাদের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই:—"প্রাণন্নেব প্রাণো ভবতি, বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃন্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তন্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব" (বৃহদারণ্যক্ ১-৪-৭॥) "ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যে "ত্বং" পদদ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, এবং অহঙ্কার, এই সমস্তের অতীত, এই সমস্ত হইতে পৃথক্‌রূপে জীবাত্মাই অভিহিত হইতেছে। এই মহাবাক্যে "তৎ" এই পদ জগৎকারণ পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতেছে। এইরূপে 'তৎত্বং' এই পদদ্বয়দ্বারা জীব এবং ব্রহ্মের একত্ব সূচিত হইতেছে।"

অনন্তর শিষ্যবর জিজ্ঞাসা করিলেন:—"তৎ" পদবাচ্য ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, "ত্বং" পদবাচ্য জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন। "তত্ত্বমসি" বাক্য কিরূপে এই দুয়ের একতা প্রতিপাদন করিবে? আলোকের সহিত অন্ধকারের একতা, পূর্ব্বেও কেহ কখনও দেখে নাই, এখনও কেহ দেখে না"। গুরু উত্তর করিলেন:—'তৎ' পদ

এবং 'ত্বং' পদের মধ্যে বিরোধ আছে সত্য, কিন্তু তথাপি 'তত্ত্বমসি' কথার একটী সূক্ষ্ম অর্থ আছে। লোকে বলে, 'এই ব্যক্তিই সেই ব্যক্তি।' এস্থলে "'এই" পদে বর্ত্তমান কাল, এবং "সেই" পদে অতীত কাল, হয়ত বহুবর্ষ অতীত কাল বুঝায়। 'বর্ত্তমান' এবং 'অতীত' এই দুই পদ পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থবাচক। 'কিন্তু এই বৃদ্ধ পণ্ডিতই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের সেই অজ্ঞানী বালক,' এই কথার মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা যায় না। কারণ বর্ত্তমান কাল এবং অতীত কাল এই পরস্পর বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিলে পর, উভয়তঃ সাধারণ যে পুরুষ থাকে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়,—"এই সেই পুরুষ।" এই বাক্যে যেমন উভয়তঃ সাধারণ সেই পুরুষেরই একতা বুঝায়, তত্ত্বমসি বাক্যে ও সেইরূপ 'তৎ' পদের বাচ্য 'সর্ব্বজ্ঞত্ব' এবং 'ত্বং' পদের বাচ্য 'অল্পজ্ঞত্ব' এই বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিয়া উভয়তঃ সাধারণ যে পুরুষ, সেই পুরুষকে গ্রহণ করিলেই 'তত্ত্বমসি' বাক্য দ্বারাও জীবব্রহ্মের ঐক্য বুঝাইতে বাধা নাই। বিবেক এবং বুদ্ধিকে আশ্রয় কর, চিরাভ্যস্ত দেহাত্মাভিমান পরিত্যাগ কর। কর্ম্মমার্গের অনুসরণ দ্বারা সেই অভিমান নষ্ট হইবার নয়। সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকেই তোমার আপনার আত্মা বলিয়া নিয়ত ধ্যান কর, তাহাতেই মুক্তি লাভ হইবে।

"কাকশৃগালাদির সহিত সাধারণ এই আমাদের তুচ্ছ শরীরে, অথবা ভোগ্য বিষয় সকলে মমতা পরিত্যাগ কর। এই মমতাই সকল দুঃখের কারণ। হে বিদ্বন্ চিত্তকে বাহ্য বিষয় হইতে সংযত করিয়া পরমাত্মাতে সমাহিত কর। মহা-মৎস্যসকল নদীর এক তীর হইতে তীরান্তরে গমন করে। তীর হইতে সেই মৎস্য পৃথক্। কোনও তীরেই সেই মৎস্য আবদ্ধ হয় না। জীবাত্মাও সেইরূপ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়মধ্যে নিরন্তর বিচরণ করিয়া থাকে, অথচ এই অবস্থা-ত্রয় হইতে জীব ভিন্ন। অবস্থাত্রয়ের ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা জীব কখনও আবদ্ধ হয় না। রজ্জুখণ্ডের মধ্যে লোকে ভ্রম বশতঃ কখনও বা সর্প, কখনও বা দণ্ডাদি কল্পনা করিয়া থাকে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, এবং সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ও সেইরূপই চিৎস্বরূপ পরমাত্মার মধ্যে কল্পিত হইয়া থাকে। তুমি স্বয়ং ও সেই তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপ, সকল ভয়ের অতীত। আর পূর্ব্বের ন্যায় ভ্রমরাজ্য বিচরণ করিও না। অহো, পরমাত্মার সেই মায়াশক্তির কি অচিন্ত্য প্রভাব! সেই সর্ব্বময় পরমপদ জ্ঞানীর পক্ষে অত্যন্ত নিকটে, কিন্তু অজ্ঞানীর পক্ষে অত্যন্ত দূরে। সেই চিৎস্বরূপ অন্তরে বাহিরে সমান ভাবে বিরাজমান, কিন্তু কেবল বাহিরে বাহিরে অনুসন্ধান করাতেই লোকে তাঁহাকে জানিতেছে না। পথিকদিগের জলপানশালায় ক্ষণকালের জন্য

বহু পথিকের সমাগম হয়, আবার ক্ষণান্তরে তাহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব ভিন্ন ভিন্ন মার্গে চলিয়া যায়। এই সংসারেও সেইরূপ একগৃহে একত্র বহুলোকে বাস করে, কিছুদিন পরে আবার একে একে সকলেই চলিয়া যায়। মরণান্তে সেই গৃহ শূন্য পড়িয়া থাকে। সুখের আশায় লোক দিবানিশি পরিশ্রম করিতেছে, কিন্তু সুখের লেশমাত্রও পাইতেছে না, বরং সুখের পরিবর্ত্তে তাহাদের দুঃখই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুখের হেতু ভিন্ন সুখলাভ হয় না, সেই হেতু আবার হেত্বন্তর সাপেক্ষ। সেই হেতুর পশ্চাতে আবার হেত্বন্তরের অনন্ত শৃঙ্খল। ধীর ব্যক্তিরা একবার শ্রবণমাত্র আত্মজ্ঞান লাভ করেন, কিন্তু মন্দমতিরা গুরুপদ সেবা দ্বারা অল্পে অল্পে সেই জ্ঞান লাভ করে। প্রণবাভ্যাস, ত্রিকালস্নান, এবং গুরুসেবা দ্বারা মনের মলিনতা দূর হইলে, তত্ত্বজ্ঞান ধারণা করিবার শক্তি লাভ হয়। দিবানিশি গুরুসেবায় মনোযোগী হইবে। তত্ত্বজ্ঞানী গুরু সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। সেবা দ্বারা প্রসন্ন হইলে গুরু শিষ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন। গুরুকৃপা কল্পবৃক্ষ তুল্য, সকল অভীষ্ট প্রদান করে। গুরূপদিষ্ট ইষ্ট দেবতা কুপিত হইলে, গুরুই তখন রক্ষা করিবেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে রক্ষা করিতে পারে এমন কেহই নাই। কদাপি গুরুর ক্রোধ উৎপাদন করিবে না। বিহিতের অনুষ্ঠান, এবং নিষিদ্ধের বর্জ্জনদ্বারা পুরুষার্থ লাভ হয় বটে, কিন্তু একমাত্র গুরুই বিধিনিষেধের উপদেশ করিতে সক্ষম, অতএব গুরু হইতেই ইষ্টলাভ, এবং অনিষ্টপরিহার সম্ভব হয়। দেবতার আরাধনায় ইষ্ট লাভ হয় বটে, কিন্তু সেই দেবতাও গুরু হইতেই লাভ হয়। গুরুর সাহায্য ভিন্ন লোকে সেই অতীন্দ্রিয় ইষ্ট দেবতার অনুসন্ধান কিরূপে পাইবে? গুরু তুষ্ট হইলে দেবগণ তুষ্ট, গুরু রুষ্ট হইলে দেবগণ রুষ্ট। গুরু দেবগণকে সর্ব্বদা আত্মারূপে দর্শন করেন, অতএব গুরু সর্ব্বময়।"

শঙ্করের প্রতি আরোপিত পূর্ব্বোক্ত উপদেশে গুরুগিরির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন-সম্বন্ধী এই উপসংহার,—প্রচলিত গুরুগীতার উপদেশেরই গিলিতচর্ব্বণ মাত্র। গুরুবাদ সম্বন্ধে শঙ্করের নিজের মতের আভাস আমরা বিবেক-চূড়ামণিতেই লাভ করিতেছি। "হিতসুজনগুরূক্ত্যা গচ্ছতঃ স্বস্য যুক্ত্যা প্রভবতি ফলসিদ্ধিঃ সত্যমিত্যেব বিদ্ধি" ॥৮৩॥ "হিতজন, সাধুজন, এবং গুরুজনের উক্তিকে সহায় করিয়া যে ব্যক্তি নিজের যুক্তির দ্বারা চালিত হয়, সেই ব্যক্তিই ফললাভ করে, একথাই সত্য জানিবে।" বিবেকচূড়ামণিতে শঙ্কর ত্রিকালস্নানাদির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আবার বলিতেছেনঃ—"অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ। ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা" ॥১৩॥ সুহৃজ্জনের উপদেশের সাহায্যে বিচার করিলেই পর-

মার্থবিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়। স্নান দান অথবা শত প্রাণায়াম দ্বারাও সেই জ্ঞান লাভ হয় না"। ১৩। ইহাতে কোনরূপ অন্ধ গুরুবাদের গন্ধও নাই।

বেদান্তাচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্যও বলিতেছেন ঃ—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতং—'আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন, এবং পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিবে ইত্যাদি।' এই দর্শন, শ্রবণ, মনন, এবং বিজ্ঞান সাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল—বিস্ময়, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা,বিশ্বপ্রেম, এবং জগতের সেবা,—অথবা পূর্ণ মানবত্বের বিকাশ (Intellectual, emotional, and volitional)। বীজের ভিতরে বৃক্ষের ন্যায় মানবের পূর্ণত্ব এই ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্নিহিত। অথবা "সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীতাথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ"—ইত্যাদি ছান্দোগ্য বাক্যে ও শঙ্করের ব্রহ্মসাধনার সার মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ বেদান্ত এবং শঙ্করের মতে ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার অব্যাহত এবং সুস্থবিকাশই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়, গুরূপদেশাদি সহায়মাত্র। অপরাপর শিক্ষনীয় বিষয়সম্বন্ধে শিক্ষক-ছাত্র বা ওস্তাদ্‌-সাকরীত সম্বন্ধ যেরূপ এস্থলেও সেইরূপ। বেদান্ত এবং শঙ্কর উভয়েই নির্জ্জনচিন্তা এবং বিচারের পক্ষপাতী, কেহই অন্ধ গুরুবাদের পক্ষপাতী নহেন।

অনন্তর সেই পরম গুরুর নিকটে তত্ত্বোপদেশ লাভ করিয়া, গুরুপদে লুণ্ঠিত হইয়া, মণ্ডন বলিতে লাগিলেন ঃ—"হে গুরো, তোমার করুণা-কটাক্ষ লাভে আমি অন্ধকার হইতে মুক্ত হইলাম। আমার জীবন ধন্য হইল।" গুরুও প্রসন্ন হইয়া তাহার নাম সুরেশ্বর রাখিলেন। এই নামে তিনি জগতে শঙ্করের একজন প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। মণ্ডনের পত্নী যখন সরস্বতীর অবতার বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন, সেই সঙ্গেই বোধ হয় মণ্ডন ও সুরেশ্বর বা ব্রহ্মারূপে কল্পিত হইয়া থাকিবেন। অথবা এরূপও হইতে পারে যে মণ্ডনের নাম সুরেশ্বর হইলে পর, তাঁহার পত্নীও সরস্বতীর অবতার বলিয়া কল্পিতা হইয়াছিলেন। শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণান্তেও মণ্ডনাচার্য্য সুদীর্ঘকাল মগধদেশে মনোহর নর্ম্মদাতীরে অবস্থান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীশৈলে শঙ্করাচার্য্যের কাপালিক-বিজয় ;

হস্তামলক ও তোটকের শিষ্যত্ব।

৩২। শ্রীশৈলে শঙ্করাচার্য্যের অবস্থান।

মণ্ডনপণ্ডিতের সন্ন্যাসগ্রহণের পর শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণদিকে যাত্রা করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তিনি মহারাষ্ট্রদেশে উপনীত হইয়া তথায় স্বকৃত ভাষ্যসকল প্রচার করিলেন। স্থানে স্থানে তিনি বিরুদ্ধ-বাদী পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিয়া তাহাদের মত খণ্ডন করিলেন। অবশেষে তিনি বর্ত্তমান নিজামরাজ্যের অন্তর্গত শ্রীশৈলে * উপস্থিত হইলেন। শ্রীশৈলের অনুপম শোভা দর্শনে তাহার চিত্ত মুগ্ধ হইল। কোথাও বা প্রফুল্ল মল্লিকাপুষ্পের বিস্তীর্ণ বন, কোথাও বা প্রকাণ্ড পাদপ সকল তাহাদিগের অসংখ্য বাহু চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া সুগন্ধি বায়ুহিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। কোথাও বা মদমত্ত হস্তী সকল কেশরীকুলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত। তত্রত্য পাতালগঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করিয়া আচার্য্যদেব পথশ্রান্তি দূর করিলেন। পরে শৈলারোহণ করিয়া তথায় মল্লিকার্জ্জুননামীয় শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। শ্রীশৈলের অভ্রভেদী শৃঙ্গ দেখিতে অতি মনোহর। চতুর্দ্দিকে বিহঙ্গকুল যেন অলিকুলের সহিত মিলিততানে গান করিতেছে। সেই শৈলের পাদদেশ গঙ্গাদ্বারা রজত কটকের ন্যায় বলয়িত। ভ্রমরাম্বা নামাদেবীর সহিত একাসনে বিরাজমান সেই মল্লিকার্জ্জুনদেবকে প্রণিপাত করিয়া শঙ্কর বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। সেই দেবমন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘনসন্নিবিষ্ট আম্রাদিবৃক্ষের গভীর ছায়ার মধ্যে সূর্য্যরশ্মিও প্রবেশ করিতে অক্ষম। এজন্য স্থানটী অতি সুশীতল। তথায় পাতালগঙ্গা নদীর তীরে কিছুদিন বাস করিয়া শঙ্কর স্বীয় শিষ্যবর্গকে তাঁহার স্বরচিত সূত্রভাষ্য শিক্ষা

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন যে শ্রীশৈল ছাদার্ণমারাটা রেল পথের নেণ্ডিয়ান ষ্টেসন হইতে ৪০ মাইল দূরে। এই স্থানটি ভীষণ তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখনো এই স্থানে অর্ব্বুদ পর্ব্বতে বরোদা ও কটিবার প্রভৃতি প্রদেশে অঘোরী তান্ত্রিক সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়।

দান করিলেন। সুরেশ্বরাচার্য্যও এই সময়ে শঙ্করের সঙ্গেই অবস্থান করিতেছিলেন। শঙ্কর যখন নানাপ্রকার বিরুদ্ধমত খণ্ডন করিয়া তাঁহার স্বকৃত সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যা করিতেন, তখন সমাগত পাশুপত, শৈব, বৈষ্ণব, এবং মাহেশ্বর প্রভৃতি মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা তাহার ব্যাখ্যাতে দোষারোপ করিলে, সুরেশ্বর প্রভৃতি শঙ্করের প্রধান প্রধান শিষ্যগণই তাহাদিগকে বিচারে পরাজয় করিতেন। প্রতিবাদীদিগের মধ্যে অনেকে স্ব স্ব মতের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহা পরিত্যাগ করতঃ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। আবার যাঁহারা তাহাদের মধ্যে অতিশয় নীচমনা ছিলেন, তাঁহারা ঈর্ষ্যা-পরবশ হইয়া শঙ্করাচার্য্যের মৃত্যুকালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে, এই সময়ে শঙ্কর যখন স্বীয় ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়া শিষ্যবর্গের চিত্তরঞ্জন করিতেন, তখন বৈশেষিক, সাংখ্য, পাশুপত, শৈব, আর্হত, দৌর্গ বা শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, কৌমারিল, এবং তৌতাতিক (তুতাত ভট্ট) মতাবলম্বীদিগের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না।

৩৩। কাপালিক উগ্রভৈরব।

নর-কপালধারী ভৈরবনামক শিবমূর্ত্তি-বিশেষের উপাসক এক সম্প্রদায় তান্ত্রিকদিগের নাম কাপালিক। শঙ্করাচার্য্যের শ্রীশৈলে অবস্থানকালে একদা উগ্রভৈরব নামে একজন ধূর্ত্ত কাপালিক সীতাহরণোদ্যত রাবণের ন্যায় কল্পিত সাধুবেশে আচার্য্যের নিকটে উপস্থিত হইল। আচার্য্য তখন স্বরচিত সূত্রভাষ্য লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। আচার্য্যকে এইরূপে নির্জ্জনে পাইয়া কাপালিক মনে মনে ভাবিল যে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। শ্রুতিমধুর বাক্যে আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া সেই কাপালিক বলিতে লাগিল ঃ—

"হে মুনিবর, তোমার অনন্যসাধারণ জ্ঞান, অনবদ্য চরিত্র, এবং অসীম দয়ার কথা শুনিয়া তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার আশায় আমি উৎকণ্ঠিতচিত্তে তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। এই সংসারে একমাত্র তুমিই মোহপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছ, একমাত্র তুমিই যথার্থ অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়াছ, একমাত্র তোমারই দেহাত্মাভিমান ছিন্ন হইয়াছে। তুমি স্বয়ং অমানি হইয়া সকলকে সম্মান প্রদান করিয়া থাক। তুমিই সাক্ষাৎ শুদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ। দেবলোকেও তোমার অতুলকীর্ত্তি ঘোষিত হইতেছে। তোমার কৃপা-কটাক্ষ

লাভে সাধুদিগের সকল প্রকার আধিব্যাধি দূর হয়। তুমিই সর্ব্বগুণের আকর, ভূমণ্ডলে একমাত্র তুমিই পূজার পাত্র। তুমি সর্ব্ববিৎ, তথাপি তোমাতে অভিমানের লেশমাত্রও নাই। বিজয়শ্রী তোমারই বাক্যের দাস। তোমার বিরুদ্ধে কে কথা বলিতে সক্ষম? তুমি মহাবদান্য, যে হেতু তুমি আপনাকেও দান করিতে নিয়ত প্রস্তুত। তুমি অশেষ কল্যাণের আকর। তোমার মতন মহাপুরুষদিগের নিকটে কার্য্যার্থীরা অতি দুষ্প্রাপ্য অভীষ্টও লাভ না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে না। আমিও তোমা হইতেই আমার মহান্ অভীষ্ট লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইব। আমি কপালী-ভৈরবের তুষ্টি সাধনের জন্য বহুকাল যাবৎ যত্ন করিতেছি, সশরীরে কৈলাসধামে গমন করিয়া শিবের সহিত বিহার করিব, এই আশায় আমি শতবর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবান্ রুদ্রের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এইরূপ আশ্বাস দান করিয়াছেন যে, যদি আমি তাঁহার তুষ্টি সাধনের জন্য কোন সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষের, অথবা কোন ভূপতির মস্তক তাঁহার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে পারি, তবেই আমি আমার অভীষ্ট পুরুষার্থ লাভ করিব। ক্ষণকাল পরে আর সেই কপালী-ভৈরবকে দেখিতে পাইলাম না। (এরূপ দর্শন সত্য হইলে, তাহা সেই কাপালিকের মস্তিষ্কের বিক্রিয়া-জনিত (Hallucination) কি না, পাঠক বিচার করিবেন)। সেই হইতে আমি কোন সর্ব্বজ্ঞ মহাত্মার কিম্বা কোন ভূপতির মস্তক লাভের আশায় দিগ্‌দিগন্ত বিচরণ করিতেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোথাও কোন ভূমিপালের অথবা কোন সর্ব্বজ্ঞ মহাত্মার মস্তক লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। আজ তোমার দর্শন লাভ করিয়া আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আমার ভাগ্য ফিরিয়াছে। তুমিই যথার্থ সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ। লোকের হিতের জন্যই তুমি সংসারে বিচরণ করিতেছ। তোমার দর্শনে জীবের ভবপাশ ছেদন হয়। তোমার দর্শনে আমারও অভীষ্ট অবশ্য সিদ্ধ হইবে। হয় রাজা, না হয় সর্ব্বজ্ঞ, এই দুয়ের একজনের মস্তক লাভ হইলেই আমার সিদ্ধিলাভ নিশ্চয়। রাজার মস্তক লাভের আশা আমি মনেও স্থান দিতে পারি না। সর্ব্বজ্ঞত্ব গুণ ও একমাত্র তোমাতেই বর্ত্তমান। শিরঃপ্রদানদ্বারা তুমি আমার পুরুষার্থ সাধনের সহায় হইলে, সংসারে তোমার অতুল কীর্ত্তি চিরদিন থাকিবে, আমারও সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে। হে সত্তম, দেহের নশ্বরত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহাই কর। যাচ্‌ঞা করিতে আমারও সাহস হইতেছে না। এমন দাতা সংসারে কে আছে, যিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীয় শরীর পর্য্যন্ত

দান করিতে প্রস্তুত। কিন্তু তুমি বৈরাগ্যবান্। কাকশৃগালাদির সহিত সাধারণ এই তুচ্ছ দেহরূপ মলভাণ্ডে তোমার আমিত্বের অভিমান নাই। কেবলমাত্র পরের হিতের জন্যই তুমি দেহ ধারণ করিতেছ। এই স্বার্থপর সংসারে কেহই পরের ক্লেশ গ্রাহ্য করে না। সকলেই স্ব স্ব স্বার্থানুসন্ধানে রত। মানুষের কথা কি বলিব! দেবরাজ ইন্দ্রও বৃত্রাসুর বধের জন্য অস্ত্রনির্ম্মাণার্থ দধীচির নিকটে তাহার অস্থি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন! দধীচিও অকাতরে দেবকার্য্যে প্রাণপর্য্যন্ত দান করিয়া অক্ষয় স্বর্গসুখের অধিকারী হইয়াছিলেন। মহাপুরুষগণ জগতের হিতের জন্য দধীচির ন্যায় এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ পরিত্যাগ করিয়া চির-স্থায়ী কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই সংসারে কেহ কেহ দয়াতে পরিপূর্ণ হইয়া কেবল পরের জন্যই দেহ ধারণ করেন, প্রাণান্তেও তাঁহারা অহৈতুকী দয়া ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। আবার কেহ কেহ আমাদেরই ন্যায় দয়া-শূন্য, সর্ব্বদা স্বার্থনিষ্ঠ। হে ভগবন্, তুমি সংসারবাসনাবিহীন, পরোপকার সাধন ভিন্ন তোমার জীবন ধারণের অন্য কোন প্রয়োজন নাই। অস্মাদৃশ লোকেরা বাসনার দাস,যুক্তাযুক্ত বিচারে অক্ষম। আমরা দেখিতে পাই দধীচির ন্যায় জীমূত-বাহন * ও গরুড়কে স্বদেহ দান করিয়া শঙ্খচূড়নামক নাগকে রক্ষা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিলাভের অধিকারী হইয়াছিল। দেহধারীর পক্ষে তাহার দেহ দানযোগ্য নয়, এজন্য সাধুগণ আমার এরূপ দানপ্রার্থনার কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই আমার নিন্দা করিবেন। তাহা হয় হউক। বৈরাগ্যবান্ পরমার্থবিৎ মহাপুরুষের পক্ষে অদেয় কিছুই থাকিতে পারে না। নির্ম্মলচরিত্র সাধু মহাত্মার শিরঃকপাল লাভ করিতে পারিলে, নিশ্চয় আমার সিদ্ধি লাভ হইবে। তুমি ভিন্ন সেরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি কে আছে? হে ভগবন্ শিরঃ-প্রদান দ্বারা আমাকে কৃতার্থ কর। তোমার শ্রীচরণে নমস্কার।” এইরূপ বলিয়া সেই কাপালিক আচার্য্যের সম্মুখে ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। আত্মপ্রবঞ্চিত এই কাপালিকের কি আস্পর্দ্ধা,কি পাণ্ডিত্য, কি বাক্‌চাতুর্য্য! হায়, উপধর্ম্মের কি মহীয়সী শক্তি, অতি পণ্ডিতলোককেও কেমন অন্ধ করিয়া ফেলে! বৌদ্ধধর্ম্মের পতনসময় হইতে ভারতে ধর্ম্মের কিরূপ দুর্গতি হইয়াছিল, এই কাপালিকের দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ। তাহার কুসংস্কারগ্রস্ত ধারণানুসারে উগ্রভৈরবও ধার্ম্মিক, ধর্ম্মসাধনার উদ্দেশ্যেই সেই হতভাগ্য এই সাধু মহাত্মার শিরশ্ছেদ

* নাগানন্দ নাটক।

করিতে প্রস্তুত। তাহার দেবতার তুষ্টি সাধনের জন্যই সেই হতভাগ্য নরহত্যা করিতে প্রয়াসী!

কাপালিক উগ্রভৈরবকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন:—"আমি তোমার কথার নিন্দা করিতেছি না। আহ্লাদের সহিত আমি আমার শরীর তোমাকে প্রদান করিতেছি। শরীরের নশ্বরত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রার্থীকে তাহা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে! কাল নিয়ত এই শরীরকে যমালয়ের দিকে টানিতেছে। অতি যত্নের সহিত পোষণ করিলেও শরীরের পতন অবশ্যম্ভাবী। এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর দানদ্বারা যদি পরের প্রয়োজন সাধিত হয়, তবে তাহাই মানুষের পক্ষে পরমপুরুষার্থ। হে সিদ্ধিবিৎ, নির্জ্জনে চল। নির্জ্জনে বসিয়া সমাধি অবলম্বন করিয়া আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। প্রকাশ্যে তোমাকে আমার মস্তক দান করিতে সাহসী হইতেছি না। একান্তে চল। যদি আমার শিষ্যগণ আমাদের এই সঙ্কল্পিত কর্ম্ম জানিতে পারে, তবে তাহারা বিঘ্ন ঘটাইবে। আমিই তাহাদিগের একমাত্র অবলম্বন। নিজের শরীর ত্যাগ করাই লোকের পক্ষে অসহ্য, স্বীয় গুরুর শরীরত্যাগ তাহা অপেক্ষাও অধিক অসহ্য।" হায়, প্রশংসার কি মোহিনী শক্তি। প্রশংসার বিষ নিন্দা অপেক্ষাও শতগুণ তীব্রতর। অতিমাত্রায় সেবন করিলে অতি প্রবীণ ব্যক্তিরও মতিভ্রম ঘটিতে পারে। "আপনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন" শিষ্যবিষধরদিগের বদনগলিত এই সকল স্তুতিবাক্যরূপ সুধামাখা বিষ অবিরত পান করিয়া আমাদের দেশে কত সাধুমহাপুরুষ আত্মপ্রতারিত হইয়া আপনাকে লোকধর্ম্মের অতীত একপ্রকার "কিষ্ট-বিষ্টু" মনে করিয়া জনসাধারণকে পদধূলি বিতরণ করিতে করিতে—"তৃণাদপি সুনীচেন বৃক্ষাদপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"—আত্মার সুস্থ বিকাশের এই প্রশস্ত রাজপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। সাধুমহাপুরুষদিগের শিষ্যবর্গকে চরণধূলি দান করিতে করিতে কত সাধুমহাপুরুষের আত্মীয় পরিবারের এমন কি অপোগণ্ড শিশুসন্তানদিগেরও আত্মার সুস্থ বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, একবার তাহা ভাবিলেও প্রাণ ব্যথিত হয়। উগ্রভৈরবের প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া বরং তাহাকে তিরস্কার করাই আচার্য্যের উচিত ছিল। যে দেহ তিনি জগতের হিতের জন্য ধারণ করিতেছেন, সেই দেহ তিনি কিরূপে এক জন অজ্ঞানী কাপালিকের কুসংস্কার-অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন!

৩৪। শিরঃপ্রদানার্থ শঙ্করের সমাধি-প্রাপ্তি।

শিরঃপ্রদান বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের নিকটে আশ্বাস লাভ করিয়া, কাপালিক হৃষ্টচিত্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আচার্য্যদেবও সঙ্কল্পিত বিষয়ে শিষ্যদিগের কাহাকেও কিছু না বলিয়া নির্জ্জনে যাইয়া অবস্থান করিলেন। আচার্য্যের প্রধান শিষ্যগণ যখন কেহই নিকটে ছিল না, তখন সুযোগ বুঝিয়া উগ্রভৈরব ভীষণ কাপালিক সাধকের বেশ ধারণ করিয়া পুনরায় আচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইল। তাহার কণ্ঠদেশে কঙ্কালমালা, হস্তে ত্রিশূল, কপালে ত্রিপুণ্ড্র রেখা, মদের নিশায় তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, ঘূর্ণায়মান। কাপালিকের সেই ভীম মূর্ত্তি সম্মুখে দর্শন করিয়া, আচার্য্যদেব শরীরত্যাগের জন্য চিত্ত স্থির করিলেন, এবং ইন্দ্রিয় সকল প্রত্যাহার পূর্ব্বক নিশ্চলভাবে সমাধিস্থ হইলেন। যখন তিনি প্রণব জপ করিতে করিতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার আত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া গেল, শরীর নিশ্চল হইল। তাঁহার চিবুক জত্রু প্রদেশে স্থির হইল। তাঁহার অর্দ্ধবিবৃত বদনমণ্ডল ফুটন্ত পুষ্পের শোভা ধারণ করিল, উত্তান করতল জানূপরি পদ্মের শোভা বিস্তার করিল, তাঁহার দৃষ্টি নাসাগ্রে নিবদ্ধ হইল। তাঁহার অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রদ্বয় পুষ্প-মুকুলের শোভা ধারণ করিল। তাঁহার দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ দণ্ডের ন্যায় সমভাবে স্থির হইল। এইরূপে তিনি সিদ্ধাসনে * বসিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল পরমাত্মাতে সমাহিত করিয়া, কেবল ভাবে চিদানন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন,—বহির্জ্জগৎ তাঁহার সম্বন্ধে যেন বিলীন হইয়া গেল।

৩৫। পদ্মপাদের কাপালিকবধ।

সেই দুরাচার কাপালিক যোগীবরকে নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে অবস্থিত দেখিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া তাহাকে বধ করিবার মানসে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু বিধিই যেন বাদী হইয়া কাপালিকের মনোরথ বিফল করিল। আত্মায় আত্মায় বিনা তারে তাড়িৎ চলে। পাঠক তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না, জানি না। আত্মার তাড়িতের গতি বহিরিন্দ্রিয়ের অবিষয়, বুদ্ধিমনের অগোচর। কেহ তাহাকে বলিল না, তবু যেন কেন পদ্মপাদের মনে সহসা গুরুর জীবন সম্বন্ধে গভীর আশঙ্কার সঞ্চার হইল। সহসা গুরুর জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইল। পদ্মপাদ অস্থির হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে আচার্য্যের

* "মেঢ্রোপরি বিন্যস্য সব্যং গুল্ফং তথোপরি। গুল্ফান্তরং চ বিন্যস্য সিদ্ধাঃ সিদ্ধাসনং বিদুঃ" ॥ ধনপতিসূরি।

অন্বেষণে বাহির হইল। অন্বেষণ করিতে করিতে দূর হইতে পদ্মপাদ দেখিতে পাইল, এক দুরাচার কাপালিক ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া আচার্য্যকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। দর্শনমাত্র ভয়ে এবং ক্রোধে পদ্মপাদের শরীরে যেন আপাদমস্তক অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। পরে কি ঘটনা হইয়াছিল, মাধবাচার্য্যের বর্ণনা হইতে তাহা উদ্ধার করা কঠিন। সম্ভবতঃ পদ্মপাদ নৃসিংহকে স্মরণ করিতে করিতে তীরবেগে ধাবিত হইয়া সহসা যাইয়া পশ্চাৎ হইতে কাপালিকের হস্ত ধারণ করিয়াছিল। হজরত মহম্মদের জীবনে যেমন ঘটিয়াছিল, পদ্মপাদের দর্শনমাত্র বোধ হয় সেই কাপালিকেরও ত্রিশূল তাহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। সেই ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া বোধ হয় তাহারই আঘাতে পদ্মপাদ সেই হতভাগ্য কাপালিককে নিহত করিয়া আচার্য্যের জীবন রক্ষা করিয়াছিল। যাহা হউক, মাধবাচার্য্যের কবিত্বপূর্ণ কল্পিত বর্ণনাও এস্থলে দেওয়া যাইতেছে।

পদ্মপাদ গুরুকে বিপন্ন দেখিয়া ভক্তবৎসল নৃসিংহকে স্মরণ করিলেন। সেই নৃসিংহের প্রসাদে সহসা পদ্মপাদ মর্ত্ত্যভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং নৃসিংহরূপ ধারণ করিলেন। নৃসিংহের রুদ্রতেজ প্রকটিত করিয়া অতুল বিক্রমের সহিত তিনি সেই কাপালিকের দিকে ধাবিত হইলেন। নৃসিংহের পাদশব্দে ধরাতল কম্পিত হইল, সমুদ্রক্ষুব্ধ হইল। অদ্রিকূট সকল বিদীর্ণ হইল। অন্তরীক্ষ বিদলিত হইল। লোকের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল স্তম্ভিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে নৃসিংহের উদগ্র নখদংষ্ট্রাঘাতে পুরাকালের হিরণ্যকশিপুর ন্যায় (ভাগবত-৭স্কন্ধ) সেই ত্রিশূল-ক্ষেপণোদ্যত দুশ্চেষ্ট কাপালিকের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইল। কাপালিক নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলে পর, নৃসিংহের অট্টহাসে যেন আকাশপাতাল বিদীর্ণ হইল। সেই ধ্বনি শুনিয়া অপরাপর শিষ্যগণ ব্যাকুল চিত্তে আচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইয়া উগ্রভৈরবের শব ধরাশায়ী দেখিতে পাইল। আচার্য্যদেবকে যোগাসনে অবস্থিত এবং কাপালিকের দুরভিসন্ধিমুক্ত দেখিয়া তাহাদের চিত্ত স্থির হইল।

পদ্মপাদের বন্ধুবর্গ সবিস্ময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল :—"তুমি ভগবান্ নৃসিংহকে কিরূপে বশীভূত করিলে?" পদ্মপাদ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল :—"আমি পূর্ব্বে বলপর্ব্বত সমীপে কোন এক পবিত্র অরণ্যে বসিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ নৃসিংহের ধ্যানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলাম। তথায় একজন কিরাতযুবক আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল :—"হে সংযমী, তুমি কি উদ্দেশ্যে এতকাল এই গিরিগহ্বরে বাস করিতেছ?" আমি উত্তর

করিলাম ঃ—"হে কিরাত-তনয়, এই অরণ্যমধ্যে একটি অদ্ভুত মৃগ আছে। তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত মানবাকৃতি, পশ্চাদ্ ভাগ সিংহাকৃতি। তাহা আমার নয়ন গোচর হইতেছে না।" আমার কথা শুনিবামাত্র সেই ব্যাধ-তনয় বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগণ্য পবিত্র লতাদ্বারা বন্ধন করিয়া সেই নৃসিংহকে আমার সমক্ষে স্থাপন করিল। বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে আমি তখন নৃহরিকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"হে নৃহরে, মহর্ষিগণের ও বুদ্ধিমনের অগোচর হইয়া, তুমি কি কারণে এই কিরাতযুবকের বশীভূত হইলে?" সেই বিভু তখন উত্তর করিলেন ঃ—"এই কিরাত-যুবক যেরূপ একাগ্রমনে আমাকে ধ্যান করিয়াছে, ব্রহ্মাদি দেবগণও সেইরূপ করিতে সমর্থ হয় নাই। একাগ্রতার অভাবেই তুমিও আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হও নাই।" "এইরূপ বলিয়া আমাকে কৃপা করিয়া নৃসিংহ অন্তর্হিত হইলেন।" পাঠক লক্ষ্য করিবেন, যে সনন্দন "হাসিতে হাসিতে" এসকল কথা বলিয়াছিলেন। তাহার মনে পরিহাসের ভাব কিছু ছিল কি না কে বলিবে? পদ্মপাদের এই সকল কথা শুনিয়া আচার্য্যের শিষ্যবর্গ সকলে পরম আনন্দ লাভ করিলেন। এই সময়ে শঙ্করাচার্য্যেরও সমাধি ভঙ্গ হইল। কাপালিক-বধের সময়ে আচার্য্য স্বয়ং সমাধিস্থ ছিলেন। বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞানই ছিল না। পদ্মপাদ ভিন্ন কোন শিষ্যও তথায় উপস্থিত ছিল না। পদ্মপাদ নিজেই এই কাপালিক বধের ব্যাপারকে "স্বপ্নানুভূতমিব" বলিতেছেন। এরূপ অবস্থায় ঘটনার সত্যাসত্য পাঠকই বিচার করিবেন।

৩৬। সমাধি।

মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে, কাপালিক উগ্রভৈরব যখন শঙ্করকে বধ করিবার জন্য ত্রিশূলহস্তে অগ্রসর হইতেছিল, তখন শঙ্করাচার্য্য "অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে" অবস্থিত ছিলেন। সমাধি কি, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই বা কি, তাহা জানিবার জন্য পাঠকের ইচ্ছা হইতে পারে। ধর্ম্মসাধনার সঙ্গে সমাধি এবং দশা বা মূর্চ্ছার (Trance) যোগ যে কেবল আমাদের দেশেই আবদ্ধ, তাহা নয়,—রোমীয় খ্রীষ্টবাদিদিগের মধ্যে এবং মোসলমান্ সুফিদিগের মধ্যেও তাহা দৃষ্ট হয়। জানা যায় যে, সক্রেটিসের ও সমাধি না হউক, একপ্রকার দশা হইত, এবং তখন তিনি নানাপ্রকার বাণী শ্রবণ করিতেন। হজ্রৎ মহম্মদও একপ্রকার দশার অবস্থাতেই কোরাণের সুরা সকল লাভ করিতেন। দশার অবস্থাতেই সুইডেনবাসী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সাধু সুইডেনবর্গের ও নিউটন

প্রভৃতির প্রেতাত্মার সহিত নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক ("absolute vacuum,&c.") বিষয়ের আলোচনা হইত। সাধারণ লোকের ধারণা যে, এই দশার অবস্থা স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনিত। দশা যদিও স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনিত হইতে পারে, সমাধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সেরূপ বলা যায় না, কারণ 'সমাধি' বিশেষ প্রণালী-বদ্ধ সাধনার ফল। সমাধি ভারতেরই বিশেষ সম্পত্তি। আস্তিক-অনাস্তিক উভয়বিধ তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ পরীক্ষিত। পাতঞ্জল-যোগ-সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে সমাধিসম্বন্ধে যেরূপ দার্শনিক আলোচনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে সমাধিকে স্নায়বিক বিকারমাত্র বলিয়া কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না। একথা সত্য যে, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি আধুনিক উপনিষদ্ ভিন্ন অন্য উপনিষদে সমাধিসাধনার কোন উল্লেখ নাই। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—দর্শন শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন বা পুনঃ পুনঃ ধ্যানেরই উল্লেখ। নিরীশ্বর বৌদ্ধদিগের মধ্যে এবং বৌদ্ধ-শিক্ষাপ্রাপ্ত তৎপরবর্ত্তী পৌরাণিককালেই যে সমাধিসাধনার বিশেষ বিকাশ এবং বিস্তার হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই।

সে যাহা হউক, পাতঞ্জল যোগসূত্রে সমাধি এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহারই সংক্ষিপ্ত সারাংশ আমরা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। পাতঞ্জল 'ধ্যানের' সংজ্ঞা করিতেছেন ঃ—"প্রত্যয়ৈকতানতা"—অর্থাৎ প্রত্যয় বা অনুভূতির একাগ্রতা বা একনিষ্ঠতা। ধ্যানের স্বরূপই প্রত্যয় বা অনুভূতি, এবং প্রত্যয় বা অনুভূতি বলিতে সেই প্রত্যয় বা অনুভূতির বিষয়ও তাহারই অন্তর্নিহিত। ধ্যান যখন গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা স্বরূপ-শূন্য হইয়া, অর্থাৎ আপন প্রত্যয়-স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইয়া সেই প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত ধ্যেয় বস্তুতে লীন হইয়া ধ্যেয় বস্তুর আকার ধারণ করে,—"অর্থমাত্র-নির্ভাসং"। ইহাকেই বলে "মনসো হ্যমনীভাবঃ"। মনের অমনীভাবাত্মক সেই ধ্যানকেই "সমাধি" নামে অভিহিত করা যায় (বিভূতিপাদ—৩)। পাতঞ্জলের ব্যাস-ভাষ্যের টীকাকার বাচস্পতিমিশ্র বলিতেছেন ঃ—"ধনুর্দ্ধারী যেমন প্রথমে স্থূল লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে করিতে পরে সূক্ষ্ম লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, যোগীও সেইরূপ প্রথমে স্থূল পাঞ্চভৌতিক চতুর্ভুজাদি ধ্যেয় বস্তুর সাক্ষাৎকার সাধন করিতে করিতে পরে সূক্ষ্মের সাক্ষাৎকার সাধন করেন।" পাঠক লক্ষ্য করিবেন ঃ—এই সকল স্থূল পাঞ্চভৌতিক চতুর্ভুজাদি ধ্যেয় মূর্ত্তি সাধকের মনগড়ামাত্র, অথবা "কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন"। এরূপ সমাধি সম্পূর্ণই পুরুষতন্ত্র, স্ত্রীলোকে অগ্নিবুদ্ধির তুল্য। ইহাতে

অগ্নিতে অগ্নি-বুদ্ধির ন্যায়, শঙ্কর যাহাকে বলেন বস্তুতন্ত্র জ্ঞান, তাহার কিছুই নাই।

সমাধি দুই প্রকারঃ—(১) সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ বা সালম্ব, এবং (২) অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বীজ বা নিরালম্ব। আবার বীজ বা আলম্বনের ভেদ অনুসারে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও চারি প্রকারঃ—(ক) স্থূলবস্তু অবলম্বনে প্রবৃত্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নাম সবিতর্ক, (খ) বিতর্ক-রহিত সূক্ষ্মবস্তু অবলম্বনে প্রবৃত্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নাম সবিচার, (গ) বিচার রহিত আনন্দমাত্র অবলম্বনে প্রবৃত্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নাম সানন্দ, এবং (ঘ) আনন্দরহিত অস্মিতা বা 'আমি আছি' এই প্রত্যয় অবলম্বনে প্রবৃত্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নাম সাস্মিত। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নিরোধে সর্ব্বনিরোধ, এবং সেই সর্ব্বনিরোধেরই নাম অসম্প্রজ্ঞাত, বা নির্ব্বীজ, বা নিরালম্ব সমাধি (সমাধিপাদ—৫২)। (তাহাই বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ কি না, পাঠক বিবেচনা করিবেন)। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্বন্ধে পাতঞ্জলসূত্র আবার বলিতেছেন—"বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোহন্যঃ"—চিত্তবৃত্তির বিরাম বা অভাব প্রত্যয়ের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস-জনিত সংস্কারের শেষই অথবা চিত্তবৃত্তির নিরোধই অন্য, অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। আলম্বন বা বিষয়-রহিত হওয়াতে তখন মনে হয় যেন চিত্ত নাই। এইরূপ সর্ব্ববিষয়ের পরিত্যাগহেতু পুরুষ তখন আলম্বনরহিত এবং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠিত হয়। পাতঞ্জলের ভোজবৃত্তিকার বলিতেছেন ঃ—"যেমন সুবর্ণ সহ-যোগে সীসাকে উত্তাপিত করিলে সেই সীস আপনাকে এবং সেই সঙ্গে সুবর্ণের মলকেও দগ্ধকরে, সেইরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারাও সেই সর্ব্বনিরোধজনিত সং-স্কার তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী একাগ্রতা-জনিত সংস্কারকে এবং সেই সঙ্গে আপনাকে ও দগ্ধ করে (সমাধিপাদ—১৯)। ভোজবৃত্তিকার আরও বলিতেছেনঃ—"পুরুষঃ স্বরূপনিষ্ঠঃ শুদ্ধো ভবতি"—অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বীজসমাধিলাভ করিলে পুরুষ স্বরূপনিষ্ঠ এবং শুদ্ধ হয়। পাতঞ্জল মতে সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বীজ সমাধিরই বহিরঙ্গমাত্র (বিভূতি—৮)। একটী কথা এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—"ঈশ্বর-প্রনিধানাৎ বা"—"ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনা করিলেও সমাধি—সম্প্রজ্ঞাত অথবা অসম্প্রজ্ঞাত—লাভ হয়। ইহাদ্বারা আমরা দেখিতেছি পাতঞ্জলমতে ঈশ্বরারাধনাও সমাধিলাভের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে একটি উপায়মাত্র। পাতঞ্জলের মতে ঈশ্বরবাদী এবং নিরীশ্বরবাদী উভয়েই সেই সমাধিলাভের সমান অধিকারী। সমাধিই পাতঞ্জলের লক্ষ্য বা

উপেয়, ঈশ্বরারাধনা উপায় মাত্র। ইহাতে ঈশ্বরারাধনার গৌরব কতদূর রক্ষা হয়, ভগবদ্ভক্ত পাঠক তাহার বিচার করিবেন। বরং পাতঞ্জলোক্ত সমাধি-সাধনা যে নিরীশ্বর প্রধান, এবং নিরীশ্বর বৌদ্ধ এবং তৎপরবর্ত্তী পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সময়েই বিশেষ ভাবে প্রচলিত, ইহাদ্বারা তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। আবার এই নিরীশ্বর প্রধান সাধনার দিকে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য মিথ্যা প্রলোভনের ও প্রয়োজন। এজন্যই বোধ হয় যোগশাস্ত্রে বিভূতি এবং অষ্ট-সিদ্ধির এত প্রসার।

৩৭। বিভূতি।

সুধু "স্বরূপনিষ্ঠঃ" এবং "শুদ্ধঃ" হইবার আশায় জনসাধারণ সমাধি সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে না পারে, এই আশঙ্কায় সেই নিরীশ্বরপ্রধান বৌদ্ধ এবং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সময়ে অনিমাদি বিভূতি লাভের ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়। এই সকল বিভূতি লাভের আশায় সেই কালে নিরীশ্বরপ্রধান বৌদ্ধ এবং অন্যান্য যোগীগণ প্রাণপণে সমাধিসাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন, এবং অদ্যাপি অনেকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইতেন তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। পাতঞ্জল মতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিদ্বারা যে সকল বিভূতি লাভ হয় তাহা এই:—(১) অতীত এবং অনাগত জ্ঞান, (২) সকল প্রাণীর শব্দার্থজ্ঞান, (৩) পূর্ব্বজন্মবিষয়ক জ্ঞান, (৪) পরচিত্ত জ্ঞান, (৫) অন্তর্ধান শক্তি, (৬) হস্তীর ন্যায় বললাভ, (৭) সূক্ষ্ম এবং দূরবস্তু জ্ঞান, (৮) ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি, (৯) পরশরীরে প্রবেশ, এবং (১০) অনিমাদিসিদ্ধি * (বিভূতিপাদ ১৬-৩৭)।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার স্বরচিত বিবেকচূড়ামণিপ্রভৃতিতে অথবা তাঁহার সূত্রভাষ্যে যে ব্রহ্মসাধনার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে পাতঞ্জলোক্ত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং তাহার ফল আকাশগমনাদি বিভূতি লাভের কোন উল্লেখই নাই। এমন কি প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের বাহিরঙ্গ বলিয়া যোগ শাস্ত্রে যে সকল সাধনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, শঙ্কর দৃষ্টান্তরূপেই মাত্র সে সকলের উল্লেখ করিয়াছেন (২-১-২০)। সাধনার অঙ্গরূপে তিনি নিজে কোথাও তাহার উপদেশ করেন নাই। বিবেকাচূড়া-

* (১) অনিমা বা পরমাণুরূপতা, (২) মহিমা বা আকাশাদির ন্যায় মহত্ত্ব, (৩) লঘিমা বা তুলাপিণ্ডের ন্যায় লঘুত্ব, (৪) গরিমা বা লৌহপিণ্ডের ন্যায় গুরুত্ব, (৫) প্রাপ্তি বা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চন্দ্রাদিস্পর্শন-শক্তি, (৬) প্রাকাম্য বা ইচ্ছার অনভিঘাত, (৭) ঈশিত্ব বা স্বীয় শরীরাদির উপরে প্রভুত্ব, এবং (৮) বশিত্ব বা সর্ব্বভূতের উপরে প্রভুত্ব! ইহারই নাম অষ্টসিদ্ধি।

মণিতে তিনি চারিটী মাত্র সাধনার উল্লেখ করেন :—(১) নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, (২) ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ, (৩) শমাদিষট্‌কসম্পত্তি, এবং (৪) মুমুক্ষুত্ব। বিবেকচূড়ামণিতে তিনি শমাদিষট্‌ক নামে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, এবং শুদ্ধ বুদ্ধ নির্ম্মলস্বরূপ ব্রহ্মে চিত্তের সমাধানকে লক্ষ্য করিতেছেন। সূত্রভাষ্যের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের 'অথ' শব্দের 'অনন্তর' অর্থ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্কর বলিতেছেন:—"বলা আবশ্যক কিসের 'অনন্তর' ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উপদেশ। তাহা বলা যাইতেছে। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থভোগ-বিরাগ,শমদমাদি সাধনসম্পৎ,এবং মুমুক্ষুত্ব। এসকল থাকিলে, (যজ্ঞাদি) ধর্ম্মজিজ্ঞা-সার পূর্ব্বে ও যেমন পরে ও তেমন, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার থাকে। এ সকল না থাকিলে সে অধিকার কখনও থাকে না।" (১-১-১ ॥) শঙ্কর-ভাষ্যের 'রত্নপ্রভা' ব্যাখ্যা "সমাধান" শব্দের এইরূপ অর্থ করিতেছেন :— "নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া মনের অবস্থানের নামসমাধান।" আনন্দগিরি "সমাধানের" ব্যাখ্যা করিতেছেন :—"বিধিৎসিত শ্রবণাদির বিরোধী নিদ্রাদির নিরোধপূর্ব্বক চিত্তের অবস্থানের নাম "সমাধান।" ভামতী ব্রহ্মসাধনাবিষয়ক শ্রুতিবচনের ও উল্লেখ করিতেছেন :—"তস্মাচ্ছান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ, সর্ব্ব মাত্মনি পশ্যেৎ।" 'রত্নপ্রভা' শ্রদ্ধার অর্থ করিতেছেন, "সর্ব্বত্রাস্তিকতা।" বিভূতি সম্বন্ধে দেখা যায় সূত্রভাষ্যে শঙ্কর তাহার সমসাময়িকদিগের ধারণানুসারে শুকদেবের আকাশ-গমনের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। যোগীদিগের অলৌকিক বিভূতি লাভ সম্বন্ধে যে সকল উপকথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা সত্যই হউক অথবা অর্থবাদমাত্রই হউক, শঙ্করের স্বরচিত গ্রন্থপাঠে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না যে সত্য সত্যই তিনি নিজে কোন অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া-ছিলেন। আধুনিক শিক্ষিতদিগের মধ্যে যাহারা এই সকল বিভূতি লাভ

---

* কিমপি বক্তব্যং যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যতে। উচ্যতে—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহামুত্রার্থভোগবিরাগ:, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বং চ। তেষুহি সৎসু প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞা-সায়া ঊর্দ্ধং চ শক্যতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুং চ, ন বিপর্য্যয়ে। তস্মাদথ শব্দেন যথোক্তসাধন-সম্পত্ত্যানন্তর্য্যং উপদিশ্যতে। "ব্রহ্মসূত্র ১-১-১॥ 'রত্ন প্রভা' ব্যাখ্যা :—"লৌকিকব্যাপারাৎ মনস উপরমঃ শমঃ। বাহ্যকরণানামুপরমো দমঃ জ্ঞানার্থং বিহিতনিত্যাদিকর্ম্মসংন্যাস উপরতিঃ। শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহনং তিতিক্ষা। নিদ্রালস্যপ্রমাদত্যাগেন মনঃস্থিতিঃ সমাধানং। সর্ব্বত্রাস্তিকতা শ্রদ্ধা। এতৎষট্‌কপ্রাপ্তিঃ "শমাদি সংপৎ।"

করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, তাহারা অনেকেই ঔষধরূপে হইলেও অতি-মাত্রায় আফিম্‌সেবী। তাহাদের কথার উপরে কোন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না। অপরদিকে একথা অতি সত্য যে অলৌকিক শক্তির পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া আমাদের দেশ এবং সমাজ লৌকিক শক্তি লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবীর অপরাপর জাতির তুলনায়, অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

৩৮। উপনিষদে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে সমাধিসাধনা।

প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য উপনিষদ্‌সকলের মধ্যে যে যোগ অথবা ধ্যান এবং সমাধি-সাধনা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং স্বাভাবিক। মুণ্ডকের (২-২-৩,৪) "ধনুর্গৃহিত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সংধয়ীত" "শরবৎ তন্ময়োভবেৎ" ইত্যাদি তাহারই নিদর্শন। শ্বেতাশ্বতর অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদ্। অন্যান্য উপনিষদের সহিত ইহার ভাষার তুলনা দ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হয়। শ্বেতাশ্বতরে (২—৮ হইতে ১৪) যোগের যে বর্ণনা আছে, তাহাতেই দেখা যায় যে সেই পুরাতন বিশুদ্ধ মূল হইতে এই উপনিষদ্ যেন কতক পরি-মানে ভ্রষ্ট হইয়াছে। এই উপনিষদেই দেখা যায় যে যোগের অঙ্গরূপে মুণ্ডকের "উপাসা-নিশিতং" ("সন্ততাভিধ্যানেন তনূকৃতং সংস্কৃতমিত্যেতৎ"—(শঙ্কর)) এর পরিবর্ত্তে প্রাণায়ামসাধনা সূচিত হইতেছেঃ—"প্রাণান্ প্রপীড্যেহ স যুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত" ("প্রাণায়াম-ক্ষপিতমনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতং ভবতি"—(শঙ্কর))। সেই সঙ্গেই আবার এই উপনিষদে যোগসাধনা-দ্বারা কোন কোন প্রকার অলৌকিক শক্তিলাভের ও উল্লেখ দৃষ্ট হয়ঃ—"ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং। লঘুত্বমা-রোগ্য মলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ। গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষ মল্লং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি।" ইহাদ্বারা দেখা যায় উপনিষদ্-সিদ্ধ বিশুদ্ধ যোগ উপনিষ-দেরই শেষ সময়ে কত দূর বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব আবার এই যোগ-সাধনার শোধন করেন। মূলের প্রতি দৃষ্টি করিলে বলা যায় বুদ্ধদেবের যোগ-সাধনা সেই উপনিষদুক্ত "শরবত্তন্ময়োভবেৎ" রূপ বিশুদ্ধ যোগ সাধনারই পুনরুদ্দীপনা-মাত্র,—অতি বিশুদ্ধ এবং স্বাভাবিক। মুণ্ডকের "অক্ষরব্রহ্মে তন্ময়ত্ব" প্রাপ্তি আর বুদ্ধের "সমাধি" লাভ একই—জীবাত্মার কেবল ভাবে অথবা স্বরূপে অবস্থান। বুদ্ধদেবের পরেও যে তাঁহার শিষ্যগণ কিছুকাল এই যোগ সাধনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রথমে প্রাতঃসন্ধ্যা নির্জ্জনে বসিয়া পাঁচ প্রকার ভাবনা সাধন করিতেন,

:—১। মৈত্রী বা শত্রুমিত্র সকলের কল্যাণ কামনা, ২। করুণা বা পরের দুঃখে সমবেদনা এবং পরের দুঃখ মোচনের উপায় চিন্তা, ৩। মুদিতা বা পরের সুখে সুখী বোধ এবং পরের সুখ বৃদ্ধির চিন্তা, ৪। অশুভ বা শরীরের অশুদ্ধত্ব এবং ক্ষণভঙ্গুরত্ব চিন্তা, ৫। এবং উপেক্ষা বা উচ্চনীচ সর্ব্বপ্রাণীতে এবং ভালমন্দ সর্ব্ব ব্যাপারে সমদর্শিতা। এইরূপ "ভাবনা" সাধনদ্বারা প্রস্তুত হইলে পর ভিক্ষুগণ ধ্যান বা চিত্তের একাগ্রতা এবং বিষয়াসক্তিশূন্যতা সাধন করিতেন। গভীরতা অনুসারে বৌদ্ধগণ ধ্যানেরই চারিটি সোপান নির্দ্দেশ করেন। তাহার শেষ-সোপান ধ্যেয় বিষয়ের সহিত জীবের তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি। বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহারই নাম সমাধি। বৌদ্ধমতে জীব সমাধির সোপানে আরোহন করিলে কেবল ভাব লাভ করে। তখন তাহার "ভাবজ্ঞানও থাকেনা অভাবজ্ঞান ও থাকেনা"। তখন চিত্ত সম্পূর্ণ দুঃখমুক্ত হইয়া শান্তি সলিলে নিমগ্ন হয়। পাতঞ্জলের সংজ্ঞামত এই অবস্থাকেই এক প্রকার "অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি" বলা যায়। পাতঞ্জলোক্ত বিভূতি এবং অনিমাদি সিদ্ধির ও অঙ্কুর আমরা বৌদ্ধ-শাস্ত্রেই দেখিতে পাই। যদিও বৌদ্ধ ভিক্ষুর পক্ষে দীক্ষাকালেই আপনার প্রতি দৈবী শক্তির আরোপ করা নিষিদ্ধ হইত, কারণ বুদ্ধের অল্পকাল পরেই দেখা গিয়াছিল ভিক্ষুদিগের মধ্যে নানাপ্রকার ভণ্ডামিও স্থান পাইত,—তথাপি বৌদ্ধ-শাস্ত্রেও সমাধি দ্বারা ছয় প্রকার "অভিজ্ঞা" বা দৈবীশক্তি উপার্জ্জনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় :—যথা, দিব্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, পরচিত্তজ্ঞান, জাতিস্মরত্ব, শত্রু-দমন-ক্ষমতা, এবং ঋদ্ধি বা লোকাতীত শক্তি। এ সকল পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পাতঞ্জলোক্ত যোগসাধনা বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের ধ্যান সাধনার, এবং পাতঞ্জলোক্ত বিভূতি এবং অনিমাদি সিদ্ধি বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের "অভিজ্ঞা" বা দৈবীশক্তিরই বর্দ্ধিত এবং অধিকতর বিকারপ্রাপ্ত সংস্করণমাত্র। এতদ্দ্বারা পাঠক বুঝিবেন বৌদ্ধধর্ম্ম আজ ও আমাদিগের কতদূর নিকটে। (রণজিৎ সিংহের যোগীর সমাধির বিবরণ এবং ভূকৈলাসের যোগীর সমাধি সম্বন্ধে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দ্রষ্টব্য। ভারত-বর্ষীয় উপাসক, দ্বিতীয় ভাগ, (পৃঃ ১২০—১২৩))।

৩৯। দানধর্ম্ম সেকালে, আর একালে :—দাতা গোপীনাথ।

সে কালের দানধর্ম্মের কিরূপ আদর্শ ছিল, বুদ্ধজাতকে সে সম্বন্ধে নানারূপ উপকথা দৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে রাজকুমার বিশ্বন্তর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দানধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তখন তিনি প্রার্থীকে তাঁহার

সতীসাধ্বী স্ত্রী মাদ্রীকে ও দান করিয়াছিলেন। আবার বুদ্ধ যখন তাহার পূর্ব্বজন্মে শশক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আহার প্রার্থীর আহার যোগাইবার জন্য তিনি আপনাকে অপনি অগ্নিসাৎ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের দান-শীলতার অনুকরণে শঙ্করশিষ্যগণ ও শঙ্করের সম্বন্ধে দেহদান-বিষয়ক এই *একটী উপকথা রচনা করিয়াছেন, এরূপ মনে করা অসঙ্গত। তবে জিজ্ঞাস্য হইতেছে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার দ্বারা জগতের দুঃখভার মোচন করিবেন, এই উদ্দেশ্যে জগতের কার্য্যে আত্মদান করিয়া শঙ্কর কিরূপে আবার এক পশুকল্প সুরাপায়ী অজ্ঞানান্ধ নৃশংস কাপালিকের অসঙ্গত আব্দার রক্ষা করিবার জন্য আত্মদান করিলেন? জ্ঞানী হইয়া তিনি নরবলি প্রথার পৃষ্ঠপোষণ করিলেন কিরূপে? এ সকল প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্রই বলা যায় যে দানধর্ম্মের আদর্শ একালে যেরূপ সেকালে সেরূপ ছিল না। মহানুভাব স্বর্গীয় তারক পালিত, অথবা দেবকল্প মহাত্মা রাসবিহারী ঘোষ দানধর্ম্মের যে উদার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, শঙ্করের দেহদান কার্য্যকে সেই আদর্শ দ্বারা বিচার করিতে গেলে, কেহই তাহা অনুমোদন করিবেন না। আধুনিক ইয়োরোপীয়দিগের দানের আদর্শ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে:—"যদি কাহারো সর্ব্বনাশ করিতে ইচ্ছা কর, যদি কাহারো শরীরকে শক্তিহীন করিতে ইচ্ছা কর, যদি অভাবের কষাঘাতে কাহারো মানসিক বলবিকাশ রোধ করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহার নিকট হইতে কোন প্রতিদান গ্রহণ না করিয়া তাহাকে অনবরত সাহায্যদান করিতে থাক।" এই ইয়োরোপীয় আদর্শ অতিরঞ্জিত হইলে ও ইহা যে অনেক পরিমাণে সত্য তাহা ভারতীয় ভিক্ষুকশ্রেণী, সন্ন্যাসীশ্রেণী, অথবা ভিক্ষাব্যবসায়ী নিম্নস্তরের ব্রাহ্মণশ্রেণীর আত্মসম্মানবর্জ্জিত হীন চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেই অনেক পরিমাণে প্রমাণিত হইবে।

এস্থলে কথঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইলে ও আমরা পাঠকের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের একজন ঐতিহাসিক দাতার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। প্রায় দুইশত বৎসর অতীত হইয়াছে, ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ নামক পল্লীগ্রামে দাতা গোপীনাথ নামে একজন উদারচেতা, বদান্য, মহাপুরুষ বাস করিতেন। তিনি সে কালের একজন অতি সম্মানিত জমিদারের প্রধানতম কর্ম্মচারী ছিলেন। নিজের অথবা নিজ পরিবারের জন্য কিছুই সঞ্চিত না রাখিয়া প্রার্থীগণ যখন যে যাহা চাহিত তখনি তাহাকে তাহা দান করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। দানের কালাকাল পাত্রাপাত্র অথবা

ফলাফল কিছুই বিচার করিতেন না। স্নান করিয়া উঠিয়াছেন এমন সময়ে কেহ তাহার কাপড় খানা চাহিলে অমনি তাহা দান করিয়া গামোছা পরিধা তিনি ঘরে আসিতেন। পায়খানা হইতে আসিয়াছেন, তখন কেহ গাড়ুটি চাহিলে অমনি তাহা দান করিতেন। পাল্কি করিয়া যাইতেছেন, তখন কেহ পাল্কিটি চাহিলে অমনি তাহা দান করিয়া পদব্রজে চলিয়া যাইতেন। তিনি যখন বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহার জননী, পাছে গোপীনাথ বাড়ির সমস্ত বস্ত্রাদি দান করিয়া ফেলেন, এই ভয়ে বাহিরে রৌদ্রে কাপড় চোপড় ইত্যাদি যাহা কিছু থাকিত, তাহাই তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়া লুকাইয়া ফেলিতেন। তাঁহার সময়ে ঢাকাই বাঙ্গালার নবাবের রাজধানী ছিল (খ্রীষ্টাব্দ ১৭০৮ হইতে ১৭১৯)। তিনি জমিদারীর খাজনা লইয়া একবার ঢাকায় নবাবের সাক্ষাতে গিয়াছিলেন। তখন ঢাকার দরিদ্র ভিক্ষুকেরা ভিক্ষার জন্য তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলে পর তিনি হরিলুটের বাতাসার মত রাজস্বের টাকা ছড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে রাজস্বের সমস্ত টাকা দান করিয়া গোপীনাথ রিক্তহস্তে নবাব সরকারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্যাপার অবগত হইয়া নবাব সায়েস্তা খাঁ গোপীনাথের কারাবাসের আদেশ করিলেন। গোপীনাথ কারারুদ্ধ হইলে পর তাঁহার অলোকসামান্য দানশীলতার কথা নবাবের কর্ণগোচর হইল। তাহাতে দাতার প্রতি নবাবের শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। তিনি কারামুক্ত হইলেন। নবাব গোপীনাথের দানশীলতার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। নানা দেশ হইতে সমাগত জমিদার কর্ম্মচারীদিগকে নবাব এক এক যোড়া শাল বক্‌সীস্ প্রদান করিলেন। পরে নবাব তাঁহার একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে গোপীনাথের শাল জোড় চাহিবার জন্য বলিলেন। ভৃত্য চাহিবামাত্র গোপীনাথ তাহাকে শাল জোড় দান করিলেন। পরদিন দরবারের পর একজন লোক পাঠাইয়া নবাব গোপীনাথকে জানাইলেন যে শাল বদল হইয়াছে। যে শাল গোপীনাথকে দেওয়ার কথা, তাহা না দিয়া অন্য শাল তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। গোপীনাথ কিছু না বলিয়া বাজার হইতে অবিকল ঐরূপ একযোড়া শাল ক্রয় করিয়া নবাবের হুজুরে পাঠাইয়া দিলেন। তদ্দর্শনে নবাব অত্যন্ত প্রীত হইয়া গোপীনাথকে "দাতা" খেতাব প্রদান করেন। দাতার জীবনের আর একটি ঘটনা প্রায় শঙ্করের দেহ-দানেরই তুল্য। গোপীনাথের অষ্টবর্ষীয় একটিমাত্র পুত্র ছিল। তাহার হাতে সোণার একযোড় বলয় ছিল। সেই স্বর্ণ-বলয়ের প্রতি গ্রামের একজন পূজারি ব্রাহ্মণের লোভ হইল। দ্বিজবন্ধু বালককে ভুলাইয়া সঙ্গে করিয়া নিকটবর্ত্তী

এক জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। নিবিড় জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সেই বালককে বধ করিয়া সেই দ্বিজবন্ধু তাহার হস্তস্থিত সুবর্ণ-বলয় আত্মসাৎ করিল। পরে বহু অনুসন্ধানের পর নিবীড় জঙ্গলের ভিতরে সেই শিশুর মৃতদেহ পাওয়া গেল, এবং সেই সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণপুঙ্গবের কীর্ত্তি ও প্রকাশিত হইল। তাঁহার ঘর হইতে বালকের সুবর্ণ বলয় ও বাহির হইল। পাড়ার লোকেরা সেই পূজারিকে বান্ধিয়া বলয়সহ দাতার নিকটে উপস্থিত করিল। তখন গোপীনাথ শোক সম্বরণ করিয়া এইমাত্র বলিলেনঃ—"বৃথা আর ব্রাহ্মণকে কেন যন্ত্রণা দিতেছ। তাহাকে যন্ত্রণা দিলে আমার পুত্র ফিরিয়া আসিবে না। বন্ধন খুলিয়া দেও।" দাতার আদেশে সেই নৃশংস দ্বিজবন্ধু বন্ধনমুক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, তখন দাতা তাঁহার পার্শ্বচরদিগকে বলিলেনঃ—"সুবর্ণ বলয়-যোড়ও তাহাকেই প্রদান কর। ইহারই লোভে ব্রাহ্মণ এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে।" দাতা পাত্রাপাত্র বিচার করিলেন না। সেই বালঘাতী দ্বিজবন্ধুকেই বলয় যোড় ও প্রদান করিলেন; এইরূপে দাতা গোপীনাথ জন্মের-মত নিঃসন্তান হইলেন। এই ত সে কালের দান ধর্ম্মের আদর্শ। এই আদর্শদ্বারাই শঙ্করের ও দেহদানের বিচার করিতে হইবে।

৩০। গোকর্ণ ও হরিশঙ্কর তীর্থে শঙ্করের গমন।

অনন্তর শঙ্কর দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিয়া তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে কর্ণাট (মহীশূর) প্রদেশস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তি গোকর্ণ-তীর্থে উপনীত হইলেন। গোকর্ণ অতি পুরাতন তীর্থ,—শ্রীমদ্ভাগবতে ও ইহার উল্লেখ আছে, "গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র ধূর্জ্জটেঃ" ঃ—"গোকর্ণ শিবের প্রিয়স্থান,—তথায় তাঁহার সান্নিধ্য লাভ হয়।" সমুদ্রতীরবর্ত্তি সেই গোকর্ণতীর্থে উপস্থিত হইয়া শঙ্কর কিছুকাল সমুদ্রতরঙ্গের অনুপম শোভা সন্দর্শন করিলেন। পরে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া মহাদেবের বিগ্রহ দর্শন করিলেন। সেই বিগ্রহের বামার্দ্ধ বধূমূর্ত্তি। শঙ্কর প্রণামান্তে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেনঃ—"হে স্মরারি, তোমার দেহের দক্ষিণভাগ মেঘের শোভা এবং বামভাগ বিদ্যুতের শোভা বিস্তার করিতেছে। দক্ষিণভাগে তুমি নবতৃণভক্ষণরত মৃগমূর্ত্তি ধারণ করিতেছ। এবং তোমার বামভাগে পার্ব্বতীর করে শস্যভক্ষণরত শুকপক্ষী শোভা পাইতেছে। পার্ব্বতীর কণ্ঠের সহিত তোমার কণ্ঠ সংলগ্ন থাকাতে তোমার কণ্ঠস্থিত হলাহল প্রভাশূন্য হইয়াছে। আমি তোমার সেই দেহকান্তি ধ্যান করি। তোমার দেহকান্তি ও আমারই স্বরূপ। ভূমা পরমাত্মার সহিত

আমাদের উভয়ের একত্ব হেতু তোমার আমারও একত্ব।" এইরূপে গোকর্ণ-নাথের ত্রিগুণাতীত স্বরূপের স্তব সমাপন করিয়া শঙ্কর আনন্দমনে সেই পবিত্র-ক্ষেত্রে তিন রাত্রি বাস করিলেন।

অনন্তর গোকর্ণ পরিত্যাগ করিয়া শঙ্কর হরিশঙ্কর তীর্থে গমন করিলেন। সেই তীর্থ দর্শনমাত্র তাঁহার মনে হইল যেন তথায় বৈকুণ্ঠ এবং কৈলাস একত্রে ধরাতলে অবতীর্ণ। ভেদবাদিদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিবার জন্যই যেন হরিশঙ্কর দেবদ্বয় নিজদেহে অদ্বৈতমুদ্রা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। আচার্য্য সেই দেবদ্বয়কে প্রণাম পূর্ব্বক দ্ব্যর্থযুক্ত স্তুতিবাক্যে একত্রে উভয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন।

৪০। মূকাম্বিকা তীর্থে শঙ্করের গমন।

শঙ্কর তথা হইতে মূকাম্বিকানামক তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন, এক দ্বিজদম্পতি তাহাদের একটি-মাত্র পুত্রের মৃতদেহ অঙ্কে ধারণ করিয়া আকুল প্রাণে রোদন করিতেছে। তাহাদের দুঃখ দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া শঙ্করও দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাদের সঙ্গে শোক করিতে লাগিলেন। শঙ্কর সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইলে পর সহসা তথায় এক দৈববাণী শ্রুতিগোচর হইল:—"যে ব্যক্তি রক্ষা করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে দয়া কেবল দুঃখেরই কারণ হয়।" সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন:—"একথা অতি সত্য, তুমিই ত্রিসংসারের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। দয়া তোমারই পক্ষে শোভা পায়। নিশ্চয়ই এই দ্বিজদম্পতির প্রতি তুমি দয়া প্রকাশ করিবে।" যতিবর এইরূপ বলিবামাত্র ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল। দর্শকবৃন্দ আচার্য্যের এইরূপ প্রভাব দর্শনে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইল। (মাধবাচার্য্য কি যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়ার অনুকরণে ইহা লিখিয়াছেন?) যাইতে যাইতে শঙ্কর মূকাম্বিকাতীর্থে উপস্থিত হইলেন। সেই তীর্থস্থান অতি সুরম্য। তাহার চতুর্দ্দিক্ শাল, রসাল, হিন্তাল, তমাল প্রভৃতি বৃক্ষরাজিদ্বারা মালার ন্যায় বেষ্টিত। সাধকদিগের সিদ্ধিলাভের জন্য এই স্থান বিশেষ উপ-যোগী। মূকাম্বিকার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অম্বিকার পূজা করিয়া যোগীবর অতুল ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিলেন। ভক্তির আবেগে শঙ্করের চক্ষুদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, তাহার গাত্র রোমাঞ্চিত হইল। (পাঠক মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জগন্নাথ দর্শনের কথা স্মরণ করিবেন)। ভক্তিভরে অতি সুললিত ভাষায় তিনি ভগবতীর স্তব করিতে লাগিলেন:—"হে দেবী, তোমার চরণ-

কমলে অনন্ত জ্যোতি বিদ্যমান, তাহা হইতে ষষ্ঠ্যুত্তর ত্রিশত রশ্মি *(১) (বৎসরের ৩৬০ দিবস) নির্গত হইয়া অগ্নি, সূর্য্য, এবং সোমরূপে এই জগৎ আলোকিত করিতেছে। তোমাকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়াই যেন সাধুগণ তোমার নিকটে বসিয়া ও আবাহনাদি *(২) চতুঃষষ্ঠি মানস উপচারে নিত্য তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। হে অম্ব, বিশুদ্ধ জ্ঞানীগণই ধন্য,—যাঁহারা তোমার সন্তোষার্থে শিরস্থিত ধ্রুবমণ্ডলনামক সহস্রদলপদ্মে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অন্তরে অন্তরে একটি একটি করিয়া আবাহনাদি তোমার চতুঃষষ্ঠি উপচারের সম্যক্ অনুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র হয়েন। হে অম্ব, নিম্নশ্রেণীর সাধকেরা তোমার বাহ্য আরাধনায় রত। মধ্যম শ্রেণীর সাধকেরা বাহ্য এবং অধ্যাত্ম উভয়বিধ সাধনায় রত। যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক, তাঁহারা তোমার আরাধনা করেন না; কারণ তোমার সহিত সর্ব্বদা একত্ব সাধনেই তাহাদের নিষ্ঠা। হে অম্ব, তুমিই কালাগ্নিরূপে জগৎ সকল দগ্ধ কর। আবার তুমিই জগৎ সকল সৃজন করিয়া অমৃতরূপে স্বয়ং তাহাতে প্রকাশিত হও। যাহারা তোমার সেই অমৃতময়ী পালয়িত্রী রূপ ধ্যান করেন, তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তৃপদের অধিকারী হয়েন। গুরূপদেশ লাভ করিয়া যাঁহারা সমাধিযোগে "আমিই তিনি" (সোঽহং) এই ভাবে তোমাকে অনুভূতির বিষয় করিতে সমর্থ হয়েন, তাহারাই অদ্বৈতজ্ঞানের সারতত্ত্ব আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হয়েন। যাঁহারা ঐহিক ভোগসুখে আসক্ত, তাঁহারা তোমাকে (পায়ুপ্রদেশস্থ) চতুর্দ্দল মূলাধার চক্রে, অথবা তদুপরিস্থ (লিঙ্গমূলে) ষড়দল স্বাধিষ্ঠান চক্রে তোমার আরাধনা করেন। যাঁহারা নাভিদেশস্থ মণিপূরক নামক দশদল চক্রে তোমার আরাধনা করেন, তাঁহারাও তোমার নগরের বাহিরেই বিচরণ করেন। হে দেবী, যাঁহারা হৃদিস্থিত অনাহত নামক দ্বাদশদল চক্রে তোমার ভজনা করেন, তাঁহারা তোমার নগরের মধ্যে বাস করেন। যাঁহারা কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধ নামক ষোড়শদল চক্রে তোমার ভজনা করেন, তাঁহারা তোমার সামীপ্য লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞানামক শতদল চক্রে তোমার ভজনা করেন, তাঁহারা তোমার সহিত সমান ভোগের (সালোক্য লাভের) অধিকারী

---

*(১) ষষ্ঠ্যুত্তরৈস্ত্রিশতৈ র্নিশ্বাসৈ র্নাড়িকা স্মৃতা।
দ্বিনাড়িকা মুহূর্ত্তঃ স্যাৎ ত্রিংশদ্ভি স্তৈরহর্নিশং॥
শঙ্করাচার্য্যের নামে পরিচিত প্রপঞ্চসার ১॥

*(২) আবাহন, আসন, আরোপন, সুগন্ধি তৈলাভ্যঙ্গ, মজ্জন, শালাপ্রবেশাদি উপচার। শঙ্করাচার্য্য কৃত "নির্গুণ মানসপূজা" দ্রষ্টব্য।

হয়েন। আর যে সাধকশ্রেষ্ঠ ঐক্যসাধনাদ্বারা ধ্রুবমণ্ডলসংজ্ঞক শিরঃস্থিত সহস্রদল পদ্মে তোমার অনুসন্ধান করেন, তিনি মোহমুক্ত হইয়া তোমার সহিত সাযুজ্য লাভ করেন।" স্তব সমাপনান্তে শঙ্কর কিছুদিন সেই মূকাম্বিকাতীর্থে বাস করিলেন।

এই সকল স্তব যে শঙ্করাচার্যের স্বরচিত, মাধবাচার্য্য এরূপ বলেন না। শঙ্করের নিজের ভাষার সহিত এসকলের ভাষার তুলনা করিলেই সেরূপ মনে করিবারও কোন কারণ থাকে না। বিবেকচূড়ামণিতে অথবা সূত্রভাষ্যে শঙ্কর প্রাণায়াম, অথবা ষটচক্রভেদ, অথবা হটযোগীদিগের অবলম্বিত অন্য কোন সাধনপ্রক্রিয়ার কোন উল্লেখ করেন না। এ সকল স্তব মাধবাচার্য্যের স্বরচিত মনে করাই সঙ্গত। তবে যাহারই রচিত হউক, এ সকল স্তব শঙ্করের অদ্বৈতসাধনার ভাবেই পরিপূর্ণ। "তোমার দেহ কান্তিও আমারই স্বরূপ। ভূমা পরমাত্মার সহিত আমাদের উভয়ের একত্ব হেতু, তোমার আমারও একত্ব"। "দেবদ্বয় নিজদেহে অদ্বৈতমুদ্রা অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন"। "যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক, তাঁহারা তোমার আরাধনা করেন না, কারণ তোমার সহিত সর্ব্বদা একত্বসাধনেই তাঁহাদের নিষ্ঠা"। এই অদ্বৈতসাধনা অথবা সর্ব্বাত্মসাধনাই শঙ্করের ও ব্রহ্ম-সাধনার মূল সূত্র।

৪১। দেবদেবী সম্বন্ধে শঙ্করের মত।

আমরা পূর্ব্বোক্ত বর্ণনাতে দেখিতে পাই, তীর্থভ্রমণ কালে শঙ্কর সর্ব্বত্র দেববিগ্রহ সকল দর্শন করিয়া অদ্বৈতভাবে তাহাদের পূজাবন্দনাদি করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এ সকল বন্দনা মাধবাচার্য্যেরই রচনা। দেবদেবী সম্বন্ধে শঙ্কর নিজে তাঁহার স্বরচিত ভাষ্যাদি গ্রন্থে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন :—"দেবগণ বিগ্রহবান্ স্বীকার করিতে হয়। যদিও তাহারা তাহাদের ঐশ্বর্য্য বলে যুগপৎ অনেক কর্ম্মসম্বন্ধী হবিঃ ভোগ করিতে সমর্থ, তথাপি বিগ্রহবান্ হওয়াতে তাহারা আমাদেরি তুল্য জন্মমরণশীল"। "ইদানীংতু বিগ্রহবতী দেবতা ভ্যুপগম্যমানা যদ্যপ্যৈশ্বর্য্য-যোগাৎ যুগপৎ অনেককর্ম্ম-সংবন্ধীনি হবীংসি ভুঞ্জীত—তথাপি বিগ্রহযোগাৎ অস্মদাদিবৎ জন্মমরণবতী সা।" (১-৩-২৮)। দেবগণ "আমাদেরি তুল্য জন্মমরণশীল" বলাতে এ সংশয় লোকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হয়ত আমাদের পিতৃপুরুষদিগের ন্যায়

আমাদের পিতৃপুরুষদিগের সময়ের প্রচলিত দেবদেবীগণও অনেকেই কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। যে সকল দেবগণ অধুনা আমাদের নিকটে পূজা লাভ করিতেছেন, তাঁহারা যে সকলেই জীবিত আছেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না। শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"ইন্দ্রাদিশব্দ সেনাপতি-প্রভৃতি শব্দের ন্যায় স্থানসম্বন্ধজনিত, অতএব যে যখন সেই স্থান অধিকার করে, সে-ই তখন ইন্দ্রাদি নাম লাভ করে"। ইহার উপরে হয়ত কেহ বলিবেন, বঙ্গের ছোটলাটের পদের ন্যায় ইন্দ্রত্বাদিপদও যে কোন কোনটা উঠিয়া যায় নাই, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। অন্য সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"মানুষের উর্দ্ধে যে সকল দেবতাদি আছেন, তাহাদেরও বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠে অধিকার আছে, আচার্য্য বাদরায়ণের এইরূপ মত। কারণ তাহা সম্ভবপর। অর্থিত্বাদিই (অর্থাৎ জ্ঞান এবং মোক্ষলাভের ইচ্ছাদিই) অধিকারের কারণ। দেবাদিরও তাহা থাকা সম্ভব। জ্ঞান এবং মোক্ষ-বিষয়ক অর্থিত্ব দেবাদিরও থাকা সম্ভব, কারণ বিকারবিষয়ক বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যাদির অনিত্যত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদেরও মনে তৎপ্রতি বিরাগ উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর। আর জ্ঞানলাভের সামর্থ্য-ও তাহাদের থাকা সম্ভবপর, কারণ ঋগাদিমন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস, পুরাণ, এবং লৌকিক প্রবাদদ্বারা ইহাই জানা যায় যে, দেবগণ বিগ্রহবান্ (বা দেহধারী), এবং কুত্রাপি তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রপাঠের অধিকারের প্রতিষেধ দৃষ্ট হয় না। বরং বিদ্যালাভার্থে দেবগণের ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—"ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকটে একশত বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিয়াছিলেন," "বরুণের পুত্র ভৃগু তাহার পিতা বরুণের নিকটে যাইয়া বলিলেনঃ—"ভগবন্ আমাকে ব্রহ্মোপদেশ করুন।" যদি দেবগণও ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভের অধিকারী হইলেন, তবে মানুষের ন্যায় নিশ্চয়ই দেবগণের মধ্যে কেহ কেহ মোক্ষপদ লাভও করিতেছেন। মোক্ষলাভ করিয়াও কি দেবগণকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসাধন দ্বারা এই সংসারের ঘাণি ঠেলিতে হয়? মোক্ষলাভের পরেও কি অগ্নিদেব এবং সূর্য্যদেবকে অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের ভয়ে জগৎকে উত্তাপ দিতে হয়—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎতপতি সূর্য্যঃ।" তাহা হয় হউক। আমরা তাহাতে কোন বাধা দেখিতেছি না, বরং ইহাদ্বারা মোক্ষের অবস্থা যে নিতান্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয়, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। সূত্রভাষ্যে দেবগণ সম্বন্ধে শঙ্কর আবার বলিতেছেনঃ—"অনাত্মবিৎ পুরুষ ইহলোকে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণকে প্রীত করেন, এবং পশুর ন্যায় দেবগণের

উপকার সাধন করেন। পরলোকেও তাহারা সেই দেবগণের আশ্রিত ভৃত্যের ন্যায় তাহাদের প্রদত্ত ফল ভোগ করিয়া পশুর ন্যায় তাহাদিগেরই উপকার সাধন করেন।" (৩—১—৭)। আবার বলিতেছেন: "যাহারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানদ্বারা ধূমচিহ্নিত পথে চন্দ্রলোকে অধিরূঢ় হয়, তাহাদিগের অন্নভাব প্রাপ্তি শ্রুতি দেখাইতেছে:—তাহারা দেবগণের অন্ন, দেবগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করেন। চন্দ্রে যাইয়া তাহারা অন্নে পরিণত হয়।" শঙ্কর যেন কর্ম্মীদিগের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া বলিতেছেন:—"যেহেতু ব্যাঘ্রাদির দ্বারা ভক্ষ্যমান ব্যক্তির ন্যায় দেবাদিদ্বারা ভক্ষ্যমান হইলে যজ্ঞকারীদিগের পক্ষে কোন রূপ উপভোগ সম্ভব হয় না, অতএব বলিতে হইবে যজ্ঞকারীদিগের অন্নত্বপ্রাপ্তি ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক মাত্র, মুখ্য নয়। যজ্ঞাদিকারীর সহিত দেবাদির সুখে বিহরণই দেবাদির পক্ষে তাহাদিগকে ভক্ষণ করা। 'ভক্ষণ করার' অর্থ মোদক (মোওয়া) বা পিষ্টকাদির ন্যায় যজ্ঞকারীদিগকে চর্ব্বণ এবং গলাধঃকরণ করা নয়। শ্রুতিই বলিতেছে:—"দেবগণ ভোজন বা পান করেন না, সেই অমৃত দর্শন করিয়াই পরিতৃপ্ত হয়েন।" (৩—১—৬)।

বৃহদারণ্যকভাষ্যেও শঙ্কর দেবগণ সম্বন্ধে স্বীয়মত ব্যক্ত করিয়াছেন:—বৃহদারণ্যকে (১—৪—১০) উক্ত হইয়াছে:—"বামদেবাদির ন্যায় এইকালেও যে এরূপ জ্ঞান লাভ করে যে 'আমি ব্রহ্মই'—সে এই সমস্ত হইয়া যায়। দেবগণও তাহার কোনরূপ অমঙ্গল করিতে অপারগ, কারণ সে দেবগণেরও আত্মা হইয়া যায়। আর যে আপনা হইতে ভিন্ন জ্ঞানে দেবতার উপাসনা করে, যথা,—আমি দেবতা হইতে ভিন্ন,—দেবতা আমা হইতে ভিন্ন,—সে প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। আমাদের পক্ষে গবাদি পশু যেরূপ, দেবাদি সম্বন্ধে সেই উপাসকও সেইরূপ" ইত্যাদি। ইহার উপরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেন:—"দেবতাদিগের ন্যায় অথবা প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় অধুনাতনদিগের মধ্যেও যে কেহ উক্ত জ্ঞানক্রিয়াদিলিঙ্গযুক্ত,—অর্থাৎ চিন্ময় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতানুপ্রতিষ্ঠ প্রকৃত ব্রহ্মকে "আমি ব্রহ্মই" এরূপ জানে, তাহারও সর্ব্বাত্মত্ব লাভ হয়। "বিদ্যায়াশ্চ কার্য্যং সর্ব্বাত্মভাবাপত্তিঃ।" বিদ্যার ফলই সর্ব্বাত্মত্ব লাভ। তাহাই সংক্ষেপতঃ দর্শিত হইতেছে। মহাবীর্য্য বামদেবাদি এবং হীনবীর্য্য বর্ত্তমানকালের লোক, এই দুয়ের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ফল সম্বন্ধে কোন ইতরবিশেষ নাই। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর ব্রহ্মজ্ঞান এবং সর্ব্বাত্মসিদ্ধি লাভে বাধা জন্মাইবার সামর্থ্য মহাবীর্য্য

দেবগণেরও নাই। তবে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, দেবগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে বাধা জন্মাইবেন কেন? (উত্তর) পুরুষ জন্মাবধি ঋণযুক্ত,—"ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা ঋষিদিগের, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের, প্রজাদ্বারা পিতৃগণের"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহাই প্রদর্শন করিতেছে। "আমাদের পক্ষে পশু যেমন দেবতাদিগের পক্ষে মানুষও সেইরূপ"—এই শ্রুতিবাক্য মানুষের পশুসাদৃশ্য এবং (পশুবৎ) পরতন্ত্রতা প্রদর্শন করিতেছে। নিজের বৃত্তি রক্ষার জন্য মানুষ নিজের অধমর্ণ (খাতক)-দিগকে যেরূপ অধীন রাখিতে চেষ্টা করে, দেবগণও সেইরূপ তাহাদের অধীনস্থ লোকদিগের অমৃতত্ব (বা স্বারাজ্য) লাভের বিঘ্ন ঘটাইবেন, এরূপ আশঙ্কা করাই সঙ্গত। আমাদের মত দেবগণও তাহাদের আপনাপন শরীরের ন্যায় আপনাপন ভোগ্য পশুদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। দেবাদির মহত্তর বৃত্তি মানুষেরই কর্ম্মাধীন; দেবাদির বৃত্তি মানুষের কর্ম্মাধীন হওয়াতে দেবাদি সম্বন্ধে এক একজন মানুষ বহু পশুস্থানীয়। অতএব ইহা দেবগণের পক্ষে প্রীতিকর হয় না যে, মানুষেরা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করে। পাছে ব্রহ্মবিদেরা ব্রহ্মবিদ্যার ফলস্বরূপ ব্রহ্মাত্মত্ব লাভ করে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য দেবগণ নিশ্চয় মানুষের ব্রহ্মজ্ঞান লাভে বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন। কিন্তু বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য দেবগণের যে সামর্থ্য আছে, তাহা সাংসারিক সুখসমৃদ্ধিমাত্রেই সীমাবদ্ধ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্বন্ধে দেবগণের বিঘ্ন ঘটাইবার কোন সামর্থ্য নাই, কারণ অবিদ্যা অপগত হইবামাত্র ব্রহ্মাত্মত্বরূপ ফললাভ অবশ্যম্ভাবী। অতএব যদিও বলা হইয়াছে যে, দেবগণ ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভে নিশ্চয়ই বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন, তথাপি সে বিষয়ে দেবগণের সামর্থ্যেরই অভাব,—ইচ্ছা করিলেও ব্রহ্মজ্ঞানে বিঘ্ন জন্মাইতে দেবগণ অক্ষম,—যে হেতু ব্রহ্মবিৎ ঐ সকল দেবগণেরও আত্মস্বরূপ হয়েন। যদি কোন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু কোন দেবতাকে নিজের আত্মা হইতে ভিন্ন জানিয়া সেই দেবতার উপাসনা করে, অর্থাৎ সেই দেবতার উদ্দেশে স্তুতি, নমস্কার, যাগ, বলি, উপহার, প্রণিধান, এবং ধ্যানাদি করে, এবং মনে করে সেই দেবতা আমা হইতে ভিন্ন, আমি সেই দেবতা হইতে ভিন্ন, সেই দেবতার অধিকারভুক্ত, আমি সেই দেবতার নিকটে ঋণী, সেই দেবতার সম্বন্ধে আমার ঋণীর ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য.—এইরূপ যাহার প্রত্যয়, সেই ব্যক্তি প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। সে যে কেবল অবিদ্যাদি দোষযুক্ত, তাহা নয়। তবে কি? সে ব্যক্তি দেবগণ সম্বন্ধে গবাদি পশুতুল্য। গবাদি পশু হইতে যেমন আমরা বাহন-দোহনাদি

উপকার লাভ করিয়া সে সকল পশু সম্ভোগ করি, সেইরূপ আমরা নিজেও যজ্ঞাদি উপকার সম্পাদন দ্বারা এক এক জন দেবতার ভোগ্য পশুস্থানীয় হইতেছি যজ্ঞাদি কর্ম্মসাধনসম্বন্ধে কর্ম্মকর্ত্তা দেবগণের পশুতুল্য, এবং তাহাদেরই অধিকারভুক্ত। এই হেতু অবিদ্যাবন্ত লোকদিগের সুখসমৃদ্ধি লাভ সম্বন্ধে নিগ্রহ অথবা অনুগ্রহ করিবার শক্তি দেবগণের আছে। সংসারে যেমন গো-অশ্বাদি অনেক পশু তাহাদের স্ব স্ব স্বামী অথবা অধিষ্টাতা মানুষকে তাহাদের জীবিকা প্রদান করিয়া পালন করে, সেইরূপ বহু পশুস্থানীয় এক এক জন অবিদ্বান্ পুরুষও জীবিকা প্রদান করিয়া দেব এবং পিতৃগণকে পালন করে। ইন্দ্রাদি ঐ সকল দেবতা আমা হইতে ভিন্ন, তাঁহারা আমার নিয়ন্তা, আমি তাঁহাদের ভৃত্য স্বরূপ, স্তুতিনমস্কারযজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান-দ্বারা তাঁহাদের আরাধনা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে তাহাদেরই দানস্বরূপ সম্পদ এবং পুরুষার্থরূপ ফল আমি লাভ করিব,—অজ্ঞানী কর্ম্মীদিগের এরূপই উদ্দেশ্য। বহু পশুমান ব্যক্তিরও যদি এ সংসারে একটীও পশু ব্যাঘ্রাদি-দ্বারা অপহৃত হয়, তবে তাহার পক্ষে তাহা অত্যন্ত অপ্রীতিকর হয়। সেইরূপ বহু পশুস্থানীয় এক একটি পুরুষও যদি তাহাদের সেই পশু ভাব হইতে জাগ্রত হয়, তাহাও যে দেবগণের পক্ষে অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? ব্রহ্মাত্মস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানে মানুষের সেরূপ জাগরণ দেবগণ সম্বন্ধে, গৃহস্থের পক্ষে বহু পশু অপহরণেরই তুল্য। অতএব তাহা দেবগণের পক্ষে প্রীতিকর হয় না। কি প্রীতিকর হয় না? যে মানুষেরা কোনরূপে ব্রহ্মাত্মস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। ব্যাস অনুগীতাতে বলিতেছেনঃ—"হে কৌন্তেয়, ক্রিয়াবন্ত মানুষদ্বারা দেব-লোক পরিপূর্ণ। দেবলোকেরও উর্দ্ধে মানুষ গমন করে, দেবগণ তাহা ইচ্ছা করেন না।" এজন্য ব্যাঘ্রাদি হইতে পশুমান গৃহস্থের ন্যায়, মানুষের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে দেবগণ সর্ব্বদা ভীত। এজন্যই দেবগণ ব্রহ্মজ্ঞানের পথে মানুষকে বাধা দিতে ব্যগ্র, যেন মানুষ কোন ক্রমে দেবগণের উপভোগ্যত্ব হইতে মুক্ত না হয়।"

পাঠক দেখিতেছেন, শঙ্করের মতে দেবগণও আমাদেরই মতন জন্মমরণ-শীল এক শ্রেণীর দেহধারী বদ্ধ জীবমাত্র। যখন তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তখন অবশ্য তাহাদিগকেও আমাদেরই মতন শৈশব, যৌবন, প্রভৃতি অবস্থার ভিতর দিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতে হয়। যখন তাহাদের মৃত্যু হয়, তখন অবশ্য আমাদের মতন দেবগণকেও রোগাদির যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। দেবগণের মধ্যে চিকিৎসকও রহিয়াছে, যেমন দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়। (আশা করা যায় অশ্বিনী-

দ্বয় অদ্যাপি জীবিত আছেন, কারণ আমাদের তুলনায় তাহারা অমর!) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ যে আমাদের মতন দেবগণের মধ্যে জাতিভেদও আছে, এমন কি আমাদের জাতিভেদ দেবগণের জাতিভেদের অনুকরণেই কল্পিতঃ—"দেব-বিশঃ কল্পয়িতব্যা ইত্যাহু স্তাঃ কল্পমানা অনু মনুষ্যবিশঃ কল্পন্তে"—(১-২-৩,৪)। ইহার উপরে সায়ন তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেনঃ—"সন্তি হি দেবেষ্বপি জাতি-বিশেষাঃ"—দেবগণের মধ্যেও জাতিভেদ আছে। "অগ্নিশ্চ বৃহস্পতিশ্চ দেবেষু ব্রাহ্মণৌ"—অগ্নি এবং বৃহস্পতি দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ। যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণি ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যু রীশান ইতি"—দেবগণের রক্ষকগণ ক্ষত্রিয়, যথা, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান ইত্যাদি। "স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশঃ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি" গণ বা দলে দলে যে সকল দেবগণের উল্লেখ করা হয়, তাহাদিগকে তিনি বৈশ্য করিয়া সৃজন করিলেন, যথা, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ ইত্যাদি। "স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিতি" তিনি শূদ্রবর্ণকে সৃজন করিলেন,—যেমন পূষণ। (১-২-৩,৪)। দেবগণ কি তবে সকলেই হিন্দু? তাহাদের মধ্যে কি ম্লেচ্ছ, অথবা যবন, অথবা জাতিভ্রষ্ট কেহ নাই?

শঙ্করের মতে দেবগণ মানুষের মতন হইলেও তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য এবং সামর্থ্য মানুষ অপেক্ষা অনেক অধিক। যেমন দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায় এসিয়া অথবা আফ্রিকাবাসী অপেক্ষা ইয়োরপবাসীর ঐশ্বর্য্য এবং সামর্থ্য অনেক অধিক। (এমন কি বহুকাল আমরা ইয়োরপবাসীদিগকে "কলির দেবতা" বলিয়াই অভিহিত করিয়াছি। আবার সামর্থ্য অধিক হইলেও যেমন অন্তঃকরণের মহত্ত্ব এসিয়াবাসী অপেক্ষা ইয়োরপবাসীর অধিক বলা যায় না, বরং বিপরীত, দেবগণ সম্বন্ধেও প্রায় কতকটা সেইরূপ। দেবগণও মানুষেরই মতন (অথবা মানুষ অপেক্ষাও অধিকতর) ভোগ-লোলুপ, প্রভুত্ব-প্রিয়, এবং স্বার্থের দাস। মানুষের মধ্যে যেমন গোরা কালাকে, জমিদার তাহার প্রজাকে, মহাজন তাহার খাতককে আপনা অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে দেখিলে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া থাকেন, শঙ্করের (এবং ব্যাসেরও) মতে দেবগণও মানুষকে তাহাদের অপেক্ষা উচ্চতর স্থান অধিকার করিতে দেখিলে, অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েন। আপন স্বার্থের হানি করিলে জমিদার যেমন প্রজার, বা মহাজন যেমন খাতকের ভিটা উৎসন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, দেবগণও সেইরূপ তাহাদের বলিলাভে ব্যাঘাত ঘটাইলে, অথবা

তাহাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে মানুষের সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। জমিদার যেমন তাহাদের অধীনস্থ প্রজার নিকটে নানাপ্রকার উপহার, এবং অভিনন্দন-নমস্কারাদি দাবি করেন, দেবগণও সেইরূপ তাঁহাদের অধীনস্থ বিষয়ী লোকদিগের নিকটে বিবিধ উপহার এবং স্তুতি নমস্কারাদি দাবি করেন। আবার প্রজা বা খাতক যদি 'সার কৃষ্ণ গোবিন্দা'দির মত উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজসরকারের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে, তখন জমিদার বা মহাজন তাহার উপরে কোন প্রকার প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতে সাহসী হয় না। শঙ্করের মতে দেবগণও সেইরূপ যে সকল মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মাত্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা পাইতে প্রয়াসী, তাহাদের উপরে কোন প্রকার প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতে সাহসী হয়েন না। শঙ্করের মতে দেবগণের প্রভাব বিষয়াসক্ত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আমরা দেখিতেছি, খ্রীষ্টানদিগের যেমন 'এঞ্জেল' এবং 'ডেবিল', মোসলমান-দিগের যেমন 'ফিরিস্তা' এবং 'খন্নাস্', শঙ্করের মতে আমাদের দেবগণও ভাল-মন্দ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। হজরৎ মহম্মদদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আরবদেশে কোরেইস্‌দিগের মধ্যে লাত্‌গড়া প্রভৃতি যে সকল দেবদেবী পূজা লাভ করিতেন, শঙ্করের মতে আমাদের দেবদেবীগণও কতকটা তাহাদেরই অনুরূপ।

দেবগণ সম্বন্ধে শঙ্কর যেরূপ মত পোষণ করিতেছেন, তাঁহার তুল্য একজন ব্রহ্মবাদীর পক্ষে, ব্যক্তিজ্ঞানে কোন দেবতার স্তুতিবন্দনা করা অসম্ভব। তাঁহার বিবেকচূড়ামণিতে অথবা উপদেশসহস্রাতে অথবা তাঁহার কোন ভাষ্যে তিনি দেবপূজার সমর্থন করেন নাই, বরং "কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি, ভজন্তু দেবতাঃ" ইত্যাদি বাক্যে তিনি দেবপূজার প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়াছেন। অথচ মাধবাচার্য্যের বর্ণনায় দেখা যায় শঙ্কর তীর্থে তীর্থে ভ্রমন করিয়া দেবমূর্ত্তি সকল দর্শন এবং ভক্তির সহিত তাহাদের স্তুতিবন্দনাদি করিয়া-ছিলেন। এ সমস্যার মীমাংসা কি? এ সমস্যার উত্তর শঙ্করাচার্য্যের প্রতি আরোপিত মাধবাচার্য্য-রচিত দেবস্তুতি সকলের ভিতরেই দেখিতে পাই। শঙ্কর নানা ভাষায় দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া একই কথা বলিতেছেন:— "ভূমা পরমাত্মার সহিত একত্ব হেতু তোমার আমারও একত্ব"। তিনি সেই জন্মমরণশীল দেবজীবনের কোন ব্যক্তিগত ঘটনার বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে-ছেন না,—কেবল মাত্র সর্ব্বাত্মসাধনার সোপান রূপেই তিনি দেবগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্থানে স্থানে তিনি দেবমূর্ত্তি সকলকে পরমাত্মার চিহ্ন

বা প্রতীকরূপে ব্যবহার করিয়া একমাত্র পরমাত্মারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শঙ্করের প্রতি আরোপিত স্তুতিবন্দনার মধ্যে কাষ্ঠলোষ্ট্রের পূজা যাহাকে বলা যায়, তাহার গন্ধও নাই। আমাদের "শঙ্করাচার্য্য" *নামক একখানি ইংরাজি গ্রন্থে আমরা বলিয়াছিলাম যে, শঙ্কর দেববিগ্রহসকলকে বীজগণিতের ক, খ, গ ইত্যাদি চিহ্নের ন্যায় গ্রহণ করিয়া তদবলম্বনে পরমাত্মার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

৪২। দেবগণের বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

আমরা দেখিয়াছি, যদিও দেবচরিত্র সম্বন্ধে শঙ্করের মনে কোন উচ্চ ধারণা ছিল না, এবং যদিও শঙ্কর অনেক স্থলেই দেবগণকে বীজগণিতের অর্থশূন্য ক, খ, গ, এর ন্যায় পরমাত্মার প্রতীকরূপেমাত্র ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি তিনি দেবগণের ব্যক্তিগত বাস্তবিকতা অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিয়াছেন। আমরা বেদোপনিষদেই দেবগণের রূপকব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই:— "কতম ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিরিতিঃ? স্তনয়িত্নুরেবেন্দ্রো যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি" (বৃহদারণ্যক ৩-৯-৬,) "বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১-৪-৮)। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এই ব্যাস-বচনও কাহারও অবিদিত নাই। অতএব শঙ্করকৃত দেবগণের ব্রহ্মপ্রতীকরূপে ব্যবহারও যে শিষ্টসম্মত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতেই দেবগণের প্রচলিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যারও সূত্রপাত। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই আধ্যাত্মিকব্যাখ্যাসূত্র গ্রহণ করিয়া "রাধা ঠাকুরাণী"কে পরব্রহ্মের আনন্দ এবং প্রেমের, এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্মের "সচ্চিৎ" স্বরূপের প্রতীকরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের "স্বকীয়া" রুক্মিণী-সত্যভামাকে পরিত্যাগ করিয়া "পরকীয়া" শ্রীরাধিকাকে ব্রহ্ম-প্রেমের প্রতীকরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ভক্ত এবং ভগবানের সম্বন্ধকে দাম্পত্য-প্রেমের রূপকে সাজাইয়া ভগবানকে কৃষ্ণ, এবং তাঁহার ভক্ত জীবকে রাধিকা রূপে গ্রহণ করিয়া, নিজেও সময়ে সময়ে রাধিকা বা প্রকৃতি সাজিয়া রাসলীলার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। পাছে লোকে তাহার এই কার্য্যকে কোনরূপ কুভাবে গ্রহণ করে, সেজন্য চৈতন্যদেব ইচ্ছা করিতেন না যে, তাঁহার বৈষ্ণব ভক্তসম্প্রদায়ের কেহ স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করে অথবা "প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।" সে যাহা হউক, শঙ্কর

* Quoted by Maxmuller in his Six Systems of Hindu philosophy p. 216.

অথবা চৈতন্যদেব তাঁহাদের এই সকল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও তাঁহাদের উভয়েই দেবগণের বাস্তবিকতা এবং ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক ভারতে দেবদেবীগণের আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রসার যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আর দেবদেবীগণের বাস্তবিকতা এবং ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবার আশা নাই। আধুনিক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রভাবে দেবগণের বস্তুতন্ত্রতা এবং ব্যক্তিত্ব বিলীন হইয়া যাওয়াতে দেবগণকে প্রদত্ত হব্যাদি বাহ্য বলির ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কোন সার্থকতা নাই। আমাদের পৈতৃক দেবদেবীগণের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ভাবিলে কাহার না মনে দুঃখ হয়। একটি পল্লীগ্রামে শারদীয় পূজার সময়ে দুইজন পণ্ডিতের মধ্যে তর্ক হইতেছিল:—সে কালের পণ্ডিত তর্কসাগর বলিতেছিলেন—সত্য সত্যই মানুষেরই মতন দুর্গারও জন্ম, বিবাহ, এবং সন্তান হইয়াছিল, একালের পণ্ডিত বিদ্যারত্ন বলিতেছিলেন—বস্তুতঃ দুর্গার জন্ম কি বিবাহ কিছুই হয় নাই। এ সকল রূপক কথামাত্র। যদি কেহ বলে, মহাপুরুষ কেশবচন্দ্র নববিধানেরই রূপক কল্পনা, অথবা ডাক্তার আশুতোষ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়েরই রূপক কল্পনা, তাহাদের জন্মাদি অলীক আখ্যায়িকামাত্র, এরূপ কথা শুনিলে কে না সিহ-রিয়া উঠিবে, কে না মর্ম্মাহত হইবে? যে দেবগণের তৃপ্তির জন্য আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্ত পর্য্যন্ত দান করিতেন, বক্ষের উষ্ণ শোণিত-দ্বারা কদলীপত্রে যাহাদের নাম লিখিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইতেন, আজ সেই সকল দেবদেবীগণ রূপক মাত্র। বাল্যকালে যাহাদের বিগ্রহ দর্শন করিয়া এবং যাহাদের পূজার জন্য পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া আমরা ভক্তি এবং আনন্দের তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতাম, বিজন অন্ধকারে যাহাদের দর্শন ও স্পর্শন পাই বলিয়া আমাদের মনে কত আশার সঞ্চার হইত, অথবা শুভস্বপ্নে যাহাদের দর্শন লাভ করিয়া আমরা কত কৃতার্থ হইয়াছি, আজ তাহারা আধ্যাত্মিক রূপক মাত্র,—স্তুতি নমস্কার বা যাগ-বলি-উপহার গ্রহণে অক্ষম। অথবা তাহাদের যাগ-বলিও আধ্যাত্মিক। একদিকে দেবগণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অপর দিকে দেবগণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এই উভয় ব্যাখ্যার পুটপাকে পড়িয়া আমা-দের পৈতৃক দেবদেবীগণ এবং তাহাদের বহুসম্ভারযুক্ত পূজাবলি যেন গলিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া একেবারে বিলীন হইয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের যাদুঘর (Museum) সাজাইবার জন্য একটি দেবমূর্ত্তিও পাইবেন না। একদিকে বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে,

আমাদের দেবদেবীগণ আলোক এবং অন্ধকারের রূপক মাত্র, বিষ্ণু এই জড় সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নয়, এবং তাহার ত্রিপাদ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, এবং সন্ধ্যা কালের সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নয়, ইন্দ্র এই জড় আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়, এবং তারাগণই তাহার সহস্র লোচন। রুদ্র বিদ্যুতের এবং বৃত্রাসুর অনাবৃষ্টির রূপক মাত্র। তাঁহারা বলেন, শিব এবং তাঁহার বৃষভ নন্দী বিশ্বের পুরুষশক্তি, এবং দুর্গা বিশ্বের নারীশক্তি! অপর দিকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকারেরা বলিতেছেন:— শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার রাসলীলা ভক্তের সহিত ভগবানের লীলার রূপক মাত্র, দুর্গার দশটি হাত দশটি দিক্ এবং দশভুজা ঈশ্বরের দয়ারই রূপক মাত্র। কালাপাহাড়ের হাত হইতে ও দেবগণ পাতালে পলাইয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক, এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকর্ত্তাদিগের হাতে আর শঙ্করের সেই "জন্মমরণশীল" দেবগণের নিস্তার নাই। দেবগণের বাস্তবিকতা, অথবা তাহাদের স্তুতি বন্দনা বা বলিউপহার গ্রহণের ক্ষমতা অব্যাহত থাকিবার আর কোন আশা নাই। লোকের সংশয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আবার ব্যাখ্যারও প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। দেবগণের প্রতি সাধারণ লোকের হৃদয়ে পূর্ব্বে যে সরল উক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল, ব্যাখ্যার কুঠারাঘাতে তাহার মূল পর্য্যন্ত উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। ব্যাখ্যাকর্ত্তারা আশা করিতেছেন যে, তাহাদের ব্যাখ্যার প্রভাবে লোকের পরম্পরাগত চিরন্তন ভক্তিপ্রবাহ বিনা সংঘর্ষণে তিল তিল করিয়া "জন্মমরণশীল" "বিগ্রহবান্" দেবদেবীগণ হইতে বিযুক্ত হইয়া অনাত্মনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের দিকে সঞ্চালিত হইতেছে। তাহাদের সেই আশাই ফলবতী হইতেছে, অথবা তাহাদের ব্যাখ্যার প্রভাবে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধার নাড়ী শুষ্ক এবং স্পন্দহীন হইতেছে, পাঠক তাহার বিচার করিবেন। আমরা ইহাই দেখিতেছি যে, আমাদিগের পৈতৃক দেবদেবীগণের বস্তুতন্ত্রতা যাহা শঙ্কর এবং চৈতন্য উভয়েই অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার যাদুমন্ত্রে তাহা লয় প্রাপ্ত হইতেছে।

৪৩। হস্তামলকের শিষ্যত্ব গ্রহণ।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য মূকাম্বিকা ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সশিষ্য শ্রীবলী নামক এক ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই গ্রাম অতি পবিত্র, প্রতি গৃহে অগ্নিহোত্র, প্রতিগৃহে ব্রতপূজার অনুষ্ঠান। যজ্ঞাহুতির পবিত্র গন্ধে সেই গ্রামের চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। এই শ্রীবলী গ্রামে অন্যূন দুই সহস্র

ব্রাহ্মণের নিবাস। তাহারা সকলে স্বকর্ম্মনিষ্ঠ, সকলেই আহিতাগ্নি, সকলেই বেদ পাঠে নিরত। তাহারা বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। এই গ্রামের মধ্যস্থলে শিবপার্ব্বতীর একটী সুরম্য মন্দির ছিল। এই গ্রামে প্রভাকর নামে একজন অতি বুদ্ধিমান্ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। প্রবৃত্তি শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, এবং বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তিনি অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন। গো, সুবর্ণ, কিম্বা ভূসম্পত্তি, অথবা বন্ধুবান্ধব এবং জ্ঞাতি-পরিজনের তাঁহার অভাব ছিল না। কিন্তু এত সুখসৌভগ্যের অধিকারী হইয়াও তাঁহার অন্তরের বেদনা দূর হইল না, কারণ তাঁহার একটীমাত্র পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও নিতান্ত জড়ের ন্যায় দিন যাপন করিতেছিল। সে কাহাকেও কিছু বলিত না, কাহারও কোন কথা শুনিত না, যেন সর্ব্বদা জড়ের মত বসিয়া কি ভাবিত। দেখিতে সেই বালক পরম রূপবান্, সূর্য্যতুল্য তেজস্বী। তাহার মুখমণ্ডলে চন্দ্রের শোভা। ক্ষমা-গুণে সে পৃথিবীর তুল্য। তথাপি কেন সে এমন হইল? তাহার এই জড়তা কি স্বভাবসিদ্ধ, অথবা কোন গ্রহ বা পিশাচাদির আক্রমণজনিত, অথবা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মভোগজনিত? বালকের পিতা দিবানিশি এই সকল দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। যখনই শ্রীবলী গ্রামে কোন পণ্ডিতজনের সমাগম হইত, প্রভাকর তখনই তাঁহাকে স্বীয় পুত্রের জড়তার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন।

একদিন প্রভাকর শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীবলী গ্রামে কোন এক পূজ্য-পাদ মহাপুরুষের সমাগম হইয়াছে, এবং বহুপুস্তকভার সঙ্গে লইয়া অসঙ্খ্য শিষ্য এবং প্রশিষ্য তাঁহার অনুগমন করিতেছে। বিপ্রবর তাহা শ্রবণমাত্র স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সেই মহাপুরুষের নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রভাকর শাস্ত্রজ্ঞ। "শূন্যহস্তে রাজা কিম্বা ইষ্টদেবতা, কিম্বা গুরুদর্শনে যাইবে না" এই শাস্ত্রীয় বিধি অনুসরণ করিয়া তিনি নানাবিধ সুমিষ্ট ফল উপায়ন স্বরূপ লইয়া আচার্য্য সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তদীয় পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিস্বরূপ তাহার সেই মুগ্ধচেষ্ট পুত্রকেও আচার্য্যের পাদপদ্মে প্রণাম করাইলেন। স্বীয় জাড্যদোষ বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিবার মানসে বালকও যেন আচার্য্যের পাদপদ্মে পড়িয়াই রহিল, আর উঠিতে চাহিল না। শঙ্কর কৃপা করিয়া সেই অধোমুখী বালকের হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিলেন। আচার্য্য বালককে উঠাইলে পর তাহার পিতা

আচার্য্যকে বলিতে লাগিল :—"প্রভো, বলুন এই বালকের জাড্যদোষের কারণ কি? হে ভগবন্, ইহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি তাহার অনুমাত্রও বুদ্ধি হইল না; বেদাদি কিছুই সে পাঠ করিল না, বর্ণ পর্য্যন্ত লিখিতে শিখিল না। আমি অতি কষ্টে কোনরূপে তাহার উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছি। ক্রীড়াপ্রিয় সমবয়স্ক বালকেরা তাহাকে খেলার জন্য উত্তেজনা করিলেও সে খেলিতে যায় না। শঠ বালকেরা মুগ্ধচেষ্ট জানিয়া তাহাকে প্রহার করে। কিন্তু তথাপি সে রাগ করে না। কখনো বা সে আহার করে, কখনো বা আহার করে না। নিজের ইচ্ছা মতই সে চলে, বলিয়া দিলেও সে আমাদের ইচ্ছামত কোন কর্ম্ম করে না। কোন কর্ম্ম না করিলেও আমি রাগ করিয়া তাহাকে তাড়না করি না। স্বীয় পূর্ব্বকৃত কর্ম্মগুণেই যেন সে বর্দ্ধিত হইতেছে।"

এইরূপ বলিয়া প্রভাকর বিরত হইলে পর, শঙ্করাচার্য্য বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, কে তুমি? কেন এইরূপ জড়বৎ ব্যবহার করিতেছ?" আচর্য্যের প্রশ্ন শুনিবামাত্র যেন সেই বালকের জাড্য দোষ দূর হইল, যেন তাহার হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, যেন অকস্মাৎ তাহার মধ্যে দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হইল। সেই বালদেহের ভিতর হইতে যেন কোন প্রবীন মহাপুরুষ উত্তর করিল:— হে গুরো, আমি দেহাদি কোন জড়বস্তুই নই, বরং আমারই সান্নিধ্যহেতু দেহাদি জড় বস্তুনিচয় স্ব স্ব কার্য্য সাধনে সক্ষম। এই পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে আমার মনে কোন সংশয় নাই। সে জন্যই আমি শোকমোহাদি বিকার-রহিত। সচ্চিদানন্দঘন পরম পদার্থেই আমার আমিবোধ। হে বিদ্বন্, মুমুক্ষুদিগের আমার ন্যায় স্বানুভূতিসিদ্ধির জন্য আমি এই দ্বাদশটী শ্লোকে প্রপঞ্চাতীত চিদাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছি:—

নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ,ন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষুর্নচাহং নিজবোধরূপঃ ॥১।
নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ।
রবির্লোকচেষ্টানিমিত্তং যথা যঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাত্মা ॥২॥
যমগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যবোধস্বরূপং মনশ্চক্ষুরাদীন্য বোধাত্মকানি।
প্রবর্ত্তন্ত আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকং স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাত্মা ॥৩॥
মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোপি তদ্বৎ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাত্মা ॥৪॥

যথা দর্পনাভাব আভাসহানৌ মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীন মেকং।
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥৫॥
মনশ্চক্ষুরাদেবির্মুক্তঃ স্বয়ং যো মনশ্চক্ষুরাদে র্ম্মনশ্চক্ষুরাদিঃ।
মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥৬॥
য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু।
শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৭ ॥
যথানেকচক্ষুঃ-প্রকাশো রবির্ণ ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যং।
অনেকা ধিয়ো যস্তথৈকপ্রবোধঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৮ ॥
বিবস্বৎপ্রভাতং যথা রূপমক্ষং প্রগৃহ্ণাতি নাভাতমেবং বিবস্বান্।
তথাভাত আভাসয়ত্যক্ষ মেকঃস নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৯ ॥
যথা সূর্য্য একোঽপ্ স্বনেকশ্চলাসু স্থিরাস্বপ্যনন্যগ্ বিভাব্যস্বরূপঃ।
চলাসু প্রভিন্নাসু ধীষ্বেক এবং স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১০ ॥
ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১১ ॥
সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি।
বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধমচ্ছস্বরূপংস নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাত্মা ॥ ১২ ॥
উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মনীনাং তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেষু।
যথা চন্দ্রকানাং জলে চঞ্চলত্বং তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো ॥ ১৩ ॥

উল্লিখিত ত্রয়োদশটি শ্লোকের সহিত শঙ্করাচার্য্যের প্রশ্নও শ্লোকবদ্ধ* হইয়া হস্তামলক নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছে। কবিত্বের দিক্ দিয়াই বল, ছন্দের লালিত্যের দিক্ দিয়াই বল, অথবা তত্ত্বজ্ঞানের দিক্ দিয়াই বল, এই হস্তামলকের সহিত তুলনা করা যায়, এমন রচনা আর আছে বলিয়া আমরা জানি না। এই কবিতাগুলির হস্তামলক নামও সার্থক, কারণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাহার শ্রবণ মনন এবং নিদ্ধিধ্যাসন করিলে, হস্তহিত আমলক ফলের

* শঙ্করের প্রশ্নও এই সঙ্গে এইরূপে শ্লোকবদ্ধ হইয়াছে।
কস্ত্বং শিশো কস্য কুতোঽসি গন্তা কিংনাম তে ত্বংকুত আগতোঽসি।
এতদ্বদ ত্বং মম সুপ্রসিদ্ধং মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিবর্দ্ধনোঽসি ॥ ১ ॥
শঙ্করের এই প্রশ্ন-শ্লোক এবং "নাহং মনুষ্য" ইত্যাদি প্রথম শ্লোক—এই উভয় শ্লোকের শঙ্করভাষ্য না থাকাতে অনেকে মনে করেন যে, এই দুইটী শ্লোক শঙ্করের স্ব-রচিত। প্রকৃত হস্তামলকের শ্লোক দ্বাদশটিমাত্র।

ন্যায় নিঃসংশয়রূপে অন্তরে পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। আমরা তাহার অনুবাদও এস্থলে দিতেছি:—"হে শিশো, কে তুমি, কাহার পুত্র, কোথায় যাইতেছ? তোমার নাম কি, কোথা হইতে তুমি আসিলে? আমাকে পরিষ্কার করিয়া তাহা বলিয়া সুখী কর। তোমাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে।" উত্তর:—"আমি মানুষ, অথবা দেবতা, অথবা যক্ষ কিছুই নহি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অথবা শূদ্র,—আমি এ সকলের কিছুই নহি। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, অথবা ভিক্ষু,—আমি এ সকলেরও কিছুই নহি। আমি আত্ম-চৈতন্য স্বরূপ।১। সূর্য্য যেমন লৌকিক ব্যবহারের কারণভূত মনশ্চক্ষুরাদির স্বকার্য্য সাধনের কারণ, সেইরূপ যিনি সর্ব্বোপাধির অতীত, আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, সেই নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মাই আমি। ২। অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় নিত্যচৈতন্যই যাঁহার স্বরূপ, অচেতন মনশ্চক্ষুরাদি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব ব্যাপার সাধনে সমর্থ, যিনি এক এবং অপরিবর্ত্তনীয়, সেই নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মাই আমি।৩। দর্পণে যে মুখচ্ছবি দৃষ্ট হয়, তাহা মুখেরই তুল্য হইলেও যেমন তাহার কোন পৃথক্ বস্তুতা নাই, জীবও সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিভাত চিদাত্মার প্রতিবিম্ব-মাত্র হওয়াতে তাহারও কোন পৃথক্ বস্তুতা নাই। সেই নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই আমি। ৪। দর্পণ বিদূরিত হইলে, প্রতিবিম্ব নষ্ট হইয়া যেমন কল্পনা-হীন সত্য মুখই একমাত্র থাকে, সেইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির রোধ হইলে, যিনি প্রতিবিম্ব-রহিত হইয়া একাকী বর্ত্তমান থাকেন, সেই নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মাই আমি। ৫। যিনি স্বয়ং মনশ্চক্ষুরাদিরহিত, যিনি মনশ্চক্ষুরাদিরও মনশ্চক্ষু-রাদি, মনশ্চক্ষুরাদি যাঁহাকে গ্রহণ করিতে অক্ষম, সেই নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মাই আমি। ৬। যিনি স্বয়ং শুদ্ধ চিৎস্বরূপ স্বপ্রকাশ এবং এক হইয়াও বুদ্ধিবৃত্তিভেদে নানারূপে প্রকাশমান,—সূর্য্য যেমন এক হইয়াও শরাবোদকে বহুরূপে প্রকাশিত হয়,—সেই নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মাই আমি। ৭। সূর্য্য যেমন যুগপৎ বহু চক্ষুকে আলোকদান করিয়া তাহাদের নিকটে প্রকাশ্য বস্তু সকল প্রকাশ করে, সেইরূপ যিনি অনেক বুদ্ধিবৃত্তির একমাত্র প্রকাশক, সেই নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই আমি। ৮। সূর্য্য দ্বারা প্রকাশিত হইলেই যেমন ইন্দ্রিয় সকল রূপ গ্রহণে সমর্থ হয়, প্রকাশিত না হইলে নয়, সেইরূপ সূর্য্য ও যাহাদ্বারা আলোকযুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়সকলকে আলোকিত করিতে সক্ষম হয়, সেই একমাত্র নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মাই আমি। ৯। সূর্য্য যেরূপ এক, অথচ স্রোত জলে যেরূপ স্থির জলেও সেইরূপ অনেকের ন্যায় দেখায়, কিন্তু তথাপি সূর্য্য

হইতে পৃথক্‌রূপে কোন জলগত সূর্য্য লক্ষিত হয় না, সেইরূপ যিনি এক হইয়াও চঞ্চল এবং পরস্পর বিভক্ত নানাপ্রকার বুদ্ধির ভিতরে প্রকাশিত, সেই নিত্যো-পলব্ধিস্বরূপ আত্মাই আমি।১০। অতিমূঢ় লোক যখন তাহার আপন দৃষ্টি মেঘদ্বারা আবৃত হয়, তখনই সে মনে করে যে মেঘ দ্বারা আবৃত হইয়া সূর্য্যই প্রভাশূন্য হইয়াছে, সেই রূপ যিনি মূঢ়বুদ্ধি লোকের নিকটে বদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন, সেই নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মাই আমি। ১১। যিনি এক হইয়াও সমস্ত বস্তুতে পরিব্যাপ্ত, অথচ সমস্ত বস্তুজাত যাহাকে স্পর্শ করে না; যিনি সর্ব্বদা আকাশের ন্যায় নির্ম্মল এবং বিশুদ্ধ, সেই নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মাই আমি ॥ ১২। জবাপুষ্পাদি উপাধির ভেদে যেমন বিশুদ্ধ স্ফটিকের ভেদ, সেইরূপ বুদ্ধির ভেদে তোমারও ভেদ। হে বিষ্ণো, জলের চঞ্চলত্ব হেতু যেমন জল-চন্দ্রের চঞ্চলত্ব, এ সংসারে তোমার চঞ্চলত্বও সেইরূপ ॥ ১৩ ॥ হস্তামলক নামক এই কবিতা সাধারণতঃ শঙ্করাচার্য্যের স্ব-রচিত বলিয়াই পরিচিত। হয়ত "হস্তামলকের" বাক্যকে উপলক্ষ করিয়া আচার্য্য নিজেই ইহাতে অতি সংক্ষেপে আপনার প্রচারিত শুদ্ধাদ্বৈত মত বর্ণন করিয়াছেন। তবে ইহাও দেখা যায় যে, হস্তামলকের ভাষ্যও শঙ্করাচার্য্যের স্ব-রচিত। তাহাতেও মনে হয় যে মূল শ্লোকগুলি হস্তামলকেরই রচনা, শঙ্করের নয়। আরম্ভের শ্লোকের শঙ্করভাষ্য না থাকাতে মনে হয়, তাহা শঙ্করেরই রচনা।

বিনা উপদেশে সেই ব্রাহ্মণকুমার এরূপ পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন দেখিয়া আচার্য্যদেব সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। বালকের মস্তকে স্বীয় হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক আচার্য্য তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বালকের কথা শেষ হইলে পর শঙ্কর তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন:—"হে দ্বিজবর, তোমার এই পুত্রদ্বারা তোমার সংসারকর্ম্মে কোন সাহায্য হইবে না। তোমার সহিত গৃহাশ্রমে বাস করিবারও সে অনুপযুক্ত। এরূপ জড়প্রকৃতি পুত্রদ্বারা তোমার কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না। এই বালক পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ সকলই অবগত আছে, তথাপি প্রকাশ করিয়া কিছুই বলে না। এরূপ না হইলে নিতান্ত নিরক্ষর হইয়াও সে এই তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ উৎকৃষ্ট পদ্য মুখে উচ্চারণ করিবে কিরূপে? গৃহাদিতে ইহার কোন আসক্তি নাই। ভ্রমবশতঃও সে কখনো তাহার নিজের দেহকেই আমি জ্ঞান করে না। নিজের দেহে যাহার আমি ভাব নাই, বাহ্য বস্তুতে কিরূপে তাহার মমতা জন্মিবে?" আচার্য্য এইরূপ বলিয়া সেই ব্রাহ্মণকুমারকে সঙ্গে লইয়া তথা

হইতে যাত্রা করিলেন। প্রভাকর ও আচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর যাইয়া আচার্য্য এবং পুত্র উভয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রভাকর শাস্ত্রজ্ঞ এবং স্থিরবুদ্ধি, এজন্যই পুত্রকে বিদায় দিতে তাহার বিশেষ দুঃখ হইল না।

৪৪। শঙ্করের বিখ্যাত শৃঙ্গেরি মঠ স্থাপন।

অনন্তর শঙ্কর যাইতে যাইতে শিষ্যগণসহ মহীশুর রাজ্যস্থিত তুঙ্গভদ্রাতীরবর্ত্তী শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে উপনীত হইলেন। তুঙ্গ এবং ভদ্রা দুইটি নদীর যোগে তুঙ্গভদ্রা নদীর উৎপত্তি। মহীশুর রাজ্যের পশ্চিমদক্ষিণ প্রান্তে সহ্যাদ্রি নামক দক্ষিণকানারার উচ্চ পর্ব্বতমালার পূর্ব্ব উপত্যকা হইতে তুঙ্গ এবং ভদ্রা উভয় নদী প্রবাহিত। কোন কোন স্থানে এই তুঙ্গভদ্রাই মান্দ্রাজ এবং বম্বাই উভয় প্রদেশের বর্ত্তমান সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কর্ণূলে প্রবেশ করিয়া তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহারই সন্নিকটে রামপুর নামক স্থানে তুঙ্গভদ্রার উপরে অধুনা একটি উৎকৃষ্ট রেলসেতু আছে। তুঙ্গভদ্রা-তীরবর্ত্তী উক্ত শৃঙ্গগরিই সচরাচর শৃঙ্গেরি নামে পরিচিত। এই স্থান সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতি যে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদীদিগের পরম সহায় যোগী-প্রবর ঋষ্যশৃঙ্গ অদ্যাপি তথায় তপস্যা করিতেছেন। এই স্থানে অনেক বেদাধ্যায়ী যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত সাধুগণের নিবাস। শঙ্করাচার্য্য কিছুকাল শৃঙ্গেরিতে অবস্থান করিয়া তদ্দেশবাসী বিদ্যাগ্রহণসমর্থ মনীষিদিগের মধ্যে তাহার স্বরচিত সূত্রভাষ্য এবং অন্যান্য গ্রন্থ সকল প্রচার করিলেন। নানা দেশ হইতে বিদ্যালাভের অধিকারী সুধীগণও তাঁহার নিকটে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ লাভ করিবার মানসে তথায় আসিয়া সমবেত হইলেন। তাঁহার নিকটে তত্ত্বোপদেশ লাভ করিয়া তাঁহাদের অনেকেরই অজ্ঞান দূর হইল, এবং জীবেশ্বরের অভেদ জ্ঞান লাভ হইল। ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ এই স্থানে বহু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সমবেত হইয়াছেন দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য শৃঙ্গগিরিতে একটি সুরম্য মঠ * নির্ম্মাণ করিলেন। ইহাই

* স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগে বলিতেছেন :—"বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রচার ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচলন উদ্দেশে তিনি (শঙ্করাচার্য্য) চারিস্থানে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন,—শৃঙ্গ-গিরিতে শৃঙ্গগিরি মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ, ও বদরিকা-শ্রমের অঞ্চলে জ্যোসী মঠ। জ্যোসী মঠে মলয়বরদেশীয় এক এক জন নম্বরী (অর্থাৎ শঙ্করের নিজ বংশীয়) ব্রাহ্মণ বরাবর পূজারি হইয়া আসিতেছে।"

প্রথম শঙ্কর মঠ, এবং শঙ্করের নিজের স্থাপিত বলিয়া এই শৃঙ্গেরি মঠ সর্ব্বত্র আদৃত। (পুরি, দ্বারকা, অথবা বদরিকাশ্রমের শঙ্কর-মঠ গুলির কোনটিই শঙ্করাচার্য্যের নিজের স্থাপিত নয় বলিয়াই বোধ হয়, মাধবাচার্য্য সে সকলের কোন উল্লেখ করেন নাই)। এই শৃঙ্গেরি মঠটি একটি বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, সর্ব্ববি:

তাঁহার মতে অধুনাতন দশনামী সন্ন্যাসীগণই শঙ্করের স্বসম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি বলিতেছেন:—"শঙ্করের প্রধান চারিশিষ্য পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন, ও তোটক। পদ্মপাদের দুই শিষ্য—তীর্থ ও আশ্রম, হস্তামলকের দুই শিষ্য—বন ও অরণ্য, মণ্ডণের তিন শিষ্য—গিরি, পর্ব্বত, ও সাগর। তোটকের তিন শিষ্য—সরস্বতী, ভারতী, ও পুরি। বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে এই দশ শিষ্যের তীর্থাদি দশটি নাম। এই দশ শিষ্য হইতেই দশনামী সন্ন্যাসীদের ও তীর্থাদি দশ সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি তত্ত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত, এবং যিনি ত্রিবেণীসঙ্গম তীর্থে তত্ত্বভাবে স্নান করেন, তাঁহার নাম 'তীর্থ'। যিনি আশ্রমগ্রহণে পারদর্শী, এবং কামনা-বর্জ্জিত হইয়া জন্মমৃত্যু হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে 'আশ্রম' বলা যায়। যিনি কামনাশূন্য হইয়া সুরম্য নির্ঝরসন্নিহিত বনস্থানে বাস করেন, তাঁহাকে 'বন' বলে। (চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের মহন্তের উপাধি 'বন')। যিনি অরণ্যব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ করিয়া, আনন্দদায়ক অরণ্য মধ্যে চিরদিন অবস্থিতি করেন, তিনিই 'অরণ্য'। (মাধবাচার্য্য নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর, বিদ্যারণ্য নাম লাভ করিয়াছিলেন এবং এই নামেই তিনি "পঞ্চদশী" নামক বিখ্যাত বৈদান্তিক গ্রন্থ রচনা করেন)। যিনি নিত্য গিরিনিবাসী গীতাভ্যাসে তৎপর, এবং গম্ভীর ও অবিচলিত বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাঁহাকে 'গিরি' কহে। যিনি পর্ব্বতমূলে বাস করেন, ধ্যানধারণা দ্বারা উন্নতি প্রাপ্ত হন, এবং সারাৎসার ব্রহ্মকে জানেন, তিনি 'পর্ব্বত' নামে খ্যাত হন। যিনি সাগরের ন্যায় গম্ভীর, ফলমূলগ্রাহী, এবং আপন মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনে বিরত, তাঁহাকে 'সাগর' বলে। যিনি স্বরজ্ঞানবিশিষ্ট, স্বরবাদী, কবীশ্বর, এবং সংসার সাগর মধ্যে সারজ্ঞানী, তিনি 'সরস্বতী'। যিনি বিদ্যাভারে পরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার পরিত্যাগ করেন, দুঃখ ভার জানেন না, তিনিই 'ভারতী'। "বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ, দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ"॥ যিনি জ্ঞানতত্ত্বে পরিপূর্ণ ও পূর্ণতত্ত্বপদে অবস্থিত, এবং সতত পরব্রহ্মে অনুরক্ত, তাঁহার নাম 'পুরি'—"জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ। পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরিনামা স উচ্যতে।" (প্রাণতোষিণী—অবধূত প্রকরণ)। (চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবের গুরুরূপে কেশব ভারতী, এবং ঈশ্বরপুরির উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, চৈতন্য দেবের সহিত শঙ্করের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ ছিল)। স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয় কুমার বলিতেছেন:—শঙ্করের শৃঙ্গগিরি মঠে পুরি, ভারতী, ও সরস্বতীর, (দ্বারকার) সারদা মঠে তীর্থ ও আশ্রমের, (শ্রীক্ষেত্রের)

শিল্প-কৌশলের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ। এই শৃঙ্গেরি মঠে শঙ্কর সারদাম্বা নামক দেবী-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে বিদ্যাপীঠ নামক একটি পীঠ স্থাপন করেন। সারদাম্বার বিগ্রহ স্থাপন এবং সুরেশ্বরাচার্য্যকে সেই মঠের অধ্যক্ষপদে বরণ—মণ্ডনপত্নী উভয়ভারতীর স্মরণার্থক হওয়াই সম্ভব, কারণ এরূপ জনপ্রবাদ যে সরস্বতীর অবতার মণ্ডণপত্নী স্বীয় পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা পালনার্থ অদ্যাপি সেই শৃঙ্গেরী মঠে নিয়ত প্রকাশিত থাকিয়া তদীয় ভক্তদিগকে তাহাদের অভীষ্ট বিদ্যাফল দান করেন। মণ্ডণপত্নী সারদাদেবী যে মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মণ্ডন বা সুরেশ্বরের পক্ষেই সেই মঠের অধ্যক্ষ হওয়া শোভা পায়। এই সারদা পীঠেই শঙ্কর তাহার ভারতী সম্প্রদায় নামক বিখ্যাত শিষ্য সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। কেশব ভারতী নামক এই সম্প্রদায়েরই একজন সন্ন্যাসীর নিকটে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪৪। তোটকের শিষ্যত্ব গ্রহণ।

শৃঙ্গেরি মঠে অবস্থানকালে তোটক নামে আর একজন যুবক শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তোটকের বিশেষ গুণ যে তিনি সর্ব্বদা গুরুর চিত্তানুবর্ত্তন করিতেন। এ বিষয়ে তাহার সহিত অন্য কোন শিষ্যেরই তুলনা হইত না। গুরুর স্নানের পূর্ব্বে স্নান করিয়া, আদেশ লাভের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি সর্ব্বদা গুরুর জন্য কম্বল এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদিদ্বারা উচ্চ, সমান, এবং কোমল আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। বিনা আদেশেই তিনি গুরুর দন্তশোধনের জন্য উৎকৃষ্ট দন্তকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। শৌচকালে তিনি সর্ব্বদা গুরুকে জল প্রদান করিতেন। গামছার প্রয়োজন হইলে তিনি সবিনয়ে তাহা গুরুর সাক্ষাৎ উপস্থিত করিতেন। গুরু পথশ্রমে ক্লান্ত হইলে তিনি সর্ব্বদা তাঁহার পাদমর্দ্দন করিতেন। যেন ছায়ার মতন তোটক নিয়ত গুরুর অনুসরণ করিতেন। কখনো কোন প্রকারে গুরুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন না। গুরুসমীপে তিনি কখনো জৃম্ভন করিতেন না, অথবা পাদপ্রসারণ পূর্ব্বক বসিতেন না। তিনি কখনো গুরুর দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া দাঁড়াইতেন না, অথবা গুরুসাক্ষাতে কখনো বহু কথা বলিতেন না। গুরুকে দণ্ডায়মান দেখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইতেন। গুরুকে চলিতে

গোবর্দ্ধন মঠে বন ও অরণ্যের, এবং (বদরিকাশ্রম সন্নিহিত) জ্যোসী মঠে গিরি, পর্ব্বত, ও সাগরের শিষ্য-প্রণালী প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।"

ভারতবর্ষীয় উপাসক—দ্বিতীয় ভাগ—পৃ—২৭।

দেখিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুগমন করিতেন। গুরু কোন কথা বলিলে অতি বিনয়ের সহিত তাহা শ্রবণ করিতেন। গুরু কোন আদেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিতেন। তিনি আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই গুরুর প্রিয়কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিতেন, কদাপি গুরুর অপ্রিয় কোন কার্য্য করিতেন না। ইতর প্রাণীগণের প্রতি ও তোটক বিশেষ দয়া প্রদর্শন করিতেন, এবং নিষ্ঠার সহিত নিয়ত স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তোটকের মেধাশক্তির কিঞ্চিৎ অভাব ছিল। সে জন্য পদ্মপাদাদি অপরাপর শিষ্যগণ তাঁহার প্রতি অনেক সময়ে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। যাহা হউক, পদ্মপাদাদির উপেক্ষাদ্বারা তোটকের বিশেষ কল্যাণেরই সূত্রপাত হইয়াছিল।

মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে, একদিন তোটক নদীতে যাইয়া আপন বস্ত্র প্রক্ষালন করিতেছিলেন, এমন সময়ে আচার্য্যের অধ্যাপনার সময় উপস্থিত। তোটকের প্রতি বাৎসল্যবশতঃ ভক্তবৎসল আচার্য্য তাহার আগমনের প্রতীক্ষায় শাস্ত্রব্যাখ্যাকার্য্যে বিলম্ব করিতেছিলেন। অপরাপর শিষ্যগণকে শান্তিপাঠে উদ্যত দেখিয়া আচার্য্য বলিলেনঃ—"ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, গিরি এখনি ফিরিয়া আসিবে"—(গিরি বোধ হয় তোটকেরই গুরুপ্রদত্ত নামান্তর)। শঙ্করের এই কথা শ্রবণ করিয়া তোটকের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক পদ্মপাদ বলিয়া উঠিলেনঃ—"তোটক স্থূলবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞানের অনধিকারী, তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন কি?" গুরুমাহাত্ম্যদ্যোতক অলীক অর্থবাদ রূপেই হউক, অথবা সত্য ঘটনাই হউক, মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে পদ্মপাদের ঈদৃশ গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া স্বীয় ভক্ত শিষ্য তোটকের প্রতি বিশেষ বাৎসল্য প্রদর্শন করিবার মানসে আচার্য্যদেব যোগবলে তৎক্ষণাৎ গিরির মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া মনে মনে তাহাকে আন্বীক্ষিকী-ত্রয়ী-বার্ত্তা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ বিদ্যা সম্প্রদান করিলেন। গুরুদেবের কৃপায় এইরূপ অপূর্ব্ব প্রণালীতে মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্ববিধ শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী হইয়া বাল্মীকির "মা নিষাদ" ইত্যাদি অষ্টাক্ষরী অনুষ্টুপ্ ছন্দের কবিতার ন্যায় তোটক ও অতি সুললিত দ্বাদশ-অক্ষরী তোটক ছন্দের একটি পরমার্থব্যঞ্জক কবিতা * রচনা করিয়া

* পরতত্ত্বব্যঞ্জক গুরুশিষ্যসম্বাদ।

শিষ্য। ভগবন্নুদধৌ মৃতিজন্ম জলে সুখদুঃখঝসে পতিতং ব্যথিতং।
কৃপয়া শরণাগত মুদ্ধর মামনুশাধ্যু পসন্ন মনন্যগতিং ॥ ১ ॥

তাহা উচ্চারণ করিতে করিতে গুরুসমীপে উপস্থিত হইলেন। শঙ্করের কারুণ্যসুধা সিঞ্চনে যেন গিরির ভক্তিলতা নবজীবন লাভ করিয়া সাধুভক্ত-রূপ শুকগণের উপভোগযোগ্য পরমার্থদ্যোতক তোটকছন্দের একটী অপূর্ব্ব কবিতারূপ অমৃত ফল প্রসব করিল। (নিম্নে সেই কবিতা এবং তাহার অনুবাদও দেওয়া গেল)। এরূপ অদ্ভুত উপায়ে শক্তি সঞ্চারের কথা কাহারও বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। এজন্য তোটক সম্বন্ধী এই আখ্যায়িকাকে গুরু-মাহাত্ম্য-দ্যোতক অর্থবাদ মাত্র মনে করাই সঙ্গত।

গুরু। বিনিবর্ত্ত্য রতিং বিষয়ে বিষমাং পরিমুক্তশরীরবিবদ্ধমতিং।
পরমাত্মপদে ভব নিত্যরতো জহি মোহময়ং ভ্রমমাত্মমতে ॥ ২ ॥
বিসৃজান্নময়াদিষু পঞ্চসু তাগহমস্মি মমেতি মতিং সততং।
দৃশিরূপ মনন্ত মজং বিগুণং হৃদয়স্থ মবেহি সদাহমিতি ॥ ৩ ॥
জলভেদকৃতা বহুতেব রবে র্ঘটিকাদিকৃতা নভসোহপি যথা।
মতিভেদকৃতা তু তথা বহুতা তব বুদ্ধিদৃশোহবিকৃতস্য সদা ॥৪॥
দিনকৃৎপ্রভয়া সদৃশেন সদা জনচিত্তগতং সকলং স্বচিতা।
বিদিতং ভবতাহবিকৃতেন সদা যতএব মতোহসি সদেব সদা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।—শিষ্য ঃ—জন্মমরণ যে সমুদ্রের জল, সুখদুঃখ যে সমুদ্রের মীন, হে ভগবন্, সেই ভবসাগরে পতিত হইয়া আমি দুঃখভোগ করিতেছি। অনন্যগতি হইয়া আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। কৃপা করিয়া এই শরণাগতকে উদ্ধার কর। আমাকে উপদেশ দান কর।

গুরু ঃ—বিষয়াশক্তিই সর্ব্বদুঃখের কারণ। বিষয়াসক্তি জয় করিয়া, এই বিষম দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, এবং পরমাত্মপদে নিয়ত অনুরক্ত হও। হে তত্ত্বজ্ঞ, মোহজনিত ভ্রম পরিত্যাগ কর। ২। অন্নময়াদি পঞ্চকোষে "আমি আমার" বোধ পরিত্যাগ করিয়া হৃদিস্থিত গুণাতীত, অজ, অনন্ত, চিৎস্বরূপেই সর্ব্বদা 'আমি' বোধ কর। ৩। জলের বহুত্বে যেমন সূর্য্যের বহুত্ব, অথবা ঘটাদির বহুত্বে যেমন আকাশের বহুত্ব, তোমার বহুত্বও সেইরূপ বুদ্ধিভেদ-জনিত, যেহেতু তুমি স্বয়ং সদানির্ব্বিকার, এবং বুদ্ধিমনের দ্রষ্টা স্বরূপ। ৪। সূর্য্যালোকের ন্যায় তুমি স্বয়ং সর্ব্বদা অবিকৃত থাকিয়া স্বীয় চৈতন্য গুণ দ্বারা লোকের চিত্তগত সকল ব্যাপারই অবগত হইতেছ। যেহেতু একথাই সত্য অতএব তুমি নিয়ত আপনাকে সৎস্বরূপ বলিয়াই জানিবে। ৫ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা, শঙ্করজননীর স্বর্গারোহণ, এবং পদ্মপাদের তীর্থ-ভ্রমণ।

৪৫। ব্রহ্মসূত্র।

শঙ্করাচার্য্যের জীবনের প্রধান কার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা। ব্রহ্মসূত্রেরই নামান্তর বেদান্তসূত্র অথবা শারীরক সূত্র। দার্শনিক বিচার দ্বারা (ব্রহ্ম অর্থাৎ) বেদান্তবাক্যসকলের তাৎপর্য্যনির্ণয়, এবং সে সকলের পরস্পর বিরোধ পরিহার করিয়া সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে তাহাদের সমাবেশই ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য—"ব্রহ্ম সূত্র্যতে অস্মিন্নিতি।" এজন্যই গ্রন্থের নাম 'ব্রহ্মসূত্র' বা 'বেদান্তসূত্র' এবং কেহ কেহ বলেন ইহা বৌদ্ধ "সুত্ত" গ্রন্থের অনুকরণে রচিত। আবার 'শরীর সম্বন্ধী' এই অর্থে শারীরক শব্দে "শারীর আত্মা" বা শরীরধারী জীবকে বুঝায়। এই ব্রহ্মসূত্রে জীবের বন্ধ এবং মোক্ষের দার্শনিক আলোচনা নিবদ্ধ হইয়াছে, এজন্য ইহার নামান্তর "শারীরক সূত্র"। এই ব্রহ্মসূত্র ব্যাস-দেবের অথবা বাদরায়ণের রচিত বলিয়া লোক-প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেই ব্যাস বা বাদরায়ণ যে কে, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। যদিও আনন্দগিরি তাঁহার 'ন্যায়-নির্ণয়' নামক শাঙ্করভাষ্যের ব্যাখ্যাতে বলিতেছেন ঃ—"ভগবান্ বাদরায়ণঃ সূত্রিতবান্ 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইতি",—তথাপি ব্রহ্ম-সূত্রের রচয়িতা ব্যাসদেব যে বাদরায়ণ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা ব্রহ্ম-সূত্রের স্থানে স্থানে ঔড়ুলোমি প্রভৃতি অন্যান্য আচার্য্যদিগের মতের ন্যায় তৃতীয় পুরুষে বাদরায়ণের ও মতের পৃথক্ সমাবেশ দৃষ্টেই প্রতিপন্ন হয়। আবার বাদরায়ণ হইতে পৃথক্রূপে আচার্য্য বাদরিরও উল্লেখ দৃষ্ট হয় (ব্রহ্মসূত্র,—৪-৪-৬, ৭, ১০, ১১, এবং ১২ দ্রষ্টব্য)। ইহাদ্বারা অনুমান করা যায় যে, বাদরিও ব্রহ্মসূত্রকার হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। আবার বেদান্তাচার্য্যদিগের মতের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপক্ষ রূপে আচার্য্য জৈমিনির ও মতের পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা ব্যাসদেব অন্য যেই হউন, তিনি জৈমিনির বহুকাল পরবর্ত্তী এবং জৈমিনির গুরু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। দৃষ্টান্তদ্বারা আমরা তাহাই দেখাই-

তেছি :—ব্রহ্মসূত্রে "চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ" (৪-৪-৬)—এই সূত্রে আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত এইরূপ বর্ণন করা হইতেছে :—"চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ, অপহতপাপ্মত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্বাদি যদিও আত্মার স্বরূপগত ধর্ম্ম বলিয়াই উক্ত হইয়াছে, তথাপি যেহেতু সে সকল উপাধিসম্বন্ধের অধীন, অতএব চৈতন্যের ন্যায় সে সকলের স্বরূপ-সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না।" এই রূপে ঔড়ুলোমির মত বর্ণন করিয়া তাহার উত্তরে তৃতীয় পুরুষে সেই সঙ্গেই আচার্য্য বাদরায়ণের মতেরও এইরূপ উল্লেখ করা হইতেছে :—"এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" (৪-৪-৭)—"তাহা স্বীকার করা গেলে ও—অর্থাৎ পারমার্থিক পক্ষে আত্মা চিদানন্দমাত্র স্বরূপ হইলেও পূর্ব্বোক্ত অপহতপাপ্মত্ব, সত্যকামত্বাদি ব্যবহারিক পক্ষে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য রূপে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। অপহতপাপ্মত্বাদি-স্বরূপের অপ্রত্যাখ্যান হেতু তাহার সহিত চিন্মাত্রস্বরূপের অবিরোধ, আচার্য্য বাদরায়ণের এই মত।" অর্থাৎ—"তাহা (বা অপহতপাপ্মত্বাদি) উপাধিগত, অতএব অতাত্ত্বিক হইলেও তাহার সত্যতা ব্যবহারিক প্রমাণদ্বারা প্রমাণিত, এবং লোক-প্রসিদ্ধ। অতএব তাহা অত্যন্ত অসৎ নয় যে তাহা রাহুর মস্তকের ন্যায় অবাস্তব হইবে"—ভামতী। আবার দেখা যায়, প্রাপ্তৈশ্বর্য্য বিদ্বান্ মুক্তাত্মার শরীর এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ থাকে কি না থাকে, এই প্রশ্নের বিচার উপলক্ষে আচার্য্য বাদরির মত এইরূপে উপন্যস্ত হইতেছে—"অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবং"—(৪-৪-১০)—মুক্ত ব্যক্তির শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের অভাবই আচার্য্য বাদরির মত—কারণ শ্রুতি বলিতেছে যে, বিদ্বান্ মুক্তব্যক্তি কেবলমাত্র মন দ্বারাই কাম্যবস্তু সকল দেখিয়া সুখী হয়।" পরের সূত্রে আবার বাদরির এই মতের বিরুদ্ধে জৈমিনির মতের উল্লেখ করা হইতেছে—"ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ" (৪-৪-১১)—মনের সদ্ভাবের ন্যায় বিদ্বান্ মুক্তাত্মাদিগের সেন্দ্রিয় শরীরের সদ্ভাবই জৈমিনির মত,—কারণ নানাবিধভাবে জীবের অবস্থান শ্রুতিতে উক্ত হইতেছে, এবং শরীরের সদ্ভাব বিনা জীবের অনেকবিধতার কল্পনা সঙ্গত হয় না।" তাহার পরের সূত্রে আবার বাদরি এবং জৈমিনি উভয়ের মতের বিরুদ্ধে তৃতীয় পুরুষে আচার্য্য বাদরায়ণের মতের ও উল্লেখ করা হইতেছে :—"দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ" (৪-৪-১২)—দ্বাদশাহ সত্রের উভয়লিঙ্গত্বের ন্যায় মুক্তাত্মার ও সশরীরত্ব এবং অশরীরত্ব এই উভয়বিধত্বের মতই সমীচিন। মুক্তাত্মার সত্যসঙ্কল্পত্ব এবং সংকল্পবৈচিত্র

হেতু—মুক্তাত্মা যখন সশরীরতা সঙ্কল্প করে, তখন সশরীর হয়, এবং যখন অশরীরতা সঙ্কল্প করে, তখন অশরীর হয়, এরূপ মনে করাই সমীচীন।" এতদ্দৃষ্টে এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত যে বাদরি, বাদরায়ণ, এবং এই ব্রহ্মসূত্রকার, তিনই ভিন্ন ব্যক্তি। পূর্ব্বপক্ষরূপে জৈমিনির উল্লেখদৃষ্টে ইহাও অনুমান করা সঙ্গত যে, এই ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাস যিনিই হউন, তিনি যে কেবল জৈমিনির গুরু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা নয়, তিনি জৈমিনিরও অনেক পরবর্ত্তী।

৫৩। শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য।

ব্রহ্মসূত্র যতই মূল্যবান্ গ্রন্থ হউক না কেন, অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে নিবদ্ধ হওয়াতে ইহার মূল্য লোকবুদ্ধির অগম্য। তোমার ঘরে যত কেন ধনরত্ন না থাকুক, প্রদীপের সাহায্য ভিন্ন যেমন কেহ তাহা দেখিতে পারে না, ব্রহ্মসূত্রও সেইরূপ যত কেন মূল্যবান্ গ্রন্থ হউক না, সূত্রভাষ্যের সাহায্য ভিন্ন তাহার মর্ম্মগ্রহণ অসম্ভব। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রটী একটী তালাবদ্ধ প্রকোষ্ঠের ন্যায়। চাবি খুলিয়া প্রত্যেকটি শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া যতক্ষণ না ভাষ্যকার তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন, ততক্ষণ সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহার ভিতরে প্রবেশ করা অসম্ভব। 'অথ' শব্দে যে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থভোগবিরাগ, শমদমাদিসম্পৎ, এবং মুমুক্ষুত্ব—এই সকল সাধনসম্পত্তি লাভের 'পর' এরূপ অর্থ বুঝায়, ভাষ্যের সাহায্য ভিন্ন সুধু ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিয়া কে তাহা কল্পনা করিতে পারে? অথবা "ঈক্ষতের্নাশব্দং" এই ক্ষুদ্র সূত্রের ভিতরে যে সর্ষপ পরিমাণ বীজের ভিতরে বটবৃক্ষের ন্যায় সৃষ্টি-কৌশল দৃষ্টে স্রষ্টার অনুমানের (Teleological argument) বিস্তারিত আলোচনা নিবদ্ধ রহিয়াছে, ভাষ্যের সাহায্য ভিন্ন কে তাহা কল্পনা করিতে পারে? এই সকল কারণে ব্রহ্মসূত্র অপেক্ষাও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের মূল্য অনেক অধিক। শঙ্করের পূর্ব্বেও বোধায়নাদি * অনেকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, পরেও রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, নিম্বাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত ভাষ্যরাশির মধ্যে শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য গৌরবের সহিত অপরাপর সকল ভাষ্যের উপরে মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিতে পারে "নক্ষত্রাণামহং

* "ভগবদ্বোধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ"—রামানুজের শ্রীভাষ্য।

শশী"। আবার ব্রহ্মসূত্রের এই শাঙ্কর ভাষ্যও অতি দুর্ভেদ্য দার্শনিক তর্কজালে জড়িত একটী অতি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ। ইহার ভিতরে অস্মদ্দেশীয় পরম্পরাগত পরমার্থতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের (Theology, metaphysics, and psychology) সমাবেশ এবং দার্শনিক সমালোচনা, এবং সেই সঙ্গে তাৎকালিক প্রচলিত ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, এবং বৌদ্ধাদি সমস্ত দর্শনশাস্ত্র-সংক্রান্ত অতি সূক্ষ্ম বিচার সকল নিবদ্ধ হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের কৃত এই ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যই সচরাচর শাঙ্কর ভাষ্য নামে পরিচিত।

৫৪। শঙ্করকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সূত্রভাষ্যে যে সকল বিচার নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এত গভীর গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য-পূর্ণ যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা অতি দুরবগাহ। প্রবাদ যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন মহাপ্রভুর নিকটে ব্রহ্মসূত্রের সূত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে সেই সূত্রের শাঙ্করভাষ্য শুনাইয়া তৎসম্বন্ধে মহাপ্রভুর মত জানিতে চাহিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন যে ব্যাসকৃত সূত্রটী শুনিবামাত্র তিনি যেন দেখিলেন, তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে সূর্য্যোদয় হইল। আর সেই সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য শুনিয়া তিনি যেন দেখিলেন, সহসা কোথা হইতে মেঘ আসিয়া সেই সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল! মহাপ্রভু প্রেম এবং ভক্তির অবতার, ভাবুকতা-প্রবণ, এবং কল্পনা-প্রিয়। শঙ্কর জ্ঞানের অবতার। মহাপ্রভুর পক্ষে এরূপ কথা শোভা পাইতে পারে। ভাবুকতা-প্রবণ লোক অনেক সময়েই শ্রবণমনননিদিধ্যাসনে বিমুখ হয়। তাহাদের নিকটে তর্ক-জাল-জড়িত গভীর দার্শনিক বিচার অন্ধকারের ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ারই কথা। নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত আজীবন নীরস ন্যায়শাস্ত্রের ঢেঁকির কচ্‌কচি করিয়া হাড়জ্বালাতন হইয়া শেষ জীবন জ্ঞানবিচারশূন্য উন্মত্ত প্রেমের খেলায় এবং সেই সঙ্গে কল্পনা এবং ভাবুকতার খেলায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ন্যায়ের নরুণ হাতে করিয়া শঙ্কর যখন সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া সত্যকে অলীক কল্পনা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইবেন, এবং সেই তর্কের আলোকে যখন ভাবুক হৃদয়ের অলীক কল্পনার মমের পুতুল সকল গলিয়া অদৃশ্য হইবে, তখন, যদিও মহাপ্রভুর মহানুভাবতা স্মরণ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ, তখন যে বিচার-বিমুখ সাধারণ ভাবুকের মস্তক ঘুরিয়া যাইবে, এবং তাহার নষ্ট চক্ষু অন্ধকারে কেবল সরিষার ফুল দেখিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? শাঙ্করভাষ্যের দুরবগাহতা সর্ব্ববাদী-সম্মত। এমন

কি পণ্ডিতপ্রবর মোক্ষমূলারও উপনিষদ্ পাঠ সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন:—"তুমি শাঙ্কর ভাষ্য বুঝিতে পার!" শাঙ্করভাষ্য যে স্থানে স্থানে অতি দুর্বোধ্য, শঙ্করাচার্য্য নিজেও তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি এজন্যই পণ্ডিতাগ্রণী কুমারিলভট্টদ্বারা তাঁহার সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কুমারিল তখন তুষানলপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

৫৫। সুরেশ্বরাচার্য্যের প্রতি সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক-রচনার ভারার্পণ।

শৃঙ্গগিরিতে অবস্থান কালে শঙ্কর সময়ে সময়ে তাহার প্রধান প্রধান শিষ্যদিগের সহিত সূত্রভাষ্যের একটী সহজবোধ্য বার্ত্তিক বা ব্যাখ্যা রচনাবিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। সেই সময়ে শঙ্করের বিজ্ঞতম শিষ্য নবীন সন্ন্যাসী সুরেশ্বরাচার্য্য সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিবার মানসে গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক ভক্তিভরে বলিতে লাগিলেন:—"হে গুরো, আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে যে, তোমার কিঞ্চিৎ প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া জীবন সফল করি। কি করিব, আমাকে আদেশ কর। গুরুর প্রতি ভক্তিমান থাকিয়া যত কাল জীবন ধারণ করা যায়, তাহাই প্রকৃত জীবন"। শিষ্যের কথায় আহ্লাদিত হইয়া শঙ্কর উত্তর করিলেন:—"তোমাকে মৎকৃত সূত্রভাষ্যের একটি উৎকৃষ্ট বার্ত্তিক রচনা করিতে হইবে"। সুরেশ্বর তাঁহার মনের মত আদেশ লাভ করিয়া আনন্দভরে বলিতে লাগিলেন:—"হে দেব, আমার সাধ্য নাই যে তোমার সেই দুর্ভেদ্য তর্কজালজড়িত গভীরার্থ ভাষ্যের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করি। তাহার উপযুক্ত বার্ত্তিক রচনা করা আমার শক্তির অতীত। তথাপি তোমারই কৃপাদৃষ্টির বলে তোমার আদেশ পালনে আমি যথাসাধ্য যত্ন করিব"। গুরুদেবও "এবমস্তু" বলিয়া সুরেশ্বরকে বিদায় করিলেন। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সুরেশ্বর চলিয়া গেলেন। কিন্তু হায়, ঘটনার চক্র সুরেশ্বরের প্রতিকূল।

৫৬। সুরেশ্বরের প্রতি শিষ্যবর্গের ঈর্ষার প্রকাশ।

বুদ্ধাদি মহাপুরুষদিগের ন্যায় শঙ্করেরও শিষ্যদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ অসদ্ভাব ছিল। শঙ্করের শিষ্যগণ বোধ হয় নানা দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দলের নায়ক পদ্মপাদ। বোধ হয় সুরেশ্বরের নিজের কোন দল ছিল না। সুরেশ্বরের প্রতিভা এবং তাহার প্রতি আচার্য্যের

বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঈর্ষাপরবশ হইয়াছিল। যাঁহারা স্বর্গীয় মহাত্মা কেশব চন্দ্রের অথবা স্বর্গীয় পরমহংসদেব রামকৃষ্ণের অথবা স্বর্গীয় গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের পরলোক গমনের পর তদীয় শিষ্যদিগের পরস্পর ব্যবহার অবলোকন করিয়াছেন, তাহাদের নিকটে ইহা আর প্রমাণ করিতে হইবেনা যে, কোনরূপ নিয়মতন্ত্র শাসন-কেন্দ্রের অভাবে মেষ-পালক-বিরহিত মেষ পালের ন্যায় আমাদিগের মহাপুরুষদিগের পরলোকান্তে সর্ব্বদাই তাঁহাদের শিষ্যগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, এবং কখনও বা "হামবাড়া" ভাবের বশীভূত হইয়া পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা-প্রদর্শন করিতেও ক্ষান্ত হয়েন না। শঙ্কর-শিষ্যদিগের মধ্যে সেই ঈর্ষা শঙ্করের জীবিত কালেই প্রকাশ পাইয়াছিল। পুরাতন শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই নবাগত সুরেশ্বরকে এক প্রকার "প্রচ্ছন্ন নেকড়েবাঘ" তুল্যই মনে করিত।

গুরুর নিকট হইতে সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিকরচনার আদেশ লাভ করিয়া সুরেশ্বর চলিয়া গেলে পর পদ্মপাদের পক্ষীয় শিষ্যগণ একে একে গুরুসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। আচার্য্যকে নির্জ্জনে পাইয়া চিৎসুখ প্রভৃতি শিষ্যগণ সুরেশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন:—"হে গুরো, তোমার হিতের জন্য সুরেশ্বর যে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে তোমার হিত না হইয়া অত্যন্ত অহিতই সাধিত হইবে। সুরেশ্বর বিচার-নিপুণ মহা-পণ্ডিত, আজীবন কর্ম্মমার্গেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে। সুতীক্ষ্ণ যুক্তি জাল বিস্তার করিয়া সুরেশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণের নিয়ন্তা সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরেরও সত্তা অপ্রমাণ করিয়াছে। * কিছুদিন হইল তাহার মত ছিল যে, বৈদিক কর্ম্ম বা যাগযজ্ঞাদিই স্বর্গাদি ফল-লাভের এক মাত্র কারণ। তাহার মতে কর্ম্ম নিজেই নিজের ফলদাতা, ঈশ্বরাদি কোন কর্ম্মফল-দাতা নাই। (পাঠক লক্ষ্য করিবেন বৌদ্ধ নিরীশ্বর মতের সহিত জৈমিনির এই কর্ম্ম-মীমাংসা মতের কিরূপ সাদৃশ্য)। সত্য বটে আচার্য্য জৈমিনির নিজের মতই এইরূপ ছিল, সুরেশ্বর সেই মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু জৈমিনি ব্যাসেরই শিষ্য। ব্যাস পুরাণাদিতে বার বার জগতের প্রলয়ের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রলয় বলিতে কর্ম্মেরও প্রলয় বুঝায়। ঈশ্বর ভিন্ন জগতের পুনরভ্যুদয় হইতে পারে না। জৈমিনিও অবশ্যই ব্যাস-উপদিষ্ট প্রলয় মতাবলম্বী হইবেন, কারণ গুরু-শিষ্য পরস্পর ভিন্নমতাবলম্বী হইলে তাহাদের গুরুশিষ্য সম্বন্ধই থাকে না।

* সুরেশ্বর (মণ্ডন) কুমারিলের প্রধান শিষ্য ছিলেন (১০, ১১, ১২ দ্রষ্টব্য)

অথবা যদি জৈমিনির মত ব্যাসের মত হইতে ভিন্নই হয়, তাহা হইলেও শিষ্যের মত পূর্ব্বপক্ষ মাত্র, গুরুর মতই সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। মণ্ডন আজন্ম কর্ম্মানুরাগী। কর্ম্মানুষ্ঠানেই তিনি জীবন যাপন করিয়াছেন। অপরলোককেও তিনি সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশই দিয়াছেন:—"যত্নের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কর, তদ্দ্বারাই স্বর্গাদি সুখ লাভ হইবে। বৃথা অপর মার্গ আশ্রয় করিয়া কি ফল?" তোমার আদেশ লাভ করিয়া মণ্ডন যদি তোমার সূত্র-ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করেন, তবে তিনি তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের বলে তোমার সূত্রভাষ্যকেও কর্ম্মপর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন। হে গুরো, বৃদ্ধির ইচ্ছায় মূল হইতে বিচ্যুত হইওনা। মণ্ডন নিজের ইচ্ছায় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন নাই। বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বাধ্য হইয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস হইতেছে না। হে গুরো, মণ্ডন দ্বারা সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করাইওনা। মণ্ডন কুমারিলভট্টের মতাবলম্বী। ভাট্টমতাবলম্বিরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে "যাহারা অভিলষিত কর্ম্মানুষ্ঠানে সক্ষম, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অনুচিত। সন্ন্যাসবিধি পঙ্গু-অন্ধ প্রভৃতি অশক্তদিগেরই জন্য।" এরূপ অবস্থায় যাহা উচিত হয় কর। মণ্ডন দ্বারা সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা আমাদের প্রীতিকর হইবে না। বার্ত্তিক রচনার ভার পদ্মপাদের উপরে অর্পণ করিলেই ভাল হয়।

"অনেকদিন হইল, আপনার অবশ্য স্মরণ আছে, কাশীবাসকালে আমরা সকলে যখন গঙ্গার অপর পারে ভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন আপনি আমাদের ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য সকলকেই ডাকিয়াছিলেন। আপনার ডাক শুনিয়া আমরা সকলে নৌকার জন্য ব্যাকুল ভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলাম। কিন্তু সনন্দন নৌকার জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া গঙ্গার জলের উপর দিয়াই চলিতে আরম্ভ করিল। ভাগিরথীদেবীও তাহার অলোকসামান্য গুরুভক্তি দর্শনে প্রীতা হইয়া সনন্দনের প্রতিপাদবিক্ষেপে কনকপদ্ম সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা সনন্দন সেই পদ্মপঙ্‌ক্তির উপরে পাদ নিবেশ করিয়া আপনার সমীপে চলিয়া আসিলেন। (পাঠক, পদ্মপাদ সম্বন্ধীয় অলৌকিক ঘটনার এই বর্ণনার সহিত পূর্ব্ব-বর্ণনার তুলনা করুণ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আচার্য্য একমাত্র সনন্দনকেই ডাকিয়াছিলেন। এস্থলে বলা হইতেছে, তিনি সকলকেই ডাকিয়াছিলেন)। আপনিও তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার নাম পদ্মপাদ রাখিলেন। আপনার নিকটে তত্ত্বোপদেশ লাভ করিয়া,

আপনার চরণ সেবা করিয়া, পদ্মপাদ ভেদ-জ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়াছে। তিনি আজন্ম সিদ্ধপুরুষ। ভগবন্, পদ্মপাদই আপনার সেই গভীরার্থক সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিবার উপযুক্ত পাত্র। অথবা এই আনন্দগিরি*ও সেই ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ। তাঁহার উগ্র তপস্যা এবং ভক্তি দর্শনে প্রসন্না হইয়া সরস্বতী দেবীও আনন্দগিরিকে আপনার গ্রন্থের আপনার ভাবানুযায়ী ব্যাখ্যা রচনা করিবার সামর্থ্যরূপ বর প্রদান করিয়াছেন। হে গুরো, এই বিশ্বরূপ (সুরেশ্বর) কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানেরই পক্ষপাতী। কি করিয়া যে তিনি আপনার এত বিশ্বাসের পাত্র হইলেন, আমরা ভাবিয়া অবাক্ হইতেছি। তাঁহার উপরে আপনার নির্ভর করা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। আমাদের সকলেরই ইচ্ছা যে পদ্মপাদই আপনার ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করে।"

৫৭। বার্ত্তিক-রচনা কার্য্যে হস্তামলকের উপযুক্ততা বিচার।

শিষ্যগণ গোপনে আচার্য্যকে এইরূপ বলিয়া নিরস্ত হইলে পর সনন্দন স্বয়ং গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"হে আচার্য্য, হস্তামলকও আপনার কৃত ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিতে সক্ষম। করতলন্যস্ত আমলক ফলের ন্যায় সমস্ত সিদ্ধান্ত তাহার করায়ত্ত। আপনিও তাহা দেখিয়াই ইহাকে হস্তামলক নাম প্রদান করিয়াছিলেন।" সনন্দনের কথা শুনিয়া আচার্য্য ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিতে লাগিলেন,—"হস্তামলক পরমজ্ঞানী সন্দেহ নাই। তাহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। কিন্তু সে সর্ব্বদা সমাধিতেই অবস্থান করে। বহির্বিষয়ে লিপ্ত হইতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। বাল্যকালে তাহার পিতা অতি আগ্রহের সহিত তাহাকে বর্ণমালা শিক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু হস্তামলক তখন কিছুই শিক্ষা করে নাই। উপনয়নের পরেও গুরুগৃহে বাস করিয়া সে বেদ পাঠ করে নাই। আশৈশব সে পর-মাত্মাতেই নিমগ্ন। খেলিবার বেলায়ও সে সমবয়সীদের সহিত খেলা করিত না। ক্ষুধা হইলেও সে খাইতে চাহিত না। কখনও সে ভাল করিয়া কথাটীও কহিত না। সকলে ইহাকে ভূতগ্রস্ত বলিয়াই মনে করিত। ভূতগ্রস্ত মনে করিয়াই হস্তামলকের পিতা তাহাকে আমার নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

* আনন্দগিরির প্রতি আরোপিত প্রচলিত "ন্যায় নির্ণয়-নামক" ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের বার্ত্তিকের মাধবাচার্য্য কোন উল্লেখ করিতেছেন না। ইহাতে সংশয় হইতেছে, "শঙ্করবিজয়ে"র ন্যায় তাহাও প্রকৃত পক্ষে শঙ্করের নিজ শিষ্য আনন্দগিরির রচিত কি না।

বালক আমাকে দেখিবামাত্র বারম্বার প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তদ্দর্শনে সমাগত লোকেরা বিস্ময়াপন্ন হইল। আমি বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম 'হে শিশো, তুমি কে? কাহার পুত্র? কোথা হইতে আসিলে?" হস্তামলক আমার প্রশ্নের উত্তরে অপূর্ব্ব-পদ-বিন্যস্ত পদ্যে আপনাকে চিদানন্দঘন পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া পরিচয় দিয়া সকলকে বিস্ময়াপন্ন করিল। তাহার পিতা পূর্ব্বে কখনও পুত্রের মুখে এরূপ কবিতা শুনিতে পান নাই। সহসা পুত্রের ঈদৃশ দৈবী বাক্-বৈভব শ্রবণ করিয়া পিতার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সেই পণ্ডিতবর আমাকে অতি বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন :—"হে অর্হন্, এই বালককে সকলে জড় বলিয়াই স্থির করিয়াছিল। তোমার কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! তোমার কৃপায় এই বালক আজ অতি সুললিত কবিতায় পরমজ্ঞানীদিগেরও দুর্জ্ঞেয় পরমার্থতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছে। হে বিশ্বগুরো, এ বালক আজন্ম সংসার-পাশ-বিমুক্ত। কৃপা করিয়া তাহাকে তোমার শিষ্যত্বে গ্রহণ কর। বিকশিত পদ্মবন-বিহারী হংসরাজ কি কখনও ক্ষুদ্রজলে বিহার করিয়া আনন্দ লাভ করে?" এইরূপ বলিয়া হস্তামলকের পিতা প্রভাকর বিদায় হইলেন। সেই অবধি এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। হস্তামলকের চিত্ত আজীবন পরমাত্মা-তেই বিলীন হইয়া আছে। সে কি করিয়া প্রকাণ্ড গ্রন্থাদি রচনা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে?"

৫৮। হস্তামলকের তত্ত্বজ্ঞান-লাভ-বিষয়ক উপকথা।

আচার্য্যের কথা শুনিয়া শিষ্যগণ কৌতুহলাবিষ্ট চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল :—"হে স্বামিন্, শ্রবণমননাদি জ্ঞান-লাভের উপায় অবলম্বন না করিয়াই হস্তামলক কিরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভে সক্ষম হইল, তাহা জানিবার জন্য আমাদের অত্যন্ত আগ্রহ হইতেছে। আপনি তাহা সবিশেষ বর্ণন করুণ।" যতিরাজ উত্তর করিলেন :—"পুরাকালে যমুনাতীরে একজন নির্ম্মলচরিত্র সংসারাসক্তিশূন্য সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেন। একদা কোন এক বিপ্রকন্যা তাঁহার দুই বৎসর বয়স্ক বালককে সেই সিদ্ধপুরুষের সমীপে রাখিয়া বলিয়াছিলেন :—"হে দ্বিজবর, ক্ষণকাল এই শিশুকে দেখিবেন।" এই বলিয়া বিপ্রকন্যা নিশ্চিন্ত মনে সখিগণ-সঙ্গে যমুনার জলে স্নান করিতে চলিলেন। ইতিমধ্যে দৈবাৎ সেই শিশু চলিতে চলিতে যাইয়া নদীর জলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। শিশুর আত্মীয়গণ সেই মৃত দেহ লইয়া মহর্ষির সাক্ষাৎ আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তাহাদের দুঃখদর্শনে মুনিবরের হৃদয়ে সাতিশয় করুণার সঞ্চার হইল। তিনি যোগবলে নিজেই সেই শিশুর মৃতশরীরে প্রবেশ করিলেন এবং শিশু পুনর্জীবিত হইল। সেই যোগীবরই এই হস্তামলক। (কোথায় বা যমুনা নদী, আর কোথায় বা প্রভাকরের গৃহ! এস্থলে সেই যোগীবরের নিজ দেহের পরিণাম সম্বন্ধেও কিছুই বলা হইতেছে না)। এ জন্যই বিনা গুরূপদেশে হস্তামলক শ্রুতিস্মৃতিপ্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী এবং পরমতত্ত্ব-জ্ঞানী যদিও হস্তামলক সকলই জানে, তথাপি সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষকে বার্ত্তিকাদি রচনাকার্য্যে নিয়োগ করা সঙ্গত হইবে না। সুরেশ্বরকেই বার্ত্তিক-রচনাকার্য্যে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। সুরেশ্বর তত্ত্বজ্ঞানী, তাহার সর্ব্বজ্ঞত্ব বিষয়ে স্বয়ং সরস্বতীই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। সুরেশ্বর ধার্ম্মিক, সর্ব্বশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, এবং অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তিমান। তাহার সহিত অপর কাহারও তুলনা হয় না। বহুযত্নে আমরা তাহাকে লাভ করিয়াছি। সেই সুরেশ্বর যদি তোমাদের মনোমত না হয়, আমি আর কাহাকেও বার্ত্তিক-রচনাকার্য্য সম্বন্ধে উপযুক্ত দেখিতেছি না। সে যাহা হউক, এই মহৎ গ্রন্থ-রচনা বিষয়ে বহু লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি সুরেশ্বরদ্বারা কোন কার্য্য করাইব না। ("Vox populi, Vox Dei")। আমার অভীষ্ট কার্য্যে এতলোক প্রতিকূল দেখিয়া কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে আমার মনে গভীর সংশয় হইতেছে।" পাঠক লক্ষ্য করিবেন, শঙ্কর অন্ধ গুরুগিরির পক্ষপাতী হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাঁহার স্বীয় মতের বিরুদ্ধ হইলেও তিনি তাঁহার শিষ্যদিগের স্বাধীন চিন্তা এবং মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া নিজের মত এবং ইচ্ছাকেই বলিদান করিতেছেন।

গুরুর কথা শুনিয়া শিষ্যগণ উত্তর করিল:—"হে ভগবন্, তোমার অনুমতি হইলে সনন্দনই তোমার অভীষ্ট সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিবে। সনন্দন অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী। ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াই সে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছে।" আচার্য্য উত্তর করিলেন, "সনন্দন সর্ব্বলোক-প্রিয়, সন্দেহ নাই। আমার ইচ্ছা হয় যে সে সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক না লিখিয়া তৎ-সম্বন্ধে অপর একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করে। অন্যের সঙ্কল্পিত কার্য্যে তাহার হস্তক্ষেপ না করাই বিধি। বিশ্বরূপ (সুরেশ্বর) নবীন সন্ন্যাসী হইলেও সে সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।" পাঠক লক্ষ্য করিবেন, আচার্য্য কেমন নিরপেক্ষ ভাবে ন্যায়ের নিক্তি হাতে করিয়া সকলেরই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কথা বলিতেছেন। নিক্তির কাটার ন্যায় কেমন

অবিলম্বিত ভাবে তিনি শিষ্যবর্গের নিকটে স্বীয় ন্যায্য ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছেন।

৫৯। সুরেশ্বরের প্রতি বার্ত্তিক-রচনার আদেশের প্রত্যাহার।

অনন্তর শঙ্কর শিষ্যবর্গকে বিদায় করিয়া সুরেশ্বরকে একান্তে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—"হে সন্ন্যাসিন্, তুমি সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিওনা। অপর শিষ্যদিগের মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইয়াছে। তাহারা ইহা সহ্য করিতে পারিবে না। অল্পদিন হইল তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ, তাহার পূর্ব্বে গার্হস্থ্য ধর্ম্মেই তোমার বিশেষ অনুরাগ ছিল। শিষ্যগণ মনে করিতেছে যে, তুমি সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা করিয়া আমার কৃত ভাষ্যকেও কুমারিলভট্টাচার্য্য-কৃত জৈমিনীয় পূর্ব্বমীমাংসার শবরস্বামীকৃত ভাষ্যের শ্লোকবার্ত্তিকের অঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে। তোমার সম্বন্ধে জনপ্রবাদ এইরূপ যে, তুমি সন্ন্যাসাশ্রমকে বেদসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার কর না। জনপ্রবাদ যে ভিক্ষার জন্য কোন ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী তোমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে তাহারা দ্বার-রক্ষক দ্বারা তাড়িত হইত। তোমার গৃহে তাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই সকল জনপ্রবাদে নির্ভর করিয়া শিষ্যগণ তোমার উদার চরিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না। হে মহাত্মন্, তুমি তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাকে দেখাও যেন তাহা পাঠ করিয়া শিষ্যগণ তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে"। সুরেশ্বরকে এইরূপ বলিয়া আচার্য্য কিঞ্চিৎ খেদযুক্ত মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "হায়, আমার জীবিত কালে আমার সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচিত হইল না"। * সাধুদিগের দৃষ্টি যেন কালের আবরণও ভেদ করিতে সক্ষম, তাঁহাদের দিব্য চক্ষুর নিকটে যেন ভাবী ঘটনা সকলও প্রতিভাত হইয়া থাকে। আচার্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবিত কালে তাঁহার কৃত সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচিত হইবে না। ইহা ভাবিয়া তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ বিষাদেরও সঞ্চার হইয়াছিল। বার্ত্তিক-রচনা কার্য্যে শিষ্যদিগের নিকটে বাধা পাইয়া শঙ্কর সে বিষয়ে উদাসীন হইলেন।

গুরুর আদেশ লাভ করিয়া বিশ্বরূপ অতি অল্পকালমধ্যেই "নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি" নামে একখানি উদারার্থ গভীর যুক্তিপূর্ণ এবং আদ্যন্ত অপূর্ব্বপদবিন্যস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া আচার্য্যের পদে নিবেদন করিলেন। আচার্য্য সেই হৃদয়ানন্দকর গ্রন্থ

* "ইত্যুক্তেমং বার্ত্তিকং সূত্রভাষ্যে। না ভূদ্ধা হে ত্যাপ খেদক কিঞ্চিৎ" ১৩—৪৮ ॥

আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন, এবং সাদরে সেই গ্রন্থ অপর শিষ্য সকলকে দেখাইলেন। মাধবাচার্য্য বলেন যে, সেই গ্রন্থ রচনা করিয়াই বিশ্বরূপ সুরেশ্বরাচার্য্য নাম লাভ করিয়াছিলেন। "নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি" পাঠ করিয়া তাঁহার সন্ন্যাসিত্বে শিষ্যবর্গের স্থির বিশ্বাস হইল, এবং সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, শঙ্করের শিষ্যবর্গের মধ্যে সুরেশ্বরের মত তত্ত্ববিৎ আর দ্বিতীয় কেহ নাই। সেই নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি গ্রন্থদ্বারা সুরেশ্বরের মাহাত্ম্য জনসমাজে প্রচারিত হইল। অদ্যাপি সন্ন্যাসীগণ সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। মাধবাচার্য্য বলেন যে, আচার্য্যের ইচ্ছা-সত্ত্বেও অপর শিষ্যগণ বিশ্বরূপের সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিকরচনা কার্য্যে বাধা জন্মাইয়াছিল দেখিয়া বিশ্বরূপ মনের কষ্টে অভিশাপ করিয়াছিলেন যে, যত উদারচেতা লোকেই কেন সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা না করুন, তাহা পৃথিবীতে প্রচারিত হইবে না। বিশ্বরূপ অভিসম্পাত করিয়া থাকুন আর না থাকুন, সূত্র-ভাষ্যের উপযুক্ত বার্ত্তিক অদ্যাপি প্রকাশিত হইয়াছে কি না, বলা কঠিন। অধুনা এই সূত্রভাষ্যের তিনটি ব্যাখ্যা বা বার্ত্তিক প্রচলিত, একটী গোবিন্দানন্দ কৃত "রত্নপ্রভা," দ্বিতীয়টি বাচস্পতিমিশ্রকৃত "ভামতী"। এই উভয়ই শঙ্করের বহুকাল পরে রচিত। আনন্দগিরিকৃত "ন্যায়-নির্ণয়" নামক ব্যাখ্যাও বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের স্বর্গারোহণের পরেই রচিত। বিশ্বরূপ তাহার স্বকৃত "নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি" নামক গ্রন্থ গুরুর চরণে উপহার প্রদান করিয়া, এবং তদ্দ্বারা শিষ্যবর্গের বিশ্বাস লাভ করিয়া গুরুদেবকে বলিতে লাগিলেন ঃ—

"হে ভগবন্, আমি যশের অথবা অন্য কিছু লাভের আশায় এই গ্রন্থ রচনা করি নাই। গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত, লঙ্ঘন করিলে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ থাকে না, সেজন্যই আমি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। আমি গৃহী ছিলাম সত্য, কিন্তু যৌবনে যেমন লোকের বাল্যক্রীড়া থাকে না, বার্দ্ধক্যে যেমন যৌবনের উদ্দাম চাঞ্চল্য থাকে না, সেইরূপ আমারও পূর্ব্বাভ্যস্ত গৃহীভাব আর নাই। পথ চলিতে হইলে, পূর্ব্বাশ্রিত স্থান পরিত্যাগ করিয়াই চলিতে হয়। পূর্ব্বে আমি গৃহী ছিলাম, তাহাতে কোন সংশয় নাই। অপর শিষ্যগণ কি পূর্ব্বে, ইহজন্মে অথবা পূর্ব্বজন্মে কখনও গৃহী ছিলেন না? গৃহী হওয়া বা না হওয়াতে কি আসে যায়? বন্ধ অথবা মোক্ষ সকলই মনের। মন যাহার বিশুদ্ধ, গৃহী হওয়া অথবা সন্ন্যাসী হওয়া, তাহার পক্ষে তুল্য। হে সাধু-প্রবর, 'সন্ন্যাসাশ্রম বেদ-সিদ্ধ নয়' এইরূপই যদি আমার সিদ্ধান্ত হইবে, তবে "আমি

পরাজিত হইলে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিব, আর তুমি পরাজিত হইলে সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করিবে," এরূপ প্রতিজ্ঞা আমাদিগের মধ্যে কিরূপে সম্ভবপর হইয়াছিল? সন্ন্যাসাশ্রম যদি আমার অনভিমতই হইবে, তবে আমি কিরূপে অল্পকালমধ্যেই তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম? অথবা 'সন্ন্যাস বা তুর্য্যাশ্রম বেদসিদ্ধ নয়' এখনও ইহাই যদি আমার মত হইবে, তবে আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম কিরূপে? লোকে বলে ভিক্ষুকেরা আমার গৃহে প্রবেশ পায় নাই, একথা যদি সত্য হয়, তবে ভিক্ষুক হইয়া আপনি কিরূপে আমার গৃহে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন? কি করিয়াই বা আপনি আমার গৃহে বাদরূপ উত্তম ভিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন? (পাঠক দেখিতেছেন যে মণ্ডনের প্রশ্নদ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যোগ বলে গগনমার্গে শঙ্করের মণ্ডন-গৃহে প্রবেশের কথা যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণই শিষ্যবর্গের অলীক কল্পনাপ্রসূত অথবা অমূলক জন-প্রবাদ মাত্র)। তবে লোকের মুখ বন্ধ করিতে পারে, কাহার সাধ্য? আমি যে কেবল পরাজিত হইয়াছি বলিয়াই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, তাহা নয়। গার্হস্থ্য-কালেই শাস্ত্রাদি আলোচনাদ্বারা আমার চিত্ত-শুদ্ধি লাভ হয়। পরে আপনার উপদেশ লাভ করিয়া আমার অন্তরে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, এবং আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তখনই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি। আপনার আর আমার মধ্যে যে বিচার হইয়াছিল, জয় অথবা পরাজয় তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই আমরা বিচার করিয়াছিলাম। আপনার উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে পর বিষয়সুখে আমার বিরাগ জন্মিল, সেই বৈরাগ্যবশতঃই আমি সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, পরাজিত হইয়াছিলাম বলিয়া নয়। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান কালে আমি নৈয়ায়িকদিগের তটস্থ * ঈশ্বরবাদ-খণ্ডন করিবার জন্য গভীরার্থযুক্ত অনেক সুযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছি অবধি আপনার পদসেবা ভিন্ন আমার হৃদয় আর কিছুই ইচ্ছা করে না। হে ভগবন্, শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তরে আপনার অদ্বৈততত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিলে হৃদয় অমৃত-রসে প্লাবিত হয়। এ জীবনে আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। জানি না, এমন কেহ আছে কি না' যিনি উপযুক্ত সেবা-দ্বারা সেই ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম"।

---

* "তটে সমীপে তিষ্ঠতি"। লক্ষণং দ্বিবিধং—স্বরূপ-লক্ষণং (what it is) তটস্থলক্ষণং চ (what it does),—যথা সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণং। তটস্থলক্ষণং ব্রহ্মণো জগৎকর্ত্তৃত্বাদিকং (ব্রহ্মসূত্র ২-২-৩৭ দ্রষ্টব্য)।

এইরূপ বলিয়া সুরেশ্বর বিরত হইলে পর শঙ্করের মনের খেদ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল! তিনি বলিয়া উঠিলেন :—"হায়! এমন উপযুক্ত পাত্রদ্বারা আমার সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচিত হইল না।" ক্ষণকাল মধ্যেই তিনি শোকাবেগ সংবরণ করিয়া ইচ্ছা করিলেন যে, সুরেশ্বর তিনটী উপনিষদ্-ভাষ্যের (তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, এবং নৃসিংহোত্তর-তাপনীয়োপনিষৎ) বার্ত্তিক রচনা করেন। সুরেশ্বরের অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল, ভাবানুযায়ী মৃদু বাক্য-বিন্যাস, যুক্তিদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন, এবং স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপনের অপূর্ব্ব শক্তি দর্শন করিয়া আচার্য্য সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিতে লাগিলেন :—"হে বিনয়ী-প্রবর, তুমি যাহা যাহা বলিয়াছ, সকলই সত্য। তুমি আমার জন্য যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদের আমার কৃত ভাষ্যের একটী বার্ত্তিক রচনা কর, যজুর্বেদীয় কান্বশাখার অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদের আমার যে ভাষ্য আছে, তাহারও একটী বার্ত্তিক তুমি রচনা কর। পরোপ-কারের জন্যই সাধুগণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বের ন্যায় ইহাতে কোন বাধার আশঙ্কা করিওনা। নিঃশঙ্ক মনে বিনা বিচারে আমার বাক্য পালন কর। ঐ দুইটী বার্ত্তিক রচনা করিয়া লোকের সংসার দুঃখের নিবৃত্তির সাহায্য কর। তাহাতে তুমিও শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় বিমল কীর্ত্তি লাভ করিবে।" গুরুদেব এইরূপ আদেশ করিলে পর বিশ্বরূপ তৈত্তিরীয় এবং বৃহদারণ্যক এই দুইটী উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যের দুইটী উৎকৃষ্ট বার্ত্তিক রচনা করিয়া গুরুর পদে তাহা উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন। সুরেশ্বরা-চার্য্যকৃত তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য-বার্ত্তিক আমরা দেখিয়াছি, এবং তাহাতে সুরেশ্বরাচার্য্যের অসামান্য বিচার-নিপুণতা, এবং শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার কৃত বৃহদারণ্যক-ভাষ্য-বার্ত্তিক আমাদের হস্তগত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন সুরেশ্বর "পঞ্চীকরণ বার্ত্তিক"ও রচনা করিয়াছিলেন।

৬০। পদ্মপাদের বিজয়-ডিণ্ডিম নামক সূত্র-ভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা।

অপর দিকে সনন্দন ও গুরুর আদেশে সূত্রভাষ্যের একটী উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিলেন। সনন্দনের সেই টীকার নাম বিজয়-ডিণ্ডিম। সেই টীকার পূর্ব্বভাগের নাম 'পঞ্চপাদিকা' এবং শেষ ভাগের নাম 'বৃত্তি'। পদ্মপাদও সেই টীকা রচনা করিয়া তাহা গুরুদক্ষিণারূপে প্রদান করিলেন। তাহা দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য এই সকল গ্রন্থের ভাবী পরিণাম মনে মনে আলোচনা করিয়া, সুরেশ্বর-প্রদত্ত অভিশাপের সার্থকতা প্রদর্শনার্থ সুরেশ্বরকে গোপনে

ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন:—"বৎস, সনন্দন-রচিত এই টীকার পাঁচটী মাত্র চরণ সংসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। তাহার মধ্যেও চারিটীমাত্র সূত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। প্রারব্ধ কর্ম্মের পরিপাকের জন্য তুমি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া বাচস্পতিত্ব পদ লাভ করিবে, এবং আমার কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের একটি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিবে, সেই টীকাই প্রলয় কাল পর্য্যন্ত জগতে প্রচারিত হইবে। মাধবাচার্য্য কর্ত্তৃক শঙ্করের প্রতি আরোপিত এই সকল কথা বোধ হয়—বাচস্পতিমিশ্রকৃত "ভামতী" নামক সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিককেই লক্ষ্য করিতেছে। বাচস্পতিমিশ্র পাতঞ্জলসূত্রের ব্যাস-ভাষ্যেরও টীকাকার। সুরেশ্বরকে এইরূপ বলিয়া তিনি আনন্দগিরি প্রভৃতি অপরাপর শিষ্যগণকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন:—"অদ্বৈত জ্ঞান বিস্তারের জন্য তোমরা সকলেই অদ্বৈতজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থসকল রচনা কর।" গুরুর নিকট হইতে এইরূপ আদেশ লাভ করিয়া আনন্দগিরি প্রভৃতি মহানুভব শিষ্যগণও সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে পরমাত্মবিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ সকল রচনা করিলেন। বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ্ভাষ্যের প্রচলিত টীকাদ্বয় আনন্দগিরি-রচিত।

৬১। পদ্মপাদের তীর্থযাত্রা।

এইসময়ে পদ্মপাদ তীর্থদর্শনের জন্য সমুৎসুক হইয়া গুরুর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন:—"হে গুরো, অনুমতি করুন, আমি বহুতীর্থ-যুক্ত স্থান সকল পরিদর্শন করিব।" আচার্য্য উত্তর করিলেন:—"বৎস, গুরুসহবাসই প্রকৃত তীর্থবাস। গুরুচরণামৃতই প্রকৃত তীর্থ। গুরুর উপদেশে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভই প্রকৃত দেবদর্শন। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর কি আছে? গুরুসমীপে বাস করিয়া সর্ব্বদা গুরুশুশ্রূষা করিবে। গুরুকে ছাড়িয়া দূরদেশে যাইবে না। দিবাভাগে পথভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে, রাত্রিকালে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে, তত্ত্বচিন্তার সময় পাইবে না। সন্ন্যাস দুই প্রকার বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে:—তত্ত্বজ্ঞানীর সন্ন্যাস, এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সন্ন্যাস। তত্ত্বজ্ঞানী গুরুসমীপে থাকিয়া বিক্ষেপ-রহিত মনে গুরূপদিষ্ট "তত্ত্বং" পদের অর্থ বিচার করিয়া সর্ব্বদা যত্নের সহিত জীবব্রহ্মের ঐক্য সাধন করিবে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি গুরুর উপদেশ অনুসরণ করিয়া বিচার দ্বারা 'ত্বং' পদের অর্থ শোধন করিবে। তীর্থ ভ্রমণে অনেক কষ্ট। ক্ষুধায় কাতর হইলে কখনওবা আহার মিলিবে, কখনও বা মিলিবে

না। পিপাসায় কাতর হইলে কোথাও বা জল পাইবে, কোথাও বা পাইবে না। নিদ্রার সময়ে কোথাও বা শয্যার জন্য স্থান পাইবে, কোথাও বা পাইবে না। অন্নজলের অথবা শয্যা-স্থানের অনুসন্ধানে চিত্ত কলুষিত হইলে, পথিকের শান্তি থাকে না। তাহাতে আবার জ্বরাতিসারাদি রোগ-গ্রস্ত হইলে এককালে নিরুপায়। কোথাও অবস্থান করিতে পারা যায় না, অথবা যাত্রা করিয়া পথ চলিতেও পারা যায় না। সহ-যাত্রীরা তখন পথিককে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ভ্রমণ কালে কোথায় পাইবে প্রাতঃস্নানের সুবিধা, কোথায় পাইবে দেবার্চ্চনার উপকরণ, কোথায় পাইবে শৌচের সুবিধা, কোথায় পাইবে সমাধিতে বসিবার স্থান? কোথায় পাইবে আহার সামগ্রী, কোথায় পাইবে আত্মীয় বন্ধু? পথিক ক্ষুধাতুর হইলে শাকান্ন দিয়াও কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে না।" আচার্য্যের বাক্য শেষ হইলে পর পদ্মপাদ বলিতে লাগিলেন:—"হে ভগবন্, যদিও গুরুবাক্যে প্রত্যুত্তর করা নিষিদ্ধ, তথাপি আমার প্রত্যুত্তর করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই সত্য। গুরুসহবাসই শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তথাপি হে যতিরাজ, দেশ ভ্রমণ না করিলে আমার মনের ব্যাকুলতা দূর হইতেছে না। পথ ভ্রমণ কালে জলকষ্ট হইয়া থাকে; হয়ত সম্মুখে কিম্বা পশ্চাতে, বামে কিম্বা দক্ষিণে, কোথাও জল মিলিবে না। কোথাও বা চলিবার যোগ্য পথের অভাব। কিন্তু বাহ্যসুখের অনুসরণ করিয়া পুণ্য লাভের সম্ভাবনা কোথায়? পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল অনুসারেই ইহজন্মে লোকে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। জন্মান্তরকৃত পাপই ব্যাধি রূপে পরিণত হইয়া লোকের কষ্টের কারণ হয়। এবিষয়ে আপনার ও আমার মধ্যে কোন মতভেদ নাই। স্বদেশেই থাকুক অথবা বিদেশেই থাকুক, অভুক্ত কর্ম্ম উভয়তঃ সমান ভাবেই মানুষের অনুগমন করে। এখানেই থাকুক আর ওখানেই যাউক, কর্ম্মফল নিঃশেষিত হইলে, মৃত্যু কাহাকেও পরিত্যাগ করে না। "দেবদত্ত বিদেশ-গমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে' মোহ বশতঃই লোকে এরূপ বলিয়া থাকে। প্রবাসে সময়মত স্নান-শৌচ অথবা দেবার্চ্চনাদি করিতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু না পারিলেও কোন পাপ হয় না, যে হেতু মনু, পরাশর প্রভৃতি সংহিতাকারগণ দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে ধর্ম্ম ও আচারাদির প্রসার এবং সঙ্কোচ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অন্নবস্ত্রের ভাবনাও অমূলক। বিধি অনুকূল হইলে বনে বাস করিয়াও বাঞ্ছিত অন্ন-বস্ত্র লাভ হয়। আর বিধি প্রতিকূল হইলে মুখের গ্রাসও পড়িয়া নষ্ট হয়; হস্তস্থিত বস্ত্রও হারাইয়া যায়।

বিধির বিধানই সকলের মূল। হয়ত তীর্থদর্শি ব্যক্তি বিদেশে যাইয়া নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, আর ইতিমধ্যে যে ব্যক্তিকে সে গৃহে সমাগত দেখিয়া তীর্থ-যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিল, হয়ত সেই ব্যক্তি সেই তীর্থযাত্রীর গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। (পাঠক লক্ষ্য করিবেন, একবার বলা হইয়াছে, "পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল অনুসারেই ইহ জন্মে লোকে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে", আবার বলা হইতেছে, "বিধির বিধানই সকলের মূল বিধি অনুকূল হইলে বনে বাস করিয়াও বাঞ্ছিত অন্ন-বস্ত্র লাভ হয়।" ঈশ্বরবাদী হইয়া শঙ্করের ন্যায় তাঁহার শিষ্যগণও নিরীশ্বর বৌদ্ধ এবং জৈমিনি-মতাবলম্বীদিগের কর্ম্মের নিত্যত্ব, ফলপ্রদত্ব, এবং স্বতন্ত্রত্ব মতের সহিত আপনাদিগকে অযথা জড়িত করিয়া এইরূপ বিরুদ্ধ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছেন)। আবার জ্ঞানীব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মানন্দসম্ভোগ করা কোন দেশ-বিশেষ বা কালবিশেষের অপেক্ষা করে না, সর্ব্বত্রই সমান ভাবে তাহা লাভ করা যায়। চিত্তের একাগ্রতা থাকিলে, সমাধি লাভ করা কুত্রাপি দুষ্কর মনে হয় না। তীর্থসেবায় চিত্ত নির্ম্মল হয়, নূতন নূতন দেশ দর্শনে মনের কৌতূহল চরিতার্থ হয়। তীর্থ দর্শনে সাধুসমাগম লাভ হয়, সাধুসহবাসে পাপ দূর হয়। এ সকল পর্য্যালোচনা করিলে, তীর্থ ভ্রমণ কাহার পক্ষে না বিশেষ প্রীতি-জনক হয়? বিদেশ ভ্রমণে নানা দেশীয় জ্ঞানীদিগের সঙ্গতি লাভ হয়। জ্ঞানীই জ্ঞানীর প্রকৃত মিত্র। খলের সহিত মিত্রতা ক্ষণস্থায়ী। বিদেশে যাইয়া যে ব্যক্তি গুরুকে হৃদয়ে ভক্তির সহিত স্মরণ করে, সেও গুরুসহবাস ভোগ করে, আর গুরুসমীপে বাস করিয়া যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত গুরুকে হৃদয়ে স্মরণ করে না, সে গুরু-সহবাসে থাকিয়াও গুরুসহবাস ভোগ করে না। সুজনের সহিত সুজনের মিলনে উত্তরোত্তর জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে বিচারশক্তির বিকাশ হয়। বিচার-শক্তির বিকাশে চিত্ত ক্রোধ-লোভাদি হেয় বৃত্তি হইতে বিমুক্ত হয়। সাধু-সঙ্গ লাভে চিত্ত স্থির হয়, চিত্ত স্থির হইলেই জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।"

শিষ্যের এইরূপ উদারার্থক যুক্তিযুক্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া আচার্য্য সাতিশয় প্রীত হইলেন, এবং ব লিতে লাগিলেন ঃ—"বৎস, সত্য সত্যই যদি তীর্থ পর্য্যটন-দ্বারা পুরুষার্থ লাভে তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে যাও, আমি তাহাতে বাধা দিতেছি না। তোমার মনের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি তীর্থ ভ্রমণের দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তুমি তীর্থ দর্শনে যাইবে, ইহা অতি সুখের

কথা। কিন্তু দেখিও পথে একাকী চলিও না। তাহাতে কষ্ট হইতে পারে। অসংখ্য লোক নিয়ত তীর্থক্ষেত্রে যাতায়াত করিতেছে, সঙ্গীর অভাব হইবে না। জনপদ-ক্ষেত্র, এবং তীর্থস্থানের বহু পথ থাকে, গুপ্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত রাজপথে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিবে। যখন কোথাও কিছুকাল অবস্থান করিতে হয়, ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম দেখিয়া তাহাতে কিছুকাল অবস্থান করিবে। যদি সেরূপ স্থান না মিলে, তবে সহযাত্রীদিগকে লইয়া দ্রুতপদে গম্যপথে চলিয়া যাইবে। সর্ব্বদা সাধুসজ্জনদিগের সঙ্গ অনুসন্ধান করিবে। সাধুসঙ্গ পরম কল্যাণের আকর। সাধুর সহিত মিলিয়া সাধু যখন পরমার্থবিষয়ে প্রসঙ্গ করেন, শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের সেই নানা রসযুক্ত আলাপ শ্রবণ করিলেও সংসারভীতি নিবারিত হয়, এমন কি, শরীরের গ্লানিও দূর হয়। সাধুসঙ্গ সংসারের ত্রিতাপজ্বালায় দীপ্তশিরা লোকদিগের বিশ্রামবৃক্ষস্বরূপ। সাধুর সহিত সদালাপ করিলে প্রাণ শীতল হয়, কর্ণ জুড়ায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ হয়। সাধুসঙ্গের গুণের সীমা নাই। তবে এজগতে এমন একটি বস্তুও নাই, যাহা সর্ব্বথা দোষ-বর্জ্জিত এবং নিয়ত আনন্দেরই কারণ। সাধুসঙ্গেরও সকল গুণের মধ্যে একটি দোষ আছে ঃ—সাধুসঙ্গের অবসান হইলে প্রাণে নিরতিশয় জ্বালা উপস্থিত হয়। যতক্ষণ সাধুসঙ্গের বিচ্ছেদ না হয়, ততক্ষণ প্রাণে যে অপূর্ব্ব বিমল আনন্দ অনুভূত হয়, সংসারে কিছুরই সহিত তাহার তুলনা হয় না। আবার সাধুসঙ্গের বিচ্ছেদে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাও কথায় বর্ণনা করা যায় না। আর একটি কথা মনে রাখিও—যদি অবিরাম বহুদিনও পথ চলিতে হয়, তবুও কোন বস্তু, এমন কি জল পর্য্যন্ত, সঞ্চিত রাখিবে না। সঞ্চিত দ্রব্য সঙ্গে থাকিলে যে কেবল পথ চলিতে বাধা জন্মে, তাহা নয়, চোরের উৎপাতেরও আশঙ্কা থাকে। গম্যস্থানে উপনীত না হইয়া পথিমধ্যে অবস্থান করিবে না। তাহাতে কার্য্য নষ্ট হইতে পারে। গম্যস্থানে উপনীত হইয়া কার্য্য সিদ্ধি পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিবে। আর একটি কথা এই ঃ— পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইবে, চোর সকলও অতি কৌশলে আত্মস্বভাব গোপন রাখিয়া কপট সাধুবেশ ধারণ পূর্ব্বক তোমাদের সঙ্গেই বাস করিতেছে। তাহারা দেববিগ্রহ, বস্ত্র, অথবা হস্তলিখিত পুস্তক চুরি করিয়া থাকে। এজন্য সঙ্গীদিগকে যত্নের সহিত পরীক্ষা করিবে। অপরিচিত লোকের প্রতি সহসা বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। সর্ব্বদা সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গই অন্বেষণ করিবে। তাঁহারা যদি পথিমধ্যে অথবা পথ হইতে একযোজন দূরে ও অবস্থান করেন,

তথাপি তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তাহারা বিশেষ সম্মানের পাত্র, সর্ব্বদা তাহাদিগকে সম্মান করিবে। তাহাদের অমর্য্যাদা করিলে অতি কল্যাণকর কার্য্যেও বিঘ্ন ঘটিতে পারে। হে যতিবর, সর্ব্বোপরি সেই অনাময় পরব্রহ্মপদ সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিবে। কোন প্রকার নীচবাসনা মনে স্থান দিবে না। বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়া, সাধুগণের নিকটে সম্মান লাভ করিয়া সুখে বিচরণ কর। অচিরে সেই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম তোমার অন্তরে প্রকাশিত হইবেন।" পদ্মপাদ গুরুমুখবিগলিত উল্লিখিত বাক্যসুধা পান করিয়া হৃষ্টচিত্তে তীর্থভ্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। পদ্মপাদকে তীর্থভ্রমণার্থ প্রেরণ করিয়া শঙ্কর সুরেশ্বরাদি অপর শিষ্যগণসহ আরও কিছুদিন সেই ঋষ্যশৃঙ্গপর্ব্বতস্থ শৃঙ্গগিরিমঠে অতিবাহিত করিলেন।

৬২। শঙ্করের মাতৃসেবা এবং তদীয় মাতার স্বর্গারোহণ।

এই সময়ে লোকমুখেই হউক, অথবা যোগবলেই হউক, অথবা আত্মার তার যোগেই হউক, শঙ্কর প্রাণের ভিতরে অনুভব করিতে পারিলেন যে তাঁহার মাতার অন্তিম কাল সমাগত। মাতা-পুত্রের মধ্যে অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে আত্মায় আত্মায় তারে সম্বাদ চলে। সেই তারের ভাষা যিনি অনুভব করিতে পারেন, তিনি যোগী হউন আর না হউন, ঘরে বসিয়াই তিনি অতি দূরের ও অনেক ঘটনার আভাস লাভ করেন। অপর লোকের পক্ষে তাহা জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য। হৃদয়ের তার-যোগেই বোধ হয় শঙ্করও তাঁহার মাতার মুমূর্ষু অবস্থার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে মাতার মুমূর্ষুদশার কথা বলিয়া তাহাদের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং অবিলম্বে মাতার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া মাতৃচরণে প্রণিপাত করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন তাহার মাতার শরীর অত্যন্ত কাতর। মাতা এত কাল পরে পুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যেন হাতে আকাশ পাইলেন। মেঘ-সন্দর্শনে ঘর্ম্মসন্তপ্তলোকের ন্যায় শঙ্করের দর্শনে তদীয় মাতা তাঁহার শরীরের সকল গ্লানি ভুলিয়া গেলেন। শঙ্করের মোহমুক্ত চিত্তও মাতৃদর্শনলাভে বিগলিত হইল। তিনি অতি করুণ স্বরে মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন :— "মা, এই দেখ তোমার সেই হারাধন পুত্র তোমার সম্মুখে উপস্থিত। আর শোক করিও না। আদেশ কর, তোমার প্রীতির জন্য আমার কি করিতে হইবে।" এতকাল পরে পুত্রকে কুশলে সাক্ষাৎ উপস্থিত দেখিয়া তদীয় মাতা হৃষ্টচিত্তে কাতর স্বরে, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন :—"বাছা, এই মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও

যে তুমি কুশলে আছ দেখিতেছি, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। আমার সকল কামনা পূর্ণ হইয়াছে। ইতঃপর আর তোমার করণীয় কি থাকিতে পারে? বৎস, আর এই জরাজীর্ণ দেহভার বহন করিতে পারিতেছি না। তুমি সদাচার-পরায়ণ। আমার মৃত্যু হইলে পর শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে আমার দেহসংস্কারাদি করিও। দেখিও যেন পুণ্যলোকে আমার স্থান হয়।" জননী পুত্রকে এইরূপ বলিলে পর শঙ্কর মাতার নিকটে ব্রহ্মোপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন:—"যিনি এক এবং অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ, যিনি মায়াকল্পিত সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য, যিনি আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, যিনি প্রত্যক্ষাদি সকল প্রকার বাহ্য প্রমাণের অতীত, যিনি স্বপ্রকাশ, কোন বাহ্য বস্তুর সহিত যাঁহার তুলনা হয় না, যিনি নিত্য, পরাৎপর, হস্তপদাদিশূন্য এবং জন্মমরণাদিবর্জ্জিত, হে মাতঃ, সেই নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান কর।" মাতা উত্তর করিলেন:—"হে সৌম্য, আমি মূর্খ স্ত্রীলোক, বাক্যমনের অগোচর সেই নির্গুণ ব্রহ্মে আমার চিত্ত আনন্দ অনুভব করিতেছে না। অস্থূল, অনণু, অগোত্র, অদ্বিতীয় পরম তত্ত্ব আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধারণ করিতে পারিতেছে না। বৎস, রমণীয়রূপ, বিগ্রহবান্, কোন সগুণ দেবতা-বিশেষের বর্ণনা কর।" মাতার কথা শুনিয়া আচার্য্য তখন দ্বাদশাক্ষর ভুজঙ্গপ্রযাতচ্ছন্দে অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের স্তব * করিতে লাগিলেন। যদিও এই স্তব স্পষ্টই মাধবাচার্য্যরচিত তথাপি কেহ কেহ ইহাকে শঙ্করাচার্য্যের রচনা বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনে করেন আমাদিগের "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনে মিলে একেশ্বর" বৌদ্ধদিগের বুদ্ধমতেরই অনুকরণ মাত্র। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত" প্রবন্ধে বুদ্ধ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে মনুষ্য-বুদ্ধের ভিতরে তিন শ্রেণীর দেবতা-বুদ্ধ বর্ত্তমান,—প্রথম স্তরে "করুণা-মূর্ত্তি" পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর, দ্বিতীয় স্তরে অমিতাভ বা ধ্যানীবুদ্ধ, এবং তৃতীয় স্তরে বজ্রপাণি আদি-বুদ্ধ বা মহেশ্বর। † পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিতেছেন,—"বাঙ্গালী-

* অনাদ্যন্তমাদ্যং পরং তত্ত্বমর্থং চিদাকারমেকং তুরীয়ং ত্বমেবং।
হরিব্রহ্মমৃগ্যং পরব্রহ্মরূপং মনোবাগতীতং মহঃ শৈবমীড়ে॥ ইত্যাদি।

† পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিরতছেন:—"বজ্রযানে গুরু আরো বড় হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বয়ং বজ্রধারী। পঞ্চধ্যানি বুদ্ধের উপর বজ্রসত্ত্ব নামে আর একজন বুদ্ধ হইলেন। বজ্রসত্ত্ব কতকটা আদি বুদ্ধ বা ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। দেলাইলামা অবলোকিতেশ্বরের অবতার।"
নারায়ণ—পৌষ, ১৩২১।

দিগের মধ্যে যে তন্ত্রশাস্ত্র চলিতেছে, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের গন্ধ ভুরভুর করে।" তিনি নেপাল অবস্থান কালে বুদ্ধের সহিত মহাদেবের, এবং বুদ্ধতন্ত্রের সহিত শৈবতন্ত্রের প্রগাঢ় যোগ দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবুকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাকে ভিত্তি করিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবু সিদ্ধান্ত করিতেছেন :—"যিনি বৌদ্ধদিগের বজ্রপাণি আদিবুদ্ধ তিনিই ব্রাহ্মণদিগের উপাস্য দেবতা শূলপাণি মহাদেব"। 'বিরূপাক্ষ' চারিজন বৌদ্ধ দিক্‌পালেরই অন্যতম। অথচ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড তীর্থে "বিরূপাক্ষের বাড়ী" নামক শিবালয় রহিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলেন "তন্ত্রশাস্ত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের একটা ভ্রষ্ট উপাসনা, এবং কালী, দুর্গা প্রভৃতি তন্ত্রের উপাস্য দেবতা সাঙ্খ্যমতানুযায়ী নিরীশ্বরা প্রকৃতি।" সে যাহা হউক শঙ্করের স্তবে প্রসন্ন হইয়া মহাদেব শঙ্করজননীকে যথোচিত সম্মানের সহিত শিবলোকে আনিবার জন্য শিবদূত সকল প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহা শঙ্করমাতার মনোমত হইল না। তিনি সেই শূল এবং পিনাক্‌ধারী শিবদূত সকলকে দেখিবামাত্র নারী-সুলভ ভীতি অথবা চপলতা বশতঃই যেন বলিয়া উঠিলেন :—"আমি ইহাদের সঙ্গে যাইব না।" শঙ্কর তখন অতি বিনয়ের সহিত শিবদূত সকলকে বিদায় করি-লেন। ভক্তিভরে তিনি পুনরায় বিষ্ণুর এইরূপ স্তব * করিতে প্রবৃত্ত হইলেন :—"যিনি ভুজঙ্গাধিপতির ফণা মধ্যে শয়ান, কমলার ক্রোড়ে যিনি স্বীয় পাদপদ্ম স্থাপন করিয়াছেন, নীলা এবং বসুধা দুই ভার্য্যা যাঁহাকে সাদরে চামর ব্যজন করিতেছেন, বৈনতেয় গরুড় যাঁহার রথাগ্রে বসিয়া করযোড়ে সেবা করিতেছেন, শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্র-দেবতাগণ যাঁহার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছেন," ইত্যাদি বাক্যে তিনি পুনরায় ভক্তিভরে বিষ্ণুর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পুত্রের উক্ত বর্ণনানুসারে তদীয় মাতাও সেই পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণুর স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এবং মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পর শঙ্কর-জননী বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে যোগীর ন্যায় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহাকে স্বর্গলোকে লইয়া যাইবার জন্য বিচিত্র রথ লইয়া বিষ্ণুদূতেরা আসিয়া

* ভুজগাধিপ-ভোগ-তল্প-ভাজং কমলাঙ্কস্থল-কল্পিতাঙ্ঘ্রি-পদ্মং।
অভিবীজিত মাদরেন নীলাম্বুধাভ্যাং চলমানচামরাভ্যাং ॥৩৯॥
বিহিতাঞ্জলিনা নিষেব্যমানং বিনতানন্দকৃতা গ্রতো রথেন।
ধৃতমূর্ত্তিভিরস্ত্রদেবতাভিঃ পরিতঃ পঞ্চভিরঞ্চিতোপকণ্ঠং ॥৪০॥
ইত্যাদিকেও কেহ কেহ শঙ্করাচার্য্যের স্বরচিত বলিয়া ভ্রম করেন।

উপস্থিত হইলেন, এবং অতি সম্মানের সহিত তাঁহাকে সেই রথে আরোহণ করাইয়া স্বর্গে লইয়া চলিলেন। সেই রথে আরোহণ করিয়া শঙ্কর-জননী ক্রমে বায়ু-সূর্য্য-চন্দ্র-বিদ্যুৎ-বরুণ-ইন্দ্র এবং ব্রহ্মাদি দেবগণাধিষ্ঠিত অর্চ্চিঃ-অহঃ-শক্লপক্ষ-উত্তরায়ণষড়্মাস এবং সম্বৎসর প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় লোক সকল অতিক্রম করিয়া পরমপদলাভ করিলেন।

৬৩। মাতার দেহ-সংস্কার।

স্বয়ংই মাতার দেহসংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিবেন, শঙ্কর মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া সাহায্যার্থ বন্ধুবান্ধবদিগকে ডাকিতে গেলেন। শঙ্কর একজন জাতিভ্রষ্ট অবধৌত। মাতার দেহ-সংস্কার কার্য্যে তাহার অধিকার নাই।

যদি কোঽপি ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্রলঙ্ঘনে ক্ষমঃ।
তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ" ॥

ইহা জানিয়া শুনিয়াও শঙ্করাচার্য্য এরূপ লোকাচার এবং দেশাচার বিরুদ্ধ কার্য্যে ব্রতী হইলেন কেন? ইহাতে পাঠকের কি মনে হয় না যে তিনি কোন প্রকার প্রচলিত অন্ধ সংস্কারের দাস হইতে সম্মত ছিলেন না? সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন বলিয়া দেশাচারের অনুরোধে স্বীয় মাতার দেহসংস্কার কার্য্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে শঙ্কর সম্মত ছিলেন না। কিন্তু যাহারা অন্ধ সংস্কার এবং দেশাচারের দাস তাহারা শঙ্করের এইরূপ উদ্দাম স্বাধীনতা কিরূপে সহ্য করিবেন? জাতিকুলভ্রষ্ট একজন অবধৌতকে তাহার মাতার দেহসংস্কার কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া শঙ্করের জ্ঞাতিবন্ধুগণ ক্রোধে শঙ্করের উপরে গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন :—"হে যতি, হে ভণ্ড-প্রতারক, তোমার কি এই কার্য্যে অধিকার আছে?" আচার্য্য এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত বিচার করিয়া শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা স্বীয় মাতার দেহসংস্কার কার্য্যে আপনার অধিকার ধার্য্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই এই কার্য্যে তাঁহার সহিত যোগ-দান করিলেন না। অবশেষে তিনি তাঁহাদের নিকটে একটু অগ্নিমাত্র ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু হায়, ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাঁহারা শঙ্করকে একটু অগ্নিও প্রদান করিলেন না। অবশেষে শঙ্কর নিজেই জননীর বাসগৃহের অনতিদূরে শুষ্ককাষ্ঠরাশি একত্র করিয়া তদ্দ্বারা মাতার জন্য চিতা সাজাইলেন। জলপাত্রে করিয়া নিজেই জলও আনিলেন। দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা—(কেহ বলেন বেণরাজার দেহ হইতে ঋষিদিগের পৃথুর উৎপত্তিসাধনপ্রণালীর অনুকরণে

শঙ্করও তাঁহার মাতার দক্ষিণ বাহু ঘর্ষণদ্বারা) অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই অগ্নিদ্বারা তিনি মাতার মুখাগ্নি করিলেন। অবিলম্বে চিতা জ্বলিয়া উঠিল,এবং অল্পকাল মধ্যেই মাতার দেহ ভস্মসাৎ হইল। এইরূপে বিনা সাহায্যে শঙ্কর একাকী মাতার দেহ সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সে কার্য্য "শাস্ত্রোক্তবিধি"মতে সম্পন্ন হইয়াছিল কি না পাঠক তাহার বিচার করিবেন। শঙ্করজননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এ কথাই শঙ্করের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁহার শ্রাদ্ধাদি হইয়াছিল কি না, হইয়া থাকিলে কে করিল,তাহার কোন উল্লেখ নাই। মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন বিষয়েও কি শঙ্কর সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন? তিনি কি তাঁহার মাতারন্যায় গৃহীর পক্ষেও শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন? শঙ্করাচার্য্য কি দেশ, কাল, এবং পাত্র দৃষ্টে শাস্ত্র বিধির আমুল পরিবর্ত্তন ও সমর্থন করিতেন?

৬৪। জ্ঞাতিবর্গের উপরে শঙ্করের অভিশাপ।

মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে আত্মীয়দিগের নিকটে প্রার্থনা করিয়া মাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য অগ্নিটুকুও না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্কর তাহার পাষাণ-হৃদয় জ্ঞাতিবর্গকে অভিশাপ করিয়াছিলেন। "তেজীয়সাং ন দোষায়"! মাধবাচার্য্যও শঙ্করের কার্য্যের সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, যদিও ক্রোধ শাস্ত্রবিরুদ্ধ তথাপি তেজস্বীদিগের কার্য্য হইলে, তাহার নিন্দা করা অসঙ্গত:—"যদ্যপ্য শাস্ত্রীয়তয়া বিভাতি। তেজস্বিনাং কর্ম্ম তথাপ্যনিন্দ্যং"। তিনি পরশুরামের মাতৃবধের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছেন। সে যাহা হউক দেশকালপাত্র অনুসারে ক্ষমারও স্থান আছে, ক্রোধেরও স্থান আছে। আমাদের শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে ক্ষমার সকলই গুণ,একটীমাত্র দোষ এই যে ক্ষমা করিলে লোকে দুর্ব্বল মনে করে, এবং অন্যায়কারী প্রশ্রয় পায়। ক্ষমাদ্বারা দেশের অন্যায় অত্যাচারের দমন হয় না। লক্ষ্মণও বলিয়াছিলেন "মৃদুর্হি পরিভূয়তে"। অপর দিকে ইহাও বলা যায় যে ক্রোধের সকলই দোষ, তবে এই একটী মাত্র গুণ যে ক্রোধ প্রদর্শন করিলে লোকে তেজস্বী মনে করে, এবং অন্যায়কারী ভীত হইয়া অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হয়। কথায় বলে "রাগের ঘরে বার দেবতা খাটে।" ন্যায্য ক্রোধ (Righteous indignation) অন্যায়-অত্যাচার দমনের প্রধান সহায়। অভিশাপ করা শঙ্করের পক্ষে শাস্ত্রসম্মতই হউক আর শাস্ত্রবিরুদ্ধই হউক, মাধবাচার্য্য বলেন যে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আপন জ্ঞাতিবর্গকে অভিশাপ করিয়াছিলেন যে তাহারা তদবধি বেদবহিস্কৃত হইবেন, যতিগণ তাহাদের নিকট ভিক্ষাগ্রহণ করিবে না, এবং তাহাদের গৃহের নিকটে শ্মশান

বিদ্যমান থাকিবে। মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে শঙ্করের অভিশাপের সময় হইতেই তাঁহার জ্ঞাতি ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠে অনধিকারী হইয়াছেন, যতিগণ তাহাদের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না, এবং তাহাদের গৃহের নিকটে শ্মশান অবস্থিত থাকে। শরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী মহাশয় কেরলদেশ ভ্রমণ করিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছেন যে শঙ্কর কেরলদেশীয় 'নম্বোত্তরী' শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদিগের প্রতি শঙ্করের অভিসম্পাতের কথা মাধবাচার্য্য যেরূপ বর্ণনা করিতেছেন, শাস্ত্রী-মহাশয়ের মতে তাহা সত্য নয়। মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে জ্ঞাতসারে মহাপুরুষদিগের বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে তাহা কদাপি কাহারও পক্ষে কল্যাণের কারণ হয় না। শান্তস্বভাব অথবা ক্ষমাশীল মনে করিয়া কাহাকেও উৎপীড়ন করা অনুচিত। উৎপীড়িত হইলে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ব্যক্তিও ক্রোধ প্রদর্শন করিবে। চন্দনকাষ্ঠ যদিও অতি সুশীতল এবং সুগন্ধিযুক্ত তথাপি তাহাও ঘর্ষণ করিলে সহসা ভয়ানক অগ্নি উৎপাদন করে।

৬৫। শঙ্করের দিগ্বিজয়ের সঙ্কল্প।

অনন্তর শঙ্কর মাতৃকার্য্য সমাপন করিয়া পুনরায় শৃঙ্গগিরিতে যাইয়া শিষ্যদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এই সময়ে তিনি দিগ্বিজয়দ্বারা বিরুদ্ধ মত সকল খণ্ডন করিয়া দেশময় বেদান্তমত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। পদব্রজে সমস্ত ভারতবর্ষের পল্লিতে পল্লিতে যাইয়া তত্তদ্দেশবাসী পণ্ডিতলোকদিগের সহিত সম্মুখীন ভাবে বিচার করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে কিরূপ প্রতিভা এবং কত পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, এবং তাহা কত আয়াস ও কষ্টসাধ্য, আজ কালের লোকের পক্ষে তাহা ধারণারও অতীত। আজকাল সন্ন্যাসী বলিতে সচরাচর অলস,আত্মমর্য্যাদাবিহীন,কর্ম্মভীরু,ভিক্ষোপজীবি লোকই বুঝায়। বস্তুতঃ কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস নয়, ফলাশারহিত হইয়া ভগবানের উদ্দেশে জীবের হিতের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানই সন্ন্যাস। "সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং ন্যাসঃ।" নামে সন্ন্যাসী হইলেও প্রকৃত অর্থে শঙ্কর একজন কর্ম্মবীর। জীবের হিতসাধন মানসে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কঠোর কর্ত্তব্য পালনেই তিনি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ের সংকল্প স্থির করিয়া, তিনি তাহার প্রিয় শিষ্য এবং পরম সহায় পদ্মপাদের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

৬৬। পদ্মপাদের তীর্থ-দর্শন।

এদিকে পদ্মপাদ গুরুর আদেশ লাভ করিয়া প্রথমে পশ্চিমদিক্‌স্থিত বহুতীর্থ

সেবা করিলেন। পরিশেষে তিনি অগস্ত্যের প্রিয়দিক্ সেই দক্ষিণ দিকের তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিলেন। প্রথমে মহীশূরের দক্ষিণস্থ মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত নীলগিরিপর্ব্বতস্থিত কালহস্তীশ্বর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এই তীর্থ সুবর্ণমুখরীনামক নদীর তীরবর্ত্তি। সর্প সেই কালহস্তীশ্বর মহাদেবের গাত্রভূষণ, চন্দ্রকলা তাঁহার মস্তকের ভূষণ। পার্ব্বতী মহাদেবকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার জয় ঘোষণা করিতেছে। পদ্মপাদ সুবর্ণমুখরীর পবিত্র জলে স্নান করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই শিবপার্ব্বতীকে দর্শন এবং প্রণাম করিলেন। ভক্তিভরে অর্চ্চনা করিয়া তিনি তাঁহাদের স্তব করিলেন। পরিশেষে তীর্থান্তর গমনে মহাদেবের অনুমতি গ্রহণ করিলেন।

৬৭। কাঞ্চিক্ষেত্র দর্শন।

পদ্মপাদ কালহস্তীশ্বর ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র কাঞ্চি * ক্ষেত্রে (Conjeveram) উপনীত হইলেন। কাঞ্চী ভারতের পুরাতন মুক্তিপ্রদ সপ্ততীর্থেরই † অন্যতম, দাক্ষিণাত্যের কাশী নামে অভিহিত। চীন পরিব্রাজক হোয়েনসেঙ্গের কালে ইহা দ্রাবিড় দেশের রাজধানী ছিল। মান্দ্রাজ বিভাগের অধুনাতন চেঙ্গলপট জেলার ইহাই প্রধান নগর। প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন যে কাঞ্চীতীর্থে যাহার মরণ হয় তাহার মুক্তিলাভ হয়। পদ্মপাদ তত্রত্য প্রধান দেবতা একাম্রাধীশ্বর বিশ্বনাথ নামক মহাদেবকে এবং তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা কামাক্ষীনাম্না দেবীকে প্রণাম করিলেন। (অথচ আনন্দগিরি-নামীয় গ্রন্থে বলা হইতেছে যে এই কামাক্ষী দেবী শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত)।

---

* (১) "In Hiouen Thsang's time it was a great Buddhist center and afterwards became a Jaina center. Then succeeded a period of Hindu predominance under the Bijaynagar Rajas. Two of the temples, the largest in Northern India, were built by Krisna Ray about 1509.

"The lofty *gopuras* (pyramids), the thousand-pillared temple with its splendid porch, and fine jewels, attract the chief attention of visitors. The great annual fair held in May is attended, in prosperous years, by as many as 50,000 pilgrims. Kanchipur was an important city of the Chola kingdom, and in the 14th century the capital of Tonda-madalam." Hunter.

† অযোধ্যা-মথুরা-কাশী-কাঞ্চী-অবন্তিকা। পুরী-দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতাঃ মোক্ষদায়িকাঃ। তাসু বাসং প্রকুর্ব্বন্তি যে মৃতা বা নরাঃ পরং। লভন্তে ন পুনর্জ্জন্ম মাতৃগর্ভেষু কুত্রচিৎ॥ ইতি পাদ্মে ভূমিখণ্ডং—

শব্দকল্পদ্রুমঃ।

তিনি তথা হইতে সত্বর যাত্রা করিয়া অনতিদূরবর্ত্তি কল্লালগ্রামের নায়কস্বরূপ (কল্লালেশ) লক্ষ্মীকান্তদেবকে দর্শন এবং ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিলেন।

তথা হইতে পদ্মপাদ পুণ্ডরীকপুরে গমন করিলেন। এই তীর্থক্ষেত্রে সদাশিব দিবানিশি নৃত্য * করিতেছেন এবং আদ্যা প্রকৃতি পার্ব্বতী রূপে সেই তাণ্ডব নৃত্য দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছেন। দিব্যচক্ষুশালী পবিত্রচিত্ত মুনিগণ নয়নমনের আনন্দকর সেই তাণ্ডব নৃত্য দর্শন করিয়া জন্মমৃত্যুভয় হইতে বিমুক্ত হয়েন। এখানে তীর্থ কি? ভিক্ষুগণ এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, একজন শিবের পরম ভক্ত উত্তর করিলেন, মহাদেব ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে গঙ্গাকে স্মরণ করেন। জনপ্রবাদ এইরূপ যে স্মরণ মাত্র গঙ্গাদেবী অবতীর্ণ হইলে পর মহাদেব ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া গঙ্গাকে এই স্থানে স্থাপন করেন। শিবের আদেশে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া এই তীর্থের নাম শিবগঙ্গা। শিবগঙ্গাতে স্নান করিয়া যাহারা পাপমুক্ত হয়, তাহারাই শিবের সেই তাণ্ডব নৃত্য দর্শন করিতে সমর্থ। কেহ কেহ বলেন যে তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে মহাদেবকে সাতিশয় ক্লান্ত দেখিয়া তাহার শ্রম অপনোদনের জন্য পার্ব্বতী স্বয়ংই এস্থানে গঙ্গার রূপ ধারণ করিয়াছেন, এজন্য এই তীর্থের নাম শিবগঙ্গা। আবার অপর কেহ কেহ বলেন যে মহাদেব যখন তাণ্ডব নৃত্য করেন তখন তাহার জটামণ্ডল হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া গঙ্গার জল পতিত হয়, এবং সেই জল মিলিত হইয়া এই শিবগঙ্গা নদীর উৎপত্তি। শিবগঙ্গা নদীর তীরেই মহাদেবেরও মন্দির। পদ্মপাদ † শিবগঙ্গাতে স্নান করিয়া মহাদেব দর্শন করিলেন। এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তিনি রামেশ্বরসেতু দর্শনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাইতে যাইতে তিনি কাবেরী নদীর

* আধুনা বঙ্গদেশে দেবমন্দিরাদিতে কেবল লিঙ্গের পূজাই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন দীঘিপুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে বঙ্গদেশেও "উমামহেশ্বর, অর্দ্ধনারীশ্বর, নাটেশ্বর-পঞ্চানন" প্রভৃতি বিবিধ শিবমূর্ত্তি পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন যে লক্ষ্মণসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী বল্লালসেনপ্রভৃতি সেনবংশীয় রাজগণই দাক্ষিণাত্য হইতে ঐ সকল শিবমূর্ত্তি বঙ্গে আনয়ন করেন। মান্দ্রাজের চিদম্বরম্ নগরে, এবং লঙ্কাতে অদ্যাপি নটরাজ-শিবনামে শিবের নৃত্যবেশের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

† "There is also a tank in the sacred town of Chidambaram in South Arcot, called the Sivaganga." Hunter.

তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় 'পদ্মনাভ'নামী বিষ্ণুর এক মন্দির ছিল। সহ্যাদ্রি হইতে নির্গত কাবেরীর পুণ্য-জলে স্নান করিয়া পদ্মপাদ সেই বিষ্ণু দর্শন করিলেন। তথা হইতে তিনি রামেশ্বরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

৬৮। মাতুলালয়ে পদ্মপাদের অবস্থান।

কাবেরীতীর্থ হইতে রামেশ্বর যাইতে পথিমধ্যে পদ্মপাদের মাতুলালয়। যাইতে যাইতে পদ্মপাদ তাহার মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলেন। পদ্মপাদের মাতুলও একজন বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বহুকাল পরে শিষ্যগণসহ ভাগিনেয়কে নিজ আলয়ে সমাগত দেখিয়া মাতুল সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। পদ্মপাদের এতগুলি শিষ্য দর্শন করিয়া তাহাব মাতুল বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পদ্মপাদ মাতুলালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া তাহার বন্ধুবর্গ অচিরে তাহাকে দেখিতে আসিলেন। একে একে সকলে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বহুকাল পরে তাহারা পদ্মপাদকে লাভ করিয়া কেহ বা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিলেন, কেহ বা রোদন করিতে লাগিলেন, কেহ বা হাস্যমুখে তাহার বাল-চরিত বর্ণনা করিলেন, কেহ বা আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া অর্দ্ধস্খলিত বাক্যে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রণাম করিলেন। জ্ঞাতিজনেরা "বহুকাল পরে তোমাকে দেখিয়া সুখী হইলাম" বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। কেহ বলিলেন :—"এতলোক তোমাকে দেখিতে আসিয়াছে, তাহাতে কি তোমার মনে স্নেহের সঞ্চার হইতেছে না? যতির জীবনই ধন্য। পুত্রমিত্র অথবা বন্ধুবান্ধব তাহাদের কোন উদ্বেগের কারণ হয় না। স্বয়ং রাজাও তাহাদিগের কোন ক্ষতি করিতে পারেন না। চোরের ভয়ও তাহাদের নাই। ফলপুষ্প-শোভিত প্রকাণ্ড শাখাপ্রশাখাযুক্ত মহাবৃক্ষেরই যত ঝড়বাতের ভয়। ধন থাকিলেই দরিদ্রেরা আসিয়া 'ভিক্ষা' 'ভিক্ষা' করিয়া বিরক্ত করে। যে গৃহস্থের উপরে বহু কুটুম্বের ভরণপোষণের ভার, তাহার দিন কেবল "হা টাকা, হা টাকা" করিয়া কাটিয়া যায়। রাত্রিতেও যে একটু সুখে নিদ্রা যাইবে, তাহাও তাহার ভাগ্যে ঘটে না। না হয় তাহাদের দেবার্চ্চনা, না হয় তাহাদের তীর্থ-দর্শন, না হয় তাহাদের সাধুসেবা। বহুদিন অতীত হইল একজন ব্রাহ্মণ তীর্থ-ভ্রমণান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বলিয়াছিল যে তুমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছ। এতদিন পরে তীর্থযাত্রার উপলক্ষে আজ তুমিও গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছ। সন্ন্যাসীর চিন্তাশূন্য জীবন পক্ষীর জীবনের তুল্য। রাত্রি হইলে

পক্ষীগণ পরপালিত বৃক্ষশাখায় সুখে নিদ্রা যায়, প্রভাত হইবামাত্র তাহারা সেই বৃক্ষ পরিত্যাগ করে। স্বীয় বাসবৃক্ষের রক্ষার জন্য একবারও ভাবে না। সন্ন্যাসীও সেইরূপ রাত্রি হইলে অন্যের নির্ম্মিত মঠ বা দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, আবার রাত্রিশেষে তাহা পরিত্যাগ করে, আর সে কথা একবার মনেও করে না। অথবা ভ্রমর যেরূপ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিয়া রস সংগ্রহ করিয়া সম্ভোগ করে, সন্ন্যাসীও সেইরূপ গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভ্রমণ করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিয়া সম্ভোগ করে। সকল গৃহের সারভাগ সন্ন্যাসীই সম্ভোগ করে। হে মহাত্মন্, সন্ন্যাসীর প্রার্থনার যোগ্য এমন কি আছে! সংযমসাধনেই তাঁহাদের আনন্দ, বৈরাগ্যই তাঁহাদের ব্রত, শিষ্যবর্গই তাঁহাদের সন্তানসন্ততি। বাসনার শেষ নাই, এক বাসনার সমাপ্তিতে অন্য বাসনার উৎপত্তি। এইরূপে বাসনার পর বাসনার অনন্ত শৃঙ্খল। যে ব্যক্তি এখন স্ত্রীকামনা করিয়া দিবানিশি তজ্জন্য যত্ন করিতেছে, যেই তাহার স্ত্রীলাভ হইল, আবার সে পুত্রকামনা করিয়া তজ্জন্য পুনরায় দিবানিশি চিন্তামগ্ন হইয়া থাকে। কামনা অপূর্ণ থাকিলে যে কি দুঃসহ দুঃখভার বহন করিতে হয়, গৃহী ভিন্ন কে তাহা বুঝিবে! আবার অনেক চেষ্টা যত্নের পর কাম্য বস্তু লাভ হইলেও পুনরায় তাহার বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। বাসনার দাসত্ব কেবলই দুঃখের কারণ। এজন্য বৈরাগ্য সাধনই সকলের কর্ত্তব্য। বৈরাগ্যই চিত্তশুদ্ধির মূল, এবং সাধুসেবা দ্বারাই বৈরাগ্য লাভ হয়।" কেহ বলিল "আপনার মত সাধুসজ্জনেরা সুদূর পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া সাধুসেবা করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকে অজ্ঞাত-কুল-গোত্র তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসীকে নির্ব্বুদ্ধি বলিয়া মনে করে, কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসী যদৃচ্ছোপাগত সুখভোগে সন্তুষ্ট থাকিয়া, প্রাণীগণের হিতসাধন করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে সর্ব্বথা নিষ্পাপ হইয়াও তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসী লোকসংগ্রহার্থ অথবা সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা লোক-সমাজের রক্ষার জন্য তীর্থভ্রমণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যে জল সাধুসজ্জনেরা সেবন করিয়াছেন, তাহারই 'নাম তীর্থ। হে জ্ঞানীবর, দয়া করিয়া কিছু দিন এস্থানে অবস্থান করুন। আপনার দর্শন আনন্দাদি বিবিধ কল্যাণ বিস্তার করে। আপনি আসক্তি-রহিত। আপনি কখন চলিয়া যাইবেন, এই ভাবী বিচ্ছেদের ভয়ে এই জনসমূহ এখনই চমকিত হইতেছে। গৃহবাস ক্লেশের মূল, চোরাদি অতিসাহসিকদিগের বাসস্থান, পরনিন্দা, হিংসা, বিদ্বেষ, এবং মিথ্যাভাষণের চিরনিবাস। প্রগাঢ় ধন-পিপাসায় গৃহীগণ অতি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি হইয়া থাকেন।

গৃহবাস দুর্জ্জনেরই সহবাস, অতএব পরিত্যাগের যোগ্য। হে যতিরাজ, দয়া করিয়া আপনি আমাদিগের সংশোধনের উপায় করুন।

৬৯। পদ্মপাদকর্ত্তৃক গার্হস্থ্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।

পদ্মপাদের আত্মীয়বর্গ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের এইরূপ নিন্দা করিলে পর, তিনি সুতীক্ষ্ণ যুক্তিদ্বারা একটি একটি করিয়া তাহাদের সকল আপত্তি খণ্ডন করিলেন :—"ব্রহ্মাদি পতঙ্গ-পর্য্যন্ত প্রাণীবর্গের পরস্পর মিলন এবং বিচ্ছেদের কর্ত্তা একমাত্র ভগবান্। ইহা জানিয়া ইষ্টলাভ এবং ইষ্টবিয়োগ বিষয়ে আমাদের সকলেরই বিকারশূন্য হওয়া কর্ত্তব্য। গৃহস্থাশ্রম রাজাশ্রম, গৃহস্থ অপর সকল আশ্রমির মাতৃস্বরূপ। * মধ্যাহ্ন কালে ক্ষুধায় এবং পিপাসায় কাতর হইয়া যতিগণ যখন "কোথায় আমার অন্নদাতা" বলিয়া দ্বারে উপস্থিত হয়, তখন যে গৃহস্থ তাহার ক্ষুধার কষ্ট দূর করে, সেই গৃহস্থের যে পুণ্য লাভ হয়, কে তাহার বর্ণনা করিতে সক্ষম। দণ্ডাজিনধারী ত্রিকালস্নায়ী সায়ম্প্রাতঃহোমকারী নিত্যবেদাধ্যায়ী ব্রহ্মচারীকেও ক্ষুধায় কাতর হইলেপর গৃহীর দ্বারেই উপস্থিত হইতে হয়। ব্রতনিয়ম পরায়ণ সংযতচিত্ত দণ্ডী † উচ্চৈঃস্বরে শাস্ত্রই উচ্চারণ করুন, অথবা সর্ব্বদা প্রণবই জপ করুন, মধ্যাহ্ন সময়ে যখন তাহার জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, সে তখন গৃহীর দ্বারেই গমন করে। বানপ্রস্থ তপস্বী যিনি গৃহস্থের প্রদত্ত অন্নলাভে শরীর পোষণ করিয়া কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিজে তাঁহার স্বকৃত তপস্যার অর্দ্ধফলের মাত্র অধিকারী, অপরার্দ্ধ ফলের অধিকারী তাহার অন্নদাতা গৃহস্থ,—স্মৃতির এই সার কথা।

---

* গৃহস্থ এব যজতে, গৃহস্থ স্তপ্যতে তপঃ। চতুর্ণামাশ্রমানান্ত গৃহস্থস্ত বিশিষ্যতে॥ যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সমুদ্রে যান্তি সংস্থিতিং। এবমাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিং॥ যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ। এবং গৃহস্থমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি ভিক্ষুকাঃ॥ বশিষ্ঠ সংহিতা—৮।

† দণ্ডীরা দশনামী সন্ন্যাসীদিগেরই একটি সম্প্রদায় বিশেষ। "যাঁহারা দণ্ড-কমণ্ডলু সঙ্গে লইয়া গমন করেন, তাহাদের নাম দণ্ডী। মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, ও ভার্য্যা-বিহীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারো দণ্ডী হইবার অধিকার নাই। দণ্ড গ্রহণের সময় শিখা-সূত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। গুরু যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ ও ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া শিষ্যকে দণ্ডকমণ্ডলু ও গেরুয়া বস্ত্রের কৌপিন প্রদান করেন। দণ্ডের উপরিভাগে দণ্ডীরা মহাকালীর পূজা করেন :—"অদ্যাবধি মহামায়াং দণ্ডোপরি বিভাবয়। কুরু পূজাং মহাকাল্যা দণ্ডোপরি হৃদা ততঃ॥" নির্ব্বাণতন্ত্র। দণ্ডীরা নির্গুণোপসনাই মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া

তীর্থসেবা বহুকষ্ট সাধ্য। বুদ্ধিমান্ গৃহস্থ বিনা কষ্টে বিনা যত্নে ঘরে বসিয়া তীর্থ-পরিব্রাজক সাধুদিগের সেবামাত্র করিয়াই তীর্থ দর্শনের পুণ্যলাভ করিতে পারেন। তোমরা বলিতেছে যে 'গৃহীর গৃহে ধন থাকিলে দরিদ্রেরা আসিয়া সর্ব্বদা তাহাকে উত্ত্যক্ত করে'। আমি দেখিতেছি, ধনবান্ গৃহীই সর্ব্বাপেক্ষা ধন্যতর, যে হেতু তাহার ধনই সকলের উপজীবিকা। চোরে চুরিই করুক, দস্যু বলপূর্ব্বকই গ্রহণ করুক, বন্ধুবর্গ প্রণয়োপহার রূপেই লাভ করুক, আর দরিদ্রগণ দানসূত্রেই গ্রহণ করুক, তাহারা সকলেই আপনাপন জীবনোপায়ের জন্য সেই ধনবানের নিকটে ঋণী। সাক্ষাৎ শ্রুতি বলিতেছেন 'বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মধ্যে সমস্ত দেবগণ বর্ত্তমান।' অতএব গৃহী ধনদান দ্বারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়া সমস্ত দেবগণের প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ। গৃহীদিগের মধ্যে, যাঁহারা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, তত্ত্বজ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয়, এবং দয়ালু, সেই মহাপুরুষেরা নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন। অপর আশ্রমীরা বহুকষ্টে তীর্থ সেবা করিয়াও যে ফল লাভ করেন, গৃহী গৃহে থাকিয়াই সেই ফল লাভ করিতে পারেন। এজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঃ—গৃহীর পক্ষে তাঁহার গৃহই তীর্থ। ধনবান্ গৃহস্থ বদান্য হইবে, বিদেশ গমন করিয়া তীর্থ দর্শনে তাহার কোন প্রয়োজন নাই। আমার মতে গৃহীই সকলের শ্রেষ্ঠ। মূষিকাদি জীবগণ গোপনে, পক্ষীপ্রভৃতি প্রকাশ্যে, এবং গবাদি গৃহে পালিত

জানেন, ও অনেকে তদর্থ প্রণব জপ ও তদুপযুক্ত অন্য অন্য অনুষ্ঠানও করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাহাতে অসমর্থ, তাঁহারা শিবাদি কোন সগুণ দেবতার মন্ত্র লইয়া তদীয় উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন। অপর সকলে উপনিষদে জীব-ব্রহ্মের অভেদ-বোধক যে কয়টি মহাবাক্য আছে, তাহারই একটী গ্রহণ করেন। ইহারা মস্তক মুণ্ডণ, শ্মশ্রু পরিত্যাগ, ও গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, এবং বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করেন। ইহারা অপরাপর সমুদয় দশনামীর অপেক্ষা শুদ্ধচারী, এবং বলিয়া থাকেন যে দশনামীদিগের মধ্যে তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী, ও ভারতীর কিয়দংশ, এই সাড়ে তিনশ্রেণী শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত শিষ্যসম্প্রদায়। দণ্ডীরা ধাতু ও অগ্নি স্পর্শ করেন না, সুতরাং স্বয়ং পাক করিয়া খান না। দণ্ডীরা শুদ্ধাচারী হইলেও তন্ত্রের মধ্যে ইহাদের গুপ্তভাবে মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—"পঞ্চতত্ত্বং সদাসেব্যং গুপ্তভাবে জিতেন্দ্রিয়ঃ"—প্রাণ-তোষিণী ঃ—দণ্ডি-প্রকরণ। দ্বাদশ বৎসর সাধনার পর দণ্ডী পরমহংস আশ্রম অবলম্বন করেন। কাশীই দণ্ডীদিগের প্রধান স্থান। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, দ্বিতীয়ভাগ, পৃঃ ৪১—৪৭ ॥

হইয়া, সকলেই সেই গৃহীর অন্নে স্ব স্ব জীবন ধারণ করিয়া থাকে। গৃহীই জীবগণের জীবিকা। শরীরই পুরুষার্থ সাধনের মূল, এবং অন্ন শরীরের মূল, শ্রুতির এইরূপ উক্তি। যোগীই বল, আর তপস্বীই বল, গৃহী হইতেই আমাদিগের সেই মহামূল্য অন্ন লাভ হয়। গৃহস্থ যেন কল্পতরু হইয়া অপর সকল আশ্রমীদিগকে স্ব স্ব অভিলষিত ফল প্রদান করিতেছি। আরও বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। অতিথি কাতর হইয়া তোমাদের গৃহে উপস্থিত হইলে সাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিবে। অতিথি পূজালাভ করিলে তাহাতেই তোমাদের কুলের উদ্ধার হইবে। অতিথি অবমানিত হইলে, তাহার কি ভীষণ ফল আমি তাহা বর্ণনা করিলাম না। হে দ্বিজগণ, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের নিন্দা না করিয়া ফলাসক্তিশূন্য হইয়া বেদবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। যাহা কিছু কর্ম্ম কর "জগদীশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন" এইরূপ উদ্দেশ্যেই করিবে। তাহাতেই অচিরে তোমাদের চিত্তশুদ্ধি লাভ হইবে। আমরা গুরুদেবকে ছাড়িয়া কোথাও দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে পারি না। তাঁহারই চরণ সেবা করিয়া আমরা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকি, তাঁহারই চরণ সেবা করিয়া আমরা সংসার ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। তাঁহারই কৃপায় আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।"

পাঠক দেখিতেছেন, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী পদ্মপাদ গার্হস্থ্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। আর তাঁহার গৃহবাসী জ্ঞাতিবর্গ সন্ন্যাসের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। ইহাতে কি মনে হয় না যে, গার্হস্থ্য সন্ন্যাসীর নিকটে, এবং সন্ন্যাস গৃহস্থের নিকটে দিল্লীর লাড্ডু-বিশেষ—"যো খাতা উভি পস্তাতা যো নেহি খাতা উভি পস্তাতা"। যাহা হউক, ভিক্ষুরাজ পদ্মপাদ তাঁহার বন্ধুবর্গকে উক্তরূপ নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিলেন। যে কয়দিন তিনি মাতুলালয়ে বাস করিয়াছিলেন, প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া সেই ভিক্ষালব্ধ অন্নই তিনি আহার করিতেন। একদিন আহারান্তে পদ্মপাদ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন :—"বৎস, ঐ যে শিষ্যহস্তে একখানি পুস্তক লুক্কায়িত দেখিতেছি,সে খানা কি পুস্তক"? পদ্মপাদ উত্তর করিলেন :—"হে বিদ্বন্, আমার গুরুদেব শারীরকসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহা তাহারই টীকা"। মাতুল তাহা দেখিতে চাহিলেন, এবং পদ্মপাদ তদীয় মাতুলের হস্তে সেই গ্রন্থখানি অর্পণ করিলেন। মাতুল সেই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া ভাগিনেয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং বিচার-নিপুণতার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত

হইলেন, কিন্তু পুষ্পগর্ভে লুক্কায়িত ব্যালীর ন্যায় তাহার সেই আনন্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ দুঃখ ও মিশ্রিত ছিল। ভাগিনেয়ের অসাধারণ গ্রন্থরচনানৈপুণ্য দর্শনে যদিও তিনি কথঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই গ্রন্থে নানাপ্রকার অকাট্য যুক্তিজাল দ্বারা মতান্তর সকল খণ্ডিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। যখন দেখিতে পাইলেন যে সেই গ্রন্থে মীমাংসক গুরু প্রভাকরের * মত এবং সেই সঙ্গেই মাতুলের নিজেরও মত বিশেষ ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে, তখন তাহার মনে অসূয়ার সঞ্চার হইল। মুখেমাত্র তিনি সেই গ্রন্থের প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেনঃ—"তোমার এই গ্রন্থ অতি চমৎকার হইয়াছে।" মাতুলের সেই আপাতমধুর প্রশংসা বাক্যে প্রীত হইয়া পদ্মপাদ বলিলেনঃ—"আমি রামেশ্বরসেতু যাইতেছি, আমার ইচ্ছা যে এই পুস্তকের বোঝা আপনার গৃহে রাখিয়া রামেশ্বর দর্শন করিয়া আসি। হে বিদ্বন্, গৃহী-দিগের পক্ষে তাহাদের গো-গৃহাদি যেমন আদরের ধন, সন্ন্যাসীর পক্ষে তাহার পুস্তকাদির বোঝাও সেই রূপ।" এইরূপ বলিয়া স্বীয় মাতুলের হস্তে আপন পুস্তকের ভার ন্যস্ত করিয়া, ভিক্ষুবর আনন্দিত অন্তরে শিষ্যগণসহ রামেশ্বর সেতুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঝড় আসিবার পূর্ব্বে যেমন আকাশে তাহার পূর্ব্বলক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়, মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে, পদ্মপাদেরও সেইরূপ ভাবীকষ্টসূচক নিমিত্ত সকল প্রকাশিত হইল। যাত্রা কালে তাহার বাম নেত্র ঘন ঘন স্পন্দিত হইল, তাহার বাম বাহু এবং বাম উরু অকারণে কম্পিত হইল। গৃহ হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সম্মুখেই একজন উচ্চৈঃস্বরে ক্ষুৎকার করিল। পণ্ডিতবর তাহা দেখিয়াও যেন দেখি-লেন না। সে সকল দুর্নিমিত্ত অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অবিলম্বে গম্যপথে চলিয়া গেলেন।

পদ্মপাদ চলিয়া গেলে পর তদীয় মাতুল ভাবিতে লাগিলেনঃ—"এই গ্রন্থ যদি থাকে, তবে গুরু প্রভাকরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। আর এই গ্রন্থ দগ্ধ হইলে, গুরু প্রভাকরপক্ষের বহুল প্রচারের সম্ভাবনা। বিচারদ্বারা এই গ্রন্থের মত খণ্ডন করি, আমার এমন শক্তি নাই। তবে স্বপক্ষনাশ অপেক্ষা আমাদের গৃহনাশও শ্রেয়স্কর। অতএব আমাদের গৃহে অগ্নিদান করিব, তাহা হইলে গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এই পুস্তক ও দগ্ধ হইবে"। মনে মনে এইরূপ স্থির

* জৈমিনির মীমাংসামতের দুই দল। এক দলের প্রধান কুমারিল ভট্টাচার্য্য, এবং অপর দলের প্রধান গুরুপ্রভাকর।

করিয়া তিনি স্বগৃহে অগ্নিদান করিলেন। এবং "হায়, হায় আগুন লাগিয়া আমার গৃহ দগ্ধ হইতেছে" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে লাগিলেন।

৭০। ফুল্লমুনির আশ্রমে রামের অগস্ত্য এবং লোপামুদ্রার দর্শন লাভ।

এদিকে যাইতে যাইতে পদ্মপাদ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে ফুল্লমুনির আশ্রম দর্শন করিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, রাম সেই আশ্রমের পার্শ্বস্থিত অশ্বত্থমূলে স্বীয় ধনু স্থাপন করিয়া কুশাসনোপরি বসিয়া বিষণ্নমনে ভাবিতেছিলেন,—কি উপায়ে তিনি সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া জানকীর দর্শন লাভ করিবেন। তিনি ভাবিতেছিলেন যে, তাঁহার কপিসৈন্যগণ ভূতলে লম্ফ প্রদানেই পটু। জলে লম্ফপ্রদান করিবার শক্তি তাহাদের নাই। ভাবিতে ভাবিতে আকুল হইয়া রাম সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময়ে সহসা দূরে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। দেখিতে দেখিতে সেই বিমল জ্যোতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন লোকের তাপিত প্রাণ শীতল করিতে লাগিল। সেই জ্যোতি দর্শন করিবার জন্য দেবগণও সর্ব্বদা লালায়িত। মুনিগণ যোগাসনে বসিয়া দিবানিশি সেই জ্যোতিরই ধ্যান করিয়া থাকেন। ক্রমে সেই তেজঃপুঞ্জ রাম এবং তাঁহার সেনানীদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই বিস্মিত অন্তরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অবশেষে নিকট হইলে পর, সেই জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে তাঁহারা শিবের ন্যায় মূর্ত্তিমান্ তপোরাশিস্বরূপ পুরুষের আকার দর্শন করিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে উগ্রতপা ভগবান্ অগস্ত্য তাঁহার জ্যোতিঃস্বরূপা পত্নী লোপামুদ্রাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই তেজোময় ঋষিদম্পতির শরীর হইতে যেন চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতেছে। অগস্ত্যের দর্শনমাত্র রামের অন্তর দুঃখভারমুক্ত হইল এবং তাঁহার প্রাণে বলসঞ্চার হইল। মহাপুরুষদিগের কি অলৌকিক প্রভাব! তাঁহাদের দর্শনমাত্র রবিকিরণে অন্ধকারের ন্যায় লোকের সকল মনস্তাপ দূর হয়। পত্নীসঙ্গে অগস্ত্যকে সমাগত দেখিয়া রাম পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, এবং মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাত করিলেন। রামের বিপদের সীমা নাই, তথাপি তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। পরে বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্ কৃপা করিয়া এই বিপদের সময়ে আপনি আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনার দর্শনমাত্র আমার মনে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। আর ভয় নাই, আমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। আপনাকে দেখিয়া যেন আজ পিতৃ

দর্শন লাভ করিলাম! আমি বিখ্যাত সূর্য্যবংশ-সম্ভূত। সেই বংশে আমার ন্যায় হতভাগা কেহ জন্মে নাই, কেহ জন্মিবে না। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও আমি পত্নীসহ রাজ্যচ্যুত হইয়াছি। ভার্য্যাকে এবং এই ভ্রাতা লক্ষ্মণকে লইয়া আমি বনবাসী হইয়াছি। কেবল তাহা নয়। মারীচের কপট মায়াতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। রাক্ষস রাজ রাবণ আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। সেই বিচ্ছেদ-কাতরা তন্বঙ্গিনী লঙ্কায় অশোকবনে অবরুদ্ধা আছেন। তাঁহার দুঃখের কথা মনে হইলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। তাত, বলুন আমি কি উপায়ে এই অকুল-সমুদ্র উত্তরণ করিব? কি উপায়ে সেই দুরাত্মাকে বধ করিয়া বলপূর্ব্বক সীতার পুনরুদ্ধার সাধন করিব? এই দুঃসময়ে হিতোপদেশ দ্বারা আমাকে রক্ষা করে আপনি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই।

জ্ঞানীপ্রবর অগস্ত্য রামের এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"হে রাম, শোকাকুল হইও না। সূর্য্যবংশ এবং জনকবংশ এই উভয় বংশই মহানুভাব রাজগণ দ্বারা অলঙ্কৃত। বহু দুঃখ ভোগ করিয়াও তাঁহারা দুঃখে অভিভূত হন নাই। হে দাশরথে, তোমার ভয় কি? তুমি স্বয়ং ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রণী, তোমার অনুজ এই লক্ষ্মণের বীরত্বের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। সুগ্রীব-হনুমানাদি কোটী কোটী প্লবঙ্গবীর তোমার সহায়। আর অনাথের ন্যায় রোদন করিও না। এত সহায় সম্পত্তি থাকিতে, তোমার হিতোপদেষ্টা আমি থাকিতে, তুমি কাহাকে ভয় করিবে? সমুদ্র তোমার কি করিতে পারে? সমুদ্রকে গোষ্পদের ন্যায় তুচ্ছ মনে করিও। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও আমি এক গণ্ডূষে এই সমুদ্র পান করিয়া ফেলিতে পারি। সমুদ্র শুকাইয়া দিলে, তুমি অবাধে লঙ্কা গমন করিতে পার। কিন্তু তাহা করিলে আমারই কীর্ত্তি লাভ হইবে, তুমি কীর্ত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। সমুদ্রের মধ্যদিয়া সেতু বন্ধন করিয়া লঙ্কা গমন করিলে, ভূতলে তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে। সেতু বন্ধন করিয়া লঙ্কায় যাইয়া সেই সীতাপহারী চোরের সমুচিত দণ্ড বিধান কর। যত কাল চন্দ্রতারা থাকিবে ততকাল তোমারও কীর্ত্তি জগতে ঘোষিত হইবে। বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া কপিগণের সাহায্যে সমুদ্র বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হও।" এইরূপ বলিয়া অগস্ত্য অন্তর্হিত হইলেন। কথিত আছে, এই ফুল্লমুনির আশ্রমেই ভগবান্ অগস্ত্য অবতীর্ণ হইয়া রামকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রামও অগস্ত্যের উপদেশ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া বানরগণকর্ত্তৃক আনীত রাশিকৃত অত্যুচ্চ পাষাণময় পর্ব্বতশৃঙ্গদ্বারা

সমুদ্র বন্ধন করিলেন। সেই সেতু অবলম্বন করিয়া রাম তাহার বানর সৈন্য সহ লঙ্কায় যাইয়া সংগ্রামে রাবণকে নিহত করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।

৭১। রামের অবতারত্ব।

পাঠক দেখিতেছেন রাম আপনাকে কিরূপ বিপন্ন এবং অসহায় মনে করিতেছেন। যিনি আত্মরক্ষায় অসমর্থ তিনি অন্যকে রক্ষা করিবেন কিরূপে? ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া, কে বলিবে রাম "বিষ্ণুর অবতার" বা "পরব্রহ্ম-সনাতন" অথবা "স্বয়ং ভগবান্"। অগস্ত্যের কথাদ্বারা ও ইহাই প্রতীয়মান হয় যে অগস্ত্যও জানিতেন না যে রাম সাধারণ মানুষ ভিন্ন অন্য কিছু। তবে রামের অবতারত্বের মূল কি? ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিতেছেন :—"বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর নাই। কিন্তু ঈশ্বর চাই। বৌদ্ধেরা প্রথমে মনুষ্য-বুদ্ধকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিল। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধদিগের মাথা হইতে অবতারবাদ সর্ব্বপ্রথমে উথলিয়া উঠিয়াছিল। পুরাণ-কর্ত্তারা অবতারবাদের প্রবাহ বৌদ্ধধর্ম্মের পথ হইতে ফিরাইয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের রাজ্যাভ্যন্তরে চালাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিশিষ্টরূপে অবতার করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা পরবর্ত্তী কালের উপপুরাণ-কর্ত্তাদিগের বৌদ্ধ-দমনে আগ্রহাতিশয্যের অবশ্যম্ভাবী ফল" (বৌদ্ধ ও আর্য্যধর্ম্মের ঘাত প্রতি-ঘাত ও সঙ্ঘাত)। পণ্ডিতবর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থে বলিতেছেন :—"বৌদ্ধদিগের পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর এক প্রকার বিষ্ণুর অবতার।" এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে রামায়ণ আগে কি বুদ্ধ আগে? যদিও রামায়ণে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ শ্রমণদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"যথাহি চৌরঃ স তথাহি বুদ্ধ স্তথাগতং নাস্তিক মত্র বিদ্ধি" (অযোধ্যাকাণ্ড—১০৯-৩৪), তথাপি স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণ এই সকল শ্লোককে প্রক্ষিপ্তই মনে করেন। আদিম রামায়ণে তাহারা রামের অবতারত্বের কোন উল্লেখ দেখেন না। রাম কখনও আপনাকে "পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্" বলিয়া ভাবিতেন না বা জানিতেন না। পণ্ডিতেরা মনে করেন বৌদ্ধধর্ম্মের পতন সময়ে কোন পৌরাণিক ভক্ত বৌদ্ধবিদ্বেষ-দ্বারা প্রণোদিত হইয়া রামায়ণের স্থানে স্থানে এক একটী অপ্রাসঙ্গিক শ্লোক অথবা সর্গের প্রক্ষেপ দ্বারা রামায়ণ হইতে রামের অবতারত্ব প্রমাণিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। আদিম রামায়ণের বর্ণিত রামসীতার পক্ষে বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর অবতার হওয়া তাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর দেখিয়া পৌরাণিক প্রক্ষেপকর্ত্তা

ব্রহ্মাকে দিয়া রামের নিকট' ইস্তাহার'জারি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেনঃ—হে'রাম তুমি স্বয়ং বিষ্ণুর এবং তোমার পত্নী সীতা লক্ষ্মীর অবতার'—"সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ" (যুদ্ধ ১১৯ সর্গ)। মহাভারতের কৃষ্ণ রামায়ণের রামের অনেক পরবর্ত্তী। রামায়ণে "দেব কৃষ্ণের" উল্লেখ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে রামায়ণ এবং মহাভারতের উভয়ের রচনার বহুকাল পরে কোন পৌরাণিক ভক্ত এই শ্লোকটী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়," দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমনিকা, পৃষ্ঠা ৯৩ দ্রষ্টব্য।

৭২। পদ্মপাদের রামেশ্বরদর্শন।

রামের অবতারত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব যে রূপই হউক, পদ্মপাদ রামেশ্বরের তীর্থজলে স্নান করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক তত্রত্য দেবতা রামেশ্বরকে প্রণাম করিলেন, এবং সেই দেবতার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য তিনি শিষ্যদিগের নিকটে রামেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া একজন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, রামেশ্বর নামে কি সমাস? তদুত্তরে পদ্মপাদ বলিলেন :—"রামেশ্বর শব্দে তিন প্রকার সমাস আছে। রাম মহা বিনয়ী, তিনি বলিতেন 'রামেশ্বর' পদে তৎপুরুষই একমাত্র সমাস (রামের ঈশ্বর)। আবার শিব রামনামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্য বলিতেন যে রামেশ্বর পদে বহুব্রীহি সমাস (রাম হইয়াছে ঈশ্বর যাহার)।" ইন্দ্রাদি অপর সকল দেবগণ বলেন যে রামেশ্বর নামে কর্ম্মধারয়ই একমাত্র সমাস (যেই রাম সেই ঈশ্বর)। পদ্মপাদের এইরূপ সমাস-ব্যাখ্যাদ্বারা তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তত্রত্য পণ্ডিতগণ তাঁহার পরম সমাদর করিলেন। যতিরাজ পদ্মপাদও তাঁহাদের নিকটে বহু সমাদর লাভ করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করিলেন। রামেশ্বরতীর্থের পবিত্রজলে স্নানদ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা সম্পাদিত হইলে পর, পদ্মপাদ তথা হইতে যাত্রা করিলেন, এবং নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া পুনরায় স্বীয় মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যেই তিনি শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার মাতুলের গৃহ দগ্ধ হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে তাঁহার পুস্তক সকলও দগ্ধ হইয়াছে। শুনিবামাত্র তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ দুঃখের উদ্রেক হইল। কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই তিনি স্বীয় আত্মজ্ঞান প্রভাবে নিজের ক্ষতি সম্বন্ধে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। গৃহদাহে মাতুলের যে কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া মাতুলের প্রতি তাঁহার কৃপার সঞ্চার হইল। মাতুলালয়ে উপস্থিত হইতে না হইতেই মাতুল বলিতে লাগিলেনঃ—"হে বিদ্বন্, বিশ্বাস করিয়া তুমি আমার

উপরে তোমার পুস্তক রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলে, কিন্তু হায়! প্রমাদবশতঃ অগ্নি লাগিয়া গৃহদাহের সঙ্গে তোমার সমস্ত পুস্তক ও দগ্ধ হইয়াছে। তোমার পুস্তক নাশে আমার যত কষ্ট বোধ হইতেছে, আমার গৃহদাহ হইয়াছে বলিয়া তত কষ্ট বোধ হইতেছে না।"

পদ্মপাদ উত্তর করিলেন "পুস্তক গিয়াছে বলিয়া আপনি দুঃখ করিবেন না। পুস্তক গেলেও আমার বুদ্ধি ত রহিয়াছে। পুস্তকনাশ বিষয়ে আমার মন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছে। এইরূপ বলিয়া পদ্মপাদ পুনরায় সূত্রভাষ্যের নূতন টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা নিউটনের ধৈর্য্যের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি। বুদ্ধিবিহীন একটা কুকুর খেলিতে খেলিতে প্রদীপ ফেলিয়া দিয়া নিউটনের হস্তলিখিত পুস্তক অগ্নিসাৎ করিয়াছিল। নিউটন কুকুরকে সস্নেহ ভর্ৎসনামাত্র করিয়া পুনরায় নূতন পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পদ্মপাদের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দুরভিসন্ধি করিয়া তাঁহার বহুদিনের পরিশ্রমের ফল সেই সূত্রভাষ্যের টীকা দগ্ধ করিল, এবং সেই সঙ্গে স্বীয় দুষ্কর্ম্ম গোপন করিবার জন্য নানাপ্রকার মিথ্যাচরণ করিল, কিন্তু তাহাতেও পদ্মপাদের ধৈর্য্য অনুমাত্রও বিচলিত হইল না! তিনি মাটীর মতন সমস্ত সহ্য করিলেন। দুঃখের কথা এই যে নিউটনের ধৈর্য্যের কথা অনেকেই পড়িয়াছেন, এবং কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করশিষ্য যতিবর পদ্মপাদের নামটীও হয়ত অনেক পাঠকেরই শ্রুতিগোচরও হয় নাই।

যাহা হউক পদ্মপাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষার ইহাতেও শেষ হইল না। জনপ্রবাদ এইরূপ যে তিনি নূতন টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া মাতুলের মনে আবার ভয় এবং ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল। ঔষধ প্রয়োগদ্বারা তিনি পদ্মপাদের বুদ্ধিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। মনের শক্তিনাশক এক প্রকার বিষ তিনি পদ্মপাদের খাদ্যবস্তুর মধ্যে মিশ্রিত করিয়া দিলেন। ইহাতেই মাতুলের অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইল। বিষভক্ষণের ফলে পদ্মপাদের মেধার তীক্ষ্ণতা আর পূর্ব্ববৎ রহিল না। তিনি বার্ত্তিক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় বার্ত্তিক রচনা করিতে সক্ষম হইলেন না। এইরূপে শঙ্করের জীবিতকালে সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচনা সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন তাহা সফল হইল!

৭৩। যাদব ও তদীয় শিষ্য রামানুজাচার্য্য।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন ধর্ম্মমত লইয়া আমাদের দেশেও সেকালে কিরূপ পাশব

ব্যবহার স্থান পাইত। মীমাংসক মতাবলম্বী মাতুল ধর্ম্মের নামে তাঁহার বেদান্ত-মতাবলম্বী ভাগিনেয়ের প্রতি অমানুষোচিত বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিলেন। ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে ধর্ম্মের নামে এরূপ দুরপনেয় কলঙ্কের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিবাদের ত কথাই নাই। বেদান্ত-ধর্ম্মের নিজের মধ্যেই, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' যাহাদের আদর্শ তাঁহাদেরই মধ্যে, কল্পিত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অথবা জ্ঞান এবং ভক্তিমার্গের বিবাদের ভিতরেও সেই বিদ্বেষের কলঙ্কদৃষ্ট হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধান আচার্য্য রামানুজ যখন কাঞ্চীনগরে যাদবপ্রকাশ নামক শাঙ্করমতাবলম্বী সুবিখ্যাত অদ্বৈতবাদী অধ্যাপকের নিকটে শিষ্যরূপে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন সেই ভক্তিপথের প্রদর্শক ভগবদ্দাস্যের অবতার মহানুভাব মহাপ্রতিভা-শালী শিষ্য রামানুজের প্রতি তাঁহার শুদ্ধাদ্বৈতবাদী জ্ঞানাভিমানী গুরু যাদব-প্রকাশের ব্যবহার পদ্মপাদের প্রতি তাঁহার মাতুলের ব্যবহার অপেক্ষাও অধিকতর অমানুষোচিত। যাদব যখন "যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকং" এই ছান্দোগ্য বাক্যের শাঙ্কর ভাষ্যানুযায়ী ব্যাখ্যা করিলেন:—"বানরের পৃষ্ঠান্তের ন্যায় লোহিত পদ্মতুল্য"—তখন রামানুজ সেরূপ বিসদৃশ ব্যাখ্যা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া অশ্রুত্যাগ করিলেন। গুরু জিজ্ঞাসা করিলে পর, রামানুজ স্বাধীন ভাবে সেই শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা করিলেন:—"সূর্য্যবিকসিত পদ্মের তুল্য।" আবার তৈত্তিরীয়োক্ত—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্যের যাদব-কৃত ব্যাখ্যা "ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, এবং অনন্ত-স্বরূপ" অগ্রাহ্য করিয়া রামানুজ স্বাধীনভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন "ব্রহ্ম, সত্য, জ্ঞান, এবং অনন্ত গুণে গুণী"—(অর্থাৎ তাঁহার মতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপের পরিবর্ত্তে ব্রহ্ম জ্ঞাতৃ-স্বরূপ বলাই সঙ্গত)। রামানুজের মতে সত্যজ্ঞানাদিকে ব্রহ্মের 'স্বরূপ'বলা যুক্তি-যুক্ত নয়। "এগুলি তাঁহার,কিন্তু তিনি নহেন"—"যেমন দেহ আমার, আমি দেহ নহি"। শিষ্যের এইরূপ উদ্দাম স্বাধীন ব্যাখ্যা গুরুর অসহ্য হইল। যাদব-প্রকাশ তখনি অপরাপর শিষ্যগণসহ রামানুজের বধের উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! নিষ্কণ্টকে তাঁহার বধসাধনের জন্য গঙ্গাস্নানের ছলে তিনি তাঁহার সেই অনুরাগী ভক্ত শিষ্যকে লইয়া কাশীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাহা হউক, বিধাতার অনুগ্রহে যাদবের সেই অভিপ্রায় বিফল হইয়াছিল। এমন কি শেষ বয়সে গুরুপুঙ্গব যাদবপ্রকাশ নিজেই তাহার শিষ্য রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন (রামানুজ-চরিত—অধ্যায়—৩।)

৭৪। পদ্মপাদের সহিত অন্য কতিপয় শঙ্কর-শিষ্যের মিলন, এবং শঙ্করাচার্য্যের কেরল-ভ্রমণ।

এই সময়ে শঙ্করাচার্য্যের অন্য কতিপয় শিষ্য ও পদ্মপাদের ন্যায় তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিলেন। শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে তাহারা পদ্মপাদের কনিষ্ঠ হইলেও তাহারা পদ্মপাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাহারা পথিমধ্যে তাহাদের "গুরুভাই" পদ্মপাদের বিপদের কথা শুনিতে পাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহারা পদ্মপাদকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। "গুরুভাই"সকলকে দেখিয়া পদ্মপাদের ও হৃদয়ের শোকভার উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিকরিবামাত্র অশ্রুজলে তাহার নয়নযুগল ভাসিয়া গেল। বহুকালের বিচ্ছেদের পর পদ্মপাদকে লাভ করিয়া তাহারাও যেন প্রেমের সাগরে ভাসিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরকে প্রীতি-সম্ভাষণ এবং যথাযোগ্য প্রণামাদি করিয়া, পরে সকলে মিলিয়া তাহাদের গুরুদেব শঙ্করাচার্য্যের গুণগ্রাম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সদালাপ করিতে করিতে শিষ্যবৃন্দের হৃদয়ের কপাট উদ্ঘাটিত হইল, মুখপদ্ম সকল বিকশিত হইল। তাহারা অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই অভ্যাগত ব্রাহ্মণের নিকটে আচার্য্যের কুশলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। দীর্ঘকাল গুরুর অদর্শনে শিষ্যদিগের মনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতেছিল। অভ্যাগত ব্রাহ্মণের মুখে তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে শঙ্কর তখন কেরল দেশে অবস্থান করিতেছেন। এই শুভ সমাচার লাভ করিয়া তাঁহাদের সকলেরই মন গুরুদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইল। অবিলম্বে তাঁহারা কেরলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে শঙ্কর স্বীয় মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে মনে মনে দিগ্বিজয়ের সংকল্প স্থির করিয়া শিষ্যগণের পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় কেরলেরই নানাদিকে বিচরণ করিতে-ছিলেন। তিনি কেরলদেশে মহাশূর নামক তীর্থস্থানে দেবতাদর্শন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক এইরূপে সেই দেবতার স্তব করিলেন :—"হে জগদীশ, তোমার অনির্ব্বচনীয় সদসত্ত্ব-বিমুক্ত মায়াশক্তির বলে তুমি এই চিদচিদাত্মক বিচিত্র জগৎ রচনা করিয়াছ। তুমি পরিপূর্ণ স্বরূপ। তোমার নিজের কোন অভাব অথবা প্রয়োজন নাই। হে জগদীশ এ জগৎ তোমার লীলাভূমি * ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। তোমারি শক্তিরাশি জগৎরূপে আপনাদিগকে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছে।

* লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং—ব্রহ্মসূত্র ২-১-৩৩।

রজোগুণের প্রভাবে তুমি ত্রিজগৎ সৃষ্টি কর, সত্ত্বগুণের প্রভাবে তুমি ত্রিজগৎ পালন কর, আবার তমোগুণের প্রভাবে তুমিই ত্রিজগৎ আপনার মধ্যে বিলীন কর। তুমি এক হইয়াও বিধি-বিষ্ণু-শিবাদি বহুনামে কীর্ত্তিত হইতেছ। সূর্য্য যেমন এক হইয়াও জলাধারভেদে নানারূপে প্রতিবিম্বিত হয়, তুমিও সেইরূপ এক হইয়াও এই বিচিত্র বিশ্বভাণ্ডে নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছ।"

৭৫। শঙ্করের সহিত পদ্মপাদাদির পুনর্মিলন।

শঙ্কর এইরূপে মহাশূর দেবের স্তব করিতেছিলেন, এমন সময়ে দীর্ঘ কাল বিচ্ছেদের পর তাঁহার প্রিয় শিষ্যবর্গ আকুল প্রাণে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিল। গুরুদেব ও এতকাল পরে শিষ্যবর্গকে পাইয়া পরম সমাদরে তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরুদর্শনে শিষ্যবর্গের চিত্ত সান্ত্বনা লাভ করিলে পর, পদ্মপাদ অতি দুঃখিতমনে বাষ্পাকুলকণ্ঠে ক্ষীণস্বরে আচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন ঃ—"হে ভগবন্, তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে আমি রঙ্গনাথ নামে বিষ্ণু দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। প্রত্যাগমন কালে আমার পূর্ব্বাশ্রমের মাতুলের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল, তিনি অনেক অনুনয় করিয়া আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন। আমার মাতুল মীমাংসকদিগের অগ্রগণ্য গুরুপ্রভাকরের শিষ্য। (পাঠক স্মরণ করিবেন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই গুরুপ্রভাকর মীমাংসা-শ্লোক-বার্ত্তিককার নিরীশ্বরবাদী কুমারিলের প্রধান শিষ্য)। আপনার কৃত সূত্রভাষ্যের আমি যে টীকা রচনা করিয়াছিলাম, পূর্ব্বাশ্রমের স্নেহবশতঃ তাহা পাঠ করিয়া আমি আমার মাতুলকে শুনাইলাম। যুক্তিদ্বারা তিনি আমার টীকা খণ্ডন করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আপনার আশীর্ব্বাদ-বলে আমার সহিত বিচারে তিনি পরাজিত হইলেন। হে গুরো, আপনার বর্ম্মতুল্য উপদেশে সুরক্ষিত হইলে, প্রভাকর অথবা কপিল, গৌতম অথবা কণাদ, কোন মতাবলম্বীর সহিতই বিচার করিতে ভয় থাকে না। বিচারে তাহাকে জয় করিলে পর, মাতুল আমার বিচার নিপুণতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মনের প্রকৃতভাব গোপন করিয়া আমার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমাদর প্রদর্শন করিলেন। আমিও তাহার উপরে বিশ্বাস করিয়া আমার কৃত সূত্রভাষ্যের টীকা তাঁহারই গৃহে রাখিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই রামেশ্বরতীর্থ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া, চলিয়া গেলাম। পরদিনই মধ্যরাত্রিকালে ভীষণ অগ্নি লাগিয়া তাঁহার গৃহের সহিত আমার লিখিত টীকা ও ভস্মসাৎ হইল। লোকে বলে আমার

টীকা খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া, সেই টীকা দগ্ধ করিবার ইচ্ছায়, মাতুল স্বয়ংই আপন গৃহে অগ্নিদান করিয়াছিলেন। তাহা করিয়াও তিনি নিরস্ত হইলেন না। পাছে আমি ঐরূপ আর একটী নূতন টীকা রচনা করি, সেই ভয়ে আমার বুদ্ধি নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে অন্নমধ্যে আমাকে বিষ প্রদান করিলেন। হে গুরো, পূর্ব্বের ন্যায় আর আমি বুদ্ধি স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার মেধাশক্তির ও হ্রাস হইয়াছে। হে ভগবন্, তোমার পদাশ্রিতদিগের এরূপ দুর্দ্দশা শোভা পায় না। বহুযত্নে আমি তোমার কৃত ভাষ্যের একখানি সুযুক্তিপূর্ণ সুন্দর বার্ত্তিক রচনা করিলাম। কিন্তু দৈবাৎ পথেই সেই গ্রন্থ অগ্নিতে নষ্ট হইল। একখানি নূতন বার্ত্তিক রচনার জন্য আমি অনেক যত্ন করিতেছি, কিন্তু আমার বুদ্ধিতে আর পূর্ব্বের মত পটু যুক্তি সকল প্রকাশিত হইতেছে না। তোমার চরণাশ্রয় লাভে অনেক দীন দুঃখী ধন্য হইতেছে। শত পাপ থাকিলেও আমিও তোমার চরণ কমল ধ্যান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইব"। বিষ প্রয়োগ বিনা ও অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম-জনিত মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতাহেতু পদ্মপাদের ঐরূপ বুদ্ধির অস্থিরতা এবং মেধাশক্তির হ্রাস ঘটিয়া থাকিতে পারে। উপযুক্ত বিশ্রাম-লাভে এবং মনোমত সঙ্গলাভে বিনা চিকিৎসায় ও সেরূপ মস্তিষ্কের রোগ দূর হয়। সে যাহা হউক, পদ্মপাদের কথা শেষ হইলে পর, দয়ালু আচার্য্য জ্ঞানপূর্ণ অমৃততুল্য বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। "বৎস, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বিষময় ফল হইতে কাহারও নিস্তার নাই। অত্যুগ্র বিষের ন্যায় কালে তাহা প্রকাশিত হইবেই হইবে। (এরূপ কর্ম্মের স্বতন্ত্রত্বের এবং নিত্যত্বের উপদেশ নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ অথবা জৈমিনিমতাবলম্বীর পক্ষেই শোভা পায়)। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম এবং সুরেশ্বরাচার্য্যকে বলিয়াও ছিলাম যে আমার জীবিতকালে আমার কৃত সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক রচিত হইবে না। বৎস, বৃথা শোক করিও না। যে দুঃখের প্রতিকার হয় না, তাহার সম্বন্ধে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই শ্রেয়। বৎস, শৃঙ্গগিরিতে অবস্থান কালে তুমি একদিন প্রেমোন্মত্ত হইয়া আমার সমীপে পঞ্চপাদী নামে যে একটী কবিতা পাঠ করিয়াছিলে, আমার তাহা এত ভাল লাগিয়াছিল যে আজও আমি তাহা ভুলিতে পারিতেছি না। বৃথা শোক করিওনা। শীঘ্র সেই পঞ্চপাদীটি লিখিয়া আমাকে দেখাও। পদ্মপাদ স্বয়ং তাঁহার স্বরচিত 'পঞ্চপাদী' কবিতার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া আচার্য্য সেই 'পঞ্চপাদী' আদ্যন্ত বিবৃত করিলেন, এবং তদনুসারে পদ্মপাদ তাহা লিখিয়া লইলেন। স্বরচিত

'পঞ্চপাদী' পাঠ করিয়া পদ্মপাদ আনন্দে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। তিনি সহসা উত্থান করিলেন, আবার উপবেশন করিলেন, সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন, আবার গান করিতে করিতে আনন্দভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে আচার্য্যের সঙ্গ-প্রভাবে পদ্মপাদের মেধাশক্তি ও আবার পূর্ব্ববৎ কার্য্যক্ষম হইল।

৭৬। শঙ্করাচার্য্যের শ্রুতিধরত্ব।

এই সময়েই কবিতারচনা-কুশল কেরলরাজ রাজশেখর ও শঙ্করকে দর্শন করিতে আসিলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে শঙ্করের বাল্যকালে কেরলরাজ একবার শঙ্করকে দেখিতে আসিয়া তাহাকে তিনটী নাটক শুনাইয়াছিলেন। রাজশেখর আচার্য্যের পাদপদ্মে প্রণাম করিলে পর, আচার্য্য তাহার কুশল-প্রশ্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে রাজন্, তুমি পূর্ব্বে আমাকে যে তিনটী নাটক শুনাইয়াছিলে অধুনা তাহার কেমন সমাদর হইতেছে"? রাজা দুঃখের সহিত উত্তর করিলেন—"প্রমাদবশতঃ আমার সেই নাটকত্রয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছে"। এই কথা শুনিয়া মুনিবর মুখে মুখে সেই গ্রন্থত্রয় আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। পাঠক হয়ত এরূপ শ্রুতিধর লোকের কথা অন্যত্রও শুনিয়া থাকিবেন। পুরাকালে অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ ও যে স্মৃতিশক্তির অসাধারণ বিকাশের পরিচয় প্রদান করিতেন, আমাদের শ্রুতি সকল যে শুধু মুখে মুখে গুরুপরম্পরায় বহুকাল চলিয়া আসিয়াছিল, তাহাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। শঙ্করের এইরূপ অসামান্য স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়া রাজার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে স্বরচিত নষ্ট গ্রন্থ সমুদয় পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। পরে সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন—"হে ভগবন্, এ অধম আপনার দাস। আদেশ করুন আমায় কি করিতে হইবে"। মাতৃবিয়োগ কালে তাঁহার প্রতি তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের দুর্ব্ববহারের কথা তখন শঙ্করের স্মরণ হইল। তিনি রাজাকে বলিলেনঃ—"কালটী গ্রামের ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত পাপাচারী,আমি তাহাদিগকে অভিশাপ করিয়াছি যে তাহারা ব্রাহ্মণত্বের অনধিকারী হইবে। তুমিও তাহাদিগকে ব্রাহ্মণত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে। রাজা তাহাই করিতে অঙ্গীকার করিলেন। এইরূপে শঙ্করের প্রসাদে পদ্মপাদ তাঁহার নষ্ট মেধাশক্তি এবং 'পঞ্চপাদী' কবিতা,এবং রাজা তাঁহার নষ্ট নাটকত্রয় লাভ করিলেন। অতঃপর রাজা ভক্তিভরে আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া,তাঁহারি চরণযুগল হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে প্রীতমনে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শঙ্করের শ্রুতিধরত্ব-বিষয়ক এই সকল কথাসত্যই হউক অথবা গুরুমাহাত্ম্যদ্যোতক অলীক অর্থবাদমাত্রই হউক, তাহাতে যে শঙ্করের মহত্ত্বের কিছুই আসে যায় না, তাহা অবশ্য পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়।

৭৭। মাধবাচার্য্য-কৃত শঙ্কর-দিগ্বিজয় এবং আনন্দগিরিনামীয় শঙ্কর-বিজয়।

অতঃপর শঙ্করাচার্য্য কেরল দেশ পরিত্যাগ করিয়া সহস্রাধিক শিষ্যগণসহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী রুদ্রাখ্যপুরের রাজা সুধন্বা, যাহার সাহায্যে কুমারিল বৌদ্ধদিগের বিনাশ সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন, যিনি আদেশ করিয়াছিলেন ঃ—

"আসেতোরাতুষারাদ্রেঃ বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান্।
ন হন্তি যঃ স হন্তব্যো ভৃত্যানিত্যন্বশান্নৃপঃ॥" (শঙ্করদিগ্বিজয় ১-১৩)

সেই রাজা সুধন্বা রক্ষকরূপে আচার্য্যের সঙ্গে চলিলেন। কোথা হইতে, কি জন্য, অথবা কখন, তিনি শঙ্করের সহযাত্রী হইয়াছিলেন, গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের এই বর্ণনার ভূমিকাতেই আমাদের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে মাধবাচার্য্য দিগ্বিজয়ের যে বর্ণনা দিতেছেন, তাহার সহিত আনন্দগিরি-নামীয় শঙ্কর-বিজয়ের বর্ণনার কোনরূপ ঐক্য দৃষ্ট হয় না। [illegible] উভয় বর্ণনাই সম্পূর্ণ না হউক কতকাংশ গ্রন্থকারদ্বয়ের অন্যতমের অথবা উভয়েরই স্বক-পোল-কল্পিত। যদি শঙ্করাচার্য্যকে একই ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, এবং এ সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তবে অন্ততঃ এক-জনের বর্ণনা যে কল্পিত তাহাতে সংশয় থাকিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে শঙ্করের জন্মস্থান, পিতামাতার নাম ইত্যাদি অতি মৌলিক ঘটনা সম্বন্ধেও গ্রন্থকারদ্বয়ের অনৈক্য। শঙ্করের দিগ্বিজয় এবং মৃত্যু সম্বন্ধেও গ্রন্থকারদ্বয়ের মধ্যে ঐরূপ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। মাধবাচার্য্যের মতে শঙ্কর কাশ্মীর গমন করিয়া তত্রত্য শারদা পীঠে কিছুদিন অবস্থান করেন, পরে বদরিকাশ্রমে, এবং তথা হইতে কেদার তীর্থে যাইয়া স্বর্গারোহণ করেন। আনন্দগিরি নামীয় গ্রন্থের মতে শঙ্কর মান্দ্রাজের অনতিদূরবর্ত্তী দাক্ষিণাত্যের কাশীস্থানীয় কাঞ্চীপুর

(Conjeveram) তীর্থে কৈবল্য প্রাপ্ত হয়েন।* স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত বলিতেছেন যে রাজতরঙ্গিনী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসেও শঙ্করের কাশ্মীর গমনের উল্লেখ আছে, (রাজতরঙ্গিনী--চতুর্থ তরঙ্গ—৩২৪, ৩২৫)। এ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া ইহা নিঃসংশয় রূপে বলা যাইতে পারে যে শঙ্করনামধারী দুই অথবা ততোধিক বিভিন্ন ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্তের "ইতরেতুরাধ্যাস" হইয়া উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের প্রত্যেক "লামা"ই বুদ্ধের এক একটী অবতার। এই বৌদ্ধ নিয়মের অনুকরণেই যেন প্রত্যেক শঙ্করমঠের অধ্যক্ষও এক একটী শঙ্করাচার্য্যের অবতার, এবং "জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য" নামে অভিহিত। এ জন্যও একাধিক শঙ্করাচার্য্যের জীবন বৃত্তান্তের সংমিশ্রণ অসম্ভব নয়। বোধ হয় ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী তাহারই কোন সম-নামধারী শিষ্য অথবা শঙ্করমঠের অধ্যক্ষ, অদ্বৈত মত প্রচারার্থ তাহারই দিগ্বি-জয়ের অনুকরণে আর একবার দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই উভয় শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয় এবং জীবনের অপরাপর ঘটনা পরস্পরের সহিত এরূপ ভাবে মিশ্রিত এবং পরস্পরেতে আরোপিত হইয়াছে, যে অধুনা তাহা পৃথক্ করা অসম্ভব। মান্দ্রাজ হইতে মেমোরিয়েল এডিসন্ (memorial edition, Bani-bilas Press, Srirangam) নামে কুড়ি খণ্ডে প্রকা-শিত যে সকল গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের প্রতি আরোপিত হইয়াছে, তাহা যে দুই অথবা ততোধিক ভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত তাহাতে কোন সংশয় নাই,—কারণ ইহা কাহারও বিশ্বাসযোগ্য হইবে না যে যিনি ব্রহ্মসূত্র এবং উপনিষৎ-সকলের ভাষ্যকার, এবং যিনি বাল্যকাল হইতেই সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, তিনিই আবার "প্রপঞ্চসার" নামক শঙ্করের প্রতি আরোপিত গ্রন্থের "তন্ত্রাবতারক্রম" "গর্ভবৃদ্ধি" "মাতৃকান্যাস" "অপুত্রতা-কারণ" "সন্তান সিদ্ধি" এবং "পঞ্চগব্য প্রাশনা"দির ও রচয়িতা। সে যাহা হউক আনন্দগিরি-নামীয় গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে তাহার অধিকাংশই ভিত্তি-শূন্য অথবা জনপ্রবাদমাত্র অবলম্বনে রচিত, এবং তাহা শঙ্করের অন্যতম প্রধান শিষ্য উপনিষদ্‌ভাষ্যের টীকাকার বিখ্যাত আনন্দগিরি-কৃত নয়। আনন্দগিরির স্বরচিত হইলে অথবা মাধবাচার্য্যের সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে, মাধবাচার্য্য নিশ্চয়ই এই গ্রন্থের উল্লেখ করিতেন। তাহা হইলে মাধবাচার্য্যের বর্ণনার সহিত ইহার

*শঙ্করের মৃত্যুসম্বন্ধে আনন্দগিরিনামীয় গ্রন্থ-বলিতেছে যে শঙ্কর"কাঞ্চীনগরে সর্ব্ব-জগদ্ব্যাপকং চৈতন্য মভবৎ। সর্ব্বব্যাপক-চৈতন্য-রূপেনাদ্যাপি তিষ্ঠতি।"প্রকরণ--৭০

এরূপ মৌলিক বিরোধও থাকিতে পারিত না। আবার শঙ্করের নিজশিষ্যলিখিত গ্রন্থে শঙ্করজীবনের ঘটনাবলীর যেরূপ ধারাবাহিক বর্ণনা আশা করা যায়, এই আনন্দগিরিনামীয় গ্রন্থে সেরূপ কিছুই নাই। বোধ হয় গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে কোন অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থকার স্বীয় নাম গোপন রাখিয়া আনন্দগিরি-রচিত বলিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের গর্ভে এবং শেষে গ্রন্থকার তৃতীয় পুরুষে আনন্দগিরির নামেরও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছেন। ইহা দ্বারাও আমাদের এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই গ্রন্থের বর্ণনাগুলিও যেন সকলই এক ছাঁচে গঠিত। ইহাতে শঙ্করের স্বভাবসিদ্ধ বিচারনৈপুণ্যের লেশমাত্রও নাই। এমন কি বিচারের কোন বর্ণনাই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সমস্তই যেন শঙ্কর "গেলেন, দেখ্‌লেন, আর প্রতিপক্ষের কেল্লা ফতে কর্লেন"—এই ছাঁচে ঢালাই করা। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায় গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার বলিতেছেন:— "পদ্মপাদ, হস্তামলক, সমিৎপাণি, চিদ্বিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত, শুদ্ধকীর্ত্তি, ভানুমরীচি, কৃষ্ণদর্শন, বুদ্ধিবৃদ্ধি, বিরিঞ্চিপাদ, শুদ্ধানন্তানন্দগিরি প্রভৃতি প্রধান শিষ্যগণদ্বারা সেব্যমান হইয়া সর্ব্বজ্ঞ শ্রীশঙ্কর চিদম্বর নামক স্থান হইতে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিয়া মধ্যার্জ্জুন নামক শিবাধিষ্ঠিত স্থল-বিশেষে উপস্থিত হইলেন। তথায় সেই শিবের পূজা সমাপন করিয়া শঙ্কর সর্ব্বসমক্ষে সদাশিবকে বলিলেন:—"হে প্রভো মধ্যার্জ্জুনেশ, তুমিই সকল উপনিষদের সার, তুমি সর্ব্বজ্ঞ। বেদের প্রতিপাদ্য অদ্বৈতবাদ সত্য, কি দ্বৈতবাদ সত্য, তুমি সর্ব্বসমক্ষে তাহা বলিয়া লোকের সংশয় দূর কর।" শঙ্কর এইরূপ প্রার্থনা করিবামাত্র মধ্যার্জ্জুনেশ সেই শিবলিঙ্গের অগ্রভাগ হইতে সাবয়বরূপে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক মেঘগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন:—"অদ্বৈতবাদ সত্য, অদ্বৈতবাদ সত্য, অদ্বৈতবাদ সত্য।" তিনবার এইরূপ বলিয়া সেই লিঙ্গাগ্রেই তিনি পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। তদ্দর্শনে লোক সকল বিস্মিত হইল, এবং শুদ্ধাদ্বৈতমত গ্রহণ করিয়া সকলে শঙ্করের শিষ্য হইল (প্রকরণ—৪)। বিনা বিচারে অথবা অলৌকিক প্রভাব প্রদর্শন দ্বারা অদ্বৈত মত প্রচার করাই যদি ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত হইত, তবে তাঁহার পক্ষে মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া ব্রহ্মসূত্র অথবা উপনিষদাদির ভাষ্য-রচনা করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আনন্দগিরিনামীয় গ্রন্থের বিচার অধিকাংশই এই একই ছাঁচে যেন ঢালাই করা। এই সকল কারণে আমরা

আনন্দগিরি নামীয় গ্রন্থকে যথার্থ আনন্দগিরি রচিত মনে করিতে পারিতেছি না। এজন্য আমরা এই গ্রন্থের বর্ণনার অনুসরণ না করিয়া মাধবাচার্য্যের বর্ণনারই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

৭৮। মান্দ্রাজ প্রদেশ।

এস্থলে আমাদের বলা আবশ্যক যে মান্দ্রাজ প্রদেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ। উড়িষ্যার দক্ষিণে কোন্ দেশ অবস্থিত আমাদের অনেকেই তাহা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারেন না। তাহাদের সাহায্যের জন্য সে সম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন। গঞ্জামই উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমা। পূর্ব্ব উপকুলে উড়িষ্যার দক্ষিণেই মান্দ্রাজ প্রদেশ। উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমা গঞ্জাম হইতে দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত কলিঙ্গদেশ। এদেশের প্রধান নগর রাজমন্দ্রী। সমুদ্রের উপকুলে গোদাবরী হইতে দক্ষিণে নেল্লোর পর্য্যন্ত অন্ধ্রদেশ। নেল্লোর হইতে দক্ষিণে ত্রিচিনাপলি পর্য্যন্ত চোলদেশ ইহারই প্রধান নগর কঞ্জিবেরম্ বা কাঞ্চীপুর। ত্রিচিনাপলি হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পাণ্ড্যদেশ। তাহার প্রধান নগর মদুরা। আবার পশ্চিম উপকুলে কুমারিকা হইতে কেনানোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত মালাবার। শঙ্করাচার্য্য নিজেই একজন মালাবারি ব্রাহ্মণ। মালাবারের পূর্ব্বে এবং অন্ধ্র, চোল, এবং পাণ্ড্যদেশের পশ্চিমে কনকান, এবং কর্ণাট বা মহীশূর প্রদেশ অবস্থিত। পাঠক এই সঙ্গে ভারতের মানচিত্রটীও দেখিবেন।

৭৯। শঙ্করের রামেশ্বর গমন।

মাধবাচার্য্য বলিতেছেনঃ—সর্ব্বত্র অদ্বৈতবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে শঙ্কর প্রথমে রামেশ্বর সেতুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রামেশ্বরে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন সেই প্রদেশের শাক্তগণ গিরিজাপূজার ছলে সর্ব্বদা সুরাপানে রত। তিনি তাহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্করের শাস্ত্রসম্মত সুযুক্তিপূর্ণ বিচার শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইল। সুরাপায়ী শাক্তগণ পরাজিত হইল। শুধু তাহা নয়, শঙ্কর শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে সেই সকল সুরাসক্ত শাক্তগণ অনার্য্য এবং অব্রাহ্মণ। বিচারে জয় করিয়া তিনি সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ সুরাপায়ী ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণ নাম হইতে বহিস্কৃত করিলেন। এইরূপে কর্ম্মমার্গকে কণ্টক-মুক্ত করিয়া শঙ্কর প্রকৃত কর্ম্মসেতু নির্ম্মাণে যত্নবান্ হইলেন। শঙ্করাচার্য্যকে যাঁহারা বর্ণ-ধর্ম্মের পৃষ্ঠ-পোষক বলিয়া মনে করেণ, তাঁহারা এস্থলে লক্ষ্য করিবেন যে শঙ্কর একদিকে যেমন গুরুজ্ঞানে জ্ঞানী চণ্ডালের চরণেও স্বীয় মস্তক অবনত করিতে প্রস্তুত,অপর

দিকে তিনি দুশ্চরিত্র সুরাপায়ী ব্রাহ্মণদিগকেও ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট করিতেছেন। "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ" এবং "দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ" শঙ্করের নিকটে ইহা কেবল কথার কথা মাত্র ছিলনা।

৮০। শঙ্করাচার্য্য এবং শাক্ত পঞ্চমকার সাধনা।

পাঠক এস্থলে ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে শঙ্করাচার্য্য যে কেবল একজন নিরুদ্যম তত্ত্বজ্ঞানি ব্রহ্মবাদী অথবা কুশাগ্রবুদ্ধি দার্শনিকমাত্র ছিলেন, তাহা নয়। শাক্তদিগের পঞ্চমকার* সাধনাদি দুর্নীতির মস্তক ছেদনদ্বারা সমাজের সংস্কার সাধনের প্রতি ও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রামেশ্বরের ব্রাহ্মণেরা শাক্ত। শাক্তেরা জনসমাজকে বীরাচারী এবং পশ্বাচারী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তাহাদিগের মতে যাহারা ধর্ম্মের নামে মদ্যমাংসমুদ্রাদি পঞ্চ-মকারের সাধক তাহারা বীরাচারী। অপর সকলে যাহারা মদ্যাদিদ্বারা আপনাদিগের দেহমন কলুষিত করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা পশ্বাচারী। "বামাচার" এবং "কুলাচার" নামেও নিতান্ত

* পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ হইতে শাক্ত আচার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—"মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুন মেবচ মকার-পঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতকনাশনং॥ সুরা শক্তিঃ শিবো মাংসং তদ্ভক্তো ভৈরবঃ স্বয়ং" (কুলার্ণব)। "পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পং চ পূজয়েৎ কুলযোষিতং"—"কুল-যোষিৎ" কাহারা? "নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা। মালাকারস্য কন্যা চ সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনা" (গুপ্তসাধন তন্ত্র)। "পূজাকালে চ দেবেশি বেশ্যেব পরিতোষয়েৎ" (উত্তর তন্ত্র)। "বিবাহিত-পতিত্যাগে দূষণং ন কুলার্চ্চনে" (নিরুত্তর তন্ত্র)। "মত্তা স্বপুরুষংমত্বা কান্তান্যমবলম্বতে।" "মুখে সংপূর্য্য মদিরাং পায়যন্তি স্ত্রিয়ঃ পুমান্" (কুলার্ণব—পঞ্চমখণ্ড)। "তন্ত্রের লতাসাধনাদি অধিকতর লজ্জাকর! পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করা কোনরূপেই শোভা পায় না। যাহাদের জানিতে ইচ্ছা হয়, কুলার্ণব, গুপ্তসাধনাতন্ত্র, নিরুত্তর তন্ত্র, শ্যামা-রহস্য, প্রাণ-তোষিণী প্রভৃতি দেখিলেই জানিতে পারিবেন। লতাসাধনে একটি স্ত্রী-লোককে ভগবতী জ্ঞান করিয়া মদ্যপানাদি সহকারে তাহার শরীরের গুহ্যাগুহ্য নানাস্থানে মন্ত্রজপ এবং আপনারও তাহার অঙ্গবিশেষের পূজাবন্দনাদি পুরঃসর স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত ব্যাপারানুষ্ঠান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তন্ত্রবিহিত সুরাপান ও পরস্ত্রীগমন প্রভৃতির ন্যায় মারণ উচ্চারন প্রভৃতি ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে" :—"শান্তিবশ্য স্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা। মারণং পরমেশানি ষট্ কর্ম্মেদং প্রকীর্ত্তিতং" ॥ (যোগিনী তন্ত্র, পূর্ব্বখণ্ড)। "বাঙ্গালা দেশেই এই (শাক্ত) ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। এখানে যেমন দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, প্রভৃতি নানাবিধ শক্তিমূর্ত্তির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া অর্চনা করা হয়, সেইরূপ আর কুত্রাপি হয় না। ভা-উ-১৭৮॥

পাশব আচার সকল শাক্তদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আমরা দেখিতে পাইতেছি রামেশ্বরে অবস্থান কালে শঙ্কর এই শাক্ত সমাজের সংস্কার কার্য্যে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে শঙ্করাচার্য্যকেও শাক্ত এবং তান্ত্রিক মতের পৃষ্ঠ-পোষক বলিয়া পরিগণিত হইতে হইয়াছে। শঙ্করের নামে আরোপিত "প্রপঞ্চসার" নামক গ্রন্থে দেখা যায় শঙ্করই "তন্ত্রাবতারক্রমের"ও রচয়িতা। "ব্রহ্মহরীশ্বরাখ্যাঃ", ব্রহ্মা—বিষ্ণু—এবং শিব—"বক্তারমজমব্যক্তমরূপং মায়িনং" (১-৩),—অজ অব্যক্ত অরূপ মায়ীকে বক্তারূপে লাভ করিয়াছিলেন, এবং তিনিই তাহাদিগের নিকটে "বৈদিকাস্তান্ত্রিকাং শ্চৈব সর্ব্বানিথমুবাচ হ (১-২১) তাহাদিগের নিকটে বৈদিক এবং তান্ত্রিক ক্রিয়া সকলের এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। যে কেহ যাহা ইচ্ছা লিখিয়া যে কোন মহাপুরুষের নামে তাহা প্রচার করিতে পারে, যে কোন শাস্ত্রগ্রন্থে তাহা প্রক্ষেপ করিতে পারে,—আমাদের দেশে বহুকাল হইতে এইরূপ প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। আজকালের মত গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত হইবার বায়ু সে কালের লোকের ছিল না। কে বলিতে পারে, যে সকল তান্ত্রিক ব্রাহ্মণকে শঙ্কর ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, তাহারা অথবা তাহাদেরই স্থলবর্ত্তিগণ শঙ্করের পূর্ব্বোক্ত দণ্ডবিধানের প্রতিশোধ লইবার জন্য "প্রপঞ্চসার" নামক গ্রন্থ শঙ্করের নামে প্রচার করিয়া শঙ্করকেই তাহাদের তন্ত্রের এবং তান্ত্রিক পাশবাচারের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন নাই?

৮১। শঙ্করাচার্য্যের কাঞ্চীনগর গমন।

বিধিবৎ রামেশ্বর দেবের পূজা সমাপন করিয়া তিনি রামেশ্বর হইতে পাণ্ড্য, চোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া তত্তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণকে বিচারে জয় করিলেন। অবশেষে তিনি হস্তিগিরির পার্শ্ববর্ত্তী কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হইয়া তদ্দেশবাসী তান্ত্রিকদিগকে বিচারে জয় করিলেন। প্রবাদ যে তিনি তথায় একটি বিচিত্র দেবমন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে শ্রুতিসম্মত প্রণালীতে ভগবতীর পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সেই মন্দিরই অদ্যাপি বর্ত্তমান। চোল রাজ্যস্থিত কাঞ্চী বা কাঞ্চীভরম নগরী শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী এই দুইভাগে বিভক্ত। আনন্দগিরিনামীয় গ্রন্থমতে শিবকাঞ্চী এবং বিষ্ণুকাঞ্চী উভয়ই শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা নির্ম্মিত। শিবকাঞ্চীতে একাম্রনাথের এবং ভগবতী কামাক্ষীদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির এবং সেই সঙ্গেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যেরও প্রতিমূর্ত্তি এবং সমাধিস্থান বর্ত্তমান আছে। কামাক্ষীদেবীর মন্দির

প্রাঙ্গনেই শঙ্করাচার্য্যের সমাধি ও অবস্থিত।" ইহা ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি কি না কে বলিবে? বিষ্ণুকাঞ্চীর দেবতার নাম শ্রীবরদরাজ স্বামী। কামাক্ষী দেবী সম্বন্ধে আনন্দগিরিনামীয় গ্রন্থে বলা হইতেছে:—"কামাক্ষীদেবী মুনিবর সাংখ্যায়নের উপাসনায় আবির্ভূতা, ভগবানের মরুদ্রূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা।" ইহা রুদ্রেরই শক্তি-বিশেষ। কথিত আছে শঙ্কর এই বিদ্যারূপিণী কামাক্ষীদেবীর বিম্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই কামাক্ষীদেবীই তলবকারোপণিষদের 'উমা হৈমবতী' * বা জ্ঞানরূপিনী বিদ্যা। সেই দেবী কল্পবৃক্ষের ন্যায় উপাসকদিগকে মোক্ষফল দান করেন।

৮২। শঙ্করের বিদর্ভরাজ্যে গমন।

এই সময়ে অন্ধ্রদেশীয় কতিপয় লোক আসিয়া আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, এবং তাঁহাকে অন্ধ্রদেশে লইয়া গেল। তিনি কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া বেঙ্কট পর্ব্বত পরিভ্রমণ করিলেন, এবং সেই স্থানীয় দেবতা বেঙ্কটেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে বিদর্ভরাজ্যে উপনীত হইলেন। তথায় বিদর্ভরাজ ক্রথকেশীকেশ্বর তাহার নিকটে আসিয়া ভক্তির সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। এই সময়ে বিদর্ভরাজ্যে অবস্থান কালেই শঙ্করের শিষ্যগণ কতিপয় ভৈরবতন্ত্রাবলম্বী দুরাচার কাপালিকদিগকে বিচারে জয় করিয়াছিল। তাহাতে কাপালিকদিগের মনে শঙ্করশিষ্যদিগের প্রতি ঘোর বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। শঙ্করাচার্য্য বিদর্ভ হইতে কর্ণাট গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর, তাহা শুনিয়া বিদর্ভরাজ সবিনয়ে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন:—"ভগবন্ কর্ণাট দেশে অসংখ্য কাপালিকগণের নিবাস। সে স্থান আপনার গমনের অযোগ্য। কাপালিকেরা বেদবিদ্বেষী, জগতের অহিত সাধনে নিয়ত তৎপর। মহাপুরুষ দেখিলেই তাঁহার অহিত সাধনে তাহারা সর্ব্বদা কৃতসঙ্কল্প। তাহারা নিশ্চয়ই আপনার যশদর্শনে অসহিষ্ণু হইবে। আমার একান্ত অনুরোধ যে আপনি সে দেশে যাইবেন না। বিদর্ভরাজ এইরূপ বলিলে পর পূর্ব্বোক্ত

* কেনোপণিষদ্ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন:—"দেবগণের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য যে আকাশে ব্রহ্ম দেবগণের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, সেই আকাশে দেবগণ এক অতিরূপলাবণ্যবতী স্ত্রীরূপা বিদ্যার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের প্রকাশ ও তিরোধানের প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে সেই বিদ্যা রুদ্রপত্নী হৈমবতী উমার তুল্য সুন্দরী হইতেছেন। যাহার বিদ্যা আছে, সে বিরূপ হইলেও অত্যন্ত শোভা পায়।" (কেনোপনিষদ্ভাষ্য—৪র্থ খণ্ড)

নরপতি সুধন্বা তাঁহার কার্ম্মুক ধনু হস্তে ধারণ করিয়া সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন:—"হে যতিনাথ, এ দাস তোমার সঙ্গে থাকিতে কে তোমার অহিত সাধন করিতে পারে? সেই পামরগণ হইতে তোমার কি ভয়"?

৮৩। কর্ণাটে শঙ্করের সহিত কাপালিকদিগের বিবাদ।

আচার্য্য কাপালিকদিগকে * পরাজয় করিবার মানসে বিদর্ভ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণাট দেশে গমন করিলেন—(টীকাকার বলিতেছেন "উজ্জয়িনী নামক পুরীতে গমন করিলেন)। তাহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কাপালিকদিগের প্রধান গুরু ক্রকচ আচার্য্যকে দেখিতে আসিল। ক্রকচের সর্ব্বাঙ্গ শ্মশানভস্মে পরিলিপ্ত, একহস্তে নর-কপাল, অপর হস্তে সুতীক্ষ্ণ শূল। সঙ্গে আত্মতুল্য বেশধারী অসংখ্য অনুচর। ক্রকচ সগর্ব্বে আচার্য্যকে বলিতে লাগিল:—"সর্ব্বাঙ্গে শ্মশানভস্ম লেপন অতি সৎকার্য্য। আমার হস্তস্থিত নর-কপাল অতি পবিত্র। না জানিয়া তোমরা এ সকল ছাড়িয়া অপবিত্র মৃন্ময় খর্পর (ভিক্ষাপাত্র) হস্তে বহন করিয়া থাক। তোমরা কপালীভৈরবের পূজা কেন কর না? সদ্যকৃত্ত রুধিরাক্ত নরমুণ্ডদ্বারা ভৈরবের পূজা না করিলে, তিনি কিরূপে তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন? কপালীভৈরব নিয়ত কমল-নয়না উমার সহিত বিহার করিয়া থাকেন। মদ্যদ্বারা পূজা না করিলে তিনি কিরূপে প্রসন্ন হইবেন।" ক্রকচ এইরূপ ঔদ্ধত্য-সহকারে ভৈরব তন্ত্রের মর্ম্ম এবং গৌরব কীর্ত্তন করিলে পর, সুধন্বা এবং তাঁহার সহচরগণের তাহা অসহ্য হইল। কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করিতে করিতে তাহারা ক্রকচকে সেই আত্মবিদ্দিগের সমাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। চেলাদিগের অবিমৃশ্য-কারিতাতে অনেক সাধুমহাপুরুষকেই বিপন্ন হইতে হয়। শঙ্করের ও তাহাই হইয়াছিল। ক্রকচের ক্রোধের সীমা রহিল না। কথা বলিবার সময় তাঁহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। হস্ত-স্থিত ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া, তীব্র ভ্রুকুটি-সহকারে তিনি বলিতে লাগিলেন:—"যদি তোমাদিগের মস্তক ছেদন

* "পত্যুর সামঞ্জস্যাৎ" (২-২-৩৭) এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর নৈয়ায়িকাদির তটস্থ-ঈশ্বরবাদ, অর্থাৎ "অপ্রকৃতিরধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণং ঈশ্বরঃ" এইমত খণ্ডন করিতেছেন। সেই সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিককার কাপালিকদিগকেও তটস্থ-ঈশ্বরবাদী সেশ্বর সাঙ্খ্যদিগের অন্তর্ভুক্ত করিতেছেন।' "সেশ্বর সাঙ্খ্য বলিতে চারিপ্রকার মাহেশ্বর মতাবলম্বীদিগকে বুঝায়:—শৈব, পাশুপত, কারু-ণিক সিদ্ধান্তী, এবং কাপালিক। ইহারা সকলেই মহেশ্বর-প্রোক্ত আগম অনুসরণ করেন, এজন্য ইহাদিগকে মাহেশ্বর বলা যায়।"

না করি, তবে আমার নাম ক্রকচ নয়।" এই বলিয়া গালি বর্ষণ করিতে করিতে ক্রকচ চলিয়া গেলেন।

৮৪। শঙ্করের কাপালিক-বিজয়।

ক্ষণকালমধ্যে প্রলয়-কালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় তুমুল শব্দ শ্রুতি-গোচর হইল। ক্রকচ-প্রেরিত অসংখ্য কাপালিক রোষভরে ত্রিশূল উত্তোলন পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিপ্রগণ দূর হইতে তাহা দেখিয়াই ভয়ে আকুল হইলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়-কুমার মহারথ সুধন্বার পক্ষে তাহা অসহ্য হইল। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি কবচ ধারণ করিলেন, এবং অবিলম্বে রথারোহণ করিয়া ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিক্ষেপ করিতে করিতে কাপালিকদিগের সম্মুখীন হইলেন। রাজা সুধন্বা যখন এক প্রান্তে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ক্রকচ-প্রেরিত অপর এক সহস্র কাপালিক অন্যপ্রান্ত হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণগণকে আক্রমণ করিল। কাপালিকদিগকে যমকিঙ্করের ন্যায় সবিক্রমে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা ভীত হইয়া আচার্য্যের শরণাপন্ন হইল। উদ্যত ত্রিশূলধারী কাপালিক-গণ তাহাদের অট্টহাস্যে আকাশমেদিনী কম্পান্বিত করিয়া আচার্য্যের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে শঙ্কর এক গভীর হুঙ্কার করিলেন। প্রবাদ যে সেই হুঙ্কার-নিঃসৃত অগ্নিতে নিমেষমধ্যে সমস্ত কাপালিকসেনা বজ্রাহতের ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছিল। অপরদিকে রাজা সুধন্বাও অজস্র শরবর্ষণ দ্বারা সহস্রাধিক কাপালিকের মস্তক ছেদন করিলেন। হতভাগ্য কাপালিক সৈন্যের ছিন্ন মস্তকদ্বারা রণভূমি অলঙ্কৃত করিয়া আনন্দিত অন্তরে রাজা আচার্য্যসমীপে উপস্থিত হইলেন। পাঠক লক্ষ্য করিবেন দুই সহস্র কাপালিক বধ হইল, কিন্তু শঙ্করশিষ্যের একজনেরও একগাছি লোমহানি হইয়াছিল, অথবা গায়ে একটী আঁচড় পড়িয়াছিল, মাধবাচার্য্য এরূপ কোন কথার উল্লেখ করেন না। (ইহাতে সংশয় হয় যে এই রোম-হর্ষণ যুদ্ধ ব্যাপারের অধিকাংশই গ্রন্থকারের কল্পনা-প্রসূত মাত্র)।

এইরূপে যুদ্ধ শেষ হইল। কিন্তু ক্রকচ তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না। অনুচর-বর্গকে যুদ্ধে নিহত দেখিয়া ক্রকচ ক্রোধান্ধ হইয়া শঙ্করের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন :—"রে দুর্ম্মতি, আমার প্রভাব দর্শন কর, এখনই তোর দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিবি।" এইমাত্র বলিয়া ক্রকচ করতলে নর-কপাল ধারণ পূর্ব্বক নিমীলিত নেত্রে ক্ষণকাল ধ্যান করিলেন।

ধ্যানমাত্র সেই নর-কপাল সুরাপূর্ণ হইল। ক্রকচ সেই সুরার অর্দ্ধভাগ পান করিয়া পুনরায় সেই নর-কপাল ভূতলে স্থাপন করিয়া ভৈরবকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র মহাকপালী ভৈরব আসিয়া ক্রকচের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইল। কপালি-ভৈরবের কণ্ঠদেশ নর-কপাল মালায় ভূষিত, মস্তক অগ্নিবর্ণ জটাভারে সমাবৃত, হস্তে ত্রিশূল, মুখে বিকট অট্টহাস্য। তাহাকে দর্শন করিয়া ক্রকচ শঙ্করের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"হে দেব,তোমার ঐ ভক্তজন-দ্রোহীকে দৃষ্টিমাত্র সংহার কর।" কিন্তু ফল বিপরীত হইল! কপালী ভৈরব ক্রকচের উপরেই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া উত্তর করিল ঃ—"রে নরাধম, তুই নিজেই আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিস্! তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমারি আত্মস্বরূপ" ("ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি")। ভৈরব এইমাত্র বলিয়া সক্রোধে ক্রকচেরই মস্তক ছেদন করিল। এইরূপে সেই হতভাগ্য কাপালিক, ভৈরবাগমোক্ত বিধান মতে সদ্যকৃত্ত নরমুণ্ডদ্বারা কপালী-ভৈরবের পূজার সমুচিত ফল লাভ করিল! দুর্ম্মতি কাপালিক বিনষ্ট হইলে পর, আচার্য্য প্রণিপাত পূর্ব্বক ভৈরবের স্তব করিলেন। অনন্তর ভৈরব অন্তর্হিত হইল। আনন্দগিরি নামীয় শঙ্কর বিজয়ে শঙ্করের কাপালিক নিবর্হণ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে সুধন্বার অথবা কোন যুদ্ধের উল্লেখ নাই। এই সকল বর্ণনার মধ্যে সত্য কতদূর, এবং বিস্তাস্তত্যর্থক অর্থবাদ-ই বা কতদূর, পাঠক নিজেই বুঝিয়া লইবেন।

৮৫। শঙ্করের গোকর্ণ তীর্থ দর্শন।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া তত্তদ্দেশবাসী পণ্ডিত-দিগের সহিত বিচারে তাহাদের ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈত মত প্রচার করিলেন। পরিশেষে তিনি পশ্চিম সমুদ্রের কূলে উপস্থিত হইলেন। সমুদ্র-দর্শনে শঙ্করের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যেন সমুদ্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের ন্যায় তাহার চঞ্চল তরঙ্গরূপ বাহু-যুগল বিস্তার করিয়া কি বলিতেছে, যেন গম্ভীরস্বরে শঙ্করকে বিচারে আহ্বান করিতেছে। যাইতে যাইতে তিনি গোকর্ণ তীর্থে উপনীত হইলেন। তথায় সমুদ্রে স্নান করিয়া তত্রস্থিত শিবমন্দিরে যাইয়া শিব দর্শন করিলেন, এবং সুললিত কবিতায় শিবের স্তব করিলেন। কিছুদিন গোকর্ণ তীর্থে বাস করিয়া তথায় জিজ্ঞাসুদিগের নিকটে বেদান্ত-বিদ্যা প্রচার করিলেন। শঙ্করের বেদান্ত-ব্যাখ্যার সময়ে তাহার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে তথায় হরদত্ত নামে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিখ্যাত শৈবগুরু নীলকণ্ঠের প্রধান শিষ্য। শঙ্করের

বেদান্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণান্তে তিনি যাইয়া স্বীয় গুরু নীলকণ্ঠকে বলিতে লাগিলেন ঃ—"হে ভগবন্, শঙ্কর নামে একজন যোগী বিচারে আপনাকে জয় করিবার মানসে শিষ্যগণ সহ আসিয়া শিবালয়ে অবস্থান করিতেছেন। তিনি বিচারে কুমারিলভট্ট এবং মণ্ডনমিশ্রকে পরাজয় করিয়াছেন"। পণ্ডিতবর নীলকণ্ঠ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মসূত্রের একটী শৈব-মতানুযায়ী ভাষ্য ও রচনা করিয়াছিলেন। ইনিই মহাভারতের টীকাকার 'নীলকণ্ঠ' কি না আমরা বলিতে পারি না।

৮৬। শৈব সম্প্রদায়।

শৈব সম্প্রদায় মাহেশ্বরদিগেরই শাখা-বিশেষ এবং মহেশ্বরপ্রোক্ত আগমের অনুগামী। তাহাদের মত সম্বন্ধে শঙ্কর তাহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন ঃ— "মাহেশ্বরেরা মনে করেন যে কার্য্য, কারণ, যোগ,বিধি, এবং দুঃখান্ত,—এই পাঁচ প্রকার পদার্থ ঈশ্বর বা পশুপতি পশুপাশ মুক্তির জন্য উপদেশ করিয়াছেন। পশুপতি বা ঈশ্বরকে তাহারা নিমিত্ত কারণ রূপে বর্ণন করেন" (সূত্রভাষ্য ২-২-৩৭ দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধদিগের "সূত্ত" নামক অতি প্রাচীন গ্রন্থেই বুদ্ধের জীবনের বর্ণনার আনুসঙ্গিক রূপে পৌরাণিক শিব,ব্রহ্মা, এবং নারায়ণ বা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের ও প্রসঙ্গ রহিয়াছে। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগে শৈব সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—"শৈবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই ন্যায় অতি প্রাচীন, এবং হিন্দুদিগের প্রতিমূর্ত্তি-পূজা প্রথার প্রারম্ভেই প্রকাশিত। শিবারাধনায় শরীরে বিভূতি লেপন, এবং শিখাতে, হস্তদ্বয়ে, কণ্ঠে, এবং কর্ণযুগলে রুদ্রাক্ষ ধারণ আবশ্যক। শিরে জটা ধারণ, এবং কটিতে ব্যাঘ্র চর্ম্ম ধারণ ও বিশেষ প্রশস্ত। পাশুপত আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত সম্প্রদায় শৈবদিগেরই শাখা-বিশেষ। দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যেই শৈবধর্ম্ম বিশেষ প্রচলিত। বীরাচারী শাক্ত সম্প্রদায়ের সুরা-সেবনের ন্যায় শৈবদিগেরও 'সম্বিদা' সেবন অর্থাৎ জল মিশ্রিত ভাঙ্গপান ইষ্টসাধনের একটি অঙ্গ-বিশেষ।

"কলয়তি কবিতাং মহতীং কুরুতে স্বার্থদর্শনং পুংসাং।
অপহরতি দুরিতনিলয়ং কিং কিং ন করোতি সম্বিদুল্লাসঃ॥"—

(প্রাণতোষিনী)। শৈবেরা বিজয়া (গাঁজা) ধূমপান ও করিয়া থাকেন। বাঙ্গালাদেশে পৃথক্ ভাবে কোন শিবোপাসক নাই, কিন্তু শাক্তেরাই শক্তিপতি শিবের অর্চ্চনা এবং শিবব্রত সকল পালন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদিগের "উর্দ্ধপুণ্ড্র"তিলকের পরিবর্ত্তে শৈবেরা "ত্রিপুণ্ড্র" তিলক ধারণ করেন। শৈবেরা অধুনা

শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী বলিয়াই আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং তাহাদের অধিকাংশই (শঙ্করশিষ্য পদ্মপাদাদির প্রবর্ত্তিত) দশনামী প্রভৃতি নির্গুণোপাসকদিগের সহিতই মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।" ("পৃঃ ১-২০)॥ উত্তর ভারতে 'বক্রাইদ' উপলক্ষে যেমন তুমুল দাঙ্গা হইয়া থাকে, মান্দ্রাজ বিভাগে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ও সময়ে সময়ে ঐরূপ দাঙ্গা হইয়া থাকে। সেজন্য দায়ী কে? একদিকে আমরা দেখিতে পাই যে শৈব এবং শাক্তদিগের উভয়েরই বিষ্ণুর উপাসনা করিতে যে সুধু কোন আপত্তি নাই, এমন নয়; তাহারা বিষ্ণুর ও উপাসক। কিন্তু বৈষ্ণবদিগের তাহার বিপরীত। এমন কি রামানুজাচার্য্য এবং চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ও কখনো জীবনে শিবোপাসনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না, কিন্তু শঙ্করের প্রতি আরোপিত বিষ্ণুস্তব সকল সর্ব্বজনবিদিত। গীতা-ভাষ্যের মুখবন্ধে যদিও শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণকে অংশাবতার মাত্র বলিতেছেন,শঙ্করের প্রতি আরোপিত "প্রবোধ সুধাকর" নামক গ্রন্থে "সগুণ-নির্গুণয়োরৈক্য-প্রকরণে" দেখা যায়, শঙ্কর বলিতেছেন:— "ভূতেষ্বন্তর্যামী জ্ঞানময়ঃ সচ্চিদানন্দঃ। প্রকৃতেঃ পরঃ পরাত্মা যদুকুলতিলকঃ স এবায়ং"। ১৯৫

৮৭। শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত মত।

শঙ্করাচার্য্যের বিচার সকলের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে, শঙ্করাচার্য্যের নিজের মত সম্বন্ধে পাঠকের কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা প্রয়োজন। বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণের ভাষ্যে শঙ্কর বিশদরূপ অথচ সংক্ষেপে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহাই পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি:—"বলা হইয়াছে পৃথিবী যাহাকে জানে না. (দেবতির্য্যক্‌নরাদি) ভূত সকলও যাহাকে জানে না ইত্যাদিঃ—(১) অন্তর্য্যামী ঈশ্বর যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব জানে না, (২) ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব যে সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বরকে জানে না, এবং (৩) সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) যাহা দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব হেতু সকলের চেতনাধাতু বলিয়া উক্ত হইতেছে:—এই তিনের মধ্যে বিশেষ বা পার্থক্য কি সম্বন্ধে? অথবা ইহাদের "সামান্য"বা সমানাকারতা ই বা কি সম্বন্ধে? এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে মহাসমুদ্র-স্থানীয় অপ্রচলিতস্বরূপ অক্ষর পরব্রহ্মের ঈষৎ প্রচলিত অবস্থার নাম অন্তর্য্যামী বা ঈশ্বর, এবং তাহারই অত্যন্ত প্রচলিত অবস্থার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব যে সেই অন্তর্য্যামীকে জানে না। তাহারা ঐরূপ আরো অন্য পাঁচপ্রকার অবস্থাভেদ কল্পনা করেন। তাহাতে

ব্রহ্মেরই আট প্রকার অবস্থা-ভেদ কল্পিত হয়। অন্যেরা বলেন যে এই সকল ব্রহ্মেরই শক্তিভেদ,কারণ তাহারা বলেন যে অক্ষর ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি। অন্যেরা বলেন যে এই সকল অক্ষর ব্রহ্মেরই বিকার বা রূপান্তব। অবস্থা বা শক্তি-ভেদ বলা সঙ্গত হয় না, কারণ শ্রুতি বলিতেছে অক্ষর ব্রহ্ম ক্ষুধাদি সংসার-ধর্ম্মের অতীত। একেরই পক্ষে যুগপৎ ক্ষুধাদি-ধর্ম্মযুক্তত্ব এবং ক্ষুধাদি-ধর্ম্মরহিতত্ব সম্ভব হয় না। শক্তিমত্ত্ব সম্বন্ধে ও এই একই কথা। (বিরোধ-দোষ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বিকার এবং অবয়ব-ভেদ কল্পনার দোষও চতুর্থ ব্রাহ্মণেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এই সমস্ত কল্পনা সকলই অসত্য। তবে (অক্ষর, অন্তর্য্যামি, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ) এই তিনের মধ্যে ভেদ বা বিশেষ কি? এ সকলের ভেদ আমরা বলিতেছি—উপাধি-জনিত। স্বতঃ অর্থাৎ স্বভাবগত বা পরমার্থতঃ ইহাদেব পরস্পব ভেদ অথবা অভেদ কিছুই নাই, যেহেতু (অক্ষর ব্রহ্ম) স্বভাবতঃ সৈন্ধবঘনবৎ প্রজ্ঞানঘন, এবং একরস। শ্রুতি বলিতেছে—"অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য—এই আত্মাই ব্রহ্ম"। "তিনিই বাহ্য বা কার্য্যরূপী, তিনিই আভ্যন্তর বা কারণরূপী"। অতএব নিরুপাধিক আত্মার নিরুপাখ্যত্ব বা বাক্যমনের অগোচরত্ব, নির্বিশেষত্ব বা ভেদরহিতত্ব, এবং একত্ব হেতু "নেতি নেতি" বা 'ইহা নয়, উহা নয়'—রূপেই মাত্র তাহার উল্লেখ সম্ভব। অবিদ্যাজনিত কামকর্ম্মবিশিষ্ট কার্য্য-করণোপাধিযুক্ত আত্মাকে সংসারী জীব বলা যায়। নিত্যনিরতিশয় জ্ঞান-শক্তিরূপ উপাধিযুক্ত আত্মাকে অন্তর্য্যামী ঈশ্বর বলা যায়। তিনিই নিরুপাধিক, কেবল বা অদ্বিতীয়, এবং শুদ্ধ, অতএব স্বীয় স্বভাববশতঃ তিনিই অক্ষর পরব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই এই মনুষ্যতির্য্যক্‌প্রেতাদি জাতিপিণ্ড, যাহার অবিকৃত অবস্থার দেবতা হিরণ্যগর্ভ। তিনিই এই জাতিপিণ্ড মনুষ্য-তির্য্যক্‌প্রেতাদির কার্য্যকরণোপাধিদ্বারা বিশিষ্ট হইলে, সেই সেই জাতীয় নাম এবং রূপ গ্রহণ করেন" (বৃহদারণ্যকভাষ্য—জীবানন্দ—পৃঃ ৬৩৭ হইতে ৬৩৯)।

শঙ্করের নিজের প্রদত্ত তাঁহার নিজের মতের এই বর্ণনা শুনিয়া কোন বন্ধু বলিয়াছিলেন যে শঙ্করকে "শুদ্ধাদ্বৈতবাদী" বলা ত দূরের কথা, তাঁহাকে অদ্বৈতবাদীই বলা যায় কি না সংশয়। তাঁহাকে দ্বৈতবাদী—একদিকে ব্রহ্মবাদী অপরদিকে উপাধি বা অবিদ্যাবাদী, অথবা ত্রিত্ববাদী—ব্রহ্ম, অন্তর্য্যামী, এবং ক্ষেত্রজ্ঞবাদী—বলাই অধিকতর সঙ্গত। "কস্তেষাং বিশেষঃ" ? "কস্তেষাং ভেদঃ" ?

—শঙ্করের এই প্রশ্নদ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে তিনি 'বিশেষ' বা ভেদের সত্তা অস্বীকার করিতেছেন না। প্রশ্নের উত্তর দ্বারা ইহাই আরো স্পষ্টতর হইতেছে :—"ব্রহ্ম, ঈশ্বর, এবং জীবের ভেদ উপাধি-জনিত মাত্র, অন্য প্রকার নয়"। "তস্মাদুপাধিভেদেনৈবৈষাং ভেদো নান্যথা একমেবাদ্বিতীয়মিত্যবধারণাৎ।

অতএব ইহা বলা অসঙ্গত যে শঙ্কর ভেদ বা বিশেষত্ব স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে বিশেষত্ব আছে, কিন্তু সেই বিশেষত্ব বা ভেদ পরমাত্মার স্বভাব নয়। তাহার মতে সেই বিশেষত্ব বা ভেদকে পরমাত্মার অবস্থাভেদ অথবা শক্তিভেদও বলা যায় না, কারণ ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়—"একস্যানেকস্বভাবত্বানুপপত্তেঃ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১১)। তাঁহার মতে ব্রহ্মেতে যুগপৎ নানাত্ব এবং একত্বস্বভাব সম্ভব হইতে পারে না। তাঁহার মত যে এই বিশেষত্ব বা ভেদ উপাধিজনিত মাত্র, অথবা জীবের অবিদ্যা-জনিত, অর্থাৎ কাল্পনিক মাত্র (Relative)। তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্ম যখন এক এবং জীব তাঁহা হইতে অভিন্ন, তখন উপাধি-জনিত বা অবিদ্যাজনিত নানাত্ব বা ভেদই বা ব্রহ্মেতে যুগপৎ কিরূপে সম্ভব হইবে? অবস্থাভেদ অথবা শক্তিভেদ বলিতে যে আপত্তি, উপাধিভেদ (Relative) বলিতেও সেই আপত্তি,কারণ ব্রহ্মভিন্ন অবিদ্যার ও আশ্রয়ভূত কোন বস্তন্তর নাই। বিরোধ দোষ যদি থাকে, তাহা উভয়ত্রই সমান। শঙ্কর নিজেও তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন :—"নহ্যুপাধিযোগাদপ্যন্যাদৃশস্য বস্তুনোঽন্যাদৃশস্বভাবঃ সম্ভবতি। নহি স্বচ্ছঃ সংস্ফটিকোঽলক্তকাদ্যুপাধিযোগাৎ অস্বচ্ছো ভবতি—(৩-২-১১)। উপাধিযোগে এক স্বভাবের বস্তু অন্যস্বভাবের হইয়া যায় না। স্বচ্ছস্ফটিক অলক্তকাদি উপাধিযোগে অস্বচ্ছ হইয়া যায় না। অতএব অবস্থা বা শক্তিভেদ সম্বন্ধে যে আপত্তি উপাধি-ভেদ সম্বন্ধেও সেই আপত্তিই হইতে পারে। যদিবল "তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং অনির্ব্বচনীয়ে নামরূপে" (১-১-৫), তাহাতে নূতন কিছুই বলা হইল না, কারণ শঙ্করের মতেই নামরূপের আশ্রয়ভূত ব্রহ্মভিন্ন কোন দ্বিতীয় বস্তুর পারমার্থিক সত্তা নাই। বস্তুতঃ বিরোধ দোষ গ্রাহ্য বিষয়-সম্বন্ধী,—গ্রাহক আত্মা-সম্বন্ধী নয়, অতএব একই পরমাত্মার পক্ষে অবস্থা অথবা শক্তির অথবা উপাধির নানাত্ব বিরোধদোষে দুষ্ট হইতে পারেনা। (স্থানান্তরে আমরা তাহা দেখাইতে যত্ন করিয়াছি)। একথা স্মরণ রাখিলেই আমরা দেখিতে পাই যে শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের সহিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আর বিবাদ থাকে না। শঙ্কর শ্রুতিপ্রমাণকেই তাঁহার নির্ব্বিশেষ বা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের একমাত্র ভিত্তি করিতেছেন :—"তত্ত্বমস্যহমেবেদং সর্ব্বং—

নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদি শ্রুতয়ো ন বিরুদ্ধ্যন্তে, কল্পনান্তরেষু এতাঃ শ্রুতয়ো ন গচ্ছন্তি"—'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলেই "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ থাকেনা। অন্য কোন কল্পনার সহিত এসকল শ্রুতিবচনের সামঞ্জস্য হয় না।' আমাদের মত যে শ্রুতিবচন সম্বন্ধে যেরূপই হউক, শঙ্করের নির্ব্বিশেষ বা শুদ্ধাদ্বৈত মত ভিন্ন অন্য কোন মতের সহিতই মহাপ্রলয়-মতের সামঞ্জস্য করা যায় না। মহাপ্রলয় স্বীকার করিতে গেলেই বলিতে হয়, যাহা মহাপ্রলয়েও থাকে, অর্থাৎ একমাত্র নির্ব্বিশেষ কারণমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মই পারমার্থিক বা নিত্য সত্য,—আর সকলই তাহার তুলনায় অনিত্য অতএব অতাত্ত্বিক বা অবিদ্যাজনিত। তাহা হইলে বিশিষ্টাদ্বৈত মতকে কোন মতেই পারমার্থিক বা নিত্য সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ অধুনা শঙ্করের নামেই পরিচিত, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রামানুজাচার্য্যের নামে পরিচিত,—যদিও রামানুজ নিজে যাদবপ্রকাশ নামে এক জন শঙ্কর-শিষ্যের নিকটে অদ্বৈত মন্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত। রামানুজ অথবা শঙ্কর কেহই জ্ঞানগন্ধরহিত ভক্তির, অথবা ভক্তিগন্ধরহিত জ্ঞানের পক্ষপাতী নহেন। তাহাদের উভয়ের মতেই অবিদ্যাজনিত ভেদ-বুদ্ধিই ব্রহ্ম-স্বরূপের আচ্ছাদক, এবং সংসার-বন্ধের কারণ,—"ব্রহ্ম-স্বরূপাচ্ছাদিকাং বিদ্যমূলং অপারমার্থিকং ভেদদর্শনমেব বন্ধমূলং" (শ্রীভাষ্য)। উভয়ের মতেই "ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্তবাকৈ র্বিধিৎসিতং" (শ্রীভাষ্য)। রামানুজ যেমন বলিতেছেন:—"ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তি-শব্দেনাভিধীয়তে উপাসনাপর্য্যায়ত্বাৎ ভক্তিশব্দস্য" (শ্রীভাষ্য), শঙ্করও ভক্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন:—"বসনমিব ক্ষারোদৈর্ভক্ত্যা প্রক্ষাল্যতে চেতঃ" ॥ প্রবোধ-সুধাকর—১৬৭॥ "শ্রদ্ধাভক্তিপুরস্কৃত্য হিত্বা সর্ব্বমনার্জ্জবং" "মতিং কুর্য্যাৎ দৃঢ়ং বুধঃ"— (উপদেশ-সহস্রী।) শঙ্করও বলিতেছেন:—"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা যস্মাদন্যন্ন বিদ্যতে। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্যস্তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ" (উপদেশ-সহস্রী)। বস্তুতঃ শুদ্ধাদ্বৈত মত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত মত শঙ্কর এবং রামানুজ উভয়েরই বহুপূর্ব্ববর্ত্তী। ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্যেই (১-৪-২২) আমরা দেখিতে পাই "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ"—এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন:— "আচার্য্য কাশকৃৎস্ন শুদ্ধাদ্বৈতবাদী, তাঁহার মত যে অবিকৃত পরমাত্মা বা পরমেশ্বরই বিজ্ঞানাত্মা বা জীব, জীব অন্য কিছুই নয়। আচার্য্য আশ্মরথ্যের মত যে জীব পরমেশ্বর হইলে ও "সাপেক্ষ" স্বীকার করাতে, এক প্রকার কার্য্য-

কারণ ভাব আছে বলাই শ্রুতির অভিপ্রায়। আচার্য্য ঔডুলোমির মত যে জীব স্পষ্টই ঈশ্বর হইতে ভিন্নাবস্থাপন্ন—"স্পষ্ট মেবাবস্থান্তরাপেক্ষৌ ভেদাভেদো গম্যেতে"। শঙ্করাচার্য্য কাশকৃৎস্নের মতকেই শ্রুতিসিদ্ধ মনে করিতেছেন:— "তত্র কাশকৃৎস্নীয়ং মতং শ্রুত্যনুসারীতি গম্যতে"—এবং শঙ্করের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রুতিমাত্রগম্য,—"আগমমাত্রসমধিগম্য এবত্বয় মর্থঃ" (২-১-৬)। শ্রুতিতে সবিশেষবাদ এবং নির্ব্বিশেষবাদ উভয় মতেরই সমর্থক বচন সকল দৃষ্ট হয়, কিন্তু যাহারা পৌরাণিক মহাপ্রলয় মত স্বীকার করেন, এবং শঙ্কর এবং রামানুজ উভয়েই তাহা স্বীকার করেন, তাহাদের পক্ষে নির্ব্বিশেষবাদ আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই, কারণ তাহাদের সকলেরই মতে মহাপ্রলয়ে আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যজগৎ নির্ব্বিশেষ কারণরূপে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাই পারমার্থিক যে হেতু নিত্য সত্য। সে যাহা হউক কাশকৃৎস্ন আশ্মরথ্য এবং ঔডুলোমিপ্রভৃতির সময়ে শুদ্ধাদ্বৈতের,বিশিষ্টাদ্বৈতের,এবং ভেদাভেদবাদের বিরোধ সম্পূর্ণই দার্শনিক, এবং ব্যাবহারিকের বাহিরে ছিল। কিন্তু রামানুজের সময়ে, বিশেষতঃ মান্দ্রাজ প্রদেশে, শৈববৈষ্ণবের বিবাদের তীব্রতা এই পুরাতন দার্শনিক বিরোধের সহিত যোগ হইয়াছে,যদিও ভক্তি এবং বিনয়ের অবতার সেই রামানুজ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে তাঁহার ভাবি শিষ্যগণ তাঁহাকেই তাঁহার গুরুর গুরু শঙ্করের এক জন প্রবল প্রতিপক্ষ করিয়া তাঁহারই নামে 'বক্রাইদের' বিবাদের ন্যায় ঘোর বিবাদ চালাইবে।

৮৮। শৈবগুরু নীলকণ্ঠের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎকার।

হরদত্তের কথা শুনিয়া নীলকণ্ঠ হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন:— "তিনি যতবড় পণ্ডিতই হউন, অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্রই শোষণ করুন, অথবা গগনমণ্ডল হইতে সূর্য্যকেই ভূতলে নিপাতিত করুন, অথবা পটাকারে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত আকাশ মণ্ডলকেই বেষ্টন করুন, তিনি কদাপি আমাকে বিচারে জয় করিতে পারিবেন না। পরপক্ষ খণ্ডনে আমার তর্কজালের প্রভাব, অন্ধকার বিনাশে সূর্য্যালোকের তুল্য। তিনি এখনই দেখিতে পাইবেন যে আমার তীক্ষ্ণ যুক্তির প্রভাবে তাঁহার মত সকল খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে।" এইরূপ বলিতে বলিতে নীলকণ্ঠ সক্রোধে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। নীলকণ্ঠের সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতভস্মে পরিলিপ্ত, কণ্ঠদেশ রুদ্রাক্ষমালায় সমলঙ্কৃত। অসংখ্য শৈবশাস্ত্রাধ্যায়ী শিষ্যবৃন্দ তাহার অনুগামী। তিনি শঙ্করের সমক্ষে উপস্থিত হইলে পর, শঙ্কর বুঝিতে পারিলেন যে নীলকণ্ঠই সশিষ্য বিচারার্থ

তাহার নিকটে সমাগত। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র প্রকাশের পূর্ব্বে কপিলাচার্য্য যেরূপ প্রভাবের সহিত তাঁহার সাংখ্যমত স্থাপন করিতেন, সেইরূপ প্রভাবের সহিত নীলকণ্ঠও আচার্য্য সমক্ষে উপস্থিত হইয়া স্বপক্ষ সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিলেন। নীলকণ্ঠের কথা শুনিয়া সুরেশ্বর শঙ্করকে বলিতে লাগিলেন :— "হে ভগবন্, ক্ষণকাল আমার বিচারনিপুণতা প্রত্যক্ষ করুন"। এই বলিয়া আচার্য্যকে নিবৃত্ত করিয়া সুরেশ্বর নীলকণ্ঠের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। "হে সুমতে, তোমার বিচার-কৌশল আমার অবিদিত নাই। মুনিবর স্বয়ংই প্রত্যুত্তর প্রদান করুন", এই বলিয়া নীলকণ্ঠ সুরেশ্বরকে নিবারণ করিয়া যতিরাজেরই সম্মুখীন হইলেন। শঙ্কর বিবিধ যুক্তিদ্বারা শৈবমত খণ্ডন করিলেন। নীলকণ্ঠ স্বপক্ষরক্ষণে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে অদ্বৈতমতের দোষ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

৮৯। নীলকণ্ঠের সহিত শঙ্করের বিচার।

নীলকণ্ঠ। হে যতিবর, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের অর্থ তোমাদের অভীষ্ট 'জীবেশ্বরের একতা' মনে করা সঙ্গত হয় না। জীব এবং ঈশ্বর পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত। প্রকাশস্বরূপ ঈশ্বর এবং অন্ধকারস্বরূপ জীব, এই উভয়ের একত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যদি বল, সূর্য্য এবং তাহার প্রতিবিম্ব যেরূপ অভিন্ন, জীব এবং ঈশ্বরও সেইরূপই অভিন্ন হউক,—একথাও বলা ঠিক্ হয় না, কারণ ব্যোমশিবাদি আচার্য্যগণ বলিতেছেন যে, দর্পণস্থিত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব মিথ্যা বলিয়া আমরা জানি, এজন্যই আমরা বলিয়া থাকি যে সূর্য্য এবং তাহার প্রতিবিম্ব অভিন্ন। তোমাদের কথিত জীবেশ্বরের অভিন্নত্বের মত সেরূপ নয়, (কারণ দর্পণস্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায় জীবকে মিথ্যা বলিয়া আমরা জানি না)। দর্পণপ্রতিবিম্বিত মুখকে তোমরাও মিথ্যাই বলিয়া থাক, কারণ পার্শ্বস্থিত লোকেরা দর্পণস্থিত প্রতিবিম্বকে প্রকৃত মুখ হইতে ভিন্নরূপে দেখতে পায়। আর যদি বল, জীবের মূঢ়তা এবং ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা উভয়ই মায়াজনিত, এবং সেই মায়াজনিত উপাধি পরিত্যাগ করিলে দেখা যায় উভয়ই চিৎস্বরূপ, অতএব জীবেশ্বরের মূঢ়ত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বভেদ মায়াদ্বারা কল্পিতমাত্র। উপাধিরহিত অবস্থাতে জীব এবং ঈশ্বর অভিন্ন, অতএব জীবেশ্বরের অভেদই বস্তুতঃ সত্য। এরূপ মতগ্রহণ-যোগ্য হইতে পারে না, কারণ শত প্রমাণ দ্বারা জীবেশ্বরের বিরুদ্ধধর্ম্মত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহার পরিত্যাগ অসম্ভব। যদি তাহাদের বিরুদ্ধধর্ম্মত্ব পরিত্যাগ করা সম্ভব হইত, তবে ভেদ কথাকেই একেবারে জলাঞ্জলি দিতে

হইত,—কারণ যদিও অশ্ব এবং গো পরস্পর ভিন্নধর্ম্মযুক্ত, তাহাদের ভিন্ন-ধর্ম্মত্ব পরিত্যাগ দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন করা যাইত যে স্বরূপতঃ গরু এবং ঘোড়া এক বা অভিন্ন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য গবাশ্বাদির ভেদ পরিত্যাগ করা যদি তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে 'আমি মূঢ় জীব, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর আমি নহি' এইরূপ প্রত্যক্ষগম্য জীবেশ্বরের ভেদ পরিত্যাগ করাও তোমার অভিপ্রায় হইতে পারে না।

পণ্ডিতবর নীলকণ্ঠ প্রফুল্ল পদ্মবনপ্রবিষ্ট হস্তিশাবকের ন্যায় এইরূপে শত শত যুক্তিদ্বারা বেদান্তগম্য অদ্বৈত মতকে বিধ্বস্ত করিলে পর, শঙ্করাচার্য্য একে একে তাহার আপত্তি সকল খণ্ডন করিতে লাগিলেন :—

শঙ্করাচার্য্য। তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপই বলিতে পার। তবে ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত সম্প্রদায়শ্রুতিবাক্যে শ্বেতকেতুর প্রতি আরুণির উক্তি 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' প্রভৃতি বাক্যে জীব-ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অনুধাবন কর। "তত্ত্বং"—'তুমিই সেই' বলিতে বাক্যগত বিরোধ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু লক্ষ্যগত কোন বিরোধ নাই। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি 'এই সেই দেবদত্ত' কিন্তু 'এই' আর 'সেই' পদদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ। 'এই' বা 'এতৎকাল-বিশিষ্ট' এবং 'সেই' বা 'তৎকাল-বিশিষ্ট', এই পরস্পর বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ আমরা বিরোধ-রহিত অংশ কেবল 'দেবদত্তকে'ই গ্রহণ করিয়া থাকি, 'তত্ত্বমসি' বাকেও সেইরূপ 'তৎ'পদবাচ্য "কারণোপাধিযুক্ত" ঈশ্বর এবং 'ত্বং'পদবাচ্য "কার্য্যোপাধিযুক্ত" জীবের পরস্পর বিরুদ্ধ অংশ কারণোপাধিকত্ব এবং কার্য্যোপাধিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিরোধ-রহিত কুটস্থ চৈতন্য অংশকেই লক্ষ্য করিয়া, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য জীবব্রহ্মের ঐক্য প্রকাশ করিতেছে। ইহাতে বিরোধ কোথায়? গবাশ্বের দৃষ্টান্তদ্বারা তুমি যে অতিপ্রসক্তি (Proving too much) দোষের উল্লেখ করিতেছ, তাহা ঠিক্ হয় না। জীবেশ্বরের অভেদ-প্রতিপাদক শ্রুতিপ্রমাণ রহিয়াছে, কিন্তু গবাশ্বের অভেদপ্রতিপাদক কোন প্রমাণ নাই, যাহা অবলম্বন করিয়া লক্ষণা * দ্বারা গবাশ্বের অভেদানুভূতি সিদ্ধ হইতে পারে।

---

* শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে যখন বাক্যের অর্থবোধ না হয়, তখন শব্দের যে অন্যরূপ অর্থ অনুমান করা হয়, তাহাকে 'লক্ষণা' বলে, যথা "ঘোষ গঙ্গাতে বাস করে" এই বাক্যে গঙ্গা শব্দের প্রকৃত অর্থ 'জলপ্রবাহ' গ্রহণ করিলে, বাক্যের কোন অর্থ বোধ হয় না, এজন্য এস্থলে গঙ্গা শব্দের অর্থ গঙ্গাতীর করিতে হয়। ইহারই নাম লক্ষণা। লক্ষণা তিন প্রকার :—

নীলকণ্ঠ। মূঢ়ত্ব-ধর্ম্মযুক্ত-জীব, সর্ব্বজ্ঞত্ব-ধর্ম্মযুক্ত ঈশ্বর। মূঢ়ত্বাদি পরিত্যাগ করিলে জীবের এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদি পরিত্যাগ করিলে ঈশ্বরের তদতিরিক্ত পারমার্থিক স্বরূপ আর কিছুই থাকে না, যাহা অবলম্বন করিয়া এস্থলে লক্ষণা করা যাইতে পারে।

শঙ্কর। ইহা বলা ঠিক্ হয় না। জীবের মূঢ়ত্ব এবং ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব উভয়ই আমাদের মানস ব্যাপারের বিষয় (Relative), শুক্তিতে রজতদৃষ্টির ন্যায় মনঃকল্পিত (বা পুরুষ-তন্ত্রমাত্র)। সেই জ্ঞানের অধিষ্ঠানভূত চিৎস্বরূপ সত্য (Absolute) বস্তু, মানস ব্যাপারেরও পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞাতারূপে সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ত প্রত্যক্ষ হইতেছে। আপনাদিগের মতেও দেহাদি-অহমন্ত যাবতীয় দৃশ্য পদার্থ জড় (Objective) বলিয়াই স্বীকৃত হইতেছে। সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিলেও জীবের জ্ঞাতৃত্ব (Subjectivity) অবশিষ্ট থাকে, এবং তাহা সর্ব্বদা একরূপ (অতএব বস্তু-তন্ত্র)। তাহাই জীবের পারমার্থিক স্বরূপ। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যায়ঃ—জগৎ অসৎ এবং অনিরূপ্যস্বরূপ, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় মনঃকল্পিত। এই অসদাত্মক জগতেরও অধিষ্ঠানভূত চিৎস্বরূপ সৎবস্তু আছে, এবং তাহাই ঈশ্বরেরও পারমার্থিক স্বরূপ। শ্রুত্যুক্ত সেই নিরুপাধিক কূটস্থ বা "নতি নেতি" স্বরূপের মধ্যে জীবের মূঢ়ত্বও নাই, এবং ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বও নাই। বিশুদ্ধ স্ফটিকের লোহিতত্ব জবাকুসুমের সান্নিধ্য-জনিত। জবাকুসুমের সান্নিধ্যরহিত নিরুপাধিক বিশুদ্ধ স্ফটিকে সে লোহিতত্ব থাকিতে পারেনা। আর ভেদজ্ঞানই যদি প্রকৃত বা পারমার্থিক জ্ঞান হইত, তবে "মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুতে গমন করে, যে ব্যক্তি নানাত্ব দর্শন করে," "যে ব্যক্তি কিঞ্চিৎমাত্রও ভেদ দর্শন করে, সে ভয়ের অধীন হয়"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বলিত না যে ভেদবুদ্ধি ভয়ের কারণ। শ্রুতির পক্ষে বিপরীত বুদ্ধি বা মিথ্যা জ্ঞানকেই

জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা, এবং জহদজহল্লক্ষণা। "গঙ্গা" অর্থে 'গঙ্গাতীর'—জহল্লক্ষণা বা স্বার্থহীন লক্ষণা। আবার ঘোড়-দৌড়ের সময় যদি কেহ বলে "লালটা দৌড়িতেছে" ("শোণো ধাবতি"), তখন 'লাল' অর্থ হইবে 'লাল বর্ণ-বিশিষ্ট ঘোড়া।' ইহার নাম "অজহল্লক্ষণা" বা স্বার্থযুক্ত লক্ষণা। আবার 'এই ছিন্ন বস্ত্রই সেই পূর্ব্বের নূতন বস্ত্র' বা 'এই বৃদ্ধই সেই ৫০বৎসর পূর্ব্বের বালক' এস্থলে 'এই' আর 'সেই' এই বিরুদ্ধ অংশদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া উভয়তঃ সাধারণ যে বস্ত্র অথবা মানুষ, তাহাকেই লক্ষ্য করা হয়। এস্থলে অর্থের আংশিক গ্রহণ এবং আংশিক পরিত্যাগ, অতএব ইহার নাম "জহদজহল্লক্ষণা" বা স্বার্থযুক্ত এবং স্বার্থহীন লক্ষণা।

অনর্থকারী বলা সম্ভব। শ্রুতি যদি ভেদজ্ঞানকে অনর্থের কারণ না বলিত, তবে না হয় মনে করা যাইত যে ভেদজ্ঞান সত্যের বিপরীত বা মিথ্যা জ্ঞান নয়। অপর দিকে শ্রুতিমূলক হইলেও অভেদজ্ঞানকে অতাত্ত্বিক বা মিথ্যা মনে করা যাইত, যদি "যে একত্ব দর্শন করে, সে শোকমোহ অতিক্রম করে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অভেদজ্ঞানকে পুরুষার্থ লাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ না করিত। অজ্ঞানী লোকে মনে করে চন্দ্র অতি ক্ষুদ্র,অর্দ্ধহস্ত পরিমাণমাত্র। শাস্ত্রজ্ঞান লাভ-দ্বারা লোকের সেই ভ্রম দূর হয়। "আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন" অজ্ঞানী লোকের এই ভ্রমও সেইরূপ বেদান্তাদি শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা দূর হয়। অজ্ঞানী লোকের দ্বৈতকল্পনা বাহ্য লৌকিক জ্ঞানদ্বারা অবাধিত হইলেও শ্রুত্যুক্ত পারমার্থিক জ্ঞানদ্বারা তাহা বাধিত হইবে। কিন্তু শ্রুতিসিদ্ধ জীবেশ্বরের অভেদজ্ঞান লৌকিক ভ্রান্ত জ্ঞানদ্বারা বাধিত হইতে পারে না। শ্রুতি হইতে প্রবলতর প্রমাণ এমন কি দেখিতে পাও, যদ্দ্বারা শ্রুতিসিদ্ধ পারমার্থিক অভেদ জ্ঞান বাধিত হইতে পারে?

নীলকণ্ঠ। কপিলাদি ঋষিগণ পরমার্থতত্ত্ব এবং পুরুষার্থ বিষয়ে বহু পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তাহাদের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া আপনি কিরূপে জীব এবং ঈশ্বরের একত্বরূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত করিতেছেন?

শঙ্কর। প্রবলতর শ্রুতি-প্রমাণের সহিত বিরোধ দৃষ্ট হইলে স্মৃতিবাক্য বলহীন এবং গ্রহণের অযোগ্য।* এই ন্যায়বলে শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন ঋষি-বাক্যই প্রমাণযোগ্য হইতে পারে না।

নীলকণ্ঠ। যুক্তি-সঙ্গত হইলে মহর্ষিদিগের বাক্যও শ্রুতিতুল্যই আমাদের পক্ষে বিশেষ সমাদর-যোগ্য। ভেদজ্ঞান নিশ্চয়ই যুক্তি-সঙ্গত, কারণ সুখ-দুঃখাদি অনুভবের বিচিত্রতা দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রতিদেহে আত্মা বিভিন্ন। সর্ব্বদেহে যদি একই আত্মা হইত, তবে অতি দুঃখী ব্যক্তিও নিজকে যুবরাজতুল্য সুখী বলিয়া অনুভব করিত। আত্মা যদি এক এবং পরস্পর অভিন্ন হইত, তবে অমুক ব্যক্তি সুখী আর অমুক ব্যক্তি দুঃখী, এরূপ অনুভবের বিচিত্রতা সম্ভব হইত না। আবার জ্ঞানযুক্ত এই আত্মাই কর্ত্তা, অচেতন

---

* তথাচ প্রমাণ লক্ষণস্থো জৈমিনি-ন্যায়ঃ—"বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং স্যাদ্‌ সতি হ্যনুমান মিতি"। প্রমাণ-লক্ষণের বিচারে জৈমিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে-ছেনঃ—শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে স্মৃতিপ্রমাণ আদরের অযোগ্য। শ্রুতির সহিত বিরোধ না থাকিলে, মূল শ্রুতির অনুমাপক রূপেই সেই স্মৃতির প্রমাণতা।

অন্তঃকরণাদি কর্ত্তা নয়। অচেতনের কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না। যে আত্মা কর্ত্তা, সেই আত্মাই ভোক্তা হওয়াও সঙ্গত, যে হেতু কর্ম্মের কর্ত্তা হইবে এক ব্যক্তি, আর কর্ম্মের ফলভোগের কর্ত্তা হইবে অন্য ব্যক্তি, এরূপ বলিলে অতিপ্রসঙ্গ (Proving too much) দোষ হয়। অতএব আপনারা যে বলিয়া থাকেন, চিৎস্বরূপ আত্মা অকর্ত্তা, এবং অচেতন অন্তঃকরণাদিই কর্ত্তা, তাহা অযুক্ত। আর দুঃখনাশ বা "আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি"ই জীবের প্রকৃত পুরুষার্থ। সুখমাত্রেই দুঃখ-সংযুক্ত, অতএব বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায়, সুখ ও দুঃখেরই তুল্য অতি হেয়। এইরূপ অভেদ্য যুক্তিবলে সুখলাভকে কখনও জীবের পুরুষার্থ বলা যাইতে পারে না।

শঙ্কর। এরূপ যদি বল, তাহা ঠিক্ নয়। সুখদুঃখাদির বিচিত্রতা মনেরই ধর্ম্ম। তাহাদ্বারা আত্মার ভেদ-কল্পনা করা কোন রূপেই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সুখদুঃখাদির বিচিত্রতাদ্বারা কেবল মনেরই বিভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়। আর যে বলিতেছ, অচেতনের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তাহার উত্তর এই :—চিদাত্মার সংযোগরূপ বিশেষত্ব হেতু অচেতন দেহাদিতেও কর্ত্তৃত্ব যোগ সাধিত হয়। সেই চিৎস্বরূপের যোগের অভাব-হেতুই তৃণাদির কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। এরূপ কল্পনা করাই সঙ্গত। তুমি যে বলিতেছ 'সকল সুখই দুঃখসংযুক্ত'—একথা কেবল বিষয়সুখ সম্বন্ধেই সত্য। ক্ষয়রহিত (নিত্য) ব্রহ্মানন্দ দুঃখ-সংযুক্ত নয়। 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্নবিভেতি কুতশ্চন।' সেই ব্রহ্মানন্দই প্রকৃত পুরুষার্থ, তাহাই বাঞ্ছনীয়। অতিতুচ্ছ দুঃখনাশ-মাত্র, যাহা কাষ্ঠ-লোষ্ট্রেরও আছে,—তাহা কখনও জীবের পুরুষার্থ হইতে পারে না।

এইরূপ শত শত যুক্তি এবং শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা শঙ্কর স্বীয় মত স্থাপন করিয়া শৈবমত জয় করিলেন। শৈব-শ্রেষ্ঠ নীলকণ্ঠ ও শঙ্করের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া গর্ব্ব পরিত্যাগ করিলেন। সেই সঙ্গেই তিনি স্বকৃত ব্রহ্মসূত্রের শৈবভাষ্য পরিত্যাগ করিয়া, হরদত্ত প্রভৃতি স্বীয় শিষ্যগণসহ শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতবর নীলকণ্ঠ বিচারে শঙ্করদ্বারা পরাজিত হইয়াছেন, এই সমাচার অবগত হইয়া উদয়নাচার্য্য * প্রভৃতি অদ্বৈত মতের ঘোর বিরোধী পণ্ডিতাগ্রণীগণও পরাজয় ভয়ে সহসা কম্পিত হইলেন।

---

* এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে বিখ্যাত নৈয়ায়িক কুসুমাঞ্জলির রচয়িতা উদয়নাচার্য্য শঙ্করের একজন সমসাময়িক।

অনন্তর শঙ্কর সৌরাষ্ট্র * প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া তথায় স্বকৃত ভাষ্যাদি গ্রন্থ প্রচার করিলেন। তত্তদ্দেশবাসী বিদ্বজ্জনের নিকটে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়া, তিনি পরিশেষে কচ্ছোপসাগরের নিকটবর্ত্তী বরোদা রাজ্যস্থিত দ্বারবতী বা দ্বারকা † নগরীতে উপস্থিত হইলেন। দ্বারবতীতে অবস্থান কালে পাঞ্চরাত্র নামে একদল ভেদবাদী বৈষ্ণব শঙ্করকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের মতে ভেদ পাঁচ প্রকার:—জীব হইতে ঈশ্বরের ভেদ, জীব হইতে জীবান্তরের ভেদ, জড় হইতে জীবের ভেদ, জড় হইতে ঈশ্বরের ভেদ, এবং জড় হইতে জড়ান্তরের ভেদ। তাহাদের ভুজদ্বয়ে শঙ্খচক্রাকৃতি তপ্ত লৌহ-চিহ্ন, ললাটে শরতৃণের ন্যায় সুদীর্ঘ ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র, এবং কর্ণদেশ তুলসি পত্রে অলঙ্কৃত। প্রায় শতাধিক পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণব শঙ্করের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। সিংহ যেমন গজযূথকে সংগ্রামে পরাস্ত করে, শঙ্করের শিষ্যগণও সেইরূপ বিক্রমের সহিত, তাহাদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। আমরা এস্থলে দেখিতেছি, শঙ্কর দ্বারকাতে কোন মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, মাধবাচার্য্য এরূপ বলিতেছেন না। দ্বারকার বর্ত্তমান সারদা-মঠ হয়ত শঙ্করাচার্য্য-নামধারী তাহারই কোন শিষ্যের প্রতিষ্ঠিত হইবে।

৯০। শ্রীমদ্ভাগবত।

শঙ্করের দিগ্বিজয়ের এই বর্ণনাতে মাধবাচার্য্য দ্বারকাবাসী ভেদবাদী পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবদিগেরই মাত্র উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু ভেদবাদী অথবা অভেদবাদী কোন শ্রেণীর বৈষ্ণবের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিচারের বর্ণনা করেন নাই। সে যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য নিজেই তাঁহার সূত্রভাষ্যে ভাগবত বা বৈষ্ণব মতের সমালোচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য ভাগবত মতের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকের নিকটে সহজ-বোধ্য করিবার জন্য আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকার এস্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভে নারদ ব্যাসকে তিরস্কার করিয়া উপসংহারে বাসুদেবের চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তির ধ্যান এবং কীর্ত্তন উপদেশ করিতেছেন:—"গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্য অনুস্মরন্তি চ,"

---

* সৌরষ্ট্রের প্রচলিত নাম সুরাট (Surat)। ইহা সমুদ্র হইতে ১৫ মাইল দূরে তাপ্তি নদীর মোহনায় অবস্থিত।

† দ্বারবতী গোমতী নামক নদীর তীরে অবস্থিত। এস্থানে রণছোড়জী নামক বিষ্ণুর একটী অত্যুচ্চ পঞ্চতল মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ১০০ ফিট্।

(১-৫-৩৬), 'কৃষ্ণের গুণ এবং নাম কীর্ত্তন এবং স্মরণ করে"—"ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ" ॥ ৩৭ ॥ ইতি মূর্ত্ত্যভিধ্যানেন মন্ত্রমূর্ত্তি মমূর্ত্তিকং। যজতে যজ্ঞ-পুরুষং স সম্যগ্‌দর্শনঃ পুমান্" ॥ ৩৮ ॥ ইহার উপরে "ক্রমসন্দর্ভ" নামক টীকা বলিতেছে—"অনন্তর পঞ্চরাত্রের বক্তা শ্রীনারায়ণ হইতে (নারদ) এই জন্মে যাহা লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রণব মন্ত্রের (তিনি) উপদেশ করিতেছেন। চতুর্ব্যূহাত্মক ভগবান্ এই মন্ত্রের দেবতা, তন্মধ্যে শ্রীবাসুদেব এবং সংকর্ষণ মধ্যস্থলে বামে এবং দক্ষিণে জানিতে হইবে। অনিরুদ্ধ বাসুদেবের বামে। সংকর্ষণাদির ক্রম-বিপর্য্যয়দ্বারা নির্দ্দেশ শ্রীকৃষ্ণেরই চতুর্ব্যূহত্ব বুঝাইতেছে, যেহেতু তাঁহারই পুত্র-পৌত্রত্ব হেতু প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের তাহারই নিকটে উল্লেখ"। টীকাকার বিশ্বনাথ বলিতেছেন—"এই মন্ত্র তেত্রিশ-অক্ষরী। চতুর্ব্যূহাত্মক ভগবান্ তাহার দেবতা। ক্রমবিপর্য্যয়দ্বারা সংকর্ষণাদির নির্দ্দেশ শ্রীকৃষ্ণেরই চতুর্ব্যূহত্ববোধক, তাঁহারই পুত্রপৌত্রত্বহেতু প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের তন্নিকটে পাঠ। অথবা প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ-সংকর্ষণের ক্রমে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণত্বহেতু এরূপ বলা হইয়াছে (১-৫-৩৭,৩৮)। আবার 'যজতে' এই শব্দের ব্যাখ্যায় বিশ্বনাথ বলিতেছেন যে, পঞ্চরাত্রোক্ত বিধি অনুসারে "বাসুদেবায় নমঃ, প্রদ্যুম্নায় নমঃ," এই প্রকারে ষোড়শ উপচার দ্বারা যে পূজা করে, সেই সম্যক্-দর্শন। 'সম্যক্-দর্শন' শব্দের ব্যাখ্যাতে বিশ্বনাথ বলিতেছেন ঃ—"দেখা যায় যদ্দ্বারা, তাহাই দর্শন, বা শাস্ত্র, অর্থাৎ ভক্তিপ্রতিপাদক পঞ্চরাত্রাদি"। (নারদ বলিতেছেন ঃ— হে ব্যাস) "বেদান্তদর্শন রচনা করিয়াও তোমার আত্মা প্রসন্ন নয়, কিন্তু আমার আত্মা পঞ্চরাত্র শাস্ত্র রচনা করিয়া সদাই প্রসন্ন" (১-৫-৩৮)। টীকাকার বলিতেছেন যে "ইদং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতং" (৩৯) শ্লোকের 'স্বনিগমং' শব্দ নারদপঞ্চরাত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে। এতদ্দ্বারা পাঠক দেখিবেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত রচনার পূর্ব্বে 'নারদ-পঞ্চরাত্রই' ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ ছিল, এবং সংকর্ষণাদি চতুর্ব্যূহমূর্ত্তিই বৈষ্ণবদিগের মূল দেবতা ছিল। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সমালোচনাতে সেই চতুর্ব্যূহ মত খণ্ডন করিতেছেন, এবং তিনি নারদ পঞ্চরাত্রকেই বৈষ্ণবদিগের মূল শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। রাধিকাদি গোপিকাগণ তখনও বৈষ্ণব ধর্ম্মে স্থান লাভ না করাতেই বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য তাহাদের কোন উল্লেখ করেন নাই। শঙ্করের কৃত ভাগবতস্ত মতের এই সমালোচনাতে শ্রীমদ্ভাগবতের কোনরূপ উল্লেখ

না থাকাতে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শঙ্করাচার্য্যের সময়ে শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হয় নাই।

৯১। শঙ্করাচার্য্যের ভাগবত বা বৈষ্ণব-মত খণ্ডন।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবাদ এবং অভেদবাদ উভয় মতই দৃষ্ট হয়। শাণ্ডিল্য সূত্রে বলা হইতেছে "উভয়পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাং" (৩১)। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কাশ্যপ মতাবলম্বীরা ভেদবাদী এবং বাদরায়ণ মতাবলম্বীরা অভেদবাদী। শঙ্কর "পত্যুর সামঞ্জস্যাৎ" ইত্যাদি সূত্রের (২-২-৩৭ হইতে ৪১) ভাষ্যে নৈয়ায়িক এবং সেই সঙ্গে শৈবাদি সেশ্বর 'সাংখ্যদিগের' ও কেবলাধিষ্ঠাত্রী-শ্বরবাদ খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন ঃ—"যেষাং অপ্রকৃতি রধিষ্ঠাতা কেবলনিমিত্ত-কারণমীশ্বরোঽভিমত স্তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যায়তে"। তদ্দ্বারাই বৈষ্ণবদিগের ভেদবাদও খণ্ডন করা হইয়াছে। অভেদবাদী বৈষ্ণবদিগের মূল মত—"প্রকৃতি চ অধিষ্ঠাতা চোভয়াত্মকং কারণং ঈশ্বরঃ"। তাহাই শঙ্করের নিজেরও মত। অবিসম্বাদ হেতু তাহাতে শঙ্করের পক্ষে খণ্ডন করিবার কিছুই নাই। এজন্য এস্থলে শঙ্কর বৈষ্ণবদিগের চতুর্ব্যূহবাদাদি অবান্তর মত সকলই মাত্র খণ্ডন করিতেছেন।

শঙ্কর তাহার সূত্রভাষ্যে (২-২-৪২) বলিতেছেন ঃ—"ভাগবতেরা বলেন, যিনি নারায়ণ, অব্যক্তের (অর্থাৎ প্রকৃতির বা মায়ার) অতীত, পরমাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনিই সর্ব্বাত্মা। তিনি আপনাকে আপনি বহুরূপে বিভক্ত করিয়া আছেন।" তাহা খণ্ডন করা যাইতেছেনা, কারণ "স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা পরমাত্মার বহুভাবত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ভাগবতেরা যে "নিরন্তর একাগ্রমনে সেই ভগবানের অভিগমনাদিরূপ আরাধনার ব্যবস্থা করেন, * তাহারও প্রতিষেধ করা যাইতেছেনা, যেহেতু ঈশ্বর-প্রণিধান বা ঈশ্বরারাধনা শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রসিদ্ধ"। যাঁহারা শঙ্করকে উপাসনা অথবা ভক্তির বিরোধী মনে করেন, তাঁহারা শঙ্করের এই সকল বাক্যের প্রতি মনোযোগ করিবেন। প্রবোধ-সুধাকর নামক কবিতায় শঙ্কর বলিতেছেন যে চিত্তবসনের প্রক্ষালনে ভক্তি ক্ষারজলস্বরূপ,—"বসনমিব ক্ষারোদৈর্ভক্ত্যা প্রক্ষাল্যতে চেতঃ"।১৬৭॥ এ সকল সম্বন্ধে শঙ্করের সহিত বৈষ্ণব

* বাক-কায়-চেতসাং অবধান-পূর্ব্বকং দেবতাগৃহগমনং—অভিগমনং। পূজা দ্রব্যানামর্জ্জনং—উপাদানং। ইজ্যা—পূজা। স্বাধ্যায়ো—ইষ্টাক্ষরাদিজপঃ। যোগো—ধ্যানং।

মতের কোন বিরোধ নাই। শঙ্কর বলিতেছেন:—"এবং জাতীয়কোংশঃ সমানত্বান্ন বিসম্বাদগোচরো ভবতি, অস্তিতু অংশান্তরং বিসম্বাদস্থানমিতি অতস্তস্য প্রত্যাখ্যানায়ারম্ভঃ"। "বিসম্বাদি অংশান্তর রহিয়াছে, তাহারই প্রতি-ষেধের জন্য যত্ন করা যাইতেছে"। সেই বিসম্বাদি অংশান্তর কি? শঙ্কর বলিতেছেন:—"ভাগবতেরা বিশ্বাস করেন যে, বাসুদেবই একমাত্র ভগবান্,—নিরঞ্জন বা বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ পরমার্থতত্ত্ব। তিনি আপনাকে চারিব্যূহে বা মূর্ত্তিতে প্রবিভক্ত করিয়া অবস্থিত আছেন,—বাসুদেব ব্যূহ, সঙ্কর্ষণ ব্যূহ, প্রদ্যুম্ন ব্যূহ, এবং অনিরুদ্ধ ব্যূহ। বাসুদেব বলিতে পরমাত্মাকে, সংকর্ষণ বলিতে জীবকে, প্রদ্যুম্ন বলিতে মনকে, এবং অনিরুদ্ধ বলিতে অহঙ্কারকে বুঝায়। তাহাদের মতে এই চতুর্ব্যূহ বা মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের মধ্যে বাসুদেবই পরা প্রকৃতি এবং সংকর্ষণাদি অন্যেরা তাহারই কার্য্য। ভাগবতেরা বলেন যে, বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ, সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হয়। তাহাদের এই মত সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি এই যে, বাসুদেব-সংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সংকর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, কারণ তাহা হইলে সংকর্ষণ-সংজ্ঞক জীবের অনিত্যত্বাদি দোষ সিদ্ধ হয়। (ঘটাদির ন্যায়) জীবের উৎপত্তিমত্ব স্বীকার করিলেই (ঘটাদির ন্যায়) জীবেরও অনিত্যত্বাদি দোষের আশঙ্কা, এবং সেই কারণেই জীবের ভগবৎ-প্রাপ্তিও আর মোক্ষ হইবে না, যেহেতু ঘটাদির মৃত্তিকাদি প্রাপ্তির ন্যায় কার্য্যমাত্রেরই কারণপ্রাপ্তিতে প্রবিলয়ের আশঙ্কা"। ২-২-৪২॥ "আবার দেখা যায়, সংসারে শিল্পী প্রভৃতি কর্ত্তা হইতে তাহার কুঠারাদি যন্ত্র, অথবা কুঠারাদি যন্ত্র হইতে দাত্রাদি অন্য যন্ত্র উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ সংকর্ষণ বা জীব হইতে তাহার যন্ত্র প্রদ্যুম্ন বা মন, অথবা যন্ত্র প্রদ্যুম্ন বা মন হইতে যন্ত্রান্তর অনিরুদ্ধ বা অহঙ্কার উৎপন্ন হইতে পারে না"। "ন চ কর্ত্তুঃ করণং" (২-২-৪৩) এই সূত্রের ভাষ্যেও শঙ্কর বলিতেছেন:—"এজন্যও ভাগবতদিগের পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্যূহ কল্পনা অসঙ্গত, যেহেতু সংসারে দেবদত্তাদি কর্ত্তা বা শিল্পী হইতে তাহার পরশু বা কুঠারাদি করণ বা যন্ত্র উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। অথচ ভাগবতেরা বলেন যে, সংকর্ষণ-সংজ্ঞক কর্ত্তা বা জীব হইতে তাহার করণ বা প্রদ্যুম্ন-সংজ্ঞক মন, এবং সেই কর্ত্তৃজাত প্রদ্যুম্ন-সংজ্ঞক করণ বা মন হইতে অনিরুদ্ধ-সংজ্ঞক (তাহার করণান্তর) অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। বিনা দৃষ্টান্তে এসকল মত গ্রহণ করা যায় না। এই মর্ম্মে কোন শ্রুতি-বাক্যও দৃষ্ট হয় না"।

পরের সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন ঃ—"তবে এরূপও হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত সংকর্ষণাদির জীবাদি ভাব স্বীকার করা তাহাদের অভিপ্রেত নয়। তবে কি ? ইঁহারা সকলেই ঈশ্বর। ইঁহাদের সকলেই জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-শক্তি-বল-বীর্য্য-তেজাদি ঐশ্বরিক ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়। ইঁহারা সকলেই বাসুদেব, *—দোষরহিত, নিরধিষ্ঠান, এবং নিরবদ্য। অতএব পূর্ব্ববর্ণিত উৎপত্ত্যসম্ভবাদি দোষারোপের স্থান নাই। এ সম্বন্ধে বলা যাইতেছে, তাহা হইলেও (অর্থাৎ সংকর্ষণাদির জীবাদিভাবের প্রতিষেধ সত্বেও) প্রকারান্তরে উৎপত্ত্যসম্ভবাদি দোষ থাকিয়া যায়। কিরূপে ? এরূপ যদি তাহাদের অভিপ্রায় হয় যে,এই বাসুদেবাদি ঈশ্বর-চতুষ্টয় তুল্যধর্ম্মা অথচ পরস্পর ভিন্ন, তবে তাহাদের একাত্মকতা

---

* (১) রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে 'বাসুদেব' শব্দের এইরূপ অর্থ করিতেছেন ঃ—"সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তশ্চ বসত্য ত্রেতি বৈ যতঃ। ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥" (পৃঃ ৩৮৯শ্রীঃ—১) 'যেহেতু তিনি সর্ব্বত্রই বাস করেন এবং সমস্তই তাহাতে বাস করে, এজন্য জ্ঞানীগণ তাঁহাকে বাসুদেব নামে অভিহিত করেন'। প্রবোধ-সুধাকর নামক প্রবন্ধে শঙ্কর ও "কৃষ্ণ" (আকর্ষণকারী) শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন—"চুম্বক তাহার সম্মুখস্থ লৌহখণ্ডকে যেরূপ আকর্ষণ করে, কৃষ্ণও সেইরূপ আশ্রিত ব্যক্তিকে নিজের অভিমুখে আকর্ষণ করেন"—"আশ্রিতমাত্রং পুরুষং স্বাভিমুখং কর্ষতি শ্রীশঃ। লৌহমপি চুম্বকাশ্মা সংমুখমাত্রং জড়ং যদ্বৎ" ॥ ২৫১ ॥ তাহাই যদি সত্য হয়, তবে দুই নৌকায় পা দেওয়ার (Policyর) প্রয়োজন কি ? হতভাগ্য বসুদেব-দৈবকীর পুত্রকে লইয়া এত টানাটানি কেন ? লোক-সংগ্রহ। আমাদের বোধ হয় যে, বুদ্ধদেবেকে পদচ্যুত করিয়া দল পুষ্টি করাই এই Policyর মূল উদ্দেশ্য ছিল। বৌদ্ধেরা নিরীশ্বরবাদি হইলে পর বুদ্ধকেই তাহারা ঈশ্বরের সিংহাসন প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠাতা জৈমিনি-কুমারিলাদিও নিরীশ্বর। তাঁহারা নিরীশ্বর-সেশ্বর পৌরাণিকদিগের সহিত মিলিত হইয়া লোক সংগ্রহ সম্বন্ধে line of least resistance বাছিয়া বসুদেব-দৈবকী-তনয় বাসুদেবকে বুদ্ধের স্থানে বসাইয়াছিলেন। "ঈশ্বর হইবে যদি মেরিমার যাদু। কি দোষ করিল তবে যশোদার মাধু ?" 'মেরি' স্থানে বুদ্ধ-জননী 'মায়ার' নাম বসাইলেই হয়। এইরূপে শুদ্ধোদন-নন্দন স্থলে শ্রীনন্দনন্দনকে বসাইয়া ক্রমে তাহাকে রাধিকাদি-গোপিকা বিলাসিনিগণদ্বারা এরূপভাবে বেষ্টিত করা হইল যে, বুদ্ধ এবং তাহার ভিক্ষু শ্রমণগণের কি সাধ্য যে, বিলাস-প্রিয় জন-সমাজে কৃষ্ণের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা কৃতকার্য্য হয়। বসুদেব-তনয়ই 'বাসুদেব' অথবা 'কৃষ্ণ' শব্দের প্রকৃত অভিধেয়,—"সর্ব্বত্রাসৌ সমস্ত শ্চবসত্যত্র' ইত্যাদি ব্যুৎপত্তি করিয়া বিজ্ঞান-অজ্ঞানের খিচড়ি পাকাইয়া রামানুজাদি পরমজ্ঞানীগণও আত্মপ্রতারিত হইয়াছিলেন মাত্র।

থাকিতেছে না। তাহা হইলে অনেকেশ্বর কল্পনার নিরর্থকতা দোষ দাঁড়ায়, যেহেতু এক ঈশ্বর দ্বারাই ঈশ্বর-কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। আবার তদ্দ্বারা ভাগবতদিগের স্ব-সিদ্ধান্ত-হানি দোষও হইতেছে, কারণ তাঁহারাও স্বীকার করেন যে একমাত্র বাসুদেবই ভগবান্। তাঁহাদের মতেও ইহাই পারমার্থিক সত্য। আর এই যদি তাঁহাদের অভিপ্রায় হয় যে একই ভগবানের এই চারিটী ব্যূহ বা মূর্ত্তি তুল্যধর্ম্মা, তাহা হইলে 'উৎপত্তি অসম্ভব' দোষ পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়। চারি ব্যূহই যখন তুল্যধর্ম্মা তখন বাসুদেব ব্যূহে 'অতিশয়ের' অর্থাৎ কার্য্যোৎপাদকশক্তি-বিশেষের অভাব হেতু বাসুদেব হইতে সংকর্ষণের, সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ হইতে গেলে, সেই সঙ্গেই অতিশয় † অর্থাৎ কারণের কার্য্যোৎপাদক শক্তি-বিশেষ থাকিতেই হইবে,—যেরূপ মৃত্তিকা এবং ঘট সম্বন্ধে—অতিশয় না থাকিলে 'এইটী কার্য্য' 'ঐটী কারণ' এরূপ মনে করা যায় না। পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তি ভাগবতেরা বাসুদেবাদির কাহারও মধ্যে, অথবা তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদির তারতম্যকৃত কোন ভেদ বা ন্যূনাধিক ভাব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মত যে ব্যূহগণ সকলেই বাসুদেব-স্বরূপ, এবং তাহাদের মধ্যে কোন ইতর-বিশেষ নাই—"বাসুদেবা এব হি সর্ব্বে ব্যূহা নির্ব্বিশেষা ইষ্যন্তে"। আবার জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তারতম্য অনুসারে ব্যূহ ভেদ করিতে গেলে এরূপ ভগবদ্ব্যূহ চতুঃসংখ্যাতে শেষ হইবে না, যেহেতু (শ্রুত্যাদি হইতে) জানা যায় যে, ব্রহ্মা হইতে পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই—ভগবদ্ব্যূহ।" ২-২-৪৪॥

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাগবত মতের বিচারের উপসংহারে "বিপ্রতিষেধা চ্চ" (২-২-৪৫)—এই সূত্রের ভাষ্যে নানাপ্রকার অবান্তর বিরোধ-দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন ঃ—"গুণের গুণিত্বকল্পনাদিরূপ নানাপ্রকার বিরোধ-দোষ এই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়,—যেহেতু জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য, তেজ, এ সকল গুণ, এবং দেখা যায় যে, ভাগবত-মতে এই সকল গুণ ও আত্মা,—ভগবান্ বাসুদেব। "জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তিবল-বীর্য্য-তেজাংসি গুণাঃ, আত্মান এ বৈতে ভগবন্তো বাসুদেবা ইত্যাদি দর্শনাৎ"। বেদের সহিতও এই শাস্ত্রের বিরোধ দৃষ্ট হয়,—যেহেতু বলা হইতেছে "চারিবেদে পরমশ্রেয়ঃ লাভ না করিয়া

† অতিশয়=আধিক্য। "চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ংবিনা৷—" কুসুমাঞ্জলি। টীকা—"কিঞ্চিৎকরত্বে চাতীন্দ্রিয়শক্তেঃ স্বীকারাৎ। অতীন্দ্রিয়ং কিঞ্চিৎ দাহানুগুণং অনুগ্রাহকং অগ্নেরুন্নীয়তে যস্মিন্নবিকলে কার্য্যং জায়তে।"

শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন” ইত্যাদি বেদনিন্দাও দৃষ্ট হয়। বার্ত্তিককার আরও বেদনিন্দার দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—“একস্থাপি তন্ত্রাক্ষরস্থা ধ্যেতা চতুর্বেদিভ্যোঽধিকঃ।” আমরা শঙ্করের উল্লিখিত বিচারে দেখিতেছি যে, তিনি বৈষ্ণবগ্রন্থের মধ্যে কেবলমাত্র “নারদপঞ্চরাত্রের” এবং “শাণ্ডিল্য শাস্ত্রের” উল্লেখ করিতেছেন। শঙ্করের বিচার দৃষ্টে ইহাও অনুমান করা যায় যে,উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে রাধিকার উল্লেখ নাই। নারদ-পঞ্চরাত্র আমরা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু অধুনা প্রচলিত “শাণ্ডিল্য-শতসূত্র” গ্রন্থে রাধাঠাকুরাণীর নামের উল্লেখ না থাকিলেও, “বল্লবীণাং” বা গোপিকাগণের উল্লেখ রহিয়াছে। “অতএব তদভাবাৎ বল্লবীণাং” (১৪)—এই সূত্রে গোপিকাগণের জ্ঞান-গন্ধ-রহিত কৃষ্ণানুরাগকেই “সা পরানুরক্তিরীশ্বরে” (সূত্র-২)—“পরাভক্তির” আদর্শ করা হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে, এবং বর্ত্তমান শাণ্ডিল্য-শতসূত্রে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার উল্লেখ দৃষ্টে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এ সকল গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের সময়ের পরে রচিত। তবে শাণ্ডিল্য শাস্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য হইতেছে :—“শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্র মধিগতবান্” বলিয়া শঙ্করাচার্য্য কোন্ গ্রন্থকে লক্ষ্য করিতেছেন? “বেদনিন্দা-দর্শনাৎ” বলাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি ছান্দোগ্যোক্ত শাণ্ডিল্য-বিদ্যাকে (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত ইত্যাদিকে) লক্ষ্য করিতেছেন না। শাণ্ডিল্য-শাস্ত্র বলিয়া শঙ্কর যে বৈষ্ণব গ্রন্থের উল্লেখ করিতেছেন, হয়ত ছান্দোগ্যোক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যা অবলম্বন করিয়াই তাহা রচিত হইয়াছিল, এবং তাহারও লোপ হইলে পর তাহার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া আধুনিক প্রচলিত “শাণ্ডিল্যশতসূত্র” রচিত হইয়াছে।

শঙ্কর নারদ-পঞ্চরাত্রোক্ত ভাগবত মতেরই বিচার করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগতের ভূমিকা দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে,নারদ-পঞ্চরাত্র অবলম্বনেই রচিত শ্রীমদ্ভাগবত হইয়াছিল। * আবার শঙ্কর যে ভাগবত মতের সমালোচনা করিতেছেন,তাহার সহিত আমাদের দেশের প্রচলিত বৈষ্ণব মতের তুলনা করিলে একদিকে যেমন দেখা

---

* “ক্রম সন্দর্ভ” নামক ভাগবতের টীকাতে উক্ত হইতেছে :—“অথ পঞ্চরাত্রবক্তুঃ শ্রীনারায়ণাৎ এতজ্জন্মনি লব্ধং প্রণবমন্ত্রঞ্চোপদিশতি (১-৫-৩৭)। ভাগবত-টীকাকার বিশ্বনাথ “যজতে” এই পদের অর্থ করিতেছেন :—পঞ্চরাত্রোক্ত বিধিনা বাসুদেবায় নমঃ, প্রদ্যুম্নায় নমঃ, ইত্যেবং ষোড়ষোপচারৈঃ যঃ পূজয়েৎ” (১-৫-৩৮)।

যায় যে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বাসুদেবের চতুর্ব্যূহতত্ত্ব—"ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি। প্রদ্যুম্নায়া নিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ" (১-৫-৩৭) "আত্ম-বত্তি ব্যূহেঽর্চ্চিতঃ" (১১-৬-১০) ইত্যাদি আমাদের নিকটে অপরিচিত, অপরদিকে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা যাহার অস্ফুটবীজ ও শ্রীমদ্ভাগবতেই দৃষ্ট হয়—"কান্তাগণ লৈয়া ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া,"—"সৎচিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, আনন্দাংশে হ্লাদিনী, হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম,—প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি, সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকু-রাণী,"—(চৈতন্য-চরিতামৃত) শঙ্করাচার্য্যের নিকটে সম্পূর্ণই অপরিচিত। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপত্নীগণকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার "পরকীয়া" রাধাঠাকুরাণী অথবা তাঁহার ললিতাদি সখী গোপিকাগণ শঙ্করের সময় পর্য্যন্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মে স্থান লাভ করিয়া ধর্ম্মের আচ্ছাদনে দেশের জন্য দুর্নীতির নরকদ্বার উন্মুক্ত করেন নাই। অদ্যাপি বঙ্গদেশের ন্যায় দক্ষিণভারতের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাধাঠাকুরাণী কৃপাবিস্তার করিতে পারেন নাই, কারণ বঙ্গদেশে যেমন রাধা সর্ব্বত্রই কৃষ্ণের সহচরী, মান্দ্রাজ প্রদেশে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। তথায় সচরাচর রুক্মিণীদেবীই শ্রীকৃষ্ণের সহচরী, যদিও কোন কোন মন্দিরে রাধার মূর্ত্তি ও দৃষ্ট হয়, এবং অনেকানেক মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ একাকীই পূজালাভ করিয়া থাকেন। পুরীর মন্দিরে অদ্যাপি শ্রীরাধিকার স্থান হয় নাই, কৃষ্ণ, বলরাম, এবং সুভদ্রারই মূর্ত্তি তথায় পূজিত হয়। যাহা হউক, গোপিকা-গণ বৈষ্ণব ধর্ম্মে স্থান লাভ করিয়া অবধি লোকের চিত্ত তাহাদের প্রতিই এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছে যে, সংকর্ষণাদি বীর অবতারগণের চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তি আর তাহাদের চিত্তে স্থান পায় না। ইহার ফলে কি বৈষ্ণব-চরিত্র সম্বন্ধে "মেকলের" অপবাদই ("the men are women") অনেক পরিমাণে সত্য হইয়া দাঁড়ায় নাই?

৯২। শাণ্ডিল্য-সূত্র।

শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত অবতারবাদের মস্তকে যেন লগুড়াঘাত করিয়া বলিতেছেন:—"ন চৈতে ভগবদ্ব্যূহাশ্চতুঃসংখ্যায়া মেবাবতিষ্ঠেরন্, ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতো ভগবদ্ব্যূহত্বাবগমাৎ" (২-২-৪৪)—"জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তারতম্য অনুসারে ভগবানের ব্যূহ বা মূর্ত্তি ভেদ করিতে গেলে সেরূপ ব্যূহ-ভেদ চতুঃসংখ্যাতে শেষ হইতে পারেনা, যে হেতু ব্রহ্মা হইতে পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই ভগবদ্ব্যূহ।" কিন্তু গীতা-ভাষ্যে পৌরাণিক মতের সহিত বিরোধ হইবে ভয়ে যেন শঙ্কর তাঁহার এই অতি উদার মত কথঞ্চিৎ খর্ব্ব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের

অংশাবতারত্ব এবং শরীর-ধারণ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—"ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাতইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে,"—গীতাভাষ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতারত্বই মাত্র স্বীকার করিতেছেন :—"স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণু র্দেবক্যাং বসুদেবাৎ অংশেন কিল সম্বভূব।" যাহা হউক, শঙ্করের এই কথাও বৈষ্ণবদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে না। বৈষ্ণব দার্শনিক শাণ্ডিল্য-সূত্রকার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ ভূমিকা করিতেছেন :—"অদৃষ্টার্থভগবদ্বাক্যমেব বেদত্বং তচ্চ গীতাম্বপ্য-বিশিষ্ট :" (৯),—"লোকচক্ষুর অগোচর বিষয়সম্বন্ধী ভগবদ্বাক্যই "বেদ," সে সম্বন্ধে বেদের সহিত গীতার কোন পার্থক্য নাই—অথবা 'বাইবেল' কি 'কোরা-ণে'রও কোন পার্থক্য নাই! এই রূপে গীতা বেদমধ্যে পরিগণিত হওয়াতে গীতাও বেদেরই ন্যায় "নিত্য, অপৌরুষেয়, এবং অবিতথ।" গীতা যখন বেদ বা ভগবদ্-বাক্য হইতেছে, তখন তাহার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? অন্যোন্যাশ্রয় দোষ (arguing in a circle) আর তবে কাহাকে বলে! শাণ্ডিল্য-সূত্রের ভাষ্যকার বলিতেছেন:—"সেই গীতাতে উক্ত হইতেছে "নরাণাঞ্চ নরাধিপ" ইত্যাদি। গীতা বাক্যে বিভূতিসকলের ভগবদ্রূপত্ব উক্ত হওয়াতে পাছে কেহ ভ্রম করে যে, রাজাদির প্রতি ভক্তিদ্বারাও মুক্তিলাভ হইতে পারে, এজন্য সূত্র করা হইতেছে :—"প্রাণিত্বান্ন বিভূতিষু" (৫০),—"জীবোপাধিদ্বারা অনবচ্ছিন্নবিষয়া পরাভক্তিই মুক্তি-ফলদায়ক। প্রাণাদি জীবোপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন রাজাদিতে অনুরক্তি মুক্তি-ফলদায়ক নয়। তবে একথার প্রত্যুত্তরে যদি কেহ বলে যে, বিভূতির মধ্যে ইহাও উক্ত হইয়াছে "বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি",—অতএব রাজাদির ন্যায় বাসুদেবও পরাভক্তির পাত্র হইতে পারেন না—সেজন্য সূত্র করা হইতেছে:—"বাসুদেবোঽপি ইতি চেন্ন,আকারমাত্রত্বাৎ" (৫২) 'যদি বল বাসুদেবও তবে সেইরূপ (পরাভক্তির অযোগ্য), তাহা নয়, কারণ বাসুদেবের মধ্যে পরব্রহ্মেরই কৃষ্ণাকারমাত্রত্ব'। নিরাকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম কৃষ্ণাকার, তবে কি কৃষ্ণও নিরাকার! শঙ্কর বলিতেছেন :—"সমস্তস্যৈব জগতো ভগবদ্ব্যূহত্বাবগমাৎ"। সুধু 'কৃষ্ণাকারমাত্রত্ব' বলিয়াও শাণ্ডিল্য-সূত্রকার নিরস্ত হইতেছেন না,—"এবং প্রসিদ্ধেষু চ" (৫৫) "ব্রহ্মলিঙ্গত্বের জন্য প্রসিদ্ধ বরাহ-নৃসিংহ-বামন-রামভদ্রাদির প্রতি ভক্তিও সেইরূপ মুক্তি-ফলদায়ক জানিতে হইবে"। বুদ্ধ এবং কল্কি সম্বন্ধে শাণ্ডিল্য-সূত্র নীরব! শাণ্ডিল্য-সূত্রে সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, এবং অনিরুদ্ধের কোন উল্লেখই দৃষ্ট হয় না।

৯৩। উজ্জয়িনী নগরে শঙ্করের মহাকাল-দর্শন।

শঙ্করাচার্য্য নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া তত্তৎদেশবাসী বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, প্রভৃতি মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগকে বিচারে জয় করিয়া স্বীয় মতে আনয়ন করিলেন। সুধু তাহা নয়, তিনি যেন অস্ফুটভাবে স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রচারিত নববিধানের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়া বৈষ্ণব-শৈবাদি মতের সহিত স্বীয় অদ্বৈত মতের সমন্বয়ও সাধন করিয়াছিলেন। † পরিশেষে তিনি উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত হইলেন। উজ্জয়িনী হোল্‌কার রাজ্যের রাজধানী, ইন্দোরের নিকটে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম অবন্তী। এই স্থানে মহাকাল শিবের মন্দির একটি অতি পুরাতন পীঠস্থান। তত্রত্য কালভৈরবের এবং কেদারেশ্বরের মন্দির দুইটি, এবং কালীয় দীঘি বিখ্যাত। উজ্জয়িনী শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। শঙ্কর যে সময়ে সেই নগরীতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন মহাকাল শিবের মন্দিরে পূজা হইতেছিল। পূজাকালের সেই মেঘ-বিনিন্দিত গম্ভীর মৃদঙ্গ ধ্বনিকেই মেঘ-গর্জ্জন বলিয়া ভ্রম করিয়া পিঞ্জরবদ্ধ ময়ূরগণ প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিতেছিল। শিবপূজার সেই মৃদঙ্গ ধ্বনির অনুসরণ করিতে করিতে আচার্য্য সেই শিব মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, পুষ্প-গন্ধে, এবং অগুরুদ্ভূত ধূপের সুগন্ধে বায়ু সুবাসিত। এইরূপ পবিত্র মুহূর্ত্তে শিবকে অভিবাদন করিয়া শঙ্কর সেই মন্দিরের সংলগ্ন মণ্ডপে বিশ্রাম করিলেন।

† সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শ যাহা মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নববিধান নাম দিয়া জগতের সমক্ষে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন,—তাঁহার অর্দ্ধশতাব্দি পূর্ব্বে সেই আদর্শ বিখ্যাত কালী-সাধক দেওয়ান রামদুলালের মালসী গানে—"মগে বলে ফরাতরা লাড্ বলে ফিরিঙ্গি যারা, আল্লা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান ছৈয়দ কাজি, জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি" গানেতেও দৃষ্ট হয়। কেশবচন্দ্রের সম-সাময়িক রামদুলালের পুত্র আচার্য্য আনন্দস্বামী ও তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীতে সেই আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নয় যে, তাহাদের বহুপূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের রচিত "জীবন্-মুক্তানন্দ-লহরীতে" ও তৎকালোচিত বাক্যে সেই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শের প্রকাশ দেখিতে পাই :—"শিবায়াঃ শম্ভোর্বা ক্বচিদপি চ বিষ্ণো রপি কদা গণাধ্যক্ষস্যাপি প্রকটিতবরস্যাপি চ কদা। পঠন্বৈ নামাবলিং নয়নরচিতানন্দ- সরিতো মুনির্ন ব্যামোহং ভজতি গুরু-দীক্ষা ক্ষততমাঃ ॥ ৭ ॥ "ক্বচিচ্ছৈবৈঃ সার্দ্ধং ক্বচিদপি চ শাক্তৈঃ সহ বসন্, কদাবিষ্ণোর্ভক্তৈঃ ক্বচিদপি চ সৌরৈঃ সহ বসন্। কদা গাণপত্যৈর্গত সকলভেদোঽদ্বয়তয়া, মুনির্ন ব্যামোহং ভজতি গুরুদীক্ষাক্ষততমাঃ ॥ ১৪ ॥

৯৪। ভট্টভাস্কর।

বিশ্রামান্তে আচার্য্য তাঁহার প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"বৎস, তুমি যাইয়া অত্রত্য পণ্ডিতবর ভট্টভাস্করকে আমাদের আগমন বার্ত্তা প্রদান কর"। ভট্টভাস্কর সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে তিনি অতি সৎকুল-জাত। তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ, তিনি বেদ সকলের অতি বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিনা আয়াসে তিনি প্রতিবাদী পণ্ডিতগণকে জয় করিয়া থাকেন। তিনি সে কালের একজন অতি যশস্বী পুরুষ। সুবক্তা পদ্মপাদ তাঁহার নিকটে গিয়া এইরূপে স্বীয় গুরুর আগমন বার্ত্তা প্রদান করিলেন:— "উদার-কীর্ত্তি যতিরাজ ভগবান্ শঙ্কর দেশবিদেশে অদ্বৈত মত প্রচার করিতেছেন। বিরুদ্ধবাদিদিগকে তিনি বিচারে সর্ব্বত্র জয় করিয়া তাহাদের দর্প চূর্ণ করিতেছেন। সেই পণ্ডিতাগ্রণী স্বয়ং এস্থানে উপস্থিত হইয়া আপনাকে জানাইতেছেন:—"ব্যাসকৃত শারীরক-সূত্রের দ্বৈতভাবাপন্ন ভ্রান্ত ব্যাখ্যা সকল খণ্ডন করিয়া আমি প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, অদ্বৈত ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ প্রদানই বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য। হে মনীষিন্, হয় নিজেই বিশেষ অনুধাবন করিয়া স্বীয় ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈত মত আশ্রয় করুন, না হয় আমার উগ্র তর্কবজ্রের প্রতিঘাত হইতে স্বীয় মতকে রক্ষা করুন;" শঙ্কর-শিষ্যের এইরূপ স্পর্দ্ধাযুক্ত বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া সেই পণ্ডিতাগ্রণী যশস্বী ভট্টভাস্কর ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন:—"কি আর বলিব। নিশ্চয় আমার আলাপ কখনো তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। আমার কথা শুনিবামাত্র প্রতিবাদীগণের বাক্য রোধ হয়, তাহাদের পূর্ব্বার্জ্জিত কীর্ত্তিকলাপ মুহূর্ত্তমধ্যে বিলুপ্ত হয়, তাহাদের মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যায়। আমার বাক্য লহরী যখন স্ফূর্ত্তিলাভ করে, তখন কণাদের * জল্পনা অতিতুচ্ছ জ্ঞান হয়, কপিলের † প্রলাপবাক্যসকল গহ্বরে লুক্কায়িত হয়। আধুনিক পণ্ডিতগণ ত উল্লেখেরও অযোগ্য"। বুদ্ধিমান সনন্দন তাঁহার কথার কেবল এইমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন:—"হে বিদ্বন্ আচার্য্যদেবের অপমান করিবেন না, ভূধরও যে আঘাতে বিদীর্ণ হয়, ব্রজ্রমণি সে আঘাতে বিদীর্ণ হয় না।"

* (১) ২-২-১০ শেষাংশ এবং ২-২-১১ হইতে ১৭ পর্য্যন্ত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য।

† (২) ১-১-৫ হইতে ১০ এবং ২-২-১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য।

তিনি আর কিছু না বলিয়া আচার্য্য সমীপে গমন করিয়া আদ্যন্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। ভট্টভাস্করও ক্ষণকাল মধ্যেই আচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইলেন। উভয়ের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইল। স্বপক্ষ সমর্থনে অথবা পরপক্ষ খণ্ডনে উভয়ে সুনিপুণ। পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছা উভয়েরই প্রবল। উভয়েরই যুক্তিজাল অতিদুর্ভেদ্য এবং ভাষা অতিবিচিত্র। তাহাদের উভয়ের অপূর্ব্ব শব্দবিন্যাস এবং দুর্য্যুক্তিখণ্ডনক্ষম যুক্তিজাল পর্য্যালোচনা করিয়া দর্শকবৃন্দ বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইলেন। ভাস্করের বিচার-নিপুণতা দেখিয়া আচার্য্যও সাতিশয় প্রীত হইলেন।

৯৫। ভট্টভাস্করের ভেদাভেদবাদ।

ভট্টভাস্কর ভেদাভেদবাদী। তাহার মতে "জীব ব্রহ্মই" একথা যেমন সত্য, "জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন" একথাও তেমনি সত্য। তথাভাবও সত্য, অতথা-ভাবও সত্য, হাঁও সত্য, নাও সত্য। স্থূল দৃষ্টিতে এ সকল বিরুদ্ধ কথা "সোণার পাথর বাটির" ন্যায় উপহাস-যোগ্য। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে ভট্টভাস্করকে আধুনিক হেগেলাদির গুরুস্থানীয় বলা যায়, কারণ তাঁহার ভেদাভেদবাদ আধুনিকদিগের "বিরুদ্ধ বস্তুর একত্ববাদের"ই (Identity of contraries) নামান্তর মাত্র। হেগেল-বাদিরা বলেন যে, জগতের সর্ব্বত্রই উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের খেলা পরিলক্ষিত হয়, বস্তুসকলের রূপ-বিশেষে আবির্ভাব, গৃহীত সেই রূপে স্থিতি, রূপান্তর গ্রহণ, পূর্ব্বরূপের তিরোভাব বা রূপের অরূপত্বপ্রাপ্তি ('Being—becoming—becoming different—nothing')—এই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। গীতাও বলিতেছেন :—"আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা"। রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে জড় বা অচিদ্বস্তু সম্বন্ধে বলিতেছেন :—"যদ্বস্তু প্রতিক্ষণং অন্যথাত্বং যাতি, তদুত্তরোত্তরাবস্থপ্রাপ্ত্যা পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থাং জহাতি ইতি তস্য পূর্ব্বাবস্থস্যোত্তরাবস্থায়াং ন প্রতিসন্ধান মস্তি, অতঃসর্ব্বদা তন্নাস্তি-শব্দাভিধেয়ত্বমেব" (শ্রীভাষ্য ১-খণ্ড, পৃঃ—৫৩৬॥) 'যে বস্তু প্রতিক্ষণে অন্যথাত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং উত্তোরোত্তর অবস্থাপ্রাপ্তিদ্বারা তাহার পূর্ব্বপূর্ব্ব অবস্থাকে ত্যাগ করে, এমন কি, উত্তরাবস্থাতে তাহার পূর্ব্বাবস্থার কোন পরিচয়ই থাকে না, সেই বস্তু সর্ব্বদা 'নাস্তি' শব্দেরই অভিধেয়'। (বাষ্পের সহিত জলের, জলের সহিত তুষারের তুলনা কর)। ভট্টভাস্করের স্বরচিত কোন গ্রন্থ আমা-দিগের হস্তগত হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মাধবাচার্য্য

ভাস্করের মতের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার আশা করা যায় না। আবার এস্থলে একথাও বলা আবশ্যক যে,যদিও শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজাচার্য্য, উভয়েই অদ্বৈতবাদী, তথাপি ব্যবহারিক দ্বৈতবাদ তাহারা উভয়েই সমর্থন করেন। 'অবিদ্যা' সম্বন্ধে শঙ্করের অদার্শনিক বৌদ্ধ "চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্ত" অথবা জৈন "স্যাদ্বাদের" ভাবাক্রান্ত "তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং অনির্ব্বচনীয়ত্ব" মত পরিত্যাগ করিয়া অবিদ্যার 'তত্ত্বান্যত্ব' স্বীকার করিলেই, 'অবিদ্যা' ভাস্করের 'উপাধির' সহিত এক হইয়া যায়, এবং শঙ্কর-রামানুজ এবং ভাস্কর তিন জনকেই ভেদাভেদবাদী অথবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলিতে হয়। অদ্বৈত মতে অভেদ জ্ঞান পারমার্থিক সত্য,—ভেদজ্ঞান অবিদ্যা-জনিত; মহাপ্রলয়ে অভেদই থাকে, ভেদ থাকে না। পারমার্থিক অভেদের তুলনায় অবিদ্যা-জনিত ব্যবহারিক ভেদ মিথ্যা। অভেদ নিত্য, ভেদ অনিত্য, সংসার-কাল পর্য্যন্তমাত্র স্থায়ী। এ সম্বন্ধে শঙ্করের সহিত রামানুজাচার্য্যের একমত। রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে ভাস্করের ভদাভেদমত খণ্ডন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। ভাস্কর বোধ হয় জৈমিনি-কুমারিলের সহিত একমত হইয়া মহাপ্রলয় মত স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। কুমারিল তাঁহার মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিকে বলিতেছেন ঃ—"প্রলয়েঽপি প্রমাণং নঃ সর্ব্বোচ্ছেদাত্মকে নহি। ন চ প্রয়োজনং তেন স্যাৎ প্রজাপতি-কর্ম্মণা"। (৬৮ স-আ-প-মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিক)। শঙ্কর এবং রামানুজ উভয়েই পৌরাণিকদিগের সহিত একমত হইয়া বিনা প্রমাণেই মহাপ্রলয় মত স্বীকার করেন। এ সম্বন্ধে যে তাঁহাদের পক্ষ জৈমিনি-কুমারিলের তুলনায় দুর্ব্বল, তাহাতে সংশয় নাই। শঙ্কর নিজেই যখন বলেন, সৃষ্টি করাই ঈশ্বরের স্বভাব—"স্বভাবাদেব ভবন্তি" (২-১-৩৩), তখন তাঁহার পক্ষে মহাপ্রলয়ের কোন স্থানই নাই। প্রতিপক্ষের বর্ণনা দৃষ্টে আমরা যতদূর বুঝিতে পারিতেছি,—ভট্টভাস্কর পরিবর্ত্তনশীল উপাধি,এবং অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্ম,—এই দুইয়ের ভেদ স্বীকার করিয়াও, আবার বলেন যে, কারণ হইতে কার্য্যের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উপাধি অভিন্ন। তিনি অবিদ্যাকল্পনার পক্ষপাতী নহেন। শঙ্কর-ভট্টভাস্করের বিচারটীকে মাধবাচার্য্য ঠিক্ বিচারের মত বর্ণনা করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কে কি বলিয়াছিলেন, তাহা পৃথক্‌ভাবে প্রদর্শন না করিয়া পুনঃ পুনঃ "ইতিচেৎ" "ইতিচেৎ" "তাহা যদি হয়" "তাহা যদি হয়" বলিয়া বিচারটিকে তিনি অতি দুর্ব্বোধ্য এবং জটিল করিয়া তুলিয়াছেন।

৯৬। বিরোধ, বা ব্যাঘাত-দোষ, বা বাধ (Law of contradiction), এবং অদ্বৈতবাদ।

দার্শনিকদিগের মধ্যে যত বিবাদ সে সকলের অধিকাংশই বিরোধ বা ব্যাঘাত-দোষ বা বাধ লইয়া। আমাদের দার্শনিকগণ অনেক সময়ে একে অন্যের কথার মধ্যে বিরোধ দোষ প্রদর্শন করিতেই ব্যগ্র। শঙ্কর-ভাস্করের বিচারটী পাঠকের পক্ষে সহজ-বোধ্য করিবার জন্য আমাদের এস্থলে বিরোধ-দোষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে বিরোধ বা ব্যাঘাত দোষের * এইরূপ সংজ্ঞা করিতেছেন ঃ—"যে যে দেশ-কালাদি সম্বন্ধ রূপে 'আছে' বলিয়া যে যে পদার্থের উপলব্ধি হয়, সেই সেই দেশকালাদি সম্বন্ধ যোগেই সেই সেই পদার্থ 'নাই,'—এইরূপ উপলব্ধির নাম 'বাধ' বা 'বিরোধ'। কিন্তু কালান্তরে 'আছে' বলিয়া অনুভূত পদার্থের পরিণামাদি হেতু কালান্তরে 'নাই' এইরূপ উপলব্ধি 'বাধ' বা 'বিরোধ' নয়, কারণ কালভেদ হেতু বিরোধের অভাব। অতএব তাহার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না। রামানুজাচার্য্য আবার বলিতেছেন ঃ—"যে দেশে এবং যে কালে প্রমাণদ্বারা যে পদার্থের সদ্ভাব প্রতিপন্ন হয়, সেই দেশে এবং সেই কালে যদি তাহার অভাব ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে বিরোধ হেতু যে জ্ঞান বলবৎ তাহার 'বাধকত্ব' বা 'ব্যাবর্ত্তকত্ব,' এবং যাহা দুর্ব্বল তাহার 'বাধ' বা 'নিবৃত্তি' স্বীকার করিতে হয়। অপরদিকে জর্ম্মান দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) দেখাইতেছেন যে,পরিচ্ছিন্নাকারের জ্ঞান মাত্রেরই মূলে বিরোধ অন্তর্নিহিত। ‡ রামানুজ নিজেও একথা স্পর্শমাত্র করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেনঃ—"বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ, বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্যেনঃ"—"বৃক্ষাগ্রে শ্যেন বা বাজপক্ষী" বলিতে "বৃক্ষাগ্রের বাহিরে শ্যেন বুঝায়।" বৃক্ষাদি বস্তু-বিশেষের আকার বস্ত্বন্তরদ্বারা অথবা শূন্যদ্বারাই পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্নাকারে বৃক্ষজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার পরিচ্ছেদক বস্ত্বন্তর বা তথা-কথিত শূন্যেরও জ্ঞান লাভ করিতে হয়। যে কোন পরিচ্ছিন্ন বস্তুর

---

* "বাধোঽপি যদ্দেশকালাদিসম্বন্ধিকতয়া যদস্তীত্যুপলব্ধং তস্য তদ্দেশ-কালাদিসম্বন্ধিতয়া নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ। নতু কালান্তরেঽনুভূতস্য কালান্তরে পরিণামাদিনা নাস্তীত্যুপলব্ধিঃ। কালভেদেন বিরোধাভাবাৎ। অতো ন মিথ্যাত্বং।" "যস্মিন্ দেশে যস্মিন্ কালে যস্য সদ্ভাবঃ প্রতিপন্নঃ, তস্মিন্ দেশে তস্মিন্ কালে তস্যাভাবঃ প্রতিপন্নশ্চেৎ, তত্র বিরোধাৎ বলবতো বাধকত্বং, বাধিতস্য তস্য চ নিবৃত্তিঃ।"

‡ Compare "every act of knowledge is an act of distinction."

জ্ঞানের মধ্যেই সেই বস্তু যাহা নয়, বা তাহার পরিচ্ছেদকেরও জ্ঞান অন্তর্নিহিত। এইরূপে আমরা দেখিতেছি, পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানমাত্রেরই মূলে বিরোধ রহিয়াছে, এবং গ্রাহকাত্মা বা দর্শক প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের মধ্যেই "যুগপৎ স্থিতিগতিবৎ" দুই বিরুদ্ধ বস্তুর জ্ঞান নিয়ত লাভ করিতেছে:—যথা, (১) বৃক্ষ, এবং (২) বৃক্ষের পরিচ্ছেদক যাহা বৃক্ষ হইতে অন্য, অথবা শূন্য। স্পিনোজা সূত্র করিতেছেন:—"প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের মধ্যেই তাহার অভাব জ্ঞানও অন্তর্নিহিত ("Omnis determinatio est negatio")। এই মূল সূত্র অনুসারে স্বপ্রকাশ গ্রাহকাত্মাকেও পরিচ্ছিন্নাকারে 'এই আমি' 'ঐ আমি নই' এই ভাবে আপনাকে আপনি জানিতে হইলে, স্বপ্রকাশ গ্রাহকাত্মা (Subject) যাহা নয়, অর্থাৎ স্বাতিরিক্ত-গ্রাহ্য বিষয় বা অনাত্মাকেও (Object) জানিতে হয়। ("The determination of the ego involves the non-ego")। এইরূপে দেখা যায়, আত্মা এবং অনাত্মা, গ্রাহক এবং গ্রাহ্য, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, (Subject and Object), আপাততঃ পরস্পর বিপরীত মনে হইলেও পরস্পর অচ্ছেদ্য (Inseparable) সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বিষয়জ্ঞানমাত্রেই যেরূপ তাহার পরিচ্ছেদক বিষয়ান্তরের জ্ঞানদ্বারা পরিস্ফুট হয়, আত্মা-সম্বন্ধী জ্ঞানও সেইরূপ অনাত্মা-সম্বন্ধী জ্ঞানদ্বারাই পরিস্ফুট হয়। কোন এক বস্তুর সহিত অন্য কোন বস্তুর তুলনাই সম্ভব হয় না, যদি যুগপৎ উভয়েই গ্রাহকাত্মাদ্বারা গৃহীত না হয়।

স্বপ্রকাশ গ্রাহক আত্মার পক্ষে যুগপৎ নানারূপ অনুভূতি-লাভ সম্বন্ধে অথবা নানাপ্রকার ক্রিয়া-সাধন সম্বন্ধে বিরোধ-জনিত বাধের আপত্তির অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্যও বলিতেছেন:—"ব্রহ্ম এক। কিন্তু সেই একত্ব-স্বরূপ পরিত্যাগ না করিলে, ব্রহ্মের মধ্যে এই অনেকাকারা সৃষ্টি কিরূপে সম্ভব? এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে বিবাদের কোন স্থান নাই, যে হেতু আমাদেরই মধ্যে দেখা যায়, স্বপ্ন কালে স্বপ্নদ্রষ্টা এক হইয়াও তাহার একত্ব-স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই অনেকাকারা সৃষ্টি করিয়া থাকে। শাস্ত্রেও পাঠ করা যায় "তথায় রথ নাই, রথদণ্ড নাই, পথ নাই, অথচ স্বপ্নদ্রষ্টা রথ, রথ-দণ্ড, এবং পথ সৃষ্টি করে।" স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া একই ব্রহ্মের মধ্যে অনেকাকরা সৃষ্টিও সেইরূপই সিদ্ধ হওয়া সম্ভব।" ব্রহ্ম-সূত্র ২-১-১৮॥

পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভোজবৃত্তিকার শঙ্করাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈত-মত খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে বিরোধ-দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন:—"একই ব্যক্তি-

দ্বারা একই অবস্থাতে বা রূপে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ অবস্থার যুগপৎ অনুভব সম্ভব হয় না। যথা, আত্ম-সমবেত সুখ উৎপন্ন হইলে, যে অবস্থাতে আত্মার সুখানুভবিতৃত্ব সিদ্ধ হয়, সেই অবস্থা থাকিতেই তাহার পক্ষে দুঃখানুভবিতৃত্ব সম্ভব হয় না।" (কৈবল্য-৩৩॥) পাতঞ্জলের বৃত্তিকারের এই আপত্তির উত্তরে সক্রেটিসের একটী কথা আমাদের স্মরণ হইতেছে। আথেনস্ (Athens) নগরে কারাগারে অবরোধ কালে সক্রেটিসের পাদদ্বয় নিগড়বদ্ধ ছিল। মৃত্যুর সময় নিকট হইলে, তাঁহার পাদদ্বয় শৃঙ্খল-মুক্ত করা হইয়াছিল। তখন তিনি পায়ের উপরে পা তুলিয়া ক্রাইটো (Crito) প্রভৃতি শিষ্যদিগের নিকটে সুখ-দুঃখের প্রকৃত তত্ত্ব এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ঃ—'পায়ের উপরে পা তুলিয়া বসিতে পারাতে আমার এখন কত সুখ বোধ হইতেছে! পূর্ব্বে ত কখনো পায়ের উপরে পা রাখিয়া আমার এত সুখ হইত না। ইহার কারণ কি? শৃঙ্খল-বন্ধন-জনিত তীব্র দুঃখের স্মৃতি শৃঙ্খল-মোচন-জনিত সুখের অনুভূতির সহিত যুগপৎ মনের মধ্যে বর্ত্তমান থাকাতে উভয় অনুভূতির পরস্পর তুলনাদ্বারা শৃঙ্খল-মোচন-জনিত সুখের অনুভূতি এত প্রবল হইতেছে'। যে ব্যক্তি দন্ত-শূলের বেদনায় অথবা জ্বরের জ্বালায় অস্থির, সেই মুহূর্ত্তে যদি তাহার পুত্র দূর দেশ হইতে আসিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করে, তখন কি সে সেই দন্ত-বেদনার সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র-দর্শন-জনিত আনন্দেরও অনুভব করে না? অথবা বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণে লক্ষ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন ঃ—"ইতি ব্রুবতি রামে তু লক্ষ্মণোঽবাক্ শিরা ইব। ধ্যাত্বা মধ্যং জগমাশু মনসা দৈন্য-হর্ষযোঃ (অযোধ্যা—২৩১), এবং রামানুজও তদীয় টীকায় যাহা বলিতেছেন ঃ—"রামস্য ধর্ম্মে ধৈর্য্যং দৃষ্ট্বা হর্ষঃ, তস্য রাজ্যভ্রংশাৎ দুঃখ মিত্যেবা মধ্যগতিঃ"—সুখ-দুঃখের এইরূপ বিরুদ্ধ অনুভূতি সময়ে সময়ে সকলের মনেই যুগপৎ উদয় হইয়া থাকে। একই গ্রাহক আত্মার মধ্যে যদি যুগপৎ নানারূপ অনুভূতির, স্মৃতির, কল্পনার, অথবা চিন্তার সমাবেশ অসম্ভব হইত, তবে প্রকৃত পক্ষে এই "নানারসযুত অবনি-মণ্ডলের" উপলব্ধিই অসম্ভব হইত। যদি কোকিলের বর্ণের অনুভূতির সময়ে, তাহার সঙ্গীতের অনুভূতিকে বিস্মৃত হইতে হইত, তবে কোকিলের আর কোকিলত্বই থাকিত না।* একটী কল্পনা বা চিন্তাকে মনে স্থান দিতে গেলে, যদি অপর সকল কল্পনার বা চিন্তার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি হইত, তবে মানুষের পক্ষে উপন্যাস রচনা, অথবা দার্শনিক বিচার, অথবা স্বপ্ন দর্শন, অথবা দুই বা

* Compare Kant's "manifold of sense, and the unity of reason."

ততোধিক বস্তুর পরস্পর তুলনা করাও অসম্ভব হইত। স্ফুটরূপেই হউক, অথবা অস্ফুটরূপেই হউক (conscious or subconscious)—জীবের নিজের মধ্যেই যখন যুগপৎ নানাপ্রকার বিরুদ্ধ অনুভূতির, এবং চিন্তার সমাবেশ সম্ভব হইতেছে, তখন ব্রহ্ম সম্বন্ধে সে বিষয়ে প্রশ্নই হইতে পারে না।

একখণ্ড কাগজ যুগপৎ 'সাদা' এবং 'সাদা নয়' হইতে পারে না। কিন্তু কাগজখণ্ড সাবয়ব। তাহার বিভাজ্যত্ব গুণ রহিয়াছে, শুধু যে রহিয়াছে, তাহা নয়,—তাহার বিভাজ্যত্বের কোন সীমাই নাই (Infinite divisibility)। অতএব যুগপৎ সেই কাগজখণ্ডের এক অংশ 'সাদা' এবং অপর সকল অংশ 'সাদা নয়',—লাল, কাল, সবুজ, ইত্যাদি যে রং ইচ্ছা হইতে পারে। কিন্তু আত্মা নিরবয়ব, সামান্য কাগজ খণ্ডের ন্যায় তাহার বিভাজ্যত্ব গুণ নাই। কাগজের মধ্যে অংশ ভেদে নীল-লোহিতাদি বর্ণের যুগপৎ সমাবেশের ন্যায়, আত্মার মধ্যে যুগপৎ এক অংশ সুখী এবং অপর অংশ সুখী নয়—দুঃখী, এরূপ বলা যায় না। তাহা বলিয়া কি বিভাজ্যত্ব গুণহেতু সামান্য কাগজ খণ্ডেরও যুগপৎ নানাত্ব গ্রহণের যে শক্তি রহিয়াছে, আত্মার তাহার অনুরূপ কোন শক্তি থাকিবে না? আত্মা কি তবে সামান্য কাগজখণ্ড হইতেও অল্পশক্তি? তাহা নয়। আমরা দেখাইয়াছি যে, গ্রাহক আত্মার পক্ষে সুখ-দুঃখের যুগপৎ অনুভূতি সময়ে সময়ে মানুষমাত্রেরই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। অনাত্মা-পদার্থের সহিত তুলনা দ্বারা দেখা যায় যে, আত্মা-পদার্থের ইহাই বিশেষত্ব, যে অনাত্মা যে স্থলে স্বাতিরিক্তগ্রাহ্য, আত্মা স্ব-সম্বেদ্য বা স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ যে স্থলে অনাত্মা বাহ্য কাগজাদি বা মানস সুখ-দুঃখাদির গ্রাহক বা জ্ঞাতা তাহা হইতে ভিন্ন, আত্মার গ্রাহক আত্মা নিজেই। আত্মা নিজেই নিজের নিত্য সিদ্ধ জ্ঞাতা (Subject), এবং নিজেই নিজের নিত্য সিদ্ধ জ্ঞেয় (Object), যদিও জ্ঞাতৃত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। রূপরসাদি অথবা সুখ-দুঃখাদি অনাত্মা গ্রাহ্য মাত্র। এ সকলের গ্রাহক বা জ্ঞাতা এ সকল হইতে ভিন্ন। এ জন্যই গ্রাহ্য—বাহ্য কাগজাদি সাবয়ব, অথবা মানস সুখ দুঃখাদি নিরবয়ব—অনাত্মার দৃষ্টান্ত, গ্রাহক আত্মার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য।

দার্শনিকেরা বলেন যে, স্পিনোজা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার অনুকরণে, ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি প্রমাণ করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কারণ জ্যামিতি সাবয়ব এবং স্বাতিরিক্ত-গ্রাহ্য অনাত্মা-সম্বন্ধী। ঈশ্বর নিরবয়ব স্বপ্রকাশ আত্মা। জ্যামিতির পথ অবলম্বন করিতে গেলে, চিদাত্মাকেও সাবয়বের ন্যায় বিভাজ্য কল্পনা করিতে হয়,—চিদাত্মার নিত্য-চিৎস্বরূপত্ব বা যুগপৎ জ্ঞাতৃত্বজ্ঞেয়ত্ব, অথবা

বিন্দুতে সিন্ধুস্বরূপত্ব ("All in the whole, and all in every part") ভুলিয়া যাইতে হয়। বৈদিক ঋষি পরমাত্মা সম্বন্ধে বলিতেছেন—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" সাবয়বের ন্যায় বিভাজ্যত্ব গুণ না থাকিলেও আত্মত্ব হেতুই আত্মা যুগপৎ নানা কার্য্যসাধনে, অথবা নানা অবস্থা অথবা নানা অনুভূতি লাভে সক্ষম।

আবার জ্যামিতি সাবয়বসম্বন্ধী বলিয়া যেমন নিরবয়ব আত্মা সম্বন্ধে জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ সকল অপ্রযোজ্য, আমাদের ন্যায়-শাস্ত্র (Logic)ও সেইরূপ স্বাতিরিক্তগ্রাহ্য বিষয়-সম্বন্ধী। অতএব স্বসম্বেদ্য গ্রাহকাত্মা সম্বন্ধে ন্যায়ের স্বতঃসিদ্ধ সকলও অপ্রযোজ্য। জ্যামিতির ঘূর্ণা পাকে পড়িয়া স্পিনোজার যে দশা হইয়াছিল, ন্যায়ের ঘূর্ণাপাকে পড়িয়া আমাদের দার্শনিকদিগের মধ্যেও অনেকের কতকটা সেই দশা হইয়াছিল। ন্যায়শাস্ত্র দেশকালের (Co-existence and sequence) সীমায় আবদ্ধ। এজন্য তাদাত্ম্য (Identity), বিরোধ (Contradiction), এবং মধ্যাভাব (Excluded middle),—ন্যায়ের এই সকল মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ স্বাতিরিক্তগ্রাহ্য বাহ্য অথবা মানস * ব্যাপার সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য। 'স্বসম্বেদ্য', দেশ কালের অতীত, গ্রাহক আত্মা সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য নয়। (১) 'যাহা যেরূপ সেরূপই' (তাদাত্ম্য), (২) 'যাহা যেরূপে আছে যুগপৎ সেরূপে নাই' (অস্তিতা-নাস্তিতা বা বিরোধ), এবং (৩) 'যে কোন পদার্থ হয় এরূপে আছে, না হয় এরূপে নাই' (মধ্যাভাব), ন্যায়ের এই সকল স্বতঃসিদ্ধ দেশ এবং কাল উভয় দ্বারা (Time and space) গণ্ডিবদ্ধ রূপরসাদি-বিশিষ্ট বাহ্যবস্তু, অথবা একমাত্র কালদ্বারা গণ্ডিবদ্ধ আগমাপায়ী সুখদুঃখাদি মানস সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য। রূপাদি-রহিত, দেশ-কালের সীমার অতীত, গ্রাহক আত্মা সম্বন্ধে সে সকল প্রযোজ্য নয়। যে গ্রাহক চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া দেশ এবং কাল, এবং সর্ব্বপ্রকার গ্রাহ্য রূপরসাদি এবং সুখ-দুঃখাদি বিষয় স্রোতঃপ্রবাহের ন্যায় নিয়ত আসিতেছে এবং যাইতেছে, স্বসম্বেদ্য হওয়াতে যে গ্রাহক আত্মার, স্বাতিরিক্তগ্রাহ্য বিষয় সকলের ন্যায়, ইন্দ্রিয়মনের ব্যাপারদ্বারা আপনাকে আপনি গ্রহণ করিতে হয় না, সেই 'নেতি, নেতি'-স্বরূপ বা নির্ব্বিশেষ আত্মার সম্বন্ধে তাদাত্ম্য, বিরোধ, এবং মধ্যাভাব, ন্যায়ের

* দার্শনিকেরা বলেন যে, বাহ্যজগৎ এবং মনোজগতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বাহ্যজগৎ দেশ এবং কাল (Co-existance and sequence) উভয় সাপেক্ষ, এবং মনোজগৎ একমাত্র কাল (Sequence) সাপেক্ষ।

এই সকল স্বতঃসিদ্ধ প্রযোজ্য হইতে পারে না। যাহা এরূপ অথবা সেরূপ, ইহা অথবা উহা, আছে অথবা নাই, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার বিশেষানুভূতির অদ্বিতীয় সাক্ষী, এবং ভিত্তি-স্বরূপ, যাহা স্বতঃ এরূপও নয়, সেরূপও নয়, ইহাও নয়, উহাও নয়, 'অস্তি' 'আছে' বলা ভিন্ন কোন প্রকার বিশেষত্ব-যুক্ত অনুভূতি যাহার সম্বন্ধে অসম্ভব—"অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে", —যিনি বিদিত এবং অবিদিত সকল হইতে ভিন্ন অথচ বিদিত এবং অবিদিত উভয়েরই সাক্ষী, এবং ভিত্তিস্বরূপ,—"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"—সেই কেবল বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রস্বরূপ আত্মা সম্বন্ধে তাদাত্ম্য বা 'যেরূপ সেরূপই', বিরোধ বা 'যেরূপে আছে যুগপৎ সেরূপে নাই' অথবা মধ্যাভাব বা 'হয় এরূপ, না হয় এরূপ নয়'—ইত্যাকার বাক্য কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে? যাহার মোটে মায় রান্ধে না, তাহার আবার তপ্ত আর পান্থ কি! যাহার মোটেই রূপ নাই, তাহার আবার 'এরূপ' আর 'সেরূপ' কি? রূপাদি, অথবা সুখদুঃখাদি, কোন বিশেষত্ব-যুক্ত পদার্থ —'অস্তি' বলিলে, 'এই রূপে' অথবা 'সেই রূপে' অস্তি, এবং গ্রাহক চৈতন্য সম্বন্ধেই 'অস্তি,'। 'নাস্তি' বলিলেও 'এইরূপে' অথবা 'সেইরূপে' 'নাস্তি' এবং তাহাও গ্রাহক চৈতন্য সম্বন্ধেই 'নাস্তি'। যাহা 'এরূপ' 'সেরূপ' সর্ব্বরূপের 'অস্তিতা-নাস্তিতার' সাধারণ ভিত্তিস্বরূপ, সেই গ্রাহক চৈতন্য সম্বন্ধে 'এরূপ-সেরূপের' বিরোধের নিয়ম কিরূপে প্রয়োজ্য হইতে পারে?

রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে 'অস্তিতা-নস্তিতা' সম্বন্ধে বলিতেছেনঃ— * "কাদাচিৎক রূপ অবস্থা-বিশেষের যোগে অচিৎ বস্তুর 'নাস্তি'-শব্দ-বাচ্যত্ব, এবং তাহার বিপরীত অর্থাৎ চিদ্বস্তুর নিয়ত নিজ-সিদ্ধ-জ্ঞানরূপে একাকারত্ব হেতু 'অস্তি,'-শব্দ-বাচ্যত্ব। তিনি বলিতেছেন "যে বস্তু প্রতি মুহূর্ত্তে অন্যথাত্ব প্রাপ্ত হয় ("Becoming"), এবং সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর অবস্থা-প্রাপ্তি দ্বারা তাহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অবস্থা পরিত্যাগ করে, এমন কি, তাহার উত্তরাবস্থাতে তাহার পূর্ব্বাবস্থার কোন প্রতিসন্ধান বা নিদর্শনই থাকে না ("Becoming nothing"),

* "অচিদ্বস্তুনঃ কাদাচিৎকত্বাবস্থা-বিশেষ-যোগিতয়া 'নাস্তি' শব্দাভিধেয়ত্বং। ইতরস্য সর্ব্বদা নিজ-সিদ্ধ-জ্ঞানৈকাকারত্বেন 'অস্তি' শব্দাভিধেয়ত্বং"। "যদ্বস্তু প্রতিক্ষণ মন্যথাত্বং যাতি, তদুত্তরোত্তরাবস্থা-প্রাপ্ত্যা পূর্ব্বাবস্থাং জহাতীতি তস্য পূর্ব্বাবস্থস্যোত্তরাবস্থায়াং ন প্রতিসন্ধান মস্তি অতঃ সর্ব্বদা তস্য 'নাস্তি'-শব্দাভিধেয়ত্বমেব। চিদংশঃ সদৈকরূপতয়া সর্ব্বদা হস্তিশব্দবাচ্য অচিদংশস্তু প্রতিক্ষণপরিণামিত্বেন সর্ব্বদা নাশগর্ভ ইতি "নাস্তি"।

তাহা সর্ব্বদাই 'নাস্তি' (nothing)-শব্দবাচ্য। সর্ব্বদা একরূপত্ব হেতু চিদংশ সর্ব্বদা 'অস্তি'-শব্দবাচ্য (Being)। প্রতিমুহূর্ত্তে পরিণামিত্ব হেতু অচিদংশ সর্ব্বদা নাশগর্ভ, অতএব তাহা সর্ব্বদাই নাস্তি (nothing)। শঙ্করের মতেরই প্রতিধ্বনি-স্বরূপ রামানুজও বলিতেছেন:—* "সত্যত্ব একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই, অন্য কাহারও নাই। অন্যের অসত্যত্বই। ভুবনাদির সত্যত্ব ব্যাবহারিক মাত্র।" এই "অস্তি-নাস্তি" অথবা 'সত্য-অসত্য' পরস্পর বিরুদ্ধ। গ্রাহক চিদাত্মার মধ্যেই এই উভয়ের যুগপৎ সমাবেশ সকলেরই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। তবে আর গ্রাহক চিদাত্মাসম্বন্ধে বিরোধের নিয়ম কোথায় রহিল।

এইরূপে আমরা দেখিতেছি, একই বস্তুর যুগপৎ নানারূপে অবস্থান স্বাতিরিক্তগ্রাহ্য রূপ-রস অথবা সুখ-দুঃখাদি বিষয় সম্বন্ধেই বিরোধদোষদ্বারা বাধিত। সাক্ষী-স্বরূপ গ্রাহক চিদাত্মাসম্বন্ধে সে দোষ অপ্রযোজ্য—"অয়ং আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানভূঃ" (বৃং ২।৫।১৯)—'এই আত্মাই (অস্তি-নাস্তি) সকল প্রকার অনুভূতির একাধার-স্বরূপ ব্রহ্ম"। বেদান্ত শাস্ত্রের ইহাই উপদেশ। বিশিষ্টবাদী রামানুজ এবং নির্ব্বিশেষবাদী শঙ্কর উভয়ের মতেই স্বাতিরিক্তগ্রাহ্য বিষয়মাত্রেই বিরোধ-নিয়মের অধীন। আর্হত মত খণ্ডন উপলক্ষে শঙ্কর ও রামানুজের সহিত একমত হইয়া গ্রাহ্য বিষয়সম্বন্ধে বলিতেছেন:—"নহ্যে কস্মিন্ ধর্ম্মিণি যুগপৎ সদসত্ত্বাদি-বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-সমাবেশঃ সম্ভবতি শীতোষ্ণবৎ" (২-২-৩৩) "একই ধর্ম্মীর মধ্যে শীতোষ্ণের ন্যায় যুগপৎ সত্ত্ব এবং অসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভব নয়।" গ্রাহক চিদাত্মার যুগপৎ নানা অবস্থাতে অবস্থান, এবং যুগপৎ নানা কার্য্য সাধন, অথবা নানা অনুভূতি গ্রহণ যে বিরোধের নিয়মদ্বারা বাধিত হয় না, শঙ্করাচার্য্য তাহাও এইরূপে ব্যক্ত করিতেছেন:—"যদি আপত্তি হয় যে আত্মা যখন নানারূপে প্রবিভক্ত, অতএব তাহার বিকার, এবং বিকার হেতু তাহার উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়,—একথার উত্তরে বলা যাইতেছে, আত্মার আপনা হইতে আপনার বিভাগ নাই। (অর্থাৎ সাবয়ব বস্তুর বিভাজ্যত্বের ন্যায় নিরবয়ব আত্মার বিভাজ্যত্ব অসম্ভব)। বুদ্ধ্যাদি উপাধিহেতু প্রবিভাগের প্রতিভান বা আভাস মাত্র,—যেমন ঘটাদি-সম্বন্ধ-জনিত আকাশের ও বিভাগের প্রতিভান বা আভাস। ব্রহ্ম এক এবং বিকার-রহিত হইলেও তাহার অনেক-

---

* "জ্ঞান-স্বরূপস্য ব্রহ্মণ এব সত্যত্বং নান্যস্য। অন্যস্য চাসত্যত্বমেব। ভুবনাদেঃ সত্যত্বং ব্যাবহারিকং।" Ramanuja herein anticipated "Hegel's—Being—becoming—nothing", or the identity of contraries".

বুদ্ধিময়ত্ব শ্রুতিই দেখাইতেছে—ব্রহ্মের (সচ্চিদানন্দ) স্বরূপের পৃথক্ অনভিব্যক্তি হেতু তাহার (বুদ্ধ্যাদি উপাধির সহিত) তন্ময়ত্ব, অথবা (বুদ্ধ্যাদি দ্বারা) তাহার উপরক্ত-স্বরূপত্ব, যেমন স্ত্রীপরতন্ত্র অর্থে কামাতুর ব্যক্তিকে বলা যায় "স্ত্রীময়" ইত্যাদি। জীব-ব্রহ্মের লক্ষণ-ভেদ ও উপাধি-জনিত, যেহেতু সর্ব্ব সংসার-ধর্ম্মের প্রত্যাখ্যান দ্বারা (অর্থাৎ নেতি নেতি সাধনাদ্বারা) বিজ্ঞান-ময় (বা জীব) আত্মারই পরমাত্মভাব শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছে"। (ব্রহ্মসূত্র-২-৩-১৭)। * কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজাচার্য্য যেন বিরোধ-দোষের বিভীষিকা দেখিয়া তাহার অদ্বৈত মত খর্ব্ব করিয়া ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নিত্য "তমঃ"-শব্দবাচ্য অচিৎবস্তুর সমষ্টিস্বরূপ সাঙ্খ্য প্রকৃতির একপ্রকার সূক্ষ্মাবস্থা কল্পনা করিতেছেন। † তত্ত্বমসি শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যাতেও রামানুজ বলিতেছেনঃ—"শরীরাত্মভাবায়ত্তং তাদাত্ম্যং সামানাধিকরণ্যেন ব্যপদিশতি",—তত্ত্বমসি এই সামানাধিকরণ্যবাক্যদ্বারা শরীরের সহিত জীবের নিজের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের ন্যায় তাদাত্ম্য উক্ত হইতেছে। তিনি বলিতেছেনঃ—'তৎ পদদ্বারা সর্ব্বজ্ঞ সত্যসঙ্কল্প জগৎকারণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা যাইতেছে। তাহার সহিত সমানাধি-করণ 'ত্বম্' পদদ্বারা অচিদ্‌বিশিষ্ট জীবশরীরক পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করা যাই-তেছে,—যেহেতু সামানাধিকরণ্য প্রকারদ্বয়াবস্থিত এক বস্তুপর" ‡। রামানুজের মতে জীব অচিদ্বিশিষ্ট অতএব পরব্রহ্মের শরীরস্বরূপ মাত্র। জীব-ব্রহ্মের তাদাত্ম্য দেহ-দেহীর তাদাত্ম্যের তুল্য। দার্শনিক দৃষ্টিতে ইহা অদ্বৈতবাদের ভিতরে দ্বৈতবাদের 'গুজামিল' ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদিও রামানুজ শ্রুতি-বিরুদ্ধ বলিয়া,—"সর্ব্ববেদান্তপরিত্যাগঃস্যাৎ" বলিয়া ভেদবাদের প্রতিবাদ

* "ননু প্রবিভক্তত্বাদ্বিকারো বিকারত্বাচ্চোৎপদ্যত ইত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে নাস্য প্রবিভাগঃ স্বতো হস্তি বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিনিমিত্তংত্বস্য প্রবিভাগপ্রতিভান-মাকাশস্যেব ঘটাদিসংবন্ধ-নিমিত্তম্। ব্রহ্মণ এবাবিকৃতস্য সতোঽপ্যেকস্যানেক-বুদ্ধ্যাদিময়ত্বং দর্শয়তি। তন্ময়ত্বংচাস্য বিবিক্তস্বরূপানভিব্যক্ত্যা তদুপরক্ত-স্বরূপত্বং স্ত্রীময়ো জাল্ম ইত্যাদিবদ্দ্রষ্টব্যম্। লক্ষণভেদোঽপ্যনয়োরূপাধিনিমিত্ত এব বিজ্ঞানময়স্যাত্মনঃ সর্বসংসারধর্ম্মপ্রত্যাখ্যানেন পরমাত্মভাবপ্রতিপাদনাৎ"।

† অপ্যয়কালে অচিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে বস্তুনি প্রলয়-প্রতিপাদনপরত্বাৎ তমঃশব্দেন অচিৎসমষ্টিরূপায়া প্রকৃতেঃসূক্ষ্মাবস্থোচ্যতে"। ২২০ পৃঃ শেষ ফুটনোট দ্রষ্টব্য। ‡ "তৎ পদংহি সর্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং জগৎকারণং ব্রহ্ম পরামৃশতি। তৎসমানাধি-করণং ত্বং পদং চাচিদ্বিশিষ্টং জীবশরীরকং পরং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি প্রকার-দ্বয়াবস্থিতৈকবস্তুপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য। (শ্রীভাষ্য ১খঃ-পৃঃ ৫৪৭)।

করিতেছেন, তথাপি তাহার এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ একরূপ প্রচ্ছন্ন ভেদবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। সে যাহা হউক, ইহা সত্ত্বেও জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, রামানুজ ও ব্রহ্মসম্বন্ধে বিরোধদোষের আপত্তির কোন স্থান রাখিতেছেন না, কারণ তিনিও বলিতেছেন ঃ—"অসঙ্খ্যেয়কল্যাণগুণং স্বর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পং পরং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতাং কিংন সেৎস্যতি, কিং নোপপদ্যতে।" "সর্ব্বং সমঞ্জসং"। অসংখ্যেয় কল্যাণগুণের আকর—সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, পরব্রহ্মকে স্বীকার করিলে কি অসিদ্ধ থাকিতে পারে? কি অসঙ্গত হইতে পারে? সকলই অসামঞ্জস্য-শূন্য"। এতদ্দ্বারা তিনি ও পাকতঃ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বিরোধ-জনিত কোন আপত্তির স্থান রাখিতেছেন না। অপরদিকে শঙ্করাচার্য্য বিরোধ-দোষের বিভীষিকা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া প্রকৃত দার্শনিকের ন্যায় রামানুজের দেহ-দেহীসম্বন্ধের অনুরূপ জীবব্রহ্মের আভাস-তাদাত্ম্যের পরিবর্ত্তে জীব-ব্রহ্মের আত্যন্তিক তাদাত্ম্য স্বীকার করিয়া, এবং রামানুজের "তমঃ" শব্দাভিধেয় অচিৎ-সমষ্টির পরিবর্ত্তে 'অবিদ্যা' বা 'আত্মাজ্ঞান' নামে আধুনিক দার্শনিকদিগের "বিশেষ-বিজ্ঞানের সাপেক্ষত্ব" (Relativity of knowledge) স্বীকার করিয়া, বুদ্ধিমনের অগোচর (Mystery) অর্থে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-সম্বন্ধী 'চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্তত্ব' অথবা "অস্তি-নাস্তি-উভয়-অনুভয়ত্ব-রহিত' মতের অনুকরণে, শঙ্কর সেই অবিদ্যা বা আত্মাজ্ঞানসম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—"শরীর-দ্বয়-কারণং আত্মাজ্ঞানং। তচ্চ ন সৎ, নাসৎ, নাপি সদসৎ। ন ভিন্নং, নাভিন্নং, নাপি ভিন্নাভিন্নং কুতশ্চিৎ। ন নিরবয়বং ন সাবয়বং, নোভয়ং। কেবলব্রহ্মৈকত্বজ্ঞানাপনোদ্যং" (পঞ্চীকরণ)। বিরোধ-দোষের বিভীষিকা-নির্মুক্ত হইয়া শঙ্কর তাঁহার বৃহদারণ্যকীয় অন্তর্য্যামি-বিদ্যার ভাষ্যে শুদ্ধাদ্বৈতবাদের ভিতরেই ত্রিত্ববাদ ও প্রদর্শন করিতেছেন ঃ—(১) "যমন্তর্য্যামিনং ন বিদুঃ" 'যে অন্তর্য্যামী "প্রশাসিতাকে" পৃথিব্যাদি দেবতাগণ (ক্ষেত্রজ্ঞ) জানে না'; (২) "যে চ ন বিদুঃ" 'যে সকল পৃথিব্যাদি দেবগণ (ক্ষেত্রজ্ঞ) সেই অন্তর্য্যামী প্রশাসিতাকে জানে না,' এবং (৩) "যচ্চ তদক্ষরং দর্শনাদিক্রিয়াকর্ত্তৃত্বেন সর্ব্বেষাং চেতনাধাতুঃ" "সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) যাহা দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব হেতু সকলের চেতনা-ধাতু স্বরূপ", শাঙ্করাচার্য্যের মতে এই তিনে মিলিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং"। শঙ্করের মতে (১) "নেতি-নেতি-ব্যপদেশ্য" "নিরুপাধিক" আত্মা, (২) "অবিদ্যা-জনিত-কাম-কর্ম্ম-বিশিষ্ট কার্য্য-করণোপাধিযুক্ত সংসারী জীব আত্মা", এবং (৩) "নিত্যনিরতিশয়জ্ঞানশক্ত্যুপাধি-

যুক্ত* আত্মা অন্তর্যামী ঈশ্বর”—এই আত্মাত্রয় মিলিয়া “একমেবাদ্বিতীয়ং” বা পরমাত্মা। “একে তিন,তিনে এক”। এইরূপে বিরোধ-দোষের বিভীষিকা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া শঙ্কর জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের মিলন-ভূমিতে দাঁড়াইয়া ভক্তি-বিগলিত চিত্তে পরমাত্মার স্তব করিতেছেন ঃ—

“সত্যপি ভেদাপগমে
নাথ তবাহং ন মামকীন স্ত্বং।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ
ক্বচন তারঙ্গো ন সমুদ্রঃ ॥”

৯৭। শঙ্কর-ভাস্করের বিচার।

শঙ্করাচার্য্য নানারূপে ভট্টভাস্করের মতকে বিধ্বস্ত করিলে পর, বহুক্ষণ বিচারান্তে স্বপক্ষ রক্ষণে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে ভট্টভাস্কর শঙ্করের বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অদ্বৈতমত খণ্ডন করিবার মানসে বলিতে লাগিলেন ঃ—“হে যতি-রাজ প্রকৃতি † (বা মায়া) জীবেশ্বরের ভেদকর্ত্রী, তোমার এই কথা অসঙ্গত, কারণ, প্রকৃতিকে জীবাশ্রিতই বল, অথবা ঈশ্বরাশ্রিতই বল, তাহা জীবেশ্বরের ভেদের কারণ হইতে পারে না,—যে হেতু জীবভাব এবং ঈশ্বরভাব উভয় ভাবই (প্রকৃতি-জনিত অতএব) প্রকৃতির উত্তরভাবী (অর্থাৎ পরে উৎপন্ন)। শঙ্করা-

* পৌরাণিক মহাপ্রলয় মত স্বীকার করাতে শঙ্কর ঈশ্বরের নিত্যনিরতিশয় জ্ঞানশক্তিকেও পরমাত্মার স্বরূপগত ধর্ম্ম না বলিয়া পরিবর্ত্তনশীল “উপাধি” মাত্র বলিতেই বাধ্য হইয়াছেন।

† ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের বিখ্যাত ১২৯ সূক্তকে রামানুজ ভিত্তি করিতেছেন। এই বিখ্যাত সূক্তের প্রথম ও তৃতীয় ঋকের আরম্ভ—মূল এবং অনুবাদ—এস্থলে দেওয়া গেল ঃ—(১) “নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং, নাসীদ্রজো নো ব্যোমো পরো যৎ”। তৎকালে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না, পৃথিবীও ছিল না, বিস্তৃত আকাশও ছিল না। (“নাসীদ্রজো”—এই শ্রুতিকে কেহ কেহ বৈশেষিকদিগের পরমাণুবাদের বিরোধী মনে করেন)। (৩) “তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং”। ‘আদিতে অন্ধকারদ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। এই সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত জলময় ছিল’। এই সকল ঋক্‌কে ভিত্তি করিয়া ‘প্রকৃতি’ এবং ‘মায়া’ শব্দ সম্বন্ধে রামানুজ বলিতেছেন ঃ—“না সদাসীন্নো সদাসীত্ত দানীং” ইত্যাদি “ইত্যত্রাপি সদসৎ শব্দৌ চিদচিৎব্যষ্টিবিষয়ৌ। উৎপত্তিবেলায়াং সৎত্যৎ শব্দাভিহিতয়ো শ্চিদচিৎব্যষ্টিভূতয়ো বস্তুনোরপ্যয়কালেঽচিৎসমষ্টিভূতে তমঃশব্দাভিধেয়ে বস্তুনি প্রলয়প্রতিপাদনপরত্বাৎ। তমঃশব্দেন অচিৎসমষ্টিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ সূক্ষ্মাবস্থোচ্যতে। মায়াশব্দো বিচিত্রার্থ-সর্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতেশ্চ মায়াশব্দাভিধানং বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব”। শ্রীভাষ্য খণ্ড ১-পৃঃ—৫২৩-২৪ ॥

চার্য্য প্রচলিত দর্পনের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া ভট্টভাস্করের আপত্তি খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর উত্তর করিলেন :—"বল দেখি, দর্পণ-ক্রিয়া কিরূপে বিম্ব-প্রতিবিম্বভেদ সাধন করে ?† যদি বল বস্তুমাত্রগ (অর্থাৎ মুখাদি বিম্বকে মাত্র আশ্রয় করিয়াই দর্পণ মুখাদির প্রতিবিম্ব উৎপাদন করে) তবে বলিতে হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ চিদাত্মাকেমাত্র আশ্রয় করে,—(বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব) উভয়ত্রই তুল্য। প্রকৃতি চিদাত্মগত হইলেও তাহা উপাধিমাত্র (অর্থাৎ স্বরূপগত ধর্ম্ম নয়), অতএব তাহা দর্পণের (প্রতিবিম্বী-করণ ব্যাপারের) ন্যায় বিম্বস্থানীয় পরমাত্মপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিবিম্ব-স্থানীয় জীবাত্মার পক্ষ গ্রহণ করাতে বিরুদ্ধ কিছুই নাই।

† With regard to the time-honoured and classical illustration of a virtual image as representing the relation of Jiva to Brahma, scientifically speaking, we have to note that the true cause of the formation of a virtual image in a looking-glass is the reflection of the rays of light from any object by the mercury coating of the glass at an angle of reflection equal to the angle of incidence. The reflected rays although as real as the incident rays do not actually pass to the point where the image is seen, but only appear to do so. Scientifically speaking, Ramanuja almost approaches the correct explanation when he says in his Sribhashya :—

"নচ দর্পণাদি মুখাদেরভিব্যঞ্জকঃ। অপি তু চক্ষুগততেজঃ-প্রতিফলনরূপদোষ-হেতুঃ। তদ্দোষকৃত স্তত্রান্যথাবভাসঃ। অভিব্যঞ্জক স্থালোকাদিরেব। (পৃঃ ২৯৩।) বস্তুভূত এব জলাদৌ মুখাদিপ্রতিভাসো, বস্তুভূত-মুখগত-বিশেষ-নিশ্চয়-হেতুঃ" (পৃঃ ৩১৭)। দর্পণাদি মুখাদির অভিব্যঞ্জক নয়। তবে দর্পণাদি চাক্ষুষ-তেজের প্রতিফলনরূপ দোষের হেতু। সেই দোষ-হেতুই দর্পণাদিতে মুখাদির অন্যথাভাস (অর্থাৎ দ্বিতীয় মুখাদির প্রকাশ)। আলোকাদিই প্রকৃত অভিব্যঞ্জক। জলাদিতে মুখাদির যে প্রতিভাস বা প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহাও বস্তুভূতই, কারণ তাহা বস্তুভূত মুখগত বিশেষের নির্ণায়ক।" তিনি আবার বলিতেছেন :—"দর্পণাদিষু নিজমুখাদিপ্রতীতিরপি যথার্থা, দর্পণাদ-প্রতিহত-গতয়ো হি নায়ন-রশ্ময়ো (visual axes ?) দর্পণাদি-দেশ-গ্রহণপূর্ব্বকং নিজমুখাদি গৃহ্ণন্তি। তত্রাপ্যতিশৈঘ্র্যাদন্তরালাগ্রহণাৎ তথাপ্রতীতিঃ।" দর্পণাদিতে যে দর্শকের নিজ মুখাদির প্রতীতি হয়, তাহাও যথার্থ। নায়নরশ্মি সকলের গতি দর্পণাদিদ্বারা প্রতিহত হওয়াতে, দর্শক দর্পণাদি দেশমাত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজ মুখাদির আভাস বা প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করে। অতি শীঘ্রত্ব এবং অন্তরালের অগ্রহণ হেতু সেরূপ প্রতীতি জন্মে।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এস্থলে প্রকৃতিকে পরমাত্মার উপাধি বলা হইতেছে, কিন্তু পরমাত্মার জগৎ-রচনা-শক্তি অর্থে প্রকৃতিকে পরমাত্মার স্বরূপগত বলাই অধিকতর সঙ্গত। শঙ্কর নিজেই তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন ঃ—"ঈশ্বরস্যাপি অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তি-র্ভবিষ্যতি, নচ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে। নাপ্য প্রবৃত্তিরুন্মত্তপ্রবৃত্তির্বা"। ২-১-৩৩॥ ঈশ্বরের পক্ষে সৃষ্টি-প্রবৃত্তি প্রয়োজনান্তর-নিরপেক্ষ, কেবলমাত্র স্বভাববশত লীলারূপাই হইবে। স্বভাবের পরিহার সম্ভব নয় (কারণ তাহা হইলে স্বভাবের স্বভাবত্বই থাকে না)। সৃষ্টি কার্য্যে ঈশ্বরের অপ্রবৃত্তি অথবা উন্মত্তবৎ প্রবৃত্তি হইতে পারে না"। এরূপ অবস্থায় শঙ্করের পক্ষে "জগৎ রচনা-শক্তি" অর্থে প্রকৃতিকে পরমাত্মার স্বরূপগত বলাই সঙ্গত। কিন্তু স্বরূপ-গত বলিলে পৌরাণিক মহাপ্রলয় মতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। এজন্যই বোধ হয় "line of least resistance" ভাবিয়া পৌরাণিক মহাপ্রলয় মত অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে শঙ্কর তাঁহার স্বকীয় "সৃষ্টির স্বভাববাদের" গোড়া কাটিয়া প্রকৃতিকে পরমাত্মার উপাধিমাত্র বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—কারণ মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির কার্য্যভূত বিশ্বপ্রপঞ্চ থাকে না, এবং সেই সঙ্গে জ্ঞেয় "সর্ব্বের" অভাব হেতু পরমাত্মার "সর্ব্বজ্ঞত্ব"ও থাকে না, এবং "ঈশিতব্যের" অভাব হেতু পরমাত্মার "ঈশ্বরত্ব"ও থাকে না।

ভট্টভাস্কর ঃ—নির্ব্বিকার, নিঃসঙ্গ, চিৎঘনস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রকৃতির (অর্থাৎ প্রকৃতি-কার্য্য অবিদ্যার) আশ্রয় বলা শোভা পায় না, অতএব প্রকৃতিকে অন্তঃকরণাদি-বিশেষত্বযুক্ত জীবাত্মার আশ্রিত বলাই সঙ্গত।

শঙ্কর ঃ—এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃতির বিশিষ্টগত্ব

An empirical explanation of the phenomena of the formation of virtual images without a study of optical laws, cannot be quite correct, but the attempt itself with partial success shows that Ramanuja was a very keen observer of phenomena. His explanation of the phenomena of double vision really due to non-convergence of the visual axes of the two eyes—দ্বিচন্দ্রজ্ঞানাদাবপ্য ঙ্গুল্যবষ্টম্ভতিমিরাদিভির্নয়নতেজোগতিভেদেন সামগ্রীভেদাৎ" ইত্যাদি, and also of the formation of the mirage really due to what is called "total reflection",—"মরীচিকাজলজ্ঞানেঽপি তেজঃ-পৃথিব্যোরপ্যম্বুনো বিদ্যমানত্বাৎ, ইন্দ্রিয়দোষেণ তেজঃ-পৃথিব্যোর গ্রহণাৎ" ইত্যাদি are also extremely ingenious.

সম্বন্ধে (অর্থাৎ প্রকৃতি যে তাহারই একদেশীভূত অবিদ্যা-জনিত অন্তঃকরণাদি-বিশিষ্ট জীবনিষ্ঠ সে বিষয়ে) কোন প্রমাণ আপনি প্রদর্শন করিয়াছেন, এরূপ দেখা যায় না।

ভট্টভাস্কর ঃ—"অহং অজ্ঞঃ" এই অনুভূতিই তাহার প্রমাণ।

শঙ্কর ঃ—অজ্ঞতার অনুভূতি এস্থলে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তাহা যদি হইতে পারে (অর্থাৎ 'অহং অজ্ঞঃ' এইরূপ প্রতীতি হয়, অতএব তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইলে) তবে "অনুভবী অহং" 'আমি অনুভূতিমান' এরূপ প্রতীতিও যখন আমাদের হয়, তখন অনুভূতি (অর্থাৎ চৈতন্য)ও অন্তঃ-করণাদি-বিশিষ্ট জীবনিষ্ঠ হইতে পারে। বস্তুতঃ অনুভূতি অজড়, (বুদ্ধ্যাদি) অন্তঃকরণ জড়। অজড়ের জড়-নিষ্ঠতা স্বীকার করা যায় না।

ভাস্কর ঃ—কিন্তু অগ্নিযোগে লৌহপিণ্ডের দাহকতার ন্যায়, অনুভূতিমান আত্মার যোগে তাদাত্ম্যহেতু বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণেরও অনুভূতিমত্ব স্বীকার করা হয়।

শঙ্কর ঃ—তাহা যদি বল,তবে তোমার আপত্তিই অসঙ্গত। কারণ এস্থলেও তাদাত্ম্য হেতু সেইরূপই প্রকৃতির আশ্রয়ভূত অনুভূতিমান আত্মার যোগেই বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণের প্রতিও "আমি অজ্ঞ" এইরূপ অনুভূতিমত্ত্বের উপচার সিদ্ধ হয়। শুধু প্রকৃতি বা মায়া-জনিত উপাধির যোগে অন্তঃকরণের প্রতি অনুভূতিমত্ত্বের উপচার সিদ্ধ হয় না। অন্যথা-গতি (অর্থাৎ "ভ্রম" বা অচেতনে চৈতন্যের অধ্যারোপ) উভয়ত্রই সমান।

ভাস্কর ঃ—অজড় অনুভবের জড় অন্তঃকরণ-আশ্রয়ত্ব কথাই বিরুদ্ধ। বিরোধ-দোষ দ্বারা বাধিত হওয়াতে "আমি অজ্ঞ" এই অনুভূতির জড় বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণ-নিষ্ঠত্ব কল্পনাকে "ভ্রম" বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে সেরূপ বাধক বিরোধ-দোষের অভাব হেতু প্রকৃতির অন্তঃকরণ-নিষ্ঠত্বের কল্পনাকে ভ্রম বলা যায় না।

শঙ্কর ঃ—এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ এস্থলেও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণ বা চিত্ত তাহার উৎপাদক, সেই প্রকৃতির আশ্রয় হইতে পারে না, এই বাধক বর্ত্তমান। আর এই প্রকৃতি-জনিত অজ্ঞান যদি চিত্ত বা অন্তঃকরণের আশ্রিত হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তি কালেও তাহা চিত্ত বা অন্তঃকরণের মধ্যেই থাকিত। এই প্রণালীতে বিচার করিলে দেখা যায় যে প্রকৃতির বিশিষ্ট-নিষ্ঠত্বের অর্থাৎ দৃশ্য বুদ্ধ্যাদি অন্তঃকরণ-নিষ্ঠত্বের কোন প্রমাণ নাই। (অতএব প্রকৃতি চিদাত্মনিষ্ঠ।)

ভাস্কর ঃ—যে হেতু সুষুপ্তি-কালে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধিকা 'প্রকৃতি' বা 'মায়া' থাকেই না, তখন তদ্দৃষ্টে সেই প্রতিবন্ধিকা প্রকৃতি বা মায়াকে চিদ্গত বলার কোন অর্থই নাই। সুষুপ্তি কালে যে জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞানের কোন প্রতিবন্ধক থাকে না "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতি" "হে সৌম্য, তখন সৎস্বরূপের সহিত মিলিত, স্বস্বরূপে বিলীন হয়",—সুষুপ্তি কালে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ববোধক এই শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। আর "সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ" সৎস্বরূপে মিলিত হইয়াও জীব তাহা জানে না"—এই শ্রুতি বাক্যে "ন বিদুঃ" অনুভূতির এই নিষেধবাক্যদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় না যে, সুষুপ্তি কালেও প্রতিবন্ধিকা প্রকৃতি বা মায়া থাকে।

শঙ্কর ঃ— উক্ত শ্রুতি-বাক্য জ্ঞানের নিষেধ করিতেছে না, কারণ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে পর, জাগ্রত ব্যক্তির স্মৃতিতে "ন বিদুঃ" এইরূপ জ্ঞানা-ভাবের জ্ঞান থাকে ("সুখমহং অসাপ্সং, ন কিঞ্চিদবেদিষং")। অতএব জ্ঞান-মাত্রেরই নিষেধ করা উক্ত শ্রুতিবাক্যের উদ্দেশ্য নয়।

ভাস্কর ঃ—তাহা নয়, তোমার প্রতি জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে প্রতিবন্ধক অজ্ঞান বা অবিদ্যা তাহা নিত্য কি অনিত্য ? নিত্য হইতে পারে না, কারণ অবিদ্যার নিত্যত্বের কোন প্রমাণ নাই। অবিদ্যা অনিত্যও হইতে পারেনা, কারণ অবিদ্যার নিবর্ত্তক কোন বস্তুরই সত্তা নাই। সাক্ষী-স্বরূপ চিদাত্মা বা গ্রাহকাত্মার (Subject) প্রকাশ অবিদ্যার অবিরোধী, অর্থাৎ সাক্ষী-স্বরূপ চিদাত্মা বা গ্রাহক আত্মার প্রকাশদ্বারা বিদ্যা-অবিদ্যা সকলেরই প্রকাশ সাধিত হয়। অতএব চিদাত্মা বা গ্রাহকাত্মার প্রকাশ অবিদ্যার নিবর্ত্তক হইতে পারে না। আবার অবিরোধ হেতুই জড়ের প্রকাশ অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়ের প্রকাশও (Object) অবিদ্যার নিবর্ত্তক হইতে পারে না, কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান নিজেও জড়। এইরূপে অবিদ্যা বা অজ্ঞান সর্ব্বথা প্রতিবন্ধক-শূন্যই প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে ভ্রম, অথবা অগ্রহণাদি আর কি রহিল ?

(এইরূপে দেখা যায়, ভট্টভাস্করের মতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের নিবর্ত্তকাভাব-হেতু শঙ্করের অবিদ্যার অবিদ্যাত্ব অথবা অজ্ঞানের অজ্ঞানত্ব ঘুচিয়া গিয়া সর্ব্বপ্রত্যয়ের যাথার্থ্যই সিদ্ধ হইতেছে। ভ্রম বলিয়া কোন পদার্থই থাকিতেছে না। বস্তুতঃ"রজ্জুতে সর্প ভ্রম"এইবাক্যই প্রযুক্ত হইতে পারে না, যতক্ষণ সর্পজ্ঞানের নিবর্ত্তক রজ্জুজ্ঞান

উৎপন্ন না হয়। দুইটী বিজ্ঞান * (Perceptions) :— পূর্ব্ব-বিজ্ঞান 'সর্প', এবং উত্তর-বিজ্ঞান 'রজ্জু',—এস্থলে পূর্ব্ববিজ্ঞান 'সর্প'কে নষ্ট করিয়াই উত্তর-বিজ্ঞান 'রজ্জু' উৎপন্ন হয়। উত্তর-বিজ্ঞান 'রজ্জু' উৎপন্ন হইলে, আর তাহা পূর্ব্ব-বিজ্ঞান 'সর্প' দ্বারা নষ্ট হয় না, এজন্য বলিতে হয় বাধিত পূর্ব্ব-বিজ্ঞান 'সর্প', তাহার বাধক উত্তর-বিজ্ঞান 'রজ্জুর' তুলনায় দুর্ব্বল, অতএব তাহা ভ্রম। "রজ্জুতে সর্পভ্রম" কথার ইহাই অর্থ। পূর্ব্ববিজ্ঞান 'সর্পের' নিবর্ত্তক উত্তর-বিজ্ঞান 'রজ্জুর' উৎপত্তি না হইলে, পূর্ব্ববিজ্ঞান 'সর্পকে' দুর্ব্বল মনে করিবার, অতএব ভ্রম বলিবার কোন কারণই থাকে না)।

শঙ্কর :—তাহা হইলে যখন তোমার মতে সর্ব্বপ্রত্যয়ের যাথার্থ্যই সিদ্ধ হইতেছে, তখন ভ্রম আর তবে কি রহিল? যদি বল যে "মনুজোহং"—"আমি মানুষ"—এই অনুভূতি অর্থাৎ দেহাদি-অহঙ্কারান্ত অনাত্মবস্তুতে আত্ম-বোধই ভ্রম,—সর্ব্বপ্রত্যয়ের যাথার্থ্যবাদি হইয়া তুমি তাহা বলিতে পার না। তোমার পক্ষে "মনুজোঽহং" এই অনুভূতি-বিশেষকে ভ্রম বলাতে তোমার অতি-বিস্মৃতিশীলতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তোমার স্বশাস্ত্রসিদ্ধ "অমুকঃ-খণ্ডঃ" (অর্থাৎ একাধারে জাতি-ব্যক্তির অনুভূতি,—যথা গবাদি অমুক পশু-জাতীয় খণ্ড,বা মুণ্ড,—"খণ্ডঃ গৌঃ" "মুণ্ডঃ গৌঃ"—ইত্যাদি) এই জাতি-ব্যক্তির ভেদাভেদের প্রত্যয় যখন প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য, তখন "আমি মনুজ" এই প্রত্যয়কেও ভেদাভেদের বিষয় বলিয়া প্রমাণরূপে গণ্য কর না কেন? কেন তোমার ভেদাভেদ মত তুমি এস্থলে উপেক্ষা করিতেছ? "অহং মনুজ" এই প্রত্যয়ের প্রমাণত্বের অনুমান ও এইরূপে সিদ্ধ হয়, যথা, বিরুদ্ধ প্রত্যয় সকল ও যুগপৎ প্রমাণ, যে হেতু তাহা ভেদাভেদের নিদর্শন। "অহং মনুজ" এই প্রত্যয় ও যে ভেদাভেদের বিষয়, তোমার "খণ্ডোঽয়ং গৌঃ"—'এই খণ্ড বা ব্যক্তি (Concrete) গবাদি জাতীয় (genus or rather generic type or form)'—এই প্রতীতিই তাহার সুন্দর নিদর্শন।

ভাস্করঃ—দেহাত্ম-বোধ প্রমাণ নয়, কারণ তাহা নিষিদ্ধ-বিষয়ক, শুক্তিতে "ইহা রজত" এরূপ প্রত্যয়ের ন্যায়। সৎপ্রতিপক্ষতা দোষ এস্থলে প্রবল (অর্থাৎ সাধ্য 'মনুজত্বের' অভাব-সাধক "নাহংমনজো ব্রহ্মাস্মীতি" "আমি মনুজ নহি, আমি ব্রহ্ম" এই বেদান্তোক্ত প্রত্যয়রূপ প্রবল হেত্বন্তর বর্ত্তমান)।

---

* "পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং" (জৈমিনি-৬-৫-৫৪)—"পূর্ব্বজ্ঞানং বাধমানমেব (উত্তরং) উৎপদ্যতে। তৎইদানীং বাধিতং ন শক্নোত্যুত্তরং বাধিতুং।"শবর।

শঙ্করঃ—তাহা বলা ঠিক্ নয়, কারণ "খণ্ডঃ পশুঃ" "এই খণ্ডটী পশু বা গো," এইরূপ ভেদাভেদ প্রত্যয় সম্বন্ধে ও সেই প্রকার হেতুর ব্যভিচার সম্ভব। স্থল বিশেষে, যথা, একটী পশু "মুণ্ডে" "পশু খণ্ডের" প্রত্যয় জন্মিলে, তাহা নিষেধ করিবার জন্য বলা যাইতে পারে "এইটি পশুখণ্ড নয়"—"এইটি পশু মুণ্ড"। (অর্থাৎ এই স্থলে 'খণ্ড' এবং 'মুণ্ড' উভয়ের সহিত 'গোত্বের' অভেদ-প্রত্যয়ের ন্যায়, দেহ এবং ব্রহ্ম উভয়ের সহিতই জীবেরও অভেদ-প্রত্যয় প্রমাণার্হ)

ভাস্করঃ—এস্থলে প্রতিপন্ন উপাধি 'মনুজত্বের' (শ্রুতিদ্বারা) নিষেধ্যমানত্বই ভ্রমত্বের হেতু। শুক্তিতে রজত ভ্রম সম্বন্ধে যেরূপ, যে বস্তুতে যে অংশে প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে ইহা রজত, সেই বস্তুতে সেই অংশেই নিষিদ্ধ হইতেছে যে ইহা রজত নয়,—শুক্তি, সেইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি সম্বন্ধেও যে আত্মাতে প্রতিপন্ন হইতেছে 'যে ইহা মনুজ—ব্রহ্ম নয়,' সেই আত্মাতেই আবার শ্রুতিদ্বারা নিষিদ্ধ হইতেছে যে 'ইহা মনুজ নয়—ব্রহ্ম'ই।

শঙ্করঃ—তাহা বলিতে পার না, কারণ প্রতিপন্ন উপাধির নিষেধ্যমানত্বই যদি ভ্রমত্বের হেতু হয়, তবে সেরূপ হেতুর ব্যভিচার "আমি মনুজ" এই বাক্যে যেরূপ "এই খণ্ড পশু বা গো" এই বাক্য সম্বন্ধেও সেইরূপ।

ভাস্করঃ—কিন্তু "খণ্ডঃ গৌঃ" ইত্যাদি স্থলে গোত্ব-উপাধিযুক্তরূপে যাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সেই প্রতিপন্ন গোত্ব-উপাধির নিষেধ নাই। "নায়ং খণ্ডঃ, কিন্তু মুণ্ডঃ" 'ইহা খণ্ড নয়, কিন্তু মুণ্ড', ইত্যাদি যে স্থলে গোমুণ্ড গোখণ্ড রূপে প্রতীত হয়, সে স্থলেও উক্ত হেতুর ব্যভিচার নাই, (অর্থাৎ গোত্ব-উপাধি যুক্ত রূপে যাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে গোত্ব-উপাধির নিষেধ নাই)।

শঙ্করঃ—এরূপ বলিতে পারা যায় না যে "নায়ং খণ্ডঃ কিন্তু মুণ্ডঃ,"—এরূপ স্থলে অর্থাৎ 'মুণ্ডেতে' খণ্ডত্বের ভ্রম সম্বন্ধে,হেতুর ব্যভিচার নাই, কারণ বিকল্পনা-সহত্ব, অর্থাৎ একই স্থলে বিভিন্ন প্রকারের কল্পনা অসঙ্গত। মুণ্ডেতে যে খণ্ডের নিষেধ--"নায়ং খণ্ডঃ,"তাহা কি কেবল বা নির্ব্বিশেষ বা নিরুপাধিক মুণ্ডেতে নিষেধ, অথবা গোত্ব-উপাধি-যুক্ত বা সবিশেষ মুণ্ডেতে নিষেধ? প্রথম কল্পনা অসঙ্গত, কারণ সেরূপ কেবল বা নির্ব্বিশেষ বা নিরুপাধিক মুণ্ড কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আবার এক জাতীয় খণ্ড দেখিয়া কেহ ভ্রম করে না যে তাহা অন্য জাতীয় মুণ্ড। এরূপ ব্যাপার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না যে এক জাতীয় পশু-

খণ্ডকে কেহ অন্য জাতীয় পশুমুণ্ড মনে করে। শেষোক্ত পক্ষ ও অসঙ্গত, কারণ গোত্ব-উপাধিযুক্ত মুণ্ডে যখন "নায়ং খণ্ডঃ" বলিয়া খণ্ডের নিষেধ করা হয়, তখন সেই সঙ্গেই সেই মুণ্ডের বিশেষণী-ভূত গোত্বেরও স্পষ্ট নিষেধই বুঝায়। অতএব প্রদর্শিত সকল প্রকার কারণ বর্ত্তমান থাকাতে এস্থলে ও (অর্থাৎ "খণ্ড" জ্ঞান সম্বন্ধে ও "প্রতিপন্ন উপাধির নিষিধ্যমানত্ব" থাকাতে) হেতুর ব্যভিচার বজ্রলেপের ন্যায় দৃঢ়।

ভাস্কর ঃ—কিন্তু "আমি মনুজ" এই প্রত্যয় যে ভ্রম বা ক্ষণিক উপাধি নয়, (অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ-গত ধর্ম্ম) তাহা "আমি মনুজ নহি" এই শাস্ত্র-জনিত প্রত্যয় সত্ত্বে ও তাহার অনুচ্ছেদদ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, অর্থাৎ আত্মাতে মনুজত্বের নিষেধ-প্রত্যয়ের পরে ও আত্মাতে মনুজত্বের লৌকিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

শঙ্কর ঃ—তাহা বলা যায় না, কারণ সাধন বা হেতুর ব্যাপকত্ব বশতঃ, অর্থাৎ মনুজত্বের হেতুভূত প্রারব্ধ কর্ম্মের ব্যাপকত্ব হেতু, "ব্রহ্মাহমস্মি" এই শাস্ত্র-জনিত প্রত্যয় জন্মিলেও, "মনুজোঽহং" এই প্রত্যয় দেহান্তকাল পর্য্যন্ত থাকে। (দেহান্তে সেই প্রারব্ধের শেষ হইলে, এই "মনুজোঽহং" ব্যবহারের উচ্ছেদ হয়)। *

ভাস্কর ঃ—(প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ হইলে) মুক্তির অবস্থাতে যখন "আমি মনুজ" এই লৌকিক ব্যবহারের সম্যক্ উচ্ছেদ হয় ("যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" "যখন সমস্তই তাহার পক্ষে আত্মা হইয়া যায়, তখন কি দিয়া কাহাকে দেখিবে"—তখন "কেন কং" এই শ্রুতিবাক্য-জনিত প্রতীতি সম্যক্ লাভ হইলে, "মনুজোহং" এই প্রত্যয়ের ব্যবহার কর্ত্তার ও কেন উচ্ছেদ সাধিত হইবে না ?

শঙ্কর ঃ—তুমি তাহা বলিতে পার না, কারণ যদিও আমাদের পক্ষে তাহা বলিলেও ক্ষতি নাই, কারণ আমাদের মতে অখিল সংসারই ব্রহ্মাত্মবোধের অভাব-জনিত,—("কেবলব্রহ্মৈকত্বজ্ঞানাপনোদ্যং"—পঞ্চীকরণ) অতএব অজ্ঞানের লয় হইলে জগতেরও লয় হইবে, কিন্তু (হে ভট্টভাস্কর) তোমার মতে নিখিল জগতের সত্যত্ব হেতু. তাহার লয় হইবে না ("সত্যতয়া চ্ছিদা ন তে স্যাৎ"।" ১৫-১২০)।

ভাস্করঃ—পাঁচ প্রকার স্থলে অভেদের সহিত ভেদ একাধারে দৃষ্ট হয়

* দেহ থাকিতে যাহা ঘটিতে দেখা গেল না, দেহান্তে তাহা ঘটিবে,— এরূপ আশা যে দুরাশা নয়, কে বলিবে ? অথবা দেহ থাকিতে যদি উভয় অনুভূতি যুগপৎ একই পুরুষের পক্ষে সম্ভব হইল, তবে দেহান্তে তাহা সম্ভব হইবে না কেন?

(জাতি-ব্যক্তি, গুণ-গুণি, কার্য্য-কারণ, বিশিষ্ট-স্বরূপ, এবং অংশাংশিসম্বন্ধ।") কিন্তু দেহ-দেহীর মধ্যে তাহার কোনটিই প্রযোজ্য নয়। দেহ-দেহীর সম্বন্ধ উক্ত স্থূলপঞ্চক হইতে ভিন্ন হওয়াতে, হেত্বসিদ্ধি দোষই প্রতিপন্ন হয়। (অর্থাৎ দেহ এবং দেহী উভয়ই দ্রব্য-পদার্থ হওয়াতে, তাহাদের মধ্যে জাতি-ব্যক্তিতা, অথবা গুণ-গুণিভাব সম্ভব নয়। আর যেহেতু দেহ ভৌতিক এবং দেহী অভৌতিক, অতএব এই উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণতা বা উপান-উপাদেয়তা ভাবও সম্ভব নয়। বিশিষ্ট-স্বরূপতা সম্বন্ধও সম্ভব নয়, কারণ দণ্ডাদিবিশিষ্টতা যেমন চৈত্যাদি ব্যক্তি-তন্ত্র, দেহ সেইরূপ আত্মতন্ত্র অথবা আত্মা সেইরূপ দেহ-তন্ত্র নয়। দেহ-দেহীর মধ্যে অংশাংশী ভাবও সম্ভব নয়,যে হেতু দেহ সাবয়ব, এবং দেহী নিরবয়ব, অতএব দেহ-দেহীর সম্বন্ধ এই স্থূল-পঞ্চক হইতে ভিন্ন হওয়াতে,দেহাত্মবোধকে ভ্রম বলা যায়)।

শঙ্করঃ—তাহা বলিতে পার না, কারণ যুগপৎ নানা প্রকার কল্পনার স্থান নাই। তোমার কথিত স্থূল-পঞ্চকের ভেদাভেদ-প্রয়োজকত্ব কি মিলিত ভাবে, অথবা পৃথক্‌ভাবে? প্রথম পক্ষ অসঙ্গত, কারণ উক্ত সম্বন্ধ-পঞ্চক কুত্রাপি মিলিত ভাবে একাধারে থাকে না। শেষপক্ষ ও হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে অঙ্গাঙ্গিক ভাবের ভেদাভেদ-প্রয়োজকত্ব কেন স্বীকার করা যাইবে না? জাতি-ব্যক্তি প্রভৃতি ভেদাভেদ-প্রয়োজকের গুরুত্ব-লঘুত্বে কোন দোষ হয় না। দেহদেহীর অঙ্গাঙ্গিক ভাব ও তোমাদের স্বীকৃত। আর পূর্ব্বোক্ত জাতি-ব্যক্তি প্রভৃতির কোন একটির ভেদাভেদ-প্রয়োজকত্বে যদি তোমার বিশেষ আগ্রহ থাকে, তবে এস্থলে তাহাও প্রতিপাদন করা দুষ্কর নয়,—কারণ চিদাত্মার সহিত শরীরের কার্য্যকারণ সম্বন্ধও রহিয়াছে। (দেহাদি) সকলই পরমাত্মার কার্য্য, অতএব তাহা জীবাত্মার কার্য্য নয়,—এরূপ বলাও অসঙ্গত, কারণ জীবাত্মা যখন পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, তখন সকলই জীবের কার্য্য বলা ও অসঙ্গত নয়। এস্থলে অসিদ্ধি প্রভৃতি অনুমানের যে সকল দোষ থাকে, তাহা না থাকাতে এই অনুমান দোষ-শূন্য। আর যখন ভ্রমবুদ্ধি ও তোমার মতে প্রমিতি বা প্রমা অর্থাৎ প্রমাণ-সিদ্ধ জ্ঞান বলিয়া গণ্য, তখন তোমার মতে 'ভ্রম' পদার্থই অসিদ্ধ। আর এই যে 'ভ্রম' তাহা কি তোমার মতে অন্তঃকরণের পরিণাম, অথবা চিৎস্বরূপ আত্মার পরিণাম? প্রথম কল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ ভ্রমও যখন আত্মগত বলিয়াই অনুভূত হয়, তখন ভ্রমকে অন্তঃকরণের পরিণাম বলিলে তদ্দ্বারা ভ্রমের আত্মগতত্বের অনুভূতি বাধিত হয়।

ভাস্কর ঃ—অতিরক্তিম জবাপুষ্পের যোগে যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকে রক্তবর্ণের প্রকাশ হয়,—সেইরূপ ভ্রমসংযুক্ত অন্তঃকরণের যোগে চিদাত্মাতে "মনুজোঽহং" ইত্যাদি ভ্রমের অনুভূতি হয়।

শঙ্কর ঃ—তাহা যদি হয়, তবে বল তুমি ভ্রমের যে আত্মসম্বন্ধ স্বীকার করিতেছ, তাহা সৎ কি অসৎ? প্রথম কল্পনা হইতে পারে না, কারণ তোমার মতে সৃষ্টিই অন্যথাপ্রকাশ, অথবা ভেদাভেদ (অর্থাৎ ভেদবাদ ভেদ = ০) বা শূন্যাত্মক। আবার দ্বিতীয় কল্পনা ও হইতে পারে না (অর্থাৎ আত্মসম্বন্ধকে 'অসৎ' বলা ও সঙ্গত নয়, কারণ তাহা হইলে তাহার অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ (Immediate) অনুভূতি সম্ভব হইত না। (এইরূপে "মনুজোঽহং" এই ভ্রমের অন্তঃকরণ-পরিণামত্ব মত খণ্ডন করিয়া, তাহার চিদাত্মপরিণামত্ব মত খণ্ডন করিতেছেন)। আর—"মনুজোঽহং" এই ভ্রম চিদাত্মারই পরিণাম-বিশেষ এই শেষ পক্ষও অসঙ্গত, কারণ নিরবয়বত্ব হেতু চিদাত্মা অবিভাজ্য, এবং অসঙ্গত্ব হেতু চিদাত্মা পরিণতির অনুপযোগী, অতএব চিদাত্মার পরিণাম হইতে পারে না। আর চিদাত্মা পরিণতির উপযোগী স্বীকার করিলেও বুদ্ধির আকৃতি অনুসারেই চিদাত্মার ও পরিণতি হইবে, অর্থাৎ বুদ্ধি যখন যে আকৃতি গ্রহণ করে, চিদাত্মার ও সেই সেই আকৃতিই হইবে। নিত্য চিৎস্বরূপ প্রত্যগাত্মার অন্য প্রকার চিৎস্বরূপে পরিণতি অসম্ভব। অবান্তর জাতীয় গুণতা সম্বন্ধে ইহাই নিয়ম যে সমান-জাতীয় দুইটী গুণের, (যথা দুই প্রকার বর্ণের, অথবা দুই প্রকার রসের) একাধারে যুগপৎ সমবায় অসম্ভব, যেমন দুই জাতীয় শুক্লবর্ণ যুগপৎ একাধারে সমবেত হয় না।

ভাস্কর ঃ—কিন্তু চিৎ গুণ নয়, গুণী (অর্থাৎ দ্রব্য পদার্থ), অতএব উল্লিখিত দোষ-রহিত।

শঙ্কর ঃ—তাহা নয়, বলয়ের আশ্রয়ভূত দীপ্ত সুবর্ণ যেমন সেই সময়েই অর্থাৎ বলয়াবস্থাতেই আবার স্বর্ণহারের ও আশ্রয় হইতে পারে না, অবিনাশী চৈতন্যের আশ্রয়ভূত আত্মার পক্ষে ও সেইরূপ যুগপৎ অন্য প্রকার চৈতন্যের আশ্রয়রূপে অবস্থান অসম্ভব। (বিরোধ-দোষ—পৃঃ ২১১ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে 'ভ্রম' শব্দ বাচ্য কোন পদার্থ নির্ণয় করাই যখন অসম্ভব হইতেছে, তখন অবিদ্যাকে 'ভ্রম'-জনিত সংস্কার, অথবা 'ভ্রম' বশতঃ চিৎস্বরূপের অগ্রহণ (বা জ্ঞানাভাব) ইত্যাদি বলাই অসঙ্গত, কারণ 'ভ্রম' সংজ্ঞাযুক্ত বস্তু অসম্ভব হওয়াতে "ভ্রম-জনিত

সংস্কার বা অগ্রহণ" কথারও কোন স্থান নাই। আর "চিৎস্বরূপের অগ্রহণ"ও বলা যায় না, কারণ চিৎস্বরূপের অগ্রহণ বলিলে চিৎস্বরূপের অভাব বুঝায়, যেহেতু গ্রহণ বা অনুভূতি চিৎস্বরূপ সম্বন্ধে নিত্যসিদ্ধ,অতএব অগ্রহণ বা অননুভূতি অসম্ভব। যদি বল যে চিৎস্বরূপের অগ্রহণ অসম্ভব হইলেও "চিত্তবৃত্তির অভাব" অর্থে "অগ্রহণ" বলা যায়,—কিন্তু তাহা বলাতে কিছুই সিদ্ধ হয় না, কারণ চিত্তবৃত্তির অভাব হইলেও চিদাত্মার প্রকাশ নিত্যসিদ্ধ,অতএব চিত্তবৃত্তির অভাবহেতু চিদাত্মার 'অগ্রহণ' সম্ভব হইতে পারে না। আর 'দুঃখাত্মক, জড়, অনৃতাত্মক 'ভ্রমের' উদয় হইলে, তাহার কোন নিবর্ত্তক দৃষ্ট হয় না', এরূপ বলাও তোমার পক্ষে অসঙ্গত, কারণ অখণ্ডবৃত্তিযুক্ত অর্থাৎ নিত্যচৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর-বোধই সেই ভ্রমের নিবর্ত্তক হইতে পারে। আর যেহেতু কর্ম্মাকর্ম্মে জীবের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ইষ্টানিষ্ট-বিষয়ক জ্ঞান-জনিত, তোমার পক্ষে সেরূপ কোন প্রকার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি এবং তজ্জনিত কর্ম্মাকর্ম্মের ও স্থান নাই, কারণ সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহারের সঙ্কর বা একীভাবই তোমার ভেদাভেদ মতের ফল। (অর্থাৎ ভেদাভেদ মত স্বীকার করাতে ভট্টভাস্করের পক্ষে ইষ্টানিষ্ট, কার্য্যা-কার্য্য সকলই এক হইয়া যায়)। অধিক আর কি বলিব জীবিকালাভ ও তোমার পক্ষে দুষ্কর হয়।"

এই প্রকারে শত শত যুক্তিদ্বারা শঙ্কর সেই বিচারনিপুণ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ভট্টভাস্করকে জয় করিলেন। ভট্ট-ভস্করের পরাজয়ে শঙ্করের যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল। এই সময়ে শঙ্কর অদ্বৈত মতের বিরোধী গ্রন্থরাশি মন্থন করিয়া অদ্বৈত মত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর তিনি তথা হইতে যাত্রা করিয়া অবন্তি (মালব) প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বাণ, * ময়ুর, এবং দণ্ডি প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে বিচারে জয় করিলেন। শঙ্করের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের সকলেরই পাণ্ডিত্যাভিমান দূর হইল, এবং ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য শ্রবণে তাহাদের সকলেরই বিশেষ আগ্রহ জন্মিল।

৯৮। রামানুজাচার্য্যকৃত ভেদাভেদ মত খণ্ডন, এবং অবিন্তা মত স্থাপন।

আমরা মাধবাচার্য্যের শঙ্কর দিগ্বিজয় অবলম্বনে ভেদাভেদবাদী ভট্টভাস্করের সহিত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের বিচারের যে বর্ণনা পাঠকসমক্ষে উপস্থিত করিলাম, তাহার অধিকাংশই যে মাধবাচার্য্যের স্বকপোল-কল্পিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তদ্দৃষ্টে ভট্টভাস্করের ভেদাভেদ মত সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা লাভ করা

* কাদম্বরীর রচয়িতা বাণভট্ট।

অসম্ভব। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার স্বকৃত সূত্রভাষ্যের তর্কপাদে সাঙ্খ্য এবং বৈশেষিক ভেদবাদ বা দ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে সেরূপ কোন আলোচনাই করেন নাই। অদ্বৈতবাদ বা অভেদবাদ প্রতিষ্ঠা করাই শঙ্করের মুখ্য উদ্দেশ্য,—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, এবং ভেদাভেদবাদ, তিনই এক অদ্বৈতবাদেরই শাখাভেদমাত্র, এবং তিনই বেদান্ত-মূলক। বোধ হয় এজন্যই শঙ্করাচার্য্য এ সকল অবান্তর ভেদের বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ("অংশো নানাব্যপদেশাৎ" সূত্রের (২-৩-৪৩) ভাষ্যে দেখা যায় শঙ্কর নিজেও যেন একপ্রকার ভেদাভেদবাদী)। ভট্টভাস্কর অস্মদ্দেশীয় হেগেল (Hegel) স্থানীয়। ইহা আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে তাঁহার স্বরচিত কোন গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে বলিয়াও আমরা জানি না। সুধু প্রতিপক্ষের বর্ণনা দৃষ্টেই আমাদিগকে ভট্টভাস্করের ভেদাভেদবাদের বিচার করিতে হইতেছে। এরূপ অবস্থায় সুধু একমাত্র মাধবাচার্য্যের অপরিস্ফুট বর্ণনার উপরে নির্ভর করিয়া পাঠকের পক্ষে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত। বৈষ্ণব-দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ রামানুজাচার্য্য তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যে ভট্টভাস্করাদির ভেদাভেদ মত খণ্ডনে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে শঙ্কর-ভাস্করের পূর্ব্বোক্ত বিচারের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা ও পাঠকের পক্ষে সহজ হইবে। এই সকল কারণে আমরা রামানুজাচার্য্যের ভেদাভেদবাদের সমালোচনার অনুবাদ পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি:—

বাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন:—"তত্তু সমন্বয়াৎ" (১-১-৪ শ্রীভাষ্য, পৃঃ—৬৭৭) "তৎ অর্থাৎ ব্রহ্মের (বেদান্তাদি) শাস্ত্র-প্রমাণকত্ব সম্ভব। কেন? সমন্বয়-হেতু। পরমপুরুষার্থরূপে অন্বয় সমন্বয়। ব্রহ্ম পরমপুরুষার্থভূত, অতএব উপনিষদাদি শাস্ত্রের অভিধেয়"। এই সূত্রের ভাষ্যে রামানুজ প্রথমে স্বীয় মত এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন:—"একমেবাদ্বিতীয়ং তৎ সত্যং, স আত্মা, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদি—শ্রুতিবাক্যদ্বারা জানা যায়—একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপই সত্য, তদ্ব্যতিরিক্ত সকলই মিথ্যা। প্রত্যক্ষাদিদ্বারা এবং ভেদাবলম্বি কর্ম্মশাস্ত্রদ্বারাই ভেদপ্রতীতি জন্মে। ভেদ এবং অভেদের মধ্যে যখন পরস্পর বিরোধ রহিয়াছে, এবং ভেদ প্রতীতি যখন অনাদি অবিদ্যাদ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে, তখন ইহাই নিশ্চিত সত্য যে অভেদই পারমার্থিক। আর বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মধ্যানের বিধি রহিয়াছে, এবং সেই ধ্যানের ফল ব্রহ্ম-

সাক্ষাৎকার। ধ্যানদ্বারা অবিদ্যা-জনিত সর্ব্বপ্রকার ভেদ দূর হইয়া অদ্বিতীয় জ্ঞানৈকরস ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষ লাভ হয়" (পৃঃ ৬৯৭)। আবার বলিতে-ছেনঃ—"ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ-ফলদায়ক ধ্যানবিধির অনুষ্ঠান দ্বারাই অপরমার্থ-ভূত সমস্ত দ্রষ্টৃদৃশ্যাদি প্রপঞ্চরূপ বন্ধের নিবৃত্তি হয়।" "ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-ফলেন ধ্যাননিয়োগেনৈবা পরমার্থ ভূতস্য কৃৎস্নস্য দ্রষ্টৃদৃশ্যাদিপ্রপঞ্চরূপ-বন্ধস্য নিবৃত্তিঃ"। (পৃঃ ৭১৪)

এইরূপে আপন মত ব্যক্ত করিয়া রামানুজাচার্য্য সংক্ষেপে ভাস্ক-রের ভেদাভেদ মতের উল্লেখ করিয়া তাহা খণ্ডন করিতেছেনঃ— "যদ্যপি কৈশ্চিদুক্তং ভেদাভেদয়ো বিরোধো ন বিদ্যতে ইতি, তদযুক্তং, নহি শীতোষ্ণ-তমঃপ্রকাশাদিবৎ ভেদাভেদাবেকস্মিন্ বস্তুনি সঙ্গচ্ছেতে"— (ভাস্ক-রাদি) কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন ভেদ এবং অভেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ নাই সে কথা অসঙ্গত,—যে হেতু শীতোষ্ণ অথবা তমঃপ্রকাশাদির ন্যায় ভেদ এবং অভেদ একই বস্তুতে যুগপৎ স্থিতি করিতে পারে না"। এইরূপ বলিয়া রামানুজ ভেদাভেদবাদের সপক্ষে একটী অতি পরিপাটি পূর্ব্বপক্ষ করি-তেছেনঃ—"(ভেদাভেদবাদী) হয়ত বলিবেন যে সমস্ত বস্তুজাতই প্রতীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ("Esse is Percepi")। "সর্ব্বমেবহি বস্তুজাতং প্রতীতিব্যবস্থাপ্যং", এবং সকল বস্তুই ভিন্নাভিন্নরূপে প্রতীত হয়, যথা কারণরূপে (অর্থাৎ মৃত্তিকাদি উপাদানরূপে) অথবা জাতি * রূপে (অর্থাৎ গবাদি জাতীয় আকার বা Generic type-রূপে) অভিন্ন, এবং কার্য্য বা উপাদেয় ঘটাদিবস্তুরূপে, অথবা গবাদি ব্যক্তি বা গোবিশেষাদি (Concrete object) রূপে ভিন্ন। অন্ধকার-আলোকের বিরোধ তাহাদের সহানবস্থান্ (Non-co-existence) নিয়ম-জনিত। তাহাদের একের আধার অন্যের আধার হইতে ভিন্ন হইতে হয়। কিন্তু কার্য্য-কারণ (যথা ঘট এবং মৃত্তিকা), অথবা জাতি-ব্যক্তি (যথা গো-বিশেষ এবং গোত্ব বা গবাদি জাতীয় সাধারণ আকার), সম্বন্ধে সহানবস্থানত্ব অথবা ভিন্নাধারত্ব এই উভয়ই দৃষ্ট হয় না। বরং এক বস্তুই দ্বিরূপযুক্ত প্রতীত হয়, যথা এই ঘটটী মাটি, এই খণ্ডটী গো, এই মুণ্ডটী গো—"মৃদয়ং ঘটঃ, খণ্ডো

* 'জাতি' সম্বন্ধে রামানুজ বলিতেছেনঃ—"ব্যক্তেস্তু জাতিস্ত্বাকারঃ" ব্যক্তির আকার (Generic type)ই 'জাতি'। পাঠক 'জাতির' এই সংজ্ঞা স্মরণ রাখিবেন, নতুবা সুধু Class অর্থে "জাতি" শব্দ গ্রহণ করিলে, ভ্রমে পতিত হইবেন।

গৌঃ, মুণ্ডো গৌঃ"। এস্থলে 'ঘট' কার্য্য বা উপাদেয়, এবং 'খণ্ড' 'মুণ্ড' ব্যক্তি, এবং 'মাটি' কারণ বা উপাদান, এবং গোত্ব 'জাতি' বা জাতীয় সাধারণ আকার (Type)। বস্তুতঃ লোকদৃষ্টিতে কোন বস্তুই একরূপ নয় (flux)। তৃণাদির দাহাদির ন্যায় অভেদদ্বারা ভেদের উপমর্দ্দ বা বিনাশও কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না (অর্থাৎ কোন বিরোধই নাশ্য-নাশক-লক্ষণ দৃষ্ট হয় না)। অতএব ভেদাভেদ মতের বিপক্ষে কোন বস্তুগত বিরোধের আপত্তি উঠিতে পারে না, যেহেতু মৃৎ, সুবর্ণ, গো, অথবা অশ্বাদিরূপে যাহা অবস্থিত, ঘট, মুকুট, খণ্ড, অথবা মুণ্ডাদিরূপেও তাহাই অবস্থিত। আর বস্তু অভিন্নই হউক, অথবা ভিন্নই হউক, তাহার কেবলমাত্র একটী আকার হইবে,—হয় ভিন্ন, না হয় অভিন্ন,—এমন কোন ঈশ্বরাজ্ঞাও নাই। "প্রতীতত্ব হেতুই একরূপতা" যদি বলা হয়, তবে প্রতীতত্ব হেতুই ভিন্নাভিন্নত্ব, অতএব (প্রতীতত্ব হেতুই) দ্বিরূপতাও স্বীকার করিতে হয়। ঘট, শরাবখণ্ড, অথবা মুণ্ডাদি বস্তু যখন প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়াও কোন পুরুষ 'এইটি মাটি' 'ঐটি ঘট', অথবা 'এইটি গোত্ব' (জাতি) 'ঐটি গো' (ব্যক্তি), এইরূপ পৃথক্ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। বরং 'এই ঘটটী মাটী', 'ঐ খণ্ডটী গো', তাহার এরূপ প্রত্যয়ই জন্মে। যদি বল যে কারণ (অর্থাৎ উপাদান) এবং আকৃতি (জাতি) অনুবৃত্তি-বুদ্ধি-গম্য (অর্থাৎ মৃৎসুবর্ণাদি এক একটী কারণ ঘট-রুচকাদি অনেক কার্য্যের মধ্যে, এবং গোত্ব-অশ্বত্বাদি এক একটী জাতি খণ্ড মুণ্ডাদি অনেক ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ), এবং কার্য্য (ঘট-রুচকাদি) এবং ব্যক্তি (খণ্ড-মুণ্ডাদি) ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধি-গম্য (অর্থাৎ ঘটাদি প্রত্যেক কার্য্য এবং খণ্ড-মুণ্ডাদি প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকীয় রূপেই সীমাবদ্ধ, এবং অনন্যসাধারণ),—তদ্দ্বারাই কারণ—মৃত্তিকাদিকে, তাহার কার্য্য—ঘটাদি হইতে, এবং জাতি—গোত্বাদিকে, তাহার ব্যক্তি—খণ্ড-মুণ্ডাদি হইতে পৃথক্ করা যায়। তাহা নয়, যেহেতু দৃষ্ট (Concrete) বস্তু-বিশেষ হইতে পৃথক্‌রূপে তাহার আকারের (জাতির—Generic type), অথবা কার্য্য—ঘটাদি হইতে পৃথক্‌রূপে তাহার কারণের (উপাদানের) কোন উপলব্ধি হয় না। সম্মুখস্থিত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে অতিসূক্ষ্মদর্শীর নিকটেও এই অংশ অনুবর্ত্তমান (কারণ বা জাতি), আর ঐ অংশ ব্যাবর্ত্তমান (কার্য্য বা ব্যক্তি), এইরূপ কোন অংশ বা আকার-ভেদের যুগপৎ প্রতীতি জন্মে না। (ঘটাদি) কার্য্যের অথবা, (খণ্ডমুণ্ডাদি) বিশেষের বা ব্যক্তির উপলব্ধি হইবামাত্রই যেমন তাহার একত্ববুদ্ধি জন্মে, কারণের সহিত

কার্য্যের (অর্থাৎ কার্য্য ঘটাদির সহিত তাহার কারণ—মৃদাদির) একত্ব-বুদ্ধি, এবং সামান্যের সহিত বিশেষের (অর্থাৎ গোত্বাদি সামান্য বা জাতির সহিত তাহার বিশেষ বা ব্যক্তি—খণ্ডমুণ্ডাদির) একত্ব-বুদ্ধিও সেইরূপই অনুভূতি-সিদ্ধ। কার্য্যের সহিত কারণের, এবং জাতির সহিত ব্যক্তির একত্ববুদ্ধি থাকাতেই, দেশ কাল এবং আকার সম্বন্ধে অত্যন্ত বিলক্ষণ বা ভিন্ন বস্তুতেও 'ইহাই সেই'—"তদেবেদমিতি" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition of identity) জন্মে। অতএব সমস্ত বস্তুজাতই দ্ব্যাত্মক রূপেই প্রতীত হয়। কার্য্য হইতে কারণের, অথবা জাতি হইতে ব্যক্তির অত্যন্ত ভেদ প্রতিপাদন করা প্রতীতি বা অনুভূতির পক্ষে অসাধ্য।

ইহার পর হয়ত (ভেদাভেদবাদিরা) বলিবেন :—"এই ঘটটী মাটী" "খণ্ডটী গো"—ইত্যাদির সামানাধিকরণ্যের ন্যায়,যেহেতু "দেবোঽহং" "মনুষ্যোঽহং" ইত্যাদি দেহাত্ম-প্রত্যয় ও সামানাধিকরণ্য-বোধক হওয়াতে ঐক্য-প্রতীতির উৎপাদক, অতএব তদ্দ্বারাও দেবমনুষ্যাদি শরীরের সহিত আত্মার ভিন্নাভিন্নত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপে ভেদাভেদ প্রতিপাদন করা নিজ গৃহস্থিত অগ্নির উত্তাপের ন্যায় সহজ-লভ্য। (তাহারা হয়ত বলিবেন) ভেদাভেদের সাধক এই প্রকার সহজ-সিদ্ধ সামানাধিকরণ্য তাহার সাধ্য অর্থের যাথাত্ম্য-অনুভূতিরই ফল। আর অবাধিত প্রত্যয়-দ্বারাই সর্ব্বত্র পদার্থের নিশ্চয়তা প্রতিপন্ন হয়,—"তথাঽবাধিত এব প্রত্যয়ঃ সর্ব্বত্র অর্থং ব্যবস্থাপয়তি।" কিন্তু দেবাদিদেহে আত্মাভিমান আত্মযাথাত্ম্যসম্বন্ধী (শ্রুত্যাদি) সর্ব্ব প্রমাণদ্বারা বাধ্যমান হওয়াতে, তাহা রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় ভ্রমাত্মক,অতএব যদিও তদ্দ্বারা আত্মা এবং দেবাদি শরীরের অভেদ সিদ্ধ হয় না,কিন্তু "খণ্ডো গোঃ, মুণ্ডো গোঃ" ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য যখন কুত্রাপি কিছুদ্বারা বাধিত হইতে দেখা যায় না, তখন তাহা নির্দ্দোষ। ইত্যাকার বিচারদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে,জীব ব্রহ্ম হইতেও অত্যন্ত ভিন্ন নয়,বরং ব্রহ্মাংশত্ব হেতু ব্রহ্মের সহিত ভিন্নাভিন্ন।* আর

* "জীবোঽপি ব্রহ্মণো নাত্যন্তভিন্ন অপিতু ব্রহ্মাংশত্বেন ভিন্নাভিন্নঃ"—রামানুজের এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উপরে তাঁহার টীকাকার সুদর্শনাচার্য্য বলিতেছেন :—"অংশো নানাব্যপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র, ২-৩-৪,) ইতি সূত্রং স্মারিতং। সেই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য নিজে ও এক প্রকার ভেদাভেদবাদই যেন স্বীকার করিতেছেন :—"চৈতন্যং চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্ যথাগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যং,অতএব ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ।" সুদর্শন আবার এই উপলক্ষে দুই প্রকার ভেদাভেদ মতের উল্লেখ করিতেছেন :—"অচিদ্ব্রহ্মণো র্ভেদাভেদঃ স্বাভাবিক

এই ভিন্নত্ব এবং অভিন্নত্বের মধ্যে অভেদই স্বাভাবিক, ভেদ উপাধিকৃত মাত্র। যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা কিরূপে জানা যায়? তবে বলিতেছি ঃ—"তত্ত্বমসি" "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদি শ্রুত্যুপদেশ হইতে অভেদ, এবং "জ্ঞাজ্ঞৌদ্বাবজাবী শনীশৌ" "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইত্যাদি শ্রুত্যুপদেশ হইতে ভেদ জানা যায়। অতএব জীবাত্মা-পরমাত্মার ভেদাভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য—"জীবপরয়ো র্ভেদাভেদাববশ্যা শ্রয়ণীয়ৌ"। আবার এই ভেদাভেদ সম্বন্ধেও "ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মোক্ষদশাতে জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির উপদেশ থাকাতে, এবং "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে তৎকালে (অর্থাৎ মোক্ষদশাতে) ভিন্নরূপে ঈশ্বরদর্শনের নিষেধ থাকাতে জানা যায় যে, অভেদই (জীবের পক্ষে) স্বাভাবিক। যদি বল যে "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"—এই "সহশ্রুতি"-দ্বারা তখনও (অর্থাৎ মোক্ষদশাতেও) ভেদেরই প্রতীতি হয়, এবং ব্রহ্মসূত্রেও পরে "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা তাহাই (অর্থাৎ মোক্ষদশাতেও ভেদ প্রতীতিই) উপদেশ করা হইবে, তাহা ঠিক্ নয়, কারণ "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাকার শত শত শ্রুতিবচনদ্বারা আত্মভেদ প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে। আর "সোঽশ্নুতে" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ "সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সহ ব্রহ্মাশ্নুতে, সর্ব্বগুণান্বিতং ব্রহ্মাশ্নুতে, অন্যথা 'ব্রহ্মণা সহে'তা প্রাধান্যং ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যেত"। আর "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" * ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা "ভিন্নরূপে অবস্থিত হইলে, মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য্যের ন্যূনতা-প্রাপ্তি" বলাই উদ্দেশ্য। "মুক্তস্য ভেদেনাবস্থানে সতি ঐশ্বর্য্যস্য ন্যূনতাপ্রসঙ্গো বক্ষ্যতে"। অতএব জীব-ব্রহ্মের অভেদই স্বাভাবিক,

---

ইতি ভাস্করযাদবয়োরুভয়োরপ্য ভিমতং। চিদ্ব্রহ্মণোস্তু ভেদাভেদৌ স্বাভাবিকাবিতি যাদবমতব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ "তত্রা ভেদ এব স্বাভাবিকো, ভেদস্তোপাধিকঃ" (শ্রী-পৃঃ-৭.৮)। এতদ্দ্বারা আমরা দেখিতেছি ভেদাভেদ মত দুই প্রকার ঃ—(১) যাদবের, এবং (২) ভাস্করের। যাদবের মতে জীবব্রহ্মের ভেদাভেদ স্বাভাবিক, এবং ভাস্করের মতে তাহা ঔপাধিক।

* "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসংনিহিতত্বাচ্চ" (ব্রহ্মসূত্র, ৪-৪-১৭) ঃ—ইহার উপরে শঙ্কর বলিতেছেন ঃ—"জগদুৎপত্ত্যাদিব্যাপারং বর্জয়িত্বাঽন্যদনিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি, জগৎব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যেবেশ্বরস্য। তদন্বেষণ-বিজিজ্ঞাসনপূর্ব্বকং ত্বিতরেষাং অনিমাদ্যৈশ্বর্য্যং শ্রূয়তে। সমনস্কত্বাদেব চৈতেষাং অনৈকমত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যভিপ্রায়ঃ কস্যচিৎ সংহারাভিপ্রায়ঃ ইত্যেবং বিরোধোঽপি কদাচিৎ স্যাৎ। পরমেশ্বরাকুততন্ত্রমেবেতরেষাং"।

এবং ভেদ, যথা, জীব সকলের পরব্রহ্ম হইতে ভেদ, এবং জীব সকলের পরস্পর ভেদ, বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-দেহরূপ উপাধিকৃত। যদিও ব্রহ্ম নিরবয়ব এবং সর্ব্বগত, তথাপি ঘটাদিদ্বারা আকাশের মধ্যে ভেদের ন্যায়, বুদ্ধ্যাদি উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ সম্ভব। আবার ভেদ সম্ভব হওয়াতে ব্রহ্মেতে বুদ্ধ্যাদি উপাধি-সংযোগ সম্ভব, এবং বুদ্ধ্যাদি উপাধি-সংযোগ সম্ভব হওয়াতে ব্রহ্মেতে ভেদ সম্ভব,—এরূপ ইতরেতরাশ্রয় দোষও নাই, কারণ উপাধি এবং তাহার সংযোগ কর্ম্ম-জনিত, এবং সেই কর্ম্মের প্রবাহ অনাদি। † এই সকল কথার মর্ম্ম এই যে পূর্ব্বকর্ম্মসম্বদ্ধ জীব হইতে, তাহার (বর্ত্তমান) স্বসম্বদ্ধ উপাধি সকল উৎপন্ন হয়, এবং সেই সকল উপাধিযুক্ত জীব হইতে আবার নব নব কর্ম্ম-প্রবাহ (উৎপন্ন হয়), এইরূপে বীজাঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্ম এবং উপাধির সম্বন্ধের অনাদিত্ব হেতু অদোষ। অতএব জীব সকলের পরস্পরের সহিত, এবং ব্রহ্মের সহিত অভেদই স্বাভাবিক, ভেদ উপাধিকৃত মাত্র। আবার উপাধি সকলের পরস্পরের সহিত এবং ব্রহ্মের সহিত অভেদের ন্যায়, তাহাদের পরস্পর হইতে এবং ব্রহ্ম হইতে তাহাদের ভেদও স্বাভাবিক। এইরূপে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই স্বাভাবিক, কারণ উপাধি সকলের পক্ষে তাহাদের পরস্পর অথবা ব্রহ্ম হইতে তাহাদের ভেদের সাধক উপাধ্যন্তরের অভাব, যে হেতু তাহা স্বীকার করিলে অনবস্থা-দোষ হয়। অতএব জীব সকলের কর্ম্ম অনুসারে ব্রহ্ম হইতেই ব্রহ্ম-ভিন্নাভিন্ন-স্বভাব উপাধি সকল উৎপন্ন হয়"।

ভেদাভেদবাদের সপক্ষে উক্ত রূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া রামানুজাচার্য্য তাহা খণ্ডন করিতেছেনঃ—"এ সম্বন্ধে বলা যাইতেছে,অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যানবিধির উপদেশ করাই বেদান্তবাক্য সকলের উদ্দেশ্য। বেদান্তবাক্য হইতেই জীব-ব্রহ্মের অভেদও প্রতিপন্ন হয়। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে, ভেদাবলম্বি কর্ম্মশাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরদ্বারা ভেদ প্রতিপন্ন হয়। ভেদ এবং অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়াতে, এবং ভেদজ্ঞান অনাদি অবিদ্যা-মূলক স্বীকার করাতেই সিদ্ধ হওয়াতে, বলা হইতেছে অভেদই পরমার্থ। একথার উত্তরে যে (ভেদাভেদবাদির পক্ষে) বলা হইয়াছে, ভেদ এবং অভেদ উভয়ই প্রতীতি-সিদ্ধ হওয়াতে, এই উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, সে কথা

† "কর্ম্মবশ্যত্বং হি জীবত্বং, উপাধিনা জীবত্বং, জীবভাবাদুপাধ্যন্তরং ইত্যনাদিরিতি"॥ টীকা॥

অসঙ্গত। "কস্মাচ্চিৎ কস্যচিৎ বিলক্ষণত্বং হি তস্মাৎ তস্য ভেদঃ, তদ্বিপরীতত্বং চাভেদঃ। তয়োঃ তথাভাব-স্ততথাভাবরূপয়োরেকত্র সম্ভবং অনুন্মত্তঃ কো ব্রবীতি"* —কোন একটি পদার্থের অন্য একটী পদার্থ হইতে ভিন্ন-প্রকারত্বই তাহা হইতে তাহার ভেদ, এবং তদ্বিপরীতত্ব অভেদ। এই দুয়ের,তথাভাব এবং অতথাভাবের, একাধারে যুগপৎ সমাবেশ সম্ভব, একথা উন্মত্ত ভিন্ন কে বলিবে? যদি বল যে কারণ রূপে অথবা জাতিরূপে অভেদ, এবং কার্য্য রূপে অথবা ব্যক্তিরূপে ভেদ, অতএব আকার বা রূপের ভেদ থাকাতে অবিরোধ,—বিকল্পাসহত্ব হেতু অর্থাৎ বিরুদ্ধ পক্ষ সকলের যুগপৎ সত্যতার কোন স্থান না থাকাতে, তাহা হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বলে যে আকার বা রূপের (অর্থাৎ কার্য্য বা ব্যক্তিরূপ, এবং কারণ বা জাতিরূপের) ভেদ থাকাতে অবিরোধ, তাহার প্রতি জিজ্ঞাস্য এই:—তাহার কি অভিপ্রায় যে এক আকারে ভেদ এবং অন্য আকারে অভেদ? অথবা তাহার কি অভিপ্রায় যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই সেই আকারদ্বয়যোগী বস্তুগত? † পূর্ব্ব কল্পনানুসারে কার্য্য বা ব্যক্তি রূপে ভেদ, এবং কারণ বা জাতিরূপে অভেদ বলাতে, একই বস্তুর দ্ব্যাত্মকতা বলা হইতেছে না। কারণ আকারদ্বয় পরস্পর বিলক্ষণ। ঐ পরস্পর বিলক্ষণ আকারদ্বয়ের আশ্রয় দ্রব্য অপ্রতিপন্ন (অর্থাৎ যে আশ্রয় দ্রব্য ভেদাভেদ মতের প্রকৃত বিষয়, তাহার সম্বন্ধে কিছুই বলা হইতেছে না)। তৃতীয় পক্ষে উক্ত (আকারদ্বয় এবং তাহাদের আশ্রয় দ্রব্য এই) তিনের পরস্পর বৈলক্ষণ্যই মাত্র প্রতিপন্ন হয়, তাহাদের অভেদ প্রতিপন্ন হয় না। (একথার উত্তরে) যদি বল যে আকার বা রূপদ্বয়দ্বারা

---

* টীকাকার বলিতেছেন:—"যদি ভাবাভাবয়োর্ণ বিরোধস্তর্হি "ভিন্নাভিন্নত্বং ভবতি, ন ভবতি" ইতি স্বপরবচসোঽপি বিরোধাভাবঃ স্যাৎ"—"যদি ভাব এবং অভাবের মধ্যে বিরোধ নাই থাকে, তবে "ভিন্নাভিন্নত্ব আছে" এই স্ববাক্যের সহিত "ভিন্নাভিন্নত্ব নাই"—এই বিপক্ষের বাক্যেরও বিরোধ নাই।"

† টীকা—আর যদি বল যে জাতিই ব্যক্তি বা কারণই কার্য্য, যে হেতু এই উভয়ের মধ্যে বস্তু একই, তাহা হইলে আকার বা "রূপভেদ হেতু অবিরোধ" এই কথাই পরিত্যাগ করা হইতেছে। বলা হইতেছে বিলক্ষণত্ব এবং তদ্বিপরীতত্ব বিরুদ্ধ হইলেও (যুগপৎ) একই বস্তুতে তাহা বর্ত্তমান (অর্থাৎ বিরোধ পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়)। "জাতির্ব্যক্তির্ভবতি ন ভবতীতি ভাবাভাববিরোধঃ স্থিত এব"। "ইদং আকারদ্বয়ং কিং স্বাশ্রয়েনাভিন্ন মুত ভিন্ন মুত ভিন্নাভিন্নং ইতি বিকল্পং অভি- প্রেত্য প্রথমং শিরো দূষয়তি।" টীকা। দ্বিতীয় পক্ষে বলা হইতেছে, দুইটী আকার বা রূপ পরস্পরবিলক্ষণ বা ভিন্ন-প্রকার (একটী 'ভেদ',অপরটি'অভেদ')।

নিরূপ্যমান অবিরোধই সেই আকার বা রূপদ্বয়ের আশ্রয়দ্রব্যগত ভিন্নাভিন্নত্ব, তবে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, "স্বস্মাদ্বিলক্ষণং স্বাশ্রয়মাকারদ্বয়ং স্বস্মিন্ বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়-সমাবেশ-নির্ব্বাহকং কথং ভবেৎ"—'আকারদ্বয় আশ্রয় দ্রব্যের স্ববিলক্ষণ (অর্থাৎ আশ্রয়-দ্রব্য হইতে ভিন্ন), এবং আশ্রয়দ্রব্যের স্বাশ্রিত (অর্থাৎ তাহা আশ্রয় দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান), তাহা সেই আশ্রয়-দ্রব্যের স্বস্মিন্, (অর্থাৎ আশ্রয়-দ্রব্যের আপনার মধ্যে ভেদাভেদরূপ) বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমাবেশের নির্ব্বাহক কিরূপে হইবে? (যথা, অগ্নিগত পিঙ্গল বর্ণ, এবং উজ্জ্বলতা, দুইটী ভিন্ন প্রকারের রূপ। কিন্তু তাহা অগ্নিতে শীতোষ্ণরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশের নির্ব্বাহক কিরূপে হইবে?) আর সেই আকারদ্বয় নিজেরাই যদি পরস্পর বিলক্ষণ বা ভিন্ন প্রকারের না হয়, তবে তদ্দ্বারা আশ্রিত দ্রব্যের মধ্যে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমাবেশের কথাই হইতে পারে না। যদি আকারদ্বয় এবং তদ্বান্ দ্রব্য সকলই দ্ব্যাত্মক স্বীকার করা যায়, তবে তাহাদের একাত্মকতা ও আবার অন্য নির্ব্বাহক-সাপেক্ষ, অতএব অনবস্থা দোষ। আর ব্যক্তি-প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই যেরূপ বস্তুর একত্বের প্রতীতি হয়, জাতি-প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ বস্তুর সহিত জাতির একত্ব প্রতীতি জন্মে না। প্রতীতিমাত্রেই "ইদমিত্থং রূপী"—'ইদং বা ইহা ইত্থং বা এই প্রকার' রূপী। প্রতীতিমাত্রেই 'প্রকার' এবং "প্রকারী"-যুক্ত। তন্মধ্যে "প্রকার" অংশই জাতি, আর "প্রকারী" অংশ ব্যক্তি। জাতি-ব্যক্তির একাকারতা বা অভেদের কোন প্রত্যক্ষ অনুভূতিই হয় না।

এইরূপ ভূমিকার পর রামানুজ জীব-ব্রহ্মের ভিন্নাভিন্নত্ব মত প্রত্যাখ্যান করিয়া জীব-ব্রহ্মের পারমার্থিক অভিন্নত্ব, এবং অবিদ্যাজনিত ভিন্নত্ব মত স্থাপন করিতেছেন :—"অতএব জীবব্রহ্মেরও ভিন্নাভিন্নত্ব সম্ভবপর নয়। আবার জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রত্যক্ষাদি অন্য কোন প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় না। একমাত্র শাস্ত্রই অভেদ-প্রত্যয়ের মূল। জীব-ব্রহ্মের ভেদ-প্রত্যয় অনাদি অবিদ্যামূলক। কিন্তু তাহা হইলেও (আপত্তি হইতে পারে যে) জীবগত অজ্ঞত্বাদিও ব্রহ্মেরই হইতেছে, এবং সেই অজ্ঞত্বমূলক জীবের জন্মমরণাদি দোষও ব্রহ্মেরই হইবে। তাহা হইলে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" "এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা"—ইত্যাদি শাস্ত্র বাধিত হয়। তাহা নয়,—যেহেতু অজ্ঞত্বাদি দোষ অপারমার্থিক। বরং আপনাদের (পূর্ব্বোক্ত ভেদাভেদ) মতে যখন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বস্ত্বন্তর আপনারা স্বীকার করেন না, তখন আপনাদের (ভেদাভেদ)

মতে ব্রহ্মের সহিতই উপাধির, এবং তজ্জনিত অজ্ঞত্ব-জীবত্বাদি দোষের সংসর্গ। অতএব আপনাদের (ভেদাভেদ) মতে অজ্ঞত্ব-জীবত্বাদি দোষ পারমার্থিকই হইবে।* আবার নিরবয়ব অতএব অচ্ছেদ্যস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত যখন উপাধি সকল সম্বধ্যমান হয়, তখন ব্রহ্মকে নানা খণ্ডে ছেদন করিয়া অথবা নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহা ব্রহ্মের সহিত সম্বধ্যমান হয় না †। বরং (আপনাদের ভেদাভেদ-মতে) ব্রহ্ম-স্বরূপেই সংযুক্ত হইয়া উপাধি সকল স্ব স্ব কার্য্য সাধন করে।

যদি আপনাদের এরূপ মত হয় যে উপাধিদ্বারা উপহিত ব্রহ্মই জীব, এবং যেহেতু জীবত্বের অবচ্ছেদক মন অণুপরিমাণ, অতএব জীবও অণুপরিমান, এবং যদি সেই অবচ্ছেদও আপনাদের মতে অনাদি হয়, এবং যদি আপনাদের মতে উপাধিদ্বারা এইরূপে উপহিত ব্রহ্মের প্রদেশ বা অংশের সহিত সম্বধ্যমাণ দোষ সকল অনুপহিত পরব্রহ্মে সম্বন্ধ না হয়, তবে আপনাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য হইতেছে :—(১) উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন অণুপরিমাণ ব্রহ্মখণ্ডই কি অণুরূপ জীব? (২) অথবা উপাধি-সংযুক্ত হইলেও তদ্দ্বারা অনবচ্ছিন্ন অণুরূপ ব্রহ্ম-প্রদেশ-বিশেষই কি জীব? (৩) অথবা ব্রহ্ম কি স্বরূপতঃই উপাধিসংযুক্ত জীব? (৪) অথবা জীব কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন উপাধি-সংযুক্ত চেতনান্তর? (৫) অথবা সুধু উপাধিমাত্রই কি জীব? প্রথম পক্ষ (অর্থাৎ অবচ্ছিন্ন অণুপরিমাণ ব্রহ্মখণ্ডের জীবত্ব) সম্ভব নয়,কারণ ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য। যেহেতু একের দ্বৈধীকরণের নামই ছেদন, ব্রহ্মের ঐরূপ ছেদন স্বীকার করিলে উপাধি-সম্বন্ধ হেতু জীবকেও সাদি বলিতে হয়। দ্বিতীয় পক্ষে (অর্থাৎ জীবরূপে ব্রহ্মেরই অনবচ্ছিন্ন প্রদেশ-বিশেষের সহিত উপাধির সম্বন্ধ স্বীকার করিলে) উপাধিজনিত জীবের সমস্ত দোষও ব্রহ্মেরই হইবে। (নিয়ত আগমাপায়ী) উপাধি যখন চলিয়া যায়, তখন সেই উপাধির

* মাধবাচার্য্য শঙ্কর-ভাস্করের বিচারের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় শঙ্কর ও ভট্টভাস্করের ভেদাভেদ মতের বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া,—"ছিদ্যা ন তে স্যাৎ" বলিয়া, স্বীয় অবিদ্যামত সমর্থন করিয়াছেন। সূত্র-ভাষ্যে কিন্তু শঙ্কর নিজেও এক প্রকার ভেদাভেদবাদ সমর্থন করিতেছেনঃ—"চৈতন্যং চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরযো র্যথা অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গয়ো রৌষ্ণ্যং--অতো ভেদাভেদা-বগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ"—'অগ্নি এবং বিস্ফুলিঙ্গের সম্বন্ধে উষ্ণতার ন্যায়, জীব এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে চৈতন্য অবিশিষ্ট, অতএব ভেদাভেদ, এবং তদ্দৃষ্টে অংশত্ব জানা যায়।' (২—৩—৪৩)।

† অচ্ছিন্নত্বেঽপি পাণিপাদাদিবৎ প্রতিনিয়ত-প্রদেশ-ভেদেন ব্রহ্মণি সম্বন্ধং উপাধয়ো নার্হন্তি"।

পক্ষে তাহার স্বসংযুক্ত ব্রহ্ম-প্রদেশের পৃথক্‌ভাবে আকর্ষণ অসম্ভব। অতএব সেই প্রতিক্ষণ আবির্ভাবী তিরোভাবী উপাধির সহিত সংযুক্ত ব্রহ্ম-প্রদেশ-বিশেষের ও তজ্জনিত প্রতিক্ষণ ভেদহেতু, ব্রহ্মেরও প্রতিক্ষণেই বন্ধ এবং মোক্ষ সিদ্ধ হইবে। আর উপাধির পক্ষে যদি তাহার স্বসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশের আকর্ষণ সম্ভব হয়, অথচ ছেদন দ্বারা দ্বৈধীকরণ সম্ভব না হয়, তবে আকৃষ্ট ব্রহ্মপ্রদেশের অচ্ছেদ্যত্ব হেতু সমস্ত ব্রহ্ম (বা ষোল আনা ব্রহ্মই) উপাধিদ্বারা আকৃষ্ট হইবে। যদি বল যে ব্রহ্ম ব্যাপীস্বরূপ এবং নিরংশ, তাহার সম্বন্ধে সেরূপ আকর্ষণ সম্ভব নয়, তবে বলিতে হয় যে উপাধিই মাত্র চলিয়া যায়। তাহা হইলে (এইরূপ উপাধির যোগ এবং বিয়োগ হেতু ব্রহ্মের প্রতিক্ষণে বন্ধ এবং মোক্ষরূপ) পূর্ব্বোক্ত দোষই প্রবল থাকিয়া যায়। আর অচ্ছিন্ন ব্রহ্ম-প্রদেশ-বিশেষের সহিত সর্ব্ব-উপাধির সংসর্গ স্বীকার করিলে, সকল জীবই যখন ব্রহ্মের সেই প্রদেশ-বিশেষ হইতেছে, তখন জীব সকলের পরস্পরের মধ্যে অভেদ জ্ঞান নিয়ত বর্ত্তমান থাকিবে। তবে যদি বল যে উপাধিযুক্ত সেই ব্রহ্ম-প্রদেশ-বিশেষের মধ্যেও ভেদ থাকাতে জীব সকলের পরস্পরের সম্বন্ধে অভেদ জ্ঞান জন্মে না, তাহা হইলে একটী জীবত্ব-উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম-প্রদেশ-বিশেষের ও উপাধি চলিয়া গেলে, অভেদ বোধ কখনও জন্মিবে না (অতএব জীবের পক্ষে মোক্ষ লাভ অসম্ভব হইবে)। তৃতীয় পক্ষে (অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি স্বরূপতই উপাধিযুক্ত জীব হয়, তাহা হইলে) উপাধি সম্বন্ধ হেতু যে হেতু ব্রহ্ম-স্বরূপেরই জীবত্ব-প্রাপ্তি স্বীকার করা হইতেছে, অতএব তাহা হইতে অতিরিক্ত অনুপহিত ব্রহ্ম-স্বরূপ অসিদ্ধ হইতেছে, এবং সর্ব্বদেহে একই জীব সিদ্ধ হইতেছে। চতুর্থ পক্ষে অর্থাৎ, জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ উপাধিযুক্ত চেতনান্তর স্বীকার করাতে, জীব-ভেদের ঔপাধিকত্ব মতই পরিত্যাগ করা হইতেছে। আর শেষ বা পঞ্চম পক্ষে, অর্থাৎ জীব উপাধিমাত্র, এই মত স্বীকার করিলে চার্ব্বাক্ পক্ষই গৃহীত হয়। এই সকল কারণে অভেদ শাস্ত্রের বলে সমস্ত ভেদকে অবিদ্যামূলকই স্বীকার করিতে হয়।

৯৯। আর্হত বা জৈন মত।

অনন্তর শঙ্কর বাহ্লিক দেশে গমন করিলেন। বাহ্লিক দেশ আধুনিক ভারতবর্ষের বাহিরে,বর্ত্তমান পারস্য রাজস্থিত। তথায় অবস্থান কালে,একদা তিনি শিষ্যদিগের নিকট স্বীয় ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে জৈন বা আর্হত মতাবলম্বী কতিপয় পণ্ডিত তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া, তাঁহার

সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বিচারের বর্ণনা পাঠকের নিকটে সহজ-বোধ্য করিবার জন্য আমরা সংক্ষেপে আর্হত বা জৈন মতের বর্ণনা করিতেছি (সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ দ্রষ্টব্য)।

(ক) জীব এবং অজীব।

আর্হত মতে তত্ত্ব দ্বিবিধঃ:—চিৎ বা বোধাত্মক জীব, এবং অচিৎ বা অবোধাত্মক বা জড়াত্মক অজীব। জীব ত্রিবিধ,—সংসারী, মুক্ত, এবং নিত্যসিদ্ধ। অর্হৎ বা জিন নিত্যসিদ্ধ। অন্যেরা কেহ বা সাধনাদ্বারা মুক্ত, কেহ বা বদ্ধ। যাহারা এক জন্ম হইতে জন্মান্তর লাভ করে, তাহারাই বদ্ধ বা সংসারী। সংসারী জীব দুই প্রকারঃ—সমনস্ক এবং অমনস্ক। যাহারা শিক্ষা, ক্রিয়া, এবং আলাপাদি গ্রহণে সমর্থ, তাহারা সমনস্ক। যাহারা তাহার বিপরীত, তাহারা অমনস্ক। অমনস্ক জীব দুই প্রকারঃ—'ত্রস' বা চলনশীল, এবং 'স্থাবর'। শঙ্খ, কৃমিপ্রভৃতির ন্যায় যাহাদের অন্তত দুইটী ইন্দ্রিয় আছে, তাহারা 'ত্রস' বা চলনশীল। 'ত্রস' চারিপ্রকারঃ—দুই, তিন, চার, অথবা পাঁচ ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, এবং বনস্পতিসকল 'স্থাবর'। পৃথিবীকে যে কায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে, কি করিবে, সে পৃথিবী-কায়ক, বা পৃথিবী-জীব। জল, বায়ুপ্রভৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ।

(খ) জীব, আকাশ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুদ্গল, এবং অস্তিকায়।

আর্হত মতে নিত্য এবং অনিত্যাত্মক তত্ত্ব কাহারো কাহারো মতে সপ্ত, কাহারো কাহারো মতে নব, যথাঃ—জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সম্বর, বন্ধ নির্জর, এবং মুক্তি। বোধাত্মক জীব এবং অবোধাত্মক অজীবের যোগে জীবাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, এবং পুদ্গলাস্তিকায়—এই পঞ্চপ্রকার ভেদযুক্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি। কালত্রয়-সম্বন্ধ হেতু স্থিতি-বাচক 'অস্তি' শব্দ, এবং অনেক-প্রদেশবর্ত্তিত্ব হেতু শরীর-বাচক 'কায়' শব্দ, উভয় যোগে 'অস্তিকায়' শব্দ, ইহাদিগের প্রতি প্রযুক্ত হয়। ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তি-কায়, এবং আকাশাস্তিকায় একত্বশালী (Singular, not generic), এবং নিষ্ক্রিয়। ইহারা দ্রব্যসকলের দেশান্তর-প্রাপ্তির কারণ। অবস্থিতি এবং গতি ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত। প্রবৃত্তিদ্বারা ধর্ম্মাস্তিকায়ের, এবং স্থিতিদ্বারা অধর্ম্মাস্তি-কায়ের অনুমান হয়। যেখানে এক বস্তু আছে, সেখানে অন্য বস্তুর প্রবেশের নাম 'অবগাহ' (Penetrability), এবং তাহা আকাশের কার্য্য। আকাশাস্তিকায় দুই প্রকারঃ—লোকাকাশ, এবং অলোকাকাশ। উপর্য্যুপরিস্থিত লোকসকলের

মধ্যে যে আকাশ বর্ত্তমান, তাহার নাম লোকাকাশ। তাহাদের উপরিস্থিত মোক্ষস্থানের নাম অলোকাকাশ। পুদ্‌গলাস্তিকায় স্পর্শ, আস্বাদন, এবং বর্ণ-যুক্ত। তাহা দুই প্রকার ঃ—অণু, এবং স্কন্ধ। যাহা ভোগের অবিষয়, তাহাই অণু। দ্ব্যণুকাদি ভোগ্যবস্তুই স্কন্ধ। দ্ব্যণুকাদির ভঙ্গ বা বিগলনে অণুর উৎপত্তি, এবং অণুসকলের পরস্পর যোগে দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি। 'পূর্ণ করে', অর্থাৎ গঠন করে, এবং 'বিগলিত বা ভগ্ন করে', এজন্য বলা হয় পুদ্‌গল। সৎকর্ম্ম-পুদ্‌গলের নাম পুণ্য, তাহার বিপরীত পাপ।

(গ) আশ্রব ঃ—শরীরের চলনে আত্মার চঞ্চলত্ব। জলমধ্যগত যে দ্বার দিয়া নদীর জল বহির্গত হয় (Sluice-gate) তাহাকে 'আশ্রব' বলে। কর্ম্ম সকলও সেইরূপ 'যোগ'রূপ দ্বারদ্বারা আত্মার মধ্যে প্রবাহিত হয়, এজন্য 'যোগের'ই নাম'আশ্রব'। আর্দ্রবস্ত্র যেরূপ বায়ুদ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে আহৃত ধূলিকণা সকল গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ কষায় বা পাপরূপ জলদ্বারা আর্দ্র হইয়া, যোগরূপ বায়ুদ্বারা সর্ব্বপ্রদেশ হইতে আনীত কর্ম্মসকল গ্রহণ করে। কুগতি-প্রাপ্তিদ্বারা আত্মার 'কষণ' অর্থাৎ হিংসা করে, এজন্য ক্রোধ, মান, মায়া, এবং লোভকে কষায় বলা যায়। অহিংসাদিকে শুভকায়যোগ, এবং সত্য, মিত, এবং হিতভাষণাদিকে শুভ-বাক্‌যোগ বলা যায়। কায় মন এবং বাক্যের সহিত পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের যোগের নাম আশ্রব। পুণ্যের আশ্রব শুভ, এবং পাপের আশ্রব অশুভ।

(ঘ) বন্ধ ঃ—মিথ্যাদর্শন, অবিরতি, প্রমাদ, এবং কষায় হেতু 'যোগ'-দ্বারা নানাস্থান হইতে আনীত কর্ম্মবন্ধের হেতুভূত' পুদ্গল' সকল, আত্মা স্বীয় সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে গ্রহণ করে, এবং আপনাতে যোগ করে, তাহাকেই 'বন্ধ' বলে। বন্ধ নানাপ্রকার। তন্মধ্যে প্রকৃতিবন্ধ বা কর্ম্মবন্ধ আবার অষ্ট প্রকার ঃ—(১) জ্ঞানাবরণীয় অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান লাভেও মোক্ষ-সিদ্ধি হয় না, যে হেতু জ্ঞানদ্বারা বস্তু লাভ হয় না, মনের এরূপ ভ্রম ধারণা। (২) দর্শনাবরণীয়,—অর্থাৎ আর্হতদিগের দর্শনের অভ্যাসদ্বারা মোক্ষ-সিদ্ধি হয় না,—এরূপ ভ্রম। (৩) 'বেদনীয়' অর্থাৎ কোন বস্তু যুগপৎ আছে এবং নাই মনে করিলে, অসিধারাতে মধুলেহনের ন্যায় মনে যে যুগপৎ সুখ এবং দুঃখের উদ্রেক হয়, সেইরূপ ভাব। (৪) 'মোহনীয়' অর্থাৎ তীর্থঙ্করদিগের উপদেশ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ, অতএব তাহাদিগেরও জ্ঞানাভাব, এইরূপ ভ্রম,—অথবা তত্ত্বালোচনায় অশ্রদ্ধা, এবং অসংযত চরিত্র। (৫) 'আয়ুস্ক' অর্থাৎ দেহধারণের প্রতি আসক্তি। (৬) 'নামিক' অর্থাৎ স্বীয় নামেতে অহঙ্কার। (৭) 'গোত্রিক' বা স্বীয় গোত্রে অভিমান।

(৮) 'অন্তরায়' বা দানাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে কাতরতা, অথবা দানাদিকে মোক্ষ-লাভের বিঘ্নকর জ্ঞান। ইহারই নাম কর্ম্মাষ্টক। জৈন মতে এই কর্ম্মাষ্টকের ক্ষয়ে মুক্তির উদয়।

(৬) সম্বর ঃ—পূর্ব্বোক্ত আশ্রবের নিরোধের নাম সম্বর। সম্বরদ্বারা আত্মাতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রবেশের পথ নিরুদ্ধ হয়। সম্বর নানাপ্রকার, যথা, গুপ্তি, সমিতি, ইত্যাদি। কায়মনোবাক্যের নিগ্রহদ্বারা সংসারগতির কারণ-ভূত আশ্রব হইতে আত্মাকে রক্ষা করার নাম 'গুপ্তি'। প্রাণীগণের পীড়া পরিহার পূর্ব্বক সঞ্চারণের নাম 'সমিতি'। সংসার-গতির কারণ 'আশ্রব', এবং মোক্ষ-লাভের কারণ 'সম্বর'।

(চ) নির্জ্জর ঃ— তপঃ প্রভৃতির দ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের নির্জ্জরণ বা ক্ষয় সাধনের নাম নির্জ্জর। নির্জ্জরের প্রভাবে এই দেহদ্বারাই চির প্রবৃত্ত পাপপুণ্য এবং সুখদুঃখের ক্ষয় সাধিত হয়। সংসারের বীজভূত কর্ম্ম-সকলকে নিঃশেষরূপে জরণ বা পরিপাক করে, এই জন্য বলা হয় নির্জ্জর। নির্জ্জর দ্বিবিধ ঃ—কামাদি-পাকজ, এবং কর্ম্ম-নির্জ্জর। কর্ম্ম স্বীয় ফল দান করিলে পর স্বভাবতই কর্ম্মের যে ক্ষয় হয়, তাহার নাম কাম-পাকজ নির্জ্জর, আর তপস্যার বলে কর্ম্ম স্বয়ংই যখন মুক্তি-লাভরূপ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায় হয়, তখন সেই কর্ম্মকেই "কর্ম্ম-নির্জ্জর" বলা যায়।

(৭) মোক্ষ ঃ—মিথ্যাদর্শনাদি বন্ধকারণের নিরোধ হেতু অভিনব কর্ম্ম-প্রবাহের নিরোধ হইলে, এবং নির্জ্জরদ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, কর্ম্মবন্ধ হইতে যে আত্যন্তিক মুক্তি লাভ হয়, তাহারই নাম মোক্ষ। মৃত্তিকা-লিপ্ত অলাবু (লাউ) জলে ডুবিয়া যায়, কিন্তু সেই অলাবু মৃত্তিকা হইতে মুক্ত হইলে, পুনরায় জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। আত্মাও সেইরূপ কর্ম্ম-বন্ধন-মুক্ত হইলে, স্বীয় স্বভাব-সিদ্ধ অসঙ্গত্ব ধর্ম্ম হেতু উর্দ্ধে আরোহণ করে, কারণ অগ্নি-শিখার ন্যায় উর্দ্ধগতিই আত্মার স্বভাব।

১০০। সপ্তভঙ্গী-নয় অথবা স্যাৎবাদ।

আর্হতগণকে একপ্রকার অনির্বাচ্যবাদী (অর্থাৎ কতকটা Agnosticদিগের মত) বলা যায়। আর্হতগণ বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকত্ববাদের বিরোধী, কারণ তাঁহারা বলেন, যদি কোন স্থায়ী আত্মা না থাকে, তবে লৌকিক কর্ম্মফল-ভোগের নিয়ম বিফল হয়। একজন কর্ম্ম করে, আরেক জন তাহার ফল ভোগ করে, এরূপ সম্ভব নয়। ক্ষণিকত্ববাদ অস্বীকার করিলেও আর্হতমতে বস্তুর স্বভাব

সত্ত্ব কি অসত্ত্ব ঠিক্ বলা যায় না। এজন্য তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ চারিপ্রকার মত প্রচলিত ঃ—সৎবাদ, অসৎবাদ, সদসৎবাদ, এবং অনির্ব্বচনীয়-বাদ। এতদ্ভিন্ন আরও তিন প্রকার মত আছে, তাহা সদসদাদি বাদ-চতুষ্টয়ের সহিত অনির্ব্বচনীয়বাদের যোগ মাত্র। আবার তাঁহারা যখন কোন বস্তু আছে কি নাই বলেন, সেই সঙ্গে তাঁহারা "কথঞ্চিৎ" অর্থে 'স্যাৎ' বা 'হয়ত' শব্দের যোগ করেন, কারণ তাঁহারা অনৈকান্তিকত্বের বা অনিশ্চিতত্বের পক্ষপাতী, যথা 'স্যাদস্তি' 'স্যান্নাস্তি' ইত্যাদি। তাঁহাদের উপদেশ যে, যখন কোন বস্তু আছে বলিতে চাও, তখন বলিবে 'হয়ত আছে'—"স্যাদস্তি", বা যখন কোন বস্তু নাই বলিতে চাও, তখন বলিবে 'হয়ত নাই'—'স্যান্নাস্তি'। 'স্যাৎ' শব্দ এস্থলে অনেকান্তত্ব-দ্যোতক, অথবা কথঞ্চিৎবোধক। ইহারই নাম 'স্যাদ্বাদ'। স্যাদ্বাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বদা 'একান্ত' বা নিশ্চয়তা ত্যাগ। যখন কোন বস্তুসম্বন্ধে বাদী সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে 'সেই বস্তু কি আছে', তখন 'হয়ত আছে' 'স্যাদস্তি', এই উত্তর শ্রবণে সে লজ্জায় নীরব হয়। তাহাতেই স্যাদ্বাদির জয় নিশ্চিত। অন্যান্যমতাবলম্বীর পক্ষ-প্রতিপক্ষ আছে, কিন্তু স্যাদ্বাদী * অপক্ষপাতী, কারণ সকল প্রকার মতই তাহার নিকট সমান। এই স্যাদ্‌বাদকেই জৈনগণ সর্ব্বদা সপ্তভঙ্গী-নয় নামে উল্লেখ করেন। একান্ততা ত্যাগ করিয়া কিরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হয়, সপ্তভঙ্গী-নয় তাহাই প্রদর্শন করে, যথা ঃ— (১) 'স্যাদস্তি' 'হয়ত আছে', (২) 'স্যান্নাস্তি' 'হয়ত নাই', (৩) 'স্যাদস্তিচ নাস্তিচ' 'হয়ত উভয় আছে এবং নাই', (৪) 'স্যাদবক্তব্যং' 'হয়ত বাক্যে প্রকাশ হয় না', (৫) 'স্যাদস্তি চাবক্তব্যং' 'হয়ত আছে কিন্তু বাক্যে প্রকাশ হয় না', (৬) 'স্যান্নাস্তি চা বক্তব্যং', 'হয়ত নাই কিন্তু বাক্যে প্রকাশ হয় না'। (৭) 'স্যাদস্তি চ নাস্তিচাবক্তব্যং' হয়ত 'উভয় আছে এবং নাই, কিন্তু তাহা বাক্যে প্রকাশ হয় না'। এই 'স্যাদ্বাদ' দুই প্রকার মাত্র প্রমাণ স্বীকার করে, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান।

'জিন' বা অর্হৎই জৈনদিগের দেবতা এবং গুরু। তাঁহাদের মতে তিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা। বৌদ্ধদিগের যেমন বুদ্ধ, জৈনদিগের পক্ষেও সেইরূপ জিন, বা অর্হৎ। জৈনগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ঃ—(১) শ্বেতাম্বর, এবং (২) দিগম্বর।

---

* আধুনিক Theosophist কতকটা "স্যাদ্বাদী" কি না, তাঁহারাই বলিতে পারেন।

১০১। আর্হতপণ্ডিতমণ্ডলীর* সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিচার।

আর্হত পণ্ডিতগণের সহিত শঙ্করাচার্য্যের যে বিচার হইয়াছিল, মাধবাচার্য্য তাহা এইরূপে বর্ণন করিতেছেন ঃ—

আর্হত। জীব (বোধাত্মক), অজীব (জড়াত্মক), আশ্রব (ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি বা কর্ম্ম), শ্রিতবৎ (মিথ্যা বা অশুভ প্রবৃত্তি), সম্বর (শমদমাদি শুভ প্রবৃত্তি), নির্জ্জর (পুণ্যাপুণ্য-নাশের সাধন), বন্ধ, এবং মোক্ষ, এই সপ্ত প্রকার পদার্থ, এবং অস্তিনাস্তি ইত্যাদি সপ্তভঙ্গী-নয় কেন স্বীকার কর না।

শঙ্কর। হে আর্হত, তোমাদের মানিত জীবাস্তিকায়ের স্বরূপ পরিষ্কার করিয়া বর্ণনা কর।

আর্হত। হে বিদ্বন্, জীবাস্তিকায় দেহেরই তুল্য-পরিমাণবিশিষ্ট, এবং কর্ম্মাষ্টকদ্বারা দৃঢ়রূপে বেষ্টিত।

শঙ্কর। জীব যদি দেহের সমান পরিমাণবিশিষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা বড়ও না হয়, ছোটও না হয়, তবে ত জীব ঘটাদিরই তুল্য। তাহা হইলে ঘটাদির ন্যায় জীবও নিত্য হইতে পারে না। আবার মনুষ্য-দেহ পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন গজ-দেহে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে, তখন সে সমগ্র গজ-দেহ কিরূপে অধিকার করিবে? অথবা যখন পতঙ্গ-দেহে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবে, তখন সমগ্র জীব কিরূপে তাহাতে সমাবেশ লাভ করিবে?

আর্হত। জীব যখন কোন ক্ষুদ্রতর দেহ পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন সে নূতন অবয়ব লাভ করে, এবং যখন কোন বৃহত্তর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রতর দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন জীব তাহার অবয়বের কতক অংশ পরিত্যাগ করে। এইরূপে জীব যখন যে দেহ ধারণ করে, তখন তত্তৎদেহের সহিত তাহার সমব্যাপ্তি হেতু, জীব সেই সেই দেহের সমান পরিমাণই থাকে।

শঙ্কর। যদি শরীরের ন্যায় জীবের পক্ষেও অবয়বের সমাগম এবং অপগম সম্ভব হয়, তবে শরীরাবয়বের জড়ত্বের ন্যায়, সেই সকল জীবাবয়বেরও জড়ত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত হয়। সেই সকল অনাত্মভূত অবয়ব কিরূপে জীবের মধ্যে আবির্ভাব এবং তিরোভাব লাভ করিবে?

আর্হত। সেই সকল অবয়বও জন্ম বা ক্ষয়-রহিত, কখনও প্রকাশিত হয়, কখনও অপ্রকাশিত থাকে। হস্তী প্রভৃতি প্রাণী-বিশেষে তাহা সমস্তই প্রকাশিত হয়, আর পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী-বিশেষে তাহা সমস্ত প্রকাশিত হয় না।

শঙ্কর। বল দেখি সে সকল অবয়ব চেতন কি অচেতন? যদি চেতন হয়, তবে যেহেতু অবয়ব সকল অনেক, এবং তাহাদের পরস্পর বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না, তখন সেই সকল চেতন অবয়বের পরস্পর বিরোধ হেতু শরীর উন্মথিত হইবে। আর যদি জীবাবয়ব সকল অচেতন হয়, তবে তাহাদের যোগে শরীরে চৈতন্য লাভ অসম্ভব। অচেতন অবয়বকে জীবাবয়বই বলা যাইতে পারে না।

আর্হত। হে বিদ্বন্, অনেক অশ্ব যেমন একমত হইয়া একটী রথ চালনা করে, সেই রূপে জীবাবয়ব সকলও বিরোধ-রহিত হইয়া, চৈতন্যযোগদ্বারা শরীর-চালনারূপ কার্য্য নিষ্পন্ন করুক।

শঙ্কর। হে সুমতে, সারথিরূপে অশ্ব সকলের উপরে একজন চালক থাকে বলিয়াই অনেক অশ্ব একমত হইয়া রথচালনা-কার্য্য নিষ্পন্ন করে। কিন্তু এস্থলে তোমাদের কল্পিত অবয়ব সকলের উপরে সেরূপ কোন নিয়ামকের অভাব হেতু ঐকমত্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

আর্হত। হে যতিরাজ, জীবাবয়বের তাদৃশ উপগম অথবা অপগম নাই বা হইল। তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। জলৌকা যেমন অবলীলাক্রমে কখনও সঙ্কুচিত এবং কখনও বা প্রসারিত হয়, জীবও সেইরূপ বৃহত্তর শরীরে প্রসারিত, এবং ক্ষুদ্রতর শরীরে সঙ্কুচিত হয়।

শঙ্কর। জড় পদার্থের ন্যায় জীবের পক্ষে যদি আকুঞ্চন-প্রসারণাদি বিকার-ভাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তবে জীব ও ঘটাদি অপরাপর জড়বস্তুর ন্যায় নশ্বর হইবে। জীব নশ্বর হইলে কৃতের নাশ বা সদ্বস্তুর অসত্তা, এবং অকৃতের অভ্যাগম বা অসদ্বস্তুর সত্তা সম্ভব হয়। আবার এরূপ হইলে সংসার-সাগরে নিমগ্ন স্বকর্ম্মাষ্টক-ভারে পীড়িত জীবের পক্ষে জলমগ্ন অলাবুবৎ সতত ঊর্দ্ধ-গমন-শীলতারূপ জীবের মোক্ষলাভ-বিষয়ক তোমাদের সিদ্ধান্ত সাধিত হয় না। হে আর্হত, তোমাদের কথিত সপ্তভঙ্গী-নীতিরও আমরা আদর করি না। কারণ সৎ এবং অসৎ—এরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একাধারে যুগপৎ স্থিতি সম্ভব হয় না। এইরূপে আর্হত বা জৈনগণ শঙ্করের সহিত বিচারে পরাজিত হইলেন।

১০২। জৈন দার্শনিক।

জৈন-দর্শন আমাদিগের নিকটে বৌদ্ধ দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর অপরিচিত। অনেকের ধারণা যে,জৈন দর্শন এবং ধর্ম্ম,বৌদ্ধ দর্শন এবং ধর্ম্মেরই শাখা-বিশেষ। জৈনগণ নিজেরাও বোধ হয় ভিন্নসম্প্রদায়ীদিগকে তাহাদের শাস্ত্রালোচনার অধিকার

এবং সুবিধা প্রদানে অনিচ্ছুক। যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রতিপক্ষের উক্তি হইতেও প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মতত্ত্বের অনুশীলনে এবং আত্মার বিকাশ-সাধন-বিষয়ে জৈনগণ অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে শঙ্কর জৈনদার্শনিকদিগের মতের এইরূপ উল্লেখ করিতেছেন:— "স্রোতঃসন্তান-নিত্যতান্যায়ে নাত্মনো নিত্যতা স্যাৎ" (সূত্রভাষ্য, ২-২-৩৫)। 'নদী-প্রবাহের নিত্যতার ন্যায় আত্মার নিত্যতা'—(Compare Emerson's "No man can see the same thing twice")। জৈনগণ বৌদ্ধ ক্ষণিকত্ববাদের বিরোধী। অতএব তাহাদের এই কথার ভিতরে বৈদান্তিকদিগের সোপাধিক এবং নিরুপাধিক (কূটস্থ) ভেদেরই কতক আভাস দৃষ্ট হয়। অধ্যাত্ম ধর্ম্ম-সাধনাবিষয়ে জৈনদিগের আদর্শ যে কত উচ্চ, তাহা তাহাদের পদার্থ বিচার * পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হয়। মোক্ষ সম্বন্ধেও জৈন মত প্লেটো (Plato) প্রভৃতি অতি উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মতেরই অনুরূপ। মোক্ষ-বিষয়ক জৈন মত শঙ্কর এইরূপ বর্ণন করিতেছেন:— "কর্ম্মাষ্টক-পরিবেষ্টিতস্য জীবস্য অলাবুবৎ সংসার-সাগরে নিমগ্নস্য বন্ধনোচ্ছেদাৎ ঊর্দ্ধগামিত্বং ভবতি" (সূত্রভাষ্য, ২-২-৩৫)। (জ্ঞানাবরণীয়াদি) কর্ম্মাষ্টক-পরিবেষ্টিত সংসার-সাগরে নিমগ্ন জীবের মৃত্তিকাদ্বারা উপলিপ্ত জলমগ্ন অলাবুর মৃত্তিকার অপগমে ঊর্দ্ধারোহণের ন্যায়, কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদে (জীবের) ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়। প্লেটো আত্মার ঊর্দ্ধগমনশীলত্ব পক্ষীর পক্ষপুটের উপমাদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। জৈন দার্শনিক তাহাই মৃদুপলিপ্ত জলমগ্ন অলাবুর মৃদপগমে ঊর্দ্ধারোহণের উপমাদ্বারা প্রকাশ করিতেছেন।

১০৩। সূত্রভাষ্যে শঙ্করের কৃত জৈন মত খণ্ডন।

শঙ্করাচার্য্য নিজে তাঁহার সূত্রভাষ্যে যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া জৈনমত খণ্ডন করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদও এস্থলে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। শঙ্কর জৈন দার্শনিকদিগের প্রতি কতদূর সুবিচার

* "আস্রব-সম্বর-নির্জরাস্ত্রয়ঃ পদার্থাঃ প্রবৃত্তি-লক্ষণা। তত্র মিথ্যাপ্রবৃত্তিরাস্রবঃ। সম্যক্‌প্রবৃত্তী তু সম্বরনির্জরৌ। ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিরাস্রবঃ। অন্যে তু কর্ম্মাণ্যাস্রবমাহুঃ। সেয়ং মিথ্যাপ্রবৃত্তিরনর্থহেতুত্বাৎ। শমাদিরূপা প্রবৃত্তিঃ সম্বরঃ। সা হ্যাস্রবস্রোতসো দ্বারং সংবৃণোতি। নির্জরস্ত নাদিকালপ্রবৃত্তিকষায়কলুষপুণ্যাপুণ্যপ্রহাণহেতুঃ। বন্ধোঽষ্টবিধং কর্ম্ম। তত্র ঘাতিকর্ম্ম চতুর্বিধং। জ্ঞানাবরণীয়ং; দর্শনাবরণীয়ং, মোহনীয় মন্তরায়ং। ঊর্দ্ধগমনশীলোহি জীবো ধর্ম্মাধর্ম্মাস্তিকায়েন বদ্ধস্তদ্বিমোক্ষাৎ যদূর্দ্ধং গচ্ছত্যেব স মোক্ষঃ"। "ভামতী ২-২-৩৩॥

করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। শঙ্কর বলিতেছেন :—"দিগম্বর বা জৈনমতে সাতটি পদার্থ :—জীব, অজীব, আশ্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ, এবং মোক্ষ। সংক্ষেপে দুইটি পদার্থও বলা হয়—জীব (ভোক্তা) এবং অজীব (ভোগ্য), কারণ যথাসম্ভব অন্য সকল এই দুইয়েরই অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ভিন্ন তাহারা আবার পঞ্চ অস্তিকায় নামক প্রপঞ্চেরও বর্ণন করেন :—জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, এবং আকাশাস্তিকায়। তাহাদের শাস্ত্রোক্ত এ সকলেরও আরও অনেক প্রকার অবান্তর ভেদ তাঁহারা স্বীকার করেন। আবার তাঁহারা সর্ব্বত্র এই সপ্তভঙ্গী-নয় নামক ন্যায়েরও অবতারণা করেন :—(১) স্যাদস্তি, (২) স্যান্নাস্তি, (৩) স্যাদস্তিচ নাস্তিচ, (৪) স্যাদবক্তব্যঃ, (৫) স্যাদস্তিচাবক্তব্যশ্চ, (৬) স্যান্নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ, (৭) স্যাদস্তি চ নাস্তিচাবক্তব্যশ্চ। একত্ব-নিত্যত্বাদি বিষয়েও তাঁহারা এই সপ্তভঙ্গী-নয় প্রয়োগ করিয়া থাকেন (যথা, স্যাদেকঃ স্যাদনেকঃ, স্যান্নিত্যঃ স্যাদনিত্যঃ, ইত্যাদি)। এসম্বন্ধে আমরা বলিতেছি যে, এরূপ মত সঙ্গত নয়। কেন? কারণ একই পদার্থে তাহা অসম্ভব। একই ধর্ম্মীর মধ্যে শীতোষ্ণের যুগপৎ সমাবেশের ন্যায় সদসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ সমাবেশ অসম্ভব। আর তাঁহাদের যে সপ্ত পদার্থ, তাহা যে সংখ্যক এবং যেরূপ বলিয়া নির্দ্ধারিত, তাহা কি সেরূপই অথবা সেরূপ নয়? যদি নিশ্চয় করিয়া তাহা না বলা যায়, এবং তাহা যদি এরূপও হইতে পারে, এরূপ নাও হইতে পারে, তাহা হইলে সংশয়ের ন্যায়, এরূপ অনির্দ্ধারিত জ্ঞান প্রমাণের অযোগ্য। যদি বল যে বস্তু অনেকাত্মক হওয়াতে, নির্দ্ধারিত আকারে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা সংশয়-জ্ঞানের ন্যায় অপ্রমাণ হইতে পারে না,—আমরা বলিতেছি, তাহা নয়। যাহারা সর্ব্ববিষয়ে নিরঙ্কুশ অনেকান্তত্ব বা অনিশ্চয়তা স্বীকার করেন, বস্তুত্বাবিশেষত্ব হেতু তাহাদের নির্দ্ধারণও স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি ইত্যাদি বিরুদ্ধ কল্পনার বিষয় হওয়াতে, তাহাও অনির্দ্ধারণাত্মক বা সংশয়যুক্তই হইবে। এরূপ নির্দ্ধারণকর্ত্তার নির্দ্ধারণের ফল স্যাৎপক্ষে অস্তিতা, এবং অস্যাৎপক্ষে নাস্তিতা হইবে। এরূপ হওয়াতে, যখন সেই তীর্থঙ্করের প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতৃ, প্রমিতি, সকলই অনির্দ্ধারিত, তখন তিনি প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য উপদেশ করিবেন কিরূপে! আর যাঁহারা সেই তীর্থঙ্করের উপদেশ অনুসরণ করিবেন, তাঁহারাই বা সেই অনির্দ্ধারিতস্বরূপ উপদিষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবেন কিরূপে? ফল নিশ্চিতরূপে

* "স্যাদিত্যব্যয়ং তিঙন্তপ্রতিরূপকং কথঞ্চিদর্থকং", রত্নপ্রভা।

নির্দ্ধারিত হইলেই তাহার সাধনের অনুষ্ঠানে লোক সকল অনাকুলচিত্তে প্রবৃত্ত হয়, নতুবা হয় না। অতএব অনির্দ্ধারিতার্থক শাস্ত্র প্রণয়ন করাতে সেই তীর্থ-ঙ্করদিগের বচন মত্ত বা উন্মত্তের বচনের ন্যায় গ্রহণের অযোগ্য। আর অস্তি-কায় পঞ্চকের পঞ্চত্ব সংখ্যা "অস্তি বা নাস্তি বা" এই পরস্পর বিরুদ্ধ কল্পনার বিষয় হওয়াতে এক (বা স্যাৎ) পক্ষে হইতে পারে, এবং পক্ষান্তরে (বা অস্যাৎ পক্ষে) নাও হইতে পারে," তদ্দ্বারা সংখ্যার ন্যূনাধিক্য ও সম্ভব হইতেছে। আর পদার্থ সকলের অবক্তব্যত্ববিষয়ক তাহাদের মত সম্ভব নয়, কারণ যদি প্রকৃত পক্ষে অবক্তব্যই হইত, তবে তীর্থঙ্করেরাও সে সম্বন্ধে নীরব থাকিতেন। উক্ত হইতেছে, অথচ বলা হইতেছে, অবক্তব্য। উক্ত হইতেছে, অতএব অবধারিত, অথচ বলা হইতেছে, অবধারিত নয়। এ সকল বিরুদ্ধ বাক্য প্রলাপতুল্য। তাহাদের অবধারণের ফল, সম্যক্‌দর্শন ও আবার "অস্তি বা নাস্তি বা",এবং তদ্বিপরীত অসম্যক্ দর্শন ও "অস্তি বা নাস্তি বা",—এরূপ প্রলাপ মত্ত বা উন্মত্তের পক্ষেই শোভা পায়, বিশ্বাস উৎপাদনেচ্ছু উপদেষ্টার পক্ষে নয়। স্বর্গ এবং অপবর্গ সম্বন্ধেও সেইরূপ একদিকে ভাব, অন্য দিকে অভাব, একদিকে নিত্যতা, অন্যদিকে অনিত্যতা,—অবধারণের অভাব হেতু তৎপ্রতিও লোকের প্রবৃত্তি অসম্ভব। আবার অনাদিসিদ্ধ জীব প্রভৃতির ও স্বভাব তাহাদের শাস্ত্রে যেরূপ অবধারিত হইয়াছে, (তাহাদের শাস্ত্র মতেই) তাহা সেই অবধারিত স্বভাবের বিপ-রীতও হইতে পারে। জীবাদি পদার্থের সম্বন্ধেও দেখা যায় একই ধর্ম্মীর মধ্যে সত্ত্ব এবং অসত্ত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অসম্ভব হওয়াতে, অর্থাৎ সত্ত্বরূপ একধর্ম্ম থাকিলে, অসত্ত্বরূপ অপর ধর্ম্ম অসম্ভব হওয়াতে, এবং অসত্ত্বরূপ ধর্ম্ম থাকিলে, সত্ত্বরূপ ধর্ম্ম অসম্ভব হওয়াতে, এই আর্হত মত অসঙ্গত। সূত্রভাষ্য, ২-২-৩৩॥

আবার পরের সূত্রে শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"একই ধর্ম্মীর মধ্যে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অসম্ভব (Law of Contradiction পৃঃ—২১১), স্যাদ্বাদের* যেরূপ একটী দোষ, জীবাত্মার 'অকার্ৎস্ন্য'ও সেইরূপ আর একটী দোষ! সে কি? আর্হতেরা বলেন যে "জীব শরীর-পরিমাণ"—"শরীরপরিমাণো হি জীবঃ",—আত্মা যদি শরীর-পরিমাণ হয়, তবে তাহা অকৃৎস্ন বা অসর্ব্বগত এবং পরিচ্ছিন্ন, অতএব ঘটাদির ন্যায় আত্মাও অনিত্য হওয়াই সম্ভব। আর শরীর পরিমাণের স্থিরতা না থাকাতে মনুষ্য-জীব যখন মনুষ্য-শরীর পরিমাণ হইয়া, পুনরায় কোন কর্ম্ম-বিপাকে হস্তি-জন্ম লাভ করে, তখন তাহা সমস্ত হস্তি-শরীর-ব্যাপী হইবে না। আবার

* "স্যাদিত্যব্যয়ং তিঙন্তপ্রতিরূপকং কথঞ্চিদর্থকং", রত্নপ্রভা।

সেই জীব যখন পতঙ্গ-জন্ম লাভ করে, তখন সমস্ত পতঙ্গ-দেহে সেই জীবের সমাবেশ হইবে না। একই জন্মে ও কৌমার, যৌবন, এবং বার্দ্ধক্যের ভেদে এই দোষ সমানই। (যদি বল) তাহা হয় হউক,—কিন্তু জীবাবয়ব অনন্ত, এবং ক্ষুদ্র শরীরে সেই অনন্ত অবয়ব সঙ্কুচিত, এবং বৃহত্তর শরীরে তাহা প্রসারিত হয়, * তাহা হইলেও বলা আবশ্যক, সেই অনন্ত জীবায়বের কল্পনা সমান-দেশত্বের কল্পনা দ্বারা ব্যাহত হয়, কি ব্যাহত হয় না? যদি বল যে ব্যাহত হয়, তবে পরিচ্ছিন্ন দেশে অনন্ত অবয়বের সমাবেশ হইতে পারে না। যদি বল যে ব্যাহত হয় না, তবে যে হেতু একই অবয়ব সেই পরিচ্ছিন্ন স্থান পূর্ণ করিতে পারে, তখন সেই পরিচ্ছিন্ন স্থানে অনন্ত অবয়বের প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। তাহা হইলে জীবকে অণুমাত্রই বলিতে হয়। আবার জীবাবয়বসকল শরীর-মাত্র-পরিচ্ছিন্ন (অতএব পরিমিত) হওয়াতে, তাহাদের অনন্তত্বের কল্পনাও অসঙ্গত"। ২-২-৩৪।

পরের সূত্রে শঙ্কর আবার বলিতেছেন:—"আবার পর্য্যায়ক্রমে হস্ত্যাদি বৃহৎ শরীর লাভে জীবাবয়ব উপগত হয়, আর পুত্তিকাদি ক্ষুদ্র শরীর লাভে জীবাবয়ব অপগত হয়, এই মতের বিরুদ্ধে বলা যাইতেছে:—পর্য্যায় ক্রমে অবয়বের উপগম এবং অপগম দ্বারাও জীবের দেহ-পরিমাণত্ব মত অব্যাহত ভাবে প্রতিপন্ন করা যায় না। কেন? কারণ তাহা হইলে আত্মা সম্বন্ধে বিকারাদি। দোষের অনুমান সিদ্ধ হয়। অবয়বের উপগম এবং অপগম-দ্বারা দিবানিশি আপূর্য্যমান এবং অপক্ষীয়মান হইলে, জীবের বিক্রিয়াবত্ত্ব অপরিহার্য্য। বিক্রিয়াবত্ত্ব স্বীকার করিতে গেলে চর্ম্মাদির ন্যায় জীবের অনিত্যত্বের আশঙ্কা অপরিহার্য্য। তাহা হইলে (জৈনদিগের) বন্ধমোক্ষের মত,—যথা কর্ম্মাষ্টক পরিবেষ্টিত হইয়া (মৃদ্‌লিপ্ত) অলাবুবৎ সংসার সাগরে নিমগ্ন জীবের সেই কর্ম্মবন্ধনের উচ্ছেদ হইলে, ঊর্দ্ধগামিত্ব লাভ হয়,—এই মত বাধিত হয়। আর কি? উপগত এবং অপগত অবয়ব সকলের উপগম এবং অপগম-ধর্ম্মবত্ত্ব-হেতু শরীরাদির ন্যায় তাহাদেরও অনাত্মত্বই প্রতিপন্ন হয়। আত্মার অবয়ব সকলের এরূপ পরিবর্ত্তন স্বীকার করিলে, কোন অপরিবর্ত্তিত নিয়ত অবস্থিত অবয়ব-বিশেষই আত্মা হইবে, অথচ 'এইটিই সেই' বলিয়া তাহার নিরূপণ করাও অসাধ্য। আর কি? যে জীবাবয়ব সকল আসিতেছে, তাহারা কোথা

* টীকাকার দীপাবয়বের দৃষ্টান্ত দিতেছেন:—"যথা দীপাবয়বানাং ঘটে সংকোচো গেহে বিকাশস্তথা জীবাবয়বানাং।"

হইতে আসিতেছে, আর যে সকল অবয়ব চলিয়া যাইতেছে, তাহারাই বা কোথায় চলিয়া যাইতেছে,—তাহাও বলা কর্ত্তব্য। যে হেতু জীব অভৌতিক, অতএব ভূত সকল হইতে জীবাবয়ব প্রাদুর্ভূত হয়, এবং ভূত সকলেই বিলীন হয়, এরূপ বলা যাইতে পারে না। অন্য কোন সাধারণ অথবা অসাধারণ জীবাবয়বের আধারও নিরূপণ করা যায় না, কারণ তাহার প্রমাণাভাব। আর কি? আর এরূপ হইলে, আত্মার পরিমাণ এবং রূপ অনবধারিতই থাকিতেছে, কারণ যে সকল অবয়ব আসিতেছে এবং যাইতেছে, তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। উল্লিখিত দোষ হেতু পর্য্যায়ক্রমে আত্মার অবয়বের উপগম এবং অপগমের মত গ্রহণ করা যায় না। আবার যদি বল পর্য্যায়ক্রমে পরিমাণের অনবস্থা সত্ত্বেও স্রোতঃ-সন্তান বা জল-প্রবাহের নিত্যত্বের ন্যায় আত্মারও নিত্যতা হইতে পরে, অর্থাৎ রক্তপট বা বৌদ্ধ-দিগের মতে বিজ্ঞানের অনবস্থা সত্ত্বেও বিজ্ঞান-সন্তান বা বিজ্ঞান-প্রবাহের নিত্যতার ন্যায়, দিগম্বর (জৈন)-দিগের ও আত্মার নিত্যতা-মত স্রোতঃ-সন্তান-নিত্যতার ন্যায় হইতে পারে'—এই আশঙ্কা করিয়া উত্তর করা যাইতেছে ঃ—সেই সন্তান বা প্রবাহ যদি অবস্তু হয়, তবে (বৌদ্ধদিগের) নৈরাত্ম্যবাদ বা শূন্যবাদই দাঁড়ায় (যাহা জৈনগণ স্বীকার করেন না)। সেই সন্তান বা প্রবাহ যদি বস্তু হয়, তবে (তাহা সন্তানী দেহাদি হইতে ভিন্ন হইলে, বৈদান্তিক কূটস্থবাদ, এবং সন্তানী হইতে অভিন্ন হইলে) আত্মার অনিত্যত্ব, এবং জন্মাদি বিকার-দোষবত্ত্ব প্রসঙ্গ। অতএব সন্তানাত্মপক্ষও তাহাদের পক্ষে অসঙ্গত"।২-২-৩৬

শঙ্কর আবার বলিতেছেন ঃ—"আবার জৈনেরা মোক্ষাবস্থাগত জীবের অন্ত্য পরিমাণের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। তাহা হইলে সেই অন্ত্য পরিমাণের ন্যায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আদ্য-মধ্যম জীব পরিমাণেরও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়, এবং এই পরিমাণত্রয়ের মধ্যে কোন প্রকার ইতর-বিশেষ থাকে না। তাহা হইলে জীবের এক নিত্য-শরীর-পরিমাণতাই স্বীকার করিতে হয়, বর্দ্ধিত অথবা ক্ষয়-প্রাপ্ত শরীরান্তর-প্রাপ্তি স্বীকার করা যায় না। অথবা অন্ত্য জীব-পরিমাণের অবস্থিতত্ব বা নিত্যত্ব হেতু, পূর্ব্ববর্ত্তী আদি এবং মধ্য অবস্থাদ্বয়েও জীবের পরিমাণ অবস্থিত বা নিত্যই হইবে,—অতএব জীবকে নির্ব্বিশেষ ভাবে সর্ব্বদাই অণু অথবা মহান্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল কারণে জীবের শরীর-পরিমাণত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না।" ব্রহ্ম-সূত্র ২-২-৩৩ হইতে ৩৬ ॥

১০৪। শ্রীহর্ষ।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য নৈমিশ-ক্ষেত্রে স্বীয় ভাষ্য প্রচার করিলেন। পরে তথা হইতে দরদ, ভরত, শূরসেন, এবং কুরু-পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণ করিয়া বিচারে তত্তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণকে জয় করিলেন। বিখ্যাত খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যের এবং নৈষধ-চরিতের রচয়িতা মহাকবি শ্রীহর্ষ যিনি তাঁহার খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য গ্রন্থে তীক্ষ্ণ যুক্তিদ্বারা নানাপ্রকার শাস্ত্র সকল খণ্ডন করিয়াছেন, এবং যাঁহাকে গুরু প্রভাকর, কুমারিল ভট্ট, এবং ন্যায়-সূত্রের * ভাষ্যকার এবং কুসুমাঞ্জলির রচয়িতা বিখ্যাত উদয়নাচার্য্যও বিচারে জয় করিতে সমর্থ হন নাই, এই সময়ে শঙ্কর সেই কবি দার্শনিক শ্রীহর্ষকেও বিচারে জয় করিয়া স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন।

১০৫। আসাম গমন।

তথা হইতে শঙ্কর আসাম দেশস্থিত কামরূপে গমন করেন। তথায় যাইয়া অভিনবগুপ্ত নামে বিখ্যাত শাক্ত পণ্ডিতকে বিচারে জয় করেন। অভিনবগুপ্ত নিজেও ব্রহ্মসূত্রের একটী শাক্ত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। বিচারে পরাজিত হইয়া অভিনবগুপ্ত মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন:— "শঙ্করের সমকক্ষ ত্রিসংসারে কাহাকেও দেখিতেছি না। এব্যক্তি কোন মতেই আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে না। অতএব দৈববলে ইহার বিনাশ সাধন করিতে হইবে"। মনে মনে এইরূপ গূঢ় সঙ্কল্প করিয়া অভিনবগুপ্ত স্বীয় শিষ্যগণ সহ শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার স্বরচিত শাক্তমতানুযায়ী সূত্র-ভাষ্য পরিত্যাগ করিলেন। লোকাপবাদ ভয়ে তিনি অনুরক্ত শিষ্যের ন্যায় নিয়ত শঙ্করের সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ও তাহার মনে পরাজয়-জনিত বিদ্বেষ নিয়ত জাগরূক ছিল। বিচারে পরাজিত পণ্ডিত-পাষণ্ডিগের হস্তে আর্য্যসমাজের বিখ্যাত প্রবর্ত্তক পণ্ডিতাগ্রণী স্বর্গীয় দয়ানন্দ-

---

* পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিতেছেন:—"শঙ্করের পর মহাকবি শ্রীহর্ষ গোতম ঋষিকে (ন্যায়-সূত্রকার) ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন:—"মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্র মূচে সচেতসাং। গোতমং তম বেত্যৈব যথা বিদ্ম তথৈব সঃ॥" অর্থাৎ যে গোতম জীবন্ত প্রাণীকে পাথর করিয়া দিবার জন্য শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নামটি সার্থক হইয়াছে, তিনি গো-তমই বটেন, তাঁহার মত গরু আর দ্বিতীয় নাই" (নারায়ণ, পৌষ—১৩২১)। সাংখ্যাদি যাহাদের মতে "দুঃখান্ত সেই পুরুষার্থ, তাহারা সকলেই এই দোষে দোষী, কারণ দুঃখান্ত পূর্ণমাত্রায় কাষ্ঠলোষ্ট্রে বর্ত্তমান। আমরা মাধবাচার্য্যের বর্ণনা হইতে ইহা ও জানিতে পারিতেছি যে শ্রীহর্ষ শঙ্করাচার্য্যের একজন সমসাময়িক।

সরস্বতীর যেরূপ দশা হইয়াছিল, পরে দেখিতে পাইব যে এই শাক্ত ধুরন্ধর অভিনবগুপ্তের হস্তে শঙ্করেরও প্রায় তদ্রূপ দশাই হইয়াছিল।

আসাম প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলে অদ্বৈতবিদ্যা প্রচার করিয়া পণ্ডিতদিগকে নিজ শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া, শঙ্করাচার্য্য তথা হইতে বিদেহ, এবং কোশলাদি স্থানে গমন করেন। তথায় বিশেষ সমাদর লাভ করিয়া, তথা হইতে অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি দেশে যাইয়া অদ্বৈতবিদ্যা প্রচার করেন। অবশেষে তিনি গৌড় দেশে গমন করিলেন। গৌড় দেশে যাইয়া মুরারিমিশ্র, উদয়ন (এই উদয়নই কি কুসুমাঞ্জলির রচয়িতা, এবং গৌতমসূত্রের ভাষ্যকার? এবং তিনি কি গৌড়দেশীয়?)—এবং ধর্ম্মগুপ্তমিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে বিচারে জয় করিয়া গৌড়দেশে স্বীয় মত প্রচার করিলেন। অতঃপর তিনি বেদনিন্দুক বুদ্ধের মত ও খণ্ডন করিলেন। (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২-২-১৮ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য)। ক্রমে তিনি শৈব, শাক্ত, পাশুপত, ক্ষপণক (বৌদ্ধ সম্প্রদায়-বিশেষ), কাপালিক, এবং বৈষ্ণব * প্রভৃতি সমস্ত মত খণ্ডন করিয়া সর্ব্বত্র বৈদিকমার্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল।

১০৬। শৈবমত।

মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে শঙ্কর প্রকাশ্য বিচারে শৈব মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এস্থলে শৈবমতের অথবা সেই বিচারের কোন বর্ণনা করিতেছেন না। সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহে তিনি শৈবমতের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহারই সারাংশ আমরা এস্থলে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। পাশুপত মতের যে বর্ণনা আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি, শৈবমত অনেকটা তাহারই অনুরূপ। শৈবমতে পদার্থ ত্রিবিধ ঃ— পতি, পশু, এবং পাশ—"পতি-পশু-পাশ-ভেদাৎ ত্রয়ঃপদার্থাঃ"। তন্মধ্যে পতি— শিব বা পরমেশ্বর চৈতন্যস্বরূপ এবং স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। কোন কোন শৈব মতে পরমেশ্বরের কার্য্য পশুর বা জীবের কর্ম্ম-নিরপেক্ষ। কিন্তু তাহা হইলে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের দোষারোপের আশঙ্কা থাকে বলিয়া, কাহারও কাহারও মতে পরমেশ্বরের কারণত্ব জীবের কর্ম্মাদি-সাপেক্ষ। মুক্তাত্মাদিগের শিবত্ব-প্রাপ্তি স্বীকার করিলেও শৈবমতে মুক্তাত্মারা পরমেশ্বরের অধীন। তাহাদের নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। "মুক্তাত্মনাং যদ্যপি শিবত্বমস্তি তথাপি পরমেশ্বর-পারতন্ত্র্যাৎ

* আনন্দগিরি-নামীয় শঙ্করবিজয় ৪ প্রকরণে শৈবমত খণ্ডন, ৭ এবং ১০ প্রকরণে বৈষ্ণব মত খণ্ডন, ১৯ হইতে ২২ প্রকরণে শক্তিমত এবং ২৩ এবং ২৪ প্রকরণে কাপালিক মত খণ্ডন, এবং ৪৬ প্রকরণে ক্ষপণক মত খণ্ডন দ্রষ্টব্য।

স্বাতন্ত্র্যং নাস্তি।" পরমেশ্বরের প্রসাদেই তাহাদিগের মুক্তত্ব এবং শিবত্ব। পরমেশ্বর তাহাদের মতে সর্ব্বময়, সর্ব্বাত্মা, অতএব সর্ব্বজ্ঞ, যেহেতু অজ্ঞের পক্ষে কোন প্রকার কার্য্য সাধন করা অসম্ভব। তাহাদের মতে পরমেশ্বর শরীর-ধারী, কারণ শরীরধারী কুলালাদি দ্বারাই ঘটাদি কার্য্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাঁহার শরীর প্রাকৃত, অথবা সাধারণ মানুষের শরীরের মত নয়। তাঁহার শরীর শাক্ত বা শক্ত্যাত্মক। তিনি, অনাদি মুক্ত এবং এক। শক্তিস্বরূপ ঈশানাদি মন্ত্র-পঞ্চকই তাঁহার মস্তকাদি—"ঈশানাদিমস্তক, স্তৎপুরুষবক্ত্রো, হ্ঘোর-হৃদয়ো, বামদেবগুহ্যঃ, সদ্যোজাতপাদঃ ঈশ্বর ইতি।" এই মন্ত্রপঞ্চকই তাঁহার দেহ। তবে যে আগমাদিতে পঞ্চমুখ, ত্রিপঞ্চনেত্র ইত্যাদি নাম দ্বারা মুখ্যরূপে পরমেশ্বরের শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদি-যোগ উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে নিরাকারের ধ্যান-পূজা অসম্ভব বিধায়, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ পরমেশ্বর সেই সেই আকার গ্রহণ করেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে পঞ্চমুখ বা ত্রিপঞ্চনেত্র রূপে দর্শন কি রজ্জুতে রজ্জু অথবা স্থানুতে স্থানু দর্শনের ন্যায় বস্তুতন্ত্র সত্য, অথবা রজ্জুতে সর্পদর্শন বা স্থানুতে পুরুষদর্শনের ন্যায় পুরুষতন্ত্র বা কল্পনা ভ্রমমাত্র (Mental hallucination)।

'পশু'শব্দ জীবকে লক্ষ্য করে, কারণ জীব অস্বতন্ত্র বা অস্বাধীন। তাহারই অপর নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। চার্ব্বাক্ বলেন, দেহই জীব। শৈব বলেন, তাহা নয়, কারণ অন্যদৃষ্ট বিষয় অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। নৈয়ায়িকেরা বলেন আত্মা জ্ঞেয় পদার্থ। (শৈব বলেন) তাহা নয়, কারণ জ্ঞেয় হইলে তাহার ও জ্ঞাতা থাকিবে, অতএব অনবস্থা দোষ:—"আত্মা যদি ভবেন্মেয় স্তস্য মাতা ভবেৎ পরঃ।" (ইহাতে আমরা হার্ব্বার্ট স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদের (Agnosticism) পূর্ব্বাভাসই দেখিতে পাই)। জৈনেরা বলেন আত্মা অব্যাপক, এবং বৌদ্ধেরা বলেন আত্মা ক্ষণিক। (শৈব বলেন) তাহা নয়, কারণ আত্মা নিরত দেশকালাদিদ্বারা অনবচ্ছিন্ন, বিভু (ব্যাপক), এবং নিত্য। অদ্বৈতবাদীরা বলেন আত্মা এক। শৈব বলেন তাহা নয়, কারণ পুরুষেরা পৃথক্ ভাবে স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করে। তাহাই পুরুষ- বহুত্বের প্রমাণ। সাংখ্যেরা বলেন, আত্মা অকর্ত্তা। (শৈব বলেন) তাহা নয়, কারণ আগমাদিতে পাশ-মুক্ত হইলে, জীবের নিত্য-নিরতিশয় জ্ঞান-ক্রিয়ারূপ চৈতন্য-স্বভাব শিবত্ব প্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে।

পাশ অচেতন, এবং অচৈতন্য হেতুই তাহা পাশ-শব্দ-বাচ্য। পাশ চারি

প্রকার :—(১) 'মল',—জ্ঞান এবং ক্রিয়া শক্তিকে আবরণ করে, এরূপ স্বাভাবিক অশুদ্ধিভাবেরই নাম 'মল'। জীবের আবরণকারী এই 'মল' তণ্ডুলের তুষের তুল্য, অথবা তাম্রধাতুর কালিমার (Rust) তুল্য। (২) 'রোধশক্তি',—ইহা বল-স্বরূপ। সংসার-পাশের অধিষ্ঠাতা শিবেরই শক্তিবিশেষ। ইহা পুরুষের প্রকৃত স্বরূপের তিরোধায়ক হওয়াতে পাশরূপে গণ্য হয়। (৩) 'কর্ম্ম',—ফলার্থিরা ফল লাভের উদ্দেশ্যে যাহা করে, তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক, এবং অনাদি প্রবাহস্বরূপ,—বীজাঙ্কুরের ন্যায়। এবং (৪) 'মায়া'—'মা' এবং 'য়া', প্রলয় কালে সমস্ত জগৎ যাহাতে প্রবেশ করিয়া অব্যক্ত শক্তিরূপ ধারণ করে (মাতি), এবং সৃষ্টিকালে পুনরায় যে শক্তি হইতে জগৎ ব্যক্তত্ব প্রাপ্ত হয় (ব্যক্তিং যাতি), শৈব মতে সেই শক্তিরই নাম 'মায়া'।

১০৭। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যকৃত শৈবাদি মাহেশ্বরদিগের, সেশ্বর সাঙ্খ্যদিগের, এবং বৈশেষিক-নৈয়ায়িকাদির তটস্থ বা কেবলাধিষ্ঠাত্রীশ্বরবাদ খণ্ডন।

শৈবগুরু নীলকণ্ঠের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিচারের মাধবাচার্য্য- প্রদত্ত বর্ণনা আমরা পাঠক সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি। তদ্ভিন্ন শঙ্করাচার্য্য নিজে ও তাঁহার সূত্রভাষ্যে (২-২-৩৭ হইতে ৪১) শৈব মত খণ্ডন করিয়াছেন। সেই সঙ্গেই তিনি অন্যান্য প্রকারের তটস্থ ঈশ্বরবাদ বা কেবলাধিষ্ঠাত্রীশ্বরবাদ, অথবা জগতের সহিত ঈশ্বরের ডাঃ পেলির (Dr. Paley) বর্ণিত 'ঘড়ি-ঘড়িনির্ম্মাতা-সম্বন্ধবাদ' খণ্ডন * করিয়াছেন। সেই বিচারের সংক্ষিপ্ত অনুবাদও আমরা এস্থলে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। 'ঈশ্বর জগতের প্রকৃতি বা উপাদান নহেন, কেবল অধিষ্ঠাতামাত্র', শঙ্করের মতে—এই মত বেদান্ত-বিহিত ব্রহ্মৈকত্ব-মতের প্রতিপক্ষ-ভূত,—"অপ্রকৃতিরধিষ্ঠাতা কেবলং ঈশ্বর ইত্যেষ পক্ষো বেদান্তবিহিত-ব্রহ্মৈকত্ব-প্রতিপক্ষত্বাৎ।" শঙ্কর বলেন এই মত "বেদ-বাহ্য"—"সা চেয়ং বেদবাহ্যেশ্বর-কল্পনা নেকপ্রকারা।"—তিনি বলিতেছেন,—"সাঙ্খ্যযোগমত বা সেশ্বরসাংখ্যমত অবলম্বন করিয়া † কেহ কেহ কল্পনা করেন যে ঈশ্বর প্রধান-পুরুষের অধিষ্ঠাতা নিমিত্ত কারণ মাত্র। প্রধান, পুরুষ, এবং ঈশ্বর পরস্পর ভিন্ন—"ইতরেতরবিলক্ষণাঃ প্রধান-পুরুষেশ্বরাঃ"। শৈবাদি মাহেশ্বরদিগের মত যে পশুপতি ঈশ্বরদ্বারা পশু-পাশ বা জীবের সংসারবন্ধন মোচনের জন্য "কার্য্য-কারণ-যোগ-বিধি-দুঃখান্তাঃ পঞ্চ-

---

* "লুঞ্চিতকেশ (জৈন) মতং নিরাকৃত্য জটাধারিমাহেশ্বরমতং নিরাচষ্টে।" আনন্দগিরি-ব্যাখ্যা। † "হিরণ্যগর্ভ-পতঞ্জলিপ্রভৃতয়ঃ"—ভামতী।

পদার্থাঃ" উপদিষ্ট ‡ হইয়াছে। তাহারা বলেন পশুপতি ঈশ্বর, নিমিত্ত কারণ মাত্র। আবার বৈশেষিকাদি (আনুমানিকেশ্বরবাদী)ও যাহার যে প্রক্রিয়া অনুসারে ঈশ্বরকে কোন প্রকার নিমিত্ত কারণ মাত্র বলিয়া বর্ণন করেন। এই সকল মতের উত্তরে বলা যাইতেছে "পত্যুর সামঞ্জস্যাৎ"—পতি বা ঈশ্বরের পক্ষে প্রধান-পুরুষের অধিষ্ঠাতৃরূপে জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় না। কেন? অসামঞ্জস্য হেতু। কিরূপ অসামঞ্জস্য? হীন-মধ্যম-উত্তমভাবে প্রাণিভেদের বিধান করাতে ঈশ্বরের পক্ষে রাগ-দ্বেষাদির বা পক্ষপাতিতা-দোষেরপ্রসঙ্গ, অতএব অস্মদাদিবৎ ঈশ্বরের ও অনীশ্বরত্ব প্রসঙ্গ। যদি বলা যায় যে প্রাণিগণের স্ব স্ব হীন-মধ্যম-উত্তমভাব তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ম্ম সাপেক্ষ, অতএব অদোষ, তাহা নয়। কর্ম্ম এবং ঈশ্বরের প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তয়িতৃ-সম্বন্ধ স্বীকার করাতে ইতরেতরাশ্রয়দোষ প্রসঙ্গ। যদি বল যে অনাদিত্ব হেতু সে দোষ হইতে পারে না, তাহা নয়। বর্ত্তমান কালের ন্যায় অতীতকাল সম্বন্ধেও ইতরেতরাশ্রয় দোষের (arguing in a circle) অবিশেষত্ব হেতু অন্ধপরম্পরা ন্যায়ের আশঙ্কা *। আবার নৈয়ায়িকদিগের মত যে "প্রবর্ত্তণালক্ষণা দোষাঃ" (ন্যায়-সূত্র, ১-১-১৮)—'দোষের লক্ষণই প্রবর্ত্তণা'—দোষদ্বারা প্রযুক্ত না হইলে কাহাকেও স্বার্থে অথবা পরার্থে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। স্বার্থপ্রযুক্ত হইয়াই লোক সকল পরার্থেও প্রবৃত্ত হয় (Hedonism)। অতএব এদিক্ দিয়া দেখিলেও অসামঞ্জস্য,—কারণ স্বার্থবত্ত্ব স্বীকার করাতে ঈশ্বরের অনীশ্বরত্ব প্রসঙ্গ। আবার ঈশ্বরকে প্রবর্ত্তক পুরুষবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিয়া, সেই সঙ্গে ঈশ্বর-পুরুষের ঔদাসীন্য স্বীকার করাতেও অসামঞ্জস্য"—"উদাসীনঃ প্রবর্ত্তক ইতি চ ব্যাহতং"।

"সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ" (২-২-৩৮)—"আবার অসামঞ্জস্য। ঈশ্বরকে প্রধান-পুরুষ হইতে ব্যতিরিক্ত স্বীকার করাতে, এই তিনের মধ্যে কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকিলে, ঈশ্বর প্রধান-পুরুষের ঈশিতা হইবেন না। সংযোগ-লক্ষণ † সম্বন্ধ

‡ "পাশুপতাগমপ্রামাণ্যাৎ"। যোগ=ধ্যান-ধারণা-সমাধি।

* "জড়স্য কর্ম্মণঃ প্রেরকত্বাযোগাৎ"। "ন চেশ্বর-প্রেরিতং কর্ম্মেশ্বরস্য প্রেরকং।" "অতীতকর্ম্মণোঽপি জড়ত্বাৎ অপ্রেরকতা।" "ন চ তদপি ঈশ্বর-প্রেরিতং সং ঈশ্বরং প্রেরয়তি।" "ন হীশ্বরাধীনা জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেন কপূয়ং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হন্তি," "তদনধিষ্ঠিতং বা কপূয়ং কর্ম্ম ফলং প্রসোতুং উৎসহতে।" "চক্ষুষ্মতা হি অন্ধো নীয়তে নান্ধান্তরেণ, তথেহাপি দ্বাবপি প্রবর্ত্ত্যৌ। কঃ কং প্রবর্ত্তয়েৎ।"

† "অপ্রাপ্তপ্রাপ্তির ব্যাপ্যবৃত্তিশ্চ যোগস্য স্বরূপং"। "অপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকাহি প্রাপ্তিঃ সংযোগো ন সর্ব্বগতানাং সম্ভবতি।" "অব্যাপ্যবৃত্তিতা হি সংযোগস্য স্বভাবঃ। ন চ নিরবয়বেষ্বব্যাপ্যবৃত্তিতা সংযোগস্য সম্ভবতি।"

সম্ভব নয়, যে হেতু প্রধান, পুরুষ, এবং ঈশ্বর, তিনই সর্ব্বগত এবং নিরবয়ব। সমবায়-লক্ষণ সম্বন্ধও সম্ভব নয়, কারণ প্রধান, পুরুষ, এবং ঈশ্বর, এই তিনের পরস্পর আধার-আধেয়ভাব অনির্দ্ধারিত। কার্য্যগম্য অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধও কল্পনা করা অসাধ্য, যেহেতু এই তিনের পরস্পর কার্য্য-কারণ ভাব (যথা, "ঈশ্বর-প্রেরত-প্রধান-কার্য্যং জগৎ," অথবা "প্রধানস্য মহদহঙ্কারকারণত্বং") অদ্যাপি অপ্রমাণিত। ব্রহ্মবাদির পক্ষে তবে কিরূপ? তাহার সম্বন্ধে এই আপত্তি হইতে পারে না, কারণ তাহার পক্ষে তাদাত্ম্য-লক্ষণ ("মায়া-ব্রহ্মণো স্বনির্ব্বাচ্য-তাদাত্ম্য-সম্বন্ধঃ"—ভামতী) সম্বন্ধ থাকিতে পারে। আর ব্রহ্মবাদী আগম * বলেই কারণাদির স্বরূপ নিরূপণ করেন,—অতএব তাহার পক্ষে (আনুমানিক ঈশ্বর-বাদিদিগের ন্যায়) সকলই যথাদৃষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। কিন্তু তাহার প্রতিপক্ষ (নৈয়ায়িকাদি আনুমানিকবাদী) দৃষ্টান্ত বলে কারণাদির স্বরূপ নিরূপণ করাতে, তাঁহাকে যথাদৃষ্টই নিরূপণ করিতে হইবে। অতএব (ব্রহ্মবাদির সপক্ষে) এই অতিশয় বা উৎকর্ষবিশেষ † রহিয়াছে। যদি বল ব্রহ্মবাদির প্রতিপক্ষভূত শৈবাদি মাহেশ্বরদিগের ও সর্ব্বজ্ঞ (মহেশ্বর)-প্রণীত আগমের সম্ভাব-হেতু আগমবল উভয়ের পক্ষে সমান,—তাহা নয়, কারণ শৈবাদি মাহেশ্বরদিগের আগমের সম্বন্ধে ইতরেতরাশ্রয়ত্ব প্রসঙ্গ,—আগম-প্রত্যয় হইতে মহেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব-সিদ্ধি, এবং মহেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব-প্রত্যয় হইতে আগম-প্রামাণ্য-সিদ্ধি ‡। অতএব সেশ্বরসাংখ্য বা যোগ-মতাবলম্বী প্রভৃতির তটস্থ বা কেবলাধিষ্ঠাত্রীশ্বরকল্পনা অসঙ্গত। (আনুমানিক ঈশ্বরবাদি বৈশেষিকাদি) অন্যান্য বেদবাহ্য ঈশ্বর-কল্পনা সম্বন্ধেও এই প্রণালীতে যথাসম্ভব অসামঞ্জস্য যোগ করিতে হইবে।" (যথাঃ— "প্রধানবৎ পরমাণূনাং অপি নিরবয়বেশ্বরেণ সংযোগাদ্যসম্ভবাৎ প্রের্য্যত্বাযোগঃ, প্রেরকত্বে চেশ্বরস্য দোষবত্ত্বং)।

* কিঞ্চ বেদস্য অপূর্ব্বার্থত্বাৎ ন লোকদৃষ্ট-মৃৎ-কুলাল-সম্বন্ধো বৈদিকেনানুসর্ত্তব্যঃ আনুমানিকেন ত্বনুসর্ত্তব্যঃ।" "আগমোহি প্রবৃত্তিং প্রতি ন দৃষ্টান্তমপেক্ষতে ইত্যদৃষ্টপূর্ব্বে তদ্বিরুদ্ধে চ প্রবর্ত্তিতুংসমর্থঃ। অনুমানং তু দৃষ্টানুসারী নৈবম্বিধে প্রবর্ত্তিতুং অর্হতি।"

† "অস্মাকং তু ঈশ্বরাগময়ো রনাদিত্বাৎ ঈশ্বরযোনিত্বেঽপি আগমস্য ন বিরোধঃ।"

‡ "কিমীশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং তৎকৃতাগমাৎ গম্যতে কিম্বানুমানাৎ"। "সর্ব্বজ্ঞস্য চাগমপ্রামাণ্যস্য জ্ঞপ্ত্যাবন্যোন্যাশ্রয়ঃ,—অনুমানাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধে র্নিরস্তত্বাৎ। ন হ্যমনস্কস্য জ্ঞানং সম্ভবতি, জ্ঞানং মনোজন্যং ইতিব্যাপ্তিবিরোধাৎ। নিত্যজ্ঞান-কল্পনানবকাশাৎ।"

"অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ"—(৩৯)—"ইহা দ্বারাও (আনুমানিকেশ্বরবাদী) নৈয়ায়িকদিগের ঈশ্বর-কল্পনা অসঙ্গত হইতেছে, যে হেতু তাহাদের কল্পনানুসারে মৃদাদির সম্বন্ধে কুম্ভকারের অধিষ্ঠাতৃত্বের ন্যায়, ঈশ্বরও প্রধানাদির অধিষ্ঠাতারূপে কার্য্য করেন,—কিন্তু এরূপ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না। অপ্রত্যক্ষ রূপাদিবিহীন প্রধানের মৃদাদির সহিত বৈলক্ষণ্য হেতু—প্রধানের পক্ষে (অস্মদাদিবৎ) ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয় হওয়া সম্ভব নয়।

"করণবচ্চেৎ ন ভোগাদিভ্যঃ"—(৪০)—(যদি বল) "তাহা হইতে পারে, কারণ পুরুষ যেমন তাহার অপ্রত্যক্ষ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামের অধিষ্ঠাতা, ঈশ্বরও সেইরূপ প্রধানের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে,—ঈশ্বরের পক্ষে সেরূপ হওয়া সম্ভব নয়। (স্ব স্ব) ভোগাদি দৃষ্টেই (পুরুষদ্বারা) করণগ্রামের অধিষ্ঠিতত্ব অনুমিত হয়। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে সেরূপ ভোগাদি দৃষ্ট হয় না। অথবা জীবদ্বারা করণগ্রামের অধিষ্ঠিতত্বের সহিত ঈশ্বরদ্বারা প্রধানের অধিষ্ঠিতত্বের সমানতা স্বীকার করিলে, সংসারী জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও ভোগাদিপ্রসঙ্গ। উক্ত সূত্রদ্বয়ের আর একরূপ ব্যাখ্যাও করা যায়। "অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ"—এতদৃষ্টেও (আনুমানিক-ঈশ্বরবাদী) তার্কিকদিগের ঈশ্বর-পরিকল্পনা অসঙ্গত, যে হেতু সংসারে সাধিষ্ঠান বা সশরীর রাজাই তাহার রাষ্ট্রের ঈশ্বর বা প্রভু দৃষ্ট হয়—"চেতনস্য প্রবর্ত্তকত্বং সশরীরত্ব-ব্যাপ্তং"—নিরধিষ্ঠান বা অশরীরের প্রভুত্ব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব দৃষ্টান্ত অনুসারে অদৃষ্ট ঈশ্বর কল্পনা করিতে যাহাদের ইচ্ছা হয়, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের করণসকলের আয়তনভূত কোন শরীরও বর্ণনা করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কোন শরীর বর্ণনা করিতে পারা যায় না, কারণ শরীরমাত্রেই সৃষ্টির উত্তরকালভাবী, অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে শরীর থাকা অসম্ভব। ঈশ্বর যদি নিরধিষ্ঠান বা অশরীর হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে প্রধানাদির প্রবর্ত্তকত্ব অসম্ভব, কারণ সংসারে এইরূপই দৃষ্ট হয়। "করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ"—(যদি বল) লোকে যেরূপ দেখা যায়, ঈশ্বরেরও করণসকলের আয়তনভূত তদ্রূপ শরীর ইচ্ছামত কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও আনুমানিক ঈশ্বরবাদীর ঈশ্বরকল্পনা সঙ্গত হয় না, কারণ সংসারী জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও শরীরাদি স্বীকার করিলে, সংসারী জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও ভোগাদি-প্রসঙ্গ হেতু, ঈশ্বরের অনীশ্বরত্ব প্রসঙ্গ।"

"অন্তবত্ত্বাসর্ব্বজ্ঞতা চ"—(৪১)—আনুমানিক ঈশ্বরবাদি তার্কিকদিগের ঈশ্বর-কল্পনা অসঙ্গত, যে হেতু তাহারা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ * এবং

* "ন তাবৎ ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং, নিত্যে জ্ঞানে স্বাতন্ত্র্যাযোগাৎ।"

অনন্ত, এবং সেই সঙ্গেই বলেন যে প্রধান ও অনন্ত, জীবসকলও অনন্ত, —অথচ তাহারা বলেন, এই তিন পরস্পর ভিন্ন। জিজ্ঞাস্য হইতেছে এস্থলে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরদ্বারা প্রধানের, পুরুষের, এবং ঈশ্বরেরও নিজের ইয়ত্তা পরিচ্ছিন্ন * হইতেছে কি পরিচ্ছিন্ন হইতেছে না। উভয় কল্পনাতেই দোষ অপরিহার্য্য। কিরূপে? পূর্ব্ব কল্পনাতে,—অর্থাৎ ইয়ত্তা পরিচ্ছিন্ন হয়, স্বীকার করিলে, ইয়ত্তা-পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু প্রধান, পুরুষ, এবং ঈশ্বরের অন্তবত্ত্ব অবশ্যম্ভাবী, যে হেতু সংসারে এইরূপই দৃষ্ট হয়। সংসারে যে যে বস্তু ইয়ত্তা-পরিচ্ছিন্ন, যথা, পটাদি,—সেই সেই বস্তু অন্তবৎ দেখা যায়। অতএব ইয়ত্তা-পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু প্রধান, পুরুষ, এবং ঈশ্বর,—তিনই অন্তবৎ হইবে। প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বর,—এইরূপত্রয়ে যেমন তাহাদের সংখ্যা-পরিমাণ পরিচ্ছিন্ন, সেইরূপ তদ্গত স্বরূপ-পরিমাণও (ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব হেতু) ঈশ্বর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। জীব বা পুরুষগত মহাসংখ্যাও ঈশ্বরদ্বারা নিশ্চিত ("ন জীবাস্তত্ত্বতোঽনন্তাঃ")—"জীব-সংখ্যাপি ঈশ্বরেণ নিশ্চিয়তে,অনিশ্চয়ে সর্ব্বজ্ঞত্বাযোগাৎ"। অতএব (একটী একটী করিয়া লইয়া গেলে যেমন মাষ-রাশিরও ক্ষয় হয়) ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন সংসারী জীব-দিগের মধ্যে যে সকল সংসারী জীব সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহাদের সংসার,এবং সংসারিত্ব অন্তবৎ। অন্য জীবেরাও এইরূপে ক্রমে মুক্তিলাভ করিলে, তাহাদেরও সংসার এবং সংসারিত্ব অন্তবৎ † হইবে। এইরূপে জীবের সংসার এবং সংসারিত্বের অন্তবত্ত্ব সিদ্ধ হয়। সংসারিরূপে অবস্থিত জীব বা পুরুষের ভোগার্থই প্রধান এবং মহদাদি—তাহার বিকার সকল, ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয়। সংসারী জীব না থাকিলে, প্রধানাদি ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয় হইবে কেন? তখন ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা এবং ঈশ্বরতাই বা কি সম্বন্ধে হইবে? এইরূপে প্রধান-পুরুষ-ঈশ্বরের অন্তবত্ত্ব স্বীকার করিলে, তাহাদের আদিমত্ত্বও স্বীকার্য্য। আদি এবং অন্ত উভয় স্বীকার করিলে শূন্যবাদ প্রসঙ্গ। অপরদিকে এ সকল দোষ যেন না দাঁড়ায়, সে জন্য শেষ পক্ষ আশ্রয় করিয়া, যদি বলা যায় যে ঈশ্বরদ্বারা প্রধান, পুরুষ, এবং ঈশ্বরের আপনারও ইয়ত্তা পরিচ্ছিন্ন হয় না, তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব ‡ মত প্রত্যাখ্যানরূপ অপর দোষ দাঁড়ায়। (ইহার সহিত পাঠক মিলের (J. S. Mill) কথার তুলনা করুনঃ—"হয় ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নহেন, না হয় ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, না হয় তিনি পূর্ণ মঙ্গলময় নহেন)।

* "যস্য যাদৃশং পরিমাণং অণু, মহৎ, দীর্ঘং, হ্রস্বং বা তদীশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ পরিচ্ছিদ্যেত। তথাচ জ্ঞাতপরিমাণত্বাৎ প্রধানাদ্যন্তবৎ"।

† "আগমানপেক্ষস্য অনুমানসিদ্ধং অন্তবত্ত্বং দুর্ব্বারং।"

‡ "যস্যান্তোঽস্তি তস্যান্তবত্ত্বাগ্রহণং অসর্ব্বজ্ঞতামাপাদয়েৎ। আগমানপেক্ষস্য অনুমানং এষাং অন্তবত্ত্বং অবগময়তি।" "প্রধানাদয়ঃ সংখ্যাপরিমাণবন্তঃ দ্রব্যত্বাৎ, মাষাদিবৎ, ইত্যনুমানাৎ অস্তি ইয়ত্তা। তদজ্ঞানে স্যাদসর্ব্বজ্ঞতা"।

পঞ্চম অধ্যায়।

রোগশয্যা, কাশ্মীর গমন, ও স্বর্গারোহণ।

১০৭। শঙ্করের প্রতি অভিনবগুপ্তকৃত অভিচার, এবং তাঁহার ভগন্দর রোগ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শাক্ত * পণ্ডিত অভিনব গুপ্ত শঙ্করের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া মনে মনে আচার্য্যের প্রতি প্রতিহিংসার ভাব পোষণ করিতেছিলেন। তিনি তান্ত্রিক মন্ত্র-ক্রিয়াদ্বারা শঙ্করের বধের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। সেই মূঢ় যতিরাজের প্রতি তন্ত্রোক্ত আভিচারিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিল। লোকের বিশ্বাস যে, অভিনবগুপ্তকৃত সেই অভিচার-কর্ম্মের ফল স্বরূপেই শঙ্করের ভগন্দর নামক রোগ জন্মিয়াছিল। "ভগন্দর" পায়ুদেশে নালি-বিশেষ (Anal fistula)। অস্ত্রচিকিৎসার তখন যেরূপ অবস্থা ছিল, সেই কালের বৈদ্যদের পক্ষে এই রোগের চিকিৎসা বোধ হয় সহজসাধ্য ছিল না। এই রোগ স্থূলকায় লোকদিগের পক্ষে অনেক সময়ে সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। আধুনিকদিগের মধ্যে কলিকাতার নিকটস্থ মজিলপুর-নিবাসী বিখ্যাত যোগীপ্রবর পণ্ডিত স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহাশয়ও এই ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। শঙ্করের যে সকল প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়, তাহাতে মনে হয়, তিনিও কথঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার পক্ষেও ভগন্দর রোগ অতি উৎকট আকার

*Justice Woodroffe in his paper on 'creation as explained in the Tantra' mentions "Abhinava Gupta as a great Kashmirian Tantric, the disciple of Lakshmanacharya author of Sarada Tilaka. অভিনবগুপ্ত যে একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। কেহ বলেন, তাঁহার কৃত ব্রহ্মসূত্রের শাক্তভাষ্য অদ্যাপি প্রচলিত আছে। "অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র-যন্ত্রাদি-নিষ্পাদিত মারণোচ্চাটনাদি হিংসাত্মক কর্ম্মের নাম অভিচার। মারণাদি-ফলক তান্ত্রিক প্রয়োগ-বিশেষকেও অভিচার বলা যায়।" তান্ত্রিক মতে একটি ছাগকে শত্রুর স্থলাভিষিক্ত করিয়া, এবং মন্ত্রদ্বারা তাহাতে শত্রুর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া, "অয়ং স বৈরী যো দ্বেষ্টি, তমিমং পশুরূপিণং বিনাশয়, মহাদেবি",—ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দুর্গার নিকট ঐ ছাগ বলি দিতে হয়" (তন্ত্রসার—শব্দকল্পদ্রুম।)

ধারণ করিবার কথা। রোগের সময়ে তোটকাচার্য্যই গুরুর পূঁজ ও শোণিতাক্ত বস্ত্রাদি প্রক্ষালন করিতেন, এবং নিয়ত গুরুর সেবা শুশ্রূষায় রত থাকিতেন।

১০৮। বৈদ্য-আনয়ন।

গুরুকে এইরূপ ভীষণ রোগে আক্রান্ত দেখিয়া তদীয় শিষ্যবর্গ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা গুরুকে বুঝাইতে লাগিলেন:—"হে ভগবন্, এই মহাব্যাধিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। শত্রুকে বাধা দিতে হয়। নতুবা এই ব্যাধি ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। শরীরের প্রতি আপনি মমতা-বিহীন বলিয়া এই উৎকট রোগ-যন্ত্রণাকেও আপনি গ্রাহ্য করিতেছেন না। কিন্তু নিকটে বসিয়া আপনার এই অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা দেখিয়া, আমরা স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের প্রাণ অত্যন্ত আকুল হইতেছে। আমাদের যারপর নাই কষ্ট বোধ হইতেছে। হে ভগবন্, এই সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য যে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বৈদ্য-শাস্ত্রজ্ঞ, রোগ-নির্ণয়ক্ষম চিকিৎসকদিগের পরামর্শ গ্রহণ করি। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ সুচিকিৎসকও নিকটেই পাওয়া যাইতে পারে। শরীরের প্রতি অনাস্থা হেতু আপনি নিজের কষ্ট সহজেই উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু আপনার শিষ্যবর্গ প্রতিকার বিধানে সমর্থ। আপনার শিষ্যবর্গের পক্ষে আপনার এই কষ্ট উপেক্ষা না করাই শাস্ত্রীয় বিধি। আপনার শ্রীপাদপদ্ম সুস্থ থাকিলেই আমাদেরও কল্যাণ, কারণ আমরা আপনার পাদপদ্মের ভ্রমর-স্বরূপ। হে পূজ্যপাদ, আমরা নিয়ত আপনার শারীরিক স্বাস্থ্য কামনা করিতেছি"।

আচার্য্য উত্তর করিলেন:—"রোগ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল-জনিত,—এজন্য ভোগদ্বারাই তাহার ক্ষয় করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কর্ম্মের ফলভোগ ইহজন্মে নিঃশেষিত না হইলে, জন্মান্তরেও তাহা কর্ত্তাকে পরিত্যাগ করে না। জ্ঞানীরা বলেন, ব্যাধি দুই প্রকার:—কর্ম্ম-জনিত এবং বাতপিত্তাদি ধাতু-জনিত। কর্ম্মজনিত ব্যাধি কর্ম্মফলের ক্ষয়দ্বারাই বিদূরিত হয়। ধাতু-জনিত ব্যাধি চিকিৎসাদ্বারা বিদূরিত হয়। আমার ইচ্ছা যে ভোগ-দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইলেই যেন আমার এই ব্যাধির ক্ষয় হয়। এ জন্যই চিকিৎসা করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। ইহাতে যদি আমার দেহপাত অবশ্যম্ভাবী হয়, হউক, সে জন্য আমার অনুমাত্রও ভয় নাই।*

* পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবও "কেন্সার" (cancer) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রোগ-যন্ত্রণার সহিত শঙ্করের এই ভগন্দর রোগের যন্ত্রণার তুলনা হইতে পারে। স্বর্গারোহণের অনতিপূর্ব্বে পরমহংসদেবেরও রোগ-যন্ত্রণা

গুরুর কথা শুনিয়া শিষ্যগণ বলিতে লাগিলেন :—"হে গুরো, সত্য সত্যই শরীরের প্রতি আপনার অনুমাত্রও আসক্তি নাই। কিন্তু আমরা চিরদিনই এই কামনা করি যে, আপনি সুস্থ থাকেন। হে গুরো, জলচরের পক্ষে জলের ন্যায়, আপনার জীবনেই আমাদিগেরও জীবন। সাধুগণ স্বয়ং কৃতার্থ ও নিষ্কাম হইয়া পরের হিতের জন্যই দেহ রক্ষা করিয়া থাকেন। হে বিদ্বন্, আপনিও পরের হিতের জন্য স্বীয় শরীর রক্ষা করুন।" শিষ্যদিগের এইরূপ আগ্রহাতিশয় দর্শন করিয়া, নানাদেশে অন্বেষণ করিয়া, উৎকৃষ্ট বৈদ্য আনয়নের জন্য গুরু তাহাদিগকে আদেশ প্রদান করিলেন। গুরুর আদেশ পাইবামাত্র প্রবাস-কুশল ভক্ত শিষ্যগণ গুরুকে প্রণাম করিয়া প্রীতমনে চিকিৎসকের অনুসন্ধানে নানা দেশে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে তাঁহারা ভাবিলেন, চিকিৎসা-নিপুণ বৈদ্যগণ অর্থের লোভে বদান্য রাজাদিগের ভবনেই নিয়ত বাস করিয়া থাকেন, অতএব রাজাদিগের ভবনে যাইয়াই বৈদ্যের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির করিয়া, তাঁহারা বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া রাজপুরী সকলের মধ্যে বৈদ্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু দেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে এক রাজপুরীতে যাইয়া চিকিৎসা-নিপুণ বৈদ্যগণের দর্শন এবং সম্ভাষণ লাভ করিলেন। বহু অনুনয়-বিনয় এবং উপযুক্ত অর্থ প্রদানদ্বারা তাহারা বৈদ্যগণকে পরিতুষ্ট করিয়া, তাগাদিগকে আচার্য্য সমক্ষে লইয়া আসিলেন। বৈদ্যগণ আচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগকে কি করিতে হইবে বলুন, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

১০৯। রোগ-চিকিৎসা ও রোগ-মুক্তি।

আচার্য্য উত্তর করিলেন :—"হে বৈদ্যগণ, তোমরা রোগের প্রতিকারে সমর্থ। আমার দেহমধ্যে বিষ প্রবেশ করিয়া গুহ্যদেশে ভয়ানক রোগ জন্মাইয়া আমাকে যন্ত্রণা দিতেছে। বহুকাল আমি এই রোগ উপেক্ষা করিয়াছি। বোধ হয়, পাপের শাস্তিস্বরূপ আমাকে এই রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।

এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি যেন সময়ে সময়ে ধৈর্য্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন "আমার এ যন্ত্রণা কি দূর হইবে, আমি কি বাঁচিব?" সেই সময়ে তাঁহার কোন শিষ্য পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন "আপনি পূর্ণব্রহ্মসনাতন।" তখন শিষ্যকে বিদ্রূপ করিয়া পরমহংসদেব উত্তর করিলেন—"তা বই কি, পূর্ণব্রহ্মসনাতন না হইলে কি আর গলদেশে কেন্সার হইয়া আমাকে এরূপ দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়?"

শিষ্যদিগের আগ্রহাতিশয় হেতু রোগ নিবারণের জন্য তোমাদিগকে আনয়ন করা হইয়াছে।" পাঠক লক্ষ্য করিবেন, শঙ্কর নিজে অভিনবগুপ্তের কৃত অভিচার ক্রিয়ার কোন উল্লেখ করিতেছেন না। অভিচারের পরিবর্ত্তে তিনি বিষের কথা বলিতেছেন। অভিনবগুপ্তদ্বারা প্রযুক্তই হউক, অথবা যেরূপই হউক, তিনি মনে করিতেন, তাঁহার শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়াছে। হয়ত পূঁজ-সঞ্চয়-জনিত ব্যথাকেই তিনি বিষের ক্রিয়া মনে করিয়া থাকিতে পারেন।

আচার্য্য এইরূপ বলিলে পর বৈদ্যগণ মনোযোগের সহিত বিবিধ প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ফলে রোগ-যন্ত্রণার কোনরূপ উপশম না হইয়া, বরং বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। দিনের পর দিন চলিয়া গেল। সুনিপুণ চিকিৎসকগণও ক্রমে নিরাশ হইয়া পড়িল। তাহাদের ঔষধের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইল। রোগের কোনরূপ লাঘব না দেখিয়া বৈদ্যগণ সাতিশয় দুঃখিত হইল। বৈদ্যগণকে বিমর্ষ দেখিয়া আচার্য্য বলিতে লাগিলেন ঃ—"তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও। এখানে আসিয়া তোমরা আমার চিকিৎসা-কার্য্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছ। তোমাদের এখন প্রত্যা-বর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য। দেশে যাইয়া অপর লোকের রোগ দূর কর। হয়ত তোমাদের আত্মীয়বর্গ তোমাদের বিরহে কাতর হইয়া পথপানে চাহিয়া দিন গণনা করিতে-ছেন। এখন ফিরিয়া যাও। রাজা তোমাদিগের জীবিকা প্রদান করিয়া থাকেন, রাজাই তোমাদিগের আশ্রয়। তোমাদের বিদেশ-গমনের কথা রাজার কর্ণ-গোচর হইলে, হয়ত তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া তোমাদের জীবিকা প্রদান করিবেন না। রাজগণ অশ্বের ন্যায় চঞ্চল-মতি, আদেশের অপালনে অসহিষ্ণু। হয়ত তাঁহারা তোমাদের পদে অন্য বৈদ্য নিযুক্ত করিবেন। গ্রামসকলের মধ্যে উপযুক্ত বৈদ্য অতি বিরল, অথচ গ্রামেই রোগীর সংখ্যা অত্যধিক। সেই সকল রোগীগণ রোগযন্ত্রণা সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ। হয়ত তাহারা পুনঃ পুনঃ তোমাদের গৃহে তোমাদিগের অনুসন্ধান লইতেছেন। পিতা হইতে লোকে শরীর লাভ করে বটে, কিন্তু শরীরের রক্ষা চিকিৎসকদ্বারাই সাধিত হয়। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে কত সময় শরীর-লাভ পণ্ড হয়। অতএব দেহধারীর পক্ষে চিকিৎসক সাক্ষাৎ হরি-স্বরূপ।" বৈদ্যগণ উত্তর করিলেনঃ—"আপনি যাহা যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য, তথাপি মন যেন আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে চায় না। কোন্ বুদ্ধিমান পুরুষ দেবলোক পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে যাইতে ইচ্ছা করে।" এইরূপ বলিয়া সুনিপুণ চিকিৎসকগণ নিরাশ মনে স্ব স্ব গৃহে

প্রতিগমন করিলেন। আচার্য্যদেবও গুরুতর রোগ-যন্ত্রণা সহনে অসমর্থ হইয়া শরীরের মমতা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। রোগ-যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লোক-বিশ্রুত সহস্রাধিক চিকিৎসকেরও যত্ন নিষ্ফল হইল। অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া শঙ্কর মানবীয় প্রতিকারের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, মহাদেবের আদেশে দেব-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় ব্রাহ্মণ-কুমারের বেশে ভূতলে অবতরণ করিলেন। মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে, পুস্তক হস্তে তাঁহারা শঙ্কর সমীপে উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—"হে যতিবর, তোমার এই রোগের চিকিৎসা অসম্ভব, কারণ অপরের কার্য্যের দ্বারা এই রোগের উৎপত্তি।" এই মাত্র বলিয়াই অশ্বিনীদ্বয় চলিয়া গেলেন। তাহাদের এই কথা শুনিবামাত্র পদ্মপাদ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি গুরুর রোগ মোচনের মানসে ওঁকার মন্ত্র * জপ করিলেন। শত্রুবর্গের প্রতিও দয়াশীল আচার্য্যদেবের পুনঃ পুনঃ নিষেধ তিনি মানিলেন না। ওঁকার মন্ত্রের মাহাত্ম্য-দ্যোতক অর্থবাদ রূপেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, প্রবাদ যে অবশেষে এই রোগ পদ্মপাদের ওঁকার-মন্ত্রের বলে আচার্য্যদেবকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার শত্রু অভিনবগুপ্তের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং সেই রোগে অভিনবগুপ্তের মৃত্যু হইল। সে যাহা হউক, ভগবৎ কৃপায় শঙ্কর রোগমুক্ত হইয় স্বাস্থ্য লাভ করিলেন।

১১০। গৌড়পাদের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎকার।

রোগ-মুক্ত হইয়া শঙ্কর একদা সন্ধ্যা সময়ে গঙ্গাতীরে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে,গঙ্গার সুস্নিগ্ধ সমীরণ হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরের বালির উপর দিয়া,ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত বিখ্যাত-সাংখ্য-কারিকার †

---

* তারমেব জপেদ্ভিক্ষুর্যথাকাল মতন্দ্রিতঃ।
মন্ত্রান্তরে নাধিকারঃ শ্রূয়তে স্মর্য্যতে যতেঃ। টীকা।

† "সাংখ্য মূল গ্রন্থের মধ্যে অগ্নির অবতার কপিলের কৃত "তত্ত্ব-সমাস" এবং "সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র" পাওয়া যায়। কপিলের পর আসুরিই প্রধান সাংখ্য-প্রবর্ত্তক। আসুরি কোনও গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া জানা যায় না। আসুরির পর প্রধান সাংখ্য-শাস্ত্র প্রবর্ত্তক পঞ্চশিখ। পঞ্চশিখের সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। শেষ সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরকৃষ্ণ। ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকা বা সাংখ্য-সপ্ততি গ্রন্থ সাংখ্য দর্শনের প্রাচীন প্রকরণ গ্রন্থ।" শঙ্করাচার্য্যেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী শঙ্করের গুরু গোবিন্দনাথের গুরু, আচার্য্য গৌড়পাদ সাংখ্য-কারিকার ভাষ্য বা ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। বহুকাল পরে বিখ্যাত দার্শনিক

বিখ্যাত ভাষ্যকার যোগীরাজ বৃদ্ধ গৌড়পাদ তাঁহার দিকে আগমন করিতেছেন। শঙ্করও তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইলেন। গৌড়পাদের হাতে সুন্দর শ্বেতবর্ণ কমণ্ডলু, অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা তিনি পুনঃ পুনঃ রুদ্রাক্ষমালা ঘুরাইতেছেন। গৌড়পাদ শঙ্করের গুরুগোবিন্দ নাথেরও গুরু। তিনি সাংখ্যকারিকাভাষ্য এবং মাণ্ডূক্যকারিকার রচয়িতা। গৌড়পাদকে এবং বিখ্যাত দার্শনিক বাচস্পতি-মিশ্রকে (যিনি একদিকে সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী, এবং অপরদিকে বেদান্তসূত্রের 'ভামতী' নামক ব্যাখ্যার, এবং পাতঞ্জল-সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যের টীকার রচয়িতা) এই উভয়কে সাংখ্য এবং বেদান্তের মিলনভূমি বলা যায়। ভক্তিভাজন গৌড়-পাদকে দেখিবামাত্র শঙ্কর সসম্ভ্রমে তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন,এবং ভক্তি, বিনয়, এবং শ্রদ্ধাভরে করজোড়ে তাঁহার সন্নিধানে দণ্ডায়মান রহিলেন। গৌড়পাদও শঙ্করের প্রতি সস্নেহ এবং সাদর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাস্যমুখে সুমধুর বচনে বলিতে লাগিলেন :—"বৎস, সংসার-সাগরের তরণীস্বরূপ যে অমৃতময়ী বিদ্যা গোবিন্দনাথ তোমাকে দান করিয়াছে, তাহা কি তোমার সম্যক্ অধিকৃত হইয়াছে? নিত্যশুদ্ধ শাস্ত্রবেদ্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম তত্ত্ব কি জানিতে পারিয়াছ? শ্রদ্ধান্বিত, ভক্তিযুক্ত, অনুরাগী, বৈরাগ্যবান্, শান্ত, দান্ত, বিনয়ী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্যবর্গেরা কি গুরুজ্ঞানে তোমার সেবা করিয়া থাকে? শমাদি সদ্‌গুণ সকল কি তুমি লাভ করিয়াছ? কামাদি শত্রুবর্গকে কি জয় করিতে সমর্থ হইয়াছ? অষ্টাঙ্গ * যোগে কি তুমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছ? তোমার চিত্ত কি নিয়ত সচ্চিৎস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানে অনুরাগী"?

গৌড়পাদ প্রেমভরে শঙ্করকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, সাধুপ্রবর শঙ্কর বদ্ধ করদ্বয় স্বীয় মস্তকে ন্যস্ত করিয়া ভক্তি-অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন :—"হে করুণা-নিধে, এ দাসের প্রতি যখন আপনা-দিগের কৃপা-কটাক্ষ পতিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই আপনি যাহা যাহা

বাচস্পতিমিশ্র "তত্ত্বকৌমুদী" নামে সাংখ্যকারিকার অপর একটী ব্যাখ্যা রচনা করেন। কেহ বলেন, এই ঈশ্বরকৃষ্ণই গীতারও কৃষ্ণ (যদুনাথ মজুমদার)। "বিষ্ণ্বতারস্য দেবহুতি-পুত্রস্যৈব সাঙ্খ্যোপদেষ্টৃত্বাবগমাৎ" (সাংখ্য-প্রবচন),—বিষ্ণুর অবতার হইলেও কিন্তু কপিল বৈদিক ঋষি নহেন। শঙ্করও সাংখ্যমতকে বৌদ্ধাদিমতের ন্যায় 'বেদবাহ্য'ই বলিতেছেন। এজন্য অনেকে সাংখ্যদর্শনকে একপ্রকার বৌদ্ধদর্শন বলিয়াই গণ্য করেন।

* "যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবাঙ্গানি"। পাতঞ্জল—সাধন,—২৯॥ শঙ্করের সাধন "পঞ্চদশাঙ্গ-নিদিধ্যাসনং।"

করিলেন, সে সমস্তই আমার লাভ হইবে। কিছুরই অভাব থাকিবে না। আর্য্যপাদদিগের কৃপাদৃষ্টি লাভে মূক বাগ্মী হয়, মূর্খ পণ্ডিত হয়, পাপী পুণ্যবান্ হয়, নিতান্ত বিলাস-পরায়ণ ব্যক্তিও মুহূর্ত্তমধ্যে জিতেন্দ্রিয়-দিগের অগ্রগণ্য হয়। শুকদেব যিনি আজন্ম তত্ত্ববিদ্যায় সিদ্ধ ছিলেন, যিনি জাতমাত্র পিতার নিকট হইতে দূরে যাইতেছিলেন, এবং তাহা দেখিয়া পিতা প্রেম এবং শোকভরে পশ্চাৎগামী হইয়া "হা পুত্র" "হা পুত্র" এই বলিয়া আহ্বান করিতেছিলেন, এবং পিতা কর্ত্তৃক এইরূপে আহুত হইয়া যিনি যোগসিদ্ধিবলে বিশ্ব-প্রপঞ্চের সহিত একাত্মতাপ্রাপ্তিহেতু বৃক্ষরূপেই পিতাকে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১-২-২),* সেই ব্যাস-পুত্র ভগবান্ শুকদেব প্রীত হইয়া স্বয়ং আপনাকে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন। ভবদীয় মহিমা অপার, লোক বুদ্ধির অগম্য। এবম্ভূত জ্ঞানসমুদ্রতুল্য ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই।"

শঙ্করের কথা শুনিয়া গৌড়পাদ উত্তর করিলেনঃ—"বৎস, তোমার অলোক-সামান্য গুণের কথা শ্রবণ করিয়া আমার মন তোমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। শুনিলাম, তুমি ব্রহ্মসূত্র, এবং উপনিষৎ সকলের ভাষ্য রচনা করিয়াছ, এবং আমার কৃত মাণ্ডূক্য-কারিকারও ভাষ্য রচনা করিয়াছ। আমি গোবিন্দের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আজ তোমাকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।" গৌড়পাদ এইরূপ বলিলে পর, শঙ্কর অতি বিনীত ভাবে তাঁহাকে স্বরচিত ভাষ্যসকল শ্রবণ করাইলেন, বিশেষতঃ মাণ্ডূক্যের ভাষ্যদ্বয়,—উপনিষদ্ ভাষ্য, এবং কারিকাভাষ্য—উভয়ই তাঁহাকে শ্রবণ করাই-লেন। শেষোক্ত ভাষ্যদ্বয় শ্রবণে গৌড়পাদের মনের আনন্দ উদ্বেলিত

* "যং প্রব্রজন্তমনুপেত মপেতকৃত্যং দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব। পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনি মানতোঽস্মি"। (ভাগবত ১-২-২)।। টীকাকার বলিতেছেন যে, এইরূপ সর্ব্বাত্মসিদ্ধি হেতুই শুকদেবের পক্ষে সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র গমনাগমন সম্ভব। তাহার পক্ষে পরীক্ষিতের উপদেষ্টা হওয়া, অথবা গৌড়পাদের উপদেষ্টা হওয়া উভয়ই সম্ভব। ইহাতে কোন বিরোধ নাই। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও (৪-২-১৪) শুকদেবের যোগবলে সূর্য্যমণ্ডলে গমন, এবং সর্ব্বভূতে প্রবেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "শুকঃ কিল বৈয়াসকি র্মুমুক্ষুরাদিত্যমণ্ডলমভিপ্রতস্থে" ইত্যাদি॥

হইয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেনঃ—"বৎস, তোমার এই ভাষ্য মৎকৃত কারিকার প্রকৃত ভাবের প্রকাশক। তাহা শ্রবণ করিয়া আমি সাতিশয় প্রীত হইলাম। হে বিদ্বন্, তোমাকে বরদান করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে, শীঘ্র বর প্রার্থনা কর।" শঙ্কর উত্তর করিলেনঃ—"যোগীরাজ, আপনার তুল্য দ্বিতীয় শুকদেবস্বরূপ মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমি যেন পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। ইহা অপেক্ষা আর অধিক বর কি আছে? তথাপি হে গুরো, আপনার চরণে এই বর ভিক্ষা করিতেছি, যেন আমার চিত্ত নিয়ত পরমাত্মার চিন্তনে নিমগ্ন থাকে।" "তথাস্তু" বলিয়া গৌড়পাদ অন্তর্হিত হইলেন। সেই চিরঞ্জীবী মুনিবর অন্তর্হিত হইলে পর, শঙ্কর আনন্দিত মনে তাঁহার সাক্ষাৎকার-বৃত্তান্ত স্বীয় শিষ্যদিগকে শুনাইয়া, সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। গৌড়পাদের সহিত সাক্ষাৎকারের এই বর্ণনা পাঠে, ইহা সত্য ঘটনা বলিয়া মনে করা কঠিন। স্থান গঙ্গাতীর, কিন্তু কোন দেশ-বিশেষের উল্লেখ নাই। ইতিপূর্ব্বে শঙ্কর গৌড়দেশে ছিলেন, এবং ইতঃপর তিনি কাশ্মীরে। শঙ্কর স্বকৃত ভাষ্যসকল তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলেন। তাহাতে অনেক সময় ব্যয় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। অথচ শিষ্যদের মধ্যে কেহই তাহা দেখিতে পাইল না! ইহা কি সম্ভবপর? অথবা ইহা কি শঙ্করের স্বপ্নদর্শনমাত্র।

১১১। কাশ্মীরে সর্ব্বজ্ঞপীঠ।

অনন্তর একদা প্রাতঃসময়ে শঙ্কর সশিষ্য গঙ্গাতে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে নিদিধ্যাসনে* বসিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, এমন সময়ে এইরূপ জনপ্রবাদ

* নিদিধ্যাসনই শঙ্করাচার্য্যের সাধনা পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ যোগ নয়। আমরা শঙ্করাচার্য্যের রচিত "অপরোক্ষানুভূতি" প্রবন্ধেও তাহাই দেখিতে পাইঃ—"ত্রিপঞ্চাঙ্গান্যথো বক্ষ্যে পূর্ব্বোক্তস্যৈব (আত্মবিজ্ঞানস্য) সিদ্ধয়ে। তৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সদা কার্য্যং নিদিধ্যাসনমেবতু।" শঙ্করের যোগ ত্রিপঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ—যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ বা বিজনতা বা নেতি নেতি সাধনা, কাল বা মৃত্যুর ভিতরে ব্রহ্মদর্শন, আসন, মূলবন্ধ বা ব্রহ্মতে চিত্তের বন্ধন, দেহ-সাম্য, দৃক্-স্থিতি বা জগৎকে ব্রহ্মময় দর্শন, প্রাণ-সংযমন বা ব্রহ্মভাবনাদ্বারা চিত্তের নিরোধ, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্ম-ধ্যান, এবং সমাধি বা চিত্তবৃত্তির বিস্মরণ, এই পঞ্চদশ অঙ্গযুক্ত। এই নিদিধ্যাসন-যোগকেই রাজযোগনামে অভিহিত করা-হইয়াছেঃ—"এভিরঙ্গৈঃ সমাযুক্তো রাজযোগ উদাহৃতঃ। কিংচিৎপক্ককষায়াণাং হঠযোগেন সংযুতঃ"॥ বাহ্য প্রাণায়ামকে "ঘ্রাণ-পীড়নম্" নামে নিন্দা করা হইয়াছে (১২০)।

তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল :—"পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ, জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ, এবং ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীরদেশ সকলের শ্রেষ্ঠ। কাশ্মীরদেশে বাগ্দেবীর এক বিখ্যাত দেবালয় আছে। দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে মণ্ডপচতুষ্টয়-যুক্ত চারিটী দ্বার আছে। দেবালয়ের মধ্যস্থলে সর্ব্বজ্ঞপীঠ নামে একটী পীঠ স্থাপিত আছে। সর্ব্বজ্ঞ (অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ) সাধু সজ্জন ভিন্ন কেহই সেই পীঠে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা সেই পীঠে আরোহণ করেন, তাঁহারা পণ্ডিত সজ্জনদিগের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হয়েন।" এরূপও তিনি শুনিতে পাইলেন যে, পূর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজ্ঞেরা পূর্ব্বদ্বারে, পশ্চিমদেশীয় সর্ব্বজ্ঞেরা পশ্চিমদ্বারে এবং উত্তরদেশীয় সর্ব্বজ্ঞেরা উত্তরদ্বারে যাইয়া, সেই সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যবাসী কোন সর্ব্বজ্ঞ যাইয়া দক্ষিণ দ্বার উদ্ঘাটন না করাতে, সেই দ্বার অদ্যাপি রুদ্ধই রহিয়াছে। এই সকল জনপ্রবাদ শ্রবণ করিয়া শঙ্করের অন্তরে স্বদেশকে গৌরবান্বিত করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইল। যিনি দেশময় মায়াবাদীদিগের অগ্রণী বলিয়া পরিচিত, তাঁহার অন্তরে এরূপ অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন আধুনিক মায়াবাদীদিগের পক্ষে বিশেষ শিক্ষার বিষয় হইবে, সন্দেহ নাই। শঙ্করাচার্য্য এই সকল জনপ্রবাদের সত্যতা অবধারণ করিবার জন্য, এবং দক্ষিণদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দাক্ষিণাত্যকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য, প্রফুল্ল অন্তরে কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাশ্মীরে যাইয়া তিনি দেখিলেন, সেই দেবালয়ের কেবলমাত্র দক্ষিণদ্বারই রুদ্ধ রহিয়াছে। তথায় এরূপ জনপ্রবাদও তিনি শুনিতে পাইলেন যে, দাক্ষিণাত্যে কখনও কোন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন না। এই জনপ্রবাদের অমূলকত্ব প্রমাণ করিয়া স্বদেশের কলঙ্ক মোচন করিবার আশয়ে আনন্দিত অন্তরে অবিলম্বে তিনি দেবীর মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। দাক্ষিণাত্যের পাণ্ডিত্য-গৌরব কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি যাইয়া দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কবাট উন্মোচন করিয়া তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিলে পর, প্রতিবাদী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে নিবারণ করিল। আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা বলিতে লাগিল :—"কি মনে করিয়া তুমি এই বহু সম্মানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ। এখানে তোমার কি কার্য্য, বল। যে কার্য্য সাধন করিলে এই মন্দিরে প্রবেশ লাভ করা যায়, নিশ্চয় তুমি সেই কার্য্য সাধনে অসমর্থ।" আচার্য্য উত্তর করিলেন :—"যাঁহার ইচ্ছা হয়, আসিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি সকল শাস্ত্রই অবগত আছি, আমার অবিদিত কোন শাস্ত্র

নাই।" তখন প্রতিবাদীগণ বলিতে লাগিল :—"হে সম্মানেচ্ছু, তুমি যখন এরূপ বলিয়াছ, পরীক্ষা প্রদান করিয়া দেবালয়ে প্রবেশ কর।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর কণাদমতাবলম্বী বৈশেষিক, গোতমমতাবলম্বী নৈয়ায়িক, কপিলমতাবলম্বী সাংখ্য, জৈমিনিমতাবলম্বী মীমাংসক, বৌদ্ধ-মতাবলম্বী সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার, এবং মাধ্যমিক, এবং জৈনমতাব-লম্বী পণ্ডিতগণ আচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কণাদমতাবলম্বী ষড়্ভাববাদী * (অর্থাৎ যাহাদের মতে ভাব-পদার্থ ছয় প্রকার) একজন বৈশেষিক পণ্ডিত আসিয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"আমাদের মতে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে সূক্ষ্ম দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও, তবে বল দ্ব্যণুকাশ্রিত যে অণুত্ব, কোথা হইতে তাহা উৎপন্ন? এই প্রশ্নের উত্তরদানে যদি তুমি অসমর্থ হও, তবে কেন বৃথা তোমার শিষ্যগণ তোমাকে 'সর্ব্বজ্ঞ' নাম প্রদান করিয়া থাকে?" আচার্য্য উত্তর করিলেন :—"বৈশেষিক মতে দ্ব্যণুকের পরমাণুদ্বয়-নিষ্ঠ যে দ্বিত্বসংখ্যা তাহাই দ্ব্যণুকগত অণুত্বের কারণ।" † তাঁহার এই উত্তর শুনিয়া কণাদমতাবলম্বী তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিচার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তখন নৈয়ায়িক সগর্ব্বে আচার্য্যের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"তুমি যদি সর্ব্বজ্ঞ হও, তবে বল মুক্তিসম্বন্ধে কণাদমতের সহিত গোতম মতের কি পার্থক্য? যদি বলিতে না পার, তবে সর্ব্বজ্ঞত্ব অভিমান পরিত্যাগ কর।" আচার্য্য উত্তর করিলেন :—"কণাদমতে গুণের বন্ধন অত্যন্ত বিনষ্ট হইলে যে আকাশের ন্যায় স্থিতি, তাহাই মুক্তি। গোতমমতে সেই স্থিতি আনন্দ এবং সম্বিৎ-সংযুক্ত। পদার্থ ভেদ সম্বন্ধে স্পষ্টই দেখা যায়, কণাদ মতে মাত্র সাতটি (পূর্ব্বোক্ত ভাবপদার্থ ষট্+অভাব), এবং

---

* "দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়া-ভাবাঃ সপ্তপদার্থাঃ।

কণাদের 'অভাব' পদার্থ পরিত্যাগ করিলে, অবশিষ্ট ভাব পদার্থ ছয় প্রকার দাঁড়ায়, যথা, দ্রব্য, গুণ কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, এবং সমবায়।

† সূত্র ভাষ্যে শঙ্কর বৈশেষিক সূত্রের উল্লেখ করিতেছেন :—"কারণ-বহুত্বাৎ কারণমহত্ত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ।" (বৈ-সূ ৭।১।৯) "তদ্বিপরীতমণু" (৭।১।১০), এবং রত্নপ্রভাটীকা বলিতেছে "মহত্ত্ববিরুদ্ধ মণুত্বং পরমাণুগত-দ্বিত্বসংখ্যয়া দ্ব্যণুকে ভবতি।" ব্রহ্ম-সূত্রে (২-২-১২)। শঙ্কর বৈশেষিকমত এইরূপে বর্ণন করিতেছেন :—"সৃষ্টিকালে বায়বীয় অণুতে অদৃষ্টাপেক্ষ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সেই কর্ম্ম তাহার স্বাশ্রয়ভূত অণুকে অণ্বন্তরের সহিত সংযুক্ত করে। তৎপর দ্ব্যণুকাদি ক্রমে বায়ু উৎপন্ন হয়।—"বায়বীয়েষ্বণুষ্বদৃষ্টাপেক্ষং কর্ম্মোৎপদ্যতে, তৎকর্ম্ম স্বাশ্রয়-মণুম ণ্বন্তরেণ সংযুনক্তি।"

গোতম মতে ষোলটি। * সর্ব্বজগদ্বিধাতা ঈশ্বরবিষয়ে কণাদ এবং গোতমের একই মত।" আচার্য্য এইরূপ বলিলে পর, সেই ঈশ্বরবাদী নৈয়ায়িক তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বিচার হইতে নিবৃত্ত হইল। অনন্তর একজন সাংখ্যবাদী পণ্ডিত আচার্য্যের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল:—"যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও, তবে বল সাংখ্যমতে মূলপ্রকৃতির যে বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণত্ব, তাহা কি স্বতন্ত্র অথবা চিদাত্মার অধীন। যদি বলিতে না পার, তবে এই

---

* গোতম মতে পদার্থ ষোলটি,—প্রমাণাদি নয়টি, এবং বাদাদি সাতটি। প্রমাণাদি নয়টী, যথা,—'প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্ত-অবয়ব-তর্ক এবং নির্ণয়। বাদাদি সাতটি, যথা, বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহ-স্থান। এই সকলের "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ—" (গোতম)। যথার্থ জ্ঞানের নাম প্রমা, এবং যদ্দ্বারা সেই প্রমা সাধিত হয়, তাহার নাম প্রমাণ। প্রমাণ চারি প্রকার, যথা,—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, এবং শাব্দ। প্রমেয়=প্রমাণের বিষয়, যথা,—আত্মা-শরীরাদি দ্বাদশ। অনবধারণাত্মক জ্ঞানের নাম শংশয়, অর্থাৎ 'হাঁ' কি 'না' এই সন্দেহ। প্রয়োজন=যে উদ্দেশ্যে লোক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। দৃষ্টান্ত=ব্যাপ্তি-জ্ঞানের ভূমিস্বরূপ উদাহরণ। সিদ্ধান্ত=পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া যে পক্ষ প্রামাণিকরূপে সিদ্ধ হয়। অবয়ব=অনুমাণের (Syllogism) পঞ্চ অংশ বা অঙ্গ। অবয়ব পঞ্চক, যথা, (১) পর্ব্বত বহ্নিমান্ (প্রতিজ্ঞা, or proposition to be proved, (২) কারণ তাহা ধূমবান্ (হেতু), (৩) যাহা যাহা ধূমবান্ তাহা তাহাই বহ্নিমান্,—যথা চুল্লী প্রভৃতি (দৃষ্টান্ত বা নিদর্শন—Major Premise), (৪) পর্ব্বত ধূমবান্ (উপনয়—Minor Premise), (৫) পর্ব্বত বহ্নিমান্ (নিগমন—Conclusion)। এই নিগমনই ছিল প্রতিজ্ঞা (Proposition to be proved)। ইংরাজী Logicএর Syllogismএর Major term or predicate of the conclusion, ন্যায়ের 'সাধ্য', 'ব্যাপক', বা 'লিঙ্গী'। Minor term or subject of the conclusion, ন্যায়ের 'পক্ষ' (বা সন্দিগ্ধ-সাধ্যবান্)। Middle term or the term appearing in both premises, but not appearing in the conclusion,—'হেতু', 'লিঙ্গ', 'ব্যাপ্য', বা 'সাধন'। তর্ক=ব্যভিচারশঙ্কানিবর্ত্তক বিচার। নির্ণয়=যথার্থরূপে অবধারণ। বাদ=তত্ত্বনির্ণয় হয়, এরূপ কথাবিশেষ। জল্প=বিজিগীষুর সত্যনিরপেক্ষ বাক্য, অথবা 'ছল' দ্বারা পরপক্ষ জয়। বিতণ্ডা=স্বপক্ষ স্থাপন না করিয়া কেবল ছলাদিদ্বারা পরপক্ষ দূষণ। "যত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণ-তর্কতশ্চ স্বপক্ষং স্থাপ্যতে পরপক্ষশ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈ র্দূষ্যতে, স জল্পো নাম। যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি অন্যস্তু ছল-জাতি-নিগ্রস্থানৈস্তৎ পক্ষং দূষয়তি, নতু স্বপক্ষং স্থাপয়তি, সা বিতণ্ডা নাম কথা। জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমানয়ো র্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে। বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যা-

মন্দিরে তোমার প্রবেশ দুষ্কর।" * শঙ্কর উত্তর করিলেন :—"সেই ত্রিগুণাত্মিকা নানারূপভাগিনী মূলপ্রকৃতি যাহা হইতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি, কপিলের মতে তাহা স্বতন্ত্রা, কিন্তু বেদান্তমতে তাহা চৈতন্যময় পরব্রহ্মের অধীনা"। অনন্তর সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার, এবং মাধ্যমিক-মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ, যাহারা বাহ্যার্থবাদী, বিজ্ঞানবাদী, এবং শূন্যবাদী বলিয়া জগতে পরিচিত, তাহারা সগর্ব্বে শঙ্করকে বাধা দিয়া বলিল :—"পরীক্ষা প্রদান করিয়া সারদার মন্দিরে প্রবেশ কর।" এইরূপ বলিয়া তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন :—"বাহ্যার্থবাদ দুই প্রকার। যদি মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাও, তবে বল এই দুই প্রকার ব্যাহ্যার্থবাদের পরস্পর পার্থক্য কি? আর বল বৌদ্ধদিগের বিজ্ঞান-বাদের সহিত তোমাদের মায়াবাদের পার্থক্য কি? প্রশ্নের উত্তর দান করিয়া প্রবেশ কর।" শঙ্কর উত্তর করিলেন :—"বাহ্যার্থবাদীদ্বয়ের মধ্যে সৌত্রান্তিকেরা বলেন, যাহা কিছু জানা যায়, তাহা লিঙ্গপরামর্শজন্য অনুমানদ্বারাই জানা যায়, এবং বৈভাষিকেরা বলেন যে সমস্ত জ্ঞানই ইন্দ্রিয়জন্য। তাহাদের উভয়ের মতে সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর। তাহাদের পরস্পর যাহা কিছু পার্থক্য, তাহা কেবল বেদন-বেদ্য (percept) বিষয়ক। সৌত্রান্তিক মতে সমস্তই লিঙ্গ-বেদ্য,এবং বৈভা-

---

চার্য্যয়ো রন্তয়োর্বা তত্ত্বনিরূপণফলঃ।" "পক্ষ এবং প্রতিপক্ষরূপে বাদী এবং প্রতিবাদীর আলাপের নাম কথা।" যাহা প্রমাণরূপে গণ্য হয় না, সেরূপ হেতুর নাম হেত্বাভাস (fallacy)। হেত্বাভাস পঞ্চবিধঃ—(১) সব্যভিচার, (২) বিরুদ্ধ, (৩) অসিদ্ধঃ, (৪) সৎপ্রতিপক্ষ, এবং (৫) বাধিত। "অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্চাপ্য সিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ কালাত্যয়াপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসাস্ত পঞ্চধা"। ছল = শঠতা পূর্ব্বক শব্দের অর্থব্যত্যয়দ্বারা প্রতিবেধ করার নাম 'ছল'। স্বপক্ষের ব্যাঘাতক উত্তরের নাম 'জাতি'। প্রতিজ্ঞাহানিপ্রভৃতি পরাজয় ভূমির নাম 'নিগ্রহ-স্থান'।

* শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে সাংখ্যমত খণ্ডনোপলক্ষে সাংখ্যমতে প্রকৃতি-পুরুষের সম্বন্ধ এইরূপ বর্ণন করিতেছেন :—"যথা কশ্চিৎপুরুষো দৃকশক্তিসম্পন্নঃ প্রবৃত্তি-শক্তিবিহীনঃ পঙ্গুর পরং পুরুষং প্রবৃত্তিশক্তিসংপন্নং দৃকশক্তিবিহীন মন্ধমধিষ্ঠায় প্রবর্ত্তয়তি। যথা বাহয়স্কান্তোঽশ্মা স্বয়ম প্রবর্ত্তমানোঽপ্যয়ঃ প্রবর্ত্তয়তি। এবং পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়িষ্যতি।" এই বলিয়া তিনি সেই মতের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—"প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্য প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমাৎ, পুরুষস্য চ প্রবর্ত্তক-ত্বানভ্যুপগমাৎ, কথং চোদাসীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়েৎ। পঙ্গুরপিহ্যন্ধং বাগাদিভিঃ পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি। নৈবং পুরুষস্য কশ্চিদপি প্রবর্ত্তন-ব্যাপারোঽস্তি, নিষ্ক্রিয়ত্বান্নির্গুণত্বাচ্চ। নাপ্যয়স্কান্তবৎ সংনিধিমাত্রেন প্রবর্ত্তয়েৎ। সংনিধি-নিত্যত্বেন প্রবৃত্তিনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। (২-২-৭)। (Compare with the "inertia" of matter)।

ষিক মতে সমস্তই ইন্দ্রিয়-বেদ্য। আবার বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব এবং বহুত্ব স্বীকার করেন। মায়াবাদী বেদান্তী সমস্ত প্রপঞ্চের আধারভূত এক অদ্বিতীয় নিত্য সম্বিৎ স্বীকার করেন। এই হেতু এই উভয়ের মধ্যে রাত আর দিনের প্রভেদ *। অনন্তর দিগম্বরমতাবলম্বী জৈন সম্মুখীন হইয়া আচার্য্যকে বলিল :—"তুমি যদি সর্ব্ববিৎ হও, তবে আমাদের এই রহস্য ভেদ কর। দিগম্বরমতে 'অস্তিকায়' শব্দ অন্তে প্রযুক্ত হইলে যে সকল পদ হয়, তদ্দ্বারা কোন্ কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়? হে আচার্য্য, শীঘ্র উত্তর প্রদান কর।" আচার্য্য উত্তর করিলেন :—"যদি উত্তর শুনিতে তোমার আগ্রহ থাকে, তবে শোন। জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, এবং আকাশাস্তিকায়, এই পাঁচটী শব্দদ্বারা জীব, দেহ (পুদ্গল), ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, এবং আকাশ, এই পঞ্চ পদার্থকে লক্ষ্য করা হয়। জৈনমত সম্বন্ধে যদি তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে শীঘ্র বল।" বেদবাহ্য বাদীগণের প্রশ্নের উত্তর শেষ হইলে পর, জৈমিনিমতাবলম্বী অধ্বরমীমাংসক আসিয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিল :—"জৈমিনিমতে শব্দের স্বরূপ কি? শব্দ দ্রব্য কি গুণ? উত্তর প্রদান করিয়া মন্দিরে প্রবেশ কর।" আচার্য্য উত্তর করিলেন :—"শব্দ বর্ণাত্মক, বর্ণ নিত্য, ব্যাপক, শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অতএব শব্দও নিত্য, ব্যাপক, শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য-বিশেষ। জৈমিনিমতাবলম্বীদিগের এই মত।" পাঠক লক্ষ করিবেন, জৈমিনীয় অধ্বরমীমাংসা ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত সকল মতই "বেদবাহ্য" বলিয়া গণ্য হইতেছে।

এই রূপে সর্ব্বশাস্ত্রবিষয়ক প্রশ্ন সকলের সমুচিত উত্তর প্রদান করিলে পর বাদী পণ্ডিতগণ বহু সম্মানপূর্ব্বক দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া আচার্য্যকে সর্ব্বজ্ঞপীঠে আরোহণ করিবার জন্য পথ প্রদান করিলেন। তিনি মন্দির-

---

* শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে সর্ব্বপ্রকার বৈনাশিক মত খণ্ডন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন :—"দুর্যুক্তি হেতু, বেদ-বিরোধ হেতু, এবং শিষ্টগণের অপরিগ্রহ হেতু বৈশেষিক মত আদরের অযোগ্য। তাহা অর্দ্ধ বৈনাশিক। 'সোঽর্দ্ধ বৈনাশিক ইতি'—এই বলিয়া তিনি বৌদ্ধদিগের বৈনাশিক মত বর্ণন করিয়া খণ্ডন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"তত্রৈতে ত্রয়ো বাদিনো ভবন্তি কেচিৎ সর্ব্বাস্তিত্ববাদিনঃ, কেচিদ্বিজ্ঞানাস্তিত্বমাত্রবাদিনঃ, অন্যে পুনঃ সর্বশূন্যত্ববাদিন ইতি। তত্র যে সর্বাস্তিত্ববাদিনো বাহ্যমান্তরং চ বস্ত্বভ্যুপগচ্ছন্তি, ভূতং ভৌতিকং চ, চিত্তং চৈত্তং চ" ইত্যাদি (২-২-১৮ হইতে ৩২)।

মধ্যে প্রবেশ করিয়া সনন্দনের হস্ত ধারণ করিয়া সারদা-পীঠে আরোহণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে, মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে, তিনি সারদা-দেবীর এইরূপ আকাশবাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন :—"হে শঙ্কর, পূর্ব্বেই তুমি সর্ব্বজ্ঞত্বের পরিচয় দিয়াছ। সর্ব্বত্রই তুমি সর্ব্বজ্ঞত্বের পরীক্ষা দিয়াছ। যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ না হইবে, তবে কিরূপে ব্রহ্মার অবতার পণ্ডিতাগ্রণী বিশ্বরূপ (মণ্ডন) তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। কিন্তু সুধু সর্ব্বজ্ঞ হইলেই যে এই পীঠে আরোহণ করিবার অধিকার জন্মে, তাহা নয়, চরিত্র-শুদ্ধিরও প্রয়োজন। দেখা আবশ্যক, তোমার চরিত্র শুদ্ধি আছে কি না। ক্ষণকাল বিলম্ব কর। সহসা কোন কার্য্য করিতে নাই। যতি হইয়া তুমি স্ত্রী-সহবাস-দ্বারা কামকলার রহস্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলে (পৃঃ—৮৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। এরূপ অবস্থায় তুমি কিরূপে এই পীঠে আরোহণ করিবার অধিকারী হইতে পার? এই পীঠে আরোহণ করিতে হইলে সর্ব্বজ্ঞত্বের ন্যায় চরিত্রের নির্ম্মলত্বেরও প্রয়োজন।

শঙ্কর উত্তর করিলেন :—"হে মাত, তুমি জান, আমি জন্মাবধি এই শরীরে কোন পাপাচরণ করি নাই। দেহান্তর আশ্রয় করিয়া আমি স্ত্রী-সহবাসাদি যাহা করিয়াছি, তাহাদ্বারা আমার এই শরীর কলঙ্কিত হইতে পারে না।" শঙ্করের নিজের কথা দৃষ্টে কিন্তু এরূপ মনে করা যায় না, যে তিনি নিজে কোনপ্রকার যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, যাহার বলে দেহান্তর আশ্রয় করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব। শঙ্কর বলিতেছেন :—"যোগোপ্যনিমাদ্যৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তিফলঃ স্মর্য্যমানো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুং"—(১-৩-৩৩) 'যোগের ফল অনিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি, যেহেতু ইহা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, অতএব কেবলমাত্র সাহসে ভর করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করা যায় না'। যাহা হউক, আচার্য্যের এই উত্তর পাইয়াই দেবী নিরুত্তর হইলেন। শঙ্করের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন মানসে যদিও মাধবাচার্য্য স্থানে স্থানে দেবতাদিগের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎ আলাপের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্কর নিজের সম্বন্ধে নিজে এরূপ সাক্ষাৎ আলাপ সম্পূর্ণই অস্বীকার করেন, যদিও স্মৃতির অনুসরণ করিয়া ব্যাসাদির সহিত দেবাদির সাক্ষাৎব্যবহার তিনি বিশ্বাস করেনঃ—"ভবতি হ্যস্মাকম প্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষং। তথাচ ব্যাসাদয়ো দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্মর্য্যতে" (সূত্রভাষ্য ১-৩-৩৩)। সে যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য সেই সর্ব্বজ্ঞ-পীঠে আরোহণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। পণ্ডিত-

গণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া শঙ্কর ও গার্গী এবং কহোলাদিদ্বারা পূজিত যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় শোভা পাইলেন। কিছুদিন অবস্থান করিয়া তিনি তথায় অদ্বৈতবিদ্যা প্রচার করিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা এবং অপরাপর গুণরাশি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সকলে এক বাক্যে বলিতে লাগিল :—"হে শঙ্কর, তুমি মহানুভব, তুমি যথার্থই সর্ব্বজ্ঞ, তুমিই এই সারদাপীঠে বাস করিবার যোগ্য।" এই সময়ে তিনি সুরেশ্বর প্রভৃতি শিষ্যগণকে দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গগিরিস্থিত ঋষ্যশৃঙ্গাদি আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। (ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রম ভিন্ন অন্য কোন আশ্রম ভাষ্যকার শঙ্কর স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এরূপ কথা মাধবাচার্য্য পূর্ব্বে বলেন নাই)।

এইরূপে কিছু দিন সারদাপীঠে বাস করিয়া, তথায় অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিয়া কতিপয় শিষ্যসঙ্গে তিনি তথা হইতে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় কিছুকাল বাস করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিলেন, এবং তত্রত্য পাতঞ্জলমতাবলম্বী পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাজয় করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন, এবং স্বকৃত ভাষ্যসকল শিক্ষা দান করিলেন। বদরিনাথ উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশর গাড়োয়াল বিভাগে, হিমালয়ের এক অতি উচ্চ শৃঙ্গে (২২, ৯০১ ফিট্ উচ্চে) অবস্থিত। ইহার পার্শ্বস্থিত তুষার রাশি (Glaciers) হইতে প্রবাহিত ঢৌলি এবং সরস্বতী নদীদ্বয় মিলিত হইয়া অলকনন্দ নামে দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই শৃঙ্গের স্কন্ধদেশে, কাশ্মীরের প্রধান নগর অলকনন্দতীরস্থিত শ্রীনগর হইতে ৫৬ মাইল দূরে, বদরিনাথ নামক বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দির অবস্থিত। অধুনা জনপ্রবাদ এইরূপ যে প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে নদীগর্ভ হইতে প্রাপ্ত এক দেবমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ভূমিকম্পে এই মন্দির অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দিরের নিম্নে পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে একটী কুণ্ড আছে। তাহাতে ভূগর্ভস্থ উষ্ণ-প্রস্রবন হইতে উষ্ণ জল সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকে, এবং যাত্রীগণ তাহাতে স্নান করে। এই মন্দিরে স্বর্ণ এবং রৌপ্য-নির্ম্মিত পাত্রে প্রত্যহ দেবতার ভোগ দেওয়া হয়। এই দেবালয়ের প্রধান পুরোহিতকে 'রাওয়াল' বলে, এবং সে সর্ব্বদাই দাক্ষিণাত্যস্থিত মালবার হইতে আনীত শঙ্করের স্বজাতীয় নম্বুদ্রি-(নায়ার) শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পুরোহিতেরা বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত তথায় দেবকার্য্য সম্পন্ন করে, পরে মূল্যবান্ বস্তু সকল ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া নিম্নস্থিত জোষি-মঠে যাইয়া শীতকাল কাটাইয়া থাকে। শঙ্কর এই বদরিতীর্থে অবস্থান করিয়া কিছুদিন অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য বদরিনাথ হইতে যাত্রা করিয়া কেদারনাথে গমন করেন। এই কেদারক তীর্থও পূর্ব্বোক্ত গাড়োয়াল প্রদেশে অবস্থিত। তত্রত্য দেবমন্দির 'মহাপন্থ' নামক হিমালয়-শৃঙ্গে সমুদ্র হইতে ১১০০০ এগার হাজার ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। ইহা বদরিনাথেরই তুল্য পুণ্যতীর্থ। এই মন্দিরে একটী শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরের অনতিদূরে ভৈরব ঝম্প। যাত্রীকেরা পূর্ব্বে এই স্থানে ঝম্পপ্রদান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিত। কেদারনাথ এবং তাহার নিকটবর্ত্তী অন্য চারিটী মন্দির মিলিয়া পুণ্যতীর্থ পঞ্চকেদারের উৎপত্তি। প্রবাদ যে শিবের দেহের নানা অংশ বিভক্ত হইয়া এই পঞ্চকেদারে অবস্থিত আছে। এ স্থানের প্রধান পুরোহিত বা 'রাওয়াল'ও দাক্ষিণাত্যবাসী। তবে শঙ্করের নম্বুদ্রি বা নায়ার ব্রাহ্মণ জাতীয় না হইয়া জঙ্গম জাতীয় কেন হয়, বুঝিতে পারা যায় না। কেদারনাথে গমন করিয়া শঙ্কর দেখিতে পাইলেন, শীতে শিষ্যবর্গের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। কথিত আছে, তাহাদের কষ্ট দূর করিবার মানসে তিনি মহাদেবের নিকট তপ্তোদক প্রার্থনা করেন। মহাদেবও তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ যে, মহাদেব তাঁহার স্বীয় চরণারবিন্দ হইতে তপ্তোদক নিঃসারিত করিয়া শঙ্করের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিয়াছিলেন। সেই উষ্ণ প্রস্রবণ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া শীতার্ত্ত যাত্রীদিগের কষ্ট মোচনার্থ তপ্তোদক বিতরণ করিতেছে। শঙ্কর শিষ্যগণসহ কেদারতীর্থে কিছু দিন অবস্থান করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিলেন।

জনপ্রবাদ এইরূপ যে, এই সময়ে শঙ্করের বয়স বত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার জীবনের কার্য্যও শেষ হইয়া আসিয়াছে। কথিত আছে যে, কেদারতীর্থে অবস্থান কালে শঙ্করকে কৈলাশ শিখরে লইয়া যাইবার জন্য ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, উপেন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ, ঋষি এবং সিদ্ধগণ তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সূত্রভাষ্যে (১-৩-৩৩) কিন্তু শঙ্করও আমাদেরই মত দেবগণকে "অস্মাকমপ্রত্যক্ষং" বলিতেছেন। মাধবাচার্য্য বলেন যে, অসংখ্য বিদ্যুদ্বর্ণ বিমানরাজিদ্বারা আকাশ মণ্ডল পূর্ণ হইয়াছিল। ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ সেই যতিবেশধারী শঙ্করের উপরে স্বর্গীয় মন্দার পুষ্প বর্ষণ করিতে করিতে এইরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেনঃ—"আপনি দেবাদিদেব ত্রিনয়ন ত্রিপুরারি, আপনি কালকূট বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। আপনি দৃষ্টিদ্বারা কন্দর্পকে ভস্ম করিয়াছিলেন। আপনি সৃষ্টি-প্রলয়ের কর্ত্তা। যে প্রয়োজন সাধনের জন্য আপনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। হে গিরিশ, শীঘ্র স্বর্গে আগমন করিয়া আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন

করুন্।” দেবগণ বিনীত ভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর, মহাদেব স্বধামে প্রতিগমন করিতে মন স্থির করিলেন। টীকাকার বলেন রুদ্রগণ (প্রমথগণ) তাঁহার দেহ মার্জ্জিত এবং অলঙ্কৃত করিলেন। নন্দীনামে দুগ্ধ-ধবল বৃষ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল। নন্দীকে বেষ্টন করিয়া ইন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ শঙ্করের স্তুতিগান করিতে লাগিল, এবং স্বর্গ হইতে মুহুর্ম্মুহু পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। শঙ্কর ও মস্তকে জটাজুট ধারণ করিলেন। তাঁহার ললাটে শশীকলা শোভা পাইল। ঋষিগণ বন্দীর ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিল। এইরূপে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া, নন্দী-নামক বৃষভ-শ্রেষ্ঠে আরোহণ করিয়া, শঙ্কর স্বধামে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে বত্রিশ বৎসর বয়সে, পূর্ণ যৌবনকালে, দেশ দেশান্তরে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত সম্মুখীন বিচারদ্বারা এবং কল্পান্তস্থায়ী অমূল্য গ্রন্থসকল রচনাদ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, এবং বেদান্তধর্ম্মপ্রচাররূপ স্বীয় জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় শঙ্কর অকালে * মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, শঙ্কর দিগ্বিজয়ার্থ তিব্বৎ দেশে গমন করেন, এবং তত্রত্য বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া, তথায় দেহ-ত্যাগ করেন।

১১২। আনন্দগিরিনামীয় গ্রন্থমতে শঙ্করকর্ত্তৃক তাঁহার আপনার প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত-ব্রহ্মবিদ্যার মূল উচ্ছেদ।

শঙ্করের কৃত অদ্বৈত-ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা যেন আনন্দগিরিনামীয় শঙ্কর-বিজয়ের রচয়িতার মনোমত হয় নাই। একদিকে যেমন শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানী সদাচারী চণ্ডালকেও নমস্য মনে করিতেন:—“চেৎ চণ্ডালোঽস্তু স তু দ্বিজোঽস্তু, গুরু রিত্যেষা মনীষা মম” (মনীষাপঞ্চক)—(প্রথম ভাগ—

* যে সকল গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের রচনা বলিয়া অধুনা প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, তাহার সকলই যদি ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই সকল গ্রন্থ দৃষ্টেই বলিতে হয় যে, শঙ্করাচার্য্য বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ শঙ্কর ভিন্ন কোন বত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক শঙ্করের পক্ষে “জরেয়ং পিশাচীব হা জীবতো মে বসামত্তি, রক্তং চ মাংসং বলং চ। অতো দেব সীদামি দীনানুকম্পিন্ কিমদ্যাপি হন্ত ত্বয়োদাসিতব্যং” (১১—শ্রীবিষ্ণুভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রং)—কোন যুবকের পক্ষে এরূপ প্রার্থনা নিতান্ত অকালপক্কতা ভিন্ন কি হইতে পারে!

পৃঃ-৫৮ ও দ্রষ্টব্য), এবং অজ্ঞানী সুরাপায়ি ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করিতে তিনি অসম্মত ছিলেন (পৃঃ-১৮৯), অপরদিকে সেইরূপ তিনি দেবদেবীদিগকেও মানুষেরই মতন জন্মমরণশীল বদ্ধ জীবভিন্ন অধিক কিছু মনে করিতেন না (পৃঃ—১১৫ দ্রষ্টব্য)। এমন কি, যদিও অধ্যাসের দৃষ্টান্ত রূপে তিনি বার বার উল্লেখ করিতেছেন, "প্রতিমাদিষ্বিব বিষ্ণ্বাদীনাং" আমরা পরে দেখিতে পাইব, তিনি কুত্রাপি প্রতিমা-পূজাকে উপাসনামধ্যে গণ্য করেন নাই। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে যজ্ঞোপবীত ধারণ পর্য্যন্ত তিনি নিষিদ্ধ মনে করিতেন ঃ—"যজ্ঞোপবীতাদীনাং পরমার্থদর্শন-নিষ্ঠেন ত্যাগঃ কর্ত্তব্য" ঃ—(উপদেশসহস্রী)। অথচ বহুকাল হইতেই দেশে ব্রাহ্মণত্বাদি জাতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেবদেবীর পূজা ও ব্রাহ্মণাদি জাতির জীবিকার উপায় রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিয়াছে। দেবদেবীপূজা ব্রাহ্মণ-দিগের এক প্রকার সনাতন 'নান্‌কার' তালুক-বিশেষ। শঙ্করের অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা কার্য্যতঃ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে,এই সকল তালুক বহাল থাকিবার আশা নাই,—এজন্য স্বার্থের দিক্ দেখিয়াও অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে অনেকেরই বলিতে ইচ্ছা হইবে, "ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ" (তত্ত্বোপদেশ—৮৭)। "তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যাঃ বিদ্যুঃ"—বৃহদারণ্যক শ্রুতির এই বাক্যের ভাষ্যে শঙ্কর নিজেও বলিতেছেন ঃ—"এজন্য তাহা এই সকল দেবগণের প্রিয় নয়। তাহা কি ? এই যে ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব। কিরূপ হইলে প্রিয় হয় না ? যে মনুষ্যেরা তাহা জানিতে পারে। ভগবান্ ব্যাস ও অনুগীতাতে বলিতেছেন ঃ—"হে কৌন্তেয়, ক্রিয়াবান্ লোকদ্বারাই দেবলোক সমাবৃত। মানুষ দেবলোকের উর্দ্ধে স্থান পায়, দেবগণ তাহা ইচ্ছা করেন না"। যথার্থ অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব (পৃঃ—২৩২-জীবানন্দ) লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, দেবগণেরও যখন তাহা অসহ্য, তখন আনন্দগিরিনামীয় শঙ্কর-বিজয়ের রচয়িতার পক্ষে তাহা কিরূপে সহ্য হইবে। এজন্যই যেন গ্রন্থকার শঙ্করের অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যার মূলোচ্ছেদ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই গ্রন্থকারের মতে শঙ্কর তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে কাঞ্চী-নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কামাক্ষীদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করেন, এবং তথায় শ্রীচক্রনামে একটী চক্র প্রবর্ত্তিত করেন। সুধু তাহা নয়,তিনি বলিতেছেন যে ঃ—

শিষ্যবর্গের নিকটে মোক্ষমার্গের উপদেশ প্রদানান্তে শঙ্কর ভাবিয়া দেখি-লেন যে, এই কলিযুগে নানা প্রকার পাপদ্বারা লোকের জ্ঞানশক্তি নষ্ট হইয়াছে, অতএব তাহারা শুদ্ধাদ্বৈতমতের অনধিকারী। এইরূপ বিচার করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে ব্যক্তি যে পথে থাকিতে ইচ্ছা করে, সেই পথে

থাকাই তাহার পক্ষে সঙ্গত"। এই অমূল্য তত্ত্বপ্রচার করিবার জন্য শঙ্কর অবতীর্ণ না হইলেও বোধ হয় কোন ক্ষতি হইত না! সঙ্গত হউক, আর অসঙ্গত হউক, ইহা নিশ্চিত যে তাহা করিলেই ব্রাহ্মণাদির চিরন্তন অধিকার সকল অক্ষুণ্ণ থাকিত। শঙ্কর কি তবে তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেই মাত্র এই অমূল্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? তাঁহার কৃত ভাষ্যাদিতে এই অমূল্য তত্ত্বের উল্লেখ করিবারও কি তাঁহার সময় ছিল না? যে শুদ্ধাদ্বৈতবিদ্যা প্রতিষ্ঠার জন্যই ব্যাসের আদেশে শঙ্করের ভাষ্যাদি রচনা, এবং দিগ্বিজয়ের প্রয়াস, যে শুদ্ধাদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি স্বীয় শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দান করিয়াছিলেন বলিলে হয়,—জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে কি তিনি দেখিলেন যে, ব্যাসদ্বারা প্রণোদিত হইয়াও তিনি সকলই ভুল বুঝিয়াছেন, এবং ভুল করিয়াছেন। ভুল করিয়াছেন ভাবিয়া তিনিও কি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ন্যায় তাঁহার শ্লেট (slate) মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছুক হইয়া, মৃত্যু-সময়ে নিজের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইলে পর, তিনি শ্লেট মুছিবার ভার এই কল্পিত আম-মোক্তার আনন্দগিরিনামীয় শঙ্কর-বিজয়কারের উপরে অর্পণ করিয়াছিলেন! কলিযুগের লোক অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যালাভে অনধিকারী! ব্রহ্মসূত্রের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের ভাষ্যে অধিকারীবিচার করিতে গিয়া শঙ্কর এমন মোটা কথাও কি বুঝিতে পারেন নাই? বরং তিনি বলিলেন:—"ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীত-বেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ":—ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই বেদান্ত পাঠে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার যোগ্যতা লাভ সম্ভব। বুদ্ধির নিতান্ত স্থূলতা বশতঃ,অথবা "আকৃতি-সদৃশী প্রজ্ঞা"র দোষেই কি তিনি বলিলেনঃ—"নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগ,শমদমাদি-সাধনসম্পত্তি,এবং মুমুক্ষুত্ব,—এ সকল থাকিলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা যায়, এবং ব্রহ্মকে জানা যায়।" কলিযুগের লোকের ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকাররূপ গূঢ় রহস্য মাধবাচার্য্যের নিকটেও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। কলিযুগের মরুভূমিতে শুদ্ধাদ্বৈতবিদ্যার বীজবপনরূপ পণ্ডশ্রমেই কি শঙ্কর তাঁহার শরীরের রক্ত জল করিয়াছিলেন? "যে যে পথে থাকিতে চায়, সেই পথে থাকাই সঙ্গত" হইলে মানবসমাজের শারীরিক, মানসিক, অথবা আধ্যাত্মিক, কোন প্রকার উন্নতিরই স্থান থাকে না। অতএব শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা করিয়া লোককে উপদেশ প্রদান করাও নিরর্থক।

১১৩। শঙ্কর-শিষ্য পরমতকালানলের শৈবমত স্থাপন।

এক দিকে বিখ্যাত বৈদিক ভাষ্যকার সায়ণ বা মাধবাচার্য্য বলিতেছেন যে শঙ্কর—আনন্দগিরি প্রভৃতি তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যদিগকে বলিলেন ঃ—"তোমরা অদ্বৈতমতানুযায়ী গ্রন্থসকল রচনা কর", এবং তাঁহারা তাহাই করিলেন—"কুরুদ্ধম দ্বৈতপরান্ নিবন্ধান্",—* অপর দিকে অজ্ঞাত-কুলশীল আনন্দগিরিনামীয় শঙ্কর-বিজয়কার বলিতেছেন ঃ—"সেতু হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগকে শুদ্ধাদ্বৈত-বিদ্যানিষ্ঠ করিয়া, এবং বিরোধ-মীমাংসা-সমর্থ নিজ শিষ্য পরম্পরাকে শৃঙ্গগিরিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এবং শিষ্য-দিগের নিকটে মোক্ষমার্গোপদেশ করিয়া, (শঙ্কর) দেখিলেন, এই কলিযুগে মানুষের মনের জ্ঞানাঙ্কুর নানা পাপে নষ্ট হওয়াতে, তাহারা অদ্বৈত বিদ্যার অনধিকারী হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন যে,তাহাদের আচার পূর্ব্বের ন্যায়, যাহার যেরূপ ইচ্ছা,তাহাই হওয়া উচিত। এইরূপ স্থির করিয়া,লোকরক্ষার্থ এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরিপালনার্থ তিনি জীবেশভেদরূপ পরম কল্পনা রচনা করিবার জন্য নিজ শিষ্য পরমতকালানলের দিকে দৃষ্টি করিয়া এইরূপ বলিলেন ঃ—"হে শিষ্য, সংক্ষেপে বল তোমার কোন্ পথে প্রীতি। ভাবী কালের জন্য উপযোগী জানিয়া আমি তাহাই অনুমোদন করিব"। তখন সে বিনীত ভাবে বলিল ঃ—"হে গুরো প্রত্যক্ষভূত শিবে আমার মন আসক্ত। শিবের পূজায় ভোগ এবং মোক্ষ উভয়ই লাভ হয়।" গুরু বলিলেন—"এরূপ একটী পথ হউক, কারণ কলিযুগের ব্রহ্মজ্ঞানী অদ্বৈত-মার্গারোহণে অসমর্থ। তোমরা কলিযুগে এই দেবতাতেই নিয়ত থাক!" তখন সে ষড়্‌বিধ ভেদাত্মক শৈবমত রচনা করিয়া দিগ্বিজয়-দ্বারা সেতু হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগকে সেই মতাবলম্বী করিল। শিবের ত্রিশূল এবং ডমরু ধারণ করিয়া সে শিবের ন্যায় শোভা পাইল। এই সকল কথার সহিত পাঠক শঙ্করের শৈবাদি'বেদবাহ্য' মত খণ্ডনের (১০৬) তুলনা করিয়া, স্থির করুন শঙ্করের নিজের কথার বিরুদ্ধে এই কল্পিত আত্মমোক্তার শঙ্কর-বিজয়কারের কথাসকল কত দূর গ্রহণযোগ্য হইতে পারে।

---

* "ইত্যেবমুক্ত্বা যতীশ্বরোসাবানন্দগির্য্যাদিমুনিন্ স হৃত্বা।
কুরুদ্ধমদ্বৈতপরান্ নিবন্ধানিত্যন্বশাৎ নির্মমসার্ব্বভৌমঃ॥
তে সর্ব্বেপ্যনুমতিমাপ্য দেশিকেন্দো রানন্দাচলমুখরা মহানুভাবাঃ।
আতেনুর্জগতি যথাস্বং আত্মতত্বাম্ভোজার্কান্ বিশদতরান্ বহূন্ নিবন্ধান্॥
শঙ্কর-দিগ্বিজয়—৬—৭৪,৭৫

১১৪। লক্ষণ ও হস্তামলক কর্ত্তৃক বৈষ্ণবমত স্থাপন।

অনন্তর আচার্য্য ভাবিলেন কলিযুগের লোক ত্রৈগুণ্যাশক্ত, অতএব শৈব মতের ন্যায় বৈষ্ণবমতও প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। লক্ষণ এবং হস্তামলক নামক প্রিয় শিষ্যদ্বয়কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,"তোমাদের কোন্ পথে অনুরাগ বল।" তাহারা বলিল, আমাদের মন সদা শ্রীনারায়ণে নিমগ্ন।" তখন গুরু বলিলেন, "তোমরাও সেই মত স্থাপন কর। এবং ষড়্বিধ ভেদ-যুক্ত বৈষ্ণব মত স্থাপন করিয়া দিগ্বিজয় কর।" এই আজ্ঞা পাইয়া লক্ষণ ও হস্তামলক কঞ্চীনগর হইতে পূর্ব্বে এবং পশ্চিমদিকে দিগ্বিজয় করিলেন। পূর্ব্বদিকে লক্ষণাচার্য্য দিগ্বিজয় করিয়া কতিপয় ব্রাহ্মণদিগকে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী, শঙ্খচক্রাঙ্কিতবাহুযুগল করিয়া অনেক শিষ্যসহ প্রত্যাগমন করিয়া আচার্য্যকে নমস্কার করিলেন। গুরুর অনুজ্ঞা পাইয়া তিনি স্বীয় মত ব্যাখ্যা করিয়া ভাষ্যা-দিও রচনা করিলেন। হস্তামলক ও পশ্চিমদিকে দিগ্বিজয় করিয়া কতিপয় ব্রাহ্মণ-গণকে পঞ্চমুদ্রাঙ্কিত এবং অষ্টাক্ষরমন্ত্রজপাসক্ত করিয়া রজত পীঠাদি স্থানে কৃষ্ণাদিদেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কাঞ্চীতে আসিয়া শঙ্করাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার নিকটে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। শঙ্কর-বিজয়কারের এই সকল কথার সহিত শঙ্করের ভাগবত বা বৈষ্ণবমত খণ্ডনের (পৃঃ—২০০) তুলনা করিয়া, পাঠকই স্থির করিবেন, শঙ্করের নিজের কথার বিরুদ্ধে এ সকল কথা কতদূর গ্রহণযোগ্য।

১১৫। দিনকরের সৌরমত স্থাপন।

আনন্দগিরি-নামীয় শঙ্কর-বিজয়কার আরও বলিতেছেন যে, সূর্য্য-শক্তি-গণপতি-শিব-নারায়ণ—ইহারা ব্রাহ্মণের উপাসনা-যোগ্য। ইহাদের সমষ্ট্যুপাসনাতে যদিও মুক্তি সিদ্ধ হয়, কিন্তু কলিযুগের লোকের তাহাতে অনধিকারহেতু, ব্যষ্ট্যুপাসনা কর্ত্তব্য। এজন্য শঙ্কর সূর্য্যাষ্টাক্ষরীমূলক ষড়্বিধভেদযুক্ত সৌর মত স্থাপন করিবার মানসে দিবাকর নামক শিষ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেনঃ—"হে দিবাকর, সৌর মত স্থাপন করিবার সময় উপস্থিত।" তাঁহার কথা শুনিয়া দিবাকর সেতু হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত দিগ্বিজয় আরম্ভ করিল, এবং কাঞ্চীনগর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া কয়েক জন বিপ্রকে সৌর মতের প্রচারক করিল। দিবাকর সকলদেশ পরিভ্রমণ করিয়া সৌরমত প্রচার করিল, এবং পরিশেষে কাঞ্চীনগরে আসিয়া আচার্য্যকে তাহা জানাইল। আচার্য্যও তাহার কার্য্যে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

১১৬। ত্রিপুরকুমারের শাক্তমত স্থাপন।

শঙ্কর-বিজয়কার বলিতেছেন ঃ—অনন্তর শক্তিমত স্থাপন করিবার মানসে শঙ্কর স্বীয় শিষ্য ত্রিপুরকুমারকে বলিলেন ঃ—"হে শিষ্য, বল তোমার কোন্ মতে বিশ্বাস" ? ত্রিপুরকুমার বলিল ঃ—"আমার মনে হয় ভগবতীই বিশ্বের কারণ। ভগবান্ নিমিত্ত কারণ মাত্র। শক্তির অভাবে পুরুষ অকিঞ্চিৎকর। প্রকৃতির অভাবে ঈশ্বরেরও অভাব বলা যায়। পিতা-মাতা উভয় হইতে যেমন মানুষ উৎপন্ন, সেইরূপ ঈশ্বর এবং প্রকৃতি এই উভয় হইতে সৃষ্টি। এই উভয় না থাকিলে সৃষ্টি থাকে না। আবার শিশুধারণাদি কার্য্যে যেমন পিতা অপেক্ষা মাতা অধিক, সেইরূপ জগতের উপাদান-কারণরূপে প্রকৃতিই প্রথম, ঈশ্বর পরে। আমার এইরূপ মত।" তখন গুরু বলিলেনঃ—"তোমার মত স্থাপন করিবার জন্য অদ্যই সন্ন্যাস গ্রহণ কর।" তখন ত্রিপুরকুমার দিগ্বিজয়ার্থ কাঞ্চীনগর হইতে বহির্গত হইল। সেতু এবং হিমাচলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শক্তিমত প্রচার করিয়া, অনেককে সেই মতের ভক্ত করিয়া, ত্রিপুরকুমার গুরুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বর্ণন করিল।

১১৭। গিরিরাজকুমারের গাণপত্যমত স্থাপন।

শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, এবং শাক্তমত স্থাপিত হইলে পর, শঙ্কর-বিজয়কার বলিতেছেন যে, গিরিরাজকুমার আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক গুরুকে বলিল ঃ—"প্রভো, ব্রহ্মাপ্রভৃতি গণ। তাহাদের পতি গণপতিই সকলের কর্ত্তা। তিনি সকলের পূজ্য। ত্রিপুরবধ কালে মহাদেবও তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। রাবণ-বধের উদ্দেশ্যে এবং সমুদ্রে সেতু বন্ধনের উদ্দেশ্যে রাম তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। ক্ষীর-সমুদ্র-মন্থন কালে দেবাসুরগণ তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। গণপতি সগুণ এবং নির্গুণ,—মহদাদি তত্ত্বের কারণ রূপে তিনি নির্গুণ, এবং ব্যোমাদি ভূতসকলের কারণরূপে সগুণ। তিনি সর্ব্বলোক-ব্যাপক,চৈতন্য-স্বরূপ, অতএব তাঁহার নাম বিষ্ণু। বৃহত্তরত্ব হেতু তাঁহার নাম ব্রহ্ম, লয়কর্ত্তৃত্ব হেতু তাঁহার নাম রুদ্র। আমাদের মতই সকলের শ্রেষ্ঠ।" তখন আচার্য্য বলিলেন ঃ—"যদি তোমার গণপতিতে আস্তিক্যবুদ্ধি থাকে, তবে এই মত স্থাপন কর।" গুরুর এই আদেশ পাইয়া গিরিরাজকুমার কাঞ্চীনগর হইতে পূর্ব্বমুখে যাত্রা করিয়া সেতু ও হিমাচলের মধ্যভূমিতে স্বীয় মত স্থাপন করিয়া বহু গাণপত্য শিষ্যসহ গুরুর নিকটে প্রতিগমন করিল।

১১৮। বটুকনাথের কাপালিক মত স্থাপন।

কাপালিক মতইবা বাকি থাকে কেন? "ব্রাহ্মণদিগের হিতার্থ উক্ত পাঁচ প্রকার মত স্থাপিত হইলে পর," শঙ্কর-বিজয়কার বলিতেছেন,"কাপালিক বটুকনাথ গুরুকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল :—"আপনি সকল মতের গুরু। শৈবাদি পঞ্চমত আপনি স্থাপন করিয়াছেন, আমার মত প্রচার বিষয়ে চিন্তা করুন।" আচার্য্য উত্তর করিলেন :—"হে শিষ্য, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত, এবং গাণপত্য মতকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তোমার মতও রচনা কর।" বটুকনাথ "তাহাই করিব" বলিয়া কাঞ্চীনগর হইতে পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়া, সেতু এবং হিমাচলের মধ্যভূমিতে স্থানে স্থানে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ভৈরব-মতের প্রবর্ত্তক করিয়া, সত্বর আসিয়া ভক্তিভরে গুরুকে বলিল :—"প্রভো, আপনার কৃপায় প্রতি দেশে কোন কোন ভক্তের মধ্যে আমি কাপালিক মত স্থাপন করিয়াছি। আমিও আপনার একজন প্রধান শিষ্য"। এই বলিয়া বটুকনাথ তাঁহার নিকটে দাসের ন্যায় অবস্থান করিল।

আনন্দগিরিনামীয় গ্রন্থে বর্ণিত শঙ্করাচার্য্য মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী কাঞ্চীপুরে বসিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে শৈবাদিমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাদিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, কাঞ্চীপুরেই পরলোক গমন করেন। মাধবাচার্য্যের বর্ণিত শঙ্করাচার্য্য, জীবনের শেষ সময় কাশ্মীরে অতিবাহিত করেন, এবং গাড়োয়াল প্রদেশস্থ কেদারতীর্থে পরলোক গমন করেন। তিনিই সূত্রভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য, উপদেশসহস্রী ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি যে আনন্দগিরি-নামীয় গ্রন্থের বর্ণিত শঙ্করাচার্য্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের প্রতি আরোপিত প্রবন্ধসকলের চিন্তাদৃষ্টে মনে হয়, যে সে সকলের অনেকগুলিই হয়ত এই কাঞ্চিপুরে পরলোকগত শৈবাদিমতসকলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা শঙ্করের রচিত। এই শঙ্কর হয়ত ভাষ্যকার শঙ্করের বহুপরবর্ত্তী কোন শঙ্কর-মঠাধ্যক্ষ, ভাষ্যকারের প্রশিষ্য হইবেন। এই শঙ্করের শিষ্যদিগের নামও অত্যন্ত ভিন্ন দৃষ্ট হয়।

১১৯। শঙ্কর-বিজয় মতে কাঞ্চীপুরে শঙ্করের মানবলীলা সম্বরণ।

কোথায় বা তিব্বতের নিকটবর্ত্তী কেদারনাথ, আর কোথায় বা মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী কাঞ্চীপুর! আনন্দগিরিনামীয় গ্রন্থকার বলিতেছেন :— "অতঃপর একদিন শঙ্করাচার্য্য পরমতকালানলাদি শিষ্যদিগকে তাহাদের স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং স্বধামে গমন করিবার ইচ্ছায়, মুক্তিস্থল কাঞ্চীনগরে

উপবেশন করিয়া স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরে অন্তর্হিত করিলেন, এবং পরিশেষে সদ্রূপ হইয়া, সূক্ষ্ম শরীরকেও কারণে বিলীন করিলেন। ক্রমে তিনি চিন্মাত্র-স্বরূপ অঙ্গুষ্ঠ-পুরুষ রূপ গ্রহণ করিয়া তদুপরিস্থ পূর্ণ অখণ্ড মণ্ডলাকার আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিয়া, সর্ব্ব-জগৎ-ব্যাপক চৈতন্যরূপ ধারণ করিলেন। সর্ব্ব জগৎ-ব্যাপক চৈতন্যরূপে তিনি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন"। শঙ্কর মানব-লীলা সম্বরণ করিলে পর, সেই দেশের ব্রাহ্মণগণ এবং তদীয় শিষ্যগণ যাহারা তথায় উপনিষৎ, গীতা, এবং ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিতেছিলেন,—তাহারা সকলে সমবেত হইয়া অতি পবিত্র স্থানে সমাধি-গর্ত্ত খনন করিয়া, গন্ধ-দ্রব্য, বিল্বপত্র, তুলসী, এবং পুষ্পসমূহ-দ্বারা শঙ্করের পূজা করিয়া, সেই গর্ত্তে তাঁহার দেহ সমাহিত করিলেন। (যদি সত্য সত্যই শঙ্কর তাঁহার স্থূলশরীর সূক্ষ্মশরীরে অন্তর্হিত করিয়া থাকিবেন, তবে আবার গর্ত্তে সমাহিত করিবার জন্য তাহারা স্থূলদেহ কোথায় পাইল?) সেই হইতে প্রত্যহ সর্ব্বোপচারসহ ক্ষীরান্ন নিবেদনদ্বারা তথায় শঙ্করের পূজা হইয়া থাকে। "সর্ব্বোপচারসহ ক্ষীরান্নের নিবেদন" দৃষ্টে, এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত মনে হয় না, যে "দেবী-চতুঃষষ্ঠ্যুপচার-পূজাস্তোত্র" এই শঙ্করেরই রচনা।

আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, শঙ্করের জন্মাদি সম্বন্ধে অতি মৌলিক বিষয়েই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হয়। অধুনা শঙ্করের জীবনের শেষকার্য্যাদি সম্বন্ধে এবং তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধেও গ্রন্থকারদ্বয়ের মধ্যে অতি মৌলিক বিরোধই দেখিতে পাওয়া যায়। কোথায় বা কাশ্মীর এবং গাড়ওয়ালের নিকটবর্ত্তী কেদারনাথ, আর কোথায় বা মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী কাঞ্চীপুর! এক জনের মতে সুদূর উত্তরে কেদারনাথে, অপর জনের মতে সুদূর দক্ষিণে কাঞ্চীপুরে শঙ্কর মানবলীলা সম্বরণ করেন। রাজ-তরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের বিখ্যাত ইতি-হাসে শঙ্করের কাশ্মীর গমনের * উল্লেখ আছে, অনেকে এরূপ অনুমান

* স্বর্গীয় অক্ষয়কুমারদত্তপ্রমুখ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, কহ্লনকৃত রাজ-তরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গে শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার গৌড়দেশীয় শিষ্যগণকেই লক্ষ্য করিতেছেঃ—"গৌড়োপজীবিনামাসীৎ সত্ত্বমত্যদ্ভুতংতদা, জহুর্যে জীবিতং ধীরাঃ পরোক্ষস্য প্রভোঃকৃতে॥ সারদাদর্শনমিষাৎ কাশ্মীরান্ সংপ্রবেশ্য তে। মধ্যস্থদেবাবসথং সংহতাঃ সমবেষ্টয়ন্॥ রাজতরঙ্গিনী—৪-৩২৪,৩২৫॥ তদা অর্থাৎ ললিতাদিত্য যখন কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন গৌড়দেশীয় লোকেরা অত্যদ্ভুতবল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা পরোক্ষ দেবতার উদ্দেশে প্রাণত্যাগ করেন। সারদাদর্শনউদ্দেশ্যে কাশ্মীরে প্রবেশ

করেন। তদ্দ্বারা মাধবাচার্য্যের বর্ণনার মৌলিক সত্যতাই প্রমাণিত হয়। যাহা হউক, আমাদের মনে হয়, এবং আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, তদ্দৃষ্টে পাঠকও বোধ হয় মনে করিবেন যে, অধিক না হউক, অন্ততঃ শঙ্করাচার্য্য নামে দুইজন মহাপুরুষ ছিলেন, এবং তাহাদের উভয়ের জীবনের ঘটনাসকল জন-প্রবাদের ঐন্দ্রজালিক শক্তির সাহায্যে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে আবার গুরু-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের গাঢ় পিপাসাদ্বারা পরিচালিত শিষ্যদিগের উর্ব্বরা কল্পনা ও নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনার যোগ করিয়াছে। এই সকল কারণে শঙ্কর-দিগ্বিজয় এবং শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থদ্বয় যেন এক একটী অর্দ্ধ সত্য, অর্দ্ধ মিথ্যা শঙ্করাচার্য্য সৃষ্টি করিয়া, দেশে প্রচার করিয়াছে। সর্ব্বতোমুখী 'নাবালকি' অথবা 'চেলাগিরি' আমাদের চিরন্তন জাতীয় রোগ। এই জাতীয় নাবালকির ক্রুশকাষ্ঠে আমরা অনেক সাধু মহাপুরুষের জীবন নষ্ট করিয়াছি, এবং অদ্যাপি করিতেছি। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য তাহাদেরই অন্যতম।

১২০। শঙ্করাচার্য্যের কাল নির্ণয়।

শঙ্করাচার্য্য কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, এ প্রশ্ন লইয়া অনেক আন্দোলন চলিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যই যখন একাধিক দৃষ্ট হয়, তখন এসম্বন্ধে নানা মত হইবারই ত কথা। তবে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িকদিগের মধ্যে অনেক বিখ্যাত মনীষিগণের নাম আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিঃ—যথা, কুমারিল ভট্ট, ভট্টভাস্কর, গুরু প্রভাকর, শাক্তগুরু অভিনবগুপ্ত, শৈবগুরু নীলকণ্ঠ, কুসুমাঞ্জলি-কার উদয়নাচার্য্য, কাদম্বরী এবং হর্ষ-চরিতের রচয়িতা বাণ, সূর্য্যশতকের রচয়িতা ময়ুর, দশকুমার-চরিতের রচয়িতা দণ্ডি, নৈষধচরিত, নাগানন্দ, রত্নাবলী এবং খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যের রচয়িতা বিখ্যাত শ্রীহর্ষ ইত্যাদি। এতদ্দৃষ্টে ভাষ্যকার শঙ্করের সময় সম্বন্ধে এক প্রকার সাধারণ ধারণা লাভ করা সহজ, তবে সন-তারিখ নির্ণয় করা অসম্ভব। বাণ, ময়ুর, এবং দণ্ডি, এই তিনজন বিখ্যাত কবির জীবিত-কাল

করিয়া তাহারা সকলে মিলিয়া কাশ্মীরস্থিত দেবালয় পরিবেষ্টন করেন।" স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত বলিতেছেনঃ—"শঙ্করাচার্য্য ও তদীয় সমভিব্যাহারি শিষ্যসম্প্রদায় এই বিবাদের এক পক্ষ থাকা নিতান্ত সম্ভব।" তিনি অনুমান করেন যে, শঙ্করাচার্য্যের সহিত অনেক গৌড়দেশস্থ শিষ্য ছিল। তিনি বলেন যে ললিতাদিত্য খ্রীষ্টঅব্দের অষ্টম শতাব্দির মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেণ।

ভা—উ—উপক্র—পৃঃ—২২৯॥

সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত ধারণা আছে, এবং মাধবাচার্য্যের বর্ণনা মতে এই তিন জনই শঙ্করের সমসাময়িক। তিনি বলিতেছেনঃ—"স কথাভির্বিরবন্তিষু প্রসিদ্ধান্ বিবুধান্ বাণময়ুরদণ্ডিমুখ্যান্। শিথিলীকৃত-দুর্ম্মতাভিমানান্ নিজভাষ্য-শ্রবণোৎসুকাংশ্চকার" (১৫-১৪১)॥ অবন্তি অর্থাৎ মালবপ্রদেশে শঙ্কর বিচারদ্বারা বাণ, ময়ুর, এবং দণ্ডি প্রভৃতিকে স্বমতে আনয়ন করেন। হর্ষ-চরিতের রচয়িতা বাণ কাণ্যকুব্জের বিখ্যাত রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ময়ুর বাণেরই শ্বশুর, এবং দণ্ডিও তাহাদেরই সমসাময়িক। হর্ষবর্দ্ধনেরই রাজত্ব কালে বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হোয়েন্ ছেঙ্ (৬২৯ হইতে ৬ ৪৫ খৃঃ অব্দে) ভারত ভ্রমণ করেন। তদ্দৃষ্টে বাণ, ময়ুর, এবং দণ্ডির, এবং সেই সঙ্গে শঙ্করেরও সময় খৃষ্টীয় সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দি নির্দ্দেশ করা যায়। রাজতরঙ্গিণীমতে ললিতাদিত্যনামক রাজার রাজত্ব কালে শঙ্কর কাশ্মীর গমন করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দির লোক। অতএব তদ্দৃষ্টেও ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে,ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য খ্রীঃ সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দিতেই জীবিত ছিলেন। সন-তারিখ নির্ণয় করা কঠিন, তবে মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে, খৃঃ ৭৮৮ অব্দে শঙ্করের জন্ম, এবং ৮২০ অব্দে তাঁহার স্বর্গারোহণ।



ষষ্ঠ অধ্যায়।

শঙ্করাচার্য্যের রচিত গ্রন্থাবলী।

১২১। মাধবাচার্য্যের মতে শঙ্করাচার্য্যের রচিত গ্রন্থাবলী।

মাধবাচার্য্য তাঁহার কৃত শঙ্কর-দিগ্বিজয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শঙ্করাচার্য্যের স্বরচিত ভাষ্যের মধ্যে ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য †, উপনিষদ্-ভাষ্য, (নৃসিংহ-তাপনীয়োপনিষদ্ ভাষ্য), গীতা-ভাষ্য, এবং সনৎসুজাতীয়-ভাষ্য,—এই সকলেরই মাত্র নাম করিয়াছেন। তিনি হস্তামলক-ভাষ্যের কোন উল্লেখ করিতেছেন না। শঙ্করের স্বরচিত মূল গ্রন্থের মধ্যে যদিও মাধবাচার্য্য বলিতেছেনঃ—"গ্রন্থান সংখ্যাং স্তদনুপদেশসহস্রিকাদীন্ ব্যদধাৎ সুধীভ্যঃ" (৬—৬৩), তথাপি তিনি উপদেশ-সহস্রিকা ভিন্ন কোন শঙ্করের স্বরচিত মূলগ্রন্থের নাম করিতেছেন না। ইহার কারণ কি? বোধ হয়, শঙ্করের স্বরচিত বলিয়া প্রচারিত এরূপ অনেক গ্রন্থ মাধবাচার্য্য * নিজেই দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহার অনেক গুলিকে যথার্থ শঙ্করের রচিত বলিয়া মাধবাচার্য্যও গ্রহণ করিতে পারেন নাই, অথচ সম্প্রদায়ের ভয়ে সে সকল সম্বন্ধে তিনি নিজে কোন মত প্রকাশ করিতেও সাহসী হন নাই। উপদেশ-সহস্রিকা সম্বন্ধে ইহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যে শঙ্কর নিজেই উপদেশ-সহস্রিকাকে তাঁহার স্বরচিত বলিয়া এইরূপে উল্লেখ করিতেছেনঃ—"ব্রহ্মবিদ্যাবিবক্ষুণা গুরুণা চিরকালং পরীক্ষ্য, শিষ্যগুণান্ জ্ঞাত্বা ব্রহ্মবিদ্যা বক্তব্যা। এতচ্চ প্রপঞ্চিতং উপদেশসহস্রিকায়ামিত্যত্র সংকোচঃ

* মাধবাচার্য্য কে? শঙ্করের চারিশত বৎসর পরবর্ত্তী বিখ্যাত বৈদিক ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যই মাধবাচার্য্য হওয়া সম্ভব, কারণ সায়নাচার্য্য বিরচিত মাধবীয়-বেদার্থ-প্রকাশের মঙ্গলাচরণে সায়ন কুক্কমহীপতির আদেশের এইরূপ উল্লেখ করিতেছেনঃ—(কুক্কমহীপতিঃ) "আদিশন্মাধবাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে"।

† "সূত্রভাষ্য মধুনা বিদধাতু" (৬-৪৮) এইরূপ বলিয়া মহাদেব শঙ্করকে ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিতে আদেশ করিলে পর, তিনি অবিলম্বে বদরীতীর্থে

১২২। সম্প্রতি প্রকাশিত "শ্রীমচ্ছঙ্কর-দেশীকেন্দ্র-রচিত-সর্ব্বপ্রবন্ধাবলী।

সম্প্রতি মান্দ্রাজ প্রদেশের শ্রীরঙ্গম্ নামক নগরীস্থিত "বাণী-বিলাস প্রেস" হইতে "শ্রীমচ্ছঙ্কর-দেশিকেন্দ্র-রচিত-সর্ব্ব-প্রবন্ধাবলী" নামে অনেকগুলি গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের স্বরচিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা "গ্রন্থানসংখ্যান্ ব্যদধাৎ সুধীভ্য" :—মাধবাচার্য্যের এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। বিংশতি খণ্ডে এই (Memorial Edition) গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মূল্য ৭৫৲ টাকা হওয়াতে, তাহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরধিগম্য। শৃঙ্গেরি মঠের বর্ত্তমান "শঙ্করাচার্য্য" বা অধ্যক্ষ "জগদ্গুরু শ্রীসচ্চিদানন্দশিবাভিনবনৃসিংহ-ভারতী-স্বামীর" নামে এই প্রবন্ধাবলী উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

প্রবন্ধাবলীর খণ্ড-বিভাগ।

খণ্ড	প্রবন্ধ	খণ্ড	প্রবন্ধ
১,২,৩	ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যং।	৮,৯	বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যং।
৪	ঈশকেনকঠপ্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যং।	১০	বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যং, নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদ্* ভাষ্যং।
৫	মুণ্ডকমাণ্ডূক্য-ঐতরেয়োপ-নিষদ্ভাষ্যং।	১১,১২	শ্রীমদ্ভগবৎগীতা-ভাষ্যং।
৬	তৈত্তিরীয়-ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যং।	১৩	বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যং, সনৎ-সুজাতীয়-ভাষ্যং।
৭	ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যং।		

গমন করিয়া, তথায় সমাধি-নিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিদিগের সহিত বেদান্তবিষয়ে বহু আলোচনার পর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করেন,—"গভীরমধুরং ফণতিস্ম ভাষ্যং" (৬—৬০) "উপনিষদাময়মুজ্জহার ভাষ্যং" (৬—৬১)। টীকারার বলিতেছেন :—"ঈশকেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ডক-মাণ্ডূক্য-তৈত্তিরিয়-ঐতরেয়-ছান্দোগ্য-বৃহদারণ্যকাখ্যানাং বেদান্তানাং ভাষ্যং উজ্জহার কৃতবান্।" "ততো মহাভারতসারভূতাঃ স ব্যাক-রোৎ ভগবতীশ্চ গীতাঃ"। "সনৎসুজাতীয় মসৎসুদূরং, ততো নৃসিংহস্যচ তাপনীয়ং"। "অথ গীতাভাষ্যবিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যে অপ্যসাবকরোৎ। "দেবে-শেণ ত্রয়ীভাষ্যে কারিয়িতুং স বার্ত্তিকযুগং বদ্ধাদরোঽভূম্মুনিঃ" (১৩-৬২) এই শ্লোকে টীকাকার বলিতেছেন :—"পঞ্চীকরণবার্ত্তিকং তথা দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্র-বার্ত্তিকং চেতি বার্ত্তিকদ্বয়ং।" তদ্দৃষ্টে পঞ্চীকরণ এবং দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্রকেও শঙ্করের স্বরচিত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে কি না, পাঠক বিচার করিবেন।

খণ্ড	প্রবন্ধ
১৪	বিবেকচূড়ামণি, উপদেশ সহস্রী।
১৫	অপরোক্ষাণুভূতি, বাক্যবৃত্তি, স্বাত্মনিরূপণ, আত্মবোধ, শতশ্লোকী, সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ।
১৬	প্রবোধ সুধাকরঃ—১—সগুণ-নির্গুণয়োরৈক্যপ্রকরণ, ২—স্বাত্ম-প্রকাশিকা, ৩—মনীষা-পঞ্চক, ৪—অদ্বৈত-পঞ্চরত্ন, ৫—নির্ব্বাণাষ্টক, ৬—অদ্বৈতানুভূতি, ৭—ব্রহ্মানু-চিন্তন, ৮—প্রশ্নোত্তর-রত্ন-মালিকা, ৯—সদাচারানুসন্ধান, ১০—যোগ-তারাবলী, ১১—উপদেশ-পঞ্চক, ১২—ধ্যানাষ্টক, ১৩—জীবন্মুক্তা-নন্দ-লহরী, ১৪—অনাত্মশ্রীবিগর্হন-প্রকরণ, ১৫—স্বরূপানুসন্ধান, ১৬—যতিপঞ্চক, ১৭—হস্তামলকীয় ভাষ্য, ১৮—পঞ্চীকরণ, ১৯—তত্ত্বো-পদেশ, ২০—এক-শ্লোকী, ২১—মায়াপঞ্চক, ২২—প্রৌঢ়ানুভূতি, ২৩—ব্রহ্মজ্ঞানাবলী-মালা, ২৪—লঘুবাক্যবৃত্তি, ২৫—নির্ব্বাণ-মঞ্জরী।
১৭,১৮	স্তোত্রানি (ক) ১—গণপতি-স্তোত্রম্, ২—সুব্রহ্মণ্যস্তোত্রম্, ৩—ঈশ্বর-স্তোত্রম্, ৪—দেবী-স্তোত্রম্। (খ) ১—হনুমৎপঞ্চরত্নং, ২—শ্রীরামভুজঙ্গপ্রযাত-স্তোত্রম্, ৩—লক্ষ্মী-নৃসিংহ-পঞ্চরত্নম্, ৪—শ্রীবিষ্ণু-ভুজঙ্গ-প্রযাত-স্তোত্রম্, ৫—কৃষ্ণা-ষ্টকং, ৬—ভগবন্মানসপূজা, ৭—মোহমুদ্গরম্, ৮—অন্নপূর্ণাষ্টকং, ৯—গঙ্গাষ্টকং, ১০—নির্গুণমানস-পূজা। ‡
১৯,২০	প্রপঞ্চসারঃ।

* ক্ষীরোদার্ণবশায়িনং নৃকেসরিং যোগিধ্যেয়ং পরমপদং সাম জানীয়াৎ"। নৃ-পূ-তা-১। "যো মৃত্যোঃ পাপ্মভ্যঃ সংসারাচ্চ বিভীয়াৎ স এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ"। ২॥ "মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি, সর্ব্বমিদং রক্ষতি, সর্ব্বমিদং সংহরতি, তস্মাৎ মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ।" নৃ-পূ-তা-৩॥

† মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র এবং সনৎসুজাতীয়ের ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে পরস্পর আলাপ।

‡ "নির্গুণ-মানস-পূজার" কেবল মাত্র শিষ্যপ্রশ্নের অংশই আমাদের পরিচিত ছিল:—"অখণ্ডে সচ্চিদানন্দে নির্ব্বিকল্পৈকরূপিনি। স্থিতেঽদ্বিতীয়-ভাবেঽপি কথং পূজা বিধীয়তে। পূর্ণস্যা বাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনং। স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ॥" ইত্যাদি। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই বোধ হয় অনেকে বলিয়া থাকেন যে নির্গুণের উপাসনা হয় না। বাণীবিলাসযন্ত্র

১২৩। শঙ্করের প্রতি আরোপিত সর্ব্বপ্রবন্ধাবলীর প্রামাণ্য বিচার।

আমরা দেখাইয়াছি যে, ভাষ্যকার ভিন্নও অনেক মনীষি মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অদ্যাপি করিতেছেন। প্রশ্ন হইতেছে, যে সকল গ্রন্থ অধুনা শঙ্করাচার্য্য রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে, অথবা ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে, মাধবাচার্য্য তাহার নাম উল্লেখ করিয়া থাকুন, আর না থাকুন, তাহার সকলই কি ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ-যোগ্য? আমাদের দেশে বহুকাল হইতে এরূপ প্রথাও প্রচলিত রহিয়াছে যে,যাহার ইচ্ছা, সেই যে কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া যে কোন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের নামে তাহা প্রকাশ করিতে পারে। যে যাহা শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ বলিয়া প্রকাশ করিবে, তাহাকেই যে শঙ্করের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ কথা হইতে পারে না। প্রামাণ্য বিচার করিয়া তাহার সপক্ষে কি বিপক্ষে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। কেহ যদি বলিত 'সীতার বনবাস' বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত, অথবা 'বিষবৃক্ষ" বিদ্যাসাগরের রচিত, তখন আমরা কি করিতাম? আমরা তখন বঙ্কিমচন্দ্রের এবং বিদ্যাসাগরের উভয়ের প্রামাণ্য গ্রন্থের ভাষা এবং চিন্তা দৃষ্টে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিতাম। শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধেও আমাদিগের তাহাই করিতে হইবে। প্রামাণ্য গ্রন্থকে আদর্শ (Standard) করিয়া বিচার করিতে হইবে। শঙ্করাচার্য্য নিজে অথবা মাধবাচার্য্য যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, সে সকলকে শঙ্করাচার্য্যের স্বরচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন ন্যায্য আপত্তি হইতে পারে না। শঙ্কর তাঁহার স্বরচিত মূল গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র "উপদেশ-সহস্রিকার" এবং "প্রপঞ্চসারের"ই নাম করিয়াছেন। তাঁহার শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যের শেষে এই উপদেশ-সহস্রিকাকে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার স্বরচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদ্ভাষ্যে শঙ্কর "প্রপঞ্চসারে"র উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অধুনা শঙ্করের প্রতি যে সকল গ্রন্থ আরোপিত হইতেছে, শঙ্করাচার্য্য নিজে সে সকলের কোনটিরই নাম করেন নাই। এই সকল কারণে উপদেশসহস্রীর এবং প্রপঞ্চসারের

গুরুর উত্তর প্রকাশ করাতে, নির্গুণের উপাসনা বিষয়ে শঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত মত সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় থাকিতেছে না। গুরু বলিতেছেন:— "আরাধয়ামি মণিসন্নিভিমাত্মলিঙ্গং। মায়াপুরী-হৃদয়-পঙ্কজ-সংনিবিষ্টং। শ্রদ্ধানদী-বিমল-চিত্তজলাভিষেকৈঃ। নিত্যং সমাধি-কুসুমৈর পুনর্ভবায়॥" ইত্যাদি ৩৩টী শ্লোকে শঙ্কর নির্গুণোপাসনার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রামাণ্য সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয়ের স্থান নাই। শঙ্করের প্রতি আরোপিত প্রবন্ধাবলীর প্রামাণ্য বিচার করিতে হইলে, সূত্রভাষ্য, উপনিষদ্‌ভাষ্য, এবং উপদেশ-সহস্রীর ও প্রপঞ্চসারের ভাষা এবং চিন্তাকে নিক্তি করিয়া তাহার সহিত তুলনা দ্বারা অপর সকল গ্রন্থের প্রামাণ্য বিচার করিতে হইবে। সেরূপ করিতে গেলে একখানি পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করা প্রয়োজন। শঙ্করাচার্য্য-নামীয় প্রত্যেক গ্রন্থের সেরূপ বিস্তারিত সমালোচনা এস্থলে অসম্ভব। এ জন্য সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা মাত্র বলিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রীমচ্ছঙ্কর-দেশিকেন্দ্র-রচিত প্রবন্ধাবলীর কোন্ কোন্‌টী ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের স্বরচিত প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণযোগ্য, এবং কোন্ কোন্‌টী নয়, তাহার বিচার ভার আমাদিগকে পাঠকের উপরেই রাখিতে হইতেছে।

উপদেশ-সহস্রীকে নিক্তি করিয়া বিচার করিতে গেলে আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই,—"বিবেকচূড়ামণি" যাহা তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেরই অতি আদরের ধন, সেই বিবেকচূড়ামণিকেই ভাষ্যকারের স্বরচিত বলিয়া স্বীকার করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। উপদেশ-সহস্রীর এবং বিবেকচূড়ামণির ভাষার মধ্যে পার্থক্য এই যে, উপদেশ-সহস্রীর ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার ন্যায় প্রাঞ্জল, এবং আড়ম্বরশূন্য। বিবেকচূড়ামণির ভাষা 'সীতার বনবাসের' ভাষার ন্যায় মার্জ্জিত, শ্রুতিপ্রিয়, এবং সমাস-পারিপাট্যে পূর্ণ। আবার চিন্তা সম্বন্ধেও দেখা যায়, বিবেকচূড়ামণি ভাব এবং কবিত্বপ্রধান, এবং উপদেশ-সহস্রী নরুণ-কাটার ন্যায় সূক্ষ্ম বিচার-প্রধান। যদি 'সীতার বনবাস'কে কেহ বঙ্কিমের রচনা মনে না করে, যদি Paradise Lostকে কেহ বেকনের রচনা মনে না করে, তবে বিবেকচূড়ামণিকেও কেহ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া মনে করিতে পারে না।

এইরূপে সূক্ষ্মভাবে ভাষা এবং ভাব বা চিন্তাদৃষ্টে ভাষ্য এবং উপদেশ-সহস্রীকে নিক্তি করিয়া বিচার করিলে, পাঠক দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, পূর্ব্বোক্ত "শ্রীমচ্ছঙ্কর-দেশিকেন্দ্র-রচিত প্রবন্ধাবলীর" অনেক প্রবন্ধই ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের স্বরচিত বলিয়া গৃহীত হইবার অযোগ্য। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে অথবা উপদেশ-সহস্রীতে মুমুক্ষু তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জন্য দেবদেবীপূজার বিপক্ষে ভিন্ন সপক্ষে কোন কথাই বলেন নাই। দেবদেবী সম্বন্ধে শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেনঃ—"তথাহি শ্রুতির নাত্মবিদাং দেবভোগ্যতাং দর্শয়তি। স চাস্মিন্নপিলোকে ইষ্টাদিভিঃ কর্ম্মভিঃ প্রীণয়ন

পশুবদ্দেবানামুপকরোতি। অমুষ্মিন্নপি লোকে তদুপজীবী তদাদিষ্টং ফলমুপভুঞ্জানঃ পশুবদেব দেবানামুপকরোতি।" ৩-১-৭। অনাত্মবিৎ দেবগণের উপভোগ্য। ইহলোকে যেমন পরলোকেও তেমন তাহারা পশুর ন্যায় দেবগণের উপকার করিয়া তাহাদের প্রসাদলব্ধ ফল উপভোগ করে। শঙ্করের উপাস্য "নিত্যনিরতিশয়জ্ঞানশক্ত্যুপাধিযুক্ত আত্মা অন্তর্যামী ঈশ্বর"—(অন্তর্য্যামিবিদ্যা-ভাষ্য), অথবা "জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা যস্মাদন্যন্নবিদ্যতে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্যস্তস্মৈজ্ঞানাত্মনে নমঃ॥"—উপদেশসহস্রী, সম্যঙ্‌মতি-৮৮॥ শঙ্করের মতে তাঁহারই অন্বেষণ এবং বিজিজ্ঞাসনের ফল মুক্তাত্মাদিগের অনিমাদ্যাত্মক ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি—"তদন্বেষণবিজিজ্ঞাসনপূর্ব্বকং স্থিতরেষাং অনিমাদ্যৈশ্বর্য্যং" (সূত্রভাষ্য ৪-৪-১৭)। তিনি উদ্দাম কল্পনার খেলার ঘোর বিরোধী—"কল্পিতানাং অবস্তুত্বাৎ" (২-২-১২)। বৈশেষিকদিগের নিরবয়ব অণু-আত্মা-মনের সংযোগ-কল্পনার দোষ প্রদর্শন করিতে গিয়া, প্রকৃত দার্শনিকের ন্যায় তিনি বলিতেছেন—"অবিদ্যমানার্থকল্পনায়াং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। কল্পনায়াশ্চ স্বায়ত্তত্বাৎ প্রভূতত্বসম্ভবাচ্চ। তস্মাৎ যস্মৈ যস্মৈ যদ্যং রোচতে তত্তৎ সিধ্যেৎ (২-২-১৭)। কে বিশ্বাস করিতে পারে যে তিনিই আবার সগুণোপাসনার শোচনীয় পরিণাম-স্বরূপ—"হনুমৎ মূর্ত্তি", "একদন্ত-গজেশ্বর-গণেশ-মূর্ত্তি" "ময়ূরাধিরূঢ় গুহস্কন্দের মূর্ত্তি" কল্পনা করিয়া, তাহার স্তব করিবেন, এবং তিনি প্রার্থনা করিবেন—"পুরতো মম ভাতু হনুমতো মূর্ত্তিঃ"—(হনুমৎ-পঞ্চরত্ন-৪), অথবা ধ্যান করিবেন—"সুনাসাপুটং সুন্দরভ্রূললাটং" (শ্রীবিষ্ণু-ভুজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্রম্—৫), অথবা ধ্যান করিবেন—"নবনীতাহারং", "স্নানব্যাকুলযোষিৎবস্ত্রমুপাদায় কালিন্দীগতকালীয়শিরসি সুনৃত্যন্তং" (গোবিন্দাষ্টক—৯), অথবা কে বিশ্বাস করিবে, তিনি "তুচ্ছা লোকসংগ্রহেচ্ছার" বশবর্ত্তী হইয়া গাছ-মাছের স্তব করিয়া অজ্ঞলোকদিগকে ভুলাইবেন, নর্ম্মদাকে বলিবেন—"নমামি দেবী নর্ম্মদে" (নর্ম্মদাষ্টক), যমুনাকে বলিবেন—"ধুনোতু নো মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা (যমুনাষ্টক), অথবা গঙ্গাকে বলিবেন—"পায়ান্নো গাঙ্গমম্ভঃ (গঙ্গাষ্টক), অথবা যিনি "ভাস্করাভিনবগুপ্তপুরোগান্নীলকণ্ঠগুরুমণ্ডনমুখ্যান্। পণ্ডিতান্যথ বিজিত্য জগত্যাং খ্যাপয়াদ্বৈতমতে পরতত্ত্বং" (শ-দি ৬-৫০) ইত্যাদি বাক্যে মহাদেবদ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া শাক্তগুরু বিখ্যাত অভিনবগুপ্তকে, এবং শৈবগুরু বিখ্যাত নীলকণ্ঠকে বিচারে জয় করিয়াছিলেন, যিনি রামেশ্বরের সুরাপায়ী শাক্তদিগকে ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, যিনি সূত্রভাষ্যে শৈবপাশুপতাদি মাহেশ্বর মত সকল খণ্ডন করিয়াছিলেন, কে বিশ্বাস

করিবে যে, তিনিই আবার "শিবের পাদাদিকেশান্ত" এবং "কেশাদিপাদান্ত" স্তব রচনা করিবেন, অথবা তান্ত্রিক চক্র প্রবর্ত্তনে সাতিশয় আসক্ত হইয়াঃ—"শৈবানামপি শাক্তানাং চক্রানাং চ পরস্পরং অবিনাভাবসম্বন্ধের" উপদেশ করিবেন। অথবা যিনি সূত্রভাষ্যে অথবা উপদেশসহস্রীতে"প্রাণায়াম"অথবা "ষট্‌চক্র ভেদের" কোন উল্লেখ করেন নাই, এবং অপরোক্ষানুভূতি প্রবন্ধে যিনি আত্ম-বিজ্ঞান লাভার্থ "ত্রিপঞ্চ" বা পঞ্চদশ অঙ্গযুক্ত নিদিধ্যাসনেরই নিত্য অভ্যাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং "অজ্ঞানাং ঘ্রাণপীড়নং" বলিয়া বাহ্য প্রাণায়ামের নিন্দা করিয়াছেন, কে বিশ্বাস করিবে যে তিনিই আবার যোগ-তারাবলী রচনা করিয়া "সরেচপূরৈরনিলস্য কুম্ভৈঃ—উন্নিদ্রিতায়াং উরগাঙ্গনায়াং" "অনাহতাখ্যো অন্তঃ প্রবর্ত্ততে সদা নিনাদঃ"—বাহ্য বায়ুর রেচক-পূরক-কুম্ভক সাধনাদ্বারা কুণ্ডলিনী জাগরণ, এবং অনাহত ধ্বনি শ্রবণদ্বারা ষটচক্রভেদ রূপ হঠ-যোগ অভ্যাসেরও ব্যবস্থা করিবেন। অথবা কে বিশ্বাস করিবে যে, তিনিই আবার "ললীতাত্রিশতী ভাষ্যে" এবং "কল্যাণবৃষ্টি স্তবে" বৈদিক বলিয়া সুরাপায়ী তান্ত্রিকদিগের অবৈদিক হুঙ্কার মন্ত্রের মহিমা ঘোষণা করিবেন—"হুঙ্কারমেব তব নাম গৃণন্তি বেদাঃ।"

"উপদেশ-সহস্রীতে যিনি ব্রহ্মসাধনার প্রধান অঙ্গরূপে চিত্তশুদ্ধির উপদেশ করিতেছেনঃ—"চিত্তে হ্যাদর্শবৎ যস্মাৎ শুদ্ধে বিদ্যা প্রকাশতে। যমৈর্নিত্যৈশ্চ নিয়মৈ স্তপোভিস্তস্য শোধনং॥" (সম্যঙ্‌মতি—২২), যিনি যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিরুদ্ধে বলিতেছেনঃ—"দেহযোগঃ ক্রিয়াহেতু স্তস্মাৎ বিদ্বান্ ক্রিয়াস্ত্যজেৎ,"—"সসাধনংকর্ম্ম পরিত্যক্তব্যং", "যজ্ঞোপবীতাদীনাং পরমার্থদর্শননিষ্ঠেন ত্যাগঃ কর্ত্তব্যঃ"(শিষ্যানুশাসন—৪৪), যিনি সূত্রভাষ্যে ও একমাত্র শমদমাদিসাধনসম্পৎকেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ভিত্তি,এবং পরমপুরুষার্থলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—কে বিশ্বাস করিবে যে সেই ভাষ্যকার আবার দেবী চতুষষ্ঠ্যুপচার-পূজা স্তোত্র রচনা করিয়া—"মণিময়-মণ্ডল-মধ্যে" "মণিময়-মন্দিরে", "হেমপীঠে নিধায়" দেবীকে "হেমপাত্র-নিহিত অর্ঘ্য" এবং "কনকস্য সম্পুটে মধুপর্ক" প্রদান করিবেন, অথবা "তুরঙ্গশতসমেত বায়ুবেগ তুরঙ্গ",অথবা চতুরঙ্গ সৈন্য অর্পণ করিবেন, এবং সেই দেবীর নিকটে কাতর প্রার্থনা করিবেন—"সৌবর্ণ-পাত্রনিহিতং খদিরেন সার্দ্ধং তাম্বুল মম্ব বদনাম্বুরুহে গৃহাণ,"—অথবা আজন্ম সন্ন্যাসী হইয়া দেবীর নিকটে এরূপ প্রার্থনা করিবেন, যাহার অনুবাদ করিতেও লজ্জায় লেখনি বিরত হয়ঃ—"ইয়মতিরুচিরা নটী নটন্তী তবহৃদয়ে মুদমাতনোতু মাতঃ", অথবা

"অনুপমিত-সুবেষা বারযোষা নটন্ত্যো পরভৃতকলকণ্ঠ্যো দেবি দৈন্যং ধুনোতু" অথবা "ক্ষণ মথ জগদম্ব মঞ্চকেস্মিন্নতিরহসি মুদা শিবেন সার্দ্ধং সুখশয়নং কুরু তত্র মাং স্মরন্তী"। রাজ-বিভবশালী আধুনিক শৃঙ্গেরি মঠের অধ্যক্ষদিগের পক্ষে শোভা পাইলেও অকিঞ্চন বালসন্ন্যাসী ভাষ্যকারের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই শোভা পায় না। আবার "চচাল বালা.স্তনভিন্নবল্কলা" "কামস্ত—সোপানমিব" "বলিত্রয়ং চারু বভার বালা"—ইত্যাদি দুর্গার বর্ণনা সাংসারিক কবি কালীদাসের পক্ষেই গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। শঙ্করের মত উর্দ্ধারেতা যতিও যে তাহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল, "কাদম্বরীপানমদালসাঙ্গীং, বামস্তনালিঙ্গিতরত্নবীনাং, মাতঙ্গকন্যাং মনসা-স্মরামি" (ত্রিপুর-সুন্দরী-স্তোত্র), "কোকাকারকুচদ্বয়োপরিলসৎপ্রালম্বহারাঙ্কিতে" (মীনাক্ষি-স্তোত্রং) "গোপীনারীবদনকমলাস্বাদমধুপ", "রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখঃ" (জগন্নাথা-ষ্টক), "সর্ব্বমঙ্গলাকুচাগ্রশায়িনে মোহিতর্ষিকামিনীসমূহ তে নমঃ শিবায়" (শিব-পঞ্চাক্ষর-নক্ষত্রমালা স্তোত্র), "কুচোপমিতশৈলয়া মদারুণকপোলয়া", "গৃহীতমধুপাত্রিকাং মদবিঘূর্ণনেত্রাঞ্চলাং", "ঘনস্তনভরোন্নতাং" (ত্রিপুর-সুন্দর্য্যষ্টক)—এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? কে বিশ্বাস করিবে:—

"নরং বর্ষীয়াংসং নয়নবিরসং নর্ম্মসু জড়ং
তবাপাঙ্গালোকে পতিত মনুধাবন্তি শতশঃ
গলদ্বেনীবন্ধাঃ কুচকলসবিস্রস্তসিচয়া
হঠাৎ ত্রুট্যৎকাঞ্চ্যো বিগলিতদুকুলা যুবতয়ঃ॥
সৌন্দর্য্য-লহরী-১০

—নিতান্ত রুচিবিকারগ্রস্ত ভিন্ন কে বিশ্বাস করিবে যে, দেবীপূজার এরূপ পাশব ফলের কল্পনাও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের চিত্তপটে স্থান পাইয়াছিল? আবার কবি যতই কেন প্রতিভাশালী না হউন, সংসারানভিজ্ঞ বাল সন্ন্যাসীর পক্ষে "ভার্য্যা রূপবিহীনা মনসঃ ক্ষোভায় জায়তে—পুংসাং। অত্যন্তং রূপাঢ্যা সা পরপুরুষৈ র্বশীক্রিয়তে॥ যঃ কশ্চিৎ পরপুরুষো .মিত্রং ভৃত্যোঽথবা ভিক্ষুঃ। পশ্যতি হি সাভিলাষং বিলক্ষণোদাররূপবতীং। যং কং চিৎ পুরুষবরং স্বভর্ত্তু রতিসুন্দরং দৃষ্ট্বা। মৃগয়তি কিং ন মৃগাক্ষী মনসেব পরস্ত্রিয়ং পুরুষঃ। এবং সুরূপনার্য্যা ভর্ত্তা কোপাৎ প্রতিক্ষণং ক্ষীণঃ। নোলভতে'সুখলেশং বলিমিব বলিভু গ্রহধেকঃ"॥ (প্রবোধসুধাকর—বিষয়নিন্দা, ৩০-৩৩)—এরূপ রচনা অসম্ভব। Lord Chesterfieldএর মত সংসারকর্দ্দমে কলুষিত চিত্তের পক্ষেই এরূপ কল্পনা শোভা পায়।

শঙ্করের "উপদেশ-সহস্রী" পাঠে আমরা জানিতেছি যে, আত্মার উপাসনাই তাঁহার সাধনা। তিনি কদাপি অনাত্মার উপাসক ("worshipper of the non-ego") নহেন। "ঈশ্বরশ্চেদ নাত্মাস্যান্নাসবাস্মীতি ধারয়েৎ। আত্মাচেদী-শ্বরো স্মীতি বিদ্যা সা হ্যনিবর্ত্তিকা॥" ঈশ্বর যদি অনাত্মা (non-ego) হয় (অর্থাৎ উপাসকের আত্মা হইতে অন্য হয়) তবে (উপাসকের পক্ষে) ঈশ্বর "অস্মি" এই ধারণার বিষয় হইতে পারে না। ঈশ্বর (উপাসকের) আত্মা (ego) হইলে, (উপাসকের) "অস্মি" এই ধারণার নাম বিদ্যা। তাহা অন্য জ্ঞানের (অর্থাৎ উপাসক হইতে উপাস্য অন্য এই জ্ঞানের) বা অনাত্মার উপাসনার নিবর্ত্তক। ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য পাঠে আমরা অবগত হইতেছি—"জীবেশ্বরের উপকার্য্যোপকারক ভাব" এবং "ঈশিতৃ-ঈশিতব্য ভাব" স্বীকার করিলেও শঙ্কর জীবেশ্বরের স্বামি-ভৃত্যসম্বন্ধের পরিবর্ত্তে—"অংশইব" বা অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আংশাংশী সম্বন্ধের পক্ষপাতী (২-৩-৪৩)। কে বিশ্বাস করিবে, সেই ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যই আবার রোগ, দারিদ্র্য, পুত্রমিত্রাদির রোদন, এমন কি, রৌরব নরক-যন্ত্রণার ভয়ে অধীর হইয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় শিবের দ্বারে প্রার্থনা করিবেন—"দরিদ্রোঽস্ম্যভদ্রোঽস্মি ভগ্নোঽস্মি, দূয়ে, বিষন্নোঽস্মি, সন্নোঽস্মি। ভবান্ প্রাণিনামন্তরাত্মাসি শম্ভো মমাধিং ন বেৎসি, প্রভো রক্ষ মাং ত্বং॥ যদা দুর্নিবারব্যথোঽহং শয়ানো, লুঠন্নিঃশসন্নিঃস্তা ব্যক্তবাণীঃ। যদাপুত্রমিত্রাদয়ো মৎসকাশে রুদন্ত্যস্য হা কীদৃশীয়ং দশেতি॥ যদা রৌরবাদি স্মরন্নেব ভীত্যা ব্রজাম্যত্র মোহং মহাদেব ঘোরং॥ কথং নাম মাভূন্মৃতৌ ভীতিরেষা নমস্তেঽগতীনাং গতে নীলকণ্ঠ॥ (শিবভুজঙ্গ, ১৬—২৯)। ইহা নিশ্চিত প্রতীয়মান হয় যে, এই স্তোত্রের রচয়িতার অম্লশূল অথবা হাফানির মত কোন রোগ ছিল, এবং তাঁহার পুত্রমিত্রাদিও অনেক ছিল। তিনি কি করিয়া ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য হইবেন? অথবা এরূপ অনুতাপের দাহ এবং চরিত্রবলভিক্ষাও কি কেহ সন্ন্যাসী শঙ্করের পক্ষে সম্ভব মনে করিতে পারে?—"সদা মোহাটব্যাং চরতি যুবতীনাং কুচগিরৌ, নটত্যাশাশাখাস্বটতি ঝটিতি স্বৈরমভিতঃ। কপালিন্ ভিক্ষো মে হৃদয় কপিমত্যন্ত চপলং দৃঢ়ং ভক্ত্যা বদ্ধা শিব ভবদধীনং কুরু বিভো॥ (শিবানন্দ-লহরী—২০)॥ অথবা ভাষ্যকার শঙ্কর যৌবনকালে, অন্ততঃ বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন,—একথা যে স্বীকার করে, (এবং সকলে এক বক্যেই একথা স্বীকার করে), সে কি কখনও বিশ্বাস করিতে পারে যে,

বার্দ্ধক্যে পীড়িত হইয়া ভাষ্যকার শঙ্করই এইরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন :— "জরেয়ং পিশাচীব হা জীবতো মে, বসামত্তি রক্তং চ মাংসং বলং চ। অহো দেব সীদামি দীনানুকম্পিন্, কিমদ্যাপি হন্ত ত্বয়োদাসিতব্যং। (শ্রীবিষ্ণু-ভুজঙ্গ-প্রযাত-স্তোত্রম্—১১)॥ প্রামাণ্য কোন গ্রন্থে দেখা যায় না, অথবা মাধবাচার্য্য, রামানুজ প্রভৃতি কেহ বলেন না' যে শঙ্কর কখনো তাঁহার শুদ্ধা-দ্বৈত মত এবং সর্ব্বাত্মসাধন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অথচ শঙ্করেরই উপদেশ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে ভাবাদ্বৈতং সদাকুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ। অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু না দ্বৈতং গুরুণা সহ॥" তত্ত্বোপদেশ—৮৭॥ ক্রিয়াই ভাবের সত্যতার প্রকৃত পরীক্ষাভূমি। ক্রিয়ার পরীক্ষায় যে ভাব সত্য সত্যই উত্তীর্ণ হইতে অক্ষম, সেই ভাব কল্পিতমাত্র, অতএব শঙ্করের পক্ষে এরূপ ভাবাদ্বৈত উপদেশের অযোগ্য—"কল্পিতস্যা বস্তুত্বাৎ" (২—২—১২)। মনে হয় যেন শঙ্করের বহুপরবর্ত্তী তথাকথিত কোন শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সময়ের অদ্বৈতি-সম্প্রদায়ের নৈতিক দুর্গতিকে লক্ষ্য করিয়া, ভীত হইয়া, তাহার প্রতিকার-স্বরূপ স্বীয় শিষ্যদিগকে এই উপদেশদ্বারা সতর্ক করিতেছেন। অনেকে মনে করেন যে, মূর্খ লোকের হাতে পড়িয়া অদ্বৈতবাদই শাক্তদিগের মধ্যে বীরাচার, কুলাচার, এবং বামাচারাদি, এবং বৈষ্ণবদিগের মধ্যে গুরু-প্রসাদী-করণ, এবং কিশোরী ভজনাদি কুপ্রথার সৃষ্টি করিয়াছে।" "পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ" —"লোষ্ট্রের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর—অতএব পরদ্রব্য হরণ করিলে কি দোষ!—" অথবা "বন্ধু, তুমি আমি এক, তোমারটী আমার—আমারটী আমার" এ সকলও অজীর্ণ অদ্বৈতবাদেরই বিদ্রূপ। আবার দেখা যায়, অনেক প্রবন্ধের শেষে শঙ্করের রচনা বলিয়াই উক্ত হইতেছে :—"শঙ্করেণ রচিতং স্তবোত্তমং যঃ পঠেজ্জগতি ভক্তিমান্নরঃ। তস্য সিদ্ধির তুলা ভবেৎ ধ্রুবা সুন্দরী চ সততং প্রসীদতি॥" (ত্রিপুরসুন্দরী বেদ-পাদ স্তোত্রম্—১০৯)। শঙ্করের বিনয়ের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শঙ্করের মত অনভিমানী—যিনি বলিতেছেন—

"জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিষু স্ফুটতরা যা সম্বিদুজ্জৃম্ভতে
যা ব্রহ্মাদিপিপীলিকান্ততনুষু প্রোতা জগৎ-সাক্ষিনী।
সৈবাহং ন চ দৃশ্যবস্থিতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপি যস্যাস্তি চেৎ
চাণ্ডালোঽস্তু সতু দ্বিজোঽস্তু গুরু রিত্যেষা মনীষা মম॥

(মনীষা-পঞ্চক)

শঙ্করের মত বিনয়ী মহা পুরুষও যে আবার অভিমানে স্ফীত হইয়া আধুনিক পণ্ডিতদিগের মত আত্মপ্রশংসায় (Self-advertisement) প্রবৃত্ত হইবেন,— এ কথা কাহারও বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। অতএব যে সকল প্রবন্ধের শেষে এরূপ ভণিতা রহিয়াছে, সে সকলকে কেহ ভাষ্যকারের রচিত বলিয়া গ্রহণ করিবে না। পরিশেষে "প্রপঞ্চসার" নামক "শ্রীমচ্ছঙ্কর-দেশিকেন্দ্র-রচিত সর্ব্বপ্রবন্ধাবলীর ১৯ এবং ২০ খণ্ডের অনেক প্রবন্ধের বিষয় দৃষ্টে—যথা 'গর্ভবৃদ্ধি', 'সন্তানসিদ্ধি', 'অপুত্রতাকরণ', 'পঞ্চগব্য-প্রাশন' ইত্যাদি-দৃষ্টেই আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, যদিও শঙ্কর নিজে'প্রপঞ্চসার নামক' একটী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি অধুনা প্রকাশিত এই প্রপঞ্চসারের অনেক অংশ প্রক্ষেপ হওয়াই সম্ভব, এবং এজন্যই বোধ হয় মাধবাচার্য্য ও শঙ্করের স্বরচিত গ্রন্থের মধ্যে "প্রপঞ্চসারের"ও নাম করেন নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের বিস্তারিত সমালোচনা করা এস্থলে অসম্ভব। সাধারণ ভাবে আমাদের পক্ষে এই মাত্র বলাই যথেষ্ট যে সূত্রভাষ্য, এবং উপনিষদ্ ভাষ্য, এবং উপদেশ-সহস্রীর চিন্তা এবং ভাষাকে নিক্তি করিয়া বিচার করিলে পাঠক নিজেই দেখিতে পাইবেন যে, সেই সকল প্রবন্ধের মধ্যে অনেকগুলিই ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের স্বরচিত বলিয়া গৃহীত হইবার অযোগ্য।

সপ্তম অধ্যায়।

শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্ম-সাধনা, এবং সাধনফল—মুক্তি।

ছান্দোগ্যাদিভাষ্য এবং সূত্রভাষ্য দৃষ্টে।

১২৪। অধিকারী বিচার।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সূত্রভাষ্যের আরম্ভে ব্রহ্ম-সাধনার অধিকারী-বিচার করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তাঁহার মতে যে কোন গঠিত-চরিত্র বৈরাগ্যবান্ বিচার-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রহ্মসাধনার অধিকারী। বিবেক বা আত্মানাত্ম-বিচার-শক্তি, বৈরাগ্য, শমাদিসম্পৎ, এবং মুমুক্ষুত্ব. শঙ্করের মতে এই সাধন-চতুষ্টয় যাহার লাভ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী (পৃঃ ১০৭ দ্রষ্টব্য)। আবার "শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ" (৩—৪—২৭) ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে "তস্মাদেবংবিৎ শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" (বৃং—৪—৪—২৩)—এই শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেনঃ—"শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যার সাধনরূপে শমাদির বিধান করাতে, এবং শ্রুতিবিহিত বিধি অবশ্য অনুষ্ঠেয় হওয়াতে, ব্রহ্মবিদ্যার্থী শমদমাদিযুক্ত—অর্থাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, এবং সমাধান বা চিত্তৈকাগ্র্যসম্পন্ন হইবে। ইহারই নাম "শমাদি-ষট্‌কসম্পত্তি।" এই ত গেল অধিকারী-বিচার।

১২৫। ব্রহ্মসাধনার উদ্দেশ্য।

ব্রহ্ম-সাধনা কি, এবং সেই সাধনার উদ্দেশ্যইবা কি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে শঙ্করের মত যে আত্ম-বিষয়ক শ্রবণ. মনন, এবং নিদিধ্যাসনের অভ্যাসই ব্রহ্মসাধনা। সেই সাধনার উদ্দেশ্য আত্মার দর্শন বা সাক্ষাৎকার লাভ। শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য" ইত্যাদি বিধিচ্ছায়া-স্বরূপ শ্রুতিবচন সকলের উদ্দেশ্য কি? স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিষয় সকল হইতে জীবকে বিমুখীকরণই এ সকল শ্রুতিবচনের উদ্দেশ্য। 'আমার ইষ্ট লাভ হউক, অনিষ্ট না

হউক'—এই চিন্তা করিয়া যে পুরুষ বহির্মুখীন ভাবে প্রবৃত্ত হয়, অথচ তদ্দ্বারা সে আত্যন্তিক পুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না, সেই অত্যন্ত পুরুষার্থ-লাভার্থী পুরুষকে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি (দেহাদি) কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিষয় হইতে বিমুখ করিয়া, স্রোতের ন্যায় তাহার চিত্তবৃত্তির প্রবাহকে অন্তর্মুখীন করিয়া. সেই পুরুষকে প্রত্যগাত্মা বা তাহার অন্তরস্থ আত্মার দিকে আকর্ষণ করে।" ১—১—৪ ॥ এই সাধনাদ্বারা জীবের আত্মদর্শন লাভ হইলে, সেই সঙ্গেই পরমাত্মার সহিত তাহার একত্ব জ্ঞানও লাভ হয়। এই ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারেরই নাম জীবন্মুক্তি। "অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গং" (৩—২—২৬) এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন ঃ—"যেহেতু (জীব-ব্রহ্মের) অভেদ স্বাভাবিক, এবং ভেদ অবিদ্যাকৃত, * অতএব বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা ধৌত হইলে, জীব অনন্ত প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রমাণ "ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি।"

১২৬। অধ্যারোপ এবং অপবাদ।

এক কথায় ব্যক্ত করিতে গেলে, বলিতে হয় যে উপাসনা বা উপাস্তিই শঙ্করের ব্রহ্মসাধনা—"আত্মেত্যেবোপাসীত। ‡ কিন্তু শঙ্করের উপাসনা বা উপাস্তি,আর মহর্ষির প্রবর্ত্তিত "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ"—অর্থে

* অবিদ্যাকল্পিতেন চ নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মকেন তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়েন ব্রহ্ম পরিণামাদিসর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে। পারমার্থিকেন চ রূপেণ সর্ব্বব্যবহারাতীতমপরিনীতমবতিষ্ঠতে॥ ব্র—সূ—২—১—২৭॥ যোগ-বাশিষ্টই বোধ হয় "তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং অনির্ব্বাচনীয়" এই বৌদ্ধ ছাঁচে ঢালাই করা অবিদ্যা-মতের আদি উৎস।

‡ বৃহদারণ্যকের "আত্মেত্যেবোপাসীত হেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি" ইত্যাদি বাক্যের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"আত্মেত্যেবোপাসীত ইত্যাত্মা ক্রিয়ৈব বিধীয়তে জ্ঞানাত্মিকা। তথা বোচাম বেদোপাসন-শব্দয়োরেকার্থত্বং। ভাবনাংশত্রয়োপাপত্তেশ্চ। তথা হি যজেত ইত্যস্যাং ভাবনায়াং কিং কেন কথমিতি ভাব্যাদ্যাকাঙ্ক্ষাপনয়কারণমংশত্রয়মবগম্যতে। তথোপাসীতেত্যস্যামপি ভাবনায়াম্ বিধীয়মানায়াং কিমুপাসীত কেনোপাসীত কথমুপাসীতেত্যস্যামাকাঙ্ক্ষায়ামাত্মানমুপাসীত মনসা ত্যাগব্রহ্মচর্য্য-শমদমোপরম-তিতিক্ষাদীতিকর্ত্তব্যতাসংযুক্ত ইত্যাদি শাস্ত্রেণৈব সমর্থ্যতেঽংশত্রয়ং॥ ফলঞ্চ মোক্ষোঽবিদ্যানিবৃত্তির্ব্বা (পৃঃ—১৭৪ জীবানন্দ)। "আত্মা এই জানিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে"—ইহাতে জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার বিধান। আমরা বলিয়াছি—'বেদ' বা জ্ঞান, এবং 'উপাসনা' শব্দের

উপাসনা, সম্পূর্ণ এক নয়। শঙ্করের উপাসনা অধ্যারোপ এবং অপবাদাত্মক। শঙ্করের 'উপাসনা' বা 'উপাস্তির' প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বেদান্ত দর্শনের প্রচলিত "অধ্যারোপ" বা "অধ্যাস", এবং তাহার বিপরীত "অপবাদ" —এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থবোধ হওয়া আবশ্যক,—কারণ বেদান্তমতে 'অধ্যাসে'ই সংসার, এবং 'অপবাদে'ই মোক্ষ। যে বস্তু যাহা নয়, সেই বস্তুতে তাহার যে আরোপ—"অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ"—তাহারই নাম 'অধ্যাস'— যেমন রজ্জুতে সর্প-বুদ্ধি। বৈদান্তিক 'অধ্যাস' প্রধানতঃ দুই প্রকারঃ— (১) উৎকৃষ্টে নিকৃষ্টের 'অধ্যাস', যথা, আত্মাতে দেহাদি অনাত্মার অধ্যাস। এরূপ অধ্যাসই জীবের সংসারের এবং অধোগতির কারণ; (২) নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টের অধ্যাস, যথা—আদিত্যে অথবা অন্নেতে ব্রহ্মের অধ্যাস, ইত্যাদি। বুদ্ধিপূর্ব্বক নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টের অধ্যাসই শঙ্করের মতে উপাসনা, এবং তাহাই জীবের ঊর্দ্ধগতি এবং মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সূত্রভাষ্যের মুখবন্ধের আরম্ভেই অধ্যাসের আলোচনা করিতেছেনঃ— "যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয় (non-ego), এবং অস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়ী (ego),—এই উভয় তমঃপ্রকাশবৎ স্বরূপতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ। তাহাদের ইতরেতরভাব—অর্থাৎ বিষয়ীর (ego) পক্ষে বিষয় (non-ego), এবং বিষয়ের (non-ego) পক্ষে বিষয়ী (ego) হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম সকলেরও ইতরেতরভাব অসম্ভব,—অর্থাৎ বিষয়ীর (ego) ধর্ম্ম—স্বপ্রকাশচৈতন্যাদি—বিষয়ের (non-ego) ধর্ম্ম হওয়া, অথবা বিষয়ের ধর্ম্ম—জড়ত্ব বা স্বাতিরিক্তগ্রাহ্যত্বাদি—বিষয়ীর ধর্ম্ম হওয়া অসম্ভব। অতএব অস্মৎ-প্রত্যয়গোচর চিদাত্মক বিষয়ীতে যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়, এবং তদ্ধর্ম্মের অধ্যাস, এবং তাহার বিপরীত যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গ্রাহ্য বিষয়েতে বিষয়ী এবং তদ্ধর্ম্মের অধ্যাস মিথ্যা হওয়াই সঙ্গত। এইরূপে বিষয়ী এবং বিষয়ের

একই অর্থ। ভাবনার অংশত্রয়ত্ব ও উভয়ত্র সম্ভব। "যজেত" 'যজ্ঞ করিবে' এই ভাবনা সম্বন্ধে যেমন ভাব্যাদিবিষয়ক আকাঙ্ক্ষার অপনয়নার্থ "কিং, কেন, কথং", এই অংশত্রয় জানা যায়, সেইরূপ "উপাসীত" এই ভাবনা যখন বিধিরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন "কাহাকে উপাসনা করিবে, কি দিয়া করিবে, এবং কি প্রণালীতে করিবে" এই আকাঙ্ক্ষার স্থান থাকাতে, 'আত্মার উপাসনা করিবে, মন দিয়া করিবে,—ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, উপরম, তিতিক্ষা ইত্যাদি ইতি-কর্ত্তব্যতা-সংযুক্ত হইয়া করিবে। শাস্ত্র এইরূপে অংশত্রয় নির্দ্দেশ করিতেছে। তাহার ফল মোক্ষ বা অবিদ্যার নিবৃত্তি।

মধ্যে একটির অন্যটিতে, এবং একের ধর্ম্ম অন্যেতে অধ্যাস বশতঃ এই বিষয়-বিষয়ীর একটী হইতে অন্যটীকে পৃথক্ না করাতে, এই অত্যন্ত-বিবিক্ত বা পৃথক্‌ভূত ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মীদ্বয়ের সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞানহেতু সত্য এবং মিথ্যা যেন দম্পতিযুগলের ন্যায় এক হইয়া 'এইটি আমি,' 'এইটী আমার' এইরূপ লৌকিক ব্যবহার নিসর্গতঃ সিদ্ধ হইয়াছে। 'অধ্যাস' কি? বলা যাইতেছে। "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"—অধ্যাস স্মৃতিস্বরূপ ‡ পরদৃষ্টবস্তুতে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর প্রকাশ। কেহ "বলেন অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ" অন্য বস্তুর ধর্ম্ম অন্য বস্তুতে আরোপ"। কেহ বলেন "যত্র যদধ্যাসস্তদ্বিবেকা-গ্রহনিবন্ধনো ভ্রমঃ" "যাহাতে যাহার আধ্যাস, পৃথক্‌ভাবে তাহা হইতে তাহার অগ্রহণ-জনিত ভ্রম।" আবার কাহারো কাহারো মতে 'যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীত-ধর্ম্মত্বকল্পনামাচক্ষতে"—যাহাতে অন্য বস্তুর অধ্যাস তাহার বিপরীতধর্ম্মত্ব কল্পনার নাম অধ্যাস। "সর্ব্বথাপি ত্বন্যস্যান্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি।" সর্ব্বথা "অন্য বস্তুতে অন্য বস্তুধর্ম্মের প্রকাশের" ব্যভিচার নাই। লোকের অনুভবও এইরূপই,—যথা শুক্তিকা রজতের ন্যায় প্রকাশ পায়, অথবা একই চন্দ্র সদ্বিতীয়ের ন্যায় দেখায়। তবে বিষয়ত্বরহিত প্রত্যাগাত্মাতে বিষয় এবং বিষয়ধর্ম্মের অধ্যাস কিরূপ? লোকসকল সম্মুখস্থিত বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস করিয়া থাকে, কিন্তু তুমি বলিতেছ যে যুষ্মৎপ্রত্যয় (বা বিষয়ত্ব)-রহিত প্রত্যগাত্মা (বিষয়ী বিষয় হইতে ভিন্ন— 'যুষ্মৎ-প্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনো-হবিষয়ত্বং ব্রবীষি"। (অর্থাৎ বিষয়েতেই বিষয়-ধর্ম্মের অধ্যাস, কিন্তু প্রত্যা-গাত্মা বিষয় নয়, তাহাতে অধ্যাস হইবে কিরূপে?)। বলা যাইতেছে:— প্রত্যাগাত্মা একান্ত অবিষয় নয়, কারণ তাহা অস্মৎপ্রত্যয়ের বিষয়। আর প্রত্যগাত্মার প্রকাশ অপরোক্ষসিদ্ধ। এমন কোনও নিয়ম নাই যে সম্মুখস্থিত কোন বাহ্য বিষয়েই কোন বাহ্য বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইবে। মূর্খেরা অপ্রত্যক্ষ আকাশেতেও তলমলিনতাদির অধ্যাস করিয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায়, প্রত্যগাত্মাতে অনাত্মার অধ্যাস বিরোধদোষদ্বারা বাধিত হয় না। "অবি-রুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ।" পণ্ডিতদিগের মতে উক্ত প্রকার লক্ষণ-যুক্ত অধ্যাসই 'অবিদ্যা'। আত্মানাত্মবিচারদ্বারা বস্তুস্বরূপের অবধারণের

‡ শঙ্করাচার্য্যের এই অধ্যাসের সহিত মিলের (J. S. Mill) "Association of ideas" তুলনা কর।

নামই 'বিদ্যা'। আত্মানাত্মবিচারদ্বারা এই অধ্যাসের নিরাসপূর্ব্বক যে বস্তুস্বরূপের অবধারণ, তাহারই নাম 'অপবাদ।"

বুদ্ধিপূর্ব্বক অধ্যাসের নামই সাধনা বা উপাসনা। সূত্রভাষ্যে "ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসং" (৩-৩-৯) এই সূত্রে "ওঁমিত্যেদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" এই শ্রুতি বাক্যের ব্যাখ্যা উপলক্ষে শঙ্কর বলিতেছেন :—"দুইটি বস্তুর মধ্যে একটির বুদ্ধির অনিবৃত্তি সত্ত্বেও যে তাহাতে অন্যটির বুদ্ধির নিক্ষেপ, তাহারই নাম (বুদ্ধিপূর্ব্বক) "অধ্যাস" বা সাধনা। * ইতর-বুদ্ধি যাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতে সেই নিক্ষিপ্ত ইতর-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তদ্‌বুদ্ধিরও অনুবৃত্তি থাকে। যেমন নামেতে যখন ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যস্ত হয়, তখন নামবুদ্ধিও অনুবর্ত্তমান থাকে, ব্রহ্মবুদ্ধিদ্বারা নামবুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না। অথবা প্রতিমাদিতে যেমন বিষ্ণু-প্রভৃতি বুদ্ধির অধ্যাস। আবার কোন এক বস্তুতে পূর্ব্বনিবিষ্ট বুদ্ধি মিথ্যা-বুদ্ধি বলিয়া নিশ্চিত হইলে, পশ্চাৎ উপজায়মান যে যথার্থ বুদ্ধি পূর্ব্ব-নিবিষ্ট মিথ্যা-বুদ্ধির নিবর্ত্তক হয়, তাহারই নাম অপবাদ ‡। যেমন দেহেন্দ্রিয় সঙ্ঘাতে আত্মবুদ্ধি পশ্চাৎভাবী আত্মাতে আত্মবুদ্ধি বা "তত্ত্বমসি" এই যথার্থ বুদ্ধিদ্বারা নিবৃত্ত হয়, অথবা যেমন দিগ্‌-ভ্রান্তি-বুদ্ধি দিগ্‌যাথাত্ম্যবুদ্ধিদ্বারা নিবৃত্ত হয়।"

'পঞ্চদশী' বুদ্ধিপূর্ব্বক অধ্যাস বা অভেদের আরোপদ্বারা ব্রহ্মসাধনার একটী অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছেন :—কোন এক যতি গার্হস্থ্য দশাতে কোন এক মহিষীর স্নেহপাশে বদ্ধ ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর যখন সেই যতি শ্রবণমননাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন সেই মহিষী-স্নেহজনিত প্রতিবন্ধহেতু, গুরূপদেশ লাভ সত্ত্বেও তিনি জ্ঞান লাভে সমর্থ হইতেছিলেন না। তাহা দেখিয়া তাহার গুরু তাহার মহিষীস্নেহ স্মরণ করিয়া, সেই 'মহিষীই ব্রহ্ম' বলিয়া সেই মহিষীতে ব্রহ্মের অধ্যাস উপদেশ করিতে লাগিলেন। "মহিষীই ব্রহ্ম" সাধনা করিতে করিতে সেই যতির মহিষীস্নেহরূপ প্রতি-বন্ধক দূর হইল, এবং তিনি গুরূপদিষ্ট তত্ত্ব যথাবৎ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। আধুনিকদিগের মধ্যে স্বর্গীয় পরমহংসদেবের "টাকা মাটি, মাটি টাকা" রূপ অধ্যাস সাধনা, এবং তাহার আশ্চর্য্য ফলের কথা হয়ত অনেকে অবগত

* "বুদ্ধিপূর্ব্বকোঽভেদারোপোধ্যাসঃ"—রত্নপ্রভা
"গৌণীবুদ্ধিরধ্যাসঃ"—ভামতী।

‡ "বাধোঽপবাদঃ"—রত্নপ্রভা।

আছেন। পরমহংস দেবের হাতে কেহ কোন টাকাকড়ি দিলে, তাঁহার হাত এমনভাবে কুঞ্চিত হইয়া যাইত যে তিনি কখনও টাকাকড়ি ধরিতে পারিতেন না। শোনা যায় পরমহংস দেব কখন কখন আপনার পৃষ্ঠান্তে লাঙ্গুল সংযোগ করিয়া আপনার মধ্যে ভক্তাবতার হনুমানেরও অধ্যাস সাধনা করিতেন।

১২৭। উপাসন বা উপাস্তি।

শঙ্করের উপাসন বা উপাস্তি বিষয়ক মত ছান্দোগ্যভাষ্যের মুখবন্ধে আমরা দেখিতে পাই। "অভ্যুদয়-সাধনানি উপাসনানি"। কোন কোন উপাসনা-বিশেষ অভ্যুদয়-ফলক, অর্থাৎ তাহা ইহলোকে অথবা পরলোকে সম্পদ লাভের উপায়। শঙ্করের মতে উপাসন বা উপাস্তি নানা প্রকার। কোন কোন উপাসনা বা 'উপাস্তি' অদ্বৈতব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলেও, অদ্বৈতব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভের সহায়। উপাসনার নিম্নতম স্তর প্রতীক বা বাহ্য কোন অবলম্বন যোগে উপাসনা। মধ্যম স্তর সগুণব্রহ্মোপাসনা, যাহাকে পাতঞ্জল 'প্রনিধান' শব্দে, এবং বেদান্তসূত্র 'সংরাধন' শব্দে অভিহিত করে। উপাসনের উচ্চতম স্তর অদ্বৈতব্রাহ্মাত্মসাক্ষাৎকার। এই স্তরকে কখনো কখনো উপাসন শব্দে অভিহিত করা হয়, কখনো বা উপাসনেরও উপরে স্থান দেওয়া হয়।

১২৮। প্রতীকোপাসনা।

প্রতীকোপাসনা দুইপ্রকারঃ—যজ্ঞাঙ্গসম্বন্ধী—যেমন ওঁকারে উদ্গীথের অধ্যাস,এবং যজ্ঞাঙ্গসম্বন্ধরহিত—যেমন আদিত্যে অথবা অন্নেতে ব্রহ্মের অধ্যাস। যজ্ঞাদি কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধী প্রতীকোপাসনার ফল কর্ম্মসমৃদ্ধি এবং অভ্যুদয়, "ওঁমিত্যে· তদক্ষর যেমন মুদ্গীথ মুপাসীত," "ওঁ এই অক্ষরই উদ্গীথ* জানিয়া তাহার উপাসনা করিবে।" ইহার উপরে শঙ্কর ভাষ্য করিতেছেনঃ—'ওঁ' এই অক্ষর পরমাত্মার অতি নিকটতম অথবা প্রিয়তম অভিধায়ক। ইহার ব্যবহারে তিনি

* সামগানের কাহারো কাহারো মতে পঞ্চ, কাহারো কাহারো মতে সপ্ত অবয়ব। তাহারই মধ্যে দ্বিতীয় অবয়বের নাম উদ্গীথ। বর্ষাকালে এই উদ্গীথ গান করিতে হয়। সামগানের অবয়ব সপ্তক, যথা,—(১) প্রস্তাব প্রস্তোতাদ্বারা গেয়, (২) উদ্গীথ উদ্গাতাদ্বারা গেয়, (৩) প্রতিহার প্রতিহর্ত্তাদ্বারা গেয়, (৪) আবার উদ্গাতাদ্বারা গেয়, (৫) নিধন—পাঁচজনে মিলিতস্বরে গেয়, (৬) হিঙ্কার গানারম্ভকালে সকল ঋত্বিক্ মিলিয়া হুঙ্কার করণ, এবং (৭) প্রণব বা ওঁকার—প্রণব বা ওঁকার দ্বারা সকল বেদের আরম্ভ, এ জন্য প্রণবকে কখনো কখনো প্রথম অবয়ব বলা যায়।

প্রসন্ন হয়েন, লোকে যেমন তাহাদের প্রিয়নাম গ্রহণে প্রসন্ন হয়। কিন্তু এস্থলে "ওঁমের" পর "ইতি" থাকাতে 'ওঁমে'র অভিধায়কত্ব ব্যাবর্ত্তিত হইতেছে। অতএব এস্থলে 'ওঁ' শব্দস্বরূপ মাত্র। তাহাতে ইহা প্রতিমাদির ন্যায় পরমাত্মার প্রতীকস্বরূপ (Symbol) হইতেছে। নামত্ব এবং প্রতীকত্ব উভয় কারণেই ওঁকার পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ উপাসনাসাধন হইতেছে। সকল বেদান্ত হইতেই তাহা জানা যায়। জপকর্ম্মে এবং স্বাধ্যায়াদির শেষে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দৃষ্টেও ইহার শ্রেষ্ঠতা জানা যায়। অতএব এই অক্ষররূপ বা বর্ণাত্মক উদ্গীথকে উদ্গীথভক্তির অবয়বত্বহেতু উদ্গীথশব্দবাচ্য জানিয়া তাহার উপাসনা করিবে। কর্ম্মাঙ্গের অবয়বভূত পরমাত্মার প্রতীকস্বরূপ এই ওঁকারে দৃঢ় একাগ্রতলক্ষণ মতি (বা উপাসনা) অভ্যাস করিবে।

যজ্ঞাঙ্গসম্বন্ধ-রহিত প্রতীকোপাসনার সম্বন্ধে শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (৪—১—৩, ৪, ৫, ৬, ৭) বলিতেছেন :—'আত্মাই ঈশ্বর জানিয়া ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিবে'—"আত্মন্যেবেশ্বরে মনো দধীত।" 'আত্মা' বা 'অহং' যখন ব্রহ্ম হইল, এবং "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" ইত্যাদি প্রতীকোপাসনাবাক্যে মন এবং আদিত্য যখন ব্রহ্ম হইল, তখন প্রশ্ন হইতেছে (আত্মা বা অহং = ব্রহ্ম = মন বা আদিত্য ∴ মন বা আদিত্য = আত্মা বা অহং) মন-আদিত্যাদি প্রতীকেতেও কি অহং বা আত্মদর্শন করিতে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন,—প্রতীকোপাসক প্রতীকেতে আত্মভাব যোগ করিবে না। "ব্রহ্ম আত্মারূপে প্রসিদ্ধ হইলেও, এবং প্রতীক সকলও ব্রহ্মবিকার হইলেও, ব্যস্ত প্রতীকসকলকে আত্মা বা অহংরূপে গ্রহণ করিবে না। আর ব্রহ্মবিকারত্বহেতু নামাদি প্রতীকে ব্রহ্মত্ব প্রত্যয় হইলে, প্রতীকাদির অভাব প্রসঙ্গ, কারণ বিকার স্বরূপের উপমর্দ্দ দ্বারাই নামাদি প্রতীকসকলের ব্রহ্মত্ব গ্রহণ করিতে হয়। নামাদির স্বরূপ-উপমর্দ্দ হইলে, কোথায় থাকে তাহাদের প্রতীকত্ব, এবং কোথায় থাকে তাহাদের আত্মা বা অহংরূপে গ্রহণ? আর প্রতীকোপাসনাতে উপাসকের কর্ত্তৃত্বাদি অনিরাকৃত থাকে। কিন্তু কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্বসংসারধর্ম্মের নিরাকরণান্তেই ব্রহ্মের আত্মা বা অহংরূপে গ্রহণের উপদেশ—"কর্ত্তৃত্বাদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মনিরাকরণে হি ব্রহ্মণঃ আত্মত্বোপদেশঃ।" বিপরীতদিকে কর্ত্তৃত্বাদির অনিরাকরণেই উপাসনারও বিধান। এইরূপে অর্থাৎ ব্যষ্টিরূপে প্রতীকের সহিত উপাসকের সমত্বহেতু, 'আমি' রূপে প্রতীকের গ্রহণ সঙ্গত নয়। যেমন রুচক (হার) এবং স্বস্তিক (ত্রিকোণ

পদক) এই স্বর্ণভূষণদ্বয়ের ইতরেতরাত্মত্ব বা একত্ব হইতে পারে না, তবে সুবর্ণাত্মকত্বহেতু তাহাদের একত্ব। ব্রহ্মাত্মত্বহেতু ('আমি'র সহিত প্রতীকের) একত্ব বলিলে প্রতীকের অভাবপ্রসঙ্গ। *

"ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" (৪ —১—৫) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর যজ্ঞাঙ্গসম্বন্ধরহিত প্রতীকোপাসনাসম্বন্ধে বিচার করিতেছেনঃ—"কি ব্রহ্মেতে আদিত্যাদি দৃষ্টির অধ্যাস করিতে হইবে, অথবা আদিত্যাদিতে ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যাস করিতে হইবে? সংশয় কেন? ব্রহ্ম এবং আদিত্যাদি ভিন্নার্থবোধক, অতএব সামানাধিকরণ্যের (অর্থাৎ যেই ব্রহ্ম সেই আদিত্য, যেই আদিত্য সেই ব্রহ্ম) স্থান নাই। "ন হি ভবতি গৌরশ্ব ইতি সামানাধিকরণ্যং।" প্রকৃতি-বিকৃতি বা উপাদান-উপাদেয়-সম্বন্ধহেতু মৃত্তিকা এবং ঘটশরাবাদির ন্যায় ব্রহ্ম এবং আদিত্যাদির মধ্যে সামানাধিকরণ্য হইতে পারে। আমরা বলিতেছি তাহাও নয়, কারণ তাহা হইলে প্রকৃতি বা উপাদানের সহিত সামানাধিকরণ্যদ্বারা বিকার বা উপাদেয়ের প্রবিলয় বুঝায়। তাহা হইলে আদিত্যাদি প্রতীকের অভাব প্রসঙ্গ। "আদিত্যো ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্য পরমাত্মবোধক হইলে উপাসনাধিকারও বাধিত হইবে। "পরমাত্মবাক্যং চেদং তদানীং স্যাৎ,ততশ্চপোসনাধিকারো বাধ্যেত।" "ব্রাহ্মণোঽগ্নি বৈশ্বানরঃ" ইত্যাদিবৎ একের মধ্যে অন্য দৃষ্টির অধ্যাসমাত্র করিতে হইবে। কোন্ বস্তুতে কোন্ দৃষ্টির অধ্যাস করিতে হইবে? আমরা বলিতেছি আদিত্যাদিতে ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যাস করিতে হইবে। কেন? উৎকর্ষ হেতু। "উৎকৃষ্টদৃষ্টির্হি নিকৃষ্টেঽধ্যসিতব্যা। যথা রাজদৃষ্টিঃ ক্ষত্তরি"—"সারথিতে রাজদৃষ্টির ন্যায় নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট দৃষ্টির অধ্যাস করাই সঙ্গত" এই লৌকিক ন্যায়ের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তদ্বিপর্য্যয়ে প্রত্যবায়ের আশঙ্কা। "শুক্তিকাতে রজতপ্রত্যয়" ইত্যাদি স্থলে 'শুক্তিকা' শব্দ শুক্তিকা বস্তুকেই লক্ষ্য করে, কিন্তু "রজত" শব্দ "রজত প্রতীতি"কে মাত্র বুঝায়। "ন তত্র রজতমস্তি"। আদিত্যাদিতে ব্রহ্মপ্রত্যয়ও সেইরূপ প্রত্যয়মাত্র। "আদিত্যং ব্রহ্ম" এই দ্বিতীয়ানির্দ্দেশদ্বারাও আদিত্যাদিরই উপাস্যত্ব জানা

* "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" "আকাশো ব্রহ্ম" "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে' ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু", "বিকার স্বরূপোপমর্দ্দেন হি নামাদিজাতস্য ব্রহ্মত্বং।' 'নহি রুচক-স্বস্তিকয়ো রিতরেতরাত্মত্ব মস্তি, সুবর্ণাত্মনৈব তু।' পাঠক ইহা দ্বারাই বিচার করিবেন, শঙ্করের কর্ত্তৃত্বাভিমান-রহিত ব্রহ্মাত্মত্ব যীশুর আত্মবলিদানের আদর্শেরই ভারতীয় সংস্করণ কি না।

যায়। তবে অতিথিপ্রভৃতি উপাসনার ফলের ন্যায়, আদিত্যাদি-উপাসনার ফলও ব্রহ্মই দিবেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ। ইহাতে ব্রহ্মের উপাস্যত্ব এই মাত্র যে প্রতিমাদিতে বিষ্ণ্বাদির ন্যায়,—আদিত্যাদি-প্রতীকেতে ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যারোপ করিতে হয়। "ঈদৃশং চাত্র ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং যৎ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যধ্যারোপণং।"

যজ্ঞাঙ্গসম্বদ্ধ প্রতীকোপাসনার (যথা, উদ্গীথাদি যজ্ঞাঙ্গে আদিত্যাদির অধ্যাস ইত্যাকার উপাসনার) ফল যজ্ঞাদি কর্ম্মসমৃদ্ধি। "আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ"—(৪—১—৬) এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন ঃ—"য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীত"—(ছা—১—৩—১) ইত্যাদি যজ্ঞাঙ্গাবদ্ধ উপাসনাতে * দেখা যায় বিকারত্ববিষয়ে আদিত্য এবং উদ্গীথ এই উভয়ের মধ্যে কোন ইতরবিশেষ নাই। অতএব এইরূপ স্থলে নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট-দৃষ্টির স্থান নাই। যজ্ঞাঙ্গাবদ্ধ উপাসনাতে উদ্গীথাদি যজ্ঞাঙ্গে আদিত্যাদিমতির অধ্যাস করিবে—"আদিত্যাদিমতয় এবাঙ্গেষু উদ্গীথাদিষু ক্ষিপ্যেরন্।" কেন? তাহাই সম্ভব।" "অপূর্ব্বের" (বা কর্ম্মফলবীজের) বা অতিশয়ের সন্নিকর্ষহেতু আদিত্যাদিমতির নিক্ষেপদ্বারা উদ্গীথাদি সংস্ক্রিয়মান হইলে কর্ম্মের সমৃদ্ধি সম্ভব। "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" (ছা—১—১—১০)। কর্ম্মে যাহাদিগের অধিকার, এই কর্ম্মাঙ্গাবদ্ধ প্রতীকোপাসন তাহাদেরই জন্য। ইহার উদ্দেশ্য ও অভ্যুদয় বা ইহামুত্র সম্পদলাভ। চিত্তশুদ্ধি অথবা চিত্তের একাগ্রতাসাধন এই যজ্ঞাঙ্গাবদ্ধ প্রতীকোপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এজন্য সাধারণের পক্ষে এই শ্রেণীর প্রতীকোপাসনার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কর্ম্মাঙ্গানাশ্রিত প্রতীকোপাসনাই চিত্তশুদ্ধি এবং একাগ্রতাসাধনের প্রধান সহায়, এজন্য তাহারই আলোচনা সকলের পক্ষে প্রয়োজন।

২২৯। কর্ম্মাঙ্গানাশ্রিত প্রতীকোপাসনা।

যজ্ঞাদির সহিত সম্বন্ধরহিত বা কর্ম্মাঙ্গানাশ্রিত প্রতীকোপাসনার উৎকৃষ্ট

* পৃথিবী-অগ্নি-অন্তরীক্ষ-আদিত্য-দ্যুসংজ্ঞেষু লোকেষু হিঙ্কার-প্রস্তাব-উদ্গীথ-প্রতিহার-নিধনৈরংশৈঃ পঞ্চাংশঃ সাম তৈরেব আদিরিতি উপদ্রব-ইতিচ ভক্তিদ্বয়াধিকৈঃ সপ্তাংশং সাম।" "অনঙ্গেষ্বেব অঙ্গদৃষ্টিঃ।" "অঙ্গানাং এব উপাস্যত্বং।" উদ্গীথাদাবাদিত্যদৃষ্টির্গৌণী—"অগ্নিরধীতেহনুবাকং ইত্যত্রাগ্নিশব্দঃ মানবকং লক্ষয়তি।" "কর্ম্মাধিকৃতস্যৈব অঙ্গাশ্রিতোপাসনেষু অধিকারাৎ"

নিদর্শন আমরা তৈত্তিরীয়োপনিষদের বারুণী বিদ্যাতে দেখিতে পাই। ভৃগু তাঁহার পিতা বরুণের নিকটে ব্রহ্মোপদেশ প্রার্থনা করিলে পর, বরুণ অধ্যাস এবং অপবাদাত্মক প্রতীকোপাসনার উপদেশ করেন। "অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচ মিত্যাদি—" ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন ঃ—"অন্ন বা শরীর, তদভ্যন্তর প্রাণ বা আত্মা, এবং উপলব্ধির যন্ত্রস্বরূপ চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন, এবং বাক্, এসকল ব্রহ্মোপলব্ধিরই দ্বার বলিয়া উপদেশ করিলেন। এই উপদেশ পাইয়া ভৃগু ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়স্বরূপ তপস্যা অবলম্বন করিলেন।" তপস্যা কি? শঙ্কর বলিতেছেন। "তপো বাহ্যান্তঃকরণ-সমাধানং তদ্দ্বারকত্বাৎ ব্রহ্মপ্রতিপত্তেঃ" 'তপস্যা বলিতে বাহ্য এবং অন্তরঙ্গ ইন্দ্রিয়সকলের সমাহিত অবস্থালাভের চেষ্টা বুঝায়, কারণ তাহাই ব্রহ্মলাভের দ্বার।" "অতঃপর ভৃগু জানিলেন যে 'অন্ন ব্রহ্ম' 'অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"। "অন্ন ব্রহ্ম কেন? কারণ অন্ন হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন, অন্নদ্বারাই জীবিত, এবং মরণান্তে অন্নেতেই প্রবেশ করিয়া ভূতসকল অদৃশ্য হয়। অতএবই "অন্নের ব্রহ্মত্ব।" কিন্তু আবার ভৃগুর মনে সংশয় হইল। সংশয়ের কারণ কি? যেহেতু তিনি অন্নের উৎপত্তি দর্শন করিলেন।" ভৃগু প্রথমে অন্নেতে ব্রহ্মের 'অধ্যাস' করিয়া অতৃপ্ত হইয়া, পরে তাহার 'অপবাদ'পূর্ব্বক ব্রহ্মোপ-দেশের জন্য আবার পিতা বরুণের নিকটে গিয়া ব্রহ্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। পিতা আবার উপদেশ করিলেন, "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব"। এই প্রণালীতে "অন্নং ব্রহ্ম" হইতে ক্রমে "প্রাণো ব্রহ্ম" "মনো ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম" সাধনের পর 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ—" নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ। জিজ্ঞাসার নিবৃত্তিপর্য্যন্ত পিতা তাহাকে তপস্যারই সাধন করিতে বলিলেন।" ৪—১॥ "এইরূপে তপস্যাদ্বারা শুদ্ধাত্মা হইয়া প্রাণাদি সকলের মধ্যে ব্রহ্মলক্ষণ না দেখিয়া, (ভৃগু) ক্রমে ক্রমে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, অন্তরতম আনন্দস্বরূপকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলেন। ইহারই নাম ভার্গবী-বারুণী বিদ্যা।" ৩—৬—৬॥

বেদান্তের এই অধ্যাসাপবাদাত্মক যজ্ঞাদিসম্বন্ধরহিত প্রতীকোপাসনার আর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ছান্দোগ্যে নারদের প্রতি সনৎকুমারের উপদেশ। "নামোপাস্ব," "বাচমুপাস্ব," "ধ্যান * মুপাস্ব," "বিজ্ঞানমুপাস্ব"—ইত্যাদিক্রমে

---

* ধ্যানং নাম শাস্ত্রোক্তদেবতাদ্যবলম্বনেষ্বচলো ভিন্নজাতীয়ৈ রনন্তরিতঃ প্রত্যয়সন্তানঃ" একাগ্রতেতি যমাহুঃ॥" শাঙ্কর ভাষ্য॥ এস্থলে একটি

"প্রাণ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া তদ্দ্বারা "শাখাচন্দ্রদর্শনবৎ অর্থাৎ বৃক্ষশাখার সাহায্যে ক্ষুদ্র দ্বিতীয়ার চন্দ্র প্রদর্শনের ন্যায়. ক্রমে ভূমাখ্য নিরতিশয় তত্ত্বের নির্দ্দেশ, অথবা "সোপানারোহণবৎ স্থূলাৎ আরভ্য সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরঞ্চ বুদ্ধিবিষয়ং তদতিরিক্তে স্বারাজ্যে" অভিষেক। প্রথমে নামাদি প্রতীকেতে ব্রহ্মের 'অধ্যাস', পরে তাহাতে তৃপ্তিলাভ না করিয়া সেই অধ্যাসের 'অপবাদ' -এইরূপ অধ্যাসের পর অপবাদ, অপবাদের পর অধ্যাস করিতে করিতে নারদের চিত্ত প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মে স্থির হইলে পর—"যথা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতং"—ইত্যাদি বলিয়া সনৎকুমার, সত্য, জ্ঞান, এবং আত্মানন্দস্বরূপ দ্বৈতাতীত ভূমা ব্রহ্মের উপদেশদ্বারা উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—'স বা এষ এবং পশ্যন্ এবং বিজানন্ আত্মরতি রাত্মানন্দঃ, স স্বরাড্ ভবতি। অথ যে হন্যথাতো বিদু রন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি॥' "এই দ্বৈতাতীত ভূমাকে যে দর্শন করে, এবং জানে, আত্মাতেই তাঁহার রতি হয়, আত্মাতেই তাঁহার আনন্দ হয়, সে স্বরাট্। (Compare Christ's "I and my Father are one")। আর যাহারা ইহা হইতে অন্যরূপ জানে, তাহাদের প্রভু তাহাদিগ হইতে অন্য, তাহাদের লোকসকল ক্ষয়শীল।

২৩০। সগুণ ব্রহ্মোপাসনা।

'ব্রহ্মোপাসনা' শব্দ সাধারণতঃ সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকেই লক্ষ্য করে। ছান্দোগ্য ভাষ্যের মুখবন্ধে শঙ্কর সগুণ ব্রহ্মোপাসনার এইরূপ উল্লেখ করিতেছেন ঃ—"কৈবল্যসন্নিকৃষ্টফলানি চাদ্বৈতাদীষদ্বিকৃতব্রহ্মবিষয়াণি মনোময়-প্রাণশরীর-ইত্যাদীনি।" কৈবল্যের সন্নিকৃষ্ট ফলদায়ক, অদ্বৈত ব্রহ্মের তুলনায় ঈষৎ বিকৃত ব্রহ্মবিষয়ক (উপাসনা সকল),—যথা, মনোময় প্রাণশরীর ইত্যাদি।" শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে (২ ১—১১) বলিতেছেন ঃ—

—"ব্রহ্মকে দ্বিরূপযুক্ত জানা যায় ঃ—নাম-রূপাত্মক বিকারভেদদ্বারা উপাধি-

কথা উল্লেখ করিতে হয়। অধ্যাসের দৃষ্টান্তরূপে শঙ্কর পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন ঃ—"যথা বা প্রতিমাদিষু বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধ্যধ্যাসঃ" "শালগ্রাম ইব বিষ্ণোঃ"(১—২—১৪) "অধ্যারোপণং প্রতিমাদাধিব বিষ্ণ্বাদীনাং" (৪—১—৫) "প্রতীকদর্শন মিদং বিষ্ণুপ্রতিমান্যায়েন ভাবয়াতি" (৪—১ -৩), কিন্তু প্রতিমাদিতে বিষ্ণ্বাদি-বুদ্ধিকে শঙ্কর উপাসনা মধ্যে গণ্য করিতেছেন না।

বিশিষ্ট, এবং তদ্বিপরীত সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত। বিদ্যা এবং অবিদ্যার বিষয়ভেদ অনুসারে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা।* অবিদ্যাবস্থাতে ব্রহ্মের মধ্যেই উপাস্য-উপাসকাদি-লক্ষণ সর্ব্বপ্রকার ভেদের ব্যবহার। এই সকল উপাসনার মধ্যে কোন কোন ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশ্য অভ্যুদয় বা ইহামুত্র সম্পদলাভ। কোন কোন ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশ্য ক্রমমুক্তি। কোন কোন ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশ্য কর্ম্ম-সমৃদ্ধি। ব্রহ্মোপাসনার সম্পর্কেই এই তিনটী শ্রেণী বা স্তরবিভাগ দৃষ্ট হয়,—নিম্নতম স্তর অভ্যুদয়-সাধক, মধ্যম স্তর কর্ম্ম-সমৃদ্ধিকারক, এবং উচ্চতম স্তর ক্রম-মুক্তিসাধক। অধুনা উপাসনা শব্দ ক্রমমুক্তিসাধক সগুণ ব্রহ্মোপাসনাতেই নিবদ্ধ। পৌরাণিক মহাপ্রলয়কল্পনাদ্বারা বাধ্য হইয়াই, শঙ্কর ব্রহ্মের বিকারবর্ত্তি বা সগুণ (Immanent) স্বরূপ, এবং বিকারাবর্ত্তি বা নির্গুণ (Transcendent) স্বরূপের মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটাইয়া ব্রহ্ম-সাধনার মধ্যেও তদনুরূপ বিচ্ছেদ কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন ঃ—(১) সগুণব্রহ্মসাধনা বা সগুণবিদ্যা অথবা অবিদ্যাবীজযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা, যাহার ফল অনেকটা কর্ম্মফলেরই অনুরূপ উৎকর্ষ-নিকর্ষযুক্ত। "সগুণাসু তু বিদ্যাসু "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইত্যাদ্যাসু গুণাবাপোদ্‌বাপবশাৎ ভেদোপপত্তৌ সত্যাং উপপদ্যতে যথাস্বং ফলভেদনিয়মঃ কর্ম্মফলবৎ"—"যথা—যথোপাসতে তদেব ভবতি।" সগুণবিদ্যার ফল পৌরাণিক সারূপ্য-সামীপ্য-সালোক্য—সাযুজ্যাত্মক † চতুর্বিধ ক্রমমুক্তি। কিন্তু কৈবল্য একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যালভ্য।

সগুণোপাসনারই সর্ব্বোন্নত স্তরের নাম 'সংরাধন'। এই সংরাধন সম্বন্ধে "অপিচ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং" (ব্রহ্মসূত্র—৩—২—২৪) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন ঃ "প্রপঞ্চজাত হইতে অন্য "সত্যস্য সত্যরূপ" ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় না কেন? কারণ তিনি অব্যক্ত বা কারণরূপী, এবং সকল দৃশ্যপদার্থের সাক্ষিত্বহেতু অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভূতি না হয় যে এমনও নয়, কারণ সংরাধনকালে যোগীগণ সেই প্রপঞ্চাতীত "অনিন্দ্রিয়-

* ব্রহ্মের দ্বিরূপতা সম্বন্ধে রামানুজ বলিতেছেন ঃ—' নির্গুণবাক্যানাং সগুণবাক্যানাঞ্চ বিষয় মপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসো ঽপিপাস ইত্যন্তেন হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণান্ বিদধতীয়ং শ্রুতিরেব বিবিনক্তি ইতি সগুণনির্গুণবাক্যয়োঃ বিরোধাভাবাৎ অন্যতরস্য মিথ্যা-বিষয়তা-শ্রয়ণীয়মপি নাশঙ্কনীয়ং।" শ্রীভাষ্য—৩৫০ ॥

† শিবানন্দলহরী—২৮।

গ্রাহ্য' ('সর্ব্বসাক্ষিত্বাৎ') অব্যক্ত আত্মাকে দর্শন করেন। সংরাধন * বলিতে ভক্তি, ধ্যান, এবং প্রণিধান বা স্তুতিনমস্কারাদি বুঝায়। যোগীগণ যে সংরাধনকালে দর্শন করেন, তাহা কিরূপে জানা যায়? প্রত্যক্ষ † এবং অনুমান দ্বারা, -অর্থাৎ শ্রুতি এবং স্মৃতিপ্রমাণদ্বারা তাহা জানা যায়, শ্রুতি, যথা, "কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুর মৃতত্বমিচ্ছন্'' (কঠ-৪-১) ইত্যাদি, স্মৃতি যথা "যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ। জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানঃ তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ'' ইত্যাদি। কিন্তু সংরাধ্য-সংরাধক সম্বন্ধ স্বীকার করাতে পর আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে যে পরেতর আত্মা বা জীবাত্মার পৃথকৃত্ব স্বীকার করা হয়, এরূপ নয়। কেন নয়? তাহা বলা যাইতেছে।" "প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিত্যাদি" (৩—২—২৫) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর তাহাই বলিতেছেন:—"আলোক যেমন অঙ্গুলিপ্রভৃতির ক্রিয়ারূপ উপাধিযোগে, অথবা সূর্য্য যেমন জলাধারাদির ক্রিয়ারূপ উপাধিযোগে ভিন্নের ন্যায় দেখায়, কিন্তু তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক অবিশেষ ভাব ত্যাগ করে না, স্বপ্রকাশ

---

* রামানুজাচার্য্যের নিম্নলিখিত সগুণব্রহ্মোপাসনার বর্ণনা এই সঙ্গে বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য! "জ্ঞানং কিং রূপং? বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রং? উত তন্মূলং উপাসনাত্মকং জ্ঞানং? বাক্যার্থজ্ঞানাদন্যদেব ধ্যানোপাসনাদিশব্দবাচ্যং জ্ঞানং বেদান্তবাক্যৈর্বিধিৎসিতং। অপবর্গোপায়তয়া বিধিৎসিতং বেদনং উপাসনং। বিদ্যুপাস্ত্যোরব্যতিরেকেণোপক্রমোপসংহারদর্শনাৎ। তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। ধ্রুবায়াঃ স্মৃতের পবর্গোপায়ত্বশ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনাকারা। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ"—প্রিয়তম এবহি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। অতঃ এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে। উপাসনপর্য্যায়ত্বাৎ ভক্তিশব্দস্য। ব্রহ্মবিষয়বেদন মেবাপবর্গায় সর্ব্বাঃ শ্রুতয়োঃ বিদধতি, জ্ঞানং চোপাসনাত্মকং। উপাস্যং চ ব্রহ্ম সগুণং।" সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মর্য্যমানা-ত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়া যস্য স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতি ইতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মা। (শ্রীভাষ্য পৃঃ—৩৫৮)।

† শ্রুতিকে 'প্রত্যক্ষের' মধ্যে গণ্য করাতে বেদসিদ্ধতত্ত্বকে আধুনিক-দিগের 'Intuition"এর স্থান দেওয়া হইতেছে "একাত্মপ্রত্যয়সারং"—

চিদাত্মার মধ্যে উপাস্য-উপাসক ভেদ ও সেইরূপ ধ্যানাদি ক্রিয়ারূপ উপাধি-জনিত, স্বরূপতঃ একাত্মতাই।" পরের "অহিকুণ্ডলবৎ" (৩—২—২৭) সূত্রের ভাষ্যেও শঙ্কর বলিতেছেন;—"অহি বা সর্পের যেমন অহিত্ব বা সর্পত্বরূপে অভেদ, কিন্তু কুণ্ডলত্ব বা বলয়াকারত্ব, আভোগত্ব বা বক্রাকারত্ব, এবং প্রাংশুত্ব বা দীর্ঘ দণ্ডাকারত্ব ইত্যাদিরূপে ভেদ বুঝায়.—ধ্যাতৃ-ধ্যাতব্য, দ্রষ্টৃ-দ্রষ্টব্য অথবা নিয়ন্তৃ-নিয়ন্তব্য ইত্যাদিরূপে জীব এবং প্রাজ্ঞের ভেদও সেইরূপ।" "প্রকাশাশ্রয়বদ্বা" (৩—২—২৮),—সূত্রের ভাষ্যেও শঙ্কর বলিতেছেন;—"সূর্য্যালোক এবং তাহার আশ্রয় যেমন ভিন্ন অথচ অভিন্ন, এস্থলেও সেইরূপ।" "পূর্ব্ববদ্বা" (৩—২—২৯) সূত্রের ভাষ্যেও শঙ্কর আপন মত এইরূপে ব্যক্ত করিতেছেন;—"বন্ধ যেরূপ অবিদ্যাকৃত, মোক্ষও সেইরূপ বিদ্যাজনিত। ভেদ এবং অভেদ উভয়কে শ্রুতি তুল্যরূপে প্রদর্শন করে না, কিন্তু অভেদকেই শ্রুতি আপনার প্রতিপাদ্যরূপে প্রদর্শন করেন, অতএব অভেদই পারমার্থিক"। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ভট্টভাস্করের ভেদাভেদমতের এবং শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত মতের মধ্যে পার্থক্য কিরূপ সামান্য।

২৭১। ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার।

শঙ্করের ব্রহ্মসাধনার চরম সোপানপংক্তি ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার;—"স য হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (৩—২—২৬)। এই 'ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার' সম্বন্ধে শঙ্কর তাহার ছান্দোগ্য-ভাষ্যের মুখবন্ধে বলিতেছেন ঃ—"ন চাদ্বৈতাত্মবিজ্ঞানাদন্যত্রা ত্যন্তিকী নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিঃ।" অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞানভিন্ন আর কিছু দ্বারাই আত্যন্তিকী নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি হয় না। "অবিদ্যাদিদোষবত এব কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে। নাদ্বৈতজ্ঞানবতঃ"—অবিদ্যাদি দোষযুক্তের জন্যই কর্ম্মবিধি,—অদ্বৈত জ্ঞানবানের জন্য নয়'। শঙ্কর এস্থলে প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন—"অদ্বৈতবিদ্যা প্রকরণে (উপনিষদে) দ্বৈতভাবপ্রধান অভ্যুদয়-সাধক অথবা কর্ম্মসমৃদ্ধি-ফলক কর্ম্মাঙ্গসম্বন্ধী উপাসনাসকলের উল্লেখ থাকে কেন?" প্রশ্নের তিনি এইরূপ উত্তর দিতেছেন;—"রহস্যসামান্যাৎ মনোবৃত্তিসামান্যাচ্চ" একজাতীয় রহস্য বা গূঢ়তত্ত্ব হওয়াতে, এবং মনোবৃত্তিরূপেও উভয়ই একজাতীয় হওয়াতে। অদ্বৈত-জ্ঞান যেমন মনোবৃত্তিমাত্র, অন্য সকল উপাসনাও সেইরূপ মনোবৃত্তিমাত্র, ইহাতেই তাহাদের সমানজাতীয়তা।" পাঠক লক্ষ্য করিবেন, যদিও অদ্বৈত-

জ্ঞান বা ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারকে উপাসনারও উপরে স্থান দেওয়া হয়, তথাপি "যথাঽদ্বৈতজ্ঞানং মনোবৃত্তিমাত্রং তথান্যান্যুপাসনানি মনোবৃত্তি-রূপাণি"—"অন্যান্যুপাসনানি" বলাতেই ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারকে ও উপাসনা* মধ্যেই পরিগণিত করা হইতেছে। ইহাকে নির্গুণোপাসনা * বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত সামান্য বা সমানতা প্রদর্শন করিয়া শঙ্কর আবার "উপাসনা সকল" হইতে অদ্বৈত জ্ঞান বা ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারের 'বিশেষ" বা পার্থক্য ও প্রদর্শন করিতেছেন। "কস্তর্হ্যদ্বৈত জ্ঞানস্যোপাসনানাঞ্চ বিশেষঃ" ? বলা যাইতেছে,—অদ্বৈতাত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মাত্মত্বের সাক্ষাৎকার অক্রিয় আত্মাতে অধ্যারোপিত নৈসর্গিক কর্ত্তৃকারকক্রিয়াফলভেদ-বুদ্ধির নিবর্ত্তক, রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পাদ্যধ্যারোপলক্ষণ প্রত্যয়ের নিবর্ত্তক প্রকাশজনিত রজ্জুপ্রভৃতির স্বরূপাবধারণের ন্যায়।† আর উপাসনার লক্ষণ‡ শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে কোন আলম্বন গ্রহণ করিয়া তাহাতে সমান চিত্তবৃত্তির প্রবাহকরণ, যেন তাহা অন্যজাতীয় প্রত্যয়দ্বারা অন্তরিত না হয়। সেই সকল উপাসনা সত্ত্বশুদ্ধিকারক হওয়াতে, বস্তুতত্ত্বের প্রকাশক, অতএব অদ্বৈতজ্ঞানের উপকারক। (বাহ্য) আলম্বন-বিষয়ক হওয়াতে তাহা সহজসাধ্য"।

"স্থানাদি-ব্যপদেশশ্চ" ১—২—১৪) সূত্রের ভাষ্যেও নির্গুণোপাসনার সহিত সগুণোপাসনার যোগ শঙ্কর এইরূপে প্রদর্শন করিতেছেনঃ—"আকাশবৎ সর্ব্বগত ব্রহ্মের সম্বন্ধে অক্ষিপ্রভৃতি ক্ষুদ্র স্থান বা অধিষ্ঠানভূমির নির্দ্দেশ কিরূপে সঙ্গত হয় ? সে সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। এরূপ স্থানকল্পনা অযোগ্য হইত, যদি 'অক্ষি'প্রভৃতিই তাঁহার একমাত্র স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। পৃথিব্যাদি অন্যান্য স্থানেরও ত নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ব্রহ্মসম্বন্ধে অনুচিত —

---

* তিনি স্থানান্তরে (৩—৪—৫২) সগুণ বিদ্যা এবং নির্গুণ বিদ্যার পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছেন ; "সগুণাসু বিদ্যাসু" মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইত্যাদ্যসু গুণাবাপোদ্বাপবশাৎ ভেদোপপত্তৌ সত্যাং উপপদ্যতে যথাস্বং ফল ভেদ নিয়মঃ কর্ম্মফলবৎ। নৈবং নির্গুণায়াং বিদ্যায়াং গুণাভাবাৎ" ৩—৪—৫২।

† শঙ্করের গ্রন্থাবলীর মধ্যে "নির্গুণ মানস পূজা" দ্রষ্টব্য।

‡ উপাসনং তু যথাশাস্ত্রসমর্পিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন্ সমানচিত্ত-বৃত্তিসন্তানলক্ষণং, তদ্বিলক্ষণপ্রত্যয়ানন্তরিতং ইতি বিশেষঃ। তান্যেতান্যুপাসনানি সত্ত্বশুদ্ধিকরত্বেন বস্তুতত্ত্বাবভাসকত্বাৎ অদ্বৈতজ্ঞানোপকারকান্যালম্বন-বিষয়ত্বাৎ সুখসাধ্যানি চ"। ছান্দোগ্য ভাষ্যের মুখবন্ধ।

কেবল যে একমাত্র স্থানের নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তাহা নয়। তবে কি? নামরূপেরও নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। নামরূপরহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধে অযোগ্য নামরূপাদিজাতীয় নির্দ্দেশ ও ব্রহ্মসম্বন্ধে দৃষ্ট হয়,—নাম যথা, "তস্যোদিতি নাম," এবং রূপ, যথা, "হিরণ্যশ্মশ্রুরিত্যাদি"। * (ছা ১—৬—৭. ৬)। ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও উপাসনার্থ নামরূপগত গুণদ্বারা সগুণরূপে স্থানে স্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে। সেইরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও উপাসকের উপলব্ধির সাহায্যার্থ স্থানবিশেষের উল্লেখ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিরুদ্ধ নয়—"সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যর্থং স্থানবিশেষো ন বিরুদ্ধ্যতে, শালগ্রাম ইব বিষ্ণোঃ"। বস্তুতঃ শঙ্কর তাঁহার সগুণ-নির্গুণ ভেদের কল্পিত প্রাচীর রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

২৩২। শঙ্করের উপাসনারূপ ব্রহ্মসাধনার মুখ্য অঙ্গ আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস।

পাতঞ্জলোক্ত যোগসাধনার যেমন অষ্টাঙ্গবিভাগ, তাহাদের মধ্যে আবার বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গ বিভাগ, তন্মধ্যে বহিরঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, এবং প্রাণায়াম, এবং অন্তরঙ্গ—প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধি, শঙ্করের এই উপসনাত্মক ব্রহ্মসাধনার মধ্যে সেরূপ কোন অঙ্গবিভাগ দৃষ্ট হয় না; আমরা দেখাইয়াছি যে, শঙ্কর পাতঞ্জলের সেশ্বর-সাংখ্য মতের বিরোধী, তথাপ পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ যোগ শঙ্করের প্রতি আরোপিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্কর পাতঞ্জল-যোগের মুখ্য বহিরঙ্গ,—পূরক-কুম্ভক-রেচকাত্মক প্রাণায়ামের উল্লেখ করিতেছেন না। সূত্রভাষ্যের উপাসনাত্মক ব্রহ্মসাধনার প্রধান অঙ্গ আবৃত্তি। "আবৃত্তি রসকৃদু পদেশাৎ" সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃং ৪—৫—৬) এই 'শ্রবণাদি'র উপদেশ সম্বন্ধে সংশয় হইতেছে কি সকৃৎ বা একবারমাত্র অনুষ্ঠিত শ্রবণাদিদ্বারাই প্রত্যয় লাভ করিতে হইবে, কিম্বা শ্রবণাদির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিদ্বারা প্রত্যয় লাভ করিতে হইবে। আমরা বলিতেছি, শ্রবণাদির আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হইবে। কেন? যেহেতু দর্শনেতেই শ্রবণাদি-উপদেশসকলের পর্য্যবসান। শ্রবণাদির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা (আত্মা-) বস্তুর দর্শন বা সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অতএব

* রামানুজ ও তাঁহার শ্রীভাষ্যে ঈশ্বরের 'উরুবাহুর' উল্লেখ করিতেছেন:—
"ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুবাহুঃ।" (পৃঃ—৩৯৫)।

দর্শনেতেই শ্রবণাদির শেষ। অবঘাত বা ধান-ভানাদির যেমন তণ্ডুলাদির নিষ্পত্তিতেই শেষ, এ স্থলেও সেইরূপ। আর 'উপাসন' এবং 'নিদিধ্যাসন' শব্দদ্বয় ও আবৃত্তিগুণযুক্ত অন্তর্মুখী ক্রিয়াবিশেষকেই বুঝায়। লোকে গুরুর উপাসনা করে, রাজার উপাসনা করে। "প্রোষিতনাথা নারী পতির ধ্যান করে" * যে নারী উৎকণ্ঠার সহিত পতিকে নিরন্তর স্মরণ করে,—তাহারই প্রতি এই 'ধ্যান' শব্দ প্রযুক্ত হয়। শঙ্করের মতে বেদান্তোপদিষ্ট 'বিদ্যা' উপাস্তি' বা উপাসনারই নামান্তরমাত্র, কারণ তিনি বলিতেছেন; 'বিদ্যা' এবং 'উপাস্তি' এই শব্দদ্বয় বেদান্তে অভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়, কখনো বা 'বিদ্যা'শব্দদ্বারা আরম্ভ উপাসনা' শব্দদ্বারা শেষ, আর কখনো বা 'উপাসনা' শব্দদ্বারা আরম্ভ 'বিদ্যা' শব্দে শেষ,—অর্থাৎ রামানুজ যেমন বলিতেছেন:— "জ্ঞানং চোপাসনাত্মকং উপাস্যং চ ব্রহ্ম সগুণং"—"ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে," "উপাসনপর্য্যায়ত্বাৎ ভক্তিশব্দস্য" (শ্রীভাষ্য —পৃঃ ৩ ৮), শঙ্করেরও মতে বিদ্যা বা জ্ঞান এবং উপাসনা বা ভক্তি পরস্পর অভিন্ন। 'বিষ্ণুসহস্রনাম' ভাষ্যে শঙ্কর নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাব এইরূপে কীর্ত্তন করিতেছেন:— "শ্রদ্ধাভক্ত্যোরভাবেঽপি নাম-সঙ্কীর্ত্তনং সমস্তং দুরিতং নাশয়তি, কিমুত শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকং"। যোগবাশিষ্ঠ অনেক বিষয়ে শঙ্করের গুরুস্থানীয়। এই সঙ্গে যোগবাশিষ্ঠের "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদং॥"—যোগ করিলেই জ্ঞানভক্তিকর্ম্মের মিলনে শঙ্করের ব্রহ্মসাধনা পূর্ণাঙ্গ হয়।

১৩৩। "তত্ত্বমসি" বাক্যের আবৃত্তি।

"তত্ত্বমসি" ইত্যাদিজাতীয় বাক্যের আবৃত্তিবিষয়ে শঙ্কর এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন:—"যে সকল প্রত্যয়দ্বারা কোন সাধ্যফলের নির্দ্দেশ আছে, সে সকল প্রত্যয়ের আবৃত্তি কর্ত্তব্য হয় হউক। কিন্তু যে প্রত্যয়ের বিষয় পরব্রহ্ম, যে প্রত্যয় নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পরব্রহ্মকেই (উপাসকের) আত্মভূত বলিয়া প্রতিপাদন করে, তাহার সম্বন্ধে আবৃত্তির কি প্রয়োজন? যদি

* রামানুজ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাত্মক উপাসনার এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন:—'শ্রবণং' নাম বেদান্তবাক্যাজ্যাত্মৈক্যবিদ্যাপ্রতিপাদকানীতি তত্ত্বদর্শিনঃ আচার্য্যাৎ ন্যায়যুক্তার্থগ্রহণং। এবং আচার্য্যোপদিষ্টস্যার্থস্য স্বাত্মন্যেবমেব যুক্তমিতি হেতুতঃ প্রতিষ্ঠাপনং 'মননং'। এতদ্‌বিরোধ্যনাদিভেদবাসনানিরসনায় অস্যার্থস্য অনবরতভাবনা 'নিদিধ্যাসনং।' শ্রীভাষ্য।

বলা যায় যে কেবল একবারমাত্র শ্রবণদ্বারা ব্রহ্মাত্মত্ব-প্রতীতি লাভ হয় না, অতএব আবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা নয়, কারণ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি-দ্বারাও তাহা লাভ হয় না। 'তত্ত্বমসি'জাতীয় বাক্য, যাহার একবার-মাত্র শ্রবণদ্বারা ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতি জন্মে না,তাহা আবৃত্তি করিলে ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতি জন্মিবে, এরূপ প্রত্যাশা কেন করা যাইবে? হয়ত বলিবে, যে কেবলমাত্র বাক্য সাক্ষাৎকার-উৎপাদানে অক্ষম হইলেও যুক্তি বা বিচারের সাহায্যে বাক্যও ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিতে পারে। সেই যুক্তিবিচারও ত একবার মাত্র করিলেই স্ববিষয়ক প্রত্যয় উৎপাদন করিতে পারে। আবার যুক্তি-বিচারের সাহায্যে বাক্য হয়ত সামান্য-বিষয়ক বিজ্ঞান বা প্রত্যয় (abstract or general idea) জন্মাইতে পারে, কিন্তু বিশেষ-বিষয়ক বিজ্ঞান বা প্রত্যয় (Concrete perception) নয়। যথা, "আমার হৃদয়ে শূল"—এই বাক্য-শ্রবণে এবং গাত্রকম্পনাদি লিঙ্গ বা লক্ষণদৃষ্টে অন্য লোকে আমার শূল-সম্ভাব-বিষয়ক সামান্য বা সাধারণ জ্ঞানই মাত্র (Abstract or general idea) লাভ করিতে পারে, কিন্তু শূলী ব্যক্তির ন্যায় শূলবিষয়ক বিশেষ অনুভূতি (Perception of the concrete reality) জন্মিবে না। বিশেষানুভূতিই অবিদ্যার নিবর্ত্তক। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলেও সামান্য-বিষয়ক বিজ্ঞান হইতে বিশেষ-বিষয়ক বিজ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব। এ সকল কথার উত্তরে বলা যাইতেছে :—যে ব্যক্তি 'তত্ত্বমসি" একবারমাত্র বলিলেই ব্রহ্মাত্মত্ব অনুভব করিতে সক্ষম, তাহার পক্ষে আবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে তাহা করিতে অক্ষম, আবৃত্তি তাহার পক্ষে উপযোগী। আপত্তি করা হইয়াছে :—যদি তত্ত্বমসিবাক্য একবারমাত্র শ্রবণে স্ববিষয়ক অনুভূতি উৎপাদন করিতে অক্ষম হয়, তবে পুনরাবৃত্তিদ্বারাও সেই বাক্য তাহা করিতে সক্ষম হইবে না। সেরূপ দোষ নাই। দৃষ্টবস্তু সম্বন্ধেও এরূপ বলা অসঙ্গত, কারণ একবার শ্রবণমাত্রে যে বাক্যের পরিষ্কার অর্থপ্রত্যয় না হয়, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিদ্বারা ভ্রম দূর হইলে পর, তদ্বিষয়ক সম্যক্ অর্থপ্রতীতি জন্মিতে দেখা যায়। ব্রহ্মাত্মপ্রতীতির বিষয় নিত্যসিদ্ধ। বিদ্যাদ্বারা সেই নিত্যসিদ্ধ-স্বভাব ব্রহ্মবিষয়ক অনুভূতি লাভ হয়। "নিত্যসিদ্ধ-স্বভাবমেব বিদ্যয়াধিগম্যতে" (৫-৪-৫২)।

আর "তত্ত্বমসি" * বাক্য 'ত্বং' বা 'তুমি' পদার্থের 'তৎ'পদার্থভাব

---

* রামানুজ এইরূপে 'তত্ত্বমসি' সাধনার বিধান করিতেছেন :—

উপদেশ করে। 'তৎ' পদের লক্ষ্য এস্থলে সচ্চিৎস্বরূপ জগতের জন্মাদি-কারণ ব্রহ্ম, অজ, অজর, অমর, অস্থূল, অনণু,—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" জন্মাদিবিকার-রহিত, স্থৌল্যাদিদ্রব্যধর্ম্মরহিত, চৈতন্যস্বরূপ। ব্যাবৃত্তসংসার-ধর্ম্ম, অনুভূতিস্বরূপ, ব্রহ্মসংজ্ঞক এই 'তৎ' পদার্থ বেদান্তবিদ্দিগের নিকটে সুপরিচিত। আবার 'ত্বং' বা 'তুমি' পদার্থ ও শ্রোতা স্বয়ং বা (জীবসকলের স্বকীয় অন্তরতম) প্রত্যগাত্মা। দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অন্তরতর অন্তরতমরূপে লক্ষ্য করিলে, চৈতন্যেতেই শ্রোতার অবসান অবধারিত হয়। যাহাদের নিকটে 'তৎ' এবং 'ত্বং' এই পদদ্বয়ের অর্থ অজ্ঞান, সংশয়, এবং বিপর্য্যয় বা ভ্রমবুদ্ধিদ্বারা প্রতিবদ্ধ, তাহাদের নিকটে 'তত্ত্বমসি' বাক্য স্বীয় প্রতিপাদ্য বাক্যার্থ-বিষয়ক 'প্রমা' বা নিশ্চিত জ্ঞান উৎপাদনে সক্ষম হয় না,—কারণ প্রথমে পদের অর্থ জ্ঞান হইলে, পরে বাক্যার্থজ্ঞান জন্মে। এরূপ লোকের পক্ষেই শাস্ত্রযুক্তির আবৃত্তি বাঞ্ছনীয়, কারণ তদ্দ্বারা 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদদ্বয়ের বিশেষ বিশেষ অর্থবোধ জন্মে. প্রতিপত্তব্য 'আত্মা' পরমার্থতঃ অংশরহিত হইলেও, দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-বিষয়-বেদনাদিলক্ষণ বহু অংশমত্ত্ব তাহাতে অধ্যারোপিত। একবারের মনের ক্রিয়া বা বিচারদ্বারা সেই অংশ সকলের এক অংশে আত্মবোধ দূর হয়. অন্যবারের মনের ক্রিয়া বা বিচারদ্বারা তাহার অন্য অংশে, এই প্রকারে আত্মাবিষয়ক ক্রমবতী (বা সোপানপরম্পরার ন্যায়, প্রতিপত্তি সম্ভব হয়। তাহা আত্ম-সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বরূপমাত্র। যদি বল যে দুঃখিত্বাদি-প্রতি ত্তি সকল জীবের মধ্যেই অতি বলবতী, এজন্য দুঃখিত্বাদির অভাব-প্রতিপত্তি কেহই লাভ করে না; এরূপ বলা যায় না। দেহাদ্যভিমান যেরূপ মিথ্যা, † দুঃখিত্বাদ্যভিমান ও সেইরূপ মিথ্যা হওয়া

ব্রহ্মস্বরূপাচ্ছাদিকাঽবিদ্যামূলং অপারমার্থিকং ভেদদর্শনমেব বন্ধমূলং। বন্ধশ্চা-পারমার্থিকঃ, স চ সমূলোঽপারমার্থিকত্বাদেব জ্ঞানেনৈব নিবর্ত্ত্যতে। নিবর্ত্তকং চ জ্ঞানং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যং। তদুৎপত্তৌ কর্ম্মণোঽনুপযোগঃ। বিবিদিষায়ামেবতুপযোগঃ।" শ্রীভাষ্য।

† রামানুজ কোন অনুভূতিকেই মিথ্যা বলিতে সম্মত নহেন। পিত্ত-রোগীর (Jaundice, শঙ্খাদিতে পীতিমার দর্শন, মরীচিকার জল, অথবা দ্বিচন্দ্রদর্শনাদি কিছুকেই তিনি মিথ্যা বলিতে প্রস্তুত নহেন। দ্বিচন্দ্র-দর্শন সম্বন্ধে বলিতেছেনঃ—"দোষকৃতং তু সামগ্রীদ্বিত্বং তৎকৃতংগ্রহণদ্বিত্বং, তৎকৃতং গ্রাহ্যাকারদ্বিত্বং চেতি নিরবদ্যং। অতঃ সর্ব্বং বিজ্ঞানজাতং যথার্থ-

সম্ভব। দেহ ছিদ্যমান অথবা দহ্যমান হইলে, আমি ছিদ্যমান অথবা দহ্যমান, এই মিথ্যাভিমান প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট। দেহ হইতে আরও বাহ্যতর পুত্রমিত্রাদি সন্তপ্যমান হইলে, আমিই সন্তাপিত হইতেছি"—এইরূপ অধ্যারোপও দৃষ্ট হয়। দুঃখিত্বাদ্যভিমানও সেরূপ অধ্যারোপই হইবে। দেহাদ্যভিমানের ন্যায় দুঃখিত্বাদ্যভিমান ও চৈতন্যের বাহিরেই উপলভ্যমান, কারণ সুষুপ্ত্যাদিতে দুঃখিত্বাদ্যভিমানের অনুবৃত্তি থাকে না ("অনন্বাগতস্তেন স ভবতি"), কিন্তু সুষুপ্তিতেও চৈতন্যের অনুবৃত্তি শ্রুতি উপদেশ করিতেছে :—"যদ্বৈ তন্নপশ্যতি পশ্যন্বৈ তন্ন পশ্যতি" (বৃং ৪—৩ -২৩) ইত্যাদি। অতএব পরমার্থতঃ সর্ব্বদুঃখবিনির্মুক্ত একমাত্র চৈতন্যাত্মকই 'আমি'। এই অনুভবেরই নাম আত্মানুভব। যে ব্যক্তি আত্মাকে এইরূপ "সর্ব্বদুঃখবিনির্মুক্ত" বলিয়া অনুভব করে, তাহার আর করিবার কিছুই বাকি নাই। একবার মাত্র উপদেশে যাহার এইরূপ অনুভব উৎপন্ন না হয়, তাহারই অনুভবসিদ্ধির জন্য আবৃত্তির ব্যবস্থা। আবার আবৃত্তি সম্বন্ধে শঙ্কর বলিতেছেন :—"ন তত্ত্বমসি বাক্যার্থাৎ প্রচ্যাব্য ‡ আবৃত্তৌ প্রবর্ত্তয়েৎ, ন হি বরঘাতায় কন্যামুদ্বাহয়ন্তি"। তত্ত্বমসিবাক্যের প্রকৃত অর্থ হইতে প্রচ্যুত করিয়া কাহাকেও আবৃত্তিতে প্রযুক্ত করিবে না, যে হেতু বরের বধের জন্য কেহ কন্যার বিবাহ দেয় না—"ন হি বরঘাতায় কন্যামুদ্বাহয়ন্তি।" (কর্ত্তৃত্বাভিমানের বিনাশই 'তত্ত্বমসি' সাধনার লক্ষ্য, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে) তত্ত্বমসির আবৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি আমি আবৃত্তির অধিকারী, আমি আবৃত্তির কর্ত্তা, আবৃত্তি আমারই কর্ত্তব্য'—ইত্যাকার (অভিমান) করে, তাহা হইলে ব্রহ্মাত্মপ্রত্যয়ের বিপরীত প্রত্যয়ই উৎপন্ন হইবে। (অর্থাৎ 'ঈশ্বরই আমি', 'আমি' আর কিছুই নই, এই ভাবিয়া নিরহঙ্কার না হইয়া, 'আমিই ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' আর কিছুই নয়, এই

মিতি সিদ্ধং"। শ্রীভাষ্য পৃঃ—৫১৭ হইতে ৫১৯। তিনি স্থানান্তরে বলিতেছেন : "জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যেনৈক্যপ্রতীতেঃ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপস্যার্থাকারতা ভ্রান্তিরিতি উক্তে সতি অর্থজাতস্য কৃৎস্নস্য মিথ্যাত্বমুক্তং স্যাৎ ইতি চেৎ তদসৎ। নিরস্তাজ্ঞানাদিনিখিলদোষগন্ধস্য সমস্তকল্যাণগুণাত্মকস্য মহাবিভূতেঃ প্রতিপন্নতয়া তস্য ভ্রান্তিদর্শনাসংভবাৎ।" শ্রীভাষ্য পৃঃ—৪০১। শঙ্করও যে দেহাদ্যভিমানকে মিথ্যা বলিতেছেন তাহাও আপেক্ষিক বা পারমার্থিকের তুলনায় মাত্র। (প্রথম ভাগ পৃঃ—১০১, এবং ১১৭)।

‡ আবৃত্ত্যভ্যুপগমেঽপি অকর্ত্তাহং ইত্যনুভবাৎ প্রচ্যাব্য ন প্রবর্ত্তয়েৎ।" রত্নপ্রভা "তত্ত্বমসিবাক্যার্থাৎ প্রচ্যাব্য আবৃত্তিমন্ত্রত্র বিদধানঃ প্রধানমঙ্গেন বিহন্তি।

ভাবিয়া সে অভিমানে আরো স্ফীত হইবে)। যে ব্যক্তি নিজেই স্থূলবুদ্ধি, হয়ত প্রকৃত অর্থবোধ হয় না দেখিয়া, সে বাক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়াই আবৃত্তি (বা জপ) করিতে ইচ্ছুক হইবে। সেই বাক্যার্থে তাহাকে স্থিরতর রাখিবার জন্য, তাহার প্রতি যুক্তিসহ বাক্যার্থের আবৃত্তির প্রয়োজন। অতএব পরব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয়লাভসম্বন্ধে উপায়ের উপদেশের মধ্যে আবৃত্তির স্থান সিদ্ধ হইতেছে।

১৩৫। তত্ত্বমসি বাক্যের বিরোধ-পরিহার।

"আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (৪—১—৩) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন :—"শাস্ত্রোক্ত বিশেষণযুক্ত পরমাত্মাকেই কি 'আমি' বোধ করিতে হইবে, অথবা পরমাত্মাকে 'আমা' হইতে ভিন্ন বোধ করিতে হইবে? 'আত্মা' শব্দ প্রত্যগাত্ম-বোধক, অর্থাৎ সর্ব্ব জীবের অন্তরতম আত্মা বা আমিকে বুঝায়। সেই আত্মা শব্দের যখন উল্লেখ রহিয়াছে, তখন সংশয় কেন? বলা যাইতেছে :—যদি জীবেশ্বরের অভেদ সম্ভব হয়, তবেই এই আত্মশব্দ মুখ্য অর্থে গ্রহণ করা যায়। তাহা সম্ভব না হইলে, 'আত্মা' শব্দের গৌণ অর্থ ই স্বীকার করিতে হয়। কি মনে হয়? "নাহমিতি গ্রাহ্যঃ"—পরমাত্মাকে 'আমি' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে না। যেহেতু অপহতপাপ্মত্বাদিগুণককে তদ্বিপরীতগুণক, অথবা বিপরীতগুণককে অপহতপাপ্মত্বাদিগুণক, বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, এবং শারীর বা জীব তদ্বিপরীতগুণকই। "ঈশ্বরস্য চ সংসার্য্যাত্মত্বে ঈশ্বরাভাবপ্রসঙ্গঃ"—ঈশ্বর সংসারী জীব হইলে, ঈশ্বরাভাব এবং শাস্ত্রের নিরর্থকতা প্রসঙ্গ। আবার সংসারী জীব ঈশ্বর হইলে, অধিকারীর অভাবহেতু ও শাস্ত্রের নিরর্থকতা, * এবং সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষের সহিত

বরোহি কর্ম্মণা অভিপ্রেয়মানত্বাৎ সংপ্রদানং প্রধানং। তমুদ্বাহেন কর্ম্মণা অঙ্গেন ন বিঘ্নন্তি॥" ভামতী। আধুনিক নামজপাদি সাধনা বিষয়ে ও শঙ্করের এই উপদেশ অতিমূল্যবান্। অনুভূতিলাভের প্রতি উদাসীন থাকিয়া যাহারা নাম জপ করেন, তাহাদের প্রতিও বলা যায় "ন হি বরঘাতায় কন্যামুদ্বাহয়ন্তি"।

* ভট্টভাস্করাদির ভেদাভেদবাদকে লক্ষ্য করিয়াই যেন শঙ্কর বলিতেছেন :—কোন আত্মা যদি পরমার্থতঃই বদ্ধ হইয়া অহিকুণ্ডলের ন্যায় পরমাত্মার অঙ্গসংস্থানস্বরূপ হয়, অথবা যদি সেই বদ্ধ আত্মাকে "প্রকাশাশ্রয়বৎ" পরমাত্মার একদেশভূত স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই পারমার্থিক

ও বিরোধ-প্রসঙ্গ। তবে যদি ইচ্ছা কর তত্ত্বতঃ জীবেশ্বরের ভেদ স্বীকার করিয়াও শাস্ত্রানুবর্ত্তনার্থমাত্র প্রতিমাদিতে বিষ্ণ্বাদিদর্শনের ন্যায় জীবেশ্বরের তাদাত্ম্য দর্শন করিতে হয়, এরূপ যদি ইচ্ছা কর, তাহা হউক। এরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা বলিতেছি ঃ—মুখ্য অর্থেই পরমেশ্বরকে সংসারী জীবের আত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে। "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতেঽহং বৈ ত্বমসি দেবতে।" এই শ্রুতিবচনও বিষ্ণু এবং তাহার প্রতিমার ন্যায় প্রতীক-দর্শনস্বরূপ মাত্র হইবে, "প্রতীকদর্শন মিদং বিষ্ণুপ্রতিমান্যায়েন ভবিষ্যতি",—এরূপ বলা অসঙ্গত, কারণ তাহাতে 'আত্মা'শব্দের গৌণত্বপ্রসঙ্গ। বাক্যবৈরূপ্য হেতু ও এ কথা অসঙ্গত। কারণ প্রতীকদৃষ্টিমাত্র যেস্থলে লক্ষ্য, সে স্থলে একবার মাত্র বলা হয়, "মনো ব্রহ্ম" 'আদিত্যো ব্রহ্ম।"—কিন্তু এস্থলে বলা হইতেছে—"তুমি আমি, আমি তুমি"—"ত্বমহমস্মি অহংচত্বমসি"। আবার "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইত্যাদি বাক্য জীবেশ্বরের ভেদদৃষ্টির নিন্দা করাতে জীবেশ্বর-ভেদবুদ্ধির 'অপবাদের'ই উপদেশ করিতেছে—"ভেদদর্শনম-পবদতি।" আর যে বলা হয় "ন বিরুদ্ধগুণয়োরন্যোন্যাত্মত্বসম্ভবঃ"—বিরুদ্ধগুণক বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটী অন্যটী হইতে পারে না,—সে দোষ নাই—যেহেতু বিরুদ্ধ গুণতার মিথ্যাত্বই যুক্তিসঙ্গত। আর যে বলা হয় "ঈশ্বরাভাব-প্রসঙ্গ"—তাহাও নয়। "তদসৎ," কারণ 'ঈশ্বরাভাব' বলিবার স্থানই থাকিতেছে না, যেহেতু শাস্ত্র স্বয়ংই ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ। ঈশ্বরের সংসারীত্বও প্রতিপাদন করা হইতেছে না। তবে কি? সংসারী জীবাত্মার সংসারিত্ব পরিত্যক্ত হইলে, (যথা, তাহার মোক্ষদশাতে) তাহার ঈশ্বরাত্মত্ব প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করা যাইতেছে মাত্র। এরূপ হওয়াতে, একদিকে অদ্বৈত বা পারমার্থিক দৃষ্টিতে ঈশ্বরের অপহতপাপ্মত্বাদিগুণতা, এবং অপরদিকে দ্বৈত বা সাংসারিক দৃষ্টিতে জীবের তদ্বিপরীতগুণতা, এই ব্যাবহারিক ভেদকল্পনাই মাত্র পরমার্থতঃ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইতেছে। আর যে বলা হয় 'অধিকারীর অভাব', এবং প্রত্যক্ষা-দির সহিত বিরোধ, "তদপ্যসৎ"—তাহাও নয়, যেহেতু প্রবোধ বা ব্রহ্মাত্ম-সাক্ষাৎ-কার লাভের পূর্ব্বে জীবের সংসারিত্ব স্বীকার করা হইতেছে। তাহাই প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারেরও বিষয়। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও প্রবুদ্ধদশাতে প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের অভাব প্রতিপন্ন

বন্ধের তিরস্করণ অসম্ভব হওয়াতে, মোক্ষশাস্ত্রের নিরর্থকত্বই প্রতিপন্ন হয়। ৩—২—২৯॥ *

করিতেছে। এমন কি "বেদা অবেদাঃ" (বৃঃ ৪—৩—২২)—প্রবুদ্ধাবস্থায় শ্রুতিরও অভাব, আমরা স্বীকার করি। যদি জিজ্ঞাসা কর, এই অপ্রবোধ কাহার? আমরা বলিতেছি, তুমি যে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই তোমারই। তুমি হয়ত বলিবে, শ্রুতি বলিতেছে:—"আমি ঈশ্বর"। তাহাই যদি তুমি সত্য বলিয়া বুঝিয়া থাক, তবে তুমি প্রতিবুদ্ধ হইয়াছ,—তবে অপ্রবোধ কাহারো নয়। এইরূপে (উপাসকের) আত্মাই ঈশ্বর জানিয়া তাহাতে চিত্ত সমাহিত করিবে।

১৩৫। সাধনার বহিরঙ্গ একমাত্র আসন।

পাতঞ্জল-সূত্রে যোগাঙ্গরূপে আসন এবং প্রাণায়াম উভয়ের ব্যবস্থা আছে। শঙ্করের এই উপাসনাত্মক ব্রহ্মসাধনার মধ্যে একমাত্র আসনেরই ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। "আসীনঃ সম্ভবাৎ" -এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন:— "যে সকল উপাসনা কর্ম্মাঙ্গসম্বদ্ধ (যথা "ওঁ মিত্যেদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত," ইত্যাদি), সে সকল কর্ম্মতন্ত্র (অর্থাৎ কর্ম্মবিধি অনুসারে দাঁড়াইয়া, অথবা বসিয়া তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য)। তাহাতে আসনাদিবিষয়ক কোন ব্যবস্থার স্থান নাই। আবার সম্যক্ দর্শন বা ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার সম্বন্ধেও আসনাদিবিষয়ক কোন আলোচনার স্থান নাই,—কারণ সম্যক্‌দর্শন বস্তু-তন্ত্র। অন্যান্য প্রকারের যে সকল উপাসনা, অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত ও নয়, অথবা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্বরূপ ও নয়, সে সকল সম্বন্ধেও কি আসনাদি সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই—"তিষ্ঠন্নাসীনঃ শয়ানো বা প্রবর্ত্তেত" দাড়াইয়া, বসিয়া, অথবা শুইয়া, যেরূপে ইচ্ছা হয়, উপাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, অথবা বিধিমত বসিয়াই প্রবৃত্ত হইবে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করা যাইতেছে। যেহেতু উপাসনা মনের ব্যাপারমাত্র, অতএব তাহাতে শরীরস্থিতিবিষয়ে অনিয়মই হউক। এরূপ কল্পনার বিরুদ্ধে বলা যাইতেছে:—"আসীন এব উপাসীত" বসিয়াই উপাসনা করা উচিত। কেন? তাহাই সম্ভব। "উপাসনং নাম সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণং"—(তৈলধারার ন্যায়) "সমানজাতীয় প্রত্যয়ের ধারা বা প্রবাহ-করণের নাম উপাসনা।" যে চলিতেছে, কি যে দৌড়িতেছে, তাহার পক্ষে তাহা সম্ভব নয়, যেহেতু গত্যাদি চিত্তের বিক্ষেপক। দাঁড়াইয়া থাকিলেও দেহধারণে ব্যাপৃত মন সূক্ষ্মবস্তুর নিরীক্ষণে সক্ষম হয় না। শুইয়া থাকিলে মন অকস্মাৎ নিদ্রায় অভিভূত হয়। আসীন বা বসা-

অবস্থায় এই জাতীয় অনেকপ্রকার দোষ পরিহার করা সহজ। এজন্যই উপাসনা করা আসীনের পক্ষেই সম্ভব হয়।

ব্রহ্মসূত্র অনুসরণ করিয়া শমাদিগুণসম্পন্ন তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জন্য, শঙ্কর আসনের পরেই ধ্যানের ব্যবস্থা করিতেছেন। যদিও আশ্রমোচিত প্রথা অনুসারে সম্ভবতঃ শঙ্কর প্রাণায়ামে সিদ্ধ ছিলেন, তথাপি শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মসাধনারূপে তিনি প্রাণায়ামের নাম ও করিতেছেন না। "ধ্যানাচ্চ" সূত্রের ভাষ্যে (৪—১—৮) তিনি বলিতেছেনঃ—"ধ্যানের অর্থ ''সমান-প্রত্যয়-প্রবাহ-করণং" বা 'উপাস্তি'। প্রশিথিলাঙ্গচেষ্ট, স্থিরদৃষ্টি, একবিষয়াক্ষিপ্তচিত্তের প্রতিই "ধ্যায়তি" শব্দের উপচার দৃষ্ট হয়;—যথা, "বকো ধ্যায়তি।" অথবা "প্রোষিত-বন্ধুঃ ধ্যায়তি।" আসীনের পক্ষেই তাহা অনায়াস-সাধ্য, অতএব উপাসনা এবং ধ্যান আসীনেরই কর্ম্ম;" "শিষ্টেরাও উপাসনার অঙ্গরূপে আসনের উল্লেখ করেন। এজন্যই যোগশাস্ত্রেও পদ্মকাদি আসনের উপদেশ।" ৪—১—১০

১৩৬। উপাসনার দিগ্দেশকালাদি।

''দিগ্দেশকালাদি বিষয়ে সংশয় হইতেছে কি উপাসনাসম্বন্ধে এসকলের কোন নিয়ম আছে অথবা নাই। যেহেতু বৈদিক ক্রিয়াসম্বন্ধে প্রায়ই দিগাদি-বিষয়ে নিয়ম দেখা যায়, উপাসনা সম্বন্ধেও সেরূপ কোন নিয়ম থাকিতে পারে, এরূপ যাহার মতি তাহার প্রতি বলা যাইতেছেঃ—"দিগ্দেশকালে-ষ্বর্থলক্ষণ এব নিয়মঃ"—উদ্দেশ্যসিদ্ধি দৃষ্টেই দিগ্দেশকালাদির নিয়ম। যে দিকে, যে দেশে, অথবা যে কালে সহজে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই দিকে, সেই দেশে, এবং সেই কালেই উপাসনা করিবে। চিত্তের একাগ্রতাই বাঞ্ছিত। তাহা লাভ হইলে, সর্ব্বত্র অবিশেষ। যদি বল কোন কোন শ্রুতিতে দেশাদি-বিষয়ক বিশেষের উল্লেখ আছেঃ—"সমে শুচৌ শর্করা-বহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোহনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ" (শ্বে ২—১০)। একথা উত্তরে বলা যাইতেছেঃ—এই জাতীয় নিয়ম আছে সত্য, কিন্তু তাহা থাকিলেও তৎগত বিশেষ সম্বন্ধে অনিয়ম,—সুহৃদ্রূপে আচার্য্য ইহাই (শিষ্যকে) বলিতেছেন। "মনোহনুকূলে" বলাতেই এই শ্রুতি দেখাইতেছে—"যত্র একাগ্রতা, তত্রৈব" যেখানে একাগ্রতা লাভ হয়, সেখানেই উপাসনা করিবে।

১৩৭। শ্রবণ-মননাদির আবৃত্তিকালের পরিমাণ।

শ্রবণমননাদির আবৃত্তিদ্বারা কতকাল উপাসনা করিতে হইবে? "আপ্রায়ণাৎ

তত্রাপি হি দৃষ্টং" (৪—১—১২) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। "সকল প্রকার উপাসনাসম্বন্ধেই "আবৃত্তির" আদর করা কর্ত্তব্য জানা গেল। ইহাও জানা গেল যে উপাসনাসকলের মধ্যে সম্যগ্দর্শন বা ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার যে সকল উপাসনার উদ্দেশ্য, অবঘাতাদিকার্য্যের যেরূপ তণ্ডুলনিষ্পত্তিতেই শেষ, সেই সকল উপাসনারও কার্য্যের নিষ্পত্তিতেই শেষ, অর্থাৎ সম্যগ্দর্শন লাভেই সেই সকল উপাসনার পর্য্যবসান। সে সকল উপাসনার আবৃত্তির পরিমাণও তদ্দৃষ্টেই জানা গেল, যেহেতু সম্যক্দর্শনলাভরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া গেলে পর, আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন যত্নান্তরের উপদেশ করিতে পারা যায় না। অতএব ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতীতি যাহার লাভ হইয়াছে, সে শাস্ত্রবিধির অতীত। কিন্তু যে সকল উপাসনার ফল 'অভ্যুদয়", সে সকল সম্বন্ধে আমরা বলিতেছি "আপ্রায়ণাৎ আবর্ত্তয়েৎ প্রত্যয়ং"—মরণকাল পর্য্যন্ত সেই প্রত্যয়ের আবৃত্তি করিবে, যেহেতু অদৃষ্ট ফল-প্রাপ্তি অন্ত্যপ্রত্যয়ের অধীন। "স যাবৎ-ক্রতুরয়মস্মাৎলোকাৎপ্রৈতি" (ক্রতু=ধ্যান) ইত্যাদি শ্রুতি, এবং 'যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং" (গীতা ৮—৬) ইত্যাদি স্মৃতি প্রায়ণকাল পর্য্যন্ত অনুবৃত্তির উপদেশ করিতেছে।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন ব্রহ্মসাধনার অঙ্গরূপে শঙ্কর তাহার সূত্রভাষ্যে প্রাণায়ামের নামও করিতেছেন না। অথচ শঙ্করের রচিত বলিয়া প্রকাশিত প্রপঞ্চসার এবং যোগতারাবলী প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থসকলে আমরা দেখিতে পাই, শঙ্কর প্রাণায়ামের অঙ্গীভূত কুম্ভকেরই স্তব করিতেছেন ঃ—"বিশ্রাং ভজে কেবলকুম্ভরূপাং।"—যোগতারাবলী। লোকের ও বিশ্বাস এবং মাধবাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া আমরাও উল্লেখ করিয়াছি, যে যোগবলে শঙ্করাচার্য্য আকাশ-গমন এবং দেহান্তর-প্রবেশাদি করিতে পারিতেন,—অথচ শঙ্করের নিজের কথাতে মনে হয়, যেন তাঁহার নিজের সেরূপ কোন অলৌকিক শক্তি অথবা সে সম্বন্ধে কোনরূপ অভিজ্ঞতাই ছিল না, তবে শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রদ্বারা তাঁহার হস্তপদ শৃঙ্খলবদ্ধ হওয়াতেই যেন তিনি সাহস করিয়া যোগসাধনা-দ্বারা লভ্য অনিমাদিসিদ্ধির মত প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থ। তিনি সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন ঃ—"যোগোঽপ্যনিমাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিফলঃ স্মর্য্যমানো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুং। শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়তি,"ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং" (শ্বে-২-১২)। শাস্ত্রের অনুরোধে

শঙ্করকে ইহাও বিশ্বাস করিতে হইয়াছে যে "আদিত্যঃ পুরুষো ভূত্বা কুন্তী-মুপজগাম হ"—অথবা "মেধাতিথিং হ কাণ্বায়নং ইন্দ্রো মেষো ভূত্বা জহার।" মাধবাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া শঙ্করের সহিত দেবগণের ব্যবহারের কথারও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু শঙ্কর "অস্মাকমপ্রত্যক্ষ্যং" বলিয়া নিজের অনুভূতি সম্বন্ধে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া শাস্ত্রপ্রমাণের উপরে ভর করিয়া মাত্র বলিতেছেন ঃ—"ভবতি হ্যস্মাকমপ্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষং। তথাচ ব্যাসাদয়ো দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্মর্য্যতে।" —১—৩—৩৩॥ শ্রুতির দাসত্বের গুরুভার মস্তকে বহন করিতে গিয়া শঙ্করকে নিশ্চয়ই নিজের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা ছাড়াইয়াও অনেক সময়ে এইরূপ অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। মূলের অনুসরণ করিয়া শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ভাষ্য রচনা করিতে গিয়া শঙ্করকে সূত্রভাষ্যে বর্ণিত নিদিধ্যাসন বা উপাসনাত্মক ব্রহ্মসাধনার সহজ স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণায়ামাদি-সাধ্য পৌরাণিক অথবা তান্ত্রিক হঠযোগের ও কতকটা পৃষ্ঠপোষণ করিতে হইয়াছে। এই কারণে শঙ্করের কৃত শ্বেতাশ্বতরভাষ্য এবং তাহাতে উপদিষ্ট ব্রহ্মসাধনারও কিঞ্চিৎ আলোচনা এ স্থলে করা যাইতেছে।

১৩৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্য।

শ্বেতাশ্বতর শঙ্করের প্রতিপক্ষভূত দ্বৈতবাদী পাতঞ্জলাদি সাংখ্যযোগ বা সেশ্বর সাংখ্যদিগের, অথবা শৈবাদি মাহেশ্বরদিগের উপনিষদ্। আমরা দেখাইয়াছি যে শঙ্করাচার্য্য একদিকে—"ঈক্ষতের্নাশব্দং" (১—১—৫) ইত্যাদিসূত্রের ভাষ্যে প্রতিপন্ন করিতেছেন যে সাংখ্য প্রধানবাদ বেদান্ত-বিরুদ্ধ, অপরদিকে "রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং" (২—২—১) ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে, তিনি প্রতিপন্ন করিতেছেন, যে সাংখ্য প্রধানবাদ অযৌক্তিক। "পত্যুর সামঞ্জস্যাৎ" ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর অতি যত্নের সহিত সাংখ্যযোগ বা পাতঞ্জলাদি এবং শৈব-পাশুপতাদি মাহেশ্বরদিগের সেশ্বর সাংখ্য মত খণ্ডন করিতেছেন। আবার শঙ্করের মতে ব্রহ্ম একমাত্র উপনিষদ্গম্য—"শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং নেন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং"। ২—১—২৭॥ এজন্য উপনিষদ্সকলের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়া, সে সকলকে মুখ্য ভিত্তি করিয়া, তাহারই উপরে শঙ্করকে তাহার অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। এজন্যই তিনি উপনিষদ্ভাষ্যসকল রচনা করেন। শঙ্করকে অদ্বৈতভাবাপন্ন প্রমাণার্হ ছান্দোগ্য-বৃহদারণ্যকাদির ন্যায় দ্বৈতভাবাপন্ন অপেক্ষাকৃত আধুনিক

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া তাহাতে অদ্বৈতভাব আরোপ করিয়া তাহার ও ভাষ্য রচনা করিতে হইয়াছিল। শ্বেতাশ্বরকে সেশ্বরসাঙ্খ্য অথবা শৈব উপনিষদ্ বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কারণ তাহা স্পষ্টতই দ্বৈতভাব-প্রধান।* সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্যে দেখা যায় কপিল শ্বেতাশ্বতরের "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাং। অজোহ্যেকো জুষমানোঽনুশেতে, জাহাত্যেনাং ভুক্ত-ভোগাম জোঽন্যঃ॥" (৪—৫)—এই শ্রুতিকে কপিল শঙ্করের অদ্বৈত মতের বিরুদ্ধে—"পুরুষ-বহুত্বের" (১—১৪৯) এবং প্রপঞ্চের 'প্রধান'-কার্য্যত্বের (৫—১২) শ্রুতিপ্রমাণরূপে ব্যবহার করিতেছেন। আবার "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ। মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং॥" (৪—১০)—এস্থলে দেখা যায়, "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" কথা দ্ব্যর্থক। শঙ্কর যেমন বলিতেছেন—"প্রকৃতিং মায়ৈব," এবং "অন্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ" অর্থ করিতেছেন :—"অবিদ্যাবশগো ভূত্বা অন্য ইব সংনিরুদ্ধঃ" অপরদিকে সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য বলিতেছেন—"মায়াশব্দেন চ প্রকৃতিরে বোচ্যতে।" শঙ্করের ন্যায় 'অন্য' অর্থ তিনি 'অন্য ইব' করিতেছেন না। আবার "কপিল" নামে কোন বৈদিক ঋষিই নাই। অথচ 'শ্বেতাশ্বতরে' বলা হইতেছে—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি"। কপিল দেবহুতির পুত্র, অগ্নির অবতার। সাঙ্খ্য প্রধানবাদের উপদেষ্টা হওয়াতে কপিল শঙ্করের প্রতিপক্ষ। সুধু কপিলের নাম কেন,—শঙ্কর যাহা সূত্রভাষ্যে খণ্ডন করিয়াছেন—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সেই "সাংখ্যযোগ" বা পাতঞ্জলাদি সেশ্বর সাঙ্খ্য মতের পারমার্থিকত্বের উল্লেখ করা হইতেছে :—"সাংখ্য-যোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।" (৬—১৩)॥ প্রপঞ্চের উপাদানরূপে

---

* "সংযুক্ত মেতৎ ক্ষর মক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ। অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ, জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্ব-পাশৈঃ॥ ১—৮॥ জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাব জাবীশনীশা বজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা,—ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্ম মেতৎ॥ ক্ষরং প্রধান মমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব এক॥" ১—১১॥ "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥" ২—১৬॥ "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ॥" ৬—১৬॥ এ সকলের ভিতরে শৈবাদি মাহেশ্বরদিগের মূল মত—"পতি-পশু-পাশাঃ পদার্থাস্ত্রয়ঃ"—স্পষ্টই দৃষ্ট হয়।

ইহাতে সাংখ্য প্রধানের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছেঃ—"তন্তুনাভইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো একঃ স্বমাবৃণোৎ।" এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌কে শঙ্করের প্রতিপক্ষভূত পাতঞ্জলাদি, অথবা শৈবাদি দ্বৈতবাদিদিগের উপনিষদ্ বলিতে আমরা বাধ্য। শঙ্করকে অন্যান্য অদ্বৈতভাবাক্রান্ত উপনিষদের সঙ্গে এই শ্বেতাশ্বতরের ও স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়া তাহাতে অদ্বৈতভাব আরোপ করিয়া ভাষ্য রচনা করিতে হইয়াছে। এজন্য শ্বেতাশ্বতরভাষ্য যদি যথার্থই ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের রচিত হয়, তবে তাহা রচনা করিতে শঙ্করকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, কারণ দেখা যায় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্থানে অস্থানে অদ্বৈতভাব কল্পনা করিয়া মূলেতে আরোপ করিতে হইয়াছিল। "ঈশানং দেবমীড্যং নিচায্য" শঙ্কর ব্যাখ্যা করিতেছেন ঃ—"নিশ্চয়েন ব্রহ্মাহমস্মীতি অপরোক্ষীকৃত্য,"—"তমেব জ্ঞাত্বা' (৪—১৫) শঙ্কর অর্থ করিতেছেন—"ব্রহ্মাহমস্মীত্য পরোক্ষীকৃত্য," "দেবং স্বচিত্তস্থং উপাস্য পূর্ব্বং" (৬—৫) শঙ্কর অর্থ করিতেছেন : —"অয়মহমস্মি ইতি সমাধানং কৃত্বা"। এ সকল স্থলে শঙ্কর তাঁহার অদ্বৈত অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মেতে জীবের অধ্যাসের ন্যায়, এই দ্বৈতভাবাক্রান্ত সেশ্বর সাংখ্য উপনিষদে অদ্বৈত ভাবের অধ্যাস করিয়াছেন। ("The wish is father to the thought)।

১৩৯। শ্বেতশ্বেরতভাষ্যে ব্রহ্মসাধনা।

আবার শ্বেতাশ্বতরের প্রকাশিত প্রাণায়াম-প্রধান ব্রহ্মসাধনতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্যকে আরও অধিকতর বিপন্ন হইতে হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি যে উপনিষদের বিশুদ্ধ "মনন-নিদিধ্যাসনাত্মক"যোগ, অথবা "শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ"—যোগ, শ্বেতাশ্বতরেই বিকারপ্রাপ্ত হইয়া বিভূতিলাভের উপায়স্বরূপ প্রাণায়ামপ্রধান হঠযোগে পরিণত হইয়াছিল (পৃঃ—১০৮)। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির সেই সকল বাক্যের ও "নিত্যত্ব, অবিতথত্ব, এবং স্বতঃ-প্রামাণ্য" স্বীকার করিতে গিয়া শঙ্করকে যে ব্রহ্মসাধনা-বিষয়ক তাঁহার স্বীয় স্বাধীন মতকে খর্ব্ব করিতে হইবে, তাহা অপরিহার্য্য। এজন্য আমরা দেখিতে পাই শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যে তিনি হঠযোগের ও পৃষ্ঠপোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি বলিতেছে ঃ—"প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ, ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত" ইত্যাদি (২—৯)। শঙ্করকে ও সেই সঙ্গে ভাষ্যের

মুখে "প্রাণায়ামবিশুদ্ধাত্মা যস্মাৎ পশ্যতে তৎ পরং। তস্মান্নাতঃ পরং কিংচিৎ প্রাণায়ামাদিতি শ্রুতিঃ॥" ইত্যাদি ভনিতা ধরিয়া তথাস্তু (Ditto) বলিতে হইয়াছে। মধুর অভাবে গুড়ের ন্যায়, যুক্তি অথবা শ্রুতি-প্রমাণের অভাবে, যাহা তিনি অন্য কোন ভাষ্যে করেন নাই, যুক্তি এবং শ্রুতির পরিবর্ত্তে রাশি রাশি স্মৃতিবচনের উল্লেখ করিয়া শঙ্করকে সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে:—"তস্মাৎ প্রথমং যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং ততঃ প্রাণায়ামাদিঃ। ততঃ সমাধিস্ততো বাক্যার্থ-জ্ঞাননিষ্পত্তি স্ততঃ কৃতকৃত্যতা।" তবে এ শঙ্কর সূত্রভাষ্যকার শঙ্কর কি না সে বিষয়ে গভীর সংশয়ের স্থান রহিয়াছে। উপদেশ-সহস্রীতে শঙ্কর জোরের সহিত বলিতেছেন:—"অবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ সর্ব্বকর্ম্মণাং তৎসাধনানাং চ যজ্ঞোপবীতাদীনাং পরমার্থদর্শননিষ্ঠেন ত্যাগঃ কর্ত্তব্যঃ।" আবার "তত্র যোনিং কৃণবসে,"—এই বাক্যের ভাষ্যে "ব্রহ্মে নিষ্ঠাং সমাধিলক্ষণাং কুরুষ"—(২—৭) এই বলিয়া সমাধির প্রণালী সম্বন্ধেও শঙ্কর যেন এই ভাষ্যে তদীয় সূত্রভাষ্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন:— "শ্রুতি তাহার প্রণালী দেখাইতেছে:—"ত্রিরুন্নতং"=ত্রীনি উরোগ্রীবাশিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্", "যাহার মনের মল প্রাণায়ামদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার চিত্ত ব্রহ্মেতে স্থির হয়,—এজন্য প্রাণায়ামের নির্দ্দেশ করা হইতেছে:—প্রথমে নাড়ী-শোধন কর্ত্তব্য,—তৎপরে প্রাণায়ামে অধিকার। অঙ্গুলি-দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া বাম নাসিকাপুটদ্বারা যথাশক্তি বায়ু পূরণ করিবে (Inhale)। তৎপর দক্ষিণ নাসিকাপুটের অঙ্গুলিরোধ ত্যাগ করিয়া, এবং বাম নাসিকাপুট রুদ্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকাপুটদ্বারা ঐ প্রকারে যথাশক্তি বায়ু ত্যাগ করিবে (Exhale)। পুনরায় ঐরূপে দক্ষিণ নাসাপুটদ্বারা যথাশক্তি বায়ু পূরণ করিয়া, সব্য বা বামনাসাপুটদ্বারা তাহা ত্যাগ করিবে। তিনবার কি পাঁচবার এইরূপ অভ্যাস করিয়া অপর রাত্রে, মধ্যাহ্নে, পূর্ব্বরাত্রে, এবং অর্দ্ধরাত্রে সবনচতুষ্টয়দ্বারা পক্ষান্তে কি মাসান্তে বিশুদ্ধি লাভ হয়। প্রাণায়াম ত্রিবিধ রেচক, পূরক, কুম্ভক।" এই বলিয়া এসম্বন্ধে নিজে অধিক কিছু মন্তব্য না করিয়া শঙ্কর স্মৃতি হইতে গার্গির প্রতি (যাজ্ঞবল্ক্যের) প্রাণায়াম-বিষয়ক একটী সুদীর্ঘ উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া যেন কায়ক্লেশে ভাষ্যকারের কার্য্য সমাধা করিয়া, "ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত" —(প্রাণায়াম দ্বারা) "শক্তির নাশে মন তনুত্ব প্রাপ্ত হইলে—নাসাপুটদ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলিবে, মুখদ্বারা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে না", এই মাত্র

বলিয়া "শান্তিঃ শান্তিঃ" করিয়া যেন শঙ্কর ভাষ্য রচনা কার্য্য শেষ করিয়াছেন। একমাত্র এই শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যেই দেখা যায় শঙ্কর শ্রুতিপ্রমাণের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ স্থলে স্মৃতিপুরাণাদি (গীতা, বিষ্ণুধর্ম্ম, যাজ্ঞবল্ক্য, লৈঙ্গ, শিবধর্ম্মোত্তর, ব্রহ্মপুরাণ, পরাশর, বাশিষ্ঠ যোগশাস্ত্র, কাবষেয় গীতা, ইত্যাদির) উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই শ্বেতাশ্বতরভাষ্যে শঙ্করের স্বভাবসিদ্ধ সূক্ষ্ম বিচার, অথবা শ্রুতি-প্রমাণ-বাহুল্য নাই। এই কারণেও শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্য ছান্দোগ্যাদি প্রামাণ্য ভাষ্যের ন্যায় সূত্রভাষ্যকারের বিরচিত বলিয়া গ্রহণযোগ্য না হইতে পারে।

১৪০। প্রাণায়াম এক প্রকার কৃত্রিম শারীরিক ব্যায়াম।

প্রাণায়াম পূরক-কুম্ভক-রেচকাত্মক। অতএব এক প্রকার কৃত্রিম ব্যায়ামমাত্র। যাঁহারা কুস্তি অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা কুস্তির ভিতরেও এক প্রকার পূরক-কুম্ভক-রেচকের ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। প্রাণায়ামের ন্যায় কুস্তিরও নিয়ম যে কুস্তিশেষে "নাসিকায়াঃ পুটাভ্যাং শনৈঃ শনৈরুৎসৃজেন্ন মুখেন"—"নাসাপুটদ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিবে, মুখদ্বারা নয়।" "সমং কায়শিরোগ্রীবং"—বক্ষঃ, গ্রীবা, এবং শির দণ্ডাকারে স্থির রাখিয়া, বক্ষঃ প্রসারিত করিয়া পূরকদ্বারা বায়ুর সহিত প্রচুর অম্লজান (oxygen) গ্রহণ করিয়া বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার (Bellows) ন্যায় তদ্দ্বারা শ্বাসাধার (lungs) পূর্ণ করিবে। আবার কুম্ভকদ্বারা সেই বায়ুমিশ্রিত অম্লজান শ্বাসাধারে ধারণ করিয়া তাহাকে সজোরে রাসায়নিকযোগ-দ্বারা শরীরস্থ শোণিত শোধন করিতে দিবে, এবং শোণিতের মল নিঃশেষ-রূপে দগ্ধ হইয়া অম্লজানের ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে পর, যখন তাহা অঙ্গারজানে (Carbonic acid) এবং জলীয় বাষ্পে পরিণত হইবে, তখন 'রেচক' দ্বারা যত্নের সহিত তাহা শরীর হইতে বহিষ্কৃত করিবে। বহিষ্কৃত করিয়া আবার পূরক, আবার কুম্ভক, আবার রেচক, এইরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। এই সহজ প্রাণায়াম দেহের স্বভাব, তদ্দ্বারা শরীরশোধন এবং রোগমুক্তিও আশা করা যায়। সুধু তাহা নয়। সকলেই জানেন ব্যায়ামাদিদ্বারা অধিক পরিমাণে বায়ুমিশ্রিত অম্লজান শরীরে গৃহীত হইলে, ব্যায়ামান্তে শরীরে আনন্দেরও সঞ্চার হয়। অনেকেই হয়ত ইহাও অবগত আছেন যে দন্ত উৎপাটন করিতে হইলে, দন্তচিকিৎসকেরা (Dentists) প্রথমে প্রচুর পরিমাণে অম্লজানযুক্ত এক প্রকার গেস্ (Nitrous oxide called laughing gas)

নাসিকাদ্বারা সেবন করাইয়া থাকেন। তাহাতে শরীরে আনন্দের বৃদ্ধি এবং বেদনার লাঘব হয় (anaesthesia)। শরীর সম্বন্ধে যেমন, শরীরের সহিত মনের যোগ হেতু, মনের সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রাণায়াম-সাধনার ফলে চিত্তের প্রসন্নতা এবং কর্ম্মপটুতা বৃদ্ধি হয়। অনেকে হয়ত এই প্রসন্নচিত্ততাকেই ব্রহ্মানন্দের প্রথম প্রকাশ বলিয়া মনে করিতে পারেন।* একথাও আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে পাতঞ্জলসূত্র ও তাহার অষ্টাঙ্গ যোগের আলোচনাতে প্রাণায়ামকে ধারণ-ধ্যান-সমাধি এই অঙ্গত্রয়ের তুলনায় বহিরঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন—"ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ" (বিভূতি)। "প্রাণায়ামাদিদ্বারা মনের দোষের ক্ষয় হইলে, মন ধারণাদিবিষয়ে স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়, বিক্ষিপ্ত হয় না, অতএব প্রাণায়ামাদিদ্বারা মন ধারণাদি কার্য্যের যোগ্যতালাভ করে ("ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ"—সাধন—৫৩)। যখনই কোন বিষয়ে আমাদের মন স্থির হয়, তখনই সেই সঙ্গে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াও ক্ষীণ হইয়া আসে। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। কপিল তাঁহার সাংখ্য প্রবচনে সাধনার অঙ্গরূপে প্রাণায়ামের কোন উল্লেখ করিতেছেন না। তিনিও সূত্র-ভাষ্যের মতানুযায়ী কেবলমাত্র শ্রবণাদিরই উল্লেখ করিতেছেন। কপিলের মতে যোগ বা ধ্যান কি? "ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ" (৬—২৫) অন্তঃকরণের নির্বিষয় বা বৃত্তিশূন্য অবস্থারই নাম ধ্যান বা যোগ। কপিল বলিতেছেন, "নিঃসঙ্গেঽপ্যুপরাগোঽবিবেকাৎ" (৬—২৭)—যদিও পরমার্থতঃ আত্মা নিঃসঙ্গ, অতএব আত্মাতে কোন (বিষয়জনিত) উপরাগ সম্ভব নয়, তথাপি অবিবেকহেতু উপরাগের ন্যায় বোধ হয়,—"জবা স্ফটীকয়োরিব, নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমানঃ।"

*একথাও এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আধুনিক শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকে কর্ত্তাভজাদি নানা সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মতে প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া থাকেন। যাঁহারা কিছুদিন পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গ অথবা শীর্ষস্থানীয় ছিলেন—যেমন স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশচন্দ্র দত্ত, এবং নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি, অথবা যাঁহারা বর্ত্তমানে সেই সমাজের শীর্ষস্থানে আছেন, তাহাদের অনেকেই এক সময়ে কর্ত্তা-ভজা দলে প্রবেশ করিয়া এক প্রকার হুম্ হুম্ নাদ বা হুঙ্কার, এবং হাঃ—হাঃ—হাঃ বা এক প্রকার বিকট হাসি, এবং অহহ—অহহ বা এক প্রকার কৃত্রিম কান্নার, অথবা মিশ্রিত রাগরসের প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছেন। তাহারা যে তদ্দ্বারা কোন প্রকার উপকার লাভ করেন নাই, তাহা বলা যায় না, কারণ অনেকে দীর্ঘকাল ঐ প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছেন, কেহ বা অদ্যাপি করিতেছেন।

(৬—২৮)—স্ফটিকের জবাজন্য উপরাগের আভাসের ন্যায় পুরুষেরও বিষয় বুদ্ধিপ্রতিবিম্বজন্য উপরাগের অভিমান। সেই উপরাগের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? কপিল বলিতেছেন ঃ—"ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ"। বোধ হয় কপিলও প্রাণায়ামকে এক প্রকার শারীরিক ব্যায়াম জ্ঞানেই উল্লেখযোগ্য মনে করেন নাই।

১৪১। প্রাণায়ামসাধনা অস্বাভাবিক অতএব বিপদসঙ্কুল।

একদিকে শ্বেতাশ্বতরভাষ্যে যেমন শঙ্করকে প্রণায়ামের সপক্ষে অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। অপরদিকে তাঁহার অপরাপর গ্রন্থে শঙ্কর নানাস্থানে প্রাণায়ামের বিপক্ষেও অনেক কথা বলিয়াছেন ঃ—"অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ। ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা।" (বিবেক চূড়ামণি—১৩)। "অজ্ঞানাং প্রাণপীড়নং" (অপরোক্ষানুভূতি—১২০), অথবা "অজ্ঞানাং প্রাণপীড়নং" (সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ—৯১৭)। সে যাহা হউক, একথা নিশ্চিত যে সাঙ্খ্যকারিকার ভাষ্যকার গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দনাথের নিকটে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষালাভের সময়েই শঙ্কর নিজেও মাতৃস্তন্যপানের ন্যায় স্বীয় সাম্প্রদায়িক প্রথা অনুসারেই প্রাণায়ামসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কারণ ব্রহ্মসূত্রে দেখিতে পাই যে প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস নিরোধ তাঁহার নিকটে এত সুপরিচিত ছিল, যে কার্য্যকারণের অনন্যত্বের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তরূপে তিনি প্রাণায়ামের উল্লেখ করিতেছেন ঃ—"যথা চ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেষু কারণমাত্ররূপেণ বর্ত্তমানেষু জীবনমাত্রং কার্য্যং নিবর্ত্ত্যতে নাকুঞ্চনপ্রসারণাদিকং কার্য্যান্তরং, ন চ প্রাণভেদানাং প্রাণাদন্যত্বং এবং কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বং" (সূত্রভাষ্য ১—১—১০)—"সংসারে যেমন প্রাণাপানাদি প্রাণবিকার প্রাণায়ামদ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া কারণমাত্ররূপে বর্ত্তমান থাকিলে, জীবনমাত্র কার্য্যই নিষ্পন্ন হয়, আকুঞ্চনপ্রসারণাদি কার্য্যান্তর নিষ্পন্ন হয় না, অতএব প্রাণবিকারসকলের যেরূপ প্রাণ হইতে অন্যত্ব নাই, কার্য্যকারণের অনন্যত্বও সেইরূপ।" তবে শঙ্কর নিজেও তাহার প্রতিপক্ষ কপিলের ন্যায় প্রাণায়ামকে যোগসাধনার কোনরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গ মনে করিতেন না। শরীরসাধনবিষয়ে বনবাসী সন্ন্যাসীদিগের জন্য প্রাণায়ামের কোন প্রকার বিশেষ উপকারিতা থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার অপকারিতাও অস্বীকার করা যায় না, কারণ প্রাণায়াম এক প্রকার অস্বাভাবিক

সাধনা। কেহ কেহ মনে করেন যে প্রাণায়ামসাধনাই কোন কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক তেজস্বী যুবকের শ্বাসরোগে অকালে মানবলীলা সম্বরণের কারণ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আমাদের পুরাণাদি মতেও প্রাণায়ামাদিপূর্ব্বক হঠযোগসাধনা হঠকারী অজ্ঞান লোকদিগের পক্ষে অনেক প্রকার রোগের কারণ হয়ঃ—"বাধির্য্যং জড়তা লোপঃ স্মৃতেঃ মূকত্ব মন্ধতা। জ্বরশ্চ জায়তে সদ্যস্তদ্বৎ অজ্ঞানযোগিনঃ॥" (মার্কণ্ডেয় পুরাণ—শ—ক—ক্র)।

১৪২। শঙ্করের প্রতি আরোপিত 'প্রপঞ্চসারের' তান্ত্রিক ব্রহ্মসাধনা।

শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যের সাধনা যেরূপই হউক, শঙ্করের রচনা বলিয়া অধুনা প্রকাশিত 'প্রপঞ্চসার' নামক গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই ভাষ্যকার শঙ্করের পরবর্ত্তী শৈবশাক্তাদি তান্ত্রিকভাবাক্রান্ত শঙ্করাচার্য্যগণের গুণে ভাষ্যকার শঙ্করের প্রতি আরোপিত হঠযোগমিশ্রিত ব্রহ্মসাধনার শ্রাদ্ধ কোথায় গড়াইয়াছে। 'প্রপঞ্চসার' গ্রন্থের ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদ্ভাষ্যে "অস্মাঙ্গমন্ত্রং ব্যাচক্ষাণৈরস্মাভিরুক্তং প্রপঞ্চসারে "অস্ত্রাসাদিকৌ ধাতুস্তঃ ক্ষেপচালনার্থকৌ"—প্রপঞ্চসারের (পটল ৬—১২) এই শ্লোকের উল্লেখ দৃষ্টে আমরা শঙ্করের প্রামাণ্য গ্রন্থসকলের মধ্যে উপদেশসহস্রীর সঙ্গে সঙ্গে প্রপঞ্চসারেরও উল্লেখ করিয়া, বলিয়াছি যে এই উভয় গ্রন্থের প্রামাণ্যসম্বন্ধে কোনরূপ সংশয়ের স্থান নাই" (পৃঃ—২৮৯)। কিন্তু 'প্রপঞ্চসার' নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক কোন ক্রমেই তাহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার দার্শনিক-প্রবর শঙ্করের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। হয়ত নৃসিংহতাপনীয় ভাষ্য ও সূত্রভাষ্যকারের রচিত না হইতে পারে। স্বয়ং অনপত্য গৃহত্যাগী হইয়া শঙ্কর উপদেশ করিতেছেন ঃ—"ন চাপুত্রস্য লোকোঽস্তি পিতরোঽধঃপতন্তি চ। তস্মাত্তু সকলোপায়ৈর্যতেতাপত্যসিদ্ধয়ে",—এবং তিনি পুত্রেষ্টিযাগের ব্যবস্থা করিতেছেন (৩১—১৩—),—একথা কে বিশ্বাস করিবে? কেহ বিশ্বাস করিবে না যে সেই দার্শনিকশ্রেষ্ঠ পরিণামে অদর্শনে ডুবিয়া বেদবাহ্য তান্ত্রিক মারণ, উচ্চাটন, এবং বশীকরণ প্রভৃতি হিংসা-মন্ত্রের ঋষি সাজিয়া শাক্ত দুর্গা-মন্ত্রের প্রভাব কীর্ত্তন করিয়া বলিবেন যে বনদুর্গামন্ত্র "উচ্চাটকরং ভবেদ্রিপোঃ সদ্যঃ" (১৩—৪৫), "অর্ব্বাঙ্ম্রিয়তে রিপুর্ন সন্দেহঃ" (১৩—৫২),—অথবা "আধায় বাণে নিশিতেঽথ দেবীং ক্ষেমঙ্করীং মন্ত্রমিদং জপিত্বা তদ্বেধনাদেব বিপক্ষসেনা দিশো দশা ধাবতি নষ্টসংজ্ঞা" (১৩—৭৭), অথবা "গৃহ্লাতি মুঞ্চাতি চ বোধমেষাং"—(১৩—৬৮), অথবা তিনি বলিবেন, "দুর্গাকাল্যৌ তথা দেব্যৌ

শস্তে মারণ-কর্ম্মণি" (৩০—৮৫), অথবা "ঘৃতসংসিক্তৈর্হোমান্মাসান্মারয়েৎ দুর্গা" (২৯—৬২), অথবা "অরিনরঃ প্রলাপমূর্চ্ছান্বিতেন বিষয়ীক্রিয়তে জ্বরেণ" (২৯—৭৫), অথবা তিনি এমন মন্ত্রের দ্রষ্টা যাহা জপ করিলে মন্ত্রী "স্বয়মেকোঽপি ন যুদ্ধে মর্ত্ত্যো বহুভিঃ পরাজিতো ভবতি" (২১—৪৭)। কে বিশ্বাস করিবে যে সেই ঊর্দ্ধরেতা বালযতি পরিণামে স্ত্রীবশ্য মন্মথমন্ত্রের উপদেশদ্বারা আপন পবিত্র লেখনি কলঙ্কিত করিয়া বলিবেন ঃ—"মারং জপ্ত্বাস্ত যামাশয়তি বশগতা সা ভবেৎ সদ্য এব"॥ (১৭—৩৭)। অথবা তিনি এমন হোমের ব্যবস্থা করিবেন, যাহার প্রভাবে "সপ্তাহা দানয়েৎ বধূমিষ্টাং" (৩২—১৭), কিম্বা "গর্ব্বিতধিয়াং অপি সুরাঙ্গনাং মন্ত্রী আকর্ষয়েন্নিজবাঞ্ছাপ্রদায়িনীং মদনবাণ বিহ্বলিতাং" (৩২—১৯), অথবা যাহার ফলে "নক্তং ভক্ত্যানতাঙ্গী স্মরশরবিবশা প্রেমলোলাভিয়াতি" (৩২—২৮), অথবা "কামিতাং সপদি বামলোচনা মানয়েদপি চ মার-পীড়িতাং" (৩২—৭৫)। অথবা কে বিশ্বাস করিবে যে ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রসহ তিনি এমন অভিচারের উপদেশ করিবেন, যাহার বলে "গিরিকাননাদীন্ প্রচালয়েৎ প্রাণবতো বিধায়।"—(১৩—২১), অথবা আপনার সূত্রভাষ্যের উক্তির প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া প্রাণায়ামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শঙ্কর বলিবেন ঃ—"অচিরেণোৎক্রান্ত্যাদ্যা ভবন্তি সংসিদ্ধয়ঃ প্রসিদ্ধতরাঃ" (১৮—৫৪)। অথবা কে বিশ্বাস করিবে যে যিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জন্য উপবীত ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন তিনিই আবার নিতান্ত ব্যবসাদার ধর্ম্মযাজক সাজিয়া শিষ্যবিত্তাপহারক গুরুর অথবা ব্রাহ্মণজাতির পৃষ্ঠ-পোষণ পূর্ব্বক বলিবেন ঃ—"গুরুং ধনৈরপি ধান্যৈঃ পরিপূজয়েৎ", অথবা "দত্ত্বা সুবর্ণং বাসাংসি গুরবে ব্রাহ্মণানপি; সন্তর্প্য বিভবৈঃ সম্যক্ ভোজয়েৎ দেবতাধিয়া॥" (২৪—৬২)। অথবা কে বিশ্বাস করিবে যে তিনি "অভিমত কামপ্রাপ্তি সম্বন্ধে "কল্পদ্রুমস্বরূপ"—"অপমৃত্যুহরং বিষজ্বরাপস্মৃতিবিভ্রান্তিশিরোরুজাপহং" 'চিন্তামণি-মন্ত্রের' (২৭—৯০)উপদেশ করিবেন। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা গেল না।

১৪৯। শঙ্করের স্বরচিত প্রামাণ্য গ্রন্থের ব্রহ্মসাধনা।

শঙ্করের ব্রহ্মসাধনার প্রণালীসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শঙ্করের স্বরচিত প্রামাণ্য গ্রন্থেই তাহার অনুসন্ধান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। ভাষ্যাদি অপেক্ষা স্বরচিত গ্রন্থেই শঙ্করের পক্ষে স্বাধীন ভাবে স্বীয় মত ব্যক্ত করা অধিকতর সম্ভবপর। ভাষ্যাদিতে মূলের বাহিরে

গিয়া স্বাধীন ভাবে নিজের মত প্রকাশ করা, তাঁহার পক্ষে সম্ভব না হইতে পারে। শঙ্করের স্বরচিত গ্রন্থের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি যে, একমাত্র "উপদেশসহস্রীর"ই প্রামাণ্য নিঃসংশয় ভাবে স্বীকার করা যায়, কারণ কেবল যে মাধবাচার্য্য ইহার নাম করিয়াছেন, তাহা নয়। শ্বেতাশ্বতর-ভাষ্যের শেষেও শঙ্করের স্বরচিত বলিয়া "উপদেশ-সহস্রিকার" উল্লেখ রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মসাধনাপ্রণালীসম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে প্রধানতঃ এই 'উপদেশসহস্রীর' উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। 'উপদেশ-সহস্রীতে' আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা, ষট্‌চক্রভেদ, কুণ্ডলিনী-জাগরণ, জীহ্বাগ্র উর্দ্ধদিকে উল্টাইয়া দিয়া তালুতে সংলগ্ন করিয়া "সহস্রারচ্যুত অমৃতপান,"ইত্যাকার হঠযোগের কোনরূপ আভাসই নাই। তাহাতে—"নাড়ী-সংক্রমনবিধির্বাকৃসিদ্ধি র্দেহতশ্চ দেহাপ্তিঃ"—প্রপঞ্চসার—.১৮—৬১)—নির্ব্বিকল্পক সমাধি সাধনাদ্বারা ইত্যাকার কোন বিভূতি লাভেরও কথা নাই। তবে কি আছে? আচার্য্যের উপদেশ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে আচার্য্য কোন "শিষ্য-বিত্তাপহারক" গুরু নহেন। তবে কে?"আচার্যাস্ত কেবলপরানুগ্রহপ্রয়োজনো বিদ্যোপযোগার্থী"—"পরমীক্ষিতঞ্চ যৈঃ!" সেই গুরু তাঁহার অধিকারী—অর্থাৎ বিচারসমর্থ চরিত্রবান্ তত্ত্বজিজ্ঞাসু—শিষ্যের নিকটে আত্মানাত্ম-বিবেকের উপদেশ করিবেন। শিষ্যের স্বানুভূতির প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়া তাহারই বিকাশের জন্য শিষ্যের সহিত বিচার করিবেন, এবং শিষ্যের মনে যখন যে প্রশ্নের উদয় হয়, তাহারই সদুত্তর প্রদান করিয়া তাহার মনের সকল সংশয় ছেদন করিবেন। "নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক" বা দস্তভাঙ্গা বিচারকেই শঙ্করের সাধনার মূল ভিত্তি বলা যায়। একদিকে নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টা আত্মা, অপরদিকে অনিত্য অচেতন দৃশ্য দেহ-মনাদি প্রপঞ্চ। একদিকে "আবির্ভাব-তিরোভাব-রহিত অনন্তশক্তি" আত্মা, অপর দিকে সেই আত্মার 'স্ববিলক্ষণ' 'স্বাত্মস্থ' 'স্বসম্বেদ্য' "তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং অনির্ব্বচনীয়" নিয়ত-"আবির্ভাবি-তিরোভাবি" জগৎবীজভূত "নাম-রূপ।" "সত্তাবমাত্রেণ অচিন্ত্য-শক্তিত্বাৎ ব্যাকর্ত্তা অব্যাকৃতয়োঃ নাম-রূপয়োঃ"—স্বকীয় অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্ব-হেতু স্বীয় সত্তামাত্রদ্বারাই আত্মা অব্যাকৃত নামরূপের ব্যাকর্ত্তা। "স্বচ্ছ জল হইতে যেমন তাহার মলস্বরূপ ফেন উৎপন্ন হয়, সেইরূপই পরমাত্মা হইতে আকাশাদি উৎপন্ন"। অথবা যোগবাশিষ্ঠ বলিতেছেন:—"চিত্তং স্বভাবাৎ স্ফুরতি চিতঃ, ফেন ইবাম্ভসঃ"॥ উৎ—৬৪—৩) "ফেন জলও নয়,

জল হইতে অত্যন্ত ভিন্নও নয়, কারণ জল পরিত্যাগ করিলে আর ফেন দেখা যায় না। কিন্তু জল স্বচ্ছ, মলরূপ ফেন হইতে অন্য। পরমাত্মাও সেইরূপ ফেনস্থানীয় নামরূপ হইতে অন্য, শুদ্ধ, নির্ম্মল, এবং নামরূপ হইতে ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত"। *

শিষ্য প্রশ্ন করিতেছেন—"হে ভগবন্ এই দেহ যখন দহ্যমান বা ছিদ্যমান হয়, তখন বেদনা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। ক্ষুধাদিজন্য দুঃখেরও আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি জন্মে। অপরদিকে পরমাত্মা "অপহতপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুঃ"। পরমাত্মা হইতে ভিন্ন প্রকার হইয়া, এবং নানারূপ সংসারধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া, আমি কিরূপে পরমাত্মাকে আমার আত্মারূপে, অথবা এই সংসারি আমার আত্মাকে পরমাত্মারূপে "অগ্নিমিব শীতত্বেন" অনুভব করিব ?

গুরু উত্তর করিতেছেন—"দাহাদিসমানাশ্রয়ৈব বেদনা" অর্থাৎ যেখানে দাহাদি সেখানেই বেদনা,—দাহাদির উপলব্ধি*কর্ত্তাতে নয়। যখন কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর—"তোমার বেদনা কোথায় ? লোকে তখন বলে আমার মাথাতে, বুকে, বা উদরে বেদনা। "ন তুপলব্ধরি"। কেহ বলে না যে উপলব্ধিকর্ত্তা (subject) আত্মার মধ্যে বেদনা যদি উপলব্ধিকর্ত্তা আত্মার মধ্যে বেদনা হইত, তবে তাহা "চক্ষুর্গতরূপবৎ"—সেই আত্মার উপলব্ধির ও বিষয় হইত না, অর্থাৎ চক্ষু যেমন নিজের রূপ নিজে দেখিতে পায় না, আত্মাও সেইরূপ নিজের বেদনা নিজে অনুভব করিতে পারিত না। গ্রাহক আত্মা "ইদমিত্থম্"—এই প্রকার কোন পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বিষয় নয়। কিন্তু দাহাদিসমানাশ্রয়ত্বেন উপলভ্যমানত্বাৎ দাহাদিবৎ কর্ম্মভূতৈব বেদনা। ভাবরূপত্বাচ্চ সাশ্রয়া তণ্ডুল-পাকবৎ।"

শিষ্যঃ—"কিমাশ্রয়াঃ পুনঃ রূপাদিসংস্কারাদয়ঃ"—রূপাদির সংস্কার † (Impression) অথবা পরিণামাদির আশ্রয় তবে কি ? গুরুঃ—"যত্র কামাদয়ঃ"। কামাদি যাহাকে আশ্রয় করে, রূপাদির সংস্কারও তাহাকেই আশ্রয় করে। শিষ্যঃ—"ক্ব পুনস্তে কামাদয়ঃ" কামাদিই বা কাহাকে আশ্রয় করে ? গুরুঃ—

---

* "প্রসন্নাদিব সলিলাৎ মলমিব ফেনং"—"ন সলিলং ন চ সলিলাদত্যন্তং ভিন্নং ফেনং, সলিলব্যতিরেকেণ অদর্শনাৎ ; সলিলং তু স্বচ্ছং, অন্যৎ ফেনাৎ মলরূপাৎ। এবং পরমাত্মা নামরূপাভ্যামন্যঃ ফেনস্থানীয়াভ্যাং, শুদ্ধঃ প্রসন্ন-স্তদ্বিলক্ষণঃ"।

† "সংস্কার-মাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ" ঃ—তর্কসংগ্রহ।

"বুদ্ধাবেব"—বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে। ইচ্ছাদ্বেষাদি সকলই ক্ষেত্রস্বরূপ বিষয়ের (object) ধর্ম্ম। জ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মার (subject) ধর্ম্ম নয়। অতএব রূপাদিসংস্কারজনিত অশুদ্ধির সহিত সম্বন্ধের অভাব হেতু জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত নয়।—"ইচ্ছাদ্বেষাদি চ ক্ষেত্রস্যৈব বিষয়স্য ধর্ম্মো নাত্মনঃ। অতো রূপাদিসংস্কারাদ্যশুদ্ধিসম্বন্ধাভাবাৎ ন পরস্মাৎ আত্মনো বিলক্ষণত্বমিতি প্রত্যক্ষাদি-বিরোধাভাবাৎ যুক্তং পর এবাত্মাহং। (উপদেশসহস্রী —শিষ্যানুশাসন)।

গুরু আবার বলিতে লাগিলেন—"তুমি অসংসারী পরমাত্মা হইয়াও 'আমি সংসারী' এইরূপ বিপরীত অনুভব করিতেছ।—অকর্ত্তাকে কর্ত্তা, অভোক্তাকে ভোক্তা, বিদ্যমানকে অবিদ্যমান, অনুভব করিতেছ। এইরূপ অনুভব করারই নাম অবিদ্যা". "অবিদ্যা নাম অন্যস্মিন্ অন্যধর্ম্মাধ্যারোপণা।" "দেহ আর আত্মা স্থানু-পুরুষের ন্যায় বিভিন্ন প্রত্যয়ের বিষয়রূপে প্রসিদ্ধ নয়, বরং সর্ব্বদা এক অভিন্ন প্রত্যয়ের বিষয়রূপেই প্রসিদ্ধ"। 'এই দেহ' 'ঐ আত্মা' এইরূপ ব্যবধানযুক্ত পৃথক্ প্রত্যয়দ্বারা লোকে দেহ এবং আত্মার পৃথক্ উপলব্ধি করে না। এ জন্যই লোকসকল আত্মানাত্মবিচার-বিষয়ে পুনঃ পুনঃ মোহগ্রস্ত হয়"। শঙ্করের মতে উপলব্ধিকারক আত্মার স্বরূপই নিত্য-উপলব্ধি। "নিত্যোপলব্ধিমাত্র এব হি উপলব্ধা। ন তু তার্কিকসময় ইব অন্যা উপলব্ধিঃ অন্য উপলব্ধা চ"—"উপলব্ধা নিত্য-উপলব্ধিস্বরূপ। তার্কিকদিগের যে মত—উপলব্ধি হইতে উপলব্ধা পৃথক্, তাহা নয়"।

অনন্তর শঙ্কর আগন্তক ধর্ম্ম বা উপাধি (accident), এবং আত্মভূত ধর্ম্ম বা স্বরূপের (Property) প্রভেদ এইরূপে প্রদর্শন করিতেছেন ঃ—"যাহার অনুভূতি মাঝে মাঝে হয়, সর্ব্বদা হয় না,—"বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, ন তু সন্ততং" তাহাই আগন্তক বা উপাধি, তাহা আত্মভূত বা স্বরূপ নয়। স্বপ্নজাগরিত যদি আত্মার আত্মভূত বা স্বরূপ হইত, তবে আত্মার চৈতন্যস্বরূপের ন্যায় স্বপ্নজাগরিত ও স্বতঃসিদ্ধ এবং সন্তত বা অবিচ্ছিন্ন হইত ঃ—"যদি স্বপ্নজাগরিতে তবাত্মভূতে, চৈতন্যস্বরূপবৎ স্বতঃসিদ্ধে সন্ততে এব স্যাতাং"। "কিং চ ন তব আত্মভূতে, ব্যভিচারিত্বাৎ বস্ত্রাদিবৎ"। স্বপ্নজাগরিত তোমার আত্মভূত নয়, যেহেতু বস্ত্রাদির ন্যায় তাহা ব্যভিচারী, অর্থাৎ কখনও থাকে, কখনও থাকে না। "ন হি

যস্য যৎ স্বরূপং তত্তব্যভিচারি দৃষ্টং।" যাহার যাহা স্বরূপ তাহার সহিত তাহার ব্যভিচার বা বিচ্ছেদ দৃষ্ট হয় না। শত বর্ষ চেষ্টা করিয়াও প্রতিপন্ন করা যায় না যে "চৈতন্যস্বরূপত্ব (আত্মার) আগন্তুক ধর্ম্ম বা উপাধি, অথবা অচৈতন্য তাহার আগন্তুক ধর্ম্ম বা উপাধি নয়।"

"সংসারে দেখা যায় যাহা যাহা প্রমেয় তাহাই তাহার প্রমাতা হইতে, প্রমাতার ইচ্ছা, স্মৃতি, এবং প্রমাণের জন্মদ্বারা ব্যবহিত হইয়া সিদ্ধ হয়, অন্যরূপে নয়। অবগতি প্রমেয়-বিষয়কই দেখা যায়। কিন্তু প্রমাতার নিজের প্রমাতাকে তাহার আপনা হইতে ইচ্ছাদির অন্যতম কিছুদ্বারাই ব্যবহিত কল্পনা করা যায় না। স্মৃতিও স্মর্ত্তব্য-বিষয়ক, স্মর্ত্তৃ-বিষয়ক নয়। ইচ্ছারও সেইরূপ ইষ্ট-বিষয়কত্ব, ইচ্ছাবান্-বিষয়কত্ব নয়। স্মৃতির স্মর্ত্তৃ-বিষয়ত্ব, অথবা ইচ্ছার ইচ্ছাবদ্বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে, উভয়ত্রই অনবস্থাদোষ অপরিহার্য্য।

'সাঙ্খ্যপ্রবচন' সূত্র করিতেছেন:—"সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য" ॥ ১—৬৬। যাহা কিছু সংহত বা শয্যাসনাদির ন্যায় অবয়বাদির সংযোগজনিত, পরের প্রয়োজন সাধনই সে সকলের উদ্দেশ্য,—এই অনুমানদ্বারাই প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌রূপে পুরুষের উপলব্ধি সিদ্ধ হয়। উপদেশ-সহস্রীতে গুরুও বলিতেছেন:— "যাহা চৈতন্যরহিত তাহা সংহত বা অবয়বসংযুক্ত, অতএব তাহার পরার্থত্ব, অনেকত্ব, এবং নাশিত্ব। যাহার নিজের কোন স্বার্থ নাই, তাহার স্বতঃসিদ্ধত্বের অভাব। কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ আত্মা স্বতঃসিদ্ধ, অতএব প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ, যেহেতু চৈতন্যের সহিত আত্মার কখনও ব্যভিচার নাই।" শিষ্য:—"সুষুপ্তিকালে চৈতন্য অথবা অন্য কিছুই ত আমি দেখিতে পাই না"। গুরু:—"তবেই তুমি সুষুপ্তিকালেও দৃষ্টিশালী হইতেছ। যে হেতু তুমি দৃষ্ট বিষয়েরই মাত্র প্রতিষেধ করিতেছ, দৃষ্টির প্রতিষেধ করিতেছ না। তোমার যে দৃষ্টি তাহাই চৈতন্য,—যাহা বিদ্যমান থাকাতে "কিছুই দেখি নাই" বলিয়া তুমি দৃষ্ট বিষয়ের প্রতিষেধ করিতে পারিতেছ, তাহাই দৃষ্টি, তাহাই চৈতন্য। অতএব সর্ব্বত্র সর্ব্বদা চৈতন্যের অব্যভিচার বা অবিচ্ছেদ হেতু তাহার কূটস্থনিত্যত্ব স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে। তাহা কোন প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না।* অপর দিকে যে কোন প্রমেয় সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাতা

* "পশ্যন্ তর্হি সুষুপ্তে ত্বং, যস্মাৎ দৃষ্টমেব প্রতিষেধসি ন দৃষ্টিং। যা তব দৃষ্টিঃ তচ্চৈতন্যং। যয়া ত্বং বিদ্যমানয়া ন কিঞ্চিৎ দৃষ্টমিতি প্রতিষেধসি

হইতে অন্য, তাহারই সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞানলাভ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সাপেক্ষ। আর যাহা অন্যরূপ, যাহা নিত্য-পরিচ্ছিত্তি বা জ্ঞানস্বরূপ, অপরিচ্ছিত্তিস্বরূপ বা অচৈতন্যস্বরূপ বিষয়ের পরিচ্ছেদ বা জ্ঞানলাভ নিয়ত যাহার অপেক্ষা করে, তাহা নিত্যকূটস্থ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ। তৎস্বভাবত্বহেতু,—অর্থাৎ উপলব্ধি বা চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ হওয়াতে, তাহার নিজের প্রমাণত্ব অথবা প্রমাতৃত্ব অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না।

যদি বল ঃ—"প্রমাতৃবিষয়ক অবগতির অনুৎপত্তি স্বীকার করাতে প্রমাতা অনবগতই থাকিয়া যায় ('Unknown and uokwoowable"), তাহা নয়, যেহেতু অবগন্তার যে অবগতি তাহা অবগন্তব্য-বিষয়ক। তাহার অবগন্তৃ-বিষয়ত্ব স্বীকার করিলে পূর্ব্ববৎ অনবস্থা দোষ। অতএব আত্মা সম্বন্ধে যে অবগতি তাহা কূটস্থ-নিত্য আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ। অন্য কিছুর অপেক্ষা না করিয়াই তাহা সিদ্ধ। * আত্মা ভিন্ন কোন অচেতন বস্তু আপনি আপনার প্রমাণ এরূপ দৃষ্ট হয় না। স্বতঃসিদ্ধত্ব এবং (অবগতি-ক্রিয়ার) অবিষয়ত্ব অন্য কিছুরই পক্ষে সম্ভবপর নয়।" শিষ্য আপত্তি

সা দৃষ্টিঃ। তচ্চৈতন্যং। তর্হি সর্ব্বত্র অব্যভিচারাৎ কূটস্থনিত্যত্বং সিদ্ধং স্বত এব, ন প্রমাণাপেক্ষং। স্বতঃসিদ্ধস্য হি প্রমাতুঃ অন্যস্য প্রমেয়স্য পরিচ্ছিত্তিং প্রতি প্রমাণাপেক্ষা"।

* "প্রমাতুশ্চেৎ প্রমাণাপেক্ষাসিদ্ধিঃ কস্য প্রমিৎসা স্যাৎ। যস্য প্রমিৎসা স এব প্রমাতা। তদীয়া চ প্রমিৎসা প্রমেয়বিষয়ৈব, ন প্রমাতৃবিষয়া, প্রমাতৃ-বিষয়ত্বে অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ, প্রমাতুঃ তদিচ্ছায়াশ্চ তস্যাপ্যন্যঃপ্রমাতা তস্যাপ্যন্য ইতি। প্রমাতুঃ আত্মনঃ অব্যবহিতত্বাচ্চ প্রমেয়ত্বানুপপত্তিঃ। নন্থ প্রমাতৃ-বিষয়াবগত্যনুৎপত্তৌ অনবগত এব প্রমাতা স্যাদিতি চেৎ, ন, অবগন্তুঃ অবগতেঃ অবগন্তব্য-বিষয়ত্বাৎ। অবগন্তৃবিষয়ত্বে চানবস্থা। অবগতিশ্চাত্মনি কূটস্থনিত্যাত্মজ্যোতিঃ অন্যতঃ অনপেক্ষৈব সিদ্ধা, অগ্ন্যাদিত্যাদ্যুষ্ণপ্রকাশবৎ।' (উপ—কূট—১০১)। (উপদেশসহস্রীর নান্যদন্যৎ প্রকরণেও শঙ্কর বলিতে-ছেন, ব্রহ্ম জ্ঞেয় নয়, নিত্য-জ্ঞাত ঃ—"অদৃষ্টং দ্রষ্টৃবিজ্ঞাতং দভ্রমিত্যাদিশাসনাৎ। নৈব জ্ঞেয়ং ময়ান্যৈর্বা পরংব্রহ্ম কথংচন ॥৩৯॥ স্বরূপাব্যবধানাভ্যাং জ্ঞানালো-কস্বভাবতঃ। অন্যজ্ঞানানপেক্ষত্বাজ্জ্ঞাতং ব্রহ্ম সদা ময়া" ॥৪০)॥

গুরু আরো বলিতে লাগিলেন ঃ—"ন হি আত্মনঃ অন্যৎ অচেতনং বস্তু স্বপ্রমাণকং দৃষ্টং" "অন্যস্য স্বতঃসিদ্ধত্বাবিষয়ত্বাদ্যনুপপত্তেঃ।" শিষ্য আবার আপত্তি করি-তেছেন, "অবগতিঃ প্রমাণানাং ফলং। সা চ অবগতিঃ কূটস্থা স্বয়ংসিদ্ধাত্ম-জ্যোতিঃস্বরূপা ইতি চ বিপ্রতিবিদ্ধং"। গুরু সেই আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন,

করিতেছেন ঃ—“এক দিকে বলা হইতেছে,অবগতি প্রমাণেরই ফল, অপরদিকে বলা হইতেছে, আত্মা সম্বন্ধে যে অবগতি তাহা কূটস্থা স্বয়ংসিদ্ধ-আত্মজ্যোতিঃ-স্বরূপা। ইহা বিরুদ্ধ।” গুরু ঃ—“বিরুদ্ধ নয়”। শিষ্যঃ—“তবে অবগতির প্রমাণ-ফলত্ব কিরূপ”? গুরুঃ—“তন্তোপচারাৎ” (অর্থাৎ অবগতির প্রমাণফলত্ব উপচারমাত্র)। কূটস্থ-নিত্য হইয়াও প্রত্যক্ষাদি-প্রত্যয়-বিষয়ক হওয়াতে, প্রত্যক্ষাদিপ্রত্যয়ের পর সেই প্রত্যক্ষাদি প্রত্যয়-বিষয়ক অবগতি লক্ষিত হয়। প্রত্যক্ষাদি-প্রত্যয়ের অনিত্যত্ব অনুসারে সেই অবগতিকেও অনিত্য বলা হয়। এজন্যই অবগতির প্রতি “প্রমাণের ফল” এইরূপ উপচার সিদ্ধ হয়।

শিষ্য ঃ—“হে ভগবন্ তাহাই যদি হয়, তবে কূটস্থনিত্যা অবগতি আত্মজ্যোতিঃস্বরূপা * হওয়াতে স্বয়ংসিদ্ধা। কারণ আত্মার সম্বন্ধা অবগতি প্রমাণনিরপেক্ষ। আত্মা ভিন্ন অচেতন পদার্থজাত অবয়বসংযোগদ্বারা কার্য্য করে,

“কূটস্থা নিত্যাপি সতী প্রত্যক্ষাদিপ্রত্যয়ান্তে লক্ষ্যতে তাদর্থ্যাৎ। প্রত্যক্ষাদি-প্রত্যয়স্য অনিত্যত্বে অনিত্যেব ভবতি, তেন প্রমাণানাং ফলং ইত্যুপচর্য্যতে”। শিষ্যের সংশয় ছেদন হইলে পর, শিষ্য বলিতে লাগিলেন ঃ—“যদ্যেবং ভগবন্ কূটস্থ-নিত্যাবগতিঃ আত্মজ্যোতিস্বরূপৈব স্বয়ংসিদ্ধা, আত্মনি প্রমাণনিরপেক্ষত্বাৎ, ততোহন্যৎ অচেতনং সংহত্যকারিত্বাৎ পরার্থং। যেন চ সুখদুঃখমোহহেতু-প্রত্যয়াবগতিরূপেণ পারার্থ্যং তেনৈব স্বরূপেণ অনাত্মন অস্তিত্বং, নান্যেন রূপান্তরেণ। অতো নাস্তিত্বমেব পরমার্থতঃ” যথা হি লোকে রজ্জুসর্প-মরীচ্যুদকাদীনাং তদবগতিব্যতিরেকেণ অভাবো দৃষ্টঃ, এবং জাগ্রৎস্বপ্নদ্বৈত-ভাবস্যাপি তদবগতিব্যতিরেকেণ অভাবো যুক্তঃ। এবমেব পরমার্থতঃ অব-গতেঃ আত্মজ্যোতিষঃ নৈরন্তর্য্য-ভাবাৎ কূটস্থনিত্যতা, অদ্বৈতভাবশ্চ সর্ব্বপ্রত্যয়-ভেদেষু অব্যভিচারাৎ। প্রত্যয়ভেদাশ্চ অবগতিং ব্যভিচরন্তি। যথা স্বপ্নে নীলপীতাদ্যাকারভেদরূপাঃ প্রত্যয়াঃ তদবগতিং ব্যভিচরন্তঃ পরমার্থতো ন সন্তীত্যুচ্যন্তে, এবং জাগ্রত্যপি নীলপীতাদি-প্রত্যয়ভেদাঃ তামেবাবগতিং ব্যভি-চরন্তঃ অসত্যরূপাঃ ভবিতুমর্হন্তি। তস্যাশ্চ অবগতেরন্যঃ অবগন্তা নাস্তি ইতি ন স্বেন স্বরূপেণ স্বয়মুপাদাতুং হাতুং বা শক্যতে, অনন্যস্য চাভাবাৎ”। গুরু বলিলেন ঃ—“তথৈবেতি। এষা অবিদ্যা যন্নিমিত্তঃ সংসারো জাগ্রৎস্বপ্নলক্ষণঃ। তস্যা অবিদ্যায়াঃ বিদ্যা নিবর্ত্তিকা”। উপদেশ-সহস্রী কূটস্থাদ্বয়স্থ-বোধপ্রকরণ। Compare H. spencer's "substance of mind unknowable" in his psychology.

* অবগতি হি প্রমা। তস্যাঃ স্মৃতীচ্ছাদি-পূর্ব্বিকায়াঃ অনিত্যায়াঃ, কূটস্থ-নিত্যায়া বা, ন স্বরূপবিশেষো বিদ্যতে। নিত্যাবগতিস্বরূপেঽপি প্রমাতরি প্রমাতৃত্ব ব্যপদেশো ন বিরুদ্ধ্যতে ফলসামান্যাৎ।” (উপদেশ—কূট—১০৩)।

অতএব পরার্থক। সুখদুঃখমোহের হেতুভূত প্রত্যয়াবগতিরূপত্ব হেতু যেরূপ অনাত্মার পরার্থতা, সেইরূপ সেই সকল প্রত্যয়াবগতিরূপেই অনাত্মার অস্তিত্ব। অন্য কোন রূপান্তরে তাহার অস্তিত্ব নাই। অতএব পরমার্থতঃ অনাত্মার অস্তিত্বাভাবই সত্য। সংসারে যেমন রজ্জুসর্প অথবা মরীচ্যুদকাদির তদবগতি ব্যতিরেকে অভাবই দৃষ্ট হয়, সেইরূপ জাগ্রৎস্বপ্নগত দ্বৈতভাবের ও তদবগতি ব্যতিরেকে অভাবই যুক্তিসঙ্গত—"esse is percepi"। আত্মজ্যোতিস্বরূপ অবগতির (consciousness) নৈরন্তর্য্যভাবহেতু কূটস্থনিত্যতা, এবং সর্ব্বপ্রত্যয়ভেদে আত্মজ্যোতির অব্যভিচার হেতু অদ্বৈতভাব। কিন্তু অবগতির (Consciousness) সহিত প্রত্যয়ভেদসকলের (Percepts ব্যভিচার বা বিচ্ছেদ আছে। স্বপ্নগত নীলপীতাদি আকারভেদরূপ প্রত্যয়-সকলের (Percepts) যেমন অবগতির (consciousness) সহিত ব্যভিচার বা বিচ্ছেদ আছে বলিয়া পরমার্থতঃ তাহা নাই, এরূপ বলা হয়, জাগ্রৎকালীন নীলপীতাদি প্রত্যয়ভেদ সকলও সেইরূপ। তাহাদেরও অবগতির সহিত ব্যভিচার বা বিচ্ছেদ হেতু তাহারাও অসত্যরূপই হইবে। আবার সেই অবগতির (consciousness) অবগতি হইতে পৃথক্ কোন অবগন্তা (Subject) নাই, অতএব অন্য গ্রাহকের অভাব। সেই অবগতি আপনার স্বরূপদ্বারাও আপনাকে গ্রহণ করিতে অথবা ত্যাগ করিতে পারে না।" গুরু বলিলেনঃ—"এ কথাই ঠিক্ এই আত্মা বা অবগতির এবং অনাত্মা বা নীলপীতাদি প্রত্যয়ভেদের অবিবেকই অবিদ্যা। তাহাই এই জাগ্রৎস্বপ্নলক্ষণ সংসারের কারণ। বিদ্যা বা আত্মানাত্মবিবেক এই অবিদ্যার নিবর্ত্তক।" উপদেশ-কূট—১১০। তত্ত্বমতি-প্রকরণে (১১৮) শঙ্কর অবগতি (Consciousness), প্রত্যয় (Percept), এবং বাহ্য বিষয় (sensible objects), এই তিনের সম্বন্ধবিষয়ে বলিতেছেন যে অবগতিদ্বারা সংব্যাপ্ত হইলেই বিষয়াকৃতিযুক্ত প্রত্যয় জন্মে। সেই প্রত্যয়ের যে আকার তাহারই নাম বাহ্য বিষয়। "অবগত্যা হি সংব্যাপ্তঃ প্রত্যয়ো বিষয়াকৃতিঃ। জায়তে স যদাকারঃ স বাহ্যো বিষয়ো মতঃ।" "উপাধিভেদে যেমন স্ফটিকের ভেদ, অবগতিরও অশুদ্ধি এবং পরিণামাদি ভেদ—সকলই সেইরূপ প্রত্যয়-সংযোগ-জনিত। রূপাদি বাহ্য বিষয়ের গ্রাহ্যত্ব হেতু যেমন তাহার গ্রাহক তাহা হইতে ভিন্ন, প্রত্যয় সম্বন্ধেও সেইরূপ, ব্যঞ্জকত্বহেতু প্রদীপের ন্যায়, তাহার গ্রাহক তাহা হইতে অন্য। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের মনন এবং নিদিধ্যাসনদ্বারা জীব যেরূপে আপনাকে অসংসারী পরমাত্মা বলিয়া

জানিতে পারে, শঙ্কর তাহা 'দশম-ন্যায়ে'র দৃষ্টান্তদ্বারা এইরূপে বর্ণন করিতেছেন ঃ—"দশমস্ত্বমসীত্যেবং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যতঃ। স্বমাত্মানং বিজানাতি কৃৎস্নান্তঃকরণেক্ষণং।" অথবা ব্রহ্মা একবার বলিবামাত্রই, রাম যেমন জানিয়াছিলেন যে তিনি বিষ্ণু, তাহার সেই জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে অন্য কোন যত্নান্তরের উল্লেখ নাই. এস্থলেও সেইরূপ।" "ব্রহ্মা দাশরথের্যদ্বদুক্ত্যৈবাপানুদত্তমঃ। তস্য বিষ্ণুত্বসংবোধে ন যত্নান্তরমূচিবান্॥" (উপদেশ-সহস্রী—তত্ত্বমতি—১০১)।

এইরূপ নরুণ-চেরা দন্তভাঙ্গা বিচারই শঙ্করের আত্মানাত্মবিবেক। আত্মানাত্মবিবেকের পূর্ণবিকাশই শঙ্করের ব্রহ্মবিদ্যা। শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে বলিতেছেন ঃ—"ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা। কিং তর্হি? প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ বিষয়-বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্রৈব। নহি শাস্ত্র মিদন্তয়া বিষয়ভূতং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষতি। কিং তর্হি? প্রত্যগাত্মত্বেনাবিষয়তয়ৈব প্রতিপাদয়ৎ অবিদ্যাকল্পিতং বেদ্য-বেদিতৃ-বেদনাদি-ভেদমপনয়তি। ব্রহ্মভাবশ্চমোক্ষঃ, তস্মান্ন সংস্কার্য্য স্তস্মাৎ জ্ঞান মেকং মুক্ত্বা ক্রিয়ায়া গন্ধমাত্রস্যা প্যনুপ্রবেশ ইহনোপপদ্যতে।" (ব্র-সূ-১-১-৪)॥ "ব্রহ্মবিদ্যা কল্পনাদি মানস ক্রিয়ারূপ কোন পুরুষ-ব্যাপারের অধীন নয়। তবে কি? প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ীভূত বস্তুজ্ঞানের ন্যায় বস্তুতন্ত্র। শাস্ত্র "ইদমিত্থং"রূপে ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্নজ্ঞানের বিষয়ীভূত প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করে না। তবে কি? প্রত্যগাত্মত্ব বা সকলের অন্তরস্থ আত্মত্ব বা জ্ঞাতৃত্বহেতু ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্নজ্ঞানের অবিষয়ীভূত প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্র অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানাদি ভেদবুদ্ধি দূর করে। ব্রহ্মভাবই মোক্ষ। অতএব মোক্ষ ক্রিয়াদিজনিতসংস্কারের* ফল নয়। অতএব একমাত্র জ্ঞান ভিন্ন মোক্ষলাভ সম্বন্ধে ক্রিয়ার গন্ধমাত্রেরও অনুপ্রবেশ নাই।" সংসার এবং মোক্ষ সম্বন্ধে শঙ্কর আবার বলিতেছেন ঃ—"অবিদ্যাবস্থায়াং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাবিবেকদর্শিনো জীবস্যাবিদ্যাতিমিরান্ধস্য সতঃ পরস্মাদাত্মনঃ কর্ম্মাধ্যক্ষাৎ ঈশ্বরাৎ তদনুজ্ঞয়া কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণস্য সংসারস্য সিদ্ধি স্তদনুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধিঃ ভবিতুমর্হতি।" (ব্র-সূ-২-৩-৪১)। অবিদ্যাবস্থায় দেহমনাদি কার্য্য-করণসঙ্ঘাতকে আত্মা হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখিতে অক্ষম হইয়া জীব যতক্ষণ অবিদ্যাতিমিরান্ধ থাকে, ততক্ষনই কর্ম্মাধ্যক্ষ ঈশ্বররূপী পরমাত্মা হইতে তাঁহারই অনুজ্ঞাতে, জীবের কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণ সংসারসিদ্ধি হয়। আবার তাঁহারই

* সংস্কারোহি নাম কার্য্যান্তর-যোগ্যতাকরণং।"—শ্রীভাষ্যে—১—১—১

অনুগ্রহহেতু বিজ্ঞান বা আত্মানাত্ম-বিবেক লাভ হইলে জীবের মোক্ষ-সিদ্ধি ও হইতে পারে।" পাঠক লক্ষ্য করিবেন, শঙ্করেরও মতে মোক্ষ লাভ মূলতঃ ব্রহ্মকৃপার ফল।

শঙ্করের মতে এই আত্মানাত্মবিবেকাত্মক ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপায় কি? আমাদের ভাষায় বলিতে গেলে, আত্মানুসন্ধান এবং চরিত্র-গঠন। শঙ্কর তাঁহার উপদেশ-সহস্রীতে উপায় সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেনঃ—"ত্যক্ত্বাতোঽন্য-শাস্ত্রোক্তৌ মতিং কুর্য্যাৎ দৃঢ়াং বুধঃ",(৬৫)। "শ্রদ্ধাভক্তী পুরস্কৃত্য হিত্বা সর্ব্বমনার্জ্জবং। বেদান্তস্যৈব তত্ত্বার্থে ব্যাসস্যাভিমতে তথা" —(৬৬), "ন তত্ত্বদৃক্ শাঠ্যমতির্হি কশ্চন" (৭০), (পার্থিব-প্রকরণ)। "চিত্তে হ্যাদর্শবৎ যস্মাৎ শুদ্ধে বিদ্যা প্রকাশতে। যমৈর্নিত্যৈশ্চ নিয়মৈস্তপোভিস্তস্য শোধনং ॥ ২২ ॥ শারীরাদি তপঃ কুর্য্যাৎ তদ্বিশুদ্ধ্যর্থ মুত্তমং ॥২৩॥ মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ। তজ্জ্যায়ঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ স ধর্ম্মঃ পরউচ্যতে।"২৪ ॥ সম্যঙ্‌মতি॥ শঙ্করের মতে সকলের প্রথম সাধনা শ্রদ্ধা, ভক্তি, সরলতা, এবং মনন। বেদান্তের তাৎপর্য্য গ্রহনে, এবং ব্যাসের উপদেশের মর্ম্মগ্রহণে দৃঢ়মতি হইতে হইবে,—কারণ তিনি বলিতেছেনঃ—"শাস্ত্র-যুক্তিবিরোধাৎ—অন্য শাস্ত্রোক্তা ন'। দর্ত্তব্যা"—যুক্তির সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধহেতু সে সকল শাস্ত্র আদরের অযোগ্য। "শঠলোকের কখনো তত্ত্বদৃষ্টিলাভ হয় না।" "যেহেতু নির্ম্মল আদর্শের ন্যায় বিশুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ লাভ করে, অতএব উত্তমরূপ চিত্তশুদ্ধিলাভার্থ নিত্য যম, নিয়ম, * এবং তপঃ বা একাগ্রতা সাধন করিবে।" তপঃ কি? শঙ্কর নিজেই বলিতেছেন, "মন এবং ইন্দ্রিয়সকলের একাগ্রতাসাধনই পরম তপঃ। তাহাই সকল ধর্ম্মের প্রথম, সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ।" 'যম' কি? "সকলই ব্রহ্ম ইহা জানিয়া ইন্দ্রিয়সকলের যে 'সংযম' তাহাই যম"। 'নিয়ম' কি? "সজাতীয় অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তার অনুকূল মনোবৃত্তির প্রসার, এবং বিজাতীয় অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তার প্রতিকূল চিন্তার বর্জ্জনের নাম নিয়ম"। যদিও "দেবী-চতুঃষষ্ঠ্যুপচার-পূজা-স্তোত্র" প্রভৃতি অধুনা শঙ্করের রচনা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি বলি-উপহারাদিসহ দেবদেবীপূজাসম্বন্ধে উপদেশ-সহস্রীতে গুরু-শিষ্য-সম্বাদের মুখে

---

* "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাৎ ইন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ।
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো মুহুর্মুহুঃ ॥১০৪॥
সজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ। নিয়মো হি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥১০৫॥ অপরোক্ষানুভূতি।

শঙ্কর স্বয়ং আপনার মত এইরূপে প্রকাশ করিতেছেন :—

শিষ্য। "অন্য এবাহমজ্ঞঃ সুখী, দুঃখী, বদ্ধঃ, সংসারী। অন্যোঽসৌ মদ্বিলক্ষণঃ অসংসারী দেবঃ, তমহং বল্যুপহার-নমস্কারাদিভিঃ বর্ণাশ্রমকর্ম্মভিশ্চারাধ্য সংসার-সাগরাৎ উত্তিতীর্ষুরস্মি। কথমহং স এব।"

আচার্য্য। "নৈবং সৌম্য প্রতিপত্তুমর্হসি। প্রতিষিদ্ধত্বাৎ ভেদপ্রতিপত্তেঃ। কর্ম্মণাং তৎসাধনানাং চ যজ্ঞোপবীতাদীনাং পরমাত্মাভেদ-প্রতিপত্তি-বিরুদ্ধতাৎ প্রতিষেধঃ কৃতোঃ বেদিতব্যঃ।" শিষ্যানুশাসন—৩০॥ ঈশ্বর-উপাসনা বিষয়ে শঙ্করের মত কিরূপ? তিনি বাহ্য অথবা মানস কোনরূপ অনাত্মার উপাসনার বিরোধী। উপদেশ-সহস্রীর ঈশ্বরাত্মপ্রকরণে শঙ্কর উপদেশ করিতেছেন যে উপাসক ঈশ্বরকেই আপনার আত্মা বলিয়া ধারণা করিবে। "ঈশ্বরশ্চেদনাত্মা স্যান্নাসাবস্মীতি ধারয়েৎ। আত্মা চেদীশ্বরোঽস্মীতি বিদ্যা সান্যনিবর্ত্তিকা"॥ ঈশ্বরাত্ম-প্রকরণ—১॥ "ঈশ্বর যদি অনাত্মা হয় (অর্থাৎ উপাসকের আত্মা হইতে উপাস্য ঈশ্বর যদি অন্য হয়) তবে তাঁহার প্রতি উপাসকের "অস্মি" ("ব্রহ্মাহমস্মি") এই ধারণা হইতে পারে না। (উপাস্য ঈশ্বর উপাসকের) আত্মা হইলে "ঈশ্বরোঽস্মি" (অথবা "ব্রহ্মাহমস্মি) এই ধারণা সম্ভব। তাহারই নাম বিদ্যা (বা ব্রহ্মবিদ্যা)। তাহাই অবিদ্যার নিবর্ত্তিকা"। ইহাদ্বারা আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি শঙ্কর বাহ্য অথবা মনঃকল্পিত কোনরূপ অনাত্মারই উপাসক (worshipper of the non-ego) ছিলেন না। আমরা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি যে শঙ্কর জীব-ব্রহ্মের প্রভু-ভৃত্যসম্বন্ধ অপেক্ষা অংশাংশীসম্বন্ধেরই অধিকতর পক্ষপাতী :—"চৈতন্যং চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োঃ যথাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োঃ রৌষ্ণ্যং, অতএব ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ" (সূত্রভাষ্য ২—৩—৪৩)। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে শঙ্করের "অংশ ইব" সম্বন্ধের সহিত রামানুজের "প্রভু-ভৃত্য" সম্বন্ধের কোন বিরোধ নাই, যেহেতু শঙ্কর ও জীব-ব্রহ্মের "উপকার্য্য-উপকারক" ভাব, এবং "ঈশিত্রীশিতব্যভাব" স্বীকার করেন।

শঙ্করের উপদেশ-সহস্রীর আদর্শ সর্ব্বাত্মসিদ্ধি। তাহার মতে সেই সর্ব্বাত্মতা-সাধকের অন্তরে পাপ, অশুদ্ধি, অথবা কামাদি বিকারের স্থান নাই :—"ব্রহ্মাদ্যাঃ স্থাবরান্তাঃ যে প্রাণিনো মম পূঃ স্মৃতাঃ। কামক্রোধাদয়ো দোষা জায়েরন্ মে কুতোঽন্যতঃ" ॥ সূক্ষ্মতা-ব্যাপিতা॥ "ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী—সকলি আমারই দেহ। অন্যত্বাভিমান হইতে কামক্রোধাদি যে

সকল দোষের উৎপত্তি হয়,আমার পক্ষে সে সকল দোষ কিরূপে সম্ভব হইবে।" শ্রীমদানন্দস্বামীও গান করিয়াছিলেন"আমার দেহের পরমাণু বলে,নিলেম আমি জগতের ভার।" বুদ্ধদেব আত্মসাক্ষাৎকারদ্বারা বুদ্ধত্বলাভ করিয়া তৃষ্ণাসংস্কারাদি সংসারের উপাদানকারণকে সম্বোধন করিয়া আনন্দভরে বলিয়াছিলেন :— "অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনির্ব্বিসং, গহকারকং গবসন্তো দুঃখ-জাতি পুনঃপুনং। গহকারক, দিট্‌টোঽসি পুন গেহং ন কহসি, সর্ব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং, বিসংখারং গতং চিত্তং তন্‌হানং খয়ম অগা॥" 'জন্ম-জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান, সে কোথা গোপনে আছে এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ। পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার, হে গৃহকারক, গৃহ না পারিবি রচিবারে আর। ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ চুরমার গৃহভিত্তিচয়, সংস্কারবিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়। (বৌদ্ধ ধর্ম্ম—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)॥ শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার উপদেশ-সহস্রীর শেষে 'ভেষজ-প্রয়োগ' প্রকরণে জীবন্মুক্তিপদ লাভ করিয়া আনন্দভরে মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

অভাবরূপং ত্বমসীহ হে মনো
নিরীক্ষ্যমানে ন হি যুক্তিতোঽস্তিতা।
সতোহ্নাশাদসতোঽপ্যজন্মতো
দ্বয়ং চ চেতস্তব নাস্তিতেষ্যতে ॥৮॥
দ্রষ্টা চ দৃশ্যং চ তথা চ দর্শনং
ভ্রমস্ত সর্ব্বস্তব কল্পিতো হি সঃ।
দৃশেশ্চ ভিন্নং নহি দৃশ্য মীক্ষতে
স্বপন্ প্রবোধেন তথা ন ভিদ্যতে ॥ ৯

হে মন, তুমি অভাবস্বরূপই, যেহেতু সূক্ষ্ম যুক্তিদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখাযায়, তোমার 'অস্তিতা'ই নাই। সতের যখন বিনাশ নাই, এবং অসতেরও যখন জন্ম নাই, তখন হে চেতঃ এই দুই কারণেই তোমার নাস্তিতাই অনুমিত হয়। দ্রষ্টা, দৃশ্য, এবং দর্শনাদি ভেদ সকলই ভ্রম, যেহেতু তোমাদ্বারা কল্পিত-মাত্র। দৃষ্টি হইতে ভিন্নরূপে কদাপি কোন দৃশ্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় না, অতএব স্বপ্ন হইতে জাগরণের কোন পার্থক্য নাই।"

১৪৪। মুক্তি বা মোক্ষের প্রামাণ্য বিচার।

ব্রহ্মসাধনার অথবা ব্রহ্মোপাসনার ফল মোক্ষ। সে মোক্ষ * কি? শঙ্কর বলিতেছেন ঃ—"ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ" (১—১—৪), অথবা "সর্ব্ব-দুঃখোপশমলক্ষণং পরমানন্দরূপং নির্ব্বাণং" (বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য)। কিন্তু এই মোক্ষ বা নির্ব্বাণ যে কাল্পনিক আকাশকুসুম নয়, ত্রিতাপ-জ্বালায় দীপ্তশিরা লোক যে সত্য সত্যই 'ব্রহ্মভাব' অথবা পরমানন্দশান্তির অবস্থা লাভ করিতে পারে, তাহার প্রমাণ কি? শঙ্কর বলিতেছেন ঃ—"শব্দমূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্দ-প্রমাণকং নেন্দ্রিয়প্রমাণকং" (২—১ —২৭—প্রথমভাগ পৃঃ—৮২)। শ্রুতিবচনই কি মোক্ষ সম্বন্ধেও একমাত্র প্রমাণ? শঙ্করাচার্য্য কেবল তর্ককে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। তিনি বলেন ঃ—"অনেক যত্ন করিয়া একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যাহা সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, তাহা অপেক্ষা বিচক্ষণতর অন্য এক ব্যক্তি সে সকলকে ভ্রম বলিয়া প্রদর্শন করেন। আবার শেষোক্ত ব্যক্তির নির্দ্ধা-রণকেও অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া ভ্রম বলিয়া প্রদর্শন করেন। অতএব 'পুরুষ-মতি-বৈরূপ্যাৎ" তর্কের স্থিরতা প্রমাণ করা যায় না"। ২-১-১১। তবে কি শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ে কেবল শ্রুতির উপরেই নির্ভর করিতে প্রস্তুত? তাহাও নয়। ব্রহ্মজ্ঞান, অথবা ব্রহ্মজ্ঞানফল—মোক্ষ সম্বন্ধে তিনি শ্রুতি-কেও সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য মনে করেন না। তিনি পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন ঃ— ,'ধর্ম্মসম্বন্ধে—(অর্থাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গাদিলাভ সম্বন্ধে) আগম যেমন অনুমানাদি অপর প্রমাণনিরপেক্ষ, ব্রহ্ম সম্বন্ধেও ত সেরূপই হওয়া উচিত।" একথার উত্তরে তিনি বলিতেছেন ঃ—"ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইত, যদি অনুষ্ঠেয়-স্বরূপ ধর্ম্মের ন্যায়, এই ব্রহ্মবস্তু ও প্রমাণান্তরের অগম্য একমাত্র শ্রুতিগম্য হইত। কিন্তু ব্রহ্ম পরিনিষ্পন্নস্বরূপ জানা যায় (অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহা বর্ত্তমানে আছে তাহা, অনুষ্ঠানসাধ্য স্বর্গাদি যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহার ন্যায় নয়)। পৃথিব্যাদির ন্যায় নিষ্পন্ন বস্তুমাত্রেরই সম্বন্ধে প্রমাণান্তরের স্থান আছে। শ্রুতিসকলের পরস্পরের মধ্যে যেমন বিরোধ দৃষ্ট হইলে প্রবলতর শ্রুতির তাৎপর্য্যদ্বারা অন্য সকলের ব্যাখ্যা করিতে হয়, সেইরূপ প্রবলতর প্রমাণান্ত-রের সহিত শ্রুতির বিরোধ দৃষ্ট হইলে সেই (প্রবলতর) প্রমাণান্তরের তাৎপর্য্য

* "অত্যন্তবিস্মৃতং বিশ্বং মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে। ঈপ্সিতানীপ্সিতে তত্র ন স্তঃ কাচন কস্যচিৎ।" যো—উৎ—২১-১১॥

দ্বারাই শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে হইবে।* যুক্তি বা বিচার দৃষ্টের সহিত তুলনাদ্বারা অদৃষ্ট বস্তু প্রমাণ করে ("argue from the known to the unknown"), অতএব যুক্তি অনুভবের (জ্যেষ্ঠ-প্রমার) সন্নিকৃষ্ট (এবং অনুভবের ন্যায় যুক্তিরও বিষয় দৃষ্ট, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়মনের অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎরূপে গ্রাহ্য বস্তু)। কিন্তু শ্রুতি ইতিহাসের ন্যায় স্বীয় অভিধেয়ের বর্ণনা করাতে পরোক্ষ, এবং অনুভবের বিপ্রকৃষ্ট বা অদৃষ্ট বিষয়ক (অর্থাৎ অপরোক্ষের বা ইন্দ্রিয়মনদ্বারা সাক্ষাৎভাবে গ্রাহ্যের বিপরীত-বিষয়ক)। অনুভবেতেই যাহার পর্য্যবসান, সেরূপ "সাক্ষাদপরোক্ষাৎ" ব্রহ্মবিজ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্ত্তক, এবং দৃষ্টফলত্ব হেতু তাহাই মোক্ষের সাধন † বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।" ·—১—৪। শঙ্করের মতে মোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞানের দৃষ্ট ফল। পাঠক লক্ষ্য করিবেন শঙ্কর এসম্বন্ধে স্বানুভূতি এবং বিচারের উপরে কতদূর জোর দিতেছেন। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে যোগবাশিষ্ঠের—"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি, অন্যত্তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।"—অথবা "স্বমননন-কলনানুসার একস্থিহ হি গুরুঃ পরমো. ন রাঘবান্যঃ" ॥—"নিজে বিচার দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, তাহার অনুসরণই পরম গুরু, হে রাঘব অন্য কোন গুরু নাই" (যোগবাশিষ্ঠ—উৎ - ৭৬—২), ইত্যাদিরই প্রতিধ্বনি করিতেছেন। মোক্ষসম্বন্ধে এবং সেই সঙ্গে ব্রহ্ম সম্বন্ধেও শঙ্করের মত যে বিচার এবং স্বানুভূতি শ্রুতি অপেক্ষাও প্রবলতর প্রমাণ। শঙ্কর অন্যত্র বলিতেছেন:—"ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রভৃতিই যে একমাত্র প্রমাণ তাহা নয়। শ্রুত্যাদি এবং অনুভবাদি উভয়ই যথাসম্ভব প্রমাণ, যেহেতু ব্রহ্মবিজ্ঞান ভূতবস্তুবিষয়ক, এবং অনুভবেই তাহার পর্য্যবসান, "অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য"—(১—১—২)। আবার বলিতেছেন:— "শ্রুতি 'মননের' বিধান করিয়া দেখাইতেছে যে তর্কের আদর করিতে হয়। কিন্তু এই বাক্যের উপরে নির্ভর করিয়া বলা যায় না যে শুষ্ক তর্কদ্বারা আত্মলাভ সম্ভব। এতদ্দ্বারা শ্রুত্যনুমোদিত তর্কই অনুভবের

* "অয়ং প্রপঞ্চো মিথ্যৈব, সত্যং ব্রহ্মাহমদ্বয়ং। অত্র প্রমাণং বেদান্তা গুরবোঽনুভবস্তথা" ॥ যো—উৎ—২১—৩৫ ॥

† 'ব্রহ্মজ্ঞানস্য তর্কবশাৎ অসম্ভাবনাদিনিরাসদ্বারা সাক্ষাৎকারাবসায়িন স্তদবিদ্যানিবর্ত্তকত্বেনৈব মুক্তিহেতুতা, নাদৃষ্টফলতা।" "অনুভবাবসানং চ ব্রহ্মবিজ্ঞানমবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং মোক্ষসাধনং চ দৃষ্টফলতয়েষ্যতে" ॥ ২—১- ৪।

অঙ্গরূপে উপদিষ্ট হইতেছে। কেবল তর্ককে আশ্রয় করিলে যে প্রতারিত হইতে হয়, শ্রুতি তাহাও দেখাইবে।" "শ্রুত্যনুগৃহীত এব হ্যত্র তর্কোঽনুভবাঙ্গত্বেনাশ্রীয়তে। কেবলস্য তর্কস্য বিপ্রলম্ভকত্বং দর্শয়িষ্যতি।" (২—১—৬)। সনৎসুজাতীয়ভাষ্যে "চতুষ্পদীবিদ্যার" (৩—১৭) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্কর বলিতেছেন ঃ—"প্রথমং গুরুযোগতঃ, তত উৎসাহযোগেন বুদ্ধিবিশেষপ্রাদুর্ভাবেন, ততঃ কালেন বুদ্ধিপরিপাকেন, ততঃ শাস্ত্রেণ সহাধ্যায়িভিঃ তত্ত্ববিচারেণ"—"এই চতুর্বিধ উপায়ে ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিতে হয়।" এইরূপে আমরা দেখিতেছি শঙ্করের মতে মোক্ষ সাক্ষাৎ অনুভবসিদ্ধ, এবং সেই অনুভব শ্রুত্যনুমোদিত "মনন" বা তর্কাদিদ্বারা লভ্য। "অনুভবাবসানং ব্রহ্মবিজ্ঞানং অবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং মোক্ষসাধনং চ দৃষ্টফলতয়েষ্যতে।" শঙ্করের মতে মোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের "দৃষ্টফল।" 'দৃষ্ট"—যেহেতু জীবন্মুক্তি ‡ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্য নিজেও এই জীবন্মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি উপদেশসহস্রী, বিবেকচূড়ামণি. সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে জীবন্মুক্তিপদের ভূয়সী বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উপদেশ-সহস্রীতে গুরুশিষ্যসম্বাদের মুখে তিনি মোক্ষের স্বানুভূতিসিদ্ধত্ব এবং বিচারগম্যত্ব এইরূপে প্রদর্শন করিতেছেন ঃ—

শিষ্য। "ভগবন্ কথমহং সংসারান্মোক্ষ্যে শরীরেন্দ্রিয়বিষয়বেদনাবান্। জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্দুঃখমনুভবামি। কিময়মেব মম স্বভাবঃ? কিম্বা অন্যস্বভাবস্য সতো নৈমিত্তিকঃ? যদি অয়মেব স্বভাবঃ, ন মে মোক্ষাশা, স্বভাবস্যাবর্জ্জনীয়ত্বাৎ। অথ নৈমিত্তিকঃ, নিমিত্ত-পরিহারে. স্যান্মোক্ষোপপত্তিঃ।"

গুরু। "ন তবায়ং স্বভাবঃ, কিন্তু নৈমিত্তিকঃ।"

‡ প্রপঞ্চসারের বর্ণিত জীবন্মুক্তি এক প্রকার আকাশকুসুম। তাহা এইরূপ ঃ—"কম্পঃ পুলকানন্দৌ বৈমল্যস্থৈর্য্যলাঘবানি তথা—

সকলপ্রকাশবিত্তেত্যষ্টাবস্থা প্রসূচকাঃ সিদ্ধেঃ ॥৬০ ॥
ত্রৈকাল্য-জ্ঞানোহো মনোজ্ঞতা চ্ছন্দতোমরুদ্রোধঃ।
নাড়ীসংক্রমনবিধি র্বাক্‌সিদ্ধি র্দেহতশ্চ দেহাপ্তিঃ ॥৬১॥
জ্যোতিঃপ্রকাশনং চেত্যষ্টৌ স্যুঃ প্রত্যয়াযুজঃ সিদ্ধেঃ।
অণিমা মহিমা চ তথা লঘিমা গরিমেশিতা বশিত্বং চ ॥৬২॥
প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং চেত্যষ্টৈশ্বর্য্যানি যোগযুক্তস্য।
অষ্টৈশ্বর্য্যসমেতো জীবন্মুক্তঃ প্রবক্ষ্যতে যোগী ॥৬৩॥

প্রপঞ্চসার—পটল—১৮।

শিষ্য। "কিং নিমিত্তং? কিং বা তস্য নিবর্ত্তকং? কো বা মম স্বভাবঃ? যস্মিন্নিমিত্তে নিবর্ত্তিতে নৈমিত্তিকাভাবঃ, রোগনিমিত্তনিবৃত্তাবিব রোগী, স্বভাবং প্রতিপদ্যেয়।"

গুরু। "অবিদ্যা নিমিত্তং. বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা। অবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং তন্নিমিত্তাভাবাৎ মোক্ষ্যসে জন্মমরণলক্ষণাৎ সংসারাৎ। স্বপ্নজাগ্রদ্দুঃখং চ নানুভবিষ্যসি।" কূটস্থাদ্বয়াত্মবোধ—৫০।

যোগবাশিষ্ঠের বশিষ্ঠ যিনিই হউন,—স্বানুভূতিদৃষ্টেই তিনিও বলিতেছেন যে, জীবন্মুক্ত পুরুষ—"নির্ব্বাপিতজগৎযাত্রঃ কৃতকর্ত্তব্যসুস্থিতঃ," "কার্য্য-কারণকর্তৃত্বহেয়াদেয়দৃশোজ্ঝিতঃ। সদেহ ইব নির্দ্দেহঃ॥" "পরপ্রকাশ-রূপোঽপি," (সংসার সম্বন্ধে) "পরমান্ধ্যমুপাগতঃ।" "রুদ্ধসংসৃতিদুর্লীলঃ প্রক্ষীণাশাবিসূচিকঃ। নষ্টাহঙ্কার-বেতালো দেহবানকলেবরঃ॥" ভগবদ্গীতার "বিগতেচ্ছা-ভয়-ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ" (৫—২৮) ইত্যাদি বর্ণনা দৃষ্টেও বলা যায় যে জীবন্মুক্তি গীতাকারের স্বানুভূতিসিদ্ধ। জীবন্মুক্তি স্বানুভূতিসিদ্ধ হইলেও মোক্ষ-বিষয়ে নানাপ্রকার মত রহিয়াছে, এবং সম্প্রদায়ভেদে এক সম্প্রদায়ের মতকে অন্য সম্প্রদায় উপহাস করিতে ক্রটি করেন নাই। শঙ্কর নিজেই তাঁহার সনৎসুজাতীয়ভাষ্যে এইরূপ উপহাস-বাক্যের নিদর্শন উপস্থিত করিতেছেন:—"অপি বৃন্দাবনে শূন্যে শৃগালত্বং স ইচ্ছতু। ন তু নির্ব্বিষয়ং মোক্ষং কদাচিদপি গৌতম॥" তবে এ সকল উপহাস-বাক্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদের কলঙ্করেখাপাতমাত্রই লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ বৈষ্ণবগণ মোক্ষের নির্ব্বিষয়ত্ব-কল্পনাকেই উপহাস করিয়া থাকেন,—মোক্ষ নামে অভিহিত সংসারবাসনাবন্ধনশূন্য সর্ব্বাত্মভাবকে অথবা বিশ্বপ্রেমকে কেহ উপহাস করেন না। বৈষ্ণবের মুক্তির আদর্শ জীবেশ্বরের প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ—ভক্তি এবং প্রেম—"পরানুরক্তিরীশ্বরে" (শাণ্ডিল্য সূত্র), "ভাবের পরমকাষ্ঠ মহাভাব নাম।" ঈশ্বরের সহিত জীবের শান্ত—দাস্য—সখ্য—বাৎসল্য—মধুর—এই পঞ্চরসাত্মক প্রেমলীলাই বৈষ্ণবের জীবন্মুক্তির আদর্শ,—নির্ব্বিষয়ত্ব বা কেবলভাব বৈষ্ণবের মুক্তির আদর্শ নয়। এতদ্দ্বারা মুক্তির আদর্শের বৈচিত্র্যমাত্রই প্রতিপন্ন হইতেছে। জীব যে ইহ জীবনেই জীবন্মুক্তি-রূপ সংসারবন্ধনশূন্য সর্ব্বাত্মভাবের অথবা বিশ্বপ্রেমের এক অপূর্ব্ব অবস্থাবিশেষ প্রত্যক্ষ অনুভব করে, তাহাতে কোন শাস্ত্রীয় সম্প্রদায়েরই সংশয় নাই। আধুনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে, স্বর্গীয় পরমহংস-

দেবকে, স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে, অথবা স্বর্গীয় আচার্য্য আনন্দস্বামীকে অভিনিবেশ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা জীবন্মুক্তির ছবি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ জীবন্মুক্তির উপরেই তর্ক এবং শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বনে শাস্ত্রকারগণ বিদেহমুক্তিরও ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

১৪৫। ব্রহ্মের দ্বিরূপতাহেতু মুক্তির দ্বিরূপতা।

বৌদ্ধ শূন্যবাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করাই পৌরাণিক মহাপ্রলয়-কল্পনার উদ্দেশ্য কি না বলা যায় না। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে মহাপ্রলয় স্বীকার করিতে গিয়া শঙ্কর এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পৌরাণিকগণ ব্রহ্মকে যেন দ্বিখণ্ড করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—একখণ্ড নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম যাহা মহাপ্রলয়েও থাকে, অপর খণ্ড সগুণ ব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম বা ঈশ্বর যাহা মহাপ্রলয়ে থাকে না। সুধু তাহা নয়। শঙ্করের মত দার্শনিককে মহাপ্রলয় মত সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাকে বৌদ্ধ শূন্য-বাদের এবং তাঁহার কৈবল্য-মুক্তিকে কার্য্যতঃ বহুল পরিমাণে বৌদ্ধনির্ব্বাণ-মুক্তির আভাস প্রদান করিতে হইয়াছে।* "ন চ কার্য্যে প্রতি-পত্ত্যভিসন্ধিঃ" (৪—৩—১৪)—এই সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে ব্রহ্মের দ্বিরূপতা সম্বন্ধে শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"পর এবং অপর ব্রহ্মের ভেদের অনবধারণহেতু অপর (সগুণ বা কার্য্য) ব্রহ্মে প্রয়োজ্য গতিশ্রুতি-

---

* গুণ-গুণীর সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ (Different but not separable)। গুণ-গুণীর ভেদ মনের কল্পনা বা পুরুষতন্ত্রমাত্র (mental abstraction)—বস্তুতন্ত্র ভেদ নয়। বস্তুতঃ গুণ ছাড়িয়া গুণী, বা গুণী ছাড়িয়া গুণ তিষ্ঠিতে পারে না। শঙ্কর নিজে ও তাঁহার বিচারে পুনঃ পুনঃ "গুণ-গুণিনোর ভেদাৎ"—এই স্বতঃসিদ্ধের ব্যবহার করিয়াছেন। ব্রহ্মবস্তু গুণী,ব্রহ্মত্ব সগুণত্ব অথবা নির্গু-ণত্ব—তাহার গুণ। ব্রহ্মবস্তু হইতে ব্রহ্মত্ব বা ঈশ্বরত্ব গুণ অভিন্ন। অতএব বস্তুতন্ত্র মহাপ্রলয় বা গুণ-রহিত গুণী কল্পনার কোন স্থান নাই। 'নির্গুণ ব্রহ্ম' বলিলে যেমন বুঝায় গুণশূন্য গুণী বা 'ব্রহ্মত্বশূন্য' ব্রহ্ম,আবার তাহা হইতে পৃথক্ কল্পনা করিয়া 'সগুণ ব্রহ্ম'বলিলে বুঝায় 'গুণী-শূন্য' গুণ বা ব্রহ্মশূন্য ব্রহ্মত্ব। নির্গুণ কাগজ, সগুণ কাগজ ইত্যাদির ন্যায় 'নির্গুণ ব্রহ্ম' হইয়া যায় 'ব্রহ্মত্বশূন্য ব্রহ্ম' বা শূন্য, সগুণ ব্রহ্ম হইয়া যায় ব্রহ্মশূন্য ব্রহ্মত্ব বা শূন্য। এইরূপে মহাপ্রলয় কল্পনাদ্বারা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে, তাহার ফলে বৌদ্ধ শূন্যবাদই দাঁড়ায়। যদি মহাযান বৌদ্ধমতের সহিত বেদান্তের সন্ধি স্থাপনই মহাপ্রলয় কল্পনার উদ্দেশ্য হয়, তবে বলিতে পারা যায় যে তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে।

সকল পর (বা নির্গুণ) ব্রহ্মে অধ্যারোপিত হয়। "কিং দ্বে ব্রহ্মণী পরমপরঞ্চ"—ব্রহ্ম কি তবে দুই—পর এবং অপর? "বাঢ়ং দ্বে"—হয় হউক দুই! হে সত্যকাম, এই যে ওঁকার তাহাই; পরব্রহ্ম, এবং তাহাই অপর ব্রহ্ম। পরব্রহ্মই বা কি, অপর ব্রহ্মই বা কি? বলা যাইতেছে:—যে স্থলে অবিদ্যা-জনিত নামরূপাদি বিশেষের প্রতিষেধদ্বারা 'অস্থূলা'দি শব্দে †

† নির্বিশেষ লিঙ্গক 'নেতি নেতি' স্বরূপ কূটস্থতত্ত্ব (Absolute) সম্বন্ধে শঙ্করের কথার সহিত পাঠক হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের কথার তুলনা করিবেন। জ্ঞানমাত্রেরই সাপেক্ষত্ব (Relativity of all knowledge) সম্বন্ধে হেমিল্টন্ বলেন:—"The notion of the Unconditioned (কূটস্থ) is only negative,—negative of the conceivable itself" ইত্যাদি। তাঁহার এ সকল কথার সমালোচনা করিতে গিয়া H. Spencer বলেন:—"We can not rationally affirm the positive existence of anything beyond phenomena. Unavoidable as this conclusion seems, it involves, I think, a grave error. The premiss is not strictly true. Besides that *definite* consciousness of which logic formulates the laws, there is also an *indefinite* consciousness which cannot be formulated. The relativity of our knowledge postulates the positive existence of something beyond. To say that we can not know the absolute, is to affirm that there is an absolute. In the denial of our power to learn *what* the absolute is, there lies hidden the assumption *that* it is. The Unconditioned must be represented as positive and not negative. The very demonstration that a definite consciousness of the absolute is impossible to us, unavoidably presupposes an indefinite consciousness of it." Again he says: —"The continual negation of each particular form and limit ('নেতি নেতি') simply results in the more or less complete abstraction of all forms and limits, and so ends in an indefinite consciousness of the unformed and unlimited. Judged by the degree of persistence this has the highest validity of any." Again he says:—"Though the absolute can not in any manner or degree be known in the strict sense of knowing, yet we find that its positive existence is a necessary datum of consciousness, that so long as consciousness continues, we can not for an instant rid it of this datum, and that thus the belief which

ব্রহ্মের উল্লেখ, তাহাই পরব্রহ্ম। আবার যে স্থলে সেই ব্রহ্মই উপাসনার্থ নামরূপাদি কোন প্রকার বিশেষদ্বারা বিশিষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, যেমন "মনোময়ঃ, প্রাণশরীরো, ভারূপঃ" ইত্যাদি, তাহাই অপর ব্রহ্ম। কিন্তু এরূপ হইলে কি "অদ্বিতীয়" শ্রুতি বাধিত হয় না? না, কারণ "অবিদ্যাজনিত নামরূপ হেতু" বলাতেই বিরোধ পরিহৃত হয়।" "তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" (২—৩—২৯) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর পরাপর ব্রহ্মভেদের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া জীবেরও পারমার্থিক বিভুত্ব এবং ঔপচারিক অণুত্ব মত সমর্থন করিয়াছেন:—যেমন "সগুণোপাসনাতে উপাধির গুণানুসারে প্রাজ্ঞ বা জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার প্রতি ও অণীয়স্ত্বাদি ব্যপদেশ—"অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা, মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদি,—জীবের অণুত্ব বা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণ সংসারিত্ব ও সেই প্রকার বুদ্ধিরূপ উপাধিজনিত"—"ঔপচারিকং অণুত্বং জীবস্য, পারমার্থিকং চানন্ত্যং"।

"ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি"—(৩—২—১১) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর পুনরায় ব্রহ্মের এই দ্বিরূপতা সম্বন্ধে বিচার করিতেছেন:—"ব্রহ্মবিষয়ক উভয়-লিঙ্গক শ্রুতিবচনসকল রহিয়াছে, যথা, "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" (ছা—৩—১৪—২), ইত্যাকার সবিশেষ-লিঙ্গক, এবং "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ইত্যাকার (বৃহ—৩—৮—৮) নির্ব্বিশেষ-লিঙ্গক। জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই সকল শ্রুতিবচন দৃষ্টে কি ব্রহ্মকে উভয়-লিঙ্গক জ্ঞান করিতে হইবে, অথবা অন্যতর-লিঙ্গক? যদি অন্যতর-লিঙ্গক জ্ঞান করিতে হয়, তবে ব্রহ্মকে সবিশেষ-লিঙ্গক জ্ঞান করিতে হইবে, অথবা নির্ব্বিশেষ-লিঙ্গক? ইহা নির্ণয় করা যাইতেছে। (যদি বল) উভয়-লিঙ্গক শ্রুতিদৃষ্টে ব্রহ্মকে উভয়-লিঙ্গক জ্ঞান করাই কর্ত্তব্য, তাহার উত্তরে আমরা বলিতেছি, স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের উভয়-লিঙ্গবত্ত্ব সম্ভব নয়—"ন তাবৎ স্বতএব পরস্য ব্রহ্মণ উভয়-লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে। ন হ্যেকং বস্তু স্বতএব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপরীতঞ্চেত্যভ্যুপগন্তুং শক্যং বিরোধাৎ"—বিরোধহেতু একই বস্তু স্বরূপতঃ রূপাদি-বিশেষযুক্ত

---

this datum constitutes, has a higher warrant than any other whatever. This conclusion reconciles Religion with Science. (First Principles, chaps. IV and V)। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের এই সকল কথার সহিত শঙ্করাচার্য্যের "উপদেশ-সহস্রীর শিষ্যানুশাসন এবং কূটস্থাদ্বয়াত্মবোধ প্রকরণের উক্তির তুলনা করিলে পাঠক বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। (পৃঃ ৩৩১—৬ দ্রষ্টব্য)।

এবং তদ্বিপরীত স্বীকার করা যায় না (বিরোধ-দোষ—পৃঃ—২১১)। (যদি বল) স্থান-যোগ বা পৃথিব্যাদি উপাধি-যোগ হেতু তাহা হউক, তাহা সম্ভব নয়। "ন হ্যুপাধিযোগাদপ্যন্যাদৃশস্য বস্তুনোঽন্যাদৃশ-স্বভাবঃ সম্ভবতি" —উপাধিযোগ হেতুও অন্য প্রকার স্বভাবযুক্ত বস্তুর তদ্বিপরীত স্বভাবযুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। আর উপাধি সকল ও অবিদ্যা প্রত্যুপস্থাপিত মাত্র—(অর্থাৎ অবিদ্যাহেতু বুদ্ধিদ্বারা আরোপিতমাত্র *—"উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ")। সেজন্য ব্রহ্মকে অন্যতর-লিঙ্গকজ্ঞান করিতে হইলে সর্ব্ববিধ বিশেষ-রহিত এবং নির্ব্বিকল্পকই জ্ঞান করিতে হইবে, তাহার বিপরীত নয়।" আমরা দেখিতেছি, যদিও শঙ্করের মত যে ব্রহ্ম সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ উভয়-লিঙ্গক, তথাপি তিনি বিরোধ-দোষ নিরাকরণার্থ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব "অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত" মাত্র। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মের সেই সবিশেষত্ব থাকে না, অতএব তাহা ব্যাবহারিক অথবা মিথ্যামাত্র। শঙ্করের মতে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বই পারমার্থিক সত্য, কারণ তাহা মহাপ্রলয়েও অক্ষুন্ন থাকে।

মহাপ্রলয়কে ভিত্তি করিয়া অবিদ্যার কল্পনা, এবং সেই অবিদ্যাকে ভিত্তি করিয়া তদুপরি ব্রহ্মের এই জরাসন্ধবধের ন্যায় দ্বিখণ্ডীকরণের প্রতিষ্ঠা! সাধারণের মধ্যে ইহার ফল কিরূপ হইতে পারে? এক দিকে সগুণবাদী সগুণ ব্রহ্মকে অবিদ্যাকল্পনাদ্বারা মোটাইতে মোটাইতে একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা মানবীয় দোষে কলুষিত করিয়া তুলিতে পারেন। এমন কি, যে কেহ সগুণ ব্রহ্ম বলিয়া তাহার "কাল পুতুলটি" পকেটে অথবা বেগে পুরিয়া পৃথিবীময় ঘুরিয়া আসিতে পারেন। অধুনাতন পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রাপ্তদিগের মধ্যে পর্য্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আচ্ছাদনে সেই সগুণ ব্রহ্মের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণাদি অবতারের আকারে, মানবীয় ভাব এবং দোষদুর্ব্বলতা ও এতদুর আরোপ করা হইতে পারে—যে সেই অবতীর্ণ সগুণ ব্রহ্মের লীলাকে আদর্শ করিয়া—"পরকীয়া ভাবে অতিরসের উল্লাস, ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি",

---

* কেণ্টের—"Manifold of sense and the unity of reason" এবং হেমিল্‌টনের Relativity of all knowledge মতের সহিত শঙ্করের এবং যোগবাশিষ্ঠের অবিদ্যা-মতের বিশেষ যোগ দৃষ্ট হয়। এমন কি যোগবাশিষ্ঠ মনঃকল্পনা " নামে অবিদ্যার যে বর্ণনা দিতেছেন, তাহাতে যেন কেণ্টের ভাবার ও পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়;—"অয়ঃশলাকাসদৃশাঃ পরস্পরমসঙ্গিনঃ। শ্লিষ্যন্তে কেবলা ভাবা মনঃকল্পনয়া স্বয়া" বৈরাগ্য-১২৯।

(চৈতন্য-চরিতামৃত) ইত্যাকার "রাই কীর্ত্তন" প্রচার করিয়া, এবং ব্রজলীলার অনুকরণে পাশ্চাত্য ফ্রিলাবের(Free love) পূতিগন্ধ দেশময় ছড়াইয়া, যে কেহ নিজের জন্য এবং পরের জন্য দুর্নীতির নরকদ্বার উন্মুক্ত করিতে পারেন। অপরদিকে নির্গুণবাদী ও তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মকে 'নেতিনেতি'রূপ ঘর্ষণ এবং ছেদনদ্বারা সূক্ষ্ম করিতে করিতে একেবারে 'নাস্তি' করিয়া শূন্যে পরিণত করিতে পারেন, অথবা অহঙ্কার-অভিমানে বক্ষঃস্ফীত করিয়া বুকে টুকি দিয়া বলিতে পারেন "ক্যা পরওয়া", "ব্রহ্মাহমস্মি," অথবা বিদ্রুপ করিয়া "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" বলিয়া নির্গুণবাদী ও সগুণবাদীর উপযুক্ত দোসর হইয়া তান্ত্রিক পঞ্চমকার সাধনার নামে পাশ্চাত্য স্বৈরাচারের (flirtation) হলাহল দেশময় বিস্তার করিতে পারেন। * এইরূপে একদিকে সগুণ হইতেছেন কাষ্ঠ বা লোষ্ট্রখণ্ড, অথবা কোন পরকীয়াসক্ত অবতার, এবং নির্গুণ হইলেন 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পরব্রহ্ম দোদুল্যমান"! জরাসন্ধ-বধের অভিনয়ের ন্যায় ব্রহ্মের এই দ্বিখণ্ডীকরণের পরিণাম ফল হইল, "পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেঢ়ি"—(পঞ্চদশী ১৯—১৩০)—হস্তস্থিত অন্নপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া করমাত্র লেহন।

১৪৬। মুক্তির দ্বিরূপতা।

সে যাহা হউক, পরাপর অথবা সগুণ-নির্গুণরূপে ব্রহ্মের দ্বিখণ্ডীকরণের ফলে, ব্রহ্মোপাসনার ন্যায়,ব্রহ্মোপাসনাফল—মুক্তিরও দ্বিরূপতা কল্পনা করিতে শঙ্কর বাধ্য হইয়াছেন ঃ—(১) সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বা 'সংরাধনের' ফল সবিকল্পক বা সমনস্ক মুক্তি বা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, এবং (২) নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফল নির্ব্বিকল্পক বা অমনস্ক মুক্তি বা কৈবল্য। সগুণ ব্রহ্মোপসনার ফল ভোক্তৃভোজ্যভোগাদি ভেদযুক্ত ব্রহ্মলোকে গমন, এবং নির্গুণোপাসনার ফল ভোক্তৃভোজ্যাদি সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত বা কেবল ব্রহ্মভাব—"বর্ত্তমান-দেহপাতাৎ উর্দ্ধ্বং দেহান্তরপ্রতিসন্ধানকারণাভাবাৎ স্বরূপাবস্থানলক্ষণং কৈবল্যং" (৪—৩—১৪)। দুঃখের বিষয় যে শঙ্কর স্বাধীনভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত, কারণ তিনি বলেন "অস্মৎকৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্যুঃ" (২—১—১)। অনধিকার চর্চ্চা মনে করিয়া যেন তিনি বিদেহ-মুক্তিসম্বন্ধেও নিজের মত প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মতেরই উল্লেখ করিতেছেন। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বৌদ্ধ-

* বৈষ্ণবের ব্রজলীলা,অথবা শাক্তের পঞ্চমকার, উভয়ই বৌদ্ধ 'সহজিয়া' সাধনের রূপান্তর কি না, পাঠক বিচার করিবেন।

দিগের হীনযান এবং মহাযানের বিবাদের অনুকরণে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মেও বহুকাল হইতে কর্ম্ম এবং জ্ঞানের বিবাদ চলিয়া আসিতেছে,—কর্ম্ম-মার্গের নেতা জৈমিনি, এবং জ্ঞানমার্গের নেতা বাদরি এবং বাদরায়ণ। মুক্তি সম্বন্ধে এই দুই দলের মধ্যে ঐকমত্য নাই। শঙ্কর নিরপেক্ষ ভাবে এই দুয়েরই মতের বর্ণনা করিতেছেন। "কার্য্যং বাদরি রস্য গত্যুপ-পত্তেঃ" (৪—৩—৭) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছা—৪—১৫—৫; এই শ্রুতিবাক্যের সম্বন্ধে সংশয় হইতেছে কি উপাসকদিগকে কার্য্য (সগুণ) বা অপর ব্রহ্মে লইয়া যায়, অথবা অবিকৃত (নির্গুণ) পর বা মুখ্য ব্রহ্মে লইয়া যায়? সংশয় কেন? ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ—অথচ গতিবাচক শ্রুতি থাকাতে। এ সম্বন্ধে আচার্য্য বাদরির মত যে "অমানব পুরুষ" (উপাসকদিগকে) কার্য্যসম্বন্ধ সগুণ ব্রহ্মে বা অপর ব্রহ্মে লইয়া যায়। কেন? কারণ তাঁহারই সম্বন্ধে গতি সম্ভব। স্থানসম্বন্ধ হেতু এই কার্য্য-ব্রহ্মের পক্ষেই গন্তব্যত্ব সম্ভব। পরব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব এবং গন্তাদিগেরও প্রত্যগাত্মত্ব বা সর্ব্বাত্মত্ব হেতু পরব্রহ্মের সম্বন্ধে গন্তৃত্ব, গন্তব্যত্ব, বা গতি-কল্পনা সঙ্গত নয়।" "সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ" (৪—৩—৯) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেনঃ—"বলিতে পার যে কার্য্য-ব্রহ্মপ্রাপ্তি স্বীকার করিলে 'অনাবৃত্তি' শ্রুতির সহিত ঐক্য থাকে না। আর পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র কোথাও অমৃতত্ব বা নিত্যত্বের ও সম্ভাবনা নাই। যাহারা দেবযান পথে প্রস্থান করে, শ্রুতি তাহাদের অনাবৃত্তি দেখাইতেছেঃ—"এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবং আবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" (ছা—৪—১৫—৬),—"তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি" (ছা—৮—৬—৬)। এ কথার উত্তরে বলা যাইতেছেঃ—"কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভি-ধানাৎ" (৪—৩—১০)—কার্য্যব্রহ্মলোকের প্রলয়প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইলে, তথায় সম্যগ্‌দর্শন লাভ করিয়া, কার্য্যব্রহ্মলোকের অধ্যক্ষ হিরণ্য-গর্ভের সহিত কার্য্যব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং পরিশুদ্ধ বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে অনাবৃত্ত্যাদি-বিষয়ক শ্রুতিবাক্য দৃষ্টে ক্রম-মুক্তিই স্বীকার করিতে হয়।" এই সকল স্থলে আমারা দুই প্রকার মুক্তিরই উল্লেখ দেখিতে পাইঃ—(১) ক্রমমুক্তিপ্রাপ্তি—"ইত্থং ক্রমমুক্তিরনাবৃত্ত্যাদিশ্রুত্যভিধানেভ্যো-ঽভ্যুপগন্তব্যা" (৪—৩—১০), এবং (২) বিষ্ণুর পরমপদপ্রাপ্তি—"পরং পরিশুদ্ধং বিষ্ণোঃ পরমং পদং"।*

* নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে মুক্তি সম্বন্ধে বলা হইতেছেঃ—"স্বত্র

জৈমিনির মত অন্যরূপ। "কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ—(৪—৩—৭) সূত্রে বাদরির মতের ব্যাখ্যা করিয়া, "পরং জৈমিনি র্মুখ্যত্বাৎ" (৫—৩—১২), "দর্শনাচ্চ" (৪—৩—১৩) ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর তাহার পূর্ব্বপক্ষভূত জৈমিনির মতের ব্যাখ্যা করিতেছেনঃ—"স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি" (ছা—৪—১৫—৬), আচার্য্য জৈমিনির মত যে "এই শ্রুতি পরব্রহ্মপ্রাপ্তি বুঝায়। কেন? মুখ্যত্বহেতু। পরব্রহ্মই ব্রহ্মশব্দের মুখ্য আলম্বন (বা অর্থ) অপর ব্রহ্ম গৌণমাত্র। মুখ্য এবং গৌণের মধ্যে মুখ্যের গ্রহণ করাই সঙ্গত" (৪—৩—১২)। "আবার গতিপূর্ব্বক অমৃতত্বপ্রাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে—"তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি" (ছা—৮—৬—৬, ক—৬—১৬)। অমৃতত্বপ্রাপ্তি একমাত্র পরব্রহ্মেই সম্ভব, কার্য্য-ব্রহ্মে নয়, কারণ কার্য্যব্রহ্ম বিনাশশীল" (৪—৩—১৩)। "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" (ছা—৮—১৪—১). "ইহারও উদ্দেশ্য কার্য্যব্রহ্মবিষয়ক গতি নয়, কারণ "নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম" (ছা—৮—১৪—১)—বলাতে কার্য্যব্রহ্মবিলক্ষণ পরব্রহ্মেরই উল্লেখ।" "যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাং" (ছা—৮—১৪—১)—এইবাক্যে সর্ব্বাত্মত্বদ্বারা আরম্ভ করা হইতেছে। 'যশো' নামত্ব ও পরব্রহ্মের প্রতিই প্রসিদ্ধ। অতএব গতি-শ্রুতি-

ন দুঃখং, সদানন্দং পরমানন্দং শাশ্বতং শান্তং সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং, যত্র গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনস্তদেতদৃচাভ্যুক্তং—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।" শাঙ্করভাষ্য—"তৎ"=তদেতৎস্থানং ক্ষীরোদার্ণবস্থানং পরমপদপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ। "সূরয়ঃ"=উপাসকাঃ, উপাসনাভেদেন,—তাদাত্ম্যমুপাসনায়াঞ্চেৎ সাযুজ্যং ফলম্। অথ উপাস্য-উপাসকভাবেন চেৎ অনুষ্টুব্বিদ্যা, তস্য নৃসিংহস্য বিষ্ণোঃ পরমং পদং স্থানং মহাচক্রনাভি-ক্ষীরোদার্ণবপ্রভৃতিঃ। "দিবীব"=দ্যুলোক ইব, চক্ষুঃ=খ্যাতেঃ সূর্য্যমণ্ডলম। "যত্র দুঃখমিত্যাদি=বিদুঃখতা, দুঃখাভাবমাত্রে প্রাপ্তে সুষুপ্তবজ্জড়তা স্যাদিতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থং সদানন্দমিতি। ব্রহ্মাদিবন্দিতং=নাভিস্থ-ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ পরিচারকৈঃ বন্দনীয়ং মহাচক্রাখ্যং স্থানম্। বিপ্রাসঃ=বিপ্রাঃ, ব্রাহ্মণাঃ, উপাসকাঃ। বিপণ্যবঃ=মেধাবিনঃ, সমাধৌ ধারণা-শক্তিযুক্তাঃ। জাগৃবাংসঃ=জাগরিতাবস্থায়ামেব, অবস্থাত্রয়াৎ প্রচ্যুত্য, 'সমিন্ধতে'=সমৃদ্ধিং কুর্ব্বন্তি। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, মূল ঋকে বিষ্ণুর দ্বিরূপতা অথবা উপাসনার দ্বিরূপতা, অথবা মুক্তির দ্বিরূপতার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু শঙ্করকে তাহা আরোপ করিতে হইতেছে। আবার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে সেই বিষ্ণুর পরিচারক বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। সাযুজ্যশব্দে সহভাবিত্ব অথবা তাদাত্ম্যমুক্তি বা ব্রহ্মভাব অভিহিত হইতেছে।

সকল পরব্রহ্মবিষয়কই। পাঠক এস্থলে লক্ষ্য করিবেন যে জৈমিনি শঙ্করাদির মতন পর এবং অপর ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মের দ্বিখণ্ডীকরণে সম্মত নহেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কুমারীল মহাপ্রলয় মতকেই আমল দেন না। জৈমিনির পক্ষে তাদাত্ম্য বা কৈবল্য মুক্তি, এবং উপাস্য-উপাসকভেদযুক্ত সালোক্যাদি সাযুজ্যান্ত ক্রমমুক্তির ভেদ স্বীকার করিয়া মুক্তির দ্বিরূপতা প্রতিষ্ঠা করা নিষ্প্রয়োজন।

বাদরি এবং জৈমিনির—উভয়েরামতের তুলনা করিয়া শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রকারের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতেছেন (৪—৩—১৪):—"বাদরির মত যে গতিশ্রুতি কার্য্য-ব্রহ্মবিষয়ক, জৈমিনির মত যে গতিশ্রুতি পরব্রহ্ম-বিষয়ক।" "এস্থলে আদ্য অর্থাৎ বাদরির পক্ষই সিদ্ধান্ত, দ্বিতীয় অর্থাৎ জৈমিনির পক্ষ পূর্ব্বপক্ষমাত্র,—যেহেতু অর্থবোধ অসম্ভব হইলেও মুখ্য অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে, এমন আদেশকর্ত্তা কেহ নাই। "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে", (ছা—৮-১৪-১) এই শ্রুতির উদ্দেশ্য কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তি মনে করাতে কোন বিরোধ নাই। "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকাম" ইত্যাদির ন্যায় সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে সর্ব্বাত্মত্ব সংকীর্ত্তনও সম্ভব। অতএব "অপরব্রহ্মবিষয়এব গতিশ্রুতয়ঃ" (৪-৩-১৪)। "পরব্রহ্ম সর্ব্বগত সর্ব্বান্তর এবং সর্ব্বাত্মক হওয়াতে তাহার সম্বন্ধে গন্তব্যতা কদাপি সম্ভব নয়। "কেন কং পশ্যেৎ"—শ্রুতিদ্বারা পরব্রহ্মবিদের পক্ষে গন্তব্যাদি-বিজ্ঞান বাধিত হওয়াতে, তাহার পক্ষে গতি কোন প্রকারেই প্রমাণ করা যায় না। গতিশ্রুতি সকল তবে কিংবিষয়ক? বলা যাইতেছে—সগুণ-বিদ্যা-বিষয়ক হইবে।" "তস্মাদপরব্রহ্মবিষয়া গতিঃ।" এইরূপে দেখা যাইতেছে, শঙ্করের মতে মুক্তি মুখ্যতঃ দ্বিবিধ:— (১) গন্তৃ-গন্তব্য বা উপাস্যোপাসকাদি ভেদযুক্ত কার্য্যব্রহ্ম বা অপর বা সগুণব্রহ্মবিষয়ক মুক্তি, এবং (২) গন্তৃ-গন্তব্য বা দ্রষ্টৃ-দৃশ্যাদি-ভেদ-রহিত তাদাত্ম্যযুক্ত সাযুজ্য এবং কৈবল্য মুক্তি। নৃসিংহতাপনীয়ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন:—"উপাসনাভেদেন তাদাত্ম্যমুপাসনায়াং চেৎ সাযুজ্যং ফলং। অথ উপাস্যোপাসকভাবেন চেৎ, নৃসিংহস্য বিষ্ণোঃ পরমং পদং ক্ষীরোদার্ণবপ্রভৃতিঃ।"

১৪৭। প্রতীকোপাসক ব্রহ্মলোক এবং ব্রাহ্ম-ঐশ্বর্য্যলাভের অনধিকারী।

সগুণোপাসক তাহার উপাস্যোপাসকভেদযুক্ত উপাসনার ফলস্বরূপ কার্য্য-ব্রহ্ম-বিষয়ক মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে, এবং বিবিধ ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য লাভ করে। এই ব্রহ্মলোকগমন এবং "জগদৈশ্বর্য্য" প্রাপ্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে শঙ্কর বিচার করিতেছেন,—কি সগুণোপাসকমাত্রেরই তাহা লাভ হয়? তাহা নয়। "অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থাঽদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ" (৪—৩—১৫) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন:—"প্রশ্ন হইতেছে "অমানব পুরুষ" কি সকল (শ্রেণীর) বিকারালম্বনযুক্ত বা সগুণোপাসককেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, অথবা কোন কোন (শ্রেণীর) সগুণোপাসককে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে:—"অপ্রতীকালম্বনান্" অর্থাৎ আচার্য্য বাদরায়ণের মত যে প্রতীকোপাসকভিন্ন অপরসকল সগুণো-পাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। "যো হি ব্রহ্মক্রতুঃ স ব্রাহ্মমৈশ্বর্য্যমাসীদেৎ" —ব্রহ্মেতে যাহার সঙ্কল্প সে ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্যের সহিত যুক্ত হয়। একথাই সংগত, কারণ শ্রুতি বলিতেছে:—"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।" প্রতী-কোপসনাতে ব্রহ্মক্রতুত্বের স্থান নাই,—কারণ প্রতীকোপাসনা প্রতীকপ্রধান। এমন শ্রুতিবচনও নাই যে অব্রহ্মক্রতু ব্রহ্মেতে গমন করে। অতএব "ব্রহ্ম-ক্রতূণামেব তৎপ্রাপ্তির্নেতরেষাং"—ব্রহ্মেতে যাহার সঙ্কল্প সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মেতে গমন করে,অন্যেরা নয়,—এরূপই অনুমান করিতে হয়।" "বিশেষং চ দর্শয়তি" (৫—৩—১৬) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন:—"নামাদি প্রতীকোপা-সনার মধ্যে উত্তরোত্তর উপাসনাতে পূর্ব্বপূর্ব্ব উপাসনার তুলনায় ফলের বিশেষত্ব বা আধিক্যও শ্রুতি দেখাইতেছে:—"মনো বাব বাচো ভূয়ঃ" (ছা—৭—৩—১) ইত্যাদি। প্রতীকোপাসনাসকলের ফলের তারতম্য প্রতীকতন্ত্রত্ব হেতুই সম্ভব হইতেছে। ব্রহ্ম বিশেষত্ব-রহিত। অতএব ফলের ব্রহ্মতন্ত্রত্ব স্বীকার করিলে, ফলের বিশেষত্ব বা নূন্যাধিকভাব কিরূপে সম্ভব হইবে? অতএব প্রতীকালম্বনকারী উপাসকদিগের পক্ষে অপ্রতীকালম্বনকারী সগুণব্রহ্মোপাসকদিগের তুল্য ফল লাভ করা সম্ভব নয়—"ন প্রতীকালম্বনা-নামিতরৈস্তুল্যফলত্বং।" এইরূপে আমরা দেখিতেছি প্রতীকোপাসক কার্য্য-ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি, এবং ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্যলাভের অনধিকারী। তবে প্রতীকোপাসকের পরিণাম কি? অধ্যাস এবং অপবাদ সাধনদ্বারা ক্রমে সোপানারোহণের ন্যায় তাহার উপাস্য নামাদি প্রতীকের উত্তরোত্তর উন্নতি,

এবং অবশেষে প্রতীক ত্যাগ। উপাসনার তারতম্য অনুসারে, প্রতীকোপাসকের প্রতিই বোধ হয় সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তিও প্রযুক্ত হইয়াছিল।

১৪৮। সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তি।

সালোক্যাদি মুক্তিভেদ সম্বন্ধে কোন বিশেষ আলোচনা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আদিতে সালোক্যাদি মুক্তিকল্পনা যে পরিমিত দেবদেবী সম্বন্ধী ছিল, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পরিমিত দেবদেবীকল্পনার মধ্যে সর্ব্বত্রই নানা প্রকার স্তর দৃষ্ট হয়। তাহার নিম্নতম স্তর অন্ধকার গৃহে শিশুদিগের ভূত-বেতাল কল্পনার ন্যায়, অথবা শৈশবাবস্থাপন্ন মানবজাতিসকলের কাষ্ঠলোষ্ট্রের ভিতরে মানুষের প্রাণ-সদৃশ প্রাণকল্পনার ন্যায় (animism *)। বেদে লাঙ্গল-খনিত সীতা-নামক রেখা, ঘৃত, ভেক, অথবা নদীও দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছে। এমন কি, গায়ত্রী, অনুষ্টুভ্, জগতী প্রভৃতি ছন্দও প্রাণবতী দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছে,এবং তাহাদের উপাসকদিগের সেই সেই ছন্দোভিমানী দেবতার সহিত সালোক্য, সারূপ্য, এবং সাযুজ্য প্রাপ্তি কল্পিত হইয়াছে। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাহার নিদর্শন দৃষ্ট হয়ঃ—"সর্ব্বেষাং ছন্দসাং বীর্য্যমবরুন্ধে, সর্ব্বেষাং ছন্দসাং বীর্য্যমশ্নুতে, সর্ব্বেষাং ছন্দসাং সাযুজ্যং সরূপতাং সলোকতামশ্নুতে।" (১—১—৬)। সায়ন তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেনঃ—"সর্ব্বছন্দোভিমানিদেবানাং সাযুজ্যং সহভাবং, সরূপতাং সমানরূপত্বং,সলোকতাং একস্থাননিবাসঞ্চ প্রাপ্নোতি।"পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই প্রকার প্রাণবাদ হইতেই ক্রমে বহুদেববাদ, বহুদেববাদ হইতে ক্রমে একেশ্বরবাদ, এবং একেশ্বরবাদ হইতে ক্রমে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের বিকাশ। এই ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সালোক্যাদি মুক্তিকল্পনাও বোধ হয় ক্রমে উন্নীত হইয়া পরিশেষে সগুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। উপনিষদে এবং ব্রহ্মসূত্রেও (৪—৪—২১) এ সকল শব্দের ব্যবহার কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যকে (১—৫—২৩) প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মসম্বন্ধে সাযুজ্য-সালোক্যের ব্যবহার দৃষ্ট হয়—"তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি।" শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিতেছেনঃ—"প্রাণব্রত—বা প্রাণকে সর্ব্বভূতে আত্মারূপে গ্রহণ, বাগাদি (ইন্দ্রিয়), এবং অগ্ন্যাদি (দেবতা)—সকলই আমারই রূপ,—এই প্রাণই আত্মা, সকল স্পন্দনক্রিয়ার কর্ত্তা,—এই অনুভবরূপ ব্রতধারণ বা

* মনুষ্যাদি জীব সকলের ও পৃথক্ পৃথক্ আত্মার কল্পনা বা বহুপুরুষবাদ এই বালোচিত প্রাণকল্পনারই অন্যতম নিদর্শন কি না পাঠক চিন্তা করিবেন।

উপাসনাদ্বারা (উপাসক) এই প্রাণ-দেবতার সহিত সাযুজ্য—সযুগ্‌ভাব, বা সহভাবিত্ব বা একাত্মতা, সলোকতা বা একস্থানত্ব, এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়।" —"তেনানেন ব্রতেন প্রাণাত্মপ্রতিপত্ত্যা সর্ব্বভূতেষু, বাগাদয়োঽগ্ন্যাদয়শ্চমদাত্মকা এব, অয়ং প্রাণ আত্মা সর্ব্বপরিস্পন্দকৃৎ—এবং তেনানেন ব্রতধারণেনৈবাস্যা এব প্রাণদেবতায়াঃ সাযুজ্যং সযুগ্‌ভাবমেকাত্মত্বং সলোকতাং সমানলোকতাং বৈকস্থানত্বং বিজ্ঞানমাত্রাপেক্ষ্যমেতজ্জয়তি প্রাপ্নোতি"—(পৃঃ—৩২১ জীবানন্দ)।

সালোক্যাদি ক্রম-মুক্তি সচরাচর চারি প্রকার ‡ বলিয়া উক্ত হয়—সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য, এবং সাযুজ্য। তন্মধ্যে সাযুজ্য বা সহভাবিত্ব তাহার সর্ব্বোচ্চ সোপান। পরিচ্ছিন্ন দেবতা-বিশেষ অর্থে শিব-বিষ্ণুর উপাসকদিগেরই এই সারূপ্যাদি ক্রম-মুক্তি প্রাপ্তির সচরাচর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যিনি "নাভিস্থ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ পরিচারকৈঃ বন্দনীয়"ং—(নৃসিংহতাপনীয়ভাষ্য)—সেই ব্রহ্মের উপাসকদিগের সচরাচর সাযুজ্য বা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তিরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শঙ্করের স্বরচিত বলিয়া প্রকাশিত "শিবানন্দলহরীর" মধ্যে শিব-ভক্তের যুগপৎ এই সারূপ্যাদি চতুর্বিধ মুক্তিলাভের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"সারূপ্যং তব পূজনে, শিবমহাদেবেতি কীর্ত্তনে সামীপ্যং, শিবভক্তিধুর্য্যজনতা-সাংগত্য-সম্ভাষণে। সালোক্যং চ, চরাচরাত্মক-তনুধ্যানে ভবানীপতে সাযুজ্যং মম সিদ্ধমত্র ভবতি, স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্ম্যহং॥" ২৮॥ 'শিব-বিষ্ণু' অথবা 'হরি-হর' সচরাচর পরিমিত "বিগ্রহবতী জন্মমরণবতী" (পৃঃ—১১৫) দেবতা মধ্যেই পরিগণিত। শঙ্কর যেমন 'ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে' পরব্রহ্মের 'পরি-চারকের' মধ্যে গণ্য করিতেছেন, সেইরূপ যোগবাশিষ্ঠ ও 'হরিহরকে' ব্রহ্মর্ষিদিগের সমশ্রেণীভুক্ত মনে করিয়া বলিতেছেন যে—জীবন্মুক্ত ব্যক্তি তাহাদেরই তুল্য—"জীবন্মুক্তাশ্চরন্তীহ যথা হরিহরাদয়ঃ। যথা ব্রহ্মর্ষয়-

‡ কোথাও বা সার্ষ্টি মুক্তি বা ব্রহ্মসার্ষ্টিতা যোগে ক্রমমুক্তি পাঁচ প্রকার বলিয়া উক্ত হয়। ঋষি অর্থ অর্ষণ বা গতি—"ব্রহ্মণঃ সমানগতিত্বং" বা ব্রহ্মের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য। 'ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্ম-সার্ষ্টিতাং"। (মনু—৪—২৩২)। বিশ্বকোষ।

"যদন্নঃ পুরুষো নূনং তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ" (রামায়ণ-অযোধ্যা—১০৪—১৫) Compare H. Spencer :—"It has consoled the barbarian to think of his deities as so exactly like himself in nature, that they could be bribed by offerings of food." (First Principles—h. V.)

শ্চানো, তথা বিহর বাধব" (মুমু—১৩—২২)। স্থলবিশেষে শিবাদিকে "চরাচরাত্মকতনু" ব্রহ্মের সহিতও একপর্য্যায়ভুক্ত করা হয়। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' বলা হইতেছে যে নিম্নশ্রেণীর বিষ্ণুর উপাসক—সারূপ্য-সামীপ্যাদি মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন—কিন্তু উচ্চশ্রেণীর বিষ্ণুভক্ত সেরূপ মুক্তি গ্রহণ করেণ না।"ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা। সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য। সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য' (আদি—৩)। সাযুজ্য মুক্তি অথবা ব্রহ্মসাযুজ্য "যাতে ব্রহ্মঐক্য" এস্থলে কৈবল্যমুক্তিকেই লক্ষ্য করিতেছে।

১৪৯। সগুণ-ব্রহ্মোপাসনালভ্য সমনস্ক ভোক্তৃভোজ্যাদিভেদযুক্ত ব্রহ্মসাযুজ্য † বা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি।

প্রতীকালম্বনরহিত সগুণব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে ছান্দোগ্যভাষ্যে শঙ্কর বলিতে-ছেন "কৈবল্যসন্নিকৃষ্টফলানি চাদ্বৈতাদীষদ্বিকৃত-ব্রহ্মবিষয়ানি।" কৈবল্যের "সন্নিকৃষ্টফল" বলাতে এতদ্দ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য বা ব্রহ্মের সহভাব বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিই বুঝায়। "কৈবল্য-সন্নিকৃষ্টফল" বলার উদ্দেশ্য এই যে ইহারও পরিণাম কৈবল্যলাভ—"কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃপরমভিধানাৎ" (৪—৩—১০), 'কার্য্য ব্রহ্মলোকের অবয়ব সকল যখন প্রলয় প্রাপ্ত হয়, (সগুণোপাসক) তখনই তথায় সম্যক্‌দর্শন লাভ করিয়া কার্য্য-ব্রহ্মলোকের অধ্যক্ষ হিরণ্যগর্ভের সহিত এক সঙ্গে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিষ্ণুর পরমপদ (কৈবল্য) লাভ করেন।" আমরা দেখাইয়াছি যে, মুক্তির দ্বৈবিধ্য-কল্পনা এই মহাপ্রলয়কল্পনার উপরেই প্রতি-ষ্ঠিত। মহাপ্রলয় মত প্রত্যাখ্যান করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য এবং কৈবল্য এক হইয়া যায়,—কারণ উভয়ই 'ব্রহ্মভাব', ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি, বা 'স্বরূপে অভিনিষ্পত্তি' বুঝায়। "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ" (৪—৪—১) সূত্রের ভাষ্যে এই ব্রহ্মসাযুজ্য বা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি সম্বন্ধে শঙ্কর বিচার করিতেছেন ঃ—"এব-মেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেনা-

† 'সাযুজ্যের' মুখ্য অর্থ "সহভাব" বা "সযুগ্‌ভাব" অর্থাৎ "নিয়ত সঙ্গে সঙ্গে থাকা।" পরিমিত দেবদেবীসম্বন্ধে 'সাযুজ্য' শব্দ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আবার ব্রহ্মসম্বন্ধে তাহা কৈবল্যের সন্নিকৃষ্ট, এবং "অদ্বৈত হইতে ঈষৎ বিকৃত" হওয়াতে তাহা সময়ে সময়ে "তাদাত্ম্য" অর্থে কৈবল্যের পর্য্যায়-শব্দরূপেও ব্যবহৃত হয়।

ভিনিষ্পদ্যতে”—‘এইরূপই সেই মুক্তিরূপ আনন্দের অবস্থা যে এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া, পরম জ্যোতিতে প্রবিষ্ট হইয়া উপাসক স্বকীয়রূপে আবির্ভূত হয় (ছা—৮—১২—২)। এ সম্বন্ধে সংশয় হইতেছে,—দেবলোকাদি ভোগ-স্থানের ন্যায় এস্থলেও কি উপাসক কোন আগন্তুক বিশেষদ্বারা রূপান্তর-প্রাপ্ত হয়, অথবা স্বরূপমাত্র প্রাপ্ত হয়? স্বরূপ-মাত্র প্রাপ্ত হয়,—অর্থাৎ আত্মারূপে আবির্ভূত হয়। কেন? যেহেতু বলা হইতেছে “স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।” ‘স্ব’ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টে জানা যায়, কেবল আত্মারূপে (আবির্ভাব), আগন্তুক অন্য কোন রূপে নয়’—“কেবলেনৈবাত্মরূপেণ, নাগন্তু-কেনাপররূপেণ”—এইরূপ অর্থ করিলেই “স্বেন” এই বিশেষণ সার্থক হয়।” “মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ” (৪—৪—২) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন:—“যাহার সম্বন্ধে এস্থলে ‘অভিনিষ্পদ্যতে’ বলা হইতেছে,- সেই (ব্যক্তি) সর্ব্ববন্ধবিনির্মুক্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মারূপে অবস্থান করে। বিশেষ এই যে পূর্ব্বের অবস্থাতে সে অন্ধ হইত, রোদন করিত, বিনাশ প্রাপ্ত হইত, ইত্যাকার অবস্থাত্রয়দ্বারা কলুষিত স্বভাবরূপে অবস্থান করিত। কিরূপে জানা যায় যে সে এখন (সেই কলুষিত অবস্থা হইতে) মুক্ত হইয়াছে? প্রতিজ্ঞা হইতে। প্রতিজ্ঞা হইতেই দেখা যায় যে (অন্ধত্বাদি) অবস্থাত্রয়রূপ দোষ-রহিত আত্মাই এস্থলে ব্যাখ্যেয়—“অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।” (ছা—৮—১২—১)। মোক্ষলাভ বন্ধের নিবৃত্তিমাত্রই অপেক্ষা করে —“মোক্ষস্য বন্ধনিবৃত্তিমাত্রাপেক্ষা।” * যদিও “অভিনিষ্পত্তি” বলাতে উৎপত্তি-পর্য্যায়ত্ব বুঝায়, তাহা পূর্ব্বাবস্থার তুলনাবোধক মাত্র, যেমন রোগ দূর হইলে বলা হয় “অরোগো হভিনিষ্পদ্যতে।” “অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ” (৪—৪—৪) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর প্রশ্ন করিতেছেন:—“যে উপাসক—“পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে—” স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়, সে কি পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌ভাবে অথবা পরমাত্মার সহিত অবিভক্ত ভাবে অবস্থান করে? এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে দেখা যায়—“স তত্র পর্য্যেতি”

* “অবিচারেণ তরলে, ভ্রান্তাসি চির মাকুলা। অবিচারঃ স্বভাবোত্থঃ স বিচারাৎ বিনশ্যতি॥ অবিচারো বিচারেণ নিমেষাদেব নশ্যতি। এষা সত্যৈব তেনান্তরবিদ্যৈষা ন বিদ্যতে॥ তস্মান্নৈবাবিচারোঽস্তি, ন বিদ্যাস্তি, ন বন্ধনং। ন মোক্ষোঽস্তি নিরাবাধং শুদ্ধবোধমিদং জগৎ॥” যো—উৎ—২১—৭০, ৭১, ৭২॥

(৮—২২—৩)—'তত্র' ইত্যাকার অধিকরণ, এবং 'স' এই অধিকর্ত্তব্যের পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ, অথবা "জ্যোতিরূপসম্পদ্য—" ইত্যাকার কর্ত্তৃকর্ম্ম-নির্দ্দেশ রহিয়াছে। তাহাতে বিভক্তরূপে অবস্থানই বুঝায়। যে এইরূপ মনে করে, তাহাকে সূত্রকার বুঝাইতেছেন:-'মুক্ত ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত অবিভক্তভাবে অবস্থান করে।' কেন? "দৃষ্টত্বাৎ"; "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য হইতে অবিভাগই প্রতিপন্ন হয়। অভেদ সত্ত্বেও যে ভেদ-নির্দ্দেশ তাহা ঔপচারিক মাত্র, যেমন "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ"? "স্বে মহিম্নি।" (ছা—৭—২৪—১)।

১৫০। সগুণবিদ্যালব্ধ সমনস্ক বিদেহমুক্তির বিশেষত্ব।

সমনস্ক বিদেহমুক্তির বিশেষত্ব সম্বন্ধে শঙ্কর নিজের কোন মত দেওয়া অপেক্ষা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মতের উল্লেখ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছেন। "ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ" (৪—৪—৫) সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিতেছেন:—"স্বেন রূপেণ" বলাতে ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে (বিদেহ-মুক্ত) আত্ম-মাত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, কোন আগন্তুক অন্যরূপ নয়। তাহার সেই আত্মমাত্রস্বরূপের বিশেষত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভার্থ এখন বলা যাইতেছে—যে আচার্য্য জৈমিনির মত যে বিদেহমুক্ত ব্যক্তির স্বকীয়রূপ ব্রহ্মস্বরূপ—"অপহতপাপ্মত্ব হইতে সত্য-সঙ্কল্পত্ব পর্য্যন্ত" এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব। তাহার এই স্বকীয়রূপে (মুক্তব্যক্তি) আবির্ভূত হয়। কি করিয়া তাহা জানা যায়? উপন্যাসাদিদ্বারা জানা যায়। "য আত্মাপহতপাপ্মা" (ছা—৮—৭—১) ইত্যাদির উপন্যাসদ্বারা তাহা বুঝাইতেছে। "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমানঃ" (ছা—৮—১২—৩), এবং "তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছা—৭—২৫—২) ইত্যাদি-দ্বারা তাহার ঐশ্বর্য্যের স্বরূপ বুঝাইতেছে"। "চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌ-ডুলোমিঃ"—(৪—৪—৬) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন:—"ঔডুলোমির মত যে "অপহত-পাপ্মত্বাদি" শব্দ পাপ্মাদির নিবৃত্তি মাত্র বুঝায়। আত্মার স্বরূপ চৈতন্য—এজন্য চৈতন্যমাত্র স্বরূপেই আবির্ভূত হয়। শ্রুতি বলিতেছে "এবং বা অরেঽয় মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" (বৃ—৪—৫—১৩)। যদিও সত্যকামত্বাদি স্বরূপগত ধর্ম্ম বলিয়াই উক্ত হয়, তথাপি সে সকলের উপাধি-সম্বন্ধাধীনত্ব হেতু, চৈতন্যের ন্যায় সে সকলের স্বরূপত্ব সম্ভব নয়,—কারণ ব্রহ্মের অনেকাকারত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে,—"অনেকাকারত্ব-প্রতিষেধাৎ।" অতএব (মুক্ত ব্যক্তির) জক্ষনাদি সংকীর্ত্তন দুঃখাভাবমাত্রাভিপ্রায়-ব্যঞ্জক,

এবং আত্মরতি ইত্যাদির ন্যায় স্তুত্যর্থকমাত্র। রতি-ক্রীড়া-মিথুন মুখ্য অর্থে আত্মার প্রতি অপ্রযোজ্য—"দ্বিতীয়-বিষয়ত্বাৎ তেষাং।" আচার্য্য বাদরায়ণের মত যে তাহা সত্ত্বেও—অর্থাৎ চৈতন্য-মাত্রই পারমার্থিক স্বরূপ হইলেও—ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য লাভের কোন বিরোধ নাই।' (৪—৪—৭)। পাঠক দেখিতেছেন—শঙ্করাচার্য্য ত দূরের কথা, জৈমিনি-বাদরায়ণাদি পূর্ব্ববর্ত্তী বেদান্তাচার্য্যদিগের মধ্যে ও মুক্তি-বিষয়ক মতের স্থিরতা নাই। "I think, we tnink, thou thinkest, Ye or you think"—ইত্যাদির ন্যায় জল্পাকার অবস্থা। ‡ ইহারই কি নাম শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্ব অবিতথত্ব এবং নিত্যত্ব! বিদেহ মুক্তি যে এক প্রকার "নবতর কল্যানতর" অবস্থা ইহাই মাত্র স্থির।

১৫১। সগুণ-বিদ্যালভ্য-সমনস্ক-মুক্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য।

ছান্দোগ্যের "হার্দ্দ বিদ্যায়" বিদেহ মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছে—"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেব হাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছা—৮—২—১)। এ স্থলে সংশয় হইতেছে কি সঙ্কল্পই পিত্রাদিসমুত্থানের একমাত্র হেতু, অথবা নিমিত্তান্তর ও থাকে। সংসারে সঙ্কল্পজন্য গমনাদি ক্রিয়ান্তরদ্বারাই অস্মদাদির পিত্রাদির সহিত মিলন হইয়া থাকে। মুক্তের ও সেইরূপ হওয়াই সম্ভব। আর সঙ্কল্পমাত্র সমুত্থিত পিত্রাদি মনোরথ-বিজৃম্ভিতের ন্যায় চঞ্চল। চঞ্চলত্বহেতু তাহা যথেষ্ট সম্ভোগের বিষয় নয়। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে:—কেবলমাত্র সঙ্কল্প হইতেই পিত্রাদির সমুত্থান। কেন? কারণ শ্রুতি তাহাই বলিতেছে। যদি সঙ্কল্পের অনুগামী কোন নিমিত্তান্তর থাকে থাকুক, কিন্তু কোন প্রযত্নান্তরসাধ্য নিমিত্তান্তর নাই,—কারণ তাহা যদি হয়, তবে সেই নিমিত্তান্তরের উৎপত্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত বন্ধ্যসঙ্কল্পত্বের আশঙ্কা।

‡ ছান্দোগ্য ভাষ্যে শঙ্কর সাংখ্য এবং বৈশেষিকদিগের মুক্তিমত সম্বন্ধে বলিতেছেন:—"সাংখ্যাঃ দ্রষ্টারং দেহাদিব্যতিরিক্তমবগম্যাপি ত্যক্তাগমপ্রমাণত্বাৎ মৃত্যুবিষয়ে এবান্যত্বদর্শনে তস্থুঃ। তথান্যে কাণাদাদিদর্শনাঃ কষায়-রক্তমিব ক্ষারাদিভি র্বস্ত্রং নবভিরাত্মগুণৈ র্যুক্তমাত্মদ্রব্যং বিশোধয়িতুং প্রবৃত্তাঃ"। "বুদ্ধি-সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভাবনা নবাত্মগুণা মীমাংসক-ভ্রান্তিঃ"। আনন্দগিরি।

আর শ্রুতিবেদ্য বিষয়ে "লোকবৎ" ইত্যাকার "সামান্যতঃ দৃষ্ট" * অনুমানের (analogy) স্থান নাই। সঙ্কল্পবলেই যতক্ষণ (সম্ভোগের জন্য) প্রয়োজন ততক্ষণ পিত্রাদির স্থিরতা ও সম্ভব।" "অতএব 'চানন্যাধিপতিঃ" (৪—৪—৯) —"অবন্ধ্যসঙ্কল্পত্বহেতুই বিদ্বান্ 'অনন্যাধিপতি' বা 'স্বরাট্'। কারণ তাহা হইতে অন্য, তাহার উপর কোন অধিপতি নাই। শ্রুতি তাহাই দেখাই-তেছে,—"তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছা—৮—১—৬)।

আবার শঙ্কর বিচার করিতেছেন;—"সঙ্কল্পাদেব" বলাতেই প্রাপ্তৈশ্বর্য্য বিদ্বানের পক্ষে সঙ্কল্পের সাধনভূত 'মন'ও সিদ্ধ হইতেছে। (জিজ্ঞাস্য হইতেছে) তাহার শরীর এবং ইন্দ্রিয় থাকে, কি থাকে না?" (পৃঃ—১৩৬ দ্রষ্টব্য)। আচার্য্য বাদরি বলেন শরীরেন্দ্রিয় থাকে না, জৈমিনি বলেন থাকে, এবং বাদরায়ণ বলেন, বিদ্বান্ যখন সশরীরত্ব সঙ্কল্প করে, তখন শরীরাদি থাকে, যখন অশরীরত্বাদি সঙ্কল্প করে, তখন শরীরাদি থাকে না। (এ বিষয়েও পূর্ব্ববৎ "I think, thou thinkest, he thinks" এরই অবস্থা)। (স্বপ্নকালে লোকের) "শরীরেন্দ্রিয়ের অভাব হয়। শরীরেন্দ্রিয়ের এবং বিষয়ের অভাব হওয়াতে (স্বপ্নে লোকের) পিত্রাদি কামসকল যেমন উপলব্ধিমাত্রাত্মক হয়, (বাদরায়ণের মতে) মোক্ষ দশাতেও শরীরাদি না থাকিলে সেরূপই হইবে। আর জাগ্রৎকালে শরীরাদি থাকিলে লোকের পিত্রাদি কামসকল যেরূপ বিদ্যমান থাকে, (বাদরায়ণের মতে, শরীরাদি থাকিলে) মুক্ত ব্যক্তিরও সেই রূপ হওয়াই সম্ভব*। (৪—১৩—১৪)।

---

* "ত্রিবিধ মনুমানমাখ্যাতং তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকং।
সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ ॥৫॥"

—এই সাংখ্যকারিকা বচনের ভাষ্যে গৌড়পাদ 'পূর্ব্ববৎ' (Deductive inference) 'শেষবৎ' (Induction) এবং 'সামান্যতঃ দৃষ্ট' (analogy), এই ত্রিবিধ অনুমানের ব্যাখ্যা করিতেছেন ঃ—"পূর্ব্বমস্যাস্তীতি পূর্ব্ববৎ,—যথা মেঘোন্নত্যা বৃষ্টিং সাধয়তি পূর্ব্বদৃষ্টত্বাৎ। শেষবৎ—যথা, সমুদ্রাদেকং জলপলং লবণমাস্বাদ্য শেষস্যাপ্যস্তিলবণভাব ইতি। সামান্যতো দৃষ্টং—দেশান্তরাদ্দেশান্তরং প্রাপ্তং দৃষ্টং, গতিমৎ চন্দ্রতারকং, চৈত্রবৎ। তথা পুষ্পিতাম্রদর্শনাৎ অন্যত্র পুষ্পিতা আম্রা ইতি। সামান্যতোদৃষ্টাদনুমানাদতীন্দ্রিয়াণাং সিদ্ধিঃ। প্রধানপুরুষাবতীন্দ্রিয়ৌ সামান্যতো দৃষ্টেনানুমানেন সাধ্যেতে। যস্মান্মহদাদি লিঙ্গং ত্রিগুণং, যস্যেদং কার্য্যং তৎ প্রধান মিতি। যতশ্চাচেতনং চেতনমিবাভাতি অতোঽন্যোঽধিষ্ঠাতা পুরুষ ইতি।" 'সামান্যতঃদৃষ্ট অনুমান' সাদৃশ্যজনিত 'উপমিতি' মাত্র (analogy)।

মুক্ত ব্যক্তির যুগপৎ বহুশরীর গ্রহণ সম্বন্ধে "প্রদীপবদাবেশঃ" (৪—৪—১৫) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন ;—"বিকারশক্তির যোগে যেমন একটি প্রদীপ হইতে অনেক প্রদীপভাব লাভ হয়, বিদ্বান্ও সেইরূপ এক হইয়াও ঐশ্বর্য্যযোগহেতু অনেকশরীরিত্বভাব লাভ করিয়া, যুগপৎ বহু শরীরে প্রবেশ করে। যোগশাস্ত্রেও ইহাই যোগীদিগের অনেক-শরীর-যোগের * প্রক্রিয়া। কিন্তু মুক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে যুগপৎ অনেক শরীরাবেশাদি-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য কিরূপে স্বীকার করা যায়, যখন "তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ" (বৃ—৪—৫—১৫), "ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি" (বৃ—৪—৩—৩০) ইত্যাদি-জাতীয় বচন-দ্বারা শ্রুতি মুক্তব্যক্তির পক্ষে বিশেষ-বিজ্ঞানের প্রতিষেধ করিতেছে? এ আপত্তির উত্তর করা যাইতেছে। "স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিস্কৃতং হি" (৪—৪—১৬)—স্বাপ্যয় বা সুষুপ্তি ("স্বমপীতো ভবতি"—ছা—৬—৮—১), এবং সম্পত্তি বা কৈবল্যমুক্তি—("ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" – বৃ—৪৪—৬) এই দুয়ের মধ্যে একটি অবস্থাকে মাত্র লক্ষ্য করিয়াই এই বিশেষ-বিজ্ঞানাভাব-বাক্যের প্রয়োগ। কোথাও বা সুষুপ্তাবস্থাকে এবং কোথাও বা কৈবল্যাব-স্থাকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যে স্থলে অনেক-শরীর-প্রবেশাদি-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হয়, তাহা সগুণবিদ্যারই পরিপক্কাবস্থা,—তাহা স্বর্গাদির ন্যায় অবস্থান্তর। অতএব অদোষ।

১৫২। সগুণ-বিদ্বানের ঐশ্বর্য্য পরমেশ্বরের ইচ্ছার অধীন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, এই সগুণ-বিদ্যালভ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত বিদ্বানের ঐশ্বর্য্যের প্রসার কতদূর। তিনি কি বিশ্বামিত্রের হরিশ্চন্দ্রলোক-সৃষ্টির ন্যায় ইচ্ছামত লোকাদি সৃষ্টি করিতেও সক্ষম? "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" (৪—৪—১৭) সূত্রের ভাষ্যে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে। "সংশয় হইতেছে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা হেতু যাঁহারা—"সহৈব মনসা" বা সমনস্ক ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করে, তাহাদের ঐশ্বর্য্য কি নিরবগ্রহ বা প্রতিবন্ধশূন্য, অথবা সাবগ্রহ বা প্রতিবন্ধ-যুক্ত? কি অনুমান হয়? "আপ্নোতি স্বারাজ্যং" (তৈ—১—৩—২)

* শঙ্করের নিজের সম্বন্ধে এ সকল যোগৈশ্বর্য্য-বিষয়ক প্রত্যক্ষ-জ্ঞান তিনি প্রত্যাখ্যান করেন—"অস্মাকমপ্রত্যক্ষং"। তবে তিনি স্মৃতির উপরে ভর করিয়া এইমাত্র বলেন—"যোগোঽপ্যণিমাদ্যৈশ্বর্য্যফলঃ স্মর্য্যমাণো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুং।" ১—৩—৩৩।

ইত্যাদি শ্রুতিবচন দৃষ্টে তাহাদের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ বা প্রতিবন্ধশূন্য হওয়াই সম্ভব। এই অনুমানের বিরুদ্ধে বলা যাইতেছে—"জগদ্-ব্যাপারবর্জ্জং"—জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপার বর্জ্জন করিয়া অণিমাদ্যাত্মক অন্যবিধ ঐশ্বর্য্য মুক্তদিগের লাভ হওয়া সম্ভব। জগদ্ব্যাপার নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরেরই। কেন ? কারণ নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকেই জগদ্ব্যাপারের মূল বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করে। জগদ্ব্যাপারের সহিত অন্যদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। পরমেশ্বরই জগদ্ব্যাপারের অধিকারী। তাঁহারই অন্বেষণ-বিজিজ্ঞাসনের ফলস্বরূপ অন্যদিগের অণিমাদি-ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে! অতএব জগদ্ব্যাপারে তাহারা অসন্নিহিত (অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধশূন্য)। আর সগুণ-বিদ্বান্ মুক্তেরা সমনস্ক হওয়াতে, যদি তাহাদের সকলের একমত না হয়, তবে তাহাদের কাহারো অভিপ্রায় সৃষ্টি করা, কাহারো অভিপ্রায় সংহার করা, হইতে পারে, এইরূপে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কখন কখন বিরোধও হইবে। সেরূপ স্থলে, তাহাদের একজনের সঙ্কল্পের পশ্চাৎগামী অন্যদিগের সঙ্কল্প,—অতএব অবিরোধ,—এইরূপে অবিরোধ সমর্থন করিতে গেলেই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, যে অপর সকলের ইচ্ছা পরমেশ্বরের ইচ্ছার অধীন—"পরমেশ্বরাকূততন্ত্রমেবেতরেষাং ব্যবতিষ্ঠতে।" এস্থলে ইহাও বিচার্য্য হইতেছে যে, "জগদ্ব্যাপার" বলিতে অসংখ্য ব্যস্ত ব্যাপার-বিশেষের সমষ্টিমাত্র বুঝায়। যদি জগদ্ব্যাপার বা সেই সমষ্টিতে সগুণ বিদ্বান্‌দিগের কোন পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তবে ব্যষ্টি-ভূত জাগতিক কোন ব্যাপার-বিশেষেই বা তাহাদের পৃথক্ কর্ত্তৃত্বের স্থান কিরূপে সম্ভব হইবে? এজন্য বলিতে হয় যে পরমেশ্বরের ইচ্ছার অধীনতাতেই, অথবা "Thy will be done" এর পরিপক্কাবস্থাতেই মুক্ত সগুণ বিদ্বান্‌দিগেরও স্বারাজ্য। "আপ্নোতি স্বারাজ্যং" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ, শঙ্কর বলিতেছেন, "সবিতৃমণ্ডলাদিবিশেষায়তনে অবস্থিত যে পরমেশ্বর, মুক্তের স্বারাজ্যপ্রাপ্তি তাঁহারই অধীন,—যে হেতু পরে বলা হইতেছে, 'আপ্নোতি মনসস্পতিং" (তৈ—১—৬—২)—সকল মনের পতি পূর্ব্বসিদ্ধ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য স্থলেও অপর সকলের ঐশ্বর্য্য যথাসম্ভব নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের আয়ত্ত,—এরূপ তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিতে হইবে।"

"বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ" (৪—৪—১৯) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন ঃ—"পরমেশ্বরের রূপ যে কেবলমাত্র সবিতৃমণ্ডলাদির অধিষ্ঠাতা-রূপে বিকারমাত্র-গোচর (Immanent), তাহা নয়, তিনি বিকারাবর্ত্তি ও

(Transcendent), অর্থাৎ বিকারের অগোচর এবং নিত্যমুক্তও। শ্রুতি তাঁহার দ্বিরূপতার উল্লেখ করিতেছে—"তাবানস্য মহিমা, অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" (ছা—৩—১২—৬) ইত্যাদি। আর ইহাও বলা যায় না যে "ইতরালম্বনযুক্ত উপাসক" অর্থাৎ সগুণোপাসক সেই নির্ব্বিকাররূপ প্রাপ্ত হয়,—"অতৎ-ক্রতুত্বাৎ,"—কারণ সগুণোপাসকের সঙ্কল্পের বিষয় তাহা নয়। এই কারণে সগুণোপাসকেরা দ্বিরূপ পরমেশ্বরের নির্গুণরূপ লাভ না করিয়া, সগুণরূপেই ব্যবস্থিত থাকে। আবার সেই সগুণরূপে থাকিয়া তাহারা নিরবগ্রহ (বা প্রতি-বন্ধকশূন্য) ঐশ্বর্য্য লাভ না করিয়া, সাবগ্রহ ঐশ্বর্য্যেই ব্যবস্থিত থাকে। "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" (৪—৪—২১) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলি-তেছেন:—"এজন্যও বিকারালম্বনযুক্ত বা সগুণ-উপাসকদিগের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ বা বাধা-রহিত নয়, কারণ কেবলমাত্র ভোগসম্বন্ধেই তাহাদের অনাদিসিদ্ধ ঈশ্বরের সহিত সমানতা,—"স যথৈতাং দেবতাং সর্ব্বাণি ভূতানি অবন্ত্যেব হেবংবিদং সর্ব্বাণি ভূতান্যবন্তি," * "তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি" (বৃ—১—৫—২৩) † ইত্যাদি ভেদব্যপদেশ-লিঙ্গ দৃষ্টে তাহা জানা যায়।" (এস্থলে সগুণ-ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে সাযুজ্যলাভের ন্যায় সালোক্য লাভেরও উল্লেখ দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছিন্ন দেবদেবী-বিষয়ক সামীপ্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তির সকল প্রকার মুক্তিরই ব্যবস্থা, সগুণব্রহ্মোপাসকের জন্য কল্পিত হইয়াছিল)। "আপত্তি হইতে পারে যে তাহা হইলে, সাতিশয়ত্বহেতু তাহাদের ঐশ্বর্য্য অন্তবৎ হইবে, এবং তাহা হইলে তাহা-দের পুনরাবৃত্তিরও আশঙ্কা থাকিতেছে। এই আপত্তির উত্তরে ভগবান্ বাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন:—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (৪—৪—২২), অর্থাৎ যাহারা দেবযান পথে এই পৃথিবী-লোক হইতে তৃতীয় লোক—ব্রহ্মলোকে-গমন করে—যে লোকে ঐরম্মদীয় নামক সরোবর, যথায় অশ্বত্থ সোমরস ক্ষরণ করে, যথায় ব্রহ্মের অপরাজিতা নামক পুরী, যথায় প্রভুবিমিত নামক হিরণ্ময় প্রাসাদ ‡ যাহার বিস্তারিত বর্ণনা মন্ত্রার্থবাদে রহিয়াছে,—ভোগ

* অবন্তি প্রীণয়ন্তি। † সাযুজ্যং সমানদেহত্বং। সালোক্যং সমানলোকতাং।

‡ কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে ব্রহ্মলোকের এইরূপ বর্ণনা আছে:—"স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি, স বায়ুলোকং, স বরুণলোকং,

শেষে চন্দ্রলোক হইতে যেমন ফিরিয়া আসিতে হয়, সেই ব্রহ্মলোক হইতে (সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের) সেরূপ ফিরিয়া আসিতে হয় না। কেন? "তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি" (ছা—৮—৬—৬. কঠ ৬—১৬, বৃ—৬—২—১৫, ছা—৪—১৫—৬) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। (সগুণোপাসকদিগের) ঐশ্বর্য্য অন্তবৎ হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের অনাবৃত্তি কিরূপে সিদ্ধ হয়, "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরং" (৪—৩—১০) সূত্রে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। যাহাদের অজ্ঞানান্ধকার সম্যক্‌দর্শনদ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছে, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণপরায়ণদিগের অনাবৃত্তি ত সিদ্ধ ই, সেই নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বাণ আশ্রয় করিলে সগুণোপাসকদিগেরও অনাবৃত্তি সিদ্ধ হয়" (৪—৪—২২)।

৫৩। অমনস্কমুক্তি, কৈবল্য, বা নির্ব্বাণ।

ব্রহ্মসূত্রে অথবা তাহার শাঙ্করভাষ্যে 'অমনস্ক' বা 'কৈবল্য' মুক্তির কোন বিশেষ বর্ণনা নাই। কৈবল্য চিদাত্মার নির্ব্বিশেষ বা দ্রষ্টৃ-দৃশ্যদর্শন-ভেদ-রহিত অবস্থা। এজন্য সুষুপ্তির ন্যায় কৈবল্যেরও বিশেষ বর্ণনা হইতে পারে না। "সম্যগ্দর্শন-বিধ্বস্ততমসাং তু নিত্যসিদ্ধনির্ব্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধৈবানাবৃত্তিঃ" * (৪—৪—২২)। শঙ্কর ও ইহার অধিক বিশেষ কিছুই বলিতেছেন না। কৈবল্যমুক্তির প্রতি নির্ব্বাণ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টে মনে হয় বৌদ্ধ নির্ব্বাণের আদর্শেই বৈদান্তিক নির্ব্বাণ ও কল্পিত হইয়াছিল। যাহারা ধ্যান অভ্যাস করিয়াছেন (পৃঃ—১০৪), তাহাদের পক্ষে "আত্মার স্বরূপে অবস্থান" (গীতা যাহাকে বলে "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"), অথবা পাতঞ্জল যাহাকে বলে "অর্থমাত্রনির্ভাসং"—সেই সমাধির ধারণা করা কঠিন হইবে না। এমন কি অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ বা নির্ব্বিকল্পক সমাধি বা চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধেরও কথঞ্চিৎ আভাস লাভ করা কঠিন হইবে না। 'নির্ব্বিকল্পক সমাধির' অবিচ্ছেদে প্রসারেরই নাম

স ইন্দ্রলোকং, স প্রজাপতিলোকং, স ব্রহ্মলোকং হ। তস্য এতস্য ব্রহ্মলোকস্য অরো হ্রদো, বিরজা নদী, ল্যো বৃক্ষঃ, সালজ্যং সংস্থানং, অপরাজিতমায়তনং, ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ, বিভু-প্রমিতং বিচক্ষণসংধি, অমিতৌজাঃ পর্য্যঙ্কঃ।" ইত্যাদি। (১—৩)॥ ছান্দোগ্যের বর্ণনা এইরূপ :—"অরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি, তদৈরমদীয়ং সরঃ, তদশ্বত্থঃ সোমসবনঃ, তদপরাজিতা পূ ব্র্হ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ং" ॥ ৮—৫—৪ ॥

* অবিদ্যা=তমঃ। সম্যগ্‌দর্শনং=নিরুপাধিব্রহ্মসাক্ষাৎকার স্তত্ত্বদর্শনং। ন চৈতন্নির্ব্বাণং স্বরূপাবস্থানলক্ষণং কার্য্যং, যেনানিত্যং স্যাৎ"—ভামতী।

কৈবল্য বা নির্ব্বাণমুক্তি। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত সুন্দরবন হইতে আনীত ভূকৈলাসের যোগীর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, সেই যোগীবর নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দেহাবসানে তাঁহার সেই সমাধিই কৈবল্যমুক্তিতে পরিণত হইত, যদি ডাক্তার বলপূর্ব্বক ঔষধ প্রয়োগদ্বারা তাঁহার সেই সমাধি ভঙ্গ না করিতেন। তবে মানুষের পক্ষে জীবন্মুক্তের কৈবল্যপ্রাপ্তিরই মাত্র কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা, অথবা গ্রহণ করা সম্ভব। বিদেহকৈবল্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে কে? আপ্তবচন বা শব্দ প্রমাণ—"মানিলে শালগ্রাম, না মানিলে শিলা"। যোগবাশিষ্ঠ নির্ব্বিকল্পক সমাধি এবং কৈবল্য সম্বন্ধে বলিতেছেন:—"সতি ত্বস্মিন কুতো দৃশ্যে নির্ব্বিকল্পসমাধিতা।"—দৃশ্যের প্রত্যয় যতক্ষণ জন্মে, ততক্ষণ নির্ব্বিকল্পক-সমাধিলাভ অসম্ভব। নির্ব্বিকল্পক সমাধির বিরামে অবিকল পূর্ব্বেরই মত এই দুঃখাত্মক সংসারের পুনরুদয় হয়। দৃশ্য যখন থাকে না, তখন দ্রষ্টার মধ্যে আর দ্রষ্টৃভাবও থাকে না। সেইভাবে দ্রষ্টার অবস্থানকেই মোক্ষ (বা কৈবল্যমুক্তি) বলা হয়। দৃশ্যের অভাবে দ্রষ্টা যখন অদ্রষ্টা হইতে বাধ্য হয়,—তাহাই তাহার কেবলীভাব। দৃশ্যের অভাবে দ্রষ্টৃ-ভাব ও শান্ত হয়, বোধমাত্রই থাকে। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের দ্বৈতাভাব যখন দৃঢ়প্রতীত হয়,—তখন নির্ব্বাণই মাত্র অবশিষ্ট থাকে।*

১৫৪। কৈবল্যমুক্তির সহিত বৌদ্ধ নির্ব্বাণের যোগ।

শঙ্কর তাঁহার সনৎসুজাতীয়ভাষ্যে 'কেবল' শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন:—"কেবলং বীজমিত্যুক্তং",—"সর্ব্বস্যাস্য প্রপঞ্চস্য বীজং নিমিত্তং যৎ তৎ কেবলং।" তিনি উশনার মত বলিতেছেন:—"গুণসাম্যে স্থিতং তত্ত্বং কেবলমিতি কথ্যতে। কেবলাদেতদুদ্ভূতং জগৎ সদসদাত্মকং॥" আবার 'বিষ্ণু-সহস্র নামে' দেখা যায় বিষ্ণুর এক নাম 'নির্ব্বাণ,' আর এক নাম 'শূন্য' (৭৫, ৯২)। শঙ্কর 'নির্ব্বাণের' ব্যাখ্যা করিতেছেন "সর্ব্বদুঃখোপশমলক্ষণং পরমানন্দরূপং নির্ব্বাণং।" শূন্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন:—"সর্ব্ববিশেষরহিতত্বাৎ শূন্যবৎ শূন্যঃ।" এইরূপে আমরা দেখিতেছি বৈদান্তিক কৈবল্য যেন বৌদ্ধ

* "ব্যুত্থানে হি সমাধানাৎ সুষুপ্তান্ত ইবাখিলং। জগদ্দুঃখমিদং ভাতি যথাস্থিতমখণ্ডিতং। দৃশ্যে ত্বসম্ভবতি বোদ্ধরি বোদ্ধৃভাবঃ সাম্যেৎ, স্থিতোঽপি হি তদস্য বিমোক্ষমাহুঃ॥ (উৎ—৩)॥ যদ্দ্রষ্টুরস্যাদ্রষ্টৃত্বং দৃশ্যাভাবে ভবেৎ বলাৎ। তদ্বিদ্ধি কেবলীভাবং তত এবাসতঃ সতঃ"॥ (উৎ—৪)॥

নির্ব্বাণকে,এমন কি বৌদ্ধ শূন্যবাদকেও স্পর্শ করিতেছে। শঙ্করের'ব্যাবহারিক' এবং'পারমার্থিক'ভেদের অনুরূপ ভেদ তাঁহারও পূর্ব্বে বৌদ্ধ-মহাযান শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। "সাংবৃত সত্য বা যে সকল জিনিসকে সত্য বলিয়া ধরিয়া না লইলে ব্যবহার চলে না,—এবং পারমার্থিক সত্য যাহার কখনই অন্যথা হয় না, যাহা চিরকালই সত্য, যাহাকে মহাযানেরা শূন্য বলেন" ইত্যাদি (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) ; শঙ্কর ঘোর জ্ঞানবাদী। "সম্যগ্‌দর্শনদ্বারা তমোধ্বংস" রূপ কৈবল্যই শঙ্করের মতে পরমপুরুষার্থ। বৌদ্ধেরা—বিশেষতঃ মহাযান বৌদ্ধেরাও ঘোর জ্ঞানবাদী। তাঁহারাও ভাবেন জ্ঞানেই মুক্তি। সে যাহা হউক, প্রামাণ্য কোন উপনিষদে এমন কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না, যদ্দৃষ্টে সাযুজ্যমুক্তি এবং কৈবল্যমুক্তিকে দুই বিভিন্ন প্রকারের মুক্তি মনে করা যাইতে পারে।

১৫৫। আধিকারিক কৈবল্য-প্রাপ্তের দেহধারণ।

যদিও "সম্যগ্দর্শন" হেতু সাধারণ কৈবল্যপ্রাপ্তদিগের সংসারে পুনরাবর্ত্তন না হউক, তথাপি কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবও যে সময়ে সময়ে, নিজের জন্য না হউক, জগতের উদ্ধারের জন্য, দেহধারণ না করেন এমন নয়—' প্রায়ঃ পরপরিত্রাণমেব কর্ম্ম নিজং সতাং" (উৎ-২৬—২০)। কৈবল্য-প্রাপ্ত ব্যক্তির দেহধারণের সুন্দর দৃষ্টান্ত যোগ-বাশিষ্ঠের বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ নিজেই তাঁহার প্রাপ্ত কৈবল্যদশার এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন ঃ—"পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা আপনার পুত্রতুল্য সৃষ্ট প্রাণীবর্গের দুঃখ দেখিয়া—"পুত্রদুঃখাৎ পিতা যথা"—জীবের দুঃখ মোচনের উপায় আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন ঃ—"নির্ব্বাণই পরম সুখ, যাহা পাইলে আর পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্তি হয় না, মৃত্যুও হয় না। তাহা জ্ঞান দ্বারাই লাভ হয়। জ্ঞানই জীবের সংসারদুঃখ মোচনের উপায়। তপ, দান, বা তীর্থাদি যাহা কীর্ত্তিত হয়, তাহা উপায় নয়।" এইরূপ স্থির করিয়া ব্রহ্মা মনের সঙ্কল্পদ্বারা "মনসা পরিসঙ্কল্প্য"—আমাকে উৎপন্ন করিলেন।" অনন্তর ব্রহ্মা বশিষ্ঠকে বলিলেন ঃ—"হে পুত্র, মুহূর্ত্তমাত্র তোমার চিত্তে অজ্ঞান প্রবেশ করুক।" বশিষ্ঠ বলিতেছেন ঃ—"তাঁহার এইরূপ শাপ হেতু আমি আমার স্বকীয় অমল স্বরূপ ভুলিয়া গেলাম,—"অহং বিস্মৃতবান্ সর্ব্বং স্বরূপং অমলং কিল।" আমিও তখন ইতর-লোকের ন্যায় অজ্ঞান-জনিত দুঃখশোকে অভিভূত হইলাম। তখন আমাকে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস, কেন দুঃখে অভিভূত হইতেছ ? দুঃখের প্রতিকার আমাকে জিজ্ঞাসা কর। নিত্য-

সুখ লাভ করিবে।" তখন আমি তাঁহাকে সংসার দুঃখের প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনিও তখন আমার নিকটে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করিলেন, এবং তাহা লাভ করিয়া আমিও যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর * কৃতার্থ হইলাম। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আমি প্রকৃতিস্থ হইলে পর, সেই জগৎকর্ত্তা আবার আমাকে বলিলেন ঃ—"হে বৎস, সমস্ত জগতের তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধির জন্য আমি শাপদ্বারা তোমাকে অজ্ঞদশাগ্রস্ত করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের প্রষ্টা করিয়াছিলাম, তুমি এখন পরমজ্ঞান লাভ করিয়াছ,—"ইদানীং শান্তশাপস্ত্বং পরং বোধমুপাগতঃ।" এখন তুমি জীবের হিতসাধনের জন্য মহীপৃষ্ঠে জম্বুদ্বীপস্থিত ভারতবর্ষে যাও। তথায় যাইয়া তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ কর।' বশিষ্ঠ বলিতেছেন ঃ—"কমলযোনি পিতাদ্বারা এইরূপ আদিষ্ট হইয়া যতদিন প্রাণী আছে, ততদিন আমিও এস্থানে থাকিব। আমার নিজের এখানে কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই, সুধু 'স্থাতব্য'—থাকিতে হইবে বলিয়াই আমি মনকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে আছি। সংশান্ত সতত-সুপ্তধীবৃত্তি-দ্বারা কার্য্য করাতে— আমি যেন কিছুই করিতেছি না।" * (মুমু—১০)॥ কৈবল্যমুক্তির ইহাই আদর্শ শঙ্করের মতেও "পরশ্রমাপনোদ" ই (বি—চূ —) জীবের পরমপুরুষার্থ বশিষ্ঠের যেমন "প্রায়ঃ পরপরিত্রাণমেব কর্ম্ম নিজং সতাং" ॥ (উৎ—২৬)॥ "করুণা" প্রধান মহাযান-বৌদ্ধ নির্ব্বাণও তাহাই।

সে যাহা হউক, "যাবদধিকার মবস্থিতিরাধিকারিকাণাং" (৩—৩—৩২) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর নিজেও কৈবল্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদের দেহান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—"তত্ত্বজ্ঞানীর বর্ত্তমান দেহপাতের পর দেহান্তরপ্রাপ্তি হয় কি না হয়, বিচার করা যাইতেছে। (যদি বল যে) কৈবল্যের সাধনভূত বিদ্যা লাভ হইলে কৈবল্য লাভ হয় কি হয় না, এরূপ বিচারের কোন স্থান নাই,—যেরূপ পাকসাধন সম্পন্ন হইলে ভাত হয়,কি হয় না, অথবা অন্ন ভোজন করিলে তৃপ্তি হয়, কি হয় না,—এরূপ চিন্তা কখনো কাহারো মনে

* কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠফলকে শুক্ল চক্‌বিন্দুর ন্যায়, কোন বিষয়ের জ্ঞান তাহার বিরুদ্ধ বিষয়ের জ্ঞানদ্বারা অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

† কর্ত্তব্যমস্তি ন মমেহ হি কিঞ্চিদেব। স্থাতব্যমিত্যতিমনা ভুবি সংস্থিতোঽস্মি। সংশান্তয়া সততসুপ্তধিয়েহ বৃত্ত্যা। কার্য্যং করোমি ন চ কিঞ্চিদহং করোমি॥"

হয় না। (এ কথার উত্তরে বলা যাইতেছে, কৈবল্যপ্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞানী সম্বন্ধে) সে চিন্তার স্থান আছে, কারণ ব্রহ্মবিদ্দিগের মধ্যে কাহারো কাহারো দেহান্তর-প্রাপ্তির কথা ইতিহাস-পুরাণে দৃষ্ট হয়। যথা বিষ্ণুর আদেশে অপান্তর-তমা নামক বেদাচার্য্য পুরাণ ঋষি কলি এবং দ্বাপরের সন্ধিস্থলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রূপে সম্ভূত হইয়াছিলেন, স্মৃতিতে এরূপ উল্লেখ আছে। ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠ নিমির শাপে পূর্ব্বদেহ চ্যুত হইয়া ব্রহ্মার আদেশে পুনরায় মিত্রাবরুণ হইতে সম্ভূত হইয়াছিলেন জানা যায়। ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু-আদিরও বরুণের যজ্ঞে পুনরুৎপত্তির কথা জানা যায়। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার রুদ্রকে বর প্রদান করিয়া স্বয়ংই স্কন্দরূপে পুনরাবির্ভূত হইয়াছিলেন। দক্ষনারদা-দিরও এইরূপ বার বার দেহান্তরোৎপত্তির কথা স্মৃতিতে উক্ত আছে। শ্রুতিতেও মন্ত্রার্থবাদে সেরূপ কথা অনেক দৃষ্ট হয়। তাহাদের কেহ কেহ পূর্ব্বদেহ পতিত হইলে দেহান্তর গ্রহণ করেন, আর কেহ কেহ যোগৈশ্বর্য্যবলে যুগপৎ অনেক দেহ গ্রহণের নিয়মানুসারে পূর্ব্বদেহ থাকিতেই দেহান্তরও গ্রহণ করেন। ইহাঁদের সকলেই সমস্ত বেদার্থ সম্যক্ অবগত, এরূপ জানা যায়। ইঁহাদের দেহান্তরোৎপত্তি দৃষ্টে অনুমান করিতে হয়, যে ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষের হেতুই নয়, অথবা যদি হয়, পাক্ষিক হেতুমাত্র। এ কথার উত্তরে বলা যাইতেছে, তাহা নয়। অপান্তরতমঃপ্রভৃতি লোকস্থিতির হেতুভূত বেদ-প্রবর্ত্তনাদি কার্য্যের অধিকারীরূপে নিযুক্ত হওয়াতে তাহাদের সংসারে অব-স্থিতি স্ব স্ব অধিকারের অধীন। ঐ ভগবান্ সবিতা যেমন সহস্র যুগ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকারভুক্ত জাগতিক কার্য্য সাধন করিয়া, তাহার শেষে উদয়াস্তময়-বর্জ্জিত কৈবল্য অনুভব করেন,—কারণ শ্রুতি বলিতেছে "অথ তত ঊর্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যস্থাতা" (ছা ৩—১১—১), অথবা অধুনাতন ব্রহ্মবিদ্গণ যেমন আরব্ধ ভোগের ক্ষয় হইলেই, কৈবল্য অনুভব করেন,—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" (ছা—৬—১৪—২), সেইরূপ অপান্তরতমঃপ্রভৃতি ঈশ্বরগণও "পরমেশ্বরেণ তেষু তেষ্বধিকারেষু নিযুক্তাঃ সন্তঃ"—পরমেশ্বরদ্বারা স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত হইয়া, কৈবল্যের হেতুভূত সম্যক্ দর্শন লাভ সত্ত্বেও স্বকীয় অধিকার-কাল পর্য্যন্ত অক্ষীণকর্ম্মা থাকেন, এবং তাহার শেষ হইলে অপবর্গ লাভ করেন। এইরূপে বিরোধ পরিহৃত হইতেছে। একবার মাত্র কর্ম্মাশয় (বা 'অপূর্ব্ব' নামক কর্ম্মজনিত সংসার বীজ) ফলদানার্থ প্রবৃত্ত হয়। আধিকারিকগণ সেই

কর্ম্মাশয়ের অতীত (অমনস্ক বা আমিত্ব-বন্ধনমুক্ত) হইয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরের ন্যায় 'লোকানুগ্রহার্থ' স্বতন্ত্রভাবে এক দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চরণ করেন। স্বীয় অধিকারভুক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ তাঁহাদের স্মৃতিও অলুপ্ত থাকে। দেহেন্দ্রিয়ের মূল উপাদানের উপরে তাঁহাদের বশীত্ব বা প্রভুত্ব থাকাতে, তাঁহারা ইচ্ছামত দেহসকল নির্ম্মাণ করিয়া যুগপৎ বহু দেহ, অথবা এক দেহের পর অন্য দেহ অধিকার করেন। ব্রহ্মবাদিনী সুলভা যেমন জনকের সহিত বিচার করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বদেহ পরিত্যাগ না করিয়াই জনকের দেহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার সহিত বিচার করিয়া কার্য্যশেষে স্বদেহে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছিলেন, আধিকারিকদিগের সম্বন্ধেও সেইরূপ। স্মৃতিতে (মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে) সুলভার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অপর লোকের ন্যায় যদি ব্রহ্মবিৎ আধিকারিকদিগের মধ্যেও দেহান্তরের আরম্ভক অদগ্ধ কর্ম্মবীজ আবির্ভূত হইত, এবং তাহা হইতে যদি আবার নূতন অদগ্ধ কর্ম্মবীজান্তর পূর্ব্ববৎ আবির্ভূত হইত, তবে ব্রহ্মবিদ্যার পাক্ষিক মোক্ষহেতুত্ব অথবা অহেতুত্ব আশঙ্কা করা যাইত। কিন্তু জ্ঞানদ্বারা কর্ম্মবীজের দাহ শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ত্র প্রসিদ্ধ। অতএব সে আশঙ্কার স্থান নাই। "স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" (ছা—৭—২৬—২)। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" (গীতা ৪—৩৭)। অবিদ্যাজনিত ক্লেশপঞ্চকের * দাহ বলিলে, তাহার বীজভূত কর্ম্মাশয়ের এক অংশের দাহ, এবং অন্য অংশের প্ররোহ বা অঙ্কুর হওয়া সম্ভব নয়, যেমন অগ্নি-দগ্ধ ধান্য-বীজের কোন অংশেরই অঙ্কুর দৃষ্ট হয় না। তবে যে সকল কর্ম্মাশয়ের ফল আরম্ভ হইয়াছে, হস্তচ্যুত ইষুর নিবৃত্তির ন্যায় বেগক্ষয়ে সে সকলের নিবৃত্তি হইবে। "তস্য তাবদেব চিরং" (ছা—৬—১৪—২)—শরীরপাতেই ইষুস্থানীয় সেই কর্ম্মাশয়ের শেষ। অতএব জ্ঞানের ফল সম্বন্ধে কোনরূপ অনিশ্চয়তা নাই। মহর্ষিগণ প্রথমে ঐশ্বর্য্যাদি ফলদায়ক জ্ঞানান্তরে (সগুণ-বিদ্যাতে) আসক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে ঐশ্বর্য্যাদির ক্ষয় দর্শন করিয়া তাহাতে আসক্তিশূন্য হইয়া, পরমাত্মজ্ঞানে একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহারা কৈবল্য লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। "প্রত্যক্ষফলত্বাচ্চ জ্ঞানস্য, ফলবিরহাশঙ্কানুপপত্তিঃ"। স্বর্গাদি কর্ম্মফল যাহা (আনুশ্রবিক মাত্র) অনুভব-

* "অবিদ্যা অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ,"—যোগসূত্র-সাধনপাদ।

সিদ্ধ নয়,* তাহার সম্বন্ধে হয়, বা না হয়, এরূপ আশঙ্কা সম্ভব। কিন্তু জ্ঞান-ফল অনুভব-সিদ্ধ—"অনুভবারূঢ়ং তু জ্ঞানফলং"। "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম" (বৃ—৩—৪—১), এবং "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিতেও সিদ্ধের ন্যায়ই জ্ঞানফলের উপদেশ। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যার্থ 'তত্ত্বং মৃতো ভবিষ্যসি'—'মরিলে পর, তুমি তাহা হইবে'—(ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্ত্তমান)—করা যায় না। "তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" (বৃ—১—৪—১০) ইত্যাদি শ্রুতিও দেখাইতেছে যে সম্যগ্‌দর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ফল—সর্ব্বাত্মত্ব ও সিদ্ধি হয়,—"সম্যক্‌দর্শনকালমেব তৎফলং সর্ব্বাত্মত্বং"। অতএব বিদ্বানের পক্ষে কৈবল্যসিদ্ধি নিশ্চিত।

১৫৬। বৈদান্তিক মুক্তিমতের অপরিপক্ক বা বাষ্পাকার (nebulous) অবস্থা।

বিদেহ-মুক্তি বিষয়ে বেদান্তমতের যে আভাস প্রদান করা হইল, তদ্দৃষ্টে পাঠক দেখিবেন যে সে বিষয়ে বেদান্তাচার্য্যগণ কোনরূপ পরিপক্ক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।—"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং"। দেহধারীর পক্ষে বিদেহ-মুক্তির বিশেষত্ব সম্বন্ধে এরূপ বাষ্পাকার(nebulous) ভাবই শোভা পায়। যদিও বেদান্তমতে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিই সগুণ-বিদ্যার চরম ফল, তথাপি মহাভারতে অথবা যোগবাশিষ্ঠে ব্রহ্মলোকের উপরেও অনেক উন্নততর লোকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রন্তিদেবের গোমেধযজ্ঞের মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া মহাভারত গোলোককে ব্রহ্মলোকেরও উপরে স্থান দিয়াছেন। বশিষ্ঠের লীলা—"ব্রহ্মলোকোত্তরং গত্বা তুষিতানাঞ্চ মণ্ডলং। গোলোকং শিবলোকঞ্চ পিতৃলোকমতীতা চ"—ব্রহ্মলোক এবং তাহার পর আরও অনেক উন্নততর লোক উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন (উৎ—৩১—৪৩)। সে যাহা হউক, আমরা দেখিতেছি সগুণ-বিদ্যাজন্য ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তিরূপ সাযুজ্য মুক্তি, এবং নির্গুণ ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারজন্য কৈবল্যমুক্তির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে সগুণবিদ্যাজন্য মুক্তি "বিকারবর্ত্তি" এবং 'সমনস্ক'—"সমনস্কত্বাদেব চৈতেষাং" (৪—৪—১৭), "সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ

---

* "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ"। ২। আনুশ্রবিকঃ-আগমাৎ সিদ্ধঃ। যথা, "অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্"।—অন্যচ্চ বেদে শ্রূয়তে আত্যন্তিকং ফলং পশুবধেন। "সর্ব্বাংল্লোকান্ জয়তি, মৃত্যুং তরতি, পাপ্মানং তরতি, ব্রহ্মহত্যাং তরতি, যো যোঽশ্বমেধেন যজতে" ইতি। গৌড়পাদীয় সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য।

সহৈৰ মনসা ঈশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি" (১৭)। সাযুজ্যমুক্ত যদিও "পরমেশ্বরাকূততন্ত্র"(৪—৪—১৭)—তথাপি সমনস্কত্ব হেতু চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় তাহার অহঙ্কার এবং ইচ্ছাদিজনিত দাগ থাকে,—এমন কি ঐশ্বর্য্যাদির প্রতিও তাহার আসক্তি থাকে—"জ্ঞানান্তরেষু চৈশ্বর্য্যাদিফলকেষ্বাসক্তাঃ স্যু র্মহর্ষয়ঃ"। কিন্তু কৈবল্যমুক্ত 'অমনস্ক' এবং 'বিকারাবর্ত্তি (ত্রিগুণাতীত বা Transcendent)। অহঙ্কার এবং পৃথক্ ইচ্ছাদি কিছুই তাহার থাকে না, এমন কি ঐশ্বর্য্যাদিতেও তাহার কোন আসক্তি থাকে না, "সম্পত্তিঃ কৈবল্যং—'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইতি শ্রুতেঃ, অবিভক্ত এব পরেণাত্মনা মুক্তোঽবতিষ্ঠতে।" সাযুজ্য-মুক্ত এবং কৈবল্য-মুক্তের মধ্যে এই যে সমনস্কত্ব-অমনস্কত্ব ভেদ, তাহা মুখ্যতঃ অহঙ্কার-সম্বন্ধী,—সাযুজ্য-মুক্তের অহঙ্কার বা পৃথক্ আমি বোধ থাকে, কৈবল্য মুক্তের তাহা থাকে না,—অথবা যীশুর ভাষায় বলিতে গেলে সাযুজ্য-মুক্ত "Thy will be done"-ভাবাপন্ন, বা "পরমেশ্বরাকূততন্ত্র", এবং কৈবল্য-মুক্ত "I and my Father are one"-ভাবাপন্ন,—"অবিভক্ত এব পরেণাত্মনাবতিষ্ঠতে"। "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াশক্তি" উভয় সাযুজ্যমুক্ত, এবং কৈবল্যমুক্তেরই সমান ভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে,—সাযুজ্যমুক্তের মধ্যে তাহা ক্রিয়াশীলরূপে (Kinetic or as Work), এবং কৈবল্য-মুক্তের মধ্যে তাহা শক্তিমাত্ররূপে (as Potential energy) থাকে।

সগুণ-বিদ্যাজনিত ক্রমমুক্তি যাহা সচরাচর চারি প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ, সাযুজ্য-মুক্তি তাহারই সর্ব্বোচ্চ সোপান। আধিকারীক-কৈবল্য-প্রাপ্তের যে বর্ণনা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে,তদ্দৃষ্টে বলা যায় যে কৈবল্য-মুক্তি সাযুজ্য অপেক্ষাও উচ্চতর ক্রমমুক্তিরই অন্ত্য স্তর। সাধারণ কৈবল্য-মুক্তির মধ্যে কোন প্রকার ভেদ অথবা ভেদলিঙ্গের স্থান না থাকিলেও, সাধারণ কৈবল্য-মুক্তি হইতে 'আধিকারিক' কৈবল্য-মুক্তিকে পৃথক্ করা হইতেছে। শান্তিপর্ব্বের সুলভা 'অমনস্কা,'তথাপি তিনি জনক-কুশধ্বজের সহিত রাজনীতি এবং সদাচার প্রভৃতি নানা প্রকার গভীর তত্ত্বের বিচারে নিযুক্তা ছিলেন। নারদ-ব্যাস-বশিষ্ঠাদি "অমনস্ক', অথচ তাহারা প্রত্যেকে "যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি তন্ন কুত্রচিৎ" ইত্যাকার বডলিয়েন্ লাইব্রেরীতুল্য বিস্তীর্ণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ সকলের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ কৈবল্য-প্রাপ্তের অমনস্কত্বের অর্থ অহঙ্কার-রহিত বা "তোমার" "আমার"ইত্যাকার দাগ রহিতভাব। কৈবল্য-প্রাপ্ত সর্ব্বাত্মসিদ্ধ। স্বার্থের কলঙ্করহিত হওয়াতে তিনি কার্য্য করেন "লোকানুগ্রহার্থ" মাত্র,—বা

জীবের দুঃখমোচনের জন্য।* সাধারণ কৈবল্য-প্রাপ্তের অবস্থা নির্ব্বিকল্পক সমাধি প্রাপ্তের অবস্থা.—অথবা 'অপবর্গ'।—আধিকারিক কৈবল্য-প্রাপ্তের অবস্থা ব্যাস-বশিষ্ঠাদির ন্যায় পরের উদ্ধারের,জন্য নিয়ত কর্ম্মে ব্যস্ততা—"সত্যপি সম্যগ্ দর্শনে কৈবল্যহেতাবক্ষীণকর্ম্মাণো যাবদধিকারমবতিষ্ঠন্তে। তদবসানে চাপবৃজ্যন্তে" (৩—৩—৩২)। যতক্ষণ তাহাদের আধিকারিক কার্য্য শেষ না হয়, —ততক্ষণ তাহাদের নামে মাত্র কেবলাবস্থা, প্রকৃতপক্ষে কেবলাবস্থার ন্যায়ই নয়,—কারণ তাহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিরাম নাই। আধিকারিক কর্ম্মের শেষে তাহারা অপবর্গ প্রাপ্ত হয়েন,—অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক-সমাধি-প্রাপ্ত যোগীর ন্যায় কেবল ভাবে ব্রহ্মেতে অবস্থান করেন। কে আধিকারিক, কে আধিকারিক নয়,কে বলিবে ? কে বলিবে যে বশিষ্ঠ-ব্যাস-নারদাদি আজও পর্য্যন্ত তাঁহাদের আধিকারিক কার্য্য শেষ করিয়া অপবর্গ প্রাপ্ত হয়েন নাই ? কে বলিবে যে আধিকারিক নিযুক্তির পালা চিরদিনের মত শেষ হইয়া গিয়াছে ? কে বলিবে যে আজও অনেক কৈবল্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষ আধিকারিক নিযুক্ত হইয়া জগতের দুঃখ মোচনের জন্য সংসারে কর্ম্ম করিতেছেন না ? কে বলিবে যে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন জাগরণের ঋষি রামমোহন আধিকারিক ছিলেন না। কে বলিবে জীবন্ত-যোগে জ্ঞানভক্তি-কর্ম্মের মিলন এবং সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ঋষি ব্রহ্মানন্দ

* মহাযান বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণের ন্যায় আধিকারিকদিগের কৈবল্য ও করুণা-প্রধান। বৈদান্তিক কৈবল্যের ন্যায় বৌদ্ধ নির্ব্বাণও দুই প্রকার ;—হীনযানদিগের "নিরুপাদি শেষনির্ব্বান্" বা নিষেধ বা 'না—না'-স্বরূপ নির্ব্বান্ যাহাতে প্রবেশ করিলে "কর্ম্মও থাকে না, কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন সংস্কার ও থাকে না, সব ফুরাইয়া যায়।" আর "মহাযানদিগের 'বিধিমুখী' বা হাঁ—হাঁ-স্বরূপ নির্ব্বাণ বা নির্লিপ্তভাবে আশা-আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা-সাধনরূপ নিরালম্ব নির্ব্বাণ,—যাহাতে প্রবেশ করিলে "সর্ব্বভূতে করুণা ও সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানের" বলে জীবন সম্পূর্ণ কর্ম্মময় হয়। নির্ব্বাণ বলিতে চৈতন্যের নাশ বুঝায় না, চিন্তার নিরোধও বুঝায় না। নির্ব্বাণে নিরোধ করে কি ? কেবল অহং ভাবেরই ইহাতে নিরোধ করে। অহং বলিয়া যে একটা পদার্থ কল্পনা করা হয়, তাহা অলীক। হাঁর দিক্ হইতে (নির্ব্বাণের) অর্থ করুণা, সর্ব্বভূতে দয়া।" (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—নারায়ণ, মাঘ—১৩২১)।

ইহার সহিত বেদান্তের কৈবল্যের তুলনা করিলে, পাঠক দেখিতে পাই-বেন,—বেদান্তের কৈবল্য এবং বৌদ্ধ নির্ব্বাণ যেন উভয় একই ছাঁচে ঢালাই করা।

কেশবচন্দ্র ভারতের ধর্ম্মসেতুর রক্ষার জন্য একজন আধিকারিক নিযুক্ত হইয়া ছিলেন না? কে বলিবে যে স্বর্গীয় মহাত্মা যুবক পরেশরঞ্জন রায় কলিকাতার প্লেগ (Plague) নিবারণের জন্য আধিকারিক নিযুক্ত হইয়া অতি হেয় মেথরের কার্য্য সুচারুরূপে সাধন করিতে গিয়া প্লেগ্‌রোগে তনুত্যাগ করেন নাই। কত বা নাম করিব। কে বলিতে পারে সুলভার ন্যায় অনেক আধিকারিক-কৈবল্য-মুক্ত আজও ভারতের হিত সাধনের জন্য সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন না? আবার কেইবা বলিতে পারে যে আজ যাঁহারা সাধারণ কৈবল্যপ্রাপ্ত রূপে নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে অবস্থিত, কাল তাঁহারাই পরমেশ্বরকর্ত্তৃক অধিকার-বিশেষে "লোকস্থিতি-হেতুষধিকারেষ" (৩—৩—৩২) নিযুক্ত হইয়া বশিষ্ঠাদির ন্যায় জগতের দুঃখ মোচনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্রতী হইবেন না। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যায় কৈবল্যমুক্তির মধ্যে আধিকারিক এবং অনাধিকারিকের প্রাচীর তিরোহিত হইয়া যায়। সাধারণ কৈবল্যপ্রাপ্ত পরমেশ্বরের আহ্বানের প্রতীক্ষায় আছেন মাত্র "—Stand and wait"। সেই প্রতীক্ষার অবস্থারই নাম অপবর্গ। আধিকারিকেরা তাহাদের প্রভুর সেবায় জগতের হিতের জন্য "speed and post o'er land and ocean without rest", এবং তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য শেষ হইলে পর পুনরায় অপবর্গ-দশাতে থাকিয়াই, পুনরাহ্বানের প্রতীক্ষা করেন:—তাই পুণ্যাত্মা কবি গাইয়াছেন;—

"God doth not need
Either man's work, or his own gifts. Who best
Bear his mild yoke, they serve him best. His state
Is kingly; thousands at his bidding speed
And post o'er land and ocean without rest.
They also serve who only stand and wait."
Milton—Sonnet on his blindness

সমাপ্ত।